প্রাপ্তিস্থান—চিরঞ্জীব ঔষধালয় (ফোন্—৩৪-৪৬১১)
১৭০।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট (বহুবাজার), কলিকাতা-১২
কলিকাতা ১১৮।২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ

বঙ্কিম প্রেসে মুদ্রিত

১৩৬৬ বঙ্গাব্দে মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিবসে প্রকাশিত।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

কেন্দ্রীয় ভারত সরকার বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় গবেষণা বিভাগ সমীপে—
(Central Ministry of Scientific and Cultural affairs)
ছন্দে মূল টীকা সহ প্রকাশন ব্যয়ের অর্দ্ধাংশ দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া এ পর্য্যন্ত ৭৮০০৲ দুই কিস্তিতে প্রেরণ করিয়া মহামান্য ভারতসরকার লেখককে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন এবং পুস্তক প্রকাশন সহজ ও সুগম করিয়াছেন।

আনন্দ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার (Director of Public Instruction) কর্ত্তৃক মৎপ্রণীত এই রামচরিতমানস পুস্তকখানিকে ধর্ম্মগ্রন্থ ও সমাজশিক্ষামূলক গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি প্রদান করিয়া এবং অন্যতম **মহাকাব্য ও ধর্ম্মগ্রন্থ** মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিয়া সাধারণ পাঠাগার ও সমস্ত সাধারণ লাইব্রেরিতে রক্ষার্থ অনুমোদন করিয়া প্রকাশককে উৎসাহিত করিয়াছেন।

—প্রকাশক

বিনম্র নিবেদন

সীতারামের অপার কৃপায় গোস্বামী তুলসীদাস রচিত শ্রীশ্রীরামচরিতমানস পঞ্চম খণ্ড অযোধ্যাকাণ্ড ১৫৬ দোহা হইতে ৩২৬ দোহা অর্থাৎ ভরতের চিত্রকূটে শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা শিরোধার্য্য করিয়া অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অংশ প্রকাশিত হইল। আর দুই খণ্ডে অর্থাৎ ৭ খণ্ডে পুস্তকের সমাপ্তি হইবে আশা করি। অষ্টম খণ্ড Glossary ও Grammer অংশ অর্থাৎ রামচরিতমানসের অভিধান ও ব্যাকরণ অংশ দেবনাগরী অক্ষরে শব্দচয়ন ও ইংরাজী ভাষায় অর্থ প্রকাশিত হইবে।

মোটের উপর সাত খণ্ডে পুস্তক সমাপ্তি এবং অষ্টম খণ্ডে পুস্তকের উপসংহার হইবে। ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ড এক সঙ্গে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা এক সঙ্গে ২০৲ টাকা অগ্রিম জমা দিবেন তাঁহারা সাতখণ্ড মধ্যে পাঁচখণ্ড এখনই পাইবেন। বাঁকী ২ খণ্ড আর তিনমাস পরে পাইবেন। তদনুযায়ী দ্রুত মুদ্রণ কার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ সুধী ও ভক্ত মনীষিবৃন্দের নিকট পুস্তকখানি ইতিমধ্যে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে জানিয়া শ্রম সার্থক জ্ঞান করিতেছি।

—গ্রন্থকার

অভিমত

এই পুস্তকের সম্বন্ধে **আনন্দবাজার পত্রিকার** অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে।
——কয়েকখানি নব প্রকাশিত রামচরিত মানসের তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে এই পত্রিকা বলেন——"তুলসীরামায়ণ সম্পর্কে যাঁদের কৌতূহল আরো একটু বেশী যাঁরা মূল গ্রন্থের রসাস্বাদনে ইচ্ছুক তাঁরা একটু সময় দিতে এবং পরিশ্রম কর্ত্তে কুণ্ঠিত না হ'লে শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য প্রণীত ও প্রকাশিত রামচরিতমানস পাঠ করুন, বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। .... মূল, বাংলা অর্থ; বাংলা পদ্যানুবাদ ও গদ্যে সারমর্ম্ম এ ছাড়া ভূমিকা ও পরিশিষ্ট, এর পর রসগ্রহণের পক্ষে কোন বাধা থাকল না" —১লা পৌষ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ

ধর্ম্মমূলক

উপহারগ্রন্থ

সচিত্র প্রসঙ্গরত্নমালা

উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য—৩৸০ সাধারণ বাঁধাই—৩৲

গোস্বামী তুলসীদাস-প্রণীত **রামচরিতমানস** একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ কবিতাতে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়া মূল, পদ্যানুবাদ, মর্ম্মার্থ, শব্দার্থ, ভূমিকা ও পরিশিষ্টাদি প্রসঙ্গে সাতখণ্ডে সমাপ্ত করিয়া প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা অবধারিত করাতে ২১৲ টাকার কমে সমস্ত গ্রন্থ ক্রয় করা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে সম্ভব নহে। পাঠাগার, ধর্ম্মপিপাসু ভক্তবৃন্দ অথবা অধ্যয়নবিলাসী পাঠকগণ মাত্র ইহার ক্রেতা হইতে পারিবেন। সেই অসুবিধার দূরীকরণ-মানসে রামচরিতমানসের মর্ম্মস্পর্শী অংশ—**"চিত্রকূটে রাম-ভরত মিলন"** পদ্যাংশ পৃথক্ পুস্তকাকারে কেবল বাংলা পদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক **"সচিত্র প্রসঙ্গরত্নমালা"** নামে প্রকাশিত হইল। এই সচিত্র পুস্তকখানিতে কেবল **রামচরিতমানসের** শ্রেষ্ঠাংশই আলোচিত হয় নাই প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য প্রসঙ্গ যথা **কৃষ্ণার্জ্জুন-প্রসঙ্গ** (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা হইতে অনূদিত) **নচিকেতা প্রসঙ্গ** (কঠোপনিষৎ হইতে অনূদিত), **সীতাবর্জ্জন প্রসঙ্গ** (বাল্মীকি রামায়ণ হইতে অনূদিত), **যুধিষ্ঠির-ভীষ্মাদি, বিদুর ও গান্ধারী প্রসঙ্গ** (মহাভারত হইতে অনূদিত) এবং **চরক, সুশ্রুত ও গৌতমবুদ্ধ প্রসঙ্গ** পদ্যে ও গদ্যে ভূমিকা সহ আলোচিত হইয়াছে। পদ্যাংশে সীতাবর্জ্জন, বিদুর, গান্ধারী ও গৌতমবুদ্ধ কবিবর শ্রীধীরেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় রচনা করিয়া কাব্যাংশের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে ৮ খানি সুন্দর ছবিদ্বারা পুস্তকখানির বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের ভারতীয় ঐতিহ্যের ধর্ম্মমূলক ধারাবাহিকতা পাঠকগণ এই এক পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সূত্রাকারে যে সকল ঐতিহ্যের ইঙ্গিত তাঁহার রচনাবলীতে প্রকাশ করিয়াছেন সেই ভারতীয় ঐতিহ্যের দশটি শ্লোকাংশ আশ্রয় করিয়া তাহার ভাষ্যাকারে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। যাঁহারা 'রামচরিতমানস' সমগ্রভাবে ক্রয় করিতে অক্ষম হইবেন বা তাহার সারাংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হইবেন তাঁহারা সচিত্র প্রসঙ্গ-রত্নমালা পাঠ করিয়া গোস্বামী তুলসীদাসের রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচিত হইতে পারিবেন। অধিকন্তু গীতা, উপনিষৎ, মহাভারত ও আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্ব সম্বন্ধে ভারতীয় ঐতিহ্যের একটা ধারণাও করিতে পারেন।

—বিনীত গ্রন্থকার

রামচরিতমানস পঞ্চম খণ্ড

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভক্ত ভরত ও ভক্ত লক্ষ্মণ

ভক্তি-প্রবাহের দুইটি মহাসমুদ্র প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর স্বরূপ দুই দিক্ থেকে বাল্মীকি রামায়ণে যে প্লাবন আনিয়াছে তাহা ভরতের ভক্তি ও লক্ষ্মণের ভক্তি। আর সেই ভক্তি-সূত্রের প্রবাহ ভারতের সনাতন আদর্শরূপে ভারতবাসীর অন্তস্তলে রামরূপ ভারত মহাসমুদ্রের চতুষ্পার্শে এক শাশ্বত আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। আর সেই ভক্তি-প্রবাহ এক মহামানব বা অতিমানবরূপী শ্রীরামকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যকে ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞানাশ্রয়ী করিয়াছে। রামায়ণকে মহাকাব্য, ইতিহাস বা এপিক গ্রন্থ বলিয়া যে ভাষায় অভিহিত করা যাউক না, বাল্মীকি স্বয়ং তাঁহার নিজের সত্ত্বাকে হারাইয়া ফেলিয়া কোটি কোটি মানুষের অন্তস্তলে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন সগুণের মধ্যে নির্গুণ মূর্ত্তি রামচন্দ্রকে তথা সসীমের মধ্যে অসীমকে আর তাঁহার দুই ভক্তকে। ইহাতে শাশ্বত কালের জন্য যে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা মানবমনের বিশেষতঃ ভারতীয় মনের উপর ইতিহাসের চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার অতীতে করিয়াছে, বর্ত্তমানে করে এবং ভবিষ্যতে করিবে। ব্যক্তিতে, পরিবারে ও সমাজে তাঁহাদের শাশ্বত প্রভাব কখনও মলিন হইবার নয়। আজ ইহার আন্তর্জ্জাতিক প্রভাবও কম নয়। কোটি কোটি নরনারীর চিত্তভূমিকে উর্ব্বর রাখিয়াছে সেই ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্ম। তাহাতে যে শক্তি ও শান্তি দান করে তাহা যেমন ভুলিবার নয় তেমনি মুছিবার নয়। ইহা দেবতাবিশেষের মানস কল্পনাতে একখানি চিত্রপটরূপে অঙ্কিত হয় নাই। পাণ্ডিত্যপ্রতিভাদ্বারা সমুজ্জ্বল করিয়া ইহা বর্ণিত হয় নাই। কবি বাল্মীকি ইহাদের দেবচরিত্র বর্ণনা করেন নাই। মানুষের আদর্শ কত মর্ম্মস্পর্শী হয় ও সমাজচিত্রে তার প্রভাব কত তাহা শাশ্বত কালের জন্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। একটি মানুষে সামগ্রিক ঐশ্বর্য্য পূর্ণরূপে প্রকট হইলে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য, যশ, বীর্য্য, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য সামগ্রিকরূপে প্রকাশ পাইলে মানুষটির স্বরূপ কি হয় তাহা শ্রীরামচন্দ্রে মূর্ত্তিমান্। তেমন তাঁহাকে আশ্রয় করিবার উপযোগী যে দুই মহাজনকে ভক্ত-রূপে রামায়ণে আমরা দেখি, তাহাতে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ, ধর্ম্মের বন্ধন ও প্রীতিভক্তির চরম ও পরম আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে বুঝি। ভারতীয় ঐতিহ্যের স্বরূপের পরিচয় ইহাতে আছে। গৃহ, পরিবার ও গৃহধর্ম্মের পতিব্রতা যে কত মহীয়সী হইতে পারে তাহা এই চরিত্রসমূহে দেখান হইয়াছে। গার্হস্থ্য আশ্রমের ভারতীয় আদর্শের স্বরূপ এই চরিত্র-গুলিতে প্রকাশ পাইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমের সুখ কেবল ব্যক্তিগত ভোগ-সুখে নিবদ্ধ নয় এবং ব্যক্তিগত সুবিধাদ্বারা সমাজদেহের পুষ্টি হয় না। সমাজে মানুষের যাবতীয় গুণকে

বিকশিত করিতে যে পরিবেশের জটিলতা আসে আর তাহাকে মধুরতম করিতে যে মনের আহার্য্য তাহা এখানে আছে। মহর্ষি বাল্মীকি তাহাকে অতি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। গোস্বামী তুলসীদাস কলিযুগের লোকশিক্ষার জন্য তাহাকে ক্ষেত্র-বিশেষে নিজস্ব তুলিকাদ্বারা আরো হৃদয়গ্রাহী করিবার প্রয়োজনে মূল বাল্মীকি রামায়ণ হইতে ঘটনাপ্রবাহকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। এতদ্বারা মূল বাল্মীকি রামায়ণকে বিকৃত করা হয় নাই অথবা তদ্বারা রামায়ণের মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হয় না। উদাহরণ-স্বরূপে বলা যায় মূল রামায়ণে—পরশুরামের সহিত রামের সাক্ষাৎ—মিথিলা হইতে দশরথ সহ রাম, লক্ষ্মণ, ভরতাদির অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালে পথে ঘটিয়াছিল; লক্ষ্মণের সহিত বাদানুবাদের ক্ষেত্র পরশুরামের সেখানে নাই। লক্ষ্মণ চরিত্রকে পরিস্ফুট করিবার জন্য গোস্বামী তুলসীদাস বোধ হয় এই সাক্ষাৎকার এবং লক্ষ্মণ-পরশুরাম-সংবাদ জনকের বাটীতে ধনুকভঙ্গের পরে নিষ্পন্ন করিয়াছেন। রামের সীতা ও লক্ষ্মণবর্জ্জন অংশও তুলসী-রামায়ণে একেবারে লিখিত হয় নাই।

মূল বাল্মীকি রামায়ণে চিত্রকূটে রাম-ভরত-মিলনে জনক ও জনকপত্নী সুনয়নার আগমনের উল্লেখ নাই। তুলসী রামায়ণে জনক-সমাজের আগমনে ভরতচরিত্রকে অতি পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কৌশল্যা-সুনয়নাসংবাদে ভরতের চরিত্র বিশ্লেষণ জনকসমাজের পরিবেশে অতি চমৎকাররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে, তা' ছাড়া অরণ্যকাণ্ডে লক্ষ্মণের নিকট রাম-কর্ত্তৃক ভক্তিতত্ত্বের ও নারীচরিত্রের বিশ্লেষণাদি তুলসীরামায়ণের বৈশিষ্ট্য। এই ভাবে স্থান-বিশেষে লক্ষ্মণ ও ভরত চরিত্রকে বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট করিতে মূল রামায়ণ হইতে তুলসীদাসী রামায়ণের যে ঘটনাজনিত ব্যতিক্রম তাহা কালের প্রয়োজনে নরনারীচরিত্রে ভক্তিতত্ত্বকে সহজ ভাবে বিশ্লেষণ করিবার জন্য গোস্বামী তুলসীদাস ঘটনার পারম্পর্য্য কিছু ব্যতিক্রম করিয়াছেন। বিশ্লেষণের এই ব্যতিক্রমসাধন কবিসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথও রামায়ণালোচনা প্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গ-পতিতা সংবাদে করিয়াছেন। কালোপযোগী চরিত্র বিশ্লেষণ দ্বারা জনচিত্তে রামায়ণের শিক্ষাকে কালোপযোগী করিবার প্রয়োজনে এই পরিবর্ত্তনকে মূল বাল্মীকি রামায়ণের ব্যতিক্রম না বলিয়া বিশ্লেষণাত্মক পরিচয় বলিলে ভক্ত ভরত ও ভক্ত লক্ষ্মণ চরিত্রের পরিচয় আরো পরিস্ফুট হইবে। সুসাহিত্যিক ৺দীনেশ সেন মহাশয়ের **রামায়ণী কথার** ভূমিকা প্রণয়নে কবি সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ সমগ্র রামায়ণ তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা পড়িলে পাঠক-গণের এই জাতীয় ব্যতিক্রমজনিত মানসিক দ্বন্দ্বের অবসান হইবে।

ভক্ত ভরত

গোস্বামী তুলসীদাসের বর্ণিত ভক্ত ভরতের চিত্র দশরথের দেহত্যাগান্তে দূতের ভরতের মাতুলালয় গমন হইতে অযোধ্যাকাণ্ডের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ চিত্রকূট হইতে পাদুকা লইয়া অযোধ্যায় নন্দিগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত অংশে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতেই প্রধানতঃ ভক্তিপর্য্যায়ের শেষ অর্থাৎ অযোধ্যাকাণ্ডের শেষ। অযোধ্যায় অনর্থ আরম্ভ হইতে না হইতেই ভরতের হৃদয়ে আলোড়ন আরম্ভ হইতেছে। রাত্রে কুস্বপ্ন দেখিয়া তাহাতেই কাতরতা অনুভব, তাহার জন্য শিবের নিকট প্রার্থনা এবং মাতাপিতা, পরিজন ও ভ্রাতৃগণের কুশল কামনা, দূতসংবাদে অযোধ্যায় ফিরিবার পথে দুশ্চিহ্ন দেখিয়া মনে মনে নিদারুণ দুঃখের অনুভূতি, কৈকেয়ীর সহিত সাক্ষাৎকারে সকল কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর প্রতি অশ্রদ্ধা-জ্ঞাপন, কৌশল্যার নিকট রামের বন-যাত্রা বিষয়ক যাবতীয় বার্ত্তা শ্রবণে ভরতের বিলাপ ও চিত্রকূট যাত্রার যুক্তিজাল, ভরতের চিত্রকূট যাত্রা, পথে গুহক চণ্ডালের সহিত সাক্ষাতে রামের বন-যাত্রাপথের ক্লেশ শুনিয়া ভরতের কাতরতাপূর্ণ বাক্য, যে নিষাদকে রাম আলিঙ্গন করিয়াছেন সে নিষাদকেও রামসম পবিত্রজ্ঞানে তাহাকে রামের অনুরূপ শ্রদ্ধাভাব দেখাইয়া আলিঙ্গন এবং রাম-সাক্ষাৎকারের আনন্দবোধ, যে স্থানে রাম স্নান করিয়াছেন, যে পথে রাম গমন করিয়াছেন সর্ব্বত্র রামস্মৃতিতে আত্মপ্রীতি ও আনন্দমগ্নতা, চিত্রকূটে জনকসমাজের উপস্থিতিতে ভরত সম্বন্ধে কৌশল্যা, জনক, জনকমহিষী সুনয়নার পরস্পর ভরত সম্বন্ধে আলোচনাতে ভরতের ভক্তির পরাকাষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। নন্দিগ্রামে তপস্বিবেশে তপস্বীর আচরণে অভ্যস্ত হইয়া রামনাম লইতে লইতে প্রজাপালন এবং চতুর্দ্দশবর্ষের অবধি পর্য্যন্ত রামের জন্য অপেক্ষমান থাকিয়া রামের উপর রাজ্যভার অর্পণার্থ সর্ব্বদার জন্য প্রস্তুতিতে ভরতভক্তির স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। এই খণ্ডের ভরত চরিত্রের বর্ণনাতে ভরতের ভক্তির পবিত্রতা, গাঢ়তা, এবং ঐকান্তিকতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তা' ছাড়া ভরতের সম্বন্ধে কৌশল্যা, জনক, গুহকের এবং এমন কি শ্রীরামচন্দ্রের ও জানকীর যে অভিমত এই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভক্ত-হৃদয়ের সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাকে রামজ্ঞানে পূজা এবং তাহার পরামর্শ লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনায় পশ্চাতেও ভক্তহৃদয়ের সুষ্ঠু পরিচয় পাওয়া যায়। সীতা হরণের পরেও পম্পাতীরে বিলাপকালে ভরতের দুঃখ স্মরণ করিয়া ভক্তের প্রতি রামের ঐকান্তিক অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। লঙ্কাতে রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিতেছেন— বন্ধু, ভরতের মত ভক্ত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইব। রাম অযোধ্যায় ফিরিলে রামের হস্তে রাজ্যভার বিপুল রাজকোষসহ প্রত্যর্পণ করিয়া ভারের লাঘববোধ ভরতের ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইয়া দেয়। ভরত সম্বন্ধে দশরথের উক্তি 'রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্' অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানে রাম হইতেও ভরতের মহনীয়তা বেশী তাহা ভরতের ভক্তি আশ্রয় করিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভক্ত লক্ষ্মণ

মৌন ভক্তির মূর্ত্তি লক্ষ্মণ। ছায়ার ন্যায় অনুগামী। ভাষায় ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্মণ অতি অল্পই করিয়াছেন। কেবল রামের মর্য্যাদা কোন প্রকারে ক্ষুন্ন হইলে তিনি সিংহগর্জ্জনে সে মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। পরশুরামের সহিত জনকপুরের বাদানুবাদে বালক লক্ষ্মণের ভক্তি, তেজস্বিতা ও বীর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রকূটে ভরত পৌছিবার প্রাক্‌কালে যখন ভরতের সসমাজ ও সসৈন্য আগমন রামের প্রতি বিদ্রোহাত্মক বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন তখনও সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া এমন কি ভ্রাতৃবধ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না এমন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। রামের বনবাস প্রদানে দশরথের যে রামের প্রতি অবিচার করা হইয়াছিল তাহাতেও তিনি উগ্র ক্ষাত্রমূর্ত্তি ধারণ করিযা দশরথের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দাড়াইতেও কুণ্ঠাবোধ নাই এমন উক্তিও করিয়াছেন। লক্ষ্মণ আজন্ম রামচন্দ্রের এমন অনুগামী যেমন ছায়া মানুষকে অনুবর্ত্তন করে। রামের কাছে শয়ন না করিলে লক্ষ্মণের নিদ্রা হয় না। রামের দেওয়া প্রসাদ ভিন্ন লক্ষ্মণের তৃপ্তি হয় না। রাম যখনই মৃগয়ার্থ গমন করেন ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণ তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন। বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রামের তাড়কারাক্ষসীর বধার্থ যাত্রাকালে লক্ষ্মণও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। লক্ষ্মণ স্বল্পভাষী কিন্তু রামকে বাদ দিয়া তাঁহার অস্তিত্বের কথা এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে পারেন না। আবার রামের প্রতি কেহ কোন অন্যায় আচরণ করিতেছে বুঝিলে তিনি মুহূর্ত্তকালও তাহাকে ক্ষমা কবিতেন না, অধীর হইয়া স্বীয় ক্ষাত্রতেজে প্রতিকার-পরায়ণ হইতেন। রামের বনযাত্রা শুনিবামাত্র বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে অতি ক্ষুব্ধ হইয়া রামেব পশ্চাৎ পশ্চাৎ তিনি চলিয়াছেন। লক্ষ্মণের মাতা সুমিত্রা লক্ষ্মণের এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য জানিতেন বলিয়াই বনযাত্রার প্রাক্‌কালে নির্ব্বাধে বলিলেন—বনে রামকে দশরথ, সীতাকে মাতা, বনকে অযোধ্যাজ্ঞানে রামের সেবা করিবে। রাম-প্রেমে নিজের সত্ত্বাকে বিলুপ্ত করাই যেন তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল। একজন বীরাগ্রগণ্য ক্ষত্রিয়ের ন্যায় অরণ্য-জীবনের সব কঠোরতা তিনি আত্মস্থ করিয়াছিলেন। আবার পঞ্চবটীতে পর্ণশালা রচনায় স্থান নির্ব্বাচন করিতে রাম-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন—আপনার যে স্থান ভাল, আমার তাহাই ভাল লাগিবে। অরণ্যের বিপদ-সঙ্কুলতা তাঁহাকে কখনও বনবাসের দুঃখে অভিভূত করে নাই। রামের জন্য এবং সীতার জন্য অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতা তাঁহার যেন একমাত্র ধর্ম্ম ছিল! চিত্রকূট পর্ব্বতে বাসকালে বনবাসের অধিকাংশ সময় যাপিত হইয়াছিল। একজন অতি ভক্ত সেবকরূপে নিষ্কামভাবে তিনি রাম ও সীতার সেবা করিয়াছেন।

এক দুঃখভরা রাত্রিতে গভীর পথশ্রমে ক্লান্ত তিন পথিক যখন অরণ্য-পার্শ্বে সর্প-বেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইয়াছেন এবং রাম ভ্রাতৃদুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিতে বলিতেছেন এবং সীতা সহ তিনি বনের ক্লেশ সহ্য করিবেন বলিতেছেন তখন লক্ষ্মণের উক্তি

হইল যে তিনি জগতের কোন ঋদ্ধি বা সম্পদ চান না, চান কেবল রামের সেবা। বনবাসের শেষ বৎসরে বিপদ সমাগত হইলে অর্থাৎ রাবণ সীতাহরণ করিলে রাম যখন এদিকে ওদিকে উন্মত্তের ন্যায় সীতার জন্য ছুটিতেছেন এবং বিলাপ করিতেছেন তখন সুগ্রীব-প্রেষিত হনুমানের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি রামের দুঃখ বর্ণনা করিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সুগ্রীবের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন এবং দনুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দ্দেশ-মত সুগ্রীবের সন্ধান করিয়া ঘুরিতেছেন এবং সুগ্রীবের আশ্রয়প্রার্থী বলিয়া রামের নাম লইয়া আকুল-ভাবে কাঁদিয়া মৌনী হইলেন। লক্ষ্মণ ছিলেন রামের নিত্য দুঃখ-সহায় ভৃত্য ও একনিষ্ঠ ভক্ত।

গোস্বামী তুলসীদাস লক্ষ্মণের ভক্তির স্বরূপ অরণ্যকাণ্ডে ভীলজাতীয় শবরীকে রামের উপদেশ প্রসঙ্গে শুনাইয়াছেন। নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্বে যাহা রামচন্দ্র মতঙ্গ ঋষির একনিষ্ঠ সেবা-পরায়ণা পরিচারিকা শবরীকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন তাহা হইতেছে নয়প্রকার (১) সাধু সঙ্গ (২) অভিমান ত্যাগ করিয়া গুরুর পাদপদ্ম সেবা (৩) তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার ভক্তি কপটতা ত্যাগ করিয়া গুরুর গুণগ্রাম গান ৫) বিশ্বাস-সহকারে মন্ত্র জপ করিয়া ভগবদ্ভজন (৬) ইন্দ্রিয় দমন ও সদাচার পালন-পূর্ব্বক বহুকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সজ্জনোচিত ধর্ম্মপালন (৭) সমস্ত জগৎ ভগবৎ-সৃষ্টির লীলারূপে দেখিবার দৃষ্টিভঙ্গি এবং এবং সাধুগণকে সর্ব্বাধিক মানদান (৮) যদৃচ্ছালাভে আত্মতুষ্টি এবং পরের দোষ ত্রুটি উপেক্ষার দৃষ্টিতে দর্শন (৯) সকলের সহিত ছলনা ত্যাগ করিয়া ভগবানে বিশ্বাস এবং সুখ দুঃখের বোধকে মন হইতে অপসারণ। ইহার যে কোন একটির সম্পূর্ণ বিকাশে মানুষ কৃতার্থ হয়। লক্ষ্মণের ভক্তির স্বরূপকে যেন শবরীকে ভক্তিশিক্ষা উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র ব্যাখ্যান প্রদান করিতেছেন। বনের শোভা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যকাণ্ডে যে তত্ত্ব আলোচনা হয় তাহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া করা হইয়াছে। লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে অথবা তরুগুল্মাদি উপলক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণের নিকট ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান ও মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণে গোস্বামী তুলসীদাস লক্ষ্মণের রাম-ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

লক্ষ্মণের পুরুষকারের পরিচয় গোস্বামী মিথিলায় জনকরাজার ধনুর্যজ্ঞে পরশুরামের সহিত বাদানুবাদে, বনযাত্রাকালে দশরথের উদ্দেশ্যে সুমন্ত্রের নিকট অশোভন ভাষা প্রয়োগে, এবং ভরতের প্রতি চিত্রকূট পৌছিবার পূর্ব্বে রামচন্দ্র শুনিয়াছেন। তাঁহার ভক্তির একনিষ্ঠতাও দেখিয়াছেন। সেই ভক্তির পূর্ণাঙ্গতা কোথায় তাহা গোস্বামী তুলসীদাসের লেখনীতে ব্যক্ত হইয়াছে। সেখানে উপদেষ্টা রাম, শ্রোতা লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ পরম রামভক্ত হইলেও তাঁহার পুরুষকার রামের সেবার উদ্দেশ্যে বহুবার প্রযুক্ত হইতে চাহিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে রাম সর্ব্বদা তাঁহাকে সংযত করিয়া পূর্ণাঙ্গ ভক্তির উপদেশে তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ হইতে গোস্বামী তুলসীদাস বর্ণিত রামায়ণে এই বৈশিষ্ট্যের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়।

রামায়ণে লক্ষ্মণের মত ক্ষাত্রবীর্য্যের উজ্জ্বল চিত্র দ্বিতীয় নাই। তিনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুণ্ঠ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ক্ষুরধার সদৃশ হইলেও সতত ভ্রাতার আজ্ঞাধীন। আজও 'রাম

ভরত' অপেক্ষা 'রামলক্ষ্মণ' কথাতে ভারতের ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অধিকতর ভাবে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। আদর্শ সৌভ্রাত্র, ভক্তি, তেজ ও বীর্য্যরক্ষায় সমাবেশ কল্পনা করিতে লক্ষ্মণই একমাত্র আদর্শ। আজ আমাদের সমাজ, পরিবার একেবারে লক্ষ্মণশূন্য হইয়াছে বলিয়াই সমাজের ও পরিবারের এই দুর্দ্দশা। জাতির গঠন করিতেও এই আদর্শই একমাত্র আদর্শ বলিয়া মনে করি।

বর্ত্তমান যুগে ভরত ও লক্ষ্মণের সার্থকতা—এই বস্তুতন্ত্রবাদের যুগে, যখন সমস্ত সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া বিলাস ও ভোগসুখে মত্ত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়াছে তখন এই ভরত ও লক্ষ্মণের সার্থকতা কোথায় এই প্রশ্ন সাধারণ ভাবে মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক। বস্তুতন্ত্রবাদ এবংব্যক্তি-স্বাধীনতা এই দুটির উপর গুরুত্ব প্রদান এ যুগের কালধর্ম্ম। সুতরাং এ যুগে সৌভ্রাত্র ও ভক্তির কথা যেন একটা অবাস্তব আলোচনা। ভরত ও লক্ষ্মণের দেশ ভারত হইতে ভরত ও লক্ষ্মণের পূর্ণ বিলুপ্তি হইতে চলিয়াছে। ভোগের চুলচেরা ভাগ লইবার জন্য ভ্রাতৃত্ব আজ উদ্‌ভ্রান্ত। কেবল ভাই ভাই নহে, প্রতিবেশী ও সমাজের কোন স্তরে এই ভ্রাতৃভাবের অস্তিত্ব নাই এবং তদুপযোগী শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমদানি একটা কথা—জাতীয়তা—আজ নেতৃগণের মুখে সর্ব্বদা শোনা যায়। তাহাতে বিশ্বপ্রেমের গালভরা কথা যোগ দেওয়া হইয়াছে করুণা, মুদিতা ও মৈত্রীর কথা প্রসঙ্গে। ইহা পুঁথিগত আলোচনামাত্র। বাস্তবিক ভ্রাতৃত্ব ভক্তিপূত হইয়া যে পরিবেশ সৃষ্টি করে, যে মধুরতাতে মনকে ভরপুর করে তাহার পবিত্রতা যে স্থায়ী সুখ শান্তি দেয় এবং মনের নিম্নতম স্তরে যে সৌহার্দ্দ্যরূপী সৌধের ভিত্তি স্থাপন করে তাহা বাল্যকালে মনের উপর স্থায়িভাবে রেখাপাত করিয়া যে সুখ ও শান্তির ও ভ্রাতৃত্বের সৌধ রচনার সুযোগ দেয় তাহা পারিবারিক পরিবেশে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে যেমন সুবিধা হয় এবং পিতামাতার স্নেহপূর্ণ আবেষ্টনীতে তাহা যেমনটি সম্ভব হয় এবং জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া তাহা যেমন মধুর ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ বয়সের মধ্যে বিকাশ লাভ করিতে পারে তাহা যেমন স্বাভাবিক তেমন হৃদ্যতাপূর্ণ। দৈনন্দিন আচরণের মধ্য দিয়া তাহা পূর্ণতা লাভ করে। চিত্রকূটে ভরতের আচরণে ও রাম, লক্ষ্মণ ও ভরতের পারস্পরিক সম্প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে যে ভক্তির শিক্ষা ও সামাজিক আচরণের শিক্ষালাভ করা যায় তাহার তুলনা নাই। এই আদর্শকে আত্মস্থ করার নামই ভক্তি। শাস্ত্রপাঠ করিয়া, অধ্যাপকের নিকট পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করিয়া কিংবা বক্তৃতা শুনিয়া এই শিক্ষালাভ করা যায় না। দৈনন্দিন আচরণের মাধ্যমে এই শিক্ষাকে আয়ত্ত করিতে হয়। কেবল বাল্যকালের জন্য অথবা কেবল বাহ্য সামাজিক আচরণে ইহার পরিসমাপ্তির কথা বুঝিয়া সাংসারিক বা দৈনন্দিন আচরণে অভ্যস্ত হইলে এবং বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত তাহার শিথিলতার কথা হৃদয়ে দৃঢ়মূল করিয়া লইলে এই ভক্তি সূত্রের কোন অর্থ থাকে না। এই ভক্তিসূত্র শিক্ষার সার্থকতা আমরণ রক্ষা করিবার শিক্ষাকে অধিগত করিবার যে দৃঢ়মূল শিক্ষা তাহাই ভক্তিসূত্রের প্রাণ। রামায়ণের ভরত ও লক্ষ্মণের ভক্তি সেই সূত্রের সন্ধান দেয়। আজ আমরা আদর্শ জাতীয়তা, নিয়মানুবর্ত্তিতা,

পারস্পরিক আনুগত্যকে আত্মস্থ করিতে চাহিলে এই ভক্তিসূত্রের শিক্ষাকে বাদ দিয়া তাহা অধিগত করিতে পারি না। ভোগবিলাসী ও বস্তুতন্ত্রবাদী মনকে ভক্তিসূত্রের মাধ্যমে ত্যাগপূত করিবার শিক্ষাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষ্মণ ও ভরতের আচরণ ও মনোভাবের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দৈনন্দিন আচরণের মধ্য দিয়া তাহা শিক্ষা করিতে হইবে, তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে। গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের শিক্ষাই এই শিক্ষার সন্ধান দেয়, ইহারই নাম ধর্ম্মশিক্ষা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা। অনুকূল আচরণের দ্বারা বা আনুষ্ঠানিক আচরণদ্বারা এই ধর্ম্ম শিক্ষার বীজ বাল্যকাল হইতে ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে বপন করিলে তবে ধর্ম্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্বের বৃক্ষ মানস-উদ্যানে যৌবনে শোভা পাইবার সুযোগ হয়। বাল্মীকি রামায়ণ অথবা রামচরিতমানসের অঙ্কিত লক্ষ্মণ ও ভরত চরিত্র কেবল কবি-কল্পনা বা রচিত গল্প না বুঝিয়া বাস্তব দৃষ্টিতে আত্মস্থ করিবার অধিকারী যাঁহারা হইবেন তাঁহারা আপনাকে ধন্য করিবেন।

ভ্রাতৃত্বকে আশ্রয় করিয়া যে ভক্তির বীজ বাল্যে দৃঢরূপে মনের মধ্যে বিকাশ লাভ করে তাহা যেমন দীর্ঘস্থায়ী তেমনি স্থায়ী শান্তিপ্রদ না হইয়া পারে না। ভোগবুদ্ধিকে সঙ্কোচপূর্ব্বক ত্যাগবুদ্ধিকে আত্মস্থ করিবার ব্রহ্মাস্ত্র এমনটি আর পৃথিবীতে হইবে না। লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি এবং ভরতের ভ্রাতৃভক্তি মিলিয়া গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের যে পবিত্রতা আনে তাহা রামচরিত্রের স্পর্শ লাভ করিয়া ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থের এক অপূর্ব্ব পবিত্রতার সৃষ্টি করে।

উপসংহার

আজ আমাদের গৃহ লক্ষ্মণ ও ভরত-শূন্য আজ সহধর্ম্মিণী স্বার্থরূপিণী ও ভোগবিলাসিনী অলঙ্কার পেটিকাকে পূর্ণতর করিতে আবির্ভূতা তথাকথিত লক্ষ্মী-মূর্ত্তি। আমাদের গৃহে এই নবরূপা গৃহলক্ষ্মীর আবির্ভাবে আমাদের গৃহ লক্ষ্মণ ও ভরত-শূন্য। এক উদরে স্থান-লাভ মাত্র আজ ভ্রাতৃত্বের অধিকার। সংসারে জন্মলাভ করিবার পরে পার্থক্যের সৃষ্টি বা শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং এক দুর্ভেদ্য প্রাচীরদ্বারা তাহা যৌবনকালেই চিরতরে পৃথক্ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। হায় ভারতের কি দুর্দৈব! মহাভারতের এই শিক্ষা কবি-কল্পনা হইয়াছে। মাতৃগর্ভ হইতে বিশ্বস্রষ্টা যাঁহাকে পাঠাইয়া আমাদের সহচর করিয়া দিলেন তাহাকে বনবাসে দিয়া অজানা অচেনাকে আপনার করিবার কষ্টকল্পনাতে আজ আমরা আত্মহারা। রামকে বনবাস দিয়া লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষে বাস করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। সুমিত্রা আর বলেন না—"মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম" সীতাকে আমার সমান দৃষ্টিতে দেখিবে। আবার কোথাও রাম আরাম কেদারায় বসিয়া উপভোগ্য ভোগ করিতেছেন লক্ষ্মণ অন্নের অভাবে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিতেছে। ভরত আজ রাজ্যসুখ বিসর্জ্জন করিয়া চিত্রকূটে রামের সন্ধানে না গিয়া চিরতরে রাম যাহাতে অযোধ্যাতে না ফিরে তাহার ব্যবস্থাতেই তৎপর হইবে। হে মহর্ষি বাল্মীকি! তুমি কি এ যুগের জন্য অসার্থক চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলে? হে গোস্বামী তুলসীদাস মহর্ষির অঙ্কিত চিত্রে তুমি কি বৃথা তুলিকা লেপন করিয়াছিলে? তোমরা আর একবার আসিয়া ইহার নবরূপ কি দিতে পার না? আমরা তোমাদের পুনরাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি আর আশা করিতেছি কবে এ দুর্দ্দিনের অবসান হইবে।

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

রামচরিতমানস পঞ্চম খণ্ড

(অযোধ্যাকাণ্ড ১৫৬ দোহা হইতে কাণ্ডসমাপ্তি ৩২৬ দোহা পর্য্যন্ত)

গোস্বামী তুলসীদাসকৃত রামনাম রটনা

রামনাম নরকেসরী, কনক কসিপু কলিকাল।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি, পালহিঁ দলি সুরসাল ॥১॥
রামনাম কলি কামতরু, সকল সুমঙ্গল কন্দ।
সুমিরত করতল সিদ্ধি সব, পগ পগ পরমানন্দ ॥২॥
রামনাম কলি কামতরু, রামভক্তি সুরধেনু।
সকল সুমঙ্গলমূল জগ, গুরুপদপঙ্কজরেনু ॥৩॥
রামনাম পরতাপতেঁ, প্রীতি প্রতীতি ভরোস।
সো তুলসী সুমিরত সকল, সগুন সুমঙ্গল কোষ ॥৪॥
রাম নাম সব ধর্ম্মময়, জানত তুলসীদাস।
যথা ভূমি বস বীজমেঁ, নখতনিবাস অকাস ॥৫॥
রাম নাম নিত কহত হর, গাবত বেদ পুরান।
হরন অমঙ্গল অঘ অখিল, করত সকল কল্যান ॥৬॥
রামনাম সুমিরত মিটহিঁ তুলসী কঠিন কলেস।
স্বারথ সুখ সুপনেহু অগম পরমারথ পরবেস ॥৭॥

বঙ্গানুবাদ

রামনাম নরসিংহ হিরণ্যকশিপু কলি,
জাপক প্রহ্লাদ পালে সুরে, অসুরেরে দলি' ॥১॥
রামনাম কল্পতরু কলিকালে শুভ সাধে।
পদে পদে পরানন্দ সিদ্ধি দেয় হাতে হাতে ॥২॥
রামনাম কল্পবৃক্ষ রামভক্তি কামধেনু।
বিশ্বে সর্ব্বশুভমূল গুরুপাদ-পদ্মরেণু ॥৩॥
রামনাম-প্রতাপেতে প্রীতি ও প্রতীতি আশ,
পুরিবে, দানিবে শুভ কহিছে তুলসীদাস ॥৪॥
রামনাম ধর্ম্মময় জানিছে তুলসীদাস।
ভূমিবশে বীজ যথা আকাশে তারা'র বাস ॥৫॥
রামনাম শিব ল'ন বেদ ও পুরাণ গাহে।
অশুভ ও পাপ নাশি' শুভ সব সাধে তাহে ॥৬॥
রামনাম স্মরি' মিটে তুলসীর ঘোর ক্লেশ।
দেয় সুখ স্বপ্নাতীত পরমার্থে সুপ্রবেশ ॥৭॥

চৌ—জিঅন মরন ফলু দসরথ পাবা। অণ্ড অনেক অমল জসু ছাবা॥
জিঅত রাম বিধু বদনু নিহারা। রাম বিরহ করি মরনু সঁবারা॥১॥
সোক বিকল সব রোবহিঁ রানী। রূপু সীলু বলু তেজু বখানী॥
করহিঁ বিলাপ অনেক প্রকারা। পরহিঁ ভূমিতল বারহিঁ বারা॥২॥
বিলপহিঁ বিকল দাস অরু দাসী। ঘর ঘর রুদনু করহিঁ পুরবাসী॥
অঁথয়উ আজু ভানুকুল ভানূ। ধরম অবধি গুন রূপ নিধানূ॥৩॥
গারীঁ সকল কৈকইহি দেহীঁ। নয়ন বিহীন কীন্হ জগ জেহীঁ॥
এহি বিধি বিলপত রৈনি বিহানী। আএ সকল মহামুনি গ্যানী॥৪॥

দোহা— তব বসিষ্ঠ মুনি সময় সম কহি অনেক ইতিহাস।
সোক নেবারেউ সবহি কর নিজ বিগ্যান প্রকাস॥১৫৬॥

বাংলা অর্থ—জিঅন—জীবন; অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড; সঁবারা—সংশোধন করিয়াছিল; রোবহি—রোদন করিয়াছিল; অঁথয়উ—অস্তমিত হইয়াছেন; রৈনি—রজনী; বিহানী—প্রভাত হইল; নেবারেউ—নিবারণ করিলেন; বিগ্যান—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান; (দো—১৫৬ পঃ

চৌ—জীবন-মরণ-ফল দশরথ পা'ন। অনেক ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর হয় যশোগান॥
জীবনে হেরেন রাম-চন্দ্রমা-বয়ান। রাঘব-বিরহে লাভ মৃত্যু মহীয়ান্॥১॥
শোক-বশে রাণী-সব রোদন করিয়া। রূপ, শীল, বল, তেজ বহু বাখানিয়া॥
করেন বিলাপ সেথা বিবিধ প্রকারে। ধরার উপরে পড়ি' শোকে বারে বারে॥২
বিকল বিলাপ করে যত দাস-দাসী। ঘরে ঘরে কান্না-রোল তুলে পুরবাসী॥
অস্তমিত হ'ল আজ ভানু-কুল-রবি। ধরমের শেষ সীমা রূপ-গুণ-ছবি॥৩॥
কৈকেয়ীরে করে সবে গালি বরষিত। ধরারে করেন যিনি আঁখি-বিবর্জ্জিত॥
হেন রূপে বিলপিয়া রাতি চ'লে যায়। মহামুনি, জ্ঞানী সবে আসেন সেথায়॥৪

দোহা— তখন বশিষ্ঠ কাল-অনুকূল বর্ণিলেন বহু ইতিহাস।
বিষাদ নিবারি' সমাগত জনে করি' নিজ বিজ্ঞান প্রকাশ॥১৫৬॥

সারমর্ম্ম—দশরথের জীবন ও মরণ সার্থক হইল। জীবিতকালে রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র দেখিয়া আনন্দে ভরপুর ছিলেন। তিনি রাম-নাম লইতে লইতে দেহরক্ষা করিলেন। রাণীরা শোকমগ্ন হইয়া রাজার গুণাবলীর প্রশংসা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সকলে কৈকেয়ীর নাম লইয়া গালাগালি করিতে লাগিল। মহামুনিরা উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ সকলকে কালোপযোগী কাহিনী বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন॥১৫৬॥

চৌ—তেল নাবঁ ভরি নৃপ তনু রাখা। দূত বোলাই বহুরি অস ভাষা॥
ধাবহু বেগি ভরত পহিঁ জাহূ। নৃপসুধি কতহুঁ কহহু জনি কাহূ॥১॥
এতনেই কহেহু ভরত সন জাঈ। গুর বোলাই পঠয়উ দোউ ভাঈ॥
সুনি মুনি আয়সু ধাবন ধাএ। চলে বেগ বর বাজি লজাএ॥২॥

অনরথু অবধ অরম্ভেউ জব তেঁ। কুসগুন হোহিঁ ভরত কহু তব তেঁ॥
দেখহিঁ রাতি ভয়ানক সপনা। জাগি করহিঁ কটু কোটি কলপনা॥৩॥
বিপ্র জেবাঁই দেহিঁ দিন দানা। সিব অভিষেক করহিঁ বিধি নানা॥
মাগহিঁ হৃদয়ঁ মহেস মনাঈ। কুসল মাতু পিতু পরিজন ভাঈ॥৪॥

দোহা— এহি বিধি সোচত ভরত মন ধাবন পহুঁচে আই।
গুর অনুসাসন শ্রবন সুনি চলে গনেসু মনাই॥১৫৭॥

বাংলা অর্থ—ভাষা—বলিল; **সুধি**—সংবাদ; **কতহুঁ**—কোথাও; **বোলাই পঠয়উ**—ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন; **লজাএ**—লজ্জা দিল; **অরম্ভেউ**—আরম্ভ হইয়াছে; **কটু কলপনা**—মিথ্যা চিন্তা; **জেবাঁই**—নিমন্ত্রণ করিয়া; **মনাই**—স্মরণ করিয়া; **ধাবন**—দূত; **অনরথু**—অনর্থ; **কুসগুন**—কুচিহ্ন; (দো—১৫৭ পঃ)

চৌ—নায়ে তৈল ভরি' নৃপ-দেহ রাখি' দেন। দূতে ডাকি' আনি' পুন আদেশ করেন
ত্বরা তুমি চলি' যাও ভরতের পাশ। নৃপ-কথা কভু কোথা না কর প্রকাশ॥১॥
ভরতের পাশে গিয়া কহ সমাচার। ডাকিয়া পাঠা'ন গুরু যুগল-কুমার
মুনি-আজ্ঞা লভি' দূত ধাইয়া চলিল। তা'র গতি দ্রুত-অশ্বে লাজ আনি' দিল॥২
অবধে অনর্থ সুরু যবে হ'তে ঘটে। অমঙ্গল চিহ্ন সব ভরতে প্রকটে॥
সারা রাতি হেরিলেন ভীষণ স্বপন। দিনে জাগি' করিলেন কোটি কু-কল্পন॥৩
বিপ্রে ভোজ দিয়া দান দে'ন দিনে দিনে। শিব-অভিষেক করি' বিবিধ ধরণে॥
মানৎ করেন শিবে হৃদয় ভরিয়া। পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু কুশল-মাগিয়া॥৪॥

দোহা— হেন চিন্তারত ভরত যখন দূতে সমাগত নেহারিলা।
গুরুর আদেশ কানে শুনি' ত্বরা গণপতি স্মরিয়া চলিলা॥২৫৭॥

সারমর্ম—তিনি নৌকায় তেল ভরিয়া তাহাতে দশরথের দেহ রক্ষা করিতে আদেশ দিয়া নন্দীগ্রামে ভরতের নিকট দূত পাঁঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কাহাকে কোন বিষয় না বলিয়া গুরুদেব দুই ভাইকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন—ইহা বলিতে হইবে। দূত অতি দ্রুতবেগে চলিল। অযোধ্যাতে অনর্থ ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে ভরত অশুভচিহ্ন দেখিতেছিলেন। রাত্রে কুস্বপ্ন দেখিতেন এবং তার জন্য প্রতিদিন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শিব পূজান্তে ভ্রাতা ও পরিজনদের কুশল কামনা করিতেন। এইরূপ সময়ে দূত সেখানে পৌঁছিয়া গুরুর আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিল॥১৫৭॥

চৌ—চলে সমীর বেগ হয় হাঁকে। নাঘত সরিত সৈল বন বাঁকে॥
হৃদয়ঁ সোচু বড় কছু ন সোহাঈ। অস জানহিঁ জিয়ঁ জাউঁ উড়াঈ॥১॥
এক নিমেষ বরষ সম জাঈ। এহি বিধি ভরত নগর নিঅরাঈ॥
অসগুন হোহিঁ নগর পৈঠারা। রটহিঁ কুভাঁতি কুখেত করারা॥২॥
খর সিআর বোলহিঁ প্রতিকূলা। সুনি সুনি হোই ভরত মন সূলা॥
শ্রীহত সর সরিতা বন বাগা। নগরু বিসেষি ভয়াবনু লাগা॥৩॥

খগ মৃগ হয় গয় জাহিঁ ন জোএ। রাম বিয়োগ কুরোগ বিগোএ ॥
নগর নারি নর নিপট দুখারী। মনহুঁ সবন্হি সব সম্পতি হারী ॥৪॥

দোহা— পুরজন মিলহিঁ ন কহহিঁ কছু গবহিঁ জোহারহিঁ জাহিঁ।
ভরত কুসল পূঁছি ন সকহিঁ ভয় বিষাদ মন মাহিঁ ॥১৫৮॥

বাংলা অর্থ—হাঁকে—হাঁকাইয়া ; **নাঘত**—ভয়ঙ্কর ; **বাঁকে**—পার হইয়া ; **নিঅরাঈ**—নিকটবর্ত্তী হইল ; **অসগুন**—অপশকুন, অপচিহ্ন ; **করারা**—কাক ; **কুখেত**—কুস্থানে ; **সিআর**—শৃগাল ; **সূলা**—পীড়া ; **ভয়াবনু**—ভয়ঙ্কর ; **জাহি ন জোএ**—দেখা যায় না ; **হারী**—হারাইয়াছে ; **জোহারহিঁ**—বন্দনা করিতেছে ; (দো—১৫৮ পৃঃ)

চৌ—বায়ু-বেগে চলিলেন অশ্ব হাঁকাইয়া। হাঁকা বাঁকা নদী শৈল বন-পথ দিয়া ॥
মনে চিন্তা ভরে, কিছু ভাল নাহি লাগে। এই মনে ভাবে শুধু উড়ে যা'বে আগে ॥১
একটি নিমেষ যেন বর্ষ-সম যায়। ভরত নগর-দ্বারে আসিয়া পৌঁছায় ॥
কুলক্ষণ হেরিলেন নগরে পশিয়া। 'কা' 'কা' স্বরে কাক সব উঠিল ডাকিয়া ॥২
গর্দ্দভ, শৃগাল-রব হল প্রতিকূল। শুনিয়া ভরত-মন হইল আকুল ॥
শ্রীহীন হেরিলা নদী, সর, উপবন। নগর লাগিল যেন অতীব ভীষণ ॥৩॥
পশু, পক্ষী, হাতী, ঘোড়া-পানে কেবা হেরে। রামের বিরহে সবে কাতরতা ভরে ॥
পুর-নরনারী সব অতীব দুঃখিত। সকলে হ'য়েছে যেন সম্পদ্-রহিত ॥৪॥

দোহা— পুরজন মিলে কিছু নাহি কয় চুপ রহি' করয়ে বন্দন।
ভরত কুশল পুছিতে নারিল বিষাদে ও ভয়ে ভরে মন ॥১৫৮॥

সারমর্ম—ভরত দ্রুতভাবে শঙ্কান্বিত চিত্তে অযোধ্যার দিকে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে কিছু ভাল লাগিতেছিল না, মুহূর্ত্তও যেন বৎসরের ন্যায় কাটিতেছিল। তিনি নগরে প্রবেশমাত্র অশুভচিহ্ন দেখিতে লাগিলেন। কাক, গর্দ্দভ ও শৃগাল বিপরীত ধ্বনি করিয়া অশুভের ইঙ্গিত করিল। নগর শ্রীহীন বোধ হইল। রামবিরহে পশু, পক্ষী হস্তি-প্রভৃতিও যেন মৃত-প্রায় রহিল। পথে আসিবার সময় সকলকে দুঃখমগ্ন মনে করিলেন। পুরজন কিছু না কহিয়া দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল ॥১৫৮॥

চৌ—হাট বাট নহিঁ জাই নিহারী। জনু পুর দহঁ দিসি লাগি দবারী ॥
আবত সুত সুনি কৈকয়নন্দিনি। হরষী রবিকুল জলরুহ চন্দিনী ॥১॥
সজি আরতী মুদিত উঠি ধাঈ। দ্বারেহিঁ ভেঁটি ভবন লেই আঈ ॥
ভরত দুখিত পরিবারু নিহারা। মানহুঁ তুহিন বনজ বনু মারা ॥২॥
কৈকেঈ হরষিত এহি ভাঁতী। মনহুঁ মুদিত দব লাই কিরাতী ॥
সুতহি সসোচ দেখি মনু মারেঁ। পূঁছতি নৈহর কুসল হমারেঁ ॥৩॥
সকল কুসল কহি ভরত সুনাঈ। পূঁছী নিজ কুল কুসল ভলাঈ ॥
কহু কহঁ তাত কহাঁ সব মাতা। কহঁ সিয় রাম লখন প্রিয় ভ্রাতা ॥৪॥

দোহা— সুনি সুত বচন সনেহময় কপট নীর ভরি নৈন।
ভরত শ্রবন মন সূল সম পাপিনি বোলী বৈন ॥১৫৯॥

বাংলা অর্থ—বাট—রাস্তা; **দহঁ**—দশ; **দবারী**—দাবাগ্নি; **জলরুহ**—পদ্ম; **দব লাই**—দাবাগ্নি লাগাইয়া দিয়াছে; **নৈহর**—স্ত্রীর পিত্রালয় পরিবার; **কুসল ভলাঈ**—কুশল সংবাদাদি; **বোলী**—বলিলেন; **বৈন**—বচন; **নৈন**—নয়ন; (দো—১৫৯ পঃ)

পুরে, হাটে, পথে, দেখা কিছু নাহি যায়। দশদিকে দাবানলে পুরী যেন ছায় ॥
সুত সমাগত শুনি' কেকয়-নন্দিনী। হরষিল রবিকুল-কমলে চাঁদিনী ॥১॥
আরতি সাজা'য়ে উঠি' মুদিত ধাইল। দ্বারে আবাহিয়া সুতে ভবনে আনিল ॥
ভরত দুঃখিত হেরে সব পরিবারে। চিন্তে যেন তুষারেতে পদ্ম-বন মারে ॥২
কৈকেয়ী হর্ষিত হ'ন বুঝা গেল তথা। দাবাগ্নি জ্বালিয়া ব্যাধ-পত্নী-চিত্ত যথা ॥
সুতে শোক-পর হেরি' বিষণ্ণ বদন। কুশল পুছিলা পিতৃ-ভবনে আপন ॥৩॥
সকল কুশল কহি' ভরত শুনা'ন। স্বকুল-কুশল-বার্ত্তা জানিবারে চা'ন ॥
কোথা মাতঃ! মাতৃগণ? পিতা বা কোথায়? প্রাণাধিক সীতারাম-লক্ষ্মণ কোথায়?॥৪

দোহা— সুত-মুখে শুনি' স্নেহমাখা বাণী নয়নে কপট বারি ভরি'।
ভরতের কাণে শূল-সম যেন কহিল সে পাপিনী উচ্চারি' ॥১৫৯॥

সারমর্ম্ম—পথঘাট জনশূন্য বোধ হইল। ভরত আসিতেছে শুনিয়া কৈকেয়ী আরতি সাজাইয়া ভরতকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিলেন। ভরত সকল পরিবারকে নিতান্ত দুঃখমগ্ন দেখিলেন। বনে আগুন লাগাইয়া ব্যাধের স্ত্রীর যে আনন্দ কৈকেয়ীও সেইরূপ আনন্দে ভরপুর ছিলেন। পুত্রকে চিন্তান্বিত দেখিয়া নিজের বাপের বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত সেখানকার কুশল কহিয়া নিজে বাড়ীর কুশলাদি জিজ্ঞাসার প্রথমে অন্যান্য মায়েদের কথা পরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা কোথায়—জানিতে চাহিলেন। তখন ভরতের কাণে শূল বিদ্ধ করিয়া পাপিনী কৈকেয়ী বলিলেন ॥১৫৯॥

চৌ—তাত বাত মৈঁ সকল সঁবারী। ভৈ মন্থরা সহায় বিচারী ॥
কছুক কাজ বিধি বীচ বিগারেউ। ভূপতি সুরপতি পুর পগু ধারেউ ॥১॥
সুনত ভরতু ভএ বিবস বিষাদা। জনু সহমেউ করি কেহরি নাদা ॥
তাত তাত হা তাত পুকারী। পরে ভূমিতল ব্যাকুল ভারী ॥২॥
চলত ন দেখন পায়উঁ তোহী। তাত ন রামহি সৌঁপেহু মোহী ॥
বহুরি ধীর ধরি উঠে সঁভারী। কহু পিতু মরন হেতু মহতারী ॥৩॥
সুনি সুত বচন কহতি কৈকেঈ। মরমু পাঁছি জনু মাহুর দেঈ ॥
আদিহু তেঁ সব আপনি করনী। কুটিল কঠোর মুদিত মন বরনী ॥৪॥

দোহা— ভরতহি বিসরেউ পিতু মরন সুনত রাম বন গৌনু।
হেতু অপনপউ জানি জিয়ঁ থকিত রহে ধরি মৌনু ॥১৬০॥

বাংলা অর্থ—সঁবারী—ঠিক করিয়া রাখিয়াছি; **বিগারেউ**—বিপরীত করিলেন;

পগু ধারেউ—পদার্পণ করিলেন ; **সহমেউ**—ভয় পাইলেন ; **পুকারী**—উচ্চারণ করিয়া ; **ন সোঁপেহু**—সঁপিলে না ; **সভাঁরী**—সামলাইয়া ; **পাঁছি**—ভেদ করিয়া ; **মাহুর**—বিষ ; **গৌনু**—গিয়াছেন ; **মৌনু**—মৌনতা ; **অপনপউ**—নিজেই ; (দো—১৬০ পর্য্যন্ত)

চৌ—ওহে তাত ! সব কথা ঠিক্ হ'য়ে গেছে। বেচারী মন্থরা হেথা সহায় হ'য়েছে ॥
ঘটাইল মাঝে বিধি কিছু অঘটন। নরপতি দেব-ধামে করিলা গমন ॥১॥
শুনিয়া ভরত-মনে ভরিল বিষাদ। ভীত করী যেন শুনে কেশরি-নিনাদ ॥
হাঃ তাত ! হাঃ তাত ! এই শব্দ উচ্চারিলা। ব্যাকুল হইয়া ভারী ভূতলে পড়িলা ॥২
"মৃত্যুকালে না লভিনু তব দরশন। তাত ! না করিলে মোরে রামে সমর্পণ ॥"
ধীরতা ধরিয়া নিজে প্রবোধ মানিলা। পিতার মরণ-হেতু মাতারে পুছিলা ॥৩
সুতের বচন শুনি' কৈকেয়ী কহিলা। মরম বিঁধিয়া যেন বিষ ঢালি' দিলা ॥
প্রথম হইতে সব করম আপন। হৃষ্ট মনে ক্রূর ভাবে করিলা বর্ণন ॥৪॥

দোহা— ভরত ভুলিলা পিতার মরণ শুনি' রাম-বন-যাত্রা-কথা।
নিজেই কারণ হিয়াতে জানিয়া স্তব্ধ রহে ধরি' নীরবতা ॥১৬০॥

সারমর্ম—হে পুত্র ! মন্থরা সহায়ে সব আমি ঠিক করিয়া আনিয়াছিলাম। সে সময় বিধাতা গোল বাধাইলেন। হঠাৎ রাজার মৃত্যু হইল। তখন ভরত দুঃখে অবশ হইয়া হা পিতা ! হা পিতা ! বলিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, মৃত্যুকালে দেখিতে পাইলাম না এবং মরণের পূর্ব্বে রামের হাতে সমর্পণ না করিয়া মৃত্যু বরণ করিলে ? পুন সামলাইয়া মরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ক্ষত ধুইয়া বিষ প্রলেপের ন্যায় রাণী আদ্যোপান্ত সকল কুটিলপনা ও কঠোরতর বর্ণনা করিলেন। ভরত রামের বনগমন সংবাদে পিতার মৃত্যুর কথা ভুলিয়া আরো বিমূঢ় ও মৌনী হইলেন ॥১৬০॥

চৌ—বিকল বিলোকি সুতহি সমুঝাবতি। মনহুঁ জরে পর লোনু লগাবতি ॥
তাত রাউ নহিঁ সোচৈ জোগূ। বিঢ়ই সুকৃত জসু কীন্হেউ ভোগূ ॥১॥
জীবত সকল জনম ফল পাএ। অন্ত অমরপতি সদন সিধাএ ॥
অস অনুমানি সোচ পরিহরহূ। সহিত সমাজ রাজ পুর করহূ ॥২॥
সুনি সুঠি সহমেউ রাজকুমারূ। পাকেঁ ছত জনু লাগ অঁগারূ ॥
ধীরজ ধরি ভরি লেহিঁ উসাসা। পাপিনি সবহি ভাঁতি কুল নাসা ॥৩॥
জৌঁ পৈ কুরুচি রহী অতি তোহী। জনমত কাহে ন মারে মোহী ॥
পেড় কাটি তৈঁ পালউ সীঁচা। মীন জিঅন নিতি বারি উলীচা ॥৪॥

দোহা— হংসবংসু দসরথু জনকু রাম লখন সে ভাই।
জননী তূঁ জননী ভঈ বিধি সন কছু ন বসাই ॥১৬১॥

বাংলা অর্থ—**সমুঝাবতি** — বুঝাইলেন ; **জরে পর** — অগ্নিদগ্ধ হইবার পর ; **বিঢ়ই** — অর্জ্জন করিয়া ; **পাকেঁ ছত**—পক্ব ব্রণ ; **উসাসা**—দীর্ঘশ্বাস ; **নাসা**—নাশ

করিয়াছে ; **জনমত**—জন্ম হইতেই ; **পালউ**—পল্লব, পত্র ; **উলীচা**—ফেলিয়া দিল ; **হংসবংস্নু**—সূর্য্যবংশ ; **সে**—সদৃশ ; **বসাই**—বশ থাকে ; (দো—১৬১ পঃ)

চৌ—সুতেরে বিকল হেরি' বুঝান তাহারে। যেন ক্ষার নিক্ষেপিল ক্ষতের মাঝারে॥
ওহে তাত ! রাজা-তরে শোক অনুচিত। অর্জ্জি' পুণ্য, যশোভোগ করি' যথোচিত॥১
ভুঞ্জিয়া সকল ফল যাবৎ জীবন॥ অন্তে চলিলেন তিনি অমর-সদন॥
এ' সব বিচারি' পিতৃশোক পরিহর। প্রজাপুঞ্জ-সহ পিতৃরাজ্য ভোগ কর॥২
ভরত কাতর হ'ন সকল শুনিয়া। পক্ক-ব্রণে গেল যেন আগুন লাগিয়া॥
ধীরতা ধরিয়া ক'ন ল'য়ে দীর্ঘশ্বাস—'পাপিনি ! সর্ব্বথা কৈলে মম কুল-নাশ॥৩
এহেন কুরুচি যদি পুষিতে অন্তরে। জন্মমাত্র কেন তুমি না মারিলে মোরে॥
বৃক্ষ-মূল কাটি' কর পাতাতে সিঞ্চিত। মাছেরে জিয়াতে কর বারি-বিবর্জ্জিত॥৪

দোহা— সূর্য্য-বংশজাত দশরথ পিতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ যার ভাই।
ওহে মাতঃ! তুমি তাহার জননী বুঝি কিছু বিধি-বশে নাই॥১৬১॥

সারমর্ম্ম—পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়া কৈকেয়ী তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু তাহা কাটা ঘায়ে লবণ দেওয়ার মত। তিনি বলিলেন,—রাজার জন্ম সার্থক, তিনি পুণ্য ও যশ যথেষ্ট ভোগ করিয়াছেন। তাঁর জন্য শোক ত্যাগ করিয়া সুষ্ঠু রাজ্য পালন কর ইত্যাদি। সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাস লইয়া ভাবিলেন সবই নষ্ট হইয়াছে। তখন ভরত বলিলেন,—জন্মিবামাত্র কেন আমাকে মারিয়া ফেল নাই। সূর্যবংশে জন্ম, দশরথ পিতা, রাম লক্ষ্মণ ভাই, আর তুমি মা, বিধাতার ইহাই বৈচিত্র্য॥১৬১॥

চৌ—জব তৈঁ কুমতি কুমত জিয়ঁ ঠয়উ। খণ্ড খণ্ড হোই হৃদউ ন গয়উ॥
বর মাঁগত মন ভই নহিঁ পীরা। গরি ন জীহ মুহঁ পরেউ ন কীরা॥১॥
ভূপঁ প্রতীতি তোরি কিমি কীন্হী। মরন কাল বিধি মতি হরি লীন্হী॥
বিধিহুঁ ন নারি হৃদয় গতি জানী। সকল কপট অঘ অবগুন খানী॥২॥
সরল সুসীল ধরম রত রাউ। সো কিমি জানৈ তীয় সুভাউ॥
অস কো জীব জন্তু জগ মাহীঁ। জেহি রঘুনাথ প্রানপ্রিয় নাহীঁ॥৩॥
ভে অতি অহিত রামু তেউ তোহী। কো তু অহসি সত্য কহু মোহি॥
জো হসি সো হসি মুহঁ মসি লাঈ। আঁখি ওট উঠি বৈঠহি জাঈ॥৪॥

দোহা— রাম বিরোধী হৃদয় তেঁ প্রগট কীন্হ বিধি মোহি।
মো সমান কো পাতকী বাদি কহউঁ কছু তোহি॥১৬২॥

বাংলা অর্থ—**তৈঁ**—তুই (নিন্দাবাচক) ; **ঠয়উ**—স্থির করিয়াছিলি ; **হোই গয়উ**—হইয়া গেল ; **গরি**—গলিয়া ; **কীরা**—পোকা ; **খানী**—খনি ; **তেউ**—সেই ; **হসি**—হোস্ ; **মসি**—মসী ; **লাঈ**—লেপন করিয়া ; **আঁখি ওট**—আঁখির আড়ালে ; **বাদি**—ব্যর্থ ; **প্রগট কীন্হ**—উৎপন্ন করিলেন ; **অহসি**—আছিস ; (দো—১৬২ পঃ)

চৌ—হে কুমতি ! মনে হেন কুবুদ্ধি ধরিয়া। হিয়া নাহি গেল কেন খণ্ডিত হইয়া ॥
বর মাগি' তব মনে দুখ না বিঁধিল। জিহ্বা না খসিল, মুখে পোকা না পড়িল ॥১
কেমনে তোমাতে নৃপ বিশ্বাস স্থাপিলা। মৃত্যুকালে বিধি তাঁর বুদ্ধি হরি' নিলা ॥
নারী-মনোগতি নাহি জানা বিধাতার। সকল কাপট্য-পাপ-অগুণ-আধার ॥২
সরল সুশীল রাজা ধরমে নিরত। নারীর চরিত্র তাঁর নহেক বিদিত ॥
হেন প্রাণী বল কেবা ধরামাঝে রহে। রঘুনাথ রাম যাঁর প্রাণ-প্রিয় নহে ? ॥৩
সে রাম অহিতকারী আছিল তোমার। কেবা তুমি হও সত্য কহ ত এবার ?
যে বা সে বা হও তুমি মুখে কালি দিয়া। যথা ইচ্ছা বাস কর নয়ন মুদিয়া ॥৪

দোহা— রামের বিরোধী হৃদয় হইতে মাতা জন্ম দানিলা আমারে।
কে আছে পাতকী আমার সমান কহি যাহা বৃথাই তোমারে ॥১৬২

সারমর্ম—এই কুবুদ্ধি চিন্তা করিতে জিব খসিয়া গেল না, হৃদয় বিদীর্ণ হইল না, মুখে পোকা পড়িল না, রাজাও তোমাকে বিশ্বাস করিলেন; মরণকালে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। বিধাতা স্বয়ং স্ত্রীবুদ্ধিতে প্রবেশে অক্ষম। স্ত্রীলোক কপটতা ও দোষের আকর। পৃথিবীর সকলের নিকট প্রিয় রঘুনাথ তোমার কি অহিত সাধিয়াছিলেন—আমায় বল। তোমার রাম বিরোধী হৃদয় হইতে বিধাতা কিনা আমার জন্ম দিলেন। আমার মত পাপী নাই। না, তোমার কোন দোষ নাই ॥১৬২॥

চৌ—সুনি সত্রুঘুন মাতু কুটিলাঈ। জরহিঁ গাত রিস কছু ন বসাঈ ॥
তেহি অবসর কুবরী তহঁ আঈ। বসন বিভূষন বিবিধ বনাঈ ॥১॥
লখি রিস ভরেউ লখন লঘু ভাঈ। বরত অনল ঘৃত আহুতি পাঈ ॥
হুমগি লাত তকি কূবর মারা। পরি মুহ ভর মহি করত পুকারা ॥২॥
কূবর টূটেউ ফূট কপারূ। দলিত দসন মুখ রুধির প্রচারূ ॥
আহ দইঅ মৈঁ কাহ নসাবা। করত নীক ফলু অনইস পাবা ॥৩॥
সুনি রিপুহন লখি নখ সিখ খোটী। লগে ঘসীটন ধরি ধরি ঝোঁটী ॥
ভরত দয়ানিধি দীন্‌হি ছড়াঈ। কৌসল্যা পহিঁ গে দোউ ভাঈ ॥৪॥

দোহা— মলিন বসন বিবরন বিকল কৃস সরীর দুখ ভার।
কনক কলপ বর বেলি বন মানহুঁ হনী তুসার ॥১৬৩॥

বাংলা অর্থ—**জরহিঁ**—জ্বলিতে লাগিল, **বরত**—জ্বলন্ত, **হুমগি**—জোরে; **লাত**—লাথি, **তকি**—লক্ষ্য করিয়া, **ফূট**—বিদীর্ণ হইল, **কপারূ**—কপাল; **প্রচারূ**—প্রবাহিত হইল; **দইঅ**—দৈব, **অনইস**—অনভীষ্ট; **সিখ**—শির; **খোটী**—দুষ্ট; **ঘসীটন লগে**—ঘসিতে লাগিল; **বেলি**—বল্লী, লতা, **হনী**—নষ্ট করিল; (দো—১৬৩ পঃ)

চৌ—মাতৃ-কুটিলতা সব শুনি' শত্রুঘন। রোষে গাত্র-দাহ, আত্ম-বশহীন হ'ন ॥
মন্থরা সে অবসরে সেথা উপনীত। বসনে, ভূষণে বহু হ'য়ে সুসজ্জিত ॥১॥

মন্থরার কৈকেয়ীর কক্ষে প্রবেশ লাঞ্ছনা ও করুণা

শত্রুঘন তারে হেরি' রোষেতে দহিল। ঘৃতাহুতি লভি' যেন অনল বাড়িল ॥
কুঁজে লক্ষ্য করি' এক লাথি তারে মারে। থুব্‌ড়িয়া মুখ পড়ে বিকট চীৎকারে ॥২
কুঁজ টুটি' গেল তথা কপাল ফাটিল। ভগ্ন-দন্ত মুখে রক্ত ক্ষরিতে লাগিল ॥
কহে,—বিধি ! সর্ব্বনাশ হইল আমার। করি' ভাল পাই মন্দ প্রতিফল তা'র ॥৩
নখ হ'তে শিখা সব দুষ্টামি শুনিয়া। শত্রুঘন ঘসে মুখ ঝুঁটিতে ধরিয়া ॥
দয়াল ভরত তা'রে ছাড়াইয়া দিলা। দু'ভাই কৌশল্যা-পাশে আসিয়া পৌঁছিলা ॥৪

দোহা— মলিন বসন বিবর্ণ বিকল দেহ শুষ্ক তাঁর গুরু দুখঃ ভারে।
মনে হয় বুঝি স্বর্ণ-কল্পলতা শুকায়েছে বনেতে তুষারে ॥১৬৩॥

সারমর্ম্ম—মায়ের কুটিলতাতে শত্রুঘ্নের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। সেই সময় মন্থরা সুসজ্জিত হইয়া সেখানে আসিল। তাহাতে যেন জলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। তিনি রাগিয়া কুঁজ লক্ষ্য করিয়া এক লাথি মারিলেন। সে অধোমুখে মাটিতে পড়িয়া গেল, কুঁজ বিদীর্ণ হইল, দাঁত দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল তখন শত্রুঘ্ন তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া মুখ মাটিতে ঘসিয়া দিতে থাকিলে ভরত ছাড়াইয়া দিলেন। তখন ভরত কৌশল্যা-সমীপে গেলেন। তাঁহাকে মলিন-বসনা, কৃশতনু এবং বিহ্বলা দেখিলেন ॥১৬৩॥

চৌ—ভরতহি দেখি মাতু উঠি ধাঈ। মুরুছিত অবনি পরী ঝঈঁ আঈ ॥
দেখত ভরতু বিকল ভএ ভারী। পরে চরন তন দসা বিসারী ॥১॥
মাতু তাত কহঁ দেহি দেখাঈ। কহঁ সিয় রামু লখনু দোউ ভাঈ ॥
কৈকই কত জনমী জগ মাঝা। জৌঁ জনমি ত ভই কাহে ন বাঁঝা ॥২॥
কুল কলঙ্কু জেহিঁ জনমেউ মোহী। অপজস ভাজন প্রিয়জন দ্রোহী ॥
কো তিভুবন মোহি সরিস অভাগী। গতি অসি তোরি মাতু জেহি লাগী ॥৩
পিতু সুরপুর বন রঘুবর কেতু। মৈঁ কেবল সব অনরথ হেতু ॥
ধিগ মোহি ভয়উঁ বেনু বন আগী। দুসহ দাহ দুখ দূষন ভাগী ॥৪॥

দোহা— মাতু ভরত কে বচন মৃদু সুনি পুনি উঠী সঁভারি।
লিএ উঠাই লগাই উর লোচন মোচতি বারি ॥১৬৪॥

বাংলা অর্থ—ঝঈঁ—শিরোঘূর্ণন ; কত—কেন ; জনমী—জন্মিলেন ; বাঝাঁ—বন্ধ্যা ; অসি—এরূপ ; জেহি লাগী—যার জন্য ; আগী—অগ্নি ; সঁভারি—সামলাইয়া ; মোচতি—ঝরিতে লাগিল ; কেতু—কেতু, দুষ্টগ্রহবিশেষ ; (দো—১৬৪ পর্য্যন্ত)

ভরত-কৌশল্যা-সংবাদ

চৌ—ভরতে হেরিয়া মাতা উঠিয়া ধাইলা। মূর্চ্ছিতা অবনী'পরে লুটা'য়ে পড়িলা ॥
ভরত হেরিয়া তাহা বিকল হইল। তনু-দশা বিস্মরিয়া চরণে নমিল ॥১॥
ওহে মাতঃ ! তাত কোথা দাও দেখাইয়ে। সীতা ও লক্ষ্মণ রাম কোথা' দুই ভা'য়ে ?
কৈকেয়ী জনমে কেন ধরার ভিতরে ? যদি জন্মে কেন বিধি বন্ধ্যা নাহি করে ?

কুলের কলঙ্ক মোরে জন্ম দান করে। অপযশ-ভাগী হ'য়ে বিদ্রোহ আচরে ॥
ত্রিভুবনে মম-সম অভাগা ক'জন। যা'র লাগি' মাতঃ! তব দুর্দ্দশা এমন ? ॥৩॥
পিতা সুরপুরে তথা বনে রঘুবর। অনর্থের হেতু যত মম শিরোপর ॥
ধিক্ মোরে! আগুনেতে দহি বাঁশবন। দুঃসহ দাহ ও দুঃখ দোষের কারণ ॥৪॥

মাতা শুনি' মৃদু ভরত-বচন উঠি' নিজে সামালিয়া পরে—
উঠাইয়ে তা'রে ধরিলা হৃদয়ে আঁখি হ'তে বারি-ধারা ঝরে ॥১৬৪॥

সারমর্ম্ম—ভরতকে দেখিয়া ভরতের দিকে ছুটিয়া আসিতে গিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। ভরত বড় ব্যাকুল হইয়া মায়ের পায়ে পড়িলেন ও বলিলেন, মা! বাবাকে দেখাইয়া দিন, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা কোথায়? বলুন। সংসারে মাতা কৈকেয়ী কেন জন্মিয়াছিল? যদি বা জন্মিল, কেন নিঃসন্তান হইল না। সেই কৈকেয়ী হইতে কুলাঙ্গার আমি জন্মিয়াছি। আমার চেয়ে হতভাগ্য কে আছে বলুন? আমি এ সকলের একমাত্র কারণ। আমাকে ধিক্! আমি দুঃসহ দুঃখ ও দোষের ভাগী হইয়াছি। তখন কৌশল্যা ভরতকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল ॥১৬৪॥

চৌ—সরল সুভায় মায়ঁ হিয়ঁ লাএ। অতি হিত মনহুঁ রাম ফিরি আএ ॥
ভেঁটেউ বহুরি লখন লঘু ভাঈ। সোকু সনেহুঁ ন হৃদয়ঁ সমাঈ ॥১॥
দেখি সুভাউ কহত সবু কোঈ। রাম মাতু অস কাহে ন হোঈ ॥
মাতাঁ ভরতু গোদ বৈঠারে। আঁসু পোঁছি মৃদু বচন উচারে ॥২॥
অজহুঁ বচ্ছ বলি ধীরজ ধরহূ। কুসমউ সমুঝি সোক পরিহরহূ ॥
জনি মানহু হিয়ঁ হানি গলানী। কাল করম গতি অঘটিত জানী ॥৩॥
কাহুহি দোসু দেহু জনি তাতা। ভা মোহি সব বিধি বাম বিধাতা ॥
জো এতেহুঁ দুখ মোহি জিআবা। অজহুঁ কো জানই কা তেহি ভাবা ॥৪॥

দোহা— পিতু আয়স ভূষন বসন তাত তজে রঘুবীর।
বিসমউ হরষু ন হৃদয়ঁ কছু পহিরে বলকল চীর ॥১৬৫॥

বাংলা অর্থ—**অতি হিত**—অতি স্নেহে; **ন সমাই**—ধরিল না; **আঁসু**—অশ্রু; **পোঁছি**—মুছাইয়া; **হানি গলানী**—বিপর্য্যয়ের জন্য দুঃখ; **অঘটিত**—অঘটন যোগ্য; **জিআবা**—বাঁচাইলেন; **কা তেহি ভাবা**—তাহার ভাল হইবে কিসে; **আয়স**—আদেশ; **বিসমউ**—বিষাদ; **পহিরে**—পরিধান করিলেন; **চির**—ছিন্ন বস্ত্র; **বচ্ছ**—বৎস; **বলি**—শপথ (ভগবৎসমীপে লইতেছি); **ভেঁটেউ**—মিলিলেন; দো—১৫ পঃ)

চৌ—সরলা জননী তা'রে বুকেতে ধরিয়া। সস্নেহে চিন্তেন,—রাম এসেছে ফিরিয়া ॥
পুন মিলি' লক্ষ্মণের ছোট ভাই সনে। শোক, স্নেহ, দুই তাঁর উথলিল মনে ॥১
স্বভাব দেখিয়া সবে বলাবলি করে,—'রাম-মাতা না হ'লে কি হেন ভাব ধরে ॥'
মাতা ভরতেরে কোলে উঠা'য়ে লইলা। অশ্রু মুছি' দিয়া মৃদু বাণী উচ্চারিলা ॥২

শপথ লইয়া কহি,—ধীরতা ধরিবে। কুসময় বুঝি বৎস! শোক না করিবে॥
হৃদয়ের দুঃখ-গ্লানি কভু না মানিবে। কাল ও করম-গতি অবশ্য ফলিবে॥৩॥
কাহারেও দোষ কভু নাহি তাত! দিবে। আমা' প্রতি বাম বিধি—এ সত্য জানিবে॥
এত দুঃখ-মাঝে যদি রহিল পরাণ, আজিও—কে জানে শেষে কি ভাবী বিধান॥৪॥
দোহা— পিতার আদেশে বসন, ভূষণ ওহে তাত! ত্যজে রঘুবীর।
বিষাদ-হরষ হৃদয়ে না জাগে পরিধানে বল্কল ও চীর॥১৬৫॥

সারমর্ম্ম—এই সরল আলিঙ্গনে তিনি মনে মনে বুঝিলেন, বুঝি বা রাম ফিরিয়া আসিয়াছে, পরে শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মাতার এই স্বভাব দেখিয়া সকলে বলিল, রাম-মাতা এমন কেন না হবেন। ভরতকে কোলে লইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া মৃদুবাক্যে বলিলেন,—বৎস! ধৈর্য্য ধর, কাল ও কর্ম্মের গতি অজ্ঞাত। কাহারও দোষ নাই। বিধাতা আমার প্রতি বিমুখ। এত দুঃখেও তিনি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। হে পুত্র! পিতার আদেশে রাম বসন-ভূষণ ত্যাগ করিয়া বল্কল পরিলেন, তাহাতে তাহার না হইল সুখ, না হইল দুঃখ॥১৬৫॥

চৌ—মুখ প্রসন্ন মন রঙ্গ ন রোষূ। সব কর সব বিধি করি পরিতোষূ॥
চলে বিপিন সুনি সিয় সঙ্গ লাগী। রহই ন রাম চরন অনুরাগী॥১॥
সুনতহিঁ লখনু চলে উঠি সাথা। রহহি ন জতন কিএ রঘুনাথা॥
তব রঘুপতি সবহী সিরু নাঈ। চলে সঙ্গ সিয় অরু লঘু ভাঈ॥২॥
রাম লখনু সিয় বনহি সিধাএ। গইউঁ ন সঙ্গ ন প্রান পঠাএ॥
যহু সবু ভা ইন্হ আঁখিন্হ আগেঁ। তউ ন তজা তনু জীব অভাগেঁ॥৩॥
মোহি ন লাজ নিজ নেহু নিহারী। রাম সরিস সুত মৈঁ মহতারী॥
জিঐ মরৈ ভল ভূপতি জানা। মোর হৃদয় সত কুলিস সমানা॥৪॥
দোহা— কৌসল্যা কে বচন সুনি ভরত সহিত রনিবাসু।
ব্যাকুল বিলপত রাজগৃহ মানহুঁ সোক নেবাসু॥১৬৬॥

বাংলা অর্থ—রঙ্গ—আসক্তি; সঙ্গ লাগী—সঙ্গ লইলেন; রহহি ন—থাকিলেন না; তউ—তবু; রনিবাসু—অন্তঃপুর; নেবাসু—নিবাস, গৃহ; (দো—১৬৬ পৃঃ)

চৌ—মুখে প্রসন্নতা, মনে নাহি রাগ, রোষ। সকলের সর্ব্ববিধ করি' পরিতোষ॥
রাম বনে যায় শুনি' সীতা সঙ্গ লয়। না রহি' এখানে রাম-পদলোভী হয়॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ চলে বনে তা'র সাথ। যদিও থামা'তে তারে চায় রঘুনাথ॥
সবারে নমিয়া শির রাম গেল বনে। অনুজ লক্ষ্মণ, সীতা চলে তার সনে॥
রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ করিল প্রয়াণ। আমি সঙ্গ নাহি লই, না গেল পরাণ॥
আঁখি-পুরোভাগে এই সব ঘটি' গেল। অভাগ্য এ দেহ, প্রাণ তবু না ত্যজিল॥
আমি মাতা হ'য়ে নাহি লভিনু সরম। আমি মাতা তা'রি, আর সুত কিনা রাম?
জীবন-মরণ-তত্ত্বে নৃপে ছিল জ্ঞান। মম হিয়া কিন্তু শত বজ্রের সমান॥

দোহা— কৌশল্যা-বচন শুনিলা ভরত তথা অন্তঃপুরবাসী জন।
ব্যাকুল বিলাপে রাজ-গৃহে সব পরিজন শোকেতে মগন ॥১৬৬॥

সারমর্ম—প্রসন্নমুখে সকলকে সকল রকমে সন্তুষ্ট করিয়া রাম বনে গেল, সীতাও সঙ্গে গেল, লক্ষ্মণ শুনিয়া সেও সাথে চলিল। তাহারা বনে গেল, আমি সঙ্গেও গেলাম না, প্রাণ-ত্যাগও করিলাম না। চোখের সামনে সকল ঘটিল, অভাগা প্রাণ দেহত্যাগ করিল না। আমার দেহের প্রতি আকর্ষণ বেশী তাই মরিলাম না। রাজা কেমনে বাঁচিতে বা মরিতে হয় জানিতেন, আমার হৃদয় বজ্রের মত কঠোর। কৌশল্যার কথা শুনিয়া সকলে বিলাপ করিতে লাগিল ॥১৬৬॥

চৌ—বিলপহিঁ বিকল ভরত দোউ ভাঈ। কৌসল্যাঁ লিএ হৃদয়ঁ লগাঈ ॥
ভাঁতি অনেক ভরতু সমুঝাএ। কহি বিবেকময় বচন সুনাএ ॥১॥
ভরতহুঁ মাতু সকল সমুঝাঈ। কহি পুরান শ্রুতি কথা সুহাঈ ॥
ছল বিহীন সুচি সরল সুবানী। বোলে ভরত জোরি জুগ পানী ॥২॥
জে অঘ মাতু পিতা সুত মারেঁ। গাই গোঠ মহিসুর পুর জারেঁ ॥
জে অব তিয় বালক বধ কীন্হেঁ। মীত মহীপতি মাহুর দীন্হেঁ ॥৩॥
জে পাতক উপপাতক অহহীঁ। করম বচন মন ভব কবি কহহীঁ ॥
তে পাতক মোহি হোহুঁ বিধাতা। জৌঁ যহু হোই মোর মত মাতা ॥৪॥

দোহা— জে পরিহরি হরি হর চরন ভজহিঁ ভূতগন ঘোর।
তেহি কই গতি মোহি দেউ বিধি জৌঁ জননী মত মোর ॥১৬৭॥

বাংলা অর্থ—**মারেঁ**—হত্যাতে; **গাই গোঠ**—গাভী-গোষ্ঠশালা; **জারেঁ**—দহনে; **কীন্হেঁ**—করিলে; **মীত**—মিত্র; **দীন্হেঁ**—দিলে; **অহহীঁ**—হয়; **দেউ**—দিউন; **তেহি কই**—তাহার; ভূতগণ—ভূতপ্রেতাদিগণ; (দো—১৬৭ পর্য্যন্ত)

চৌ—ভরত শত্রুঘ্ন শোকে বিকল হইলা। কৌশল্যা হৃদয়ে তবে দোঁহারে ধরিলা ॥
অনেক প্রকারে তিনি ভরতে বুঝা'ন। জ্ঞানগর্ভ বহু বাণী ভরতে শুনা'ন ॥১॥
ভরত মাতারে নিজে সকল বুঝায়। কহি' পুরাতনী বেদ-বাণী সমুদায় ॥
ছল-হীন শুচি তথা সরল সুবাণী। কহিলা ভরত মায়ে যুক্ত করি' পাণি।২॥
মাতা-পিতা-সুত-হত্যা যে পাপ আনিবে। গোঠ, বিপ্র-গৃহদাহে যে পাপ দানিবে ॥
নারী ও বালক বধে যেই পাপ আনে। আর যা' জনমে মিত্রে নৃপে বিষ-দানে ॥৩
যত ছোট বড় পাপ ধরা-মাঝে রহে। কর্ম্ম-বাক্য-মনোজাত সুধী যাহা কহে ॥
সে সব আমার হোক্ শুন হে বিধাতঃ! ইহা যদি হ'য়ে থাকে মম অনুমত ॥৪

দোহা— যারা পরিহরি' হরি-হর-পদ ভজিবে বিষম ভূতগণ।
তা'সবার গতি ধাতা দিন্ মোরে যদি ইথে মম সমর্থন ॥১৬৭॥

সারমর্ম—ভরতেরা দু'ভাই ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতে থাকিলে কৌশল্যা তাঁহাদিগকে কোলে লইলেন। ভরতকে মিষ্ট ভাষায় অনেক বুঝাইলেন। ভরতও পুরাণ

ও বেদের কথা বলিয়া তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন। ভরত হাত যোড় করিয়া বলিলেন,—পিতামাতাকে হত্যা, পুত্রহত্যা, গোব্রাহ্মণ পৃথিবী ও দেবলোক জ্বালাইলে যে পাপ, মিত্ররাজাকে বিষ খাওয়াইলে সে পাপ, আরও যত পাতক, উপপাতক আছে সকলই আমার প্রাপ্য—যদি বনে পাঠান ব্যবস্থাতে আমার কিছু সম্মতি থাকে। যদি ইহাতে আমার সম্মতি থাকে, তবে চরম দণ্ড যেন আমার হয়॥১৬৭॥

চৌ—বেচহিঁ বেদু ধরমু দুহি লেহীঁ। পিসুন পরায় পাপ কহি দেহীঁ॥
কপটী কুঠিল কলহপ্রিয় ক্রোধী। বেদ বিদূষক বিস্ব বিরোধী॥১॥
লোভী লম্পট লোলুপচারা। জে তাকহিঁ পরধনু পরদারা॥
পাবৌঁ মৈঁ তিন্হ কৈ গতি ঘোরা। জৌঁ জননী যহু সম্মত মোরা॥২॥
জে নহিঁ সাধুসঙ্গ অনুরাগে। পরমারথ পথ বিমুখ অভাগে॥
জে ন ভজহিঁ হরি নর তনু পাঈ। জিন্হহি ন হরি হর সুজসু সোহাঈ॥৩
তজি শ্রুতি পন্থু বাম পথ চলহীঁ। বঞ্চক বিরচি বেষ জগু ছলহীঁ॥
তিন্হ কৈ গতি মোহি সঙ্কর দেউ। জননী জৌঁ যহু জানৌঁ ভেউ॥৪॥

দোহা— মাতু ভরত কে বচন সুনি সাঁচে সরল সুভায়ঁ।
কহতি রাম প্রিয় তাত তুম্হ সদা বচন মন কায়ঁ॥১৬৮॥

বাংলা অর্থ—পিসুন—পশ্চাতে নিন্দাকারী; পরায় পাপ—অপরের পাপ; বেদ বিদূষক—বেদনিন্দাকারী; তাকহিঁ—লক্ষ্য করে; নহি অনুরাগে—অনুরক্ত হয় না; ছলহীঁ—বঞ্চনা করে; জানৌ ভেউ—জ্ঞাত ছিলাম; সাঁচে—সত্য;(দো—১৬৮ পৃঃ)

চৌ—বেদ-ধর্ম্ম বেচি' ছলে যে পেট ভরায়। পর-নিন্দা, পর-পাপ গাহিয়া বেড়ায়॥
কলহে যে অনুরাগী ক্রূর ছলী, ক্রোধী। বেদের নিন্দুক বিশ্ব-জনের বিরোধী॥১
লোভী ও লম্পট, যা'র লুব্ধ আচরণ। পরদারে দৃষ্টি দেয়, চায় পর-ধন॥
তাদের যে ঘোর গতি মো'পরে বর্ষিত—হউক যদি হে মাতঃ! এ'মম ঈপ্সিত॥২
সাধু-সঙ্গে অনুরাগ নাহি কভু যা'র। পরমার্থ-পথে পালে বিষম আচার॥
নর-তনু লভি' হরি-ভজনা না করে। হরি-হর-যশে যেই প্রীতি নাহি ধরে॥৩॥
শ্রুতি-পথ ত্যজি' যা'রা অন্য পথে চলে। বঞ্চকের বেশ ধরি' জগজ্জনে ছলে॥
তা'সবার গতি শিব দিবেন আমারে। হে মাতঃ! এ'কাজ যদি মম জ্ঞাতসারে॥৪

দোহা— জননী শুনিয়া ভরত-বচন যথাযথ স্বভাব সরল।
ক'ন ওহে তাত! রাম-প্রিয় তুমি কায়-মনো-বাক্যে অচঞ্চল॥১৬৮

সারমর্ম্ম—যে বেদ বেচিয়া খায় বা ধর্ম্মের নামে নিজের পেট পূরণ করে, যে বেদ-বিদ্বেষী কুটিল, ক্রোধী, লম্পট, পরধন ও পরস্ত্রীতে লোলুপ, তাহাদের যে দুর্গতি—সেই দুর্গতি আমার হোক্, যদি একার্য্যে আমার সম্মতি থাকে। সাধুসঙ্গে যার অনুরাগ নাই, মোক্ষের পথে যে বিমুখ, যাহা'র কাছে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সুখ্যাতি ভাল লাগে না, যে বেদের পথ ছাড়িয়া বিপরীত পথে চলে, যে প্রতারক বেশে বিশ্বকে

ছলনা করে, এ বন-গমনের আভাস পূর্ব্বে জানা থাকিলে আমার যেন সেই গতি হয়। কৌশল্যা বলিলেন,—হে ভরত। তুমি সর্ব্বদা রাম প্রিয় ॥১৬৮॥

চৌ—রাম প্রানহু তেঁ প্রান তুম্হারে। তুম্হ রঘুপতিহি প্রানহু তেঁ প্যারে॥
বিধু বিষ চবৈ স্রবৈ হিমু আগী। হোই বারিচর বারি বিরাগী॥১॥
ভএঁ গ্যানু বরু মিটৈ ন মোহূ। তুম্হ রামহি প্রতিকূল ন হোহূ॥
মত তুম্হার যহু জো জগ কহহীঁ। সো সপনেহুঁ সুখ সুগতি ন লহহীঁ॥২॥
অস কহি মাতু ভরতু হিয়ঁ লাএ। থন পয় স্রবহিঁ নয়ন জল ছাএ॥
করত বিলাপ বহুত এহি ভাঁতী। বৈঠেহিঁ বীতি গঈ সব রাতী॥৩॥
বামদেউ বসিষ্ঠ তব আএ। সচিব মহাজন সকল বোলাএ॥
মুনি বহু ভাঁতি ভরত উপদেসে। কহি পরমারথ বচন সুদেসে॥৪॥

দোহা— তাত হৃদয়ঁ ধীরজু ধরহু করহু জো অবসর আজু।
উঠে ভরত গুর বচন সুনি করন কহেউ সব সাজু॥১৬৯॥

বাংলা অর্থ—**প্রান**—(প্রাণস্বরূপ) অতি প্রিয়; **চবৈ**—চোয়াইতে পারে; **স্রবৈ**—ক্ষরণ ক্ষরিত করে; **হিমু**—তুষার; **ন মিটৈ**—দূর হইল না; **থন পয়**—স্তন-দুগ্ধ; **বীতি গঈ**—চলিয়া গেল; **উপদেসে**—উপদেশ দিল; **সুদেসে**—সময়োপযোগী; **সাজু**—প্রস্তুতি; সজ্জা; **করন কহেউ**—করিতে কহিল; চবৈ—চুঁয়ায়; (দো—১৬৯ পর্য্যন্ত)

চৌ—প্রাণ হ'তে প্রিয়তম জানো তুমি রামে। রঘুপতি প্রাণ হ'তে তোমা' প্রিয় জানে
চন্দ্রমা উদ্গারে বিষ হিমে অগ্নি ক্ষরে। বারিতে বৈরাগ্য যদি জন্মে জলচরে॥১
জ্ঞান লভি' মোহ রহে তাহাও সম্ভব। তুমি রামে প্রতিকূল ইহা অসম্ভব॥
তব মতে ইহা যদি বিশ্বে কেহ কহে। স্বপনেও সুখ, পুণ্য তা'র তরে নহে॥২
ইহা কহি' মাতা ধরে ভরতে হিয়ায়। স্তন-দুগ্ধ ক্ষরে তাঁ'র, আঁখি জলে ছা'য়॥
হেনমতে বিলপিয়া বিবিধ প্রকার। বসিয়া দুঃখের রাতি হ'য়ে গেল পার॥৩

বশিষ্ঠদেবের প্রবেশ ও দশরথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-ব্যবস্থা

বশিষ্ঠ ও বামদেব করি' আগমন। জ্ঞানী, গুণী, মন্ত্রিগণে ডাকেন তখন॥
ভরতে নির্দ্দেশ দেন বিবিধ প্রকারে। পরমার্থ বাণী ক'ন সুযোগ্য আধারে॥৪

দোহা— ওহে তাত! এবে ধৈর্য্য ধরি' কর কর্ত্তব্য-উচিত যথাবিধি আজ।
ভরত উঠেন গুরু-বাক্য শুনি' ক'ন—আয়োজিত হোক্ সব কাজ॥১৬৯

সারমর্ম্ম—রাম তোমার প্রাণের প্রাণ। তুমিও রঘুপতির প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। যত অসম্ভব সম্ভব হোক্ বা সম্ভব অসম্ভব হোক্ যথা—চাঁদ বিষ বর্ষণ করে, আগুণ শৈত্য দেয়, জলচর জলে বিরাগ দেখায় ইহাও সম্ভব হইতে পারে, তুমি রামের বিরোধী হবে এ' কখনও সম্ভব নয় ইত্যাদি বহু বলিয়া মা ভরতকে বুকে লইলেন। স্নেহে তাহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইল। চোখে জল আসিল, এইভাবে বসিয়া বসিয়া রাত্রি চলিয়া গেল। প্রভাতে

বশিষ্ঠ ও বামদেব আসিলেন। মন্ত্রী ও প্রধানগণকে ডাকাইলেন ও ভরতকে নানা উপদেশ দিলেন এবং ধৈর্য্য ধরিয়া বর্ত্তমান কার্য্য করিতে বলিলেন। ভরতও প্রস্তুত হইলেন ॥১৬৯॥

চৌ—নৃপ তনু বেদ বিদিত অন্হবাবা। পরম বিচিত্র বিমানু বনাবা ॥
গহি পদ ভরত মাতু সব রাখী। রহীঁ রানি দরসন অভিলাষী ॥১॥
চন্দন অগর ভার বহু আএ। অমিত অনেক সুগন্ধ সুহাএ ॥
সরজু তীর রচি চিতা বনাঈ। জনু সুরপুর সোপান সুহাঈ ॥২॥
এহি বিধি দাহ ক্রিয়া সব কীন্হী। বিধিবত ন্হাই তিলাঞ্জুলি দীন্হী ॥
সোধি সুমৃতি সব বেদ পুরানা। কীন্হ ভরত দসগাত বিধানা ॥৩॥
জহঁ জহঁ মুনিবর আয়সু দীন্হা। তহঁ তস সহস ভাঁতি সবু কীন্হা ॥
ভএ বিসুদ্ধ দিএ সব দানা। ধেনু বাজি গজ বাহন নানা ॥৪॥

দোহা— সিঙ্ঘাসন ভুষন বসন অন্ন ধরনি ধন ধাম।
দিএ ভরত লহি ভুমিসুর ভে পরিপূরন কাম ॥১৭০॥

বাংলা অর্থ—অন্হবাবা—স্নান করাইলেন; বিমানু—শবাধার; নহাই—স্নান করাইয়া; সোধি—বিচার করিয়া; সুমৃতি—স্মৃতি শাস্ত্র; দসগাত বিধানা—দশম দিনের কৃত্য; ভে—হইলেন; লহি—লইয়া; ভুমিসুর—ব্রাহ্মণ; অগর—অগুরু; (দো—১৭০ পঃ)

নৃপতনু বেদ-মতে সুস্থাপিত করি'। রাখিলেন মনোহর শবাধারোপরি ॥
চৌ—পদে ধরি' মাতৃগণে চিতারোহ রোধে। রাণীরা রহেন রাম-দর্শনানুরোধে ॥১
চন্দন অগুরু-ভার বহু সেথা আসে। পূর্ণ সেথা হ'ল চারু অমিত সুবাসে ॥
সরযুর তীরে রচে চিতা মনোহর। সুর-পুরে রচে যেন সোপান সুন্দর ॥২॥
হেনমতে দাহক্রিয়া সবে সমাপিলা। বিধিবৎ স্নান সারি' তিলাঞ্জলি দিলা ॥
অনুসরি স্মৃতি-বেদ-পুরাণের মত। দশম-দিবস-কৃত্য পালেন ভরত ॥৩॥
মুনিবর যখনি যা' আদেশ করেন। তৎক্ষণাৎ ভরত সে নির্দ্দেশ পালেন ॥
শুদ্ধ হ'য়ে দান-কার্য্য করি' আরম্ভন। দেন ধেনু-গজ-বাজি বিবিধ বাহন ॥৪॥

দোহা— সিংহাসন তথা ভূষণ, বসন, অন্ন, ভূমি, ধন তথা ধাম।
প্রদান করিলা ভরত ব্রাহ্মণে বিপ্রে তাহে পূর্ণ-মনস্কাম ॥১৭০॥

সারমর্ম্ম—নৃপ-দেহ স্নান করান হইল, নূতন শবাধারে দেহ রক্ষিত হইল। ভার ভার চন্দন অগুরু কাষ্ঠে চিতা সাজাইয়া সরযূর তীরে দেহ দাহ করা হইল। স্নানান্তে ভরত যথাবিধি তিলাঞ্জলি দান করিলেন। স্মৃতি, বেদ ও পুরাণানুসারে ভরত দশ দিনের কৃত্য সমাপন করিলেন। মুনির আদেশ-মত শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণগণকে দানাদি দেওয়া হইল ॥১৭০॥

চৌ—পিতু হিত ভরত কীন্হি জসি করনী। সো মুখ লাখ জাই নহিঁ বরনী ॥
সুদিনু সোধি মুনিবর তব আএ। সচিব মহাজন সকল বোলাএ ॥১॥
বৈঠে রাজসভা সব জাঈ। পঠএ বোলি ভরত দোউ ভাঈ ॥
ভরতু বসিষ্ঠ নিকট বৈঠারে। নীতি ধরমময় বচন উচারে ॥২॥

প্রথম কথা সব মুনিবর বরনী। কৈকই কুটিল কীন্‌হি জসি করনী ॥
ভূপ ধরমব্রতু সত্য সরাহা। জেহিঁ তনু পরিহরি প্রেমু নিবাহা ॥৩॥
কহত রাম গুন সীল সুভাউ। সজল নয়ন পুলকেউ মুনিরাউ ॥
বহুরি লখন সিয় প্রীতি বখানী। সোক সনেহ মগন মুনি গ্যানী ॥৪॥

দোহা— সুনহু ভরত ভাবী প্রবল বিলখি কহেউ মুনিনাথ।
হানি লাভু জীবনু মরনু জসু অপজসু বিধি হাথ ॥১৭১॥

বাংলা অর্থ—বোলি পঠএ—ডাকিয়া পাঠাইলেন; নিবাহা—নিষ্পাদন করিলেন; পুলকেউ—পুলকিত হইলেন; বিলখি—দুঃখিতভাবে বিলাপ করিয়া: সরাহা—প্রশংসা করিলেন; নিবাহা—প্রমাণ করিয়াছিলেন; (দো ১৭১ পঃ)

চৌ—ভরত করিলা যাহা উদ্দেশে পিতার। লক্ষ মুখে কভু তাহা নহে বর্ণিবার ॥
শুভক্ষণ নিরূপিয়া মুনীশ আসেন। সচিবেও জ্ঞানী জনে সবারে ডাকেন ॥১॥
রাজ-সভাস্থলে সবে বসিয়া আসনে। ডাকিয়া পাঠা'ন তাঁরা ভাই দুই জনে ॥
বশিষ্ঠ ভরতে দেন নিকষে আসন। নীতি-ধর্ম্মযুত বাক্য কহিতে তখন ॥২॥
কহিয়া রামের গুণ, শীল ও চরিত। মুনি-আঁখি ভরে বারি, মুনি পুলকিত ॥
পুন বাখানিয়া সীতা-লক্ষ্মণ-চরিত। জ্ঞানী মুনি শোকে স্নেহে হ'ন নিমজ্জিত ॥৩

বশিষ্ঠের উপদেশবাণী ও দশরথের গুণকীর্ত্তন

দোহা— শুনহ ভরত ভবিতব্য বড় চিন্তি' ক'ন তাপস-প্রধান।
হানি তথা লাভ জীবন মরণ নিন্দা-যশ বিধির বিধান ॥১৭১॥

সারমর্ম্ম—পিতার স্বর্গত আত্মার সদ্‌গতির জন্য ভরত যাহা করিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। অতঃপর শুদিন দেখিয়া মুনিবর আসিয়া মন্ত্রী ও প্রধানগণকে ডাকাইলেন। সকলে রাজসভায় বসিলেন, ভরত ও শত্রুঘ্নকে ডাকান হইল। বশিষ্ঠ বহুনীতিপূর্ণ ও ধর্ম্মানুমোদিত বাক্য বলিলেন। বশিষ্ঠ কৈকেয়ীর সকল কুটিলতার পরিচয় দিয়া ধর্ম্মব্রত রাজার প্রশংসা করিলেন। বশিষ্ঠ যখন রামের গুণ, শীল ও স্বভাবের পরিচয় দিতেছিলেন, তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল, অতঃপর সীতা ও লক্ষ্মণের প্রীতির কথা কহিতে গিয়া জ্ঞানী মুনি শোকে ও স্নেহে মুগ্ধ হইয়া পরে ভরতের উদ্দেশ্যে বলিলেন,—ভবিতব্যতাই বড়। লাভ-ক্ষতি, জীবন-মরণ ভাল-মন্দ সব বিধাতার হাতে ॥১৭১॥

চৌ—অস বিচারি কেহি দেইঅ দোসূ। ব্যরথ কাহি পর কীজিঅ রোসূ ॥
তাত বিচারু করহু মন মাহীঁ। সোচ জোগু দসরথু নৃপু নাহীঁ ॥১॥
সোচিঅ বিপ্র জো বেদ বিহীনা। তজি নিজ ধরমু বিষয় লয়লীনা ॥
সোচিঅ নৃপতি জো নীতি ন জানা। জেহি ন প্রজা প্রিয় প্রান সমানা ॥২॥
সোচিঅ বয়সু কৃপন ধনবানূ। জো ন অতিথি সিব ভগতি সুজানূ ॥
সোচিঅ সূদ্রু বিপ্র অবমানী। মুখর মানপ্রিয় গ্যান গুমানী ॥৩॥

সোচিঅ পুনি পতি বঞ্চক নারী। কুটিল কলহপ্রিয় ইচ্ছাচারী ॥
সোচিঅ বটু নিজ ব্রতু পরিহরঈ। জো নহিঁ গুর আয়সু অনুসরঈ ॥৪॥
দোহা— সোচিঅ গৃহী জো মোহ বস করই করম পথ ত্যাগ।
সোচিঅ জতী প্রপঞ্চ রত বিগত বিবেক বিরাগ ॥১৭২॥

বাংলা অর্থ—কেহি—কাহাকে ; সোচিঅ—শোকের যোগ্য, শোচ্য ; বয়সু—বৈশ্য ; সুদ্রু—শূদ্র ; বিপ্র অবমানী—ব্রাহ্মণগণের অপমানকারী ; জতী—যতি, সংযত ব্যক্তি ; প্রপঞ্চ—মায়াকার্য্য ; কাহি পর—কাহারো উপর ; (দো—১৭২ পঃ)

চৌ—হেন বিচারিয়া দিবে কে কাহারে দোষ ? নিরর্থক একে করে আন্ প্রতি রোষ
হে তাত ! বিচার কর তুমি মনে মনে। শোক-যোগ্য দশরথ নৃপতি কেমনে ? ॥১
বেদ-জ্ঞান নাহি যা'র শোচ্য সে ব্রাহ্মণ। নিজ ধর্ম্ম ত্যজি' রহে বিষয়ে মগন ॥
সে নৃপতি শোকযোগ্য,—যে না জানে নীতি। প্রজা প্রাণ-সম নহে এই যা'র রীতি ॥২
শোচ্য যে কৃপণ বৈশ্য তথা ধনবান্। মহেশে ও অতিথিতে যে না ভক্তিমান্ ॥
শূদ্র শোচ্য সে,—যে করে বিপ্রে অপমান। যে বা ধরে মুখরতা মান-অভিমান ॥৩
সেই শোচ্য, স্ব-পতিরে বঞ্চিবে যে নারী। কুটিল, কলহপ্রিয় তথা স্বেচ্ছাচারী ॥
শোচ্য সেই ব্রহ্মচারী, যে ত্যজিয়া ব্রত। গুরু-আজ্ঞা অনুসরি' চলে না সতত ॥৪
দোহা— শোচ্য সেই গৃহী যে বা মোহ-বশ করিবে করম-পথ ত্যাগ।
শোচ্য সেই যতি যে প্রপঞ্চে রত বিবর্জ্জিত বিবেক-বিরাগ ॥১৭২॥

সারমর্ম্ম—এই দৃষ্টি দিয়া বিচার করিলে দোষারোপ বা ক্রোধের ক্ষেত্র থাকে না। রাজা দশরথ শোকযোগ্য নহেন, কারণ তিনি স্বধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, সেই শোকের যোগ্য, সে ব্রাহ্মণ হউক্ বা রাজা হউক্। বৈশ্য ধনবান্ হইয়া কৃপণ হইলে শোকের পাত্র, এইরূপ যে মানের আকাঙ্খা করে অথবা জ্ঞানের অহঙ্কার করে, সে শোকের পাত্র। যে স্ত্রী পতিকে বঞ্চনা করে এবং যে স্বেচ্ছাচারিণী, যে ব্রহ্মচর্য্যব্রতী হইয়া ব্রতত্যাগী, এবং যে শিষ্য গুরুর আদেশ পালন না করে, যে সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য নাই, যে গৃহী মোহ-বশে কর্ম্ম ত্যাগ করে,—তাহারা শোকের পাত্র ॥১৭২॥

চৌ—বৈখানস সোই সোচৈ জোগূ। তপু বিহাই জেহি ভাবই ভোগূ ॥
সোচিঅ পিসুন অকারন ক্রোধী। জননি জনক গুর বন্ধু বিরোধী ॥১॥
সব বিধি সোচিঅ পর অপকারী। নিজ তনু পোষক নিরদয় ভারী ॥
সোচনীয় সবহীঁ বিধি সোঈ। জো ন ছাড়ি ছলু হরি জন হোঈ ॥২॥
সোচনীয় নহিঁ কোসলরাউ। ভুবন চারিদস প্রগট প্রভাউ ॥
ভয়উ ন অহই ন অব হোনিহারা। ভূপ ভরত জস পিতা তুম্হারা ॥৩॥
বিধি হরি হরু সুরপতি দিসিনাথা। বরনহিঁ সব দসরথ গুন গাথা ॥৪॥
দোহা— কহহু তাত কেহি ভাঁতি কোউ করিহি বড়াঈ তাসু।
রাম লখন তুম্হ সত্রুহন সরিস সুঅন সুচি জাসু ॥১৭৩॥

বাংলা অর্থ—ভয়উ—হইয়াছিল ; **অহই**—আছে ; **ন হোনিহারা**—হইবে না ; **দিসিনাথা**—লোকপাল ; **সুঅন**—সুনু, পুত্র ; **বৈখানস**—বাণপ্রস্থী ; (দো—১৭৩ পঃ)

চৌ-বাণপ্রস্থী জেনো তাঁরা শোক-যোগ্য হ'ন। তপ ত্যজি' ভোগে যাঁরা সদা রত র'ন
শোচ্য পরদোষদর্শী অকারণ-ক্রোধী। জনক-জননী তথা বান্ধব-বিরোধী ॥১॥
সর্ব্বথা সে শোচনীয়,—পর-অপকারী। স্বতনু যে পুষ্টি করে দয়াহীন ভারী ॥
সর্ব্ববিধ শোক-যোগ্য হ'বে সেই জন। হরিপ্রিয় যে না হ'বে ত্যজিয়া ছলনা ॥২
কোশলের রাজা কভু শোক-যোগ্য ন'ন। চৌদ্দ ধরা করে যাঁর গুণের বর্ণন ॥
পূর্ব্বাপর আজো নাই, না ছিল, না হ'বে। দশরথ-সম নৃপ না জন্মিবে ভবে ॥৩
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর, ইন্দ্র, দিক্‌পালগণ। দশরথ-গুণ-গাথা করেন কীর্ত্তন ॥৪॥

দোহা— কহ তাত! কেবা কোন্ বিধি ধরি' দিবে তাঁর গুণ-পরিচয় ?
রাম ও লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ভরত-সম যাঁর চারিটি তনয় ॥১৭৩॥

সারমর্ম্ম—যে তপস্বী তপস্যা ত্যাগ করিয়া ভোগের কথা ভাবে, অকারণ ক্রোধী, গুরু-মাতৃ-পিতৃদ্রোহী, পরের অপকার-পরায়ণ, যে কেবল নিজের শরীর-পোষণে রত, যে নির্দ্দয়, সে শোকের পাত্র। যে নিজেকে হরিভক্ত বলে অথচ ছলনা ত্যাগ করে নাই, সেও শোকের পাত্র। সুতরাং দশরথ শোক-যোগ্য নহেন। বিষ্ণু-শিব-ইন্দ্রাদি দেবতা দশরথের গুণ-গান করেন। হে ভরত! যাঁহার রাম এবং লক্ষ্মণের মত, তোমার ও শত্রুঘ্নের মত পূতচরিত্র পুত্র,—তাঁহার চেয়ে কে বড় গুণবান্? ॥১৭৩॥

চৌ—সব প্রকার ভূপতি বড়ভাগী। বাদি বিষাদু করিঅ তেহি লাগী ॥
যহ সুনি সমুঝি সোচু পরিহরহূ। সির ধরি রাজ রজায়সু করহূ ॥১॥
রায়ঁ রাজপদু তুম্হ কহুঁ দীন্হা। পিতা বচনু ফুর চাহিঅ কীন্হা ॥
তজে রামু জেহিঁ বচনহিঁ লাগী। তনু পরিহরেউ রাম বিরহাগী ॥২॥
নৃপহি বচন প্রিয় নহিঁ প্রিয় প্রানা। করহু তাত পিতু বচন প্রবানা ॥
করহু সীস ধরি ভূপ রজাঈ। হই তুম্হ কহঁ সব ভাঁতি ভলাঈ ॥৩॥
পরসুরাম পিতু অগ্যা রাখী। মারী মাতু লোক সব সাখী ॥
তনয় জজাতিহি জোবনু দয়উ। পিতু অগ্যাঁ অঘ অজসু ন ভয়উ ॥৪॥

দোহা— অনুচিত উচিত বিচারু তজি জে পালহিঁ পিতু বৈন।
তে ভাজন সুখ সুজস কে বসহিঁ অমরপতি ঐন ॥১৭৪॥

বাংলা অর্থ—বাদি—ব্যর্থ ; **তেহি লাগি**—তাঁহার জন্য ; **আয়সু**—আজ্ঞা **ফুর**—সত্য ; **কীন্হা চাহিঅ**—করা উচিত ; **বিরহাগী**—বিরহরূপ অগ্নি ; **প্রবানা**—প্রমাণ ; **রজাঈ**—আজ্ঞা ; **মারী**—মারিয়া ছিলেন ; **সাখী**—সাক্ষী ; **অগ্যাঁ**—আজ্ঞা ; **বৈন**—বচন ; **ঐন**—আশ্রয়, অয়ন (এখানে বাসস্থান) (দো—১৭৪ পঃ)

চৌ—সর্ব্বথা নৃপতি এক ভাগ্যবান্ জন। তাঁ'র তরে দুঃখ করা কেন অকারণ ?
হেন কথা শুনি' বুঝি' শোক পরিহর। রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি' অনুসর ॥১

রাজা রাজপদ দেন তোমার লাগিয়া। পিতার বাণীকে-সত্য কর এবে গিয়া।
পিতৃ-বাক্যে যে রামের রাজ্য পরিহার। সেই রাম-বিরহাগ্নি নাশে দেহ তাঁ'র ॥২
বাক্য ছিল প্রিয় তাঁ'র, নহে ত পরাণ। তাহা তুমি কর এবে যথার্থ প্রমাণ।
শিরে ধরি' নৃপ-আজ্ঞা করহ পালন। সর্বথা হইবে তাহে মঙ্গল-সাধন ॥৩॥
ভৃগুরাম নিজ-পিতৃ-আদেশ পালিয়া। সবারে রাখেন সাক্ষী মাতারে হানিয়া।
পিতা যযাতিরে পুত্র যৌবন দানিল। আজ্ঞা পালি' পুণ্য-যশ তনয় লভিল ॥৪

দোহা— ন্যায় ও অন্যায় বিচার ত্যজিয়া পিতৃ-আজ্ঞা করিলে পালন।
ইহ সুখ-ভাগী যশস্বী হইয়া পরে লভ ইন্দ্রের ভবন ॥১৭৪॥

সারমর্ম—রাজা বড় ভাগ্যবান্ ছিলেন, তাঁহার জন্য শোক করিবে না, তাঁহার আদেশ মানিয়া রাজত্ব কর। পিতৃবাক্য পালন করিতে তোমার রাজ-পদ গ্রহণ করা উচিত। শপথ রাখিতে যিনি রামকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং রামের বিরহাগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন, প্রাণ অপেক্ষা কথার মর্য্যাদা দান তাঁহার কাছে বড় ছিল। সেই রাজাজ্ঞা পালনেই তোমার মঙ্গল হইবে। পরশুরাম পিতার আদেশে মাতৃ-হত্যা করিয়াছিলেন। যযাতির পুত্র তাঁহাকে যৌবন দান করিয়াছিল সুতরাং পিতার আজ্ঞা পালনেই সুখ ও যশ ॥১৭৪

চৌ—অবসি নরেস বচন ফুর করহূ। পালহু প্রজা সোকু পরিহরহূ ॥
সুরপুর নৃপু পাইহি পরিতোষূ। তুম্হ কহুঁ সুকৃতু সুজসু নহিঁ দোষূ।১
বেদ বিদিত সম্মত সবহী কা। জেহি পিতু দেই সো পাবই টীকা ॥
করহু রাজু পরিহরহু গলানী। মানহু মোর বচন হিত জানী।২॥
সুনি সুখু লহব রাম বৈদেহীঁ। অনুচিত কহব ন পণ্ডিত কেহীঁ ॥
কৌসল্যাদি সকল মহতারীঁ। তেউ প্রজা সুখ হোহিঁ সুখারীঁ।৩॥
প্রেম তুম্হার রাম কর জানিহি। সো সব বিধি তুম্হ সন ভল মানিহি ॥
সৌঁপেহু রাজু রাম কে আএঁ। সেবা করেহু সনেহ সুহাএঁ।৪॥

দোহা— কীজিঅ গুর আয়সু অবসি কহহিঁ সচিব কর জোরি।
রঘুপতি আএঁ উচিত জস তস তব করব বহোরি।১৭৫।

বাংলা অর্থ—**তুম্হ কহুঁ**—তোমাকে; **টীকা**—রাজতিলক; **কেহীঁ**—কোন **তেউ**—তাঁহারাও; **রাম কর**—রামের; **সৌঁপেহু**—সমর্পিয়ে দিবে। **জস…তস**—যেমন…তেমন; **ফুর**—সত্য; **অবসি**—অবশ্য; (দো—১৭৫ পঃ)

চৌ—নৃপ-বাণী ধ্রুব সত্য করিবে প্রমাণ। শোক পরিহরি' কর প্রজা-পরিত্রাণ ॥
স্বর্গে লভিবেন নৃপ পরম সন্তোষ। ইথে তব পুণ্য-যশ, না আনিবে দোষ ॥১॥
বেদেতে বিদিত তথা কহে সর্ব্বজন। তা'র রাজ-টীকা যা'রে পিতা রাজ্য দেন ॥
রাজত্ব করিবে তুমি দুখ পরিহরি'। মানিবে বচন মম তব হিতকারী ॥২॥
রাম ও বৈদেহী শুনি' আনন্দ ভুঞ্জিবে। সুধীজন অনুচিত কেহ না কহিবে ॥
কৌশল্যাদি রহে যত তব মাতৃগণ। প্রজা-সুখে সবে সুখী গণিবে তখন ॥৩॥

তব সহ রাম-প্রীতি যথাযথ জানি'। সর্ব্বথা তোমারে সবে ভাল লবে মানি' ॥
ফিরিয়া আসিলে রামে রাজ্য স'পি' দিবে। সুন্দর পিরীতি-ভরে তাঁহারে সেবিবে ॥৪
গুরু-আজ্ঞা তুমি নিশ্চিত পালিবে যুক্ত করে মন্ত্রী তদা ক'ন।
রঘুপতি ঘরে আসিলে ফিরিয়া যথাযথ কর আচরণ ॥১৭৫॥

সারমর্ম—রাজার কথা রক্ষা করিলে তিনি স্বর্গলোকে থাকিয়াও সুখী হইবেন। তোমারও তাহাতে পুণ্য ও যশ হইবে। পিতা যাহাকে রাজ্য দেন, সে তাহা পায়। ইহাতে তোমার দোষ নাই। আমার কথা রাখ, ইহাতে তোমার ভাল হইবে। ইহাতে রাম, সীতা ও অন্যান্য সকলে সুখী হইবেন। রাম বন হইতে ফিরিয়া তাঁহাকে রাজ্য দিয়া তুমি প্রীতির সহিত দিন যাপন করিতে পারিবে। সুমন্ত্র তখন হাতযোড় করিয়া ভরতকে গুরু বশিষ্ঠদেবের আদেশ পালন করিতে কহিলেন ॥১৭৫

চৌ—কৌসল্যা ধরি ধীরজু কহঈ। পূত পথ্য গুর আয়সু অহঈ ॥
সো আদরিঅ করিঅ হিত মানী। তজিঅ বিষাদু কাল গতি জানী ॥১॥
বন রঘুপতি সুরপতি নরনাহূ। তুম্হ এহি ভাঁতি তাত কদরাহূ ॥
পরিজন প্রজা সচিব সব অম্বা। তুম্হহী সুত সব কহঁ অবলম্বা ॥২॥
লখি বিধি বাম কালু কঠিনাঈ। ধীরজু ধরহু মাতু বলি জাঈ ॥
সির ধরি গুর আয়সু অনুসরহূ। প্রজা পালি পরিজন দুখু হরহূ ॥৩॥
গুর কে বচন সচিব অভিনন্দনু। সুনে ভরত হিয় হিত জনু চন্দনু ॥
সুনী বহোরি মাতু মৃদু বানী। সীল সনেহ সরল রস সানী ॥৪॥

ছন্দ— সানী সরল রস মাতু বানী সুনি ভরতু ব্যাকুল ভএ।
লোচন সরোরুহ স্রবত সীঁচত বিরহ উর অঙ্কুর নএ ॥
সো দসা দেখত সময় তেহি বিসরী সবহি সুধি দেহ কী।
তুলসী সরাহত সকল সাদর সীবঁ সহজ সনেহ কী ॥

সোরঠা— ভরতু কমল কর জোরি ধীর ধুরন্ধর ধীর ধরি।
বচন অমিঅঁ জনু বোরি দেত উচিত উত্তর সবহি ॥১৭৬॥

মাসপারায়ণ অঠারহবাঁ বিশ্রাম

বাংলা অর্থ—**আদরিঅ**—আদর করিবে; **কদরাহূ**—কাতর হইয়াছ; **তুম্হহী**—তুমিই; **সব কহঁ**—সবাকার; **সানী**—মিশ্রিত; **নএ**—নূতন; **উর বিরহ অঙ্কুর**—হৃদয়ের বিরহ রূপ অঙ্কুর **সীঞ্চত**—সিঞ্চিত করিল; **সুধি**—সংবাদ; **বিসরী**—ভুলিয়া গেলেন; **সীবঁ**—সীমা; **বোরি**—ডুবাইয়া; (দো—১৭৬ পঃ)

চৌ—কৌশল্যা ধীরতা-সহ তদা তাঁরে ক'ন। শ্রেষ্ঠ পথ জানো গুরু-আদেশ পালন
আদরে আচর তাহা ল'য়ে হিত মানি'। বিষাদ ত্যজিবে তুমি কাল-গতি জানি ॥১
বনে যা'ন রঘুপতি নৃপ পরলোক। তোমাতে হেরিনু তাত! দুঃসহ এ' শোক ॥
মাতৃগণ, মন্ত্রিগণ, প্রজা, পরিজনে। সবার আশ্রয় হ'য়ে পালিবে যতনে ॥২॥

নিয়তিরে বাম হেরি কালে কঠোরতা। মাতৃনামে দিব্য দিনু ধরিবে ধীরতা ॥
গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি' যথা অনুসর। প্রজা পালি' পরিজন-দুঃখ দূর কর ॥৩
গুরুর বচন শুনি' মন্ত্রি-অনুমত। ভরত হৃদয় হ'ল চন্দনের মত ॥
শুনে' হেন মাতা হ'তে মৃদু বাণী-চয়। শীল-স্নেহ-ভরা তাহা সরলতাময় ॥৪॥

ছন্দ— সরলতা-রসে ভরা মাতৃবাণী ভরত শুনিয়া ব্যাকুল হইলা।
পদ্ম-লোচনের অশ্রুতে সিঞ্চিয়া হৃদয়ে বিরহ-অঙ্কুর সৃজিলা ॥
হেন দশা হেরি' তখন সকলে নিজ তনু-বোধ বুঝি বিস্মরিল।
তুলসী কহিছে—সকলে সাদরে সে সহজ স্নেহ সাধু প্রশংসিল ॥

দোহা— কর-পদ্মযুগ জুড়িয়া ভরত ধীর-ধুরন্ধর ধীরতা ধরিলা।
বচন তাহার সিঞ্চিয়া অমৃত উচিত উত্তর প্রদান করিলা ॥১৭৬॥

সমাপি' আঠার দিন মাসপারায়ণে। এ' দীন সেবক নমে ভরত-চরণে ॥

সারমর্ম—কৌশল্যা ও ভরতকে গুরুর আদেশ মানিয়া কার্য্য করিতে আদেশ দিলেন। আরও বলিলেন কালের বশে যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তার জন্য কাতরতা না দেখাইয়া সকলের অবলম্বন-স্বরূপ হইয়া রাজ্য গ্রহণ কর। গুরুর বাক্য, মন্ত্রীর শুভেচ্ছা ও মায়ের আশীর্বাদে তিনি প্রীত হইলেন সত্য, আরও মায়ের সরলতাতে তাঁহার চোখের জল পড়িতে লাগিল এবং নিজ শরীরের কথা ভুলিয়া গেলেন। অতঃপর যুক্ত করে উচিত উত্তর প্রদান করিলেন ॥১৭৬॥

চৌ—মোহি উপদেসু দীন্হ গুর নীকা। প্রজা সচিব সম্মত সবহী কা ॥
মাতু উচিত ধরি আয়সু দীন্হা। অবসি সীস ধরি চাহউঁ কীন্হা ॥১॥
গুর পিতু মাতু স্বামি হিত বানী। সুনি মন মুদিত করিঅ ভলি জানী ॥
উচিত কি অনুচিত কিএঁ বিচারূ। ধরমু জাই সির পাতক ভারূ ॥২॥
তুম্হ তৌ দেহু সরল সিখ সোঈ। জো আচরত মোর ভল হোঈ ॥
জদ্যপি যহ সমুঝত হউঁ নীকেঁ। তদপি হোত পরিতোষু ন জী কেঁ ॥৩॥
অব তুম্হ বিনয় মোরি সুনি লেহূ। মোহি অনুহরত সিখাবনু দেহূ ॥
উতরু দেউঁ ছমব উপরাধু। দুখিত দোষ গুন গনহিঁ ন সাধু ॥৪॥

দোহা— পিতু সুরপুর সিয় রামু বন করন কহহু মোহি রাজু।
এহি তেঁ জানহু মোর হিত কৈ আপন বড় কাজু ॥১৭৭॥

বাংলা অর্থ—**করিঅ**—করা কর্ত্তব্য ; **তুম্হ তৌ**—তোমরা ত **সমুঝত হোউ**—বুঝা যায় ; **তদপি**—তথাপি ; **অনুহরত**—(বুদ্ধি) অনুসার ; **কৈ**—কিম্বা (দো:—১ ৭ প:)

চৌ—উপদেশ দেন গুরু চারু মনোমত। প্রজা ও সচিব জনে তাহা অনুমত ॥
অনুরূপ মাতৃ-আজ্ঞা উচিত বুঝিয়া। করিতে চাহিনু তাহা মস্তকে ধরিয়া ॥১॥

গুরু-পিতা-মাতা-স্বামী-অনুমত বাণী। পালিয়া মানসে হৃষ্ট করে ভাল জানি ॥
উচিত ও অনুচিত যদি বিচারিব। ধর্ম্মনাশী পাপ-ভার মস্তকে বহিব ॥২॥
সরল সুন্দর শিক্ষা বুঝি সবাকার। যাহা আচরিলে শুভ হইবে আমার ॥
বুঝিতে যত্তপি ইহা সর্ব্বথা সুন্দর। সন্তোষ না লভে কিন্তু আমার অন্তর ॥৩॥
এবে সবে শুন মম কাতর মিনতি। শিক্ষা দাও সবে মোরে শুনি' মম মতি ॥
ক্ষম মম অপরাধ উত্তর শ্রবণে। দুঃখিতের দোষ-গুণ সাধু নাহি গণে ॥৪॥

দোহা— পিতা সুরপুরে, বনে সীতা-রাম, রাজ্য নিতে কহেন আমারে।
ইথে মম হিত সবার সম্মত বড় কাজ চা'ন সাধিবারে ॥১৭৭॥

সারমর্ম্ম—গুরুর আদেশ, মাতার আজ্ঞা অবশ্য পালনীয় এবং ভাল মনে তাহা লইতে হয়। উহা উচিত কি অনুচিত তাহা বিচার করিলে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, মাথায়ও পাপের বোঝা চাপে। সকলের উপদেশ-মত চলিলে আমার ভাল হইবে বুঝিতেছি কিন্তু তাহাতে আমার সন্তোষ হইতেছে না। আপনারা আমার মিনতি শুনুন। পরে যথোচিত উত্তর চাই। সজ্জনেরা দুঃখার্ত্ত লোকের দোষ গুণ ধরেন না সুতরাং আমার ত্রুটি মার্জ্জনীয়। আপনাদের মতে বর্ত্তমান অবস্থাতে রাজ্য গ্রহণ করিলে সকলের শুভ হইবে। আমারও ভাল হইবে, আপনাদেরও ইষ্ট-সিদ্ধি হইবে সত্য বটে ॥ ৭৭॥

চৌ—হিত হমার সিয়পতি সেবকাঈ। সো হরি লীন্‌হ মাতু কুটিলাঈ ॥
মৈঁ অনুমানি দীখ মন মাহীঁ। আন উপায়ঁ মোর হিত নাহীঁ ॥১॥
সোক সমাজু রাজু কেহি লেখেঁ। লখন রাম সিয় বিনু পদ দেখেঁ ॥
বাদি বসন বিনু ভুষন ভারূ। বাদি বিরতি বিনু ব্রহ্মবিচারূ ॥২॥
সরুজ সরীর বাদি বহু ভোগা। বিনু হরি ভগতি জায়ঁ জপ জোগা ॥
জায় জীব বিনু দেহ সুহাঈ। বাদি মোর সবু বিনু রঘুরাঈ ॥৩॥
জাউঁ রাম পহিঁ আয়সু দেহূ। একহিঁ আঁক মোর হিত এহূ ॥
মোহি নৃপ করি ভল আপন চহহূ। সোউ সনেহ জড়তা বস কহহূ ॥

দোহা— কৈকেঈ সুঅ কুটিলমতি রাম বিমুখ গত লাজ।
তুম্হ চাহত সুখু মোহবস মোহি সে অধম কেঁ রাজ ॥১৭৮॥

বাংলা অর্থ—হরি লীন্‌হ—হরণ করিয়া লইয়াছেন; দীখ—দেখিয়াছি; সোক সমাজু রাজু—শোক-সমূহ পূর্ণ রাজ্য; কেহি লেখেঁ—কোন্ গণনায় (আসে); বাদি—ব্যর্থ; আঁক—অঙ্ক (পথ); সুঅ—সুত, পুত্র; সরুজ—রোগযুক্ত; (দো—১৭৮ পঃ)

চৌ—সীতাপতি-সেবা মম কল্যাণ-কারণ। মাতৃ-কুটিলতা তাহা করেছে হরণ ॥
তাহা মনে অনুমানি' করিনু চিন্তন। আন্ কিছু নহে মম কল্যাণ-সাধন ॥১॥
শোক-ভরা রাজ্য বল কি দিবে আনিয়া? রাম-সীতা-লক্ষ্মণের পদ না হেরিয়া ॥
বস্ত্র বিনা ব্যর্থ মানি ভুষণের ভার। বৈরাগ্য-বর্জ্জিত ব্যর্থ ব্রহ্মের বিচার ॥২॥

রোগ-জীর্ণ দেহে ব্যর্থ বহুবিধ ভোগ। হরি-ভক্তি বিনা ব্যর্থ যত জপ-যোগ॥
জীবন-বর্জ্জিত চারু দেহে ব্যর্থ গণি। রঘুরাজ বিনা সব নিরর্থক মানি॥৩॥
দাও আজ্ঞা, শ্রীরামের নিকটে যাইব। এই পথে ধ্রুব হিত নিশ্চয় লভিব॥
মোরে নৃপ করি' চাও সবার মঙ্গল। পিরীতি-জড়তা তাহে হেরিনু কেবল॥৪
দোহা— কৈকেয়ী-তনয় কুটিলতাময় রামে বাম তবু নাহি লাজ।
চাহিছেন সবে সুখ মোহবশ এ' অধম হোক্ মহারাজ॥১৭৮॥

সারমর্ম্ম—রামের সেবা করা আমার উচিত ছিল। মায়ের কুটিলতাতে আমি তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি, অন্য কোন পথে আমার হিত নাই কিন্তু সীতারামের চরণ দর্শন না করিয়া এই শোকপূর্ণ রাজত্ব করার কোন অর্থ হয় না। পরিধানে বস্ত্র না থাকিলে অলঙ্কার যেমন ব্যর্থ, ব্রহ্ম-জ্ঞান ছাড়া বৈরাগ্য যেমন ব্যর্থ, রুগ্ন শরীরে ভোগ যেমন ব্যর্থ, হরিভক্তি বিনা জপ যেমন ব্যর্থ, তেমনি রঘুপতি বিনা আমার সব ব্যর্থ। আমার একমাত্র পথ রামের নিকট গমন। তোমাদের আদেশ পাইলে আমি তাহা করি। তোমরা প্রেমান্ধ হইয়া রাজ্য লইতে বলিতেছ। আমি কৈকেয়ীর সন্তান, কুটিলমতি ও নির্লজ্জ। আমার ন্যায় অধমের রাজ্যে তোমরা মোহ-বশে সুখের আশা করিতেছ॥১৭৮॥

চৌ—কহউঁ সাঁচু সব সুনি পতি আহূ। চাহিঅ ধরমসীল নরনাহূ॥
মোহি রাজু হঠি দেইহহু জবহীঁ। রসা রসাতল জাইহি তবহীঁ॥১॥
মোহি সমান কো পাপ নিবাসূ। জেহি লগি সীয় রাম বনবাসূ॥
রায়ঁ রাম কহুঁ কানন্‌ দীন্‌হা। বিছুরত গমনু অমরপুর কীন্‌হা॥২॥
মৈঁ সঠু সব অনরথ কর হেতু। বৈঠ বাত সব সুনউঁ সচেতু॥
বিনু রঘুবীর বিলোকি অবাসূ। রহে প্রান সহি জগ উপহাসূ॥৩॥
রাম পুনীত বিষয় রস রূখে। লোলুপ ভূমি ভোগ কে ভূখে॥
কহঁ লগি কহৌঁ হৃদয় কঠিনাঈ। নিদরি কুলিসু জেহিঁ লহী বড়াঈ॥৪॥
দোহা— কারন তেঁ কারজু কঠিন হোই দোসু নহিঁ মোর।
কুলিস অস্থি তেঁ উপল তেঁ লোহ করাল কঠোর॥১৭৯॥

বাংলা অর্থ—**পতিআহূ**—বিশ্বাস কর; **নরনাহূ**—রাজা; **রসা**—পৃথিবী; **বিছুরত**—ছাড়িয়া; **গমনু কীন্‌হা**—গিয়াছেন; **সচেতু**—সজাগ; **রূখে**—চাহিতেছে না; **ভূখে**—ক্ষুধাতে **কহঁ লাগি**—কি পর্য্যন্ত; **বড়াঈ লহী**—গর্ব্ব করে, **নিদরি**—নিরাদর করিয়া **উপল**—প্রস্তর খণ্ড; **কুলিসু**—কুলিশ, বজ্র; (দো—১৭৯ পঃ)

চৌ—সব শুনি' কহি' সত্য এই গণে মন। ধর্ম্মশীল নরনাথ রাজ্য-ভার ল'ন॥
হঠতা আচরি' রাজ্য আমা'পরে দিলে। নিশ্চয় জানিবে ধরা যাবে রসাতলে॥১
মম সম কেবা রহে পাপের নিবাস। যার লাগি' সীতারাম নিলা বনবাস॥
নৃপ রামে সম্প্রদান করিলেন বন। রাম-হারা নিজে স্বর্গে করেন গমন॥২॥

আমি শঠ যত কিছু অনর্থ-কারণ। সচেতন রহি' করি সকল শ্রবণ।
রঘুবীর-বিবর্জ্জিত বিলোকি' আবাস— রহে প্রাণ, তাহে করে বিশ্বে উপহাস ॥৩॥
রাম-রূপী রসে মগ্ন মম হিয়া নহে। ভূমি-ভোগ-তরে তাহা ক্ষুধাতুর রহে ॥
মম হিয়া কঠোর তা' কেমনে জানাই। বজ্রে অবহেলি' তাহা দেখায় বড়াই ॥৪॥
দোহা— কারণ হইতে কার্য্য সুকঠিন, দোষ তাহে নাহি বেশী মোর।
বজ্র অস্থি হ'তে লৌহ অশ্ম হ'তে হয় অতি করাল কঠোর ॥১৭৯॥

সারমর্ম—তোমরা বিশ্বাস কর, আমি সত্য বলিতেছি, রাজার ধর্ম্মশীল হওয়া, চাই। আমাকে জিদ করিয়া রাজত্ব দিলে পৃথিবী রসাতলে যাইবে। আমার জন্য সীতারামের বনবাস, আর তারই ফলে যে বিচ্ছেদ, তাহাতে রাজার প্রাণত্যাগ। আমি সকল অনর্থের হেতু। রঘুপতি কোথায় না দেখিয়া এখনও যে প্রাণ রহিয়াছে, তাহা জগতের উপহাস সহ্য করার জন্য। রাম পূতচরিত্র এবং বিষয়বাসনা-শূন্য আমি রাজত্ব ভোগ করিতে ক্ষুধিত ও লোলুপ। আমার হৃদয়ের কঠিনতা সত্যই বজ্রকে হার মানায়। ইহাতে বিচিত্রতা নাই যেহেতু কারণ হইতে কার্য্য আরও কঠিন। যেমন দধীচির অস্থিদ্বারা নির্ম্মিত বজ্র অস্থি অপেক্ষা কঠিনতর বলিয়া তাহা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিল। তেমনি কৈকেয়ীর গর্ভে জাত আমার হৃদয় কৈকেয়ীর হৃদয় হইতে কঠিন ॥১৭৯

চৌ—কৈকেঈ ভব তনু অনুরাগে। পাবঁর প্রান অঘাই অভাগে ॥
জৌ প্রিয় বিরহঁ প্রান প্রিয় লাগে। দেখব সুনব বহুত অব আগে ॥১॥
লখন রাম সিয় কহুঁ বনু দীন্হা। পঠই অমরপুর পতি হিত কীন্হা ॥
লীন্হ বিধবপন অপজসু আপু। দীন্হেউ প্রজহি সোকু সন্তাপূ ॥২॥
মোহি দীন্হ সুখু সুজসু সুরাজূ। কীন্হ কৈকঈ সব কর কাজূ ॥
এহি তেঁ মোর কাহ অব নীকা। তেহি পর দেন কহহু তুম্হ টীকা ॥৩॥
কৈকই জঠর জনমি জগ মাহীঁ। যহ মোহি কহঁ কছু অনুচিত নাহীঁ ॥
মোরি বাত সব বিধিহিঁ বনাঈ। প্রজা পাঁচ কত করহু সহাঈ ॥৪॥
দোহা— গ্রহ গ্রহীত পুনি বাত বস তেহি পুনি বীছী মার।
তেহি পিআইঅ বারুনী কহহু কাহ উপচার ॥১৮০॥

বাংলা অর্থ—অনুরাগে অনুরাগ-যুক্ত হইয়া; অঘাই—চরম সুখ পাইয়াছে; আপু—নিজে; কাহ—কাছে; নীকা—ভাল; মোহি কহঁ—আমার; প্রজা পাঁচ—পাঁচ জন প্রজা মিলিয়া; কত—কেন; গ্রহ—কুগ্রহ, বীছী—বিছা; পিআইঅ—পান করাইতেছ কাহ—কেমন; বারুনী—মদ; উপচার—আহারব্যবস্থা (দো—১৮০ পঃ)

চৌ—কৈকেয়ী হইতে জাত অনুরাগী কায়। পামর পরাণ ধরে হীন ভাগ্য হায়!
প্রিয়ের বিরহ সহি' আজো প্রাণ ধরে। দেখিবে শুনিবে বহু এই মনে ক'রে ॥১
সীতা রামে ও লক্ষ্মণে পাঠা'য়ে কানন। পতিরে দিলেন স্বর্গ মঙ্গল-কারণ ॥
বৈধব্য ও অপযশ রাখি' নিজ-তরে। শোক ও সন্তাপ শুধু প্রজাগণে ভরে ॥২॥

সুযশ, সুরাজ্য-সুখ রহিল আমার। কাজ সিদ্ধ করিলেন কৈকেয়ী সবার॥
ইহা হ'তে মোর কোথা কি আর সুন্দর? রাজ-টীকা-লাভ হবে মম অতঃপর!॥৩
কৈকেয়ী-জঠরে জন্ম লভি' ধরা-মাঝে। আমা-তরে কিছু নাহি অনুচিত সাজে॥
বিধাতা সকল কিছু দিলেন আমায়। প্রয়োজন কেন প্রজাপুঞ্জের সহায়?॥৪॥
ভূতে পায় যারে বায়ু-রোগে ধরে আর করে বৃশ্চিক-দংশন।
মদ্য পান করে তারো সাথে যদি উপচার বলুন কেমন?॥১৮০॥

সারমর্ম—কৈকেয়ী হইতে উৎপন্ন এ দেহের প্রতি অনুরাগ অভাগারই হয়। রামের বিরহেও আমার নিকট প্রাণ প্রিয়। দুঃসহ ভাবী দুঃখ সহিতে ইহা রহিয়া গেল। কৈকেয়ী সীতা, রাম ও লক্ষ্মণকে বনে পাঠাইয়াছেন, স্বামীকে স্বর্গে পাঠাইয়া নিজে বিধবা হইয়াছেন ও প্রজাদের পীড়ার কারণ হইয়াছেন। আমার জন্য সুখ, যশ ও সুখের রাজ্য দিয়াছেন,—সবই ভাল। তার উপর রাজ্যাভিষেক। বুঝিলাম জগতে অন্যায় বলিয়া কিছু নাই। ভগবান্ই সব দিক্ দিয়া ভাল সাজাইয়াছেন। তার উপর প্রজা ও পঞ্চায়েতের সাহায্য। একে গ্রহের কুদৃষ্টি, তাহাতে সন্নিপাত রোগ; তাহাতে বৃশ্চিক-দংশন, তার উপর মদ্যপানের ব্যবস্থা চমৎকার!॥১৮০॥

চৌ—কৈকই সুঅন জোগু জগ জোঈ। চতুর বিরঞ্চি দীন্হ মোহি সোঈ॥
দসরথ তনয় রাম লঘু ভাঈ। দীন্হি মোহি বিধি বাদি বড়াঈ॥১॥
তুম্হ সব কহহু কঢ়াবন টীকা। রায় রজায়সু সব কহঁ নীকা॥
উতরু দেউঁ কেহি বিধি কেহি কেহী। কহহু সুখেন জথা রুচি জেহী॥২॥
মোহি কুমাতু সমেত বিহাঈ। কহহু কহিহি কে কীন্হ ভলাঈ॥
মো বিনু কো সচরাচর মাহীঁ। জেহি সিয় রামু প্রানপ্রিয় নাহীঁ॥৩॥
পরম হানি সব কহঁ বড় লাহূ। অদিনু মোর নহিঁ দূষন কাহূ॥
সংসয় সীল প্রেম বস অহহূ। সবুই উচিত সব জো কছু কহহূ॥৪॥
দোহা— রাম মাতু সুঠি সরলচিত মো পর প্রেমু বিসেষি।
কহই সুভায় সনেহ বস মোরি দীনতা দেখি॥১৮১॥

বাংলা অর্থ—**সুঅন**—পুত্র; **কঢ়াবন**—সাজান; **রায় রজায়সু**—রাজার আজ্ঞা; **বিহাই**—বাদ দিয়া; **সব কহঁ**—সবাকার; **কাহূ**—কাহারো; **সুঠি**—সুন্দর; **সুভায়**—স্বভাব; **মোহি**—আমাকে; **সচরাচর**—জড়চেতনজীবযুক্ত জগতে; (দো—১৮১ পঃ)

কৈকেয়ী-তনয়-তরে যোগ্য দান যাহা। চতুর বিরিঞ্চি মোরে সব দেন তাহা॥
দশরথ-পুত্র তথা রাম-কনীয়ান্। ইথেও বিধি না দিল গৌরব মহান্॥১॥
সবে ক'ন,—রাজ-টীকা পাকা-পাকি কর। রাজ-আজ্ঞা সবাকার হবে প্রীতিকর॥
কোন্ বিধি ধরি' দেই উত্তর কাহার। সুখে সবে ক'ন,—শুনি, যথা রুচি যাঁ'র॥২
কুমাতা সমেত মোরে বাদ দিলে আজ। বলুন কে শুনি' বলে—'ইহা ভাল কাজ'॥
আমা বিনা কেবা রহে সারা চরাচরে। সীতা-রামে প্রাণ-প্রিয় মনে নাহি করে॥৩

অতি ক্ষতি ইথে যদি লাভ সবাকার। হীন-ভাগ্য আমি তাই দোষ দিব কা'র ?
সংশয়, প্রীতি ও শীলে সকলে মগন। সকল উচিত মানি' যে যা' কিছু ক'ন ॥৪
রাম-মাতা অতি সরল-হৃদয়া আমা'পরে স্নেহেতে মগন।
স্বভাব-স্নেহেতে বিবশ হইয়া ক'ন মোরে এ হেন বচন ॥১৮১॥

সারমর্ম—কৈকেয়ী-পুত্রের যাহা যোগ্য, চতুর ব্রহ্মা সবই দিয়াছেন। আমি দশরথের পুত্র ও রামচন্দ্রের ভ্রাতা এই খ্যাতি আমার মিথ্যা। রাজার আদেশ আমাকে রাজটীকা দান। সকলের তাহাই ভাল লাগিতেছে। ইহার উত্তর আমার কাছে নাই। আমি আর আমার কুমাতা ছাড়া এত ভাল বিশ্বে কেহ করে নাই। পরম ক্ষতির মধ্যে সকলে লাভ দেখিতে পাইতেছেন। ইহাতে কাহাকে দোষ দিব ? সকলে নিজ নিজ সন্দেহ, শীল ও প্রেম দ্বারা অভিভূত, ফলে যিনি যাহা বলেন, তাহাই ঠিক্। রামমাতা কৌশল্যা আমার প্রতি অনুকম্পাপরবশ হইয়া আমার দীন অবস্থা দেখিয়া সকল বিষয় বলিতেছেন ॥১৮১॥

চৌ—গুরু বিবেক সাগর জগু জানা। জিন্‌হহি বিস্ব কর বদর সমানা ॥
মো কহঁ তিলক সাজ সজ সোউ। ভএঁ বিধি বিমুখ বিমুখ সবু কোউ ॥১॥
পরিহরি রামু সীয় জগ মাহীঁ। কোউ ন কহিহি মোর মত নাহীঁ।
সো মৈঁ সুনব সহব সুখু মানী। অন্তহুঁ কীচ তহাঁ জহঁ পানী ॥২॥
ডরু ন মোহি জগ কহিহি কি পোচু। পরলোকহু কর নাহিন সোচু ॥
একই উর বস দুসহ দবারী। মোহি লগি ভে সিয় রামু দুখারী ॥৩॥
জীবন লাহু লখন ভল পাবা। সবু তজি রাম চরন মনু লাবা ॥
মোর জনম রঘুবর বন লাগী। ঝুঠ কাহ পছিতাউঁ অভাগী ॥৪॥

দোহা—আপনি দারুন দীনতা কহউঁ সবহি সিরু নাই।
দেখেঁ বিনু রঘুনাথ পদ জিয় কৈ জরনি ন জাই ॥১৮২॥

বাংলা অর্থ—কর বদর সমানা—করে বদরীফল তুল্য ; মো কহঁ—আমার ; সজ—সাজাইতেছেন ; ভয়েঁ—হইলে ; সুনব—শুনিব ; সহব—সহিব ; কীচ—কর্দম ; পোচু—মন্দ ; বস—ঠিক্ ; দবারী—দাবানল ; জরনি—জ্বলন ; (দো—১৮২ পঃ)

বিশ্বে জানে মম গুরু বিবেক-সাগর। বিশ্ব তাঁর কাছে যেন করেতে বদর ॥
তিনিও তিলক-সাজে আমারে সাজা'ন। বিধি বাম যেথা মন সবার তেমন ॥১॥
ত্যজি' রাম-সীতা বিশ্বে কেহ নাহি আর। যে না কহে ইথে মত নাহিক আমার ॥
মানিব, সহিব আমি সুখ তাহে সেথা। কর্দম বারির নীচে, ইথে না অন্যথা ॥২॥
ভয় নাহি, বিশ্বে যদি নিন্দা কেহ করে। চিন্তা নাই কিংবা মম পরলোক-তরে ॥
শুধু এক দাবানলে দহে মোর হিয়া। সীতারাম দুঃখ পা'ন আমার লাগিয়া ॥৩॥
জীবনের ফল লভে সুচারু লক্ষ্মণ। সব ত্যজি সেবিতেছে রামের চরণ।
রাম-বন-বাস-তরে আমার জীবন। মিথ্যা কেন দুঃখ ভুঞ্জি আমি অভাজন ॥৪॥

দোহা— দারুণ দীনতা ধরি' নিজে তাই শির নমি' জানাই সবারে।
রঘুনাথ-পদ-দরশন বিনা হিয়া-জ্বালা নাহি মিটাবারে ॥১৮২॥

সারমর্ম—গুরু জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী। তিনি আমার জন্য রাজতিলক সাজাইয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে বলিতে ইচ্ছা হয়, বিধাতা বিমুখ হইলে সকলে বিমুখ হয়। কেবল রাম-সীতাই বলিবেন, রামের বনে গমন আমার অনভিপ্রেত ছিল। জগতে সকলে দোষ দিলে আমার চিন্তা নাই, পরলোকের ভাবনাও আমার নাই। আমার দুঃখ রাম-সীতা আমার জন্য দুঃখ পাইয়াছেন। লক্ষ্মণের জীবন সার্থক, সে সতত রামচরণ-সেবার অধিকার লাভ করিয়াছে। আমার জন্য রঘুবীরকে বনে পাঠাইবার জন্য হইয়াছে। তাই রঘুবীরের চরণ-দর্শন না করিলে আমার হৃদয়ের দাহ যাইবে না॥১৮২॥

চৌ—আন উপাউ মোহি নহিঁ সূঝা। কো জিয় কৈ রঘুবর বীনু বূঝা॥
একহিঁ আঁক ইহই মন মাহী। প্রাতকাল চলিহউঁ প্রভু পাহীঁ ॥১॥
জদ্যপি মৈঁ অনভল অপরাধী। ভৈ মোহি কারন সকল উপাধী॥
তদপি সরন সনমুখ মোহি দেখী। ছমি সব করিহহিঁ কৃপা বিসেষী॥২॥
সীল সকুচ সুঠি সরল সুভাউ। কৃপা সনেহ সদন রঘুরাউ॥
অরিহুক অনভল কীন্হ ন রামা। মৈঁ সিসু সেবক জদ্যপি বামা॥৩॥
তুম্হ পৈ পাঁচ মোর ভল মানী। আয়সু আসিষ দেহু সুবানী॥
জেহিঁ সুনি বিনয় মোহি জনু জানী। আবহিঁ বহুরি রামু রজধানী॥৪॥

দোহা— জদ্যপি জনমু কুমাতু তেঁ মৈঁ সঠু সদা সদোস।
আপন জানি ন ত্যাগিহহিঁ মোহি রঘুবীর ভরোস॥১৮৩॥

বাংলা অর্থ—সূঝা। নহিঁ—দেখিতেছি না; আঁক—অঙ্ক (পথ); অনভল—মন্দ; উপাধী—উপদ্রব; ছমি—ক্ষমা করিয়া; সীল সকুচ—শীলজনিত সংকোচ; অরিহুক—অরিকেও বামা—ক্রুর; রঘুবীর ভরোস—রঘুবীরের নিকট হইতে প্রত্যাশা; সঠু—শঠ; আবহি—আসিলেন; (দো—১৮৩ পঃ)

চৌ—আ'ন্ পথ নাহি বুঝি মনের মাঝারে। রাম বিনা কেহ মোরে নাহি বুঝা'বারে
একমাত্র পথ আছে আপন হিয়াতে। প্রভু-পার্শ্বে চলি' যাব আগামী প্রভাতে॥১
যদ্যপি ধরিনু হীন অপরাধ-ভার। আমার কারণে হয় সব অনাচার॥
শরণার্থী মোরে হেরি' তাঁহার পুরতঃ। ক্ষমি' দোষ করিবেন কৃপা বিশেষতঃ॥২
স্বভাবে, সঙ্কোচশীলে সরল সুন্দর। রঘুরাজ,—অনুকম্পা-স্নেহের আকর॥
অরিরও অশুভ না সাধেন কখন। হ'বেন এ' ক্রূর জড়ে ক্ষমাপরায়ণ॥৩
পাঁচজনে মিলি' সবে মম শুভ-তরে। আদেশ, আশীস্ দাও ভাল মনে মোরে॥
মিনতি শুনিয়া মোরে দাসরূপে মানি'। ফিরিয়া আসেন রাম যেন রাজধানী॥৪

দোহা— যদ্যপি জনম কুমাতা হইতে আমি অতি, শঠ দুষ্ট জন।
স্বজন জানি' না ত্যজিবেন মোরে রামে করি সে আশা পোষণ॥১৮৩॥

সারমর্ম—আমার আর অন্য উপায় নাই। এক রাম ছাড়া কেহ আমার হৃদয়ের কথা বুঝিবেন না। আমার এক নিবেদন—প্রাতঃকালে প্রভুর নিকট যাইব। তিনি আমাকে শরণাগত দেখিলে আমার সকল দোষ ক্ষমা করিবেন। তিনি কৃপা ও স্নেহের নিধান। তিনি শত্রুরও অহিত করেন না, তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন রঘুরাজ আমার মিনতি শুনিয়া আমাকে তাঁহার ভক্ত জানিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। আমার সকল দোষ থাকিলেও আমাকে তাঁহার ভক্ত বলিয়া জানিয়া তিনি আমাকে ত্যাগ করিবেন না, ইহাই আমার ভরসা।॥১৮৩॥

চৌ—ভরত বচন সব কহঁ প্রিয় লাগে। রাম সনেহ সুধাঁ জনু পাগে॥
লোগ বিয়োগ বিষম বিষ দাগে। মন্ত্র সবীজ সুনত জনু জাগে॥১॥
মাতু সচিব গুর পুর নর নারী। সকল সনেহঁ বিকল ভএ ভারী॥
ভরতহি কহহিঁ সরাহি সরাহী। রাম প্রেম মূরতি তনু আহী॥২॥
তাত ভরত অস কাহে ন কহহূ। প্রান সমান রাম প্রিয় অহহূ॥
জো পাবঁরু অপনী জড়তাঈ। তুম্হহি সুগাই মাতু কুটিলাঈ॥৩॥
সো সঠু কোটিক পুরুষ সমেতা। বসিহি কলপ সত নরক নিকেতা॥
অহি অঘ অবগুন নহিঁ মনি গহঈ। হরই গরল দুখ দারিদ দহঈ॥৪॥

দোহা— অবসি চলিঅ বন রামু জহঁ ভরত মন্ত্রু ভল কীন্হ।
সোক সিন্ধু বূড়ত সবহি তুম্হ অবলম্বনু দীন্হ॥১৮৪॥

বাংলা অর্থ—**পাগে**—পদার্পণ করিয়াছে; **দাগে**—জর্জরিত হইয়াছে; **জাগে**—জাগরিত হইল; **আহী**—ইহাই; **সুগাই**—আরোপ করিবে; **বসিহি**—বাস করিবে; **নহিঁ গহঈ**—গ্রহণ করে না; **দুখ দারিদ**—দারিদ্র্যরূপ দুঃখ; **বূড়ত**—মজ্জমান; **জাগে**—জাগিয়া উঠিল; **বিষ দাগে**—বিষ জর্জরিত; (দো— ৮৪ পঃ)

চৌ—সবাকার প্রিয় লাগে ভরত-ভাষিত। তাহা রাম-ভক্তি-ভরা সুধাতে সিঞ্চিত॥
রামের বিরহ-বিষে বিষম দহন। বীজ-মন্ত্র শুনি' যেন হ'ল নিবারণ॥১॥
জননী, সচিব, গুরু, পুর-নর-নারী। সকলে বিকল স্নেহে হ'য়েছিলা ভারী॥
ভরতে প্রশংসি' সবে এই কথা কয়। রাম-প্রেম-মূর্ত্তি তাহে তনু ধরি' রয়॥২
হে তাত! ভরত যদি হেন না কহিবে। প্রাণ-সম প্রিয় রাম কেমনে বুঝিবে?
অধম পামর যা'রা জড় বুদ্ধি ধরে। তা'রা মাতৃ-কুটিলতা দেয় তোমা' পরে॥৩
সে লোক সহিত নিজ পূর্ব্বপিতৃগণ। কোটি কল্প করিবে সে নরক-গমন॥
সাপের বিষের দোষ মণি নাহি ধরে। বিষ হরে, দারিদ্র্য ও দুঃখ নাশ করে॥৪

দোহা— ধ্রুব চল এবে বনে যেথা রাম তব মন্ত্র ভরত! সুন্দর।
শোকের সাগরে মজ্জমান জনে আশ্রয় দানিলে মনোহর॥১৮৪॥

সারমর্ম—ভরতের কথা সকলের ভাল লাগিল। তাহা রামভক্তি-রূপ সুধাতে সিঞ্চিত। মায়েরা, মন্ত্রী, গুরু এবং পুর-নরনারী সকলে ভরতের প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে

যেন তিনি রাম-প্রেমের প্রতিমূর্তি। সকলে বলিল,—এ কথা তোমাতে শোভা পায়, তুমি রামের প্রাণের সমান প্রিয়। তোমার মায়ের কুটিলতা তোমাতে আরোপ করে, এমন কেহ নাই। যে করিবে, সে শতকল্প নরকে বাস করিবে। সাপের মণিতে সাপের দোষ স্পর্শে না বরং মণি সাপের বিষ ও দুঃখ দারিদ্র্য দূর করে। তোমার বুদ্ধি ভাল। যেখানে রাম আছে সেখানে চল। এই পথ শোকসাগরে ভাসমান সকলের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ॥১৮৪॥

চৌ—ভা সব কেঁ মন মোদু ন থোরা। জনু ঘন ধুনি সুনি চাতক মোরা ॥
চলত প্রাত লখি নিরনউ নীকে। ভরতু প্রানপ্রিয় ভে সবহী কে ॥১॥
মুনিহি বন্দি ভরতহি সিরু নাঈ। চলে সকল ঘর বিদা করাঈ ॥
ধন্য ভরত জীবনু জগ মাহীঁ। সীলু সনেহু সরাহত জাহীঁ ॥২॥
কহহিঁ পরসপর ভা বড় কাজূ। সকল চলৈ কর সাজহিঁ সাজূ ॥
জেহি রাখহিঁ রহু ঘর রখবারী। সো জানই জনু গরদনি মারী ॥৩॥
কোউ কহ রহন কহিঅ নহিঁ কাহূ। কো ন চহই জগ জীবন লাহূ ॥৪॥

দোহা— জরউ সো সম্পতি সদন সুখু সুহৃদ মাতু পিতু ভাই।
সনমুখ হোত জো রাম পদ করৈ ন সহস সহাই ॥১৮৫॥

বাংলা অর্থ—ঘনধুনি—মেঘের শব্দ; নিরনউ—নির্ণয়; ভে—হইলেন; বিদা করাঈ—বিদায় লইয়া; চলৈ কর—চলিবার জন্য, রখবারী—রক্ষক; গরদনী মারী—গলাকাটা শাস্তি প্রদান করা হইল; কোউ—কেহ; জরউ—জ্বলিয়া যাউক; সহস-সহাস্য সহাই—সহায়; রহন—রহিতে, থাকিতে; (দো—১৮৫ পঃ)

চৌ—অপার আনন্দে ভরে সবাকার মন। চাতক শুনেছে যেন মেঘের নিঃস্বন ॥
প্রভাতে নিশ্চিত জানি' যাত্রা অভিমত। সবার পরাণ-প্রিয় হইলা ভরত ॥১॥
মুনিরে বন্দিয়া সবে ভরতে নমিয়া। চলে নিজ-নিকেতনে বিদায় লইয়া ॥
ভরত-জীবন ধন্য ধরার মাঝারে। তাঁহার স্বভাব-ভক্তি প্রশংসার পারে ॥২॥
কহে পরস্পর এবে হ'ল বড় কাজ। চলিবার তরে পরে নিজ নিজ সাজ ॥
যাহারে অর্পিল তারা গৃহ রক্ষাভার। সে জানিল গলা যেন কাটি' নিল তার ॥৩
কেহ কহে,—যেতে বাধা কা'রেও না দিবে। জীবনের লাভ কেবা ত্যজিতে চাহিবে॥৪

দোহা— দগ্ধ হোক্ তার গৃহ তথা ধন, সুখ, মিত্র, মাতা, পিতা, ভাই।
রাম-পাশে যেতে হাসি মুখে যার আনুকূল্য দিতে ইচ্ছা নাই ॥১৮৫॥

সারমর্ম—প্রাতঃকালে যাওয়া স্থির হইল। সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইল। সকলে ভরতকে ও মুনিকে প্রণাম করিয়া ঘরে গেলে পথে ভরতের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিল। সকলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। গৃহরক্ষিগণ বিশেষ দুঃখ বোধ করিল। সকলের মনে হইল, রামের দর্শন করিতে যদি বিষয়-সম্পত্তি সব চলিয়া যায়, তাহেই বা দোষ কি? ॥১৮৫॥

চৌ—ঘর ঘর সাজহি বাহন নানা। হরষু হৃদয়ঁ পরভাত পয়ানা ॥
ভরত জাই ঘর কীন্হ বিচারূ। নগরু বাজি গজ ভবন ভণ্ডারূ ॥১॥
সম্পতি সব রঘুপতি কৈ আহী। জৌঁ বিনু জতন চলৌঁ তজি তাহী ॥
তৌ পরিনাম ন মোরি ভলাঈ। পাপ সিরোমনি সাইঁ দোহাঈ ॥২॥
করই স্বামি হিত সেবকু সোঈ। দূষন কোটি দেই কিন কোঈ ॥
অস বিচারি সুচি সেবক বোলে। জে সপনেহুঁ নিজ ধরম ন ডোলে ॥৩॥
কহি সবু মরমু ধরমু ভল ভাষা। জো জেহি লায়ক সো তেহিঁ রাখা ॥
করি সবু জতনু রাখি রখবারে। রাম মাতু পহিঁ ভরতু সিধারে ॥৪॥

দোহা— আরত জননী জানি সব ভরত সনেহ সুজান।
কহেউ বনাবন পালকীঁ সজন সুখাসন জান ॥১৮৬॥

বাংলা অর্থ—পরভাত—প্রভাত; **পয়ানা**—প্রয়াণ, প্রস্থান; **ভণ্ডারু**—রসদ বিভাগ; **আহী**—ইহাই; **তাহী**—তাহা; **সাইঁ দোহাঈ**—স্বামিদ্রোহিতা; **কিন**—কেন না; **বোলে**—ডাকিলেন; **ন ডোলে**—বিচলিত হইবে না; **ভাষা**—বলিলেন; **লায়ক**—যোগ্য; **রাখা**—রাখিলেন; **সনেহ সুজান**—স্নেহ বিষয়ে বিজ্ঞ; **আরত**—দুঃখী; **বনাবন**—প্রস্তুত করিতে; **সজন**—সাজাইতে; **জান**—যান (দো—১৮৬ পঃ)

চৌ—ঘরে ঘরে সাজাইল বিবিধ বাহন। হরষিত সবে জানি' প্রভাতে গমন।
ভরত গৃহেতে গিয়া করিলা বিচার। নগর, বাজি ও গজ, গৃহ ও ভাণ্ডার ॥১॥
সকল সম্পদ্ হয় রঘুপতি-ধন। যদি তাহা রেখে যাই না করি যতন ॥
তবে পরিণামে তাহা না হবে উত্তম। গুরুতর পাপ প্রভু-বিদ্রোহ চরম ॥২॥
স্বামিহিতকারী শুদ্ধ ভক্ত সেই জন। কোটি স্বামি-দোষ কানে না লয় কখন ॥
ভরত ডাকেন চিন্তি' শুদ্ধ ভক্ত জনে। ধর্ম্মচ্যুতি যাহাদের না হয় স্বপনে ॥৩॥
সবাকারে সব ধর্ম্ম-মর্ম্ম বুঝাইয়া। যথাস্থানে যোগ্য জনে দিলেন রাখিয়া ॥
যোগ্য রক্ষি-দলে রাখি' করিয়া যতন। রাম-মাতা-পার্শ্বে যা'ন ভরত তখন।৪

দোহা— মাতৃগণে দুঃখী জানেন ভরত স্নেহ-ধর্ম্মে তাঁর ছিল জ্ঞান।
কহেন সেবকে শিবিকা আনিতে সাজাইয়া সুখাসন-যান ॥১৮৬॥

সার মর্ম্ম—সকলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। সকলের আনন্দ যে সকলেই রওনা হয় কিন্তু ভরত বিনা গৃহ-রক্ষকে যাইতে প্রস্তুত নন। সম্পত্তি রঘুপতির, সব শুদ্ধ চলিয়া গেলে পাপপঙ্কে ডুবিতে হইবে। তাহার দায়িত্ব ভরতের হইবে। তার জন্য ভরত সকলকে ডাকাইয়া যাওয়ার মর্ম্ম কথা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন এবং উপযুক্ত গৃহ-রক্ষক নিযুক্ত করিয়া কৌশল্যার নিকট গেলেন। সকল জননীর জন্য পালকীর ব্যবস্থা করা হইল ॥১৮৬॥

চৌ—চক্ক চক্কি জিমি পুর নর নারী। চহত প্রাত উর আরত ভারী ॥
জাগত সব নিসি ভয়উ বিহানা। ভরত বোলাএ সচিব সুজানা ॥১॥

কহেউ লেহু সবু তিলক সমাজূ। বনহিঁ দেব মুনি রামহি রাজূ ॥
বেগি চলহু সুনি সচিব জোহারে। তুরত তুরগ রথ নাগ সঁবারে ॥২॥
অরুন্ধতী অরু অগিনি সমাউ। রথ চঢ়ি চলে প্রথম মুনিরাউ ॥
বিপ্র বৃন্দ চঢ়ি বাহন নানা। চলে সকল তপ তেজ নিধানা ॥৩॥
নগর লোগ সব সজি সজি জানা। চিত্রকূট কহঁ কীন্হ পয়ানা ॥
সিবিকা সুভগ ন জাহিঁ বখানী। চঢ়ি চঢ়ি চলত ভঈ সব রানী ॥৪॥

দোহা— সৌঁপি নগর সুচি সেবকনি সাদর সকল চলাই।
সুমিরি রাম সিয় চরন তব চলে ভরত দোউ ভাই ॥১৮৭॥

বাংলা অর্থ—চক্ক চক্কি—চক্রবাকচ ও চক্রবাকী; বিহানা—প্রভাত; সুজানা—সুজ্ঞানী; সমাজূ—দ্রব্যসম্ভার; দেব—দিবেন; জোহারে—প্রার্থনা করিলেন; সঁবারে—সাজাইলেন; অগিনি সমাউ—অগ্নিহোত্র যজ্ঞের দ্রব্যাদি; জানা—যান; সেবকনি—সেবকগণকে; চলাই—রওনা করিয়া; (দো—১৮৭ পঃ)

চৌ—আকুলিত হ'ন সেথা পুর-নারীগণ। চখা-চখী হেরি' উষা হইবে যেমন ॥
জাগিয়া যামিনী গেল, প্রভাত হইলা। জ্ঞানী বৃদ্ধ সচিবেরে ভরত ডাকিলা ॥১
কহে,—সাথে লও দ্রব্য তিলকের তরে। দিবেন বশিষ্ঠ রাজ্য বনে রাম'পরে ॥
ত্বরা চল, শুনি' মন্ত্রী বন্দনা জানা'ন। অশ্ব, রথ, হস্তী ত্বরা সাজাইতে যা'ন ॥২
অরুন্ধতী অগ্নিহোত্র-দ্রব্য সাথে ল'ন। রথে চড়ি' মুনিবর অগ্রসর হ'ন ॥
বিপ্রবৃন্দে আরোহণ করে নানা যান। হেন মতে চলে তপঃ-তেজের নিধান ॥৩
নগরের লোক যত সাজাইয়া যান। চিত্রকূট-যাত্রা-তরে করিল প্রয়াণ ॥
সুন্দর শিবিকা হেন কেমনে বাখানি? তাহে চড়ি' চলে সেথা যত সব রাণী ॥৪

দোহা— নগর সঁপিয়া ধাম্মিক সেবকে সযতনে সকলে চলিলা।
স্মরিয়া ভরত রাম-সীতা-পদ দুই ভাই তথায় ধাইলা ॥১৮৭॥

সারমর্ম—নগরের নরনারীরা উৎকণ্ঠিত হইয়া রাত্রি কাটাইল। সকলে রাত্রি জাগিয়াই উষার অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভরত প্রাতে মন্ত্রীকে ডাকিলেন। অভিষেকের দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে বলিলেন, যাহাতে বনে রামের রাজ্যাভিষেক হয়, তাহার ব্যবস্থা হইল। মুনিরাজ বশিষ্ঠ ও তাঁহার স্ত্রী অরুন্ধতী অগ্নিহোত্রের সামগ্রী লইয়া বনে চলিলেন। তপস্বী, ব্রাহ্মণগণ ও নাগরিকগণ যান সাজাইয়া চিত্রকূটের পথে চলিলেন। রাণীরা শিবিকাতে আরোহণ করিলেন। পূত-চরিত্র সেবকের হাতে নগরের ভার দিয়া দুই ভাই রাম-সীতার চরণ স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলেন ॥১৮৭॥

চৌ—রাম দরস বস সব নর নারী। জনু করি করিনি চলে তকি বারী ॥
বন সীয় রামু সমুঝি মন মাহীঁ। সানুজ ভরত পয়াদেহিঁ জাহীঁ ॥১॥
দেখি সনেহু লোগ অনুরাগে। উতরি চলে হয় গয় রথ ত্যাগে ॥
জাই সমীপ রাখি নিজ ডোলী। রাম মাতু মৃদু বানী বোলী ॥২॥

তাত চঢ়হু রথ বলি মহতারী। হোইহি প্রিয় পরিবারু দুখারী ॥
তুম্হরেঁ চলত চলিহি সবু লোগূ। সকল সোক কৃস নহিঁ মগ জোগূ ॥৩॥
সির ধরি বচন চরন সিরু নাঈ। রথ চঢ়ি চলত ভএ দোউ ভাঈ ॥
তমসা প্রথম দিবস করি বাসূ। দুসর গোমতি তীর নিবাসূ ॥৪॥
দোহা— পয় অহার ফল অসন এক নিসি ভোজন এক লোগ।
করত রাম হিত নেম ব্রত পরিহরি ভূষন ভোগ ॥১৮৮॥

বাংলা অর্থ—তকি—লক্ষ্য করিয়া ; পয়াদেহিঁ জাহীঁ—পদ ব্রজে চলিলে ; লোগ—লোকসমূহ ; সনেহু অনুরাগে—স্নেহে মগ্ন হইলেন ; ডোলী—পাল্‌কী ; মহতারী বলি—মাতা কহিতেছে ; নেম—সংযমাচার ; বস—বস ; (দো—১৮৮ পঃ)

চৌ—রামেরে দেখিতে ব্যগ্র চলে নর নারী। করী ও করিণী যথা লক্ষ্য করি' বারি
বনে সীতারাম র'ন বিচারিয়া মনে। সানুজ ভরত যা'ন হাঁটিয়া চরণে ॥১॥
ভরতের ভক্তি হেরি' অনুরাগী জন। হস্তী, অশ্ব, রথ ত্যজি' করে উত্তরণ ॥
নিজ যান রাখি' পার্শ্বে করিয়া গমন। রাম-মাতা ভরতেরে মৃদুবাণী ক'ন ॥২
বাছা! রথে চড় তুমি মাতা তাঁরে ক'ন। নতুবা ভুঞ্জিবে দুঃখ যত পরিজন ॥
পায়ে হাঁট যদি সবে চলিবে তেমন। শোক-কৃশ পদ-ব্রজ-যোগ্য তাঁরা ন'ন ॥৩
শিরে ধরি' বাণী নত হইয়া চরণে। রথে চড়ি' চলিলেন ভাই দুই জনে ॥
তমসার তীরে বাস প্রথম দিবসে। দ্বিতীয়ে গোমতী-তীরে সকলে নিবসে ॥৪
দোহা— কেহ দুগ্ধ-পানে কেহ ফলাহারে একাহারে রজনী যাপিল।
রাম-হিতে পালি' ব্রত ও নিয়ম ভোগ ও ভূষণ তেয়াগিল ॥১৮৮॥

সারমর্ম—রাম-সীতা বনে রহিয়াছেন স্মরণ করিয়া ভরত ভাই এর সহিত পায়ে হাটিয়া চলিলেন। ভরতের এই নিষ্ঠা দেখিয়া সকলে প্রেম-মুগ্ধ হইল। সকলে ঘোড়া ত্যাগ করিয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিল। এই অবস্থা দেখিয়া রামের মাতা ভরতের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—তুমি যানে না চড়িলে সকল পরিবার পায়ে হাঁটিয়া চলিবে তাহাতে সকল পরিবারের বড় কষ্ট হইবে, অতএব তুমি রথে চড়। মায়ের কথা মাথায় লইয়া ভরত রথে চড়িলেন, প্রথম দিন তমসা তীরে, দ্বিতীয় দিন গোমতী-তীরে বাস করিলেন। সকলে একাহারী হইয়া দুধ ও ফল খাইয়া অলঙ্কার ও ভোগ বর্জ্জনপূর্ব্বক নিয়ম ও ব্রত পালন করিয়া পথে যাত্রা করিয়া চলিলেন ॥১৮৮॥

চৌ—সঈ তীর বসি চলে বিহানে। সৃঙ্গবেরপুর সব নিঅরানে ॥
সমাচার সব সুনে নিষাদা। হৃদয়ঁ বিচার করই সবিষাদা ॥১॥
কারন কবন ভরতু বন জাহীঁ। হৈ কছু কপট ভাউ মন মাহীঁ ॥
জৌঁ পৈ জিয়ঁ ন হোতি কুটিলাঈ। তৌ কত লীন্হ সঙ্গ কটকাঈ ॥২॥
জানহিঁ সানুজ রামহি মারী। করউঁ অকণ্টক রাজু সুখারী ॥
ভরত ন রাজনীতি উর আনী। তব কলঙ্কু অব জীবন হানী ॥৩॥

সকল সুরাসুর জুরহিঁ জুঝারা। রামহি সমর ন জীতনিহারা।
কা আচরজু ভরতু অস করহীঁ। নহিঁ বিষ বেলি অমিঅ ফল ফরহীঁ ॥ ৪ ॥

দোহা— অস বিচারি গুহঁ গ্যাতি সন কহেউ সজগ সব হোহু।
হথবাঁসহু বোরহু তরনি কীজিঅ ঘাটারোহু ॥ ১৮৯ ॥

বাংলা অর্থ—সই তীর—সরস্বতী নদীর তীর; নিঅরানে—নিকটবর্ত্তী হইলেন; কবন—কোন্; ভাউ—ভাব; জৌ পৈ — তৌ কত—যদি বটে — তবে কেন; কটকাঈ—সেনা; জুরহিঁ—একত্রিত হয়; জুঝারা—যোদ্ধৃগণে; জীতনিহারা—জেতব্য; বেলি—বল্লী, লতা; ফরহী—ফলদান করে; হথবাঁসহু—লাঠি হস্তগত কর; বোরহু—ডুবাইয়া দাও; ঘাটারোহু—ঘাট রোধ; সজগ—সজাগ, সচেতন; বসি—বাস করিয়া; বিহানে—প্রাতঃকালে; (দো—১৮৯ পঃ)।

চৌ—সরযুর তীর ছাড়ি' প্রাতে চলিলেন। শৃঙ্গবের পুরদ্বারে আসি' পৌঁছিলেন॥
সমাচার সব যদা শুনিল নিষাদ। হৃদয়ে বিচার করে সহিত বিষাদ ॥১॥
ভরত আসেন বনে কিসের কারণে? কপটতা ধ্রুব কিছু চিন্তেছেন মনে॥
যদি মনে কুটিলতা কিছু না ধরেন। তবে কেন সেনা-সহ হেথা আসিবেন? ২॥
মনে হয় সলক্ষ্মণ রামে মারিবেন। চিরতরে নিষ্কণ্টক রাজ্য ভুঞ্জিবেন॥
রাজনীতি-জ্ঞান বুঝি ভরত ত্যজিলা। আগেতে কলঙ্ক, এবে মরণ বরিলা॥৩
সুরাসুর সব যদি মিলে যুদ্ধ-তরে। রাম-সহ কেহ নাহি জিনিবে সমরে॥
ভরতের এই কার্য্যে বিস্ময় কোথায়? বিষ-লতা কখনো কি অমৃত ফলায়? ৪

দোহা— ইহা বিচারিয়া গুহ জ্ঞাতি-সনে কহে—সবে হও হুঁসিয়ার।
হাল, বৈঠা, তরি দাও ডুবাইয়া বন্ধ কর লোক-পারাপার ॥১৮৯॥

সারমর্ম্ম—ভরত প্রভাতে সরস্বতী নদী তীর হইতে রওনা হইয়া শৃঙ্গবের পুরে পৌঁছিলেন। গুহক সমস্ত কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল এবং ভরতের সহিত সৈন্য-সামন্ত দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, ভরতের মনে কুটিলতা রহিয়াছে, স-সৈন্যে গিয়া রামকে হত্যা করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে এইরূপ করিয়াছেন। তাঁহার রাজনীতি-বিষয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, কিন্তু সুরাসুর মিলিত হইয়াও যদি রামের সহিত যুদ্ধ করে, তথাপি রামকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। বিষ-বৃক্ষে অমৃত-ফল ফলিতে পারে না। তারপর গুহক তাঁহার নৌকা ডুবাইয়া দিয়া পারাপার বন্ধ করিয়া দিতে বলিলেন ॥১৮৯॥

চৌ—হোহু সঁজোইল রোকহু ঘাটা! ঠাটহু সকল মরৈ কে ঠাটা॥
সনমুখ লোহ ভরত সন লেউঁ। জিয়ত ন সুরসরি উতরন দেউঁ॥ ১॥
সমর মরনু পুনি সুরসরি তীরা। রাম কাজু ছনভঙ্গু সরীরা॥
ভরত ভাই নৃপু মৈঁ জন নীচু। বড়েঁ ভাগ অসি পাইঅ মীচু॥ ২॥

স্বামি কাজ করিহউঁ রন রারী। জস ধবলিহউঁ ভুবন দস চারী ॥
তজউঁ প্রাণ রঘুনাথ নিহোরেঁ। দুহুঁ হাথ মুদ মোদক মোরেঁ ॥ ৩ ॥
সাধু সমাজ ন জাকর লেখা। রাম ভগত মহুঁ জাসু ন রেখা ॥
জায় জিঅত জগ সো মহি ভারূ। জননী জৌবন বিটপ কুঠারূ ॥ ৪ ॥
দোহা— বিগত বিষাদ নিষাদপতি সবহি বঢ়াই উছাহু।
সুমিরি রাম মাগেউ তুরত তরকস ধনুষ সনাহু ॥ ১৯০ ॥

বাংলা অর্থ—সঁজোইল—সুসজ্জিত; রোকহু—বন্ধ কর; ঘাটা—ঘাট; ঠাটহু—সাজিয়া লও; ঠাটা—সাজ; ভাগ—ভাগ্য; পাইঅ—পাইবে; মীচু—মৃত্যু; রণ রারী—যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ; ধবলিহউঁ—উজ্জ্বল করিবে; নিহোরেঁ—খাতিরে, উদ্দেশ্যে; মুদ মোদক—আনন্দ লাড্ডু; জাকর—যাহার; লেখা—গণনা; রেখা—স্থান; জায় জিঅত—জীবন গেলে; বঢ়াই—বাড়াইয়া; তরকস—তূণীর; সনাহু—বর্ম্ম; দশ চারি—চৌদ্দ; (দোঃ—১৯০ পঃ)

চৌ—সুসজ্জিত হ'য়ে সবে ঘাট রোধ কর। মরণের তরে এবে সাজ-সজ্জা ধর ॥
যুদ্ধ-তরে অস্ত্র ধর ভরত সহিতে। জীবন থাকিতে নারে যেন উত্তরিতে ॥১॥
সমরে মরণ তাহে সুরধুনী তীর। রাম কাজ তথা ক্ষণ-ভঙ্গুর শরীর ॥
রাম-ভ্রাতা নৃপ আর মোরা নীচ জন। বড় ভাগ্য মানি যদি এ যুদ্ধে মরণ ॥২
স্বামি-কাজ সাধিবারে সমরে নামিব। যার যশে চৌদ্দ ধরা উজলিয়া দিব ॥
রঘুনাথ-তরে মোরা পরাণ ত্যজিব। দু'হাতে আনন্দ-লাড্ডু তাহাতে লভিব ॥৩॥
সাধুর সমাজে যা'রে না করে গণিত। রাম-ভক্ত নামে যেই না হয় বিদিত ॥
জীবনে জানিবে তারে ধরাতল-ভার। মাতার জীবন-বৃক্ষে সে হয় কুঠার ॥৪॥
দোহা— বিষাদ ভুলিয়া নিষাদের পতি সবার উৎসাহ বাড়াইয়া দিল।
রামেরে স্মরিয়া ত্বরিত ধনুক, তূণীর কবচ মাগিয়া আনিল ॥১৯০॥

সারমর্ম—নিষাদ জ্ঞাতিগণকে নির্দেশ দিল—'সকলে ভরতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর, জীবিত থাকিতে ভরতকে গঙ্গা পার হইতে দিব না। গঙ্গাতীরে মৃত্যু বরণ করিব, রামের জন্য যুদ্ধে এই ক্ষণভঙ্গুর শরীর ত্যাগ করিলেও সৌভাগ্যের কারণ হইবে। এইরূপ বলিতে বলিতে নিষাদ যুদ্ধে উৎসাহিত হইল এবং রামকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধসজ্জাতে সজ্জিত হইল ॥২৯০॥

চৌ—বেগহিঁ ভাইহু সজহু সঁজোউ। সুনি রজাই কদরাই ন কোউ ॥
ভলেহিঁ নাথ সব কহহিঁ সহরষা। একহিঁ এক বঢ়াবই করষা ॥ ১ ॥
চলে নিষাদ জোহারি জোহারী। সুর সকল রন রূচই রারী ॥
সুমিরি রাম পদ পঙ্কজ পনহীঁ। ভাথীঁ বাঁধি চঢ়াইন্হি ধনহীঁ ॥২॥
অঁগরী পহিরি কূঁড়ি সির ধরহীঁ। ফরসা বাঁস সেল সম করহীঁ ॥
এক কুসল অতি ওড়ন খাঁড়ে। কূদহিঁ গগন মনহুঁ ছিতি ছাঁড়ে ॥৩॥

নিজ নিজ সাজু সমাজু বনাঈ। গুহ রাউতহি জোহারে জাঈ॥
দেখি সুভট সব লায়ক জানে। লৈ লৈ নাম সকল সনমানে ॥৪॥
দোহা— ভাইহু লাবহু ধোখ জনি আজু কাজু বড় মোহি।
সুনি সরোষ বোলে সুভট বীর অধীর ন হোহি ॥১৯১॥

বাংলা অর্থ—**বেগহু**—ত্বরা কর; **ভাইহু**—হে ভাইগণ; **সঁজোউ**—সজ্জা (যুদ্ধার্থ) **কদরাই**—কাপুরুষতা; **করষা**—ক্রোধ; **জোহারি**—প্রণাম করিয়া; **রুচই**—ভাল লাগিল; **রারী**—যুদ্ধ; **পনহী**—পাদুকা; **ভাথা**—ছোট তুণীর; **ধনহীঁ**—ছোট ছোট ধনুক; **অররী**—বর্ম্ম; **পহিরি**—পরিধান করিয়া; **কঁুড়ি**—শিরস্ত্রাণ; **ফরসা**—কুঠার; **সেল**—লৌহাগ্র অস্ত্র; **বাঁস** বল্লম, বরসা; **সম করহী**—তীক্ষ্ণধার করিল; **খাঁড়ে ওড়ন**—তলোয়ার চালাইতে; **কঁুদহি**—ফাঁকি দিল; **ছিতি**—ক্ষিতি, ভূমি; **গুহ রাউতহি** গুহরাজকে; **ধোখ লাবহু**—ফাঁকি দিবে; **জনি**—না; (দোঃ—১৯১ পঃ)

চৌ—ত্বরা কর, ভাইগণ, সাজ সৈন্য সাজে। আজ্ঞা শুনি' কাতরতা না ধরিবে কাজে
"ভাল কহ, নাথ সবে সহর্ষে কহিল। একের উৎসাহ অন্যে বাড়া'য়ে তুলিল ॥১॥
নিষাদে বন্দনা করি' সকলে ধাইল। সবে শূর এই হেতু রণে রুচি ছিল॥
রামের চরণ-পদ্ম-পাদুকা স্মরিল। কটিতে তুণীর, গুণ ধনুতে রোপিল ॥২॥
দেহে বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ সকলে পরিল। কুঠার, বরশা শেল ঠিক্ করি' নিল॥
তলোয়ারে দক্ষ হেন অস্ত্রাদি ঘুরায়। পৃথিবী ছাড়িয়া যেন গগনে লাফায় ॥৩॥
নিজ নিজ সাজে সবে সমাজ রচিল। নাম ধরি' সবাকারে মান প্রদানিল॥
দোহা— ওহে ভাইগণ! ফাঁকি নাহি দিবে জান ইহা মম বড় কাজ॥
শুনি' ক্রোধে কহে হে বীর সুযোদ্ধা! অধীরতা ত্যজ তুমি আজ ॥১৯১॥

সারমর্ম্ম—নিষাদ সকলকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলে তাহারা নিষাদকে প্রণাম করিয়া যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত হইল। রামচন্দ্রের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া তীর-ধনুক, তুণীর, শিরস্ত্রাণ, কুঠার, বল্লম, তরোয়াল প্রভৃতি সহ সৈন্যদল সজ্জিত হইল এবং চণ্ডাল-রাজকে প্রণাম করিতে লাগিল। নিষাদ-রাজ সুযোদ্ধাদিগকে সম্মান করিয়া বলিলেন,—'ভাই! আমার এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যে সাহায্য করিও, আমাকে ফাঁকি দিও না।' তাহার কথায় সকলে বলিল,—'হে বীর! অধীর হইও না ॥১৯১॥

চৌ—রাম প্রতাপ নাথ বল তোরে। করহিঁ কটকু বিনু ভট বিনু ঘোরে॥
জীবত পাউ ন পাছেঁ ধরহীঁ। রুণ্ড মুণ্ডময় মেদিনি করহীঁ ॥১॥
দীখ নিষাদনাথ ভল টোলূ। কহেউ বজাউ জুঝাউ ঢোলূ॥
এতনা কহত ছীঁক ভই বাএঁ। কহেউ সগুনিঅন্হ খেত সুহাএ ॥২॥
বূঢ়ু একু কহ সগুন বিচারী। ভরতহি মিলিঅ ন হোইহি রারী॥
রামহি ভরতু মনাবন জাহীঁ। সগুন কহই অস বিগ্রহু নাহীঁ ॥৩॥

সুনি গুহ কহই নীক কহ বূঢ়া। সহসা করি পছিতাহিঁ বিমূঢ়া।
ভরত সুভাউ সীলু বিনু বূঝেঁ। বড়ি হিত হানি জানি বিনু জুঝেঁ ।৪॥

দোহা— গহহু ঘাট ভট সিমিটি সব লেউঁ মরম মিলি জাই।
বূঝি মিত্র অরি মধ্য গতি তস তব করিহউঁ আই ॥১৯২॥

বাংলা অর্থ—ঘোরে—অশ্ব; রুণ্ড মুণ্ডময় করহি—শির ও ধড় দ্বারা পূর্ণ করিব; টোলূ—দল (যোদ্ধার); জুঝাউ ঢোলূ—যুদ্ধের ঢোল; ছীঁক—হাঁচি; সগুনিঅন্হ—লক্ষণ-বিচারকগণ; খেত—ক্ষেত্র; সুহাএ—শুভ; বূঢ়—বৃদ্ধ; মনাবন—সন্তুষ্ট করিতে জুঝেঁ—দেখিয়া শুনিয়া; সিমিটি—একত্র হইয়া তস—তেমন; মধ্যগতি—উদাসীন; লায়ক—যোগ্য; (দোঃ—১৯২ পঃ)

চৌ—রামের প্রতাপে নাথ! লভি' তব বল। যোদ্ধ্-অশ্ব-শূন্য করি দিব সেনাদল॥
জীবন থাকিতে কভু পিছু না হটিব। ধড়, মুণ্ড ধরা-মাঝে এক না রাখিব ॥১॥
নিষাদের নাথ হেরে ভাল সৈন্য সাজ। কহেন যুদ্ধের মত করহ আওয়াজ॥
হাঁচি পড়ে বামে যদা হেন কথা কহে। সঙ্কেতজ্ঞগণ কহে শুভফল বহে ॥২॥
অদৃষ্ট বিচার করি' বৃদ্ধ এক কহে। মিলন ভরত-সহ কভু যুদ্ধ নহে॥
ভরত রামেরে এবে মান দিতে যায়। লক্ষণ কহিছে হেন, যুদ্ধ না বুঝায় ।৩॥
শুনি' গুহ কহে—বৃদ্ধ অতি সাধু ক'ন। অনুতাপ ভুঞ্জে হঠকারী মূঢ়-জন॥
ভরত স্বভাব-শীল কিছু না বুঝিয়া। বড় হিত-হানি যদি যুঝি না জানিয়া ॥৪॥

দোহা— ঘাট রক্ষা কর সব সৈন্য মিলি' জানি' আগে ভরতের মন।
উদাসীন, মিত্র, অরি-গতি বুঝি' করিব তা' উচিত যেমন ॥১৯২॥

সারমর্ম—তাহারা নিষাদরাজকে বলিল,—'হে নাথ! রামের প্রতাপ ও তোমার বলের সাহায্যে ভরত-সৈন্যগণকে মস্তকহীন করিয়া ধরাশায়ী করিব। জীবিত থাকিতে পশ্চাৎপদ হইব না।' রণ-ভেরী বাজিয়া উঠিল, হঠাৎ এক বৃদ্ধ তখনকার শুভ-সূচক লক্ষণ দেখিয়া বলিল, ভরত রামকে সম্মান করিতে যাইতেছেন, রাম-ভরতের মিলন হইবে, যুদ্ধ হইবে না। বৃদ্ধের কথা যথার্থ মনে করিয়া নিষাদ বলিল,—তোমরা সকলে পারাপারের স্থান রক্ষা কর, আমি ভরতের সহিত মিলিত হইয়া ভরতের মনোভাব জ্ঞাত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব ॥১৯২॥

চৌ—লখব সনেহু সুভায় সুহাএঁ। বৈরু প্রীতি নহিঁ দুরইঁ দুরাএঁ॥
অস কহি ভেঁট সঁজোবন লাগে। কন্দ মূল ফল খগ মৃগ মাগে ॥১॥
মীন পীন পাঠীন পুরানে। ভরি ভরি ভার কহারন্হ আনে॥
মিলন সাজু সজি মিলন সিধাএ। মঙ্গল মূল সগুন সুভ পাএ ।২॥
দেখি দূরি তেঁ কহি নিজ নামূ। কীন্হ মুনীসহি দণ্ড প্রনামূ॥
জানি রামপ্রিয় দীন্হি অসীসা। ভরতহি কহেউ বূঝাই মুনীসা ॥৩॥

রাম সখা সুনি সন্দনু ত্যাগা। চলে উতরি উমগত অনুরাগা ॥
গাউঁ জাতি গুহঁ নাউঁ সুনাই। কীন্হ জোহারু মাথ মহি লাই ॥৪॥

দোহা— করত দণ্ডবত দেখি তেহি ভরত লীন্হ উর লাই।
মনহুঁ লখন সন ভেঁট ভই প্রেমু ন হৃদয়ঁ সমাই ॥১৯৩॥

বাংলা অর্থ—লখব—লক্ষ্য করিব ; দুরই—লুকাইলে ; দুরাএঁ নহি—লুকান যায় না ; সজোঁবন—সাজাইতে ; মাগে—চাহিয়া আনিল ; পীন—স্থূল ; পাঠীন—বোয়াল মাছ ; কহারন্হ—কৈবর্ত্তগণ ; মুনীসহি—মুনিবর (বশিষ্ঠ) ; ত্যাগা—ত্যাগ করিল ; উমগত অনুরাগা—উথলিত অনুরাগে ; গাউঁ—গ্রাম ; নাউঁ—নাম ; জোহারু—প্রণাম ; উর লাই লীন্হ—বক্ষো-লগ্ন করিলেন ; ন সমাই—ধরিল না অর্থাৎ উপছাইয়া গেল ; (দো—১৯৩ পঃ)

চৌ—চারু-ভাব হেরি' প্রীতি বুঝিব তথায়। শক্রতা, পিরীতি কভু লুকান না যায় ॥
ইহা কহি' ভেট-দ্রব্য লাগে সাজাইতে। কন্দ, মূল, ফল, মৃগ, খগ চারি ভিতে ॥১॥
পাঠিন, পুরান পীন, মৎস্য ভারে ভারে। কৈবর্ত্তকগণ আনে ভরিয়া আধারে ॥
মিলনের সাজে গুহ চলিল মিলিতে। মঙ্গল ইঙ্গিত সব হেরে চারি ভিতে ॥২
দূর হ'তে নিরখিয়া কহি' নিজ নাম। করিল সে মুনিবরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ॥
রাম-প্রিয় জানি' তারে দিলেন আশিস্। ভরতের পরিচয় করান মুনীশ ॥৩॥
রাম-সখা শুনি' রথ ভরত ত্যজিলা। উচ্ছলিত অনুরাগে নামিয়া চলিলা ॥
গ্রাম, জাতি, নাম গুহ তাঁরে শুনাইল। ভূমি 'পরে শির রাখি' তাঁহারে নমিল ॥৪॥

দোহা— প্রণাম করিতে দেখিয়া তাহারে ভরত হৃদয়ে চাপি' ধরে।
মনে হ'ল যেন লক্ষ্মণের সাথে দরশনে হিয়া প্রেমে ভরে ॥১৯৩॥

সারমর্ম—ভরতের প্রেম ও স্বভাব লক্ষ্য করিতে মনঃস্থ করিয়া নিষাদ ভেট সাজাইয়া ভরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। মঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা গেল। দূর হইতে বশিষ্ঠকে নিজেই নাম পরিচয় দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। নিষাদকে রামপ্রিয় জানিয়া বশিষ্ঠ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মুনি ভরতকে নিষাদের কথা বুঝাইয়া বলিলেন। দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে দেখিলে এবং রামের কথা শুনিলে ভরত রথ হইতে নামিলেন। তখন নিষাদ তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে ভরত তাহাকে বুকে লইলেন। মনে হইল বুঝি ভরতের সহিত লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হইয়াছে ॥১৯৩॥

চৌ—ভেঁটত ভরতু তাহি অতি প্রীতী। লোগ সিহাহিঁ প্রেম কৈ রীতী ॥
ধন্য ধন্য ধুনি মঙ্গল মূলা। সুর সরাহি তেহি বরিসহিঁ ফূলা ॥১॥
লোক বেদ সব ভাঁতিহিঁ নীচা। জাসু ছাঁহ ছুই লেইঅ সীঞ্চা ॥
তেহি ভরি অঙ্ক রাম লঘু ভ্রাতা। মিলত পুলক পরিপূরিত গাতা ॥২॥
রাম রাম কহি জে জমুহাহীঁ। তিন্হহি ন পাপ পুঞ্জ সমুহাহীঁ ॥
যহ তৌ রাম লাই উর লীন্হা। কুল সমেত জগু পাবন কীন্হা ॥৩॥

করমনাস জলু সুরসরি পরঈ। তেহি কো কহহু সীস নহিঁ ধরঈ ॥
উলটা নামু জপত জগু জানা। বালমীকি ভএ ব্রহ্ম সমানা ॥৪॥
দোহা— স্বপচ সবর খস জমন জড় পাবঁর কোল কিরাত।
রামু কহত পাবন পরম হোত ভুবন বিখ্যাত ॥১৯৪॥

বাংলা অর্থ—ভেঁটত—আলিঙ্গন করিল; সিহাহিঁ—ঈর্ষা করিল; সীচাঁ লেইঅ—স্নান করে; ছাঁহ—ছায়া; মিলত—মিলিলেন; জমুহাহীঁ—হাই তোলে; সমুহাহীঁ ন—সম্মুখীন হয় না; তৌ—ত; করমনাস—কর্ম্মনাশা নদী; স্বপচ—শ্বপাক (চণ্ডাল); সবর—ব্যাধ; জমন—যবন; (দোঃ—১৯৪ পঃ)

চৌ—প্রীতি-ভরে তার সনে ভরত মিলিলা। পিরীতির রীতি হেরি' সকলে হিংসিলা
ধন্য ধন্য ধ্বনি হয় মঙ্গলের মূল। সুরে প্রশংসিলা তাহা বরষিয়া ফুল ॥১॥
লোকে বেদে নিন্দে যারে কহি' নীচ জন। পরশি' যাহার ছায়া করয়ে মজ্জন॥
তা'রে অঙ্কে আলিঙ্গিয়া রাম-কনীয়ান। মিলিত রহেন হ'য়ে পুলকিত প্রাণ ॥২॥
"রাম রাম" কহি হাই তোলে যেই জন। পাপ-পুঞ্জ তা'রে নাহি করে পরশন॥
ইহারে ত রাম করি' হৃদয়ে ধারণ। কুল-সহ করিলেন জীবন পাবন ॥৩॥
কর্ম্মনাশা জল মিশে গঙ্গার মাঝারে। বল কেবা নতশির না করে গঙ্গারে॥
জপে রত হ'য়ে শুধু উল্‌টা রাম নাম। বাল্‌মীকিও হইলেন ব্রহ্মার সমান ॥৪॥
দোহা— চণ্ডাল, শবর, যবন, পামর খল, জড়, কোল ও কিরাত।
'রাম রাম' কহি পরম পাবন হবে ধরাধামে সুবিখ্যাত ॥১৯৪॥

সারমর্ম্ম—ভরতের প্রীতির ভাব দেখিয়া এবং তাঁহার আলিঙ্গন দেখিয়া সকলে চমকিত হইল। মিলনে তাঁহার শরীর পুলকিত হইল। যেই রামনাম লয় সেই পবিত্র, তাহাতে গুহক রামের সঙ্গে আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়াছে সুতরাং তাহার ত কথা নাই। লোকে প্রবাদ আছে উল্টা-নাম জপ করিয়া বাল্মীকি ব্রহ্মার সমান হইয়াছিলেন। সুতরাং যে কোন জাতি বা বর্ণ রামনাম করিবে সে চণ্ডাল, যবন, মূর্খ, নীচ, কোল কিরাত, হোক্ না, সে পণ্ডিত হয় এবং জগদ্বিখ্যাত হয় ॥১৯৪॥

চৌ—নহিঁ অচিরিজু জুগ জুগ চলি আই। কেহি ন দীন্‌হি রঘুবীর বড়াই॥
রাম নাম মহিমা সুর কহহীঁ। সুনি সুনি অবধ লোগ সুখু লহহীঁ ॥১॥
রামসখহি মিলি ভরত সপ্রেমা। পূঁছী কুসল সুমঙ্গল খেমা॥
দেখি ভরত কর সীলু সনেহু। ভা নিষাদ তেহি সময় বিদেহু ॥২॥
সকুচ সনেহু মোদু মন বাঢ়া। ভরতহি চিতবত একটক ঠাঢ়া॥
ধরি ধীরজু পদ বন্দি বহোরী। বিনয় সপ্রেম করত কর জোরী ॥৩॥
কুসল মূল পদ পঙ্কজ পেখী। মৈঁ তিহুঁ কাল কুসল নিজ লেখী॥
অব প্রভু পরম অনুগ্রহ তোরেঁ। সহিত কোটি কুল মঙ্গল মোরেঁ ॥৪॥

দোহা— সমুঝি মোরি করতুতি কুলু প্রভু মহিমা জিয়ঁ জোই।
জো ন ভজই রঘুবীর পদ জগ বিধি বঞ্চিত সোই ॥১৯৫॥

বাংলা অর্থ—অচিরিজু—আশ্চর্য্য ; খেমা—ক্ষেম, মঙ্গল ; ভা বিদেহূ—দেহতত্ত্ব বিস্মৃত হইলেন ; একটক ঠাঢ়া—একভাবে দণ্ডায়মান ; পেখী—দেখিয়া ; লেখী—লিখিত (বুঝিলাম) ; করতুতি—কার্য্যাবলী ; জোই—বিচার করিয়া ; (দোঃ—১৯৫ পঃ)

চৌ—আশ্চর্য্য নহে ত ইহা যুগ যুগ চলে। রঘুবীর বাড়াইয়া দিলেন সকলে ॥
রাম-নাম মহিমা যে দেবগণ ক'ন। অযোধ্যার লোক শুনি' সুখ ভুঞ্জি' ল'ন ॥১॥
ভরত সপ্রেমে মিলি' গুহক সহিত। পুছেন কুশল তথা যত সব হিত ॥
ভরতে পিরীতি-শীল যখন হেরিল। নিষাদ তখন নিজ দেহ বিস্মরিল ॥২॥
সঙ্কোচে, আনন্দে, সুখে হেন মন ভরে। এক দৃষ্টে ভরতেরে গুহক নেহারে ॥
ধীরতা ধরিয়া পুন বন্দিয়া চরণ। বিনয়ে সপ্রেমে তারে যুক্ত-করে ক'ন ॥৩
শুভ মূল পাদ-পদ্ম নয়নে হেরিয়া। তিন কালে শুভ-মন লইল বুঝিয়া ॥
এবে প্রভো ! তব বড় করুণা লভিনু। কোটী কুলে শুভ-ফল নিশ্চয় জানিনু ॥৪॥

দোহা— মম কার্য্যাবলী মনে বিচারিয়া প্রভুর মহিমা রাখি' মনে।
যেই নাহি ভজে রঘুবীর-পদ বিড়ম্বনা ভুঞ্জে সে ভুবনে ॥১৯৫॥

সারমর্ম—যুগ যুগ রাম-নামের মহিমা এইভাবে চলিয়া আসিয়াছে। দেবতারাও রাম-নামের মহিমা গান করেন ইহাতে অযোধ্যাবাসীরা আনন্দ পায়। ভরত সপ্রেমে রাম-সখাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে নিষাদের মন আনন্দে ভরপূর হইল। সঙ্কোচ, স্নেহ ও আনন্দ দেখিয়া ভরতের দিকে নিষাদ চাহিয়া রহিলেন। ধৈর্য্য ধরিয়া চরণ বন্দনা করিয়া করযোড়ে সবিনয়ে বলিলেন,—আপনাকে দেখিলেই আমাদের কুশল। আপনার প্রীতিতে আমার কোটিকুল ধন্য হইয়াছে। আরো বলিলেন,—আমার উদাহরণ দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে রামের মহিমা বিচার করিয়া সকলেই বলিবে যে, যে রামের চরণ ভজনা না করে সে জগতে চির-বঞ্চিত ॥১৯৫॥

চৌ—কপটী কায়র কুমতি কুজাতী। লোক বেদ বাহের সব ভাঁতী ॥
রাম কীন্হ আপন জবহী তেঁ। ভয়উঁ ভুবন ভুষন তবহী তেঁ ॥১॥
দেখি প্রীতি সুনি বিনয় সুহাঈ। মিলেউ বহোরি ভরত লঘু ভাঈ ॥
কহি নিষাদ নিজ নাম সুবানীঁ। সাদর সকল জোহারীঁ রানীঁ ॥২॥
জানি লখন সম দেহিঁ অসীসা। জিঅহু সুখী সয় লাখ বরীসা ॥
নিরখি নিষাদু নগর নর নারী। ভএ সুখী জনু লখনু নিহারী ॥৩॥
কহহিঁ লহেউ এহিঁ জীবন লাহূ। ভেঁটেউ রামভদ্র ভরি বাহূ ॥
সুনি নিষাদু নিজ ভাগ বড়াঈ। প্রমুদিত মন লই চলেউ লেবাঈ ॥৪॥

দোহা— সনকারে সেবক সকল চলে স্বামি রুখ পাই।
ঘর তরু তর সর বাগ বন বাস বনাএন্হি জাই ॥১৯৬॥

বাংলা অর্থ—জোহারী—প্রণাম করিলেন ; **এহিঁ**—এই ব্যক্তি (নিষাদ) ; **লেবাঙ্গ** লইয়া ; **সনকারে**—ইসারা করিলেন ; **বনাএন্হি**—রচনা করিলেন ; (দোঃ—১৯৬ পঃ)

চৌ—কপটী ও ভীরু মূঢ় হীন-বংশ-জাত। লোক-বেদ-বাহ্য বলি' সর্ব্বত্র বিদিত ॥
যবে হ'তে রাম মোরে করিলা আপন। তবে হ'তে হইলাম ধরার ভূষণ ॥১॥
দেখিয়া পিরীতি, শুনি' বিনীত বচন। মিলিলেন পুন তিনি সহ শত্রুঘন ॥
কহি' নিজ নাম তথা মধুর বচন। সকল রাণীরে করে নিষাদ বন্দন ॥২॥
আশীর্ব্বাদ করে জানি' লক্ষ্মণ সমান। সুখী হও কোটি বর্ষ লভিয়া পরাণ ॥
নিষাদে হেরিয়া যত পুর-নর-নারী। সুখী হয় সবে যেন লক্ষ্মণে নেহারি' ॥৩
জীবনের লাভ ইথে সবে গণিলেন। বক্ষ-লগ্ন করি' রাম যাঁহারে ধরেন ॥
নিষাদ আপন ভাগ্য শুনিয়া শ্রবণে। সবারে লইয়া চলে প্রমুদিত মনে ॥৪॥

দোহা— নিষাদ-ইঙ্গিতে সেবক সকল স্বামি-আজ্ঞা লইয়া চলিল।
ঘরে, তরুতলে, সরে, উপবনে বাসস্থান বিরচিয়া দিল ॥১৯৬॥

সারমর্ম্ম—আমি কপট কুজাতি, সমাজের ও বেদের বাহিরে কিন্তু যখন হই,ত রাম আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছেন তখন হইতে আমি জগতে অলঙ্কার হইয়া গিয়াছি। নিষাদের বিনয় ও প্রেম দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। নিষাদ বিনয়-বাক্যে রাণীদের নিকট নিজ নাম পরিচয় দিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। রাণীরা নিষাদকে লক্ষ্মণের সমান মনে করিয়া তাহার শতায়ু কামনা করিলেন। সকলে নিষাদের ভাগ্য দেখিয়া পরম পুলকিত হইল যেহেতু সে রামচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে। অতঃপর নিষাদ সেবকদিগকে ইঙ্গিত করিলে তাহারা স্ব স্ব ঘরে ও গাছতলায় অতিথিগণের জন্য বাসগৃহ রচনা করিল ,১৯৬॥

চৌ—শৃঙ্গবেরপুর ভরত দীখ জব। ভে সনেহঁ সব অঙ্গ সিথিল তব ॥
সোহত দিএঁ নিষাদহি লাগূ। জনু তনু ধরেঁ বিনয় অনুরাগূ ॥১॥
এহি বিধি ভরত সেনু সব সঙ্গা। দীখি জাই জগ পাবনি গঙ্গা ॥
রামঘাট কহঁ কীন্হ প্রনামূ। ভা মনু মগনু মিলে জনু রামূ ॥২॥
করহিঁ প্রনাম নগর নর নারী। মুদিত ব্রহ্মময় বারি নিহারী ॥
করি মজ্জনু মাগহিঁ কর জোরী। রামচন্দ্র পদ প্রীতি ন থোরী ॥৩॥
ভরত কহেউ সুরসরি তব রেনূ। সকল সুখদ সেবক সুরধেনূ ॥
জোরি পানি বর মাগউ এহূ। সীয় রাম পদ সহজ সনেহূ ॥৪॥

দোহা— এহি বিধি মজ্জনু ভরতু করি গুর অনুসাসন পাই।
মাতু নহানীঁ জানি সব ডেরা চলে লবাই ॥১৯৭॥

বাংলা অর্থ—লাগূ দিএঁ—(স্কন্ধে) ভর করিয়া চলিতে লাগিলেন ; **রেনূ**—ধূলি ; **সুরধেনু**—কামধেনু ; **নহানীঁ**—সমাপিত-স্নানা ; **ডেরা**—বাসস্থান ; **চলে লবাই**—সাথ লইয়া চলিলেন ; (দোঃ—১৯৭ পঃ)

চৌ—শৃঙ্গবের-পুরে যবে ভরত হেরিলা। ভক্তিতে তাহার অঙ্গ শিথিল হইলা॥
ভরতের হস্ত শোভে গুহ-স্কন্ধ'পরে। বিনয় ও অনুরাগ যেন তনু ধরে ॥১॥
সেনা-সাথে হেন মতে ভরত চলিলা। জগৎ-পাবনী গঙ্গা পথেতে হেরিলা॥
রাম-ঘাটে পঁহুছিয়া প্রণাম করেন। মন মগ্ন হেন যেন রাঘবে মিলেন ॥২॥
করিল প্রণাম যত পুর-নর-নারী। প্রমুদিত ব্রহ্মময় উদক নেহারি'॥
মজ্জন করিয়া সেথা মাগে যুক্ত করে। রামচন্দ্র-পদে যেন বহু-প্রীতি ভরে ॥৩
ভরত কহিলা গঙ্গে! মানি তব রেণু। সুখদাতা সেবকে তা' যেন কাম-ধেনু॥
যুক্ত করে মাগি, এবে দাও এই বর। সীতা-রামে থাকে ভক্তি স্বভাব-সুন্দর ॥৪॥

দোহা— হেন মতে স্নান সমাপি' ভরত গুরু-অনুশাসন লভিয়া।
মাতৃগণ-স্নান সমাপিত জানি' চলিলেন শিবিরে লইয়া ॥১৯৭॥

সারমর্ম—শৃঙ্গবেরপুর দেখিয়া প্রেমে ভরতের শরীর শিথিল হইল। নিষাদের কাঁধে হাত দিয়া চলিতে থাকার শোভা সকলকে অধিক আকৃষ্ট করিল। অতঃপর ভরত সেনাসহ গঙ্গা দেখিলেন। রামঘাটকে প্রণাম করিলে মন মুগ্ধ হইল, তাহাতেই ভরত যেন রামের সঙ্গ পাইয়াছেন মনে করিলেন নগরের নরনারী গঙ্গাজল দেখিয়া প্রণাম করিল এবং স্নানান্তে রামপদে প্রীতি কামনা করিল। ভরত গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া সীতারাম-চরণে স্বাভাবিক প্রেম কামনা করিলেন। অতঃপর স্নানান্তে ভরতের আদেশে মাতৃগণকে বাসস্থান দিবার জন্য নিষাদ লইয়া গেলেন ॥১৯৭॥

চৌ—জহঁ তহঁ লোগনহ ডেরা কীন্হা। ভরত সোধু সবহী কর লীন্হা॥
সুর সেবা করি আয়সু পাই। রাম মাতু পহিঁ গে দোউ ভাই ॥১॥
চরন চাঁপি কহি কহি মৃদু বানী। জননীঁ সকল ভরত সনমানী॥
ভাইহি সৌঁপি মাতু সেবকাঈ। আপু নিষাদহি লীন্হ বোলাঈ ॥২॥
চলে সখা কর সোঁ কর জোরেঁ। সিথিল সরীরু সনেহ ন থোরেঁ॥
পূঁছত সখহি সো ঠাউঁ দেখাউ। নেকু নয়ন মন জরনি জুড়াউ ॥৩॥
জহঁ সিয় রামু লখনু নিসি সোএ। কহত ভরে জল লোচন কোএ॥
ভরত বচন সুনি ভয়উ বিষাদূ। তুরত তহাঁ লই গয়উ নিষাদূ ॥৪॥

দোহা— জহঁ সিংসুপা পুনীত তর রঘুবর কিয় বিশ্রামু।
অতি সনেহঁ সাদর ভরত কীন্হেউ দণ্ড প্রনামু ॥১৯৮॥

বাংলা অর্থ—সোধু লীন্হা—সংবাদ লইলেন; সনমানী—সম্মান করিলেন; সখা কর সোঁ—বন্ধুর হস্তের সহিত; নেকু—কিছু; জরনি—জ্বলন; সোএ—নিদ্রা গিয়াছিলেন; লোচন কোএ—লোচন-গহ্বরে; সিংসুপা তর—অশোক বৃক্ষ; পুনীত—পবিত্র; ঠাউঁ—স্থান; (দোঃ—১৯৮ পঃ)

চৌ—লোকগণ যেথা সেথা বাস নিরূপিলা। ভরত সন্ধান তা'র যথাবিধি নিলা॥
দেব-পূজা সারি' পুন আদেশ লভিয়া। রাম-মাতা-পার্শ্বে যান দু'ভাই মিলিয়া ॥১॥

পদে ধরি' পুনঃ পুনঃ মধুর বচনে। মান দিয়া পুজিলেন যত মাতৃগণে॥
ভ্রাতাকে রাখিয়া সেথা মাতৃ-সেবা-তরে। আবাহন করিলেন নিজে নিষাদেরে ॥২॥
সখা-সহ হাতে হাত মিলায়ে চলিলা। অতি স্নেহে তনু তা'র শিথিল হইলা॥
সখারে পুছিলা এবে দেখাও সে ঠাঁই। আঁখি-মন-জ্বালা যাহে কিছুটা জুড়াই ॥৩॥
যেথা রাম ও লক্ষ্মণ যামিনী যাপিলা। কহিতে আঁখির কোণ বারিতে ভরিলা॥
ভরতের কথা শুনি' হইল বিষাদ। ত্বরা সেথা তাঁরে লয়ে চলিল নিষাদ ॥৪॥

দোহা— যে পুত শিংসপা-মহীরুহ তলে রঘুবর লভেন বিশ্রাম।
ভক্তি সমাদরে ভরত সেথায় দণ্ড-সম করিলা প্রণাম ॥১৯৮॥

সারমর্ম—মাতৃগণ স্ব স্ব নিরূপিত স্থানে গেলে ভরত সকলের সন্ধান লইলেন। এবং দেবপূজান্তে গুরুর অনুমতিক্রমে কৌশল্যার নিকটে দুই ভাই গেলেন। অতঃপর শত্রুঘ্নকে মাতৃগণের সেবাতে নিবেদন করিয়া নিষাদসহ ভরত সেই সকল স্থান দেখিতে চাহিলেন যেখানে যেখানে রাম রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং কিভাবে তাঁহারা দিনপাত করিয়াছিলেন তাহা জানিতে চাহিলেন। নিষাদ সেই স্থান দেখাইয়া দিলেই ভরতের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। যে শিংসপা-গাছতলে রঘুবর বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেই স্থানে অতি প্রেমে ভরত দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন ॥১৯৮॥

চৌ—কুস সাঁথরী নিহারি সুহাঈ। কীন্হ প্রনামু প্রদচ্ছিন জাঈ॥
চরন রেখ রজ আঁখিন্হ লাঈ। বনই ন কহত প্রীতি অধিকাঈ॥১॥
কনক বিন্দু দুই চারিক দেখে। রাখে সীস সীয় সম লেখে॥
সজল বিলোচন হৃদয়ঁ গলানী। কহত সখা সন বচন সুবানী॥ ॥২॥
শ্রীহত সীয় বিরহঁ দুতিহীনা। জথা অবধ নর নারী বিলীনা॥
পিতা জনক দেউঁ পটতর কেহী। করতল ভোগু জোগু জগ জেহী ॥৩॥
সসুর ভানুকুল ভানু ভুআলূ। জেহি সিহাত অমরাবতিপালূ॥
প্রাননাথু রঘুনাথ গোসাঈ। জো বড় হোত সো রাম বড়াঈ ॥৪॥

দোহা— পতি দেবতা সুতীয় মনি সীয় সাঁথরী দেখি।
বিহরত হৃদউ ন হহরি হর পবি তেঁ কঠিন বিসেষি ॥১৯৯॥

বাংলা অর্থ—কুস সাঁথরী—কুশ-শয্যা; **বনই ন কহত**—কহিতে পারা যায় না; **লেখে**—স্মারক বুঝিয়া; **বিলীনা**—কান্তিহীনা; **দেউঁ**—দিব; **পটতর**—তুলনা; **ভুআলূ**—ভূপাল, রাজা; **সিহাত**—ঈর্ষ্যা করেন; **হোত**—হইবে; **বড়াই**—মাহাত্ম্য, (মহিমা প্রচার করে); **সুতীয় মনি**—পতিব্রতা স্ত্রীগণের শিরোমণি; **সাথরী**—কুশ-শয্যা; **হহরি**—পুড়িয়া ছাই হইয়া; **বিহরত ন**—বিদীর্ণ হইতেছে না; **পবি তেঁ**—বজ্র হইতে; (দো:—১৯৯ প:)

চৌ—কুশের শয়ন চারু নয়নে হেরিলা। প্রদক্ষিণ করি' তাঁরে প্রণাম করিলা॥
চরণ-চিহ্নের ধূলি আঁখিতে লাগা'ন। প্রেমের সে প্রবলতা না যায় বাখান ॥১॥

দুই চারি স্বর্ণরেণু বস্ত্রচ্যুত হেরে। সীতা-সম মানি' তা'রে ধরে শির'পরে ॥
হিয়াতে বেদনা-ভরা আঁখি-ভরা জল। সখা-সনে কহে চারু-বচন সকল— ২॥
সীতার বিরহে স্বর্ণে হেরে দ্যুতিহীন। অযোধ্যার নর-নারী যথা মনে ক্ষীণ ॥
জানকী পিতারে তুলি' কোন্ জন সনে। যোগ-ভোগে সম-জ্ঞান যাঁর সদা মনে ॥৩॥
ভানু-কুল-রবি যাঁ'র শ্বশুর ভূপাল। যাঁ'র প্রতি ঈর্ষ্যা-পর ইন্দ্র দিক্‌পাল ॥
যাঁ'র প্রাণ-নাথ নিজে রঘুনাথ হ'ন। যিনি সব মহত্তের মহত্ত্ব-কারণ ॥৪॥

দোহা— পতি-দেব যিনি নারী-শিরোমণি কুশ-শয্যা হেরি' এ' হেন সীতার ॥
কিছুতে হিয়া না বিদরে হে হর! পাষাণ হইতে দৃঢ়তা ইহার ॥১৯৯॥

সারমর্ম—সুন্দর কুশ-শয্যা দেখিয়া ভরত তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন এবং চরণ-চিহ্নের ধূলি চক্ষুতে লাগাইলেন। সীতার বস্ত্রচ্যুত স্বর্ণ-রেণু ধূলি-মিশ্রিত দেখিয়া উহাকে সীতার সমান মান দিয়া তাহা মস্তকে ধারণ করিলেন; তাঁহার মনে ব্যথা ও চক্ষুতে জল দেখা দিল। সেই স্বর্ণ-বিন্দু যেন শ্রীহীন মনে হইল। সীতার কথা মনে পড়িতে সীতার পিতার কথা মনে আসিল। যিনি জগতের ভোগ ও যোগ স্ব-করতলগত করিয়াছেন সেই জনক সীতার পিতা। ইন্দ্রও যাঁহার ঐশ্বর্য্যের ঈর্ষ্যা করিতেন সেই দশরথ সীতার শ্বশুর; যাঁহারাই পৃথিবী তে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের মূল যে রাম সেই রাম সীতার স্বামী। পতিকে দেবতাজ্ঞান করিয়া যে স্ত্রীগণ পৃথিবী-পূজ্যা হন হেন স্ত্রীগণের শ্রেষ্ঠা সীতার এই কুশ-শয্যা দেখিয়া আমার হৃদয় এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না।১৯৯॥

চৌ—লালন জোগু লখন লঘু লোনে। ভে ন ভাই অস অহহিঁ ন হোনে ॥
পুরজন প্রিয় পিতু মাতু দুলারে। সিয় রঘুবীরহি প্রানপিআরে ॥১॥
মৃদু মূরতি সুকুমার সুভাউ। তাত বাউ তন লাগ ন কাউ ॥
তে বন সহহিঁ বিপতি সব ভাঁতী। নিদরে কোটি কুলিস এহিঁ ছাতী ॥২॥
রাম জনমি জগু কীন্হ উজাগর। রূপ সীল সুখ সব গুন সাগর ॥
পুরজন পরিজন গুর পিতু মাতা। রাম সুভাউ সবহি সুখদাতা ॥৩॥
বৈরিউ রাম বড়াই করহীঁ। বোলনি মিলনি বিনয় মন হরহীঁ ॥
সারদ কোটি কোটি সত সেষা। করি ন সকহিঁ প্রভু গুন গন লেখা ॥৪॥

দোহা— সুখস্বরূপ রঘুবংসমনি মঙ্গল মোদ নিধান।
তে সোবত কুস ডাসি মহি বিধি গতি অতি বলবান ॥২০০॥

বাংলা অর্থ—লোনে—সুন্দর; **লালন**—সমাদর: **ন হোনে**—হইবে না; **অহহি ন**—হয় না; **ভে ন**—ছিল না; **তাত**—উত্তপ্ত; **বাউ**—বায়ু। **নিদরে**—অনাদর করিতেছে, **ছাতী**—হৃদয়; **কীন্হ উজাগর**—উজ্জ্বল করিল; **বৈরিউ**—শত্রুও; **বোলনি**—কথাবার্ত্তা **মিলনি**—মিলন-রীতি; **লেখা**—বর্ণনা; **নিধান**—ভাণ্ডার; **সোবত**—নিদ্রা যান; **ডাসি**—বিছাইয়া; **মহি**—মাটিতে; (দোঃ—২০০ পঃ)

চৌ—সমাদর-যোগ্য ভ্রাতা ছোট যে লক্ষ্মণ। না ছিল, না হবে, নাহি অনুজ এমন॥
পুর-জন প্রিয়, প্রিয় পিতা ও মাতার! সীতা ও রামের সেই প্রাণের পিয়ার ॥১॥
স্বভাব আকৃতি তা'র মৃদু সুকুমার! উষ্ণ-বায়ু কভু দেহে না সহে তাহার॥
বনের বিপত্তি যত সব সে সহিছে। কোটি-বজ্র-হিয়া মম নাহি বিদরিছে ॥২॥
জন্মি' বিশ্ব উদ্ভাসিত করিলেন রাম। রূপ-শীল-সুখ-গুণ-অপ্রমেয়-ধাম॥
পরিজন, গুরু, পিতা, মাতা পুর-জন। রাম-কথা সবাকার সুখের কারণ ॥৩॥
বৈরীও রামের নামে অহঙ্কার করে! বিনয়, আচার, ভাষা জন-চিত্ত হরে।
শতকোটি সরস্বতী, শেষ নাগ তা'র। ক্ষমতা না ধরে, কত গুণ বর্ণিবার? ৪॥

দোহা— সুখের সাগর রঘুবংশ-মণি মঙ্গল ও সুখের নিদান।
ধরাতে শয়ন কুশ-শয্যা'পরে বিধি-লিপি অতি বলবান্ ॥২০০॥

সারমর্ম—যাঁহার মত ভাই হয় নাই বা হইবে না তিনি সুকুমার লক্ষ্মণ। যে সব নগরবাসীও রাম-সীতার প্রিয় তাহাদেরও কষ্টের অবধি নাই, এ সব দেখিয়াও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না, ইহা যে কোটি বজ্র অপেক্ষা কঠোর তাহা বুঝা যায়। রামের জন্মে জগৎ উজ্জ্বল হইয়াছে। রামের স্বভাবে শত্রু-মিত্র সকলেই সমান মুগ্ধ হইয়াছে। রামের গুণ, শীল ও বিনয় বর্ণনার অতীত। কোটি সরস্বতী ও শেষ নাগ তাহার ব্যাখ্যান করিয়া শেষ করিতে পারে না, হেন রঘু-কুল-ভূষণ বিনা কুশ-শয্যায় শায়িত হইতেছেন। বিধাতার গতি অতি বিচিত্র ও বলবতী ॥২০০॥

চৌ—রাম সুনা দুখু কান ন কাউ। জীবনতরু জিমি জোগবই রাউ॥
পলক নয়ন ফনি মনি জেহি ভাঁতী। জোগবহিঁ জননি সকল দিন রাতী ॥১॥
তে অব ফিরত বিপিন পদচারী। কন্দ মূল ফল ফূল অহারী॥
ধিগ কৈকেই অমঙ্গল মূলা। ভইসি প্রান প্রিয়তম প্রতিকূলা ॥২॥
মৈঁ ধিগ ধিগ অঘ উদধি অভাগী। সবু উতপাতু ভয়উ জেহি লাগী॥
কুল কলঙ্কু করি সৃজেউ বিধাতাঁ। সাইঁ দোহ মোহি কীন্হ কুমাতাঁ ॥৩॥
সুনি সপ্রেম সমুঝাব নিষাদূ। নাথ করিঅ কত বাদি বিষাদূ॥
রাম তুম্হহি প্রিয় তুম্হ প্রিয় রামহি। যহ নিরজোসু দোসু বিধি বামহি ॥৪॥

ছঃ— বিধি বাম কী করনী কঠিন জেহিঁ মাতু কীন্হী বাবরী।
তেহি রাতি পুনি পুনি করহিঁ প্রভু সাদর সরহনা রাবরী।
তুলসী ন তুম্হ সো রাম প্রীতমু কহতু হৌঁ সৌঁহেঁ কিএঁ।
পরিনাম মঙ্গল জানি অপনে আনিয়ে ধীরজু হিএঁ॥

সোঃ— অন্তরজামী রামু সকুচ সপ্রেম কৃপায়তন।
চলিঅ করিঅ বিশ্রামু যহ বিচারি দৃঢ় আনি মন ॥২০১॥

বাংলা অর্থ—কাউ—কভু; জোগবই (পুং), জোগবহি (স্ত্রী)—চালাইয়াছেন; ভইসি—হইল; অভাগী—ভাগ্যহীন; সাইঁ দোহ—স্বামীদ্রোহী; কত—কেন;

বাদি—বৃথা ॥ **নিরজোসু**—(নির্য্যাস) নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ; **করনী**—কার্য্য ; **বাবরী**—উন্মাদিনী ; **সরহনা**—প্রশংসা ; **রাবরী**—আপনা সম্বন্ধীয় ; **সো**—সদৃশ ; **সৌহেঁ কিএঁ**—আমি শপথ করিতেছি ; **হিএঁ**—হৃদয়ে ; (দোঃ—২০১ পঃ)

চৌ—শোনেননি কভু রাম দুঃখ-বাণী কাণে। জীবন-তরুর মত রাজার লালনে॥
পলক নয়নে, মণি ফণীতে যেমন। মাতৃগণ রেখেছিলা রামেরে তেমন ॥১॥
পায়ে হাঁটি' সেই রাম ফিরিছেন বনে। কন্দ-মূল-ফল-শুধু আহার-গ্রহণে ॥
কৈকেয়ী তোমায় ধিক্ ! অমঙ্গল-মূল। প্রাণ-প্রিয়তমে মম হ'লে প্রতিকূল ॥২॥
পাপের সমুদ্র আমি, মোরে শত ধিক্ ! যা'র লাগি' এত দুঃখ ঘটিল অধিক ॥
কুলের কলঙ্ক বিধি আমারে করিলা। কুমাতা আমারে প্রভু-দ্রোহী করি' দিলা ॥৩॥
শুনিয়া সপ্রেমে তা'রে বুঝান নিষাদ। হে নাথ ! করিছ কেন বৃথা এ বিষাদ ?
তুমি রাম-প্রিয় হও, তব প্রিয় রাম। নিশ্চয় এ' দোষ ঘটে, হেথা বিধি বাম ॥৪॥

ছঃ— **বিধি বাম হ'লে কাজ সুকঠিন, যাহাতে মাতারে পাগল করিল।**
সেই রাতে প্রভু পুনঃ পুনঃ তোমা অতি সমাদরে ভূরি প্রশংসিল।
তোমার সদৃশ নাহি রাম-প্রেম,—তুলসী কহিছে শপথ করিয়া।
ধৈর্য্য ধর তুমি আপন হৃদয়ে পরিণামে শুভ হইবে জানিয়া ॥

সোঃ— **র'ন সসংকোচে অন্তর্যামী রাম প্রেম ও করুণা-আয়তন।**
চল এবে তুমি, করিবে বিশ্রাম এ বিচারে দৃঢ় করি' মন ॥২০১॥

সারমর্ম্ম—দুঃখের বার্ত্তা রাম কখন জানেন না। রাজা তাঁহাকে অতি যতনে রক্ষা করিতেন। সাপ যেমন মণিকে রক্ষা করে, মায়েরা তেমনি রামকে রক্ষা করিতেন, সেই রাম পদব্রজে বনে বনে ফিরিতেছেন ও ফলমূলাহারী হইয়া আছেন। সকল অমঙ্গলের কারণ কৈকেয়ীকে ধিক্ ! পাপ-সমুদ্র আমাকে ধিক্। আমা হইতেই যত অনর্থের উৎপত্তি। বিধাতা আমাকে কুলের কলঙ্ক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কুমাতা আমাকে প্রভুদ্রোহী করিয়াছেন। তাহার কথাতে নিষাদ তাহাকে বহু প্রকারে সান্ত্বনা দিলেন ও বুঝাইলেন। ইহাতে কাহারও দোষ নাই, দোষ বিধাতার, বিধাতৃ-বিধান এইভাবে নিরূপিত। সে রাত্রে প্রভু আপনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পরিণামের মঙ্গল চিন্তায় হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরুন। রাম অন্তর্য্যামী, প্রেমময় ও কৃপাময়। চলুন বিশ্রাম করিবেন।২০১॥

চৌ—সখা বচন সুনি উর ধরি ধীরা। বাস চলে সুমিরত রঘুবীরা ॥
যহ সুধি পাই নগর নর নারী। চলে বিলোকন আরত ভারী ।১॥
পরদখিনা করি করহিঁ প্রনামা। দেহিঁ কৈকইহি খোরি নিকামা ॥
ভরি ভরি বারি বিলোচন লেহিঁ ॥ বাম বিধাতহি দূষন দেহীঁ ॥২॥
এক সরাহহিঁ ভরত সনেহূ। কোউ কহ নৃপতি নিবাহেউ নেহূ ॥
নিন্দহিঁ আপু সরাহি নিষাদহি। কো কহি সকই বিমোহ বিষাদহি ॥৩॥

এহি বিধি রাতি লোগু সব জাগা। ভা ভিনুসার গুদারা লাগা ॥
গুরহি সুনাবঁ চঢ়াই সুহাঈ। নঈ নাব সব মাতু চঢ়াঈ ॥৪॥
দণ্ড চারি মহঁ ভা সব পারা। উতরি ভরত তব সবহি সঁভারা ॥৫॥

দোহা— প্রাতক্রিয়া করি মাতু পদ বন্দি গুরহি সিরু নাই।
আগেঁ কিয়ে নিষাদ গন দীন্হেউ কটকু চলাই ॥২০২॥

বাংলা অর্থ—ধীরা—ধৈর্য্য; বাস—বাসভবন; আরত—আর্ত্ত (ব্যাকুল); পরদখিনা—প্রদক্ষিণ; নিকামা—মিছামিছি; খোরি—দোষ; নিবাহেউ—নির্ব্বাহ করিয়াছেন; বিমোহ বিষাদহি—বিমোহ-জনিত দুঃখকে; ভিনুসার—প্রাতঃকাল; গুদারা—খেয়া-পারাপার; কটক—সৈন্যদল; (দোঃ ২০২ পঃ)

চৌ—সবার বচন শুনি' মনে ধৈর্য্য ধরি'। শিবিরে চলিলা দোঁহা রঘুবীরে স্মরি'।
এ বারতা শুনে যবে পুর-নারী-নর। বিলোকিতে চলে সবে হ'য়ে দুঃখ-পর ॥১॥
প্রদক্ষিণ করি' তা'রা ভরতে নমিল। তার সাথে কৈকেয়ীরে বহু দোষ দিল ॥
অবিরাম আঁখি সব বারিতে ভরিল। বিধি বাম কহি' তারা' বিধিরে দূষিল ॥২॥
কেহ করে প্রশংসন ভরত-পিরীতি। কেহ কহে নৃপে পূর্ণ পিরীতির রীতি ॥
আপনা নিন্দিয়া কেহ গুহে প্রশংসয়ে। সে বিষাদ সেই মোহ কে বল বর্ণয়ে ? ৩॥
হেন মতে সর্ব্বজন যামিনী জাগিল। প্রত্যুষেতে খেয়া পার আরম্ভ হইল ॥
গুরুরে সুন্দর না'য়ে হইল চড়ান। নূতন নৌকাতে মাতৃগণেরে উঠান ।৪॥
দণ্ড চারি মাঝে তাঁ'রা পারে উত্তরিলা। ভরত উত্তরি' সবে সামলায়ে নিলা ॥

দোহা— প্রাতঃ-ক্রিয়া সারি' বন্দি' মাতৃগণে গুরু-পদে মস্তক নমিয়া।
নিষাদ-গণেরে রাখি' পুরোভাগে সৈন্যগণে দিলা চালাইয়া ॥২০২॥

সারমর্ম্ম—নিষাদের কথা শুনিয়া রঘুবীরের নাম স্মরণ করিয়া ভরত বাসস্থানে চলিলেন। নগরের নরনারী দুঃখিত মনে জলভরা চোখে কৈকেয়ীর দোষ দিল ও বিধিলিপিতে দোষ দেখিল, কেহ বা ভরতের প্রশংসা করিল, কেহ নিষাদের জীবনকে ধন্য মানিল। এই ভাবে রাত্রি কাটিল। প্রাতে ভরত গুরুকে ভাল নৌকায় চড়াইয়া নদীপার করিলেন এবং অন্যান্যসহ নিজে পারে গেলেন। প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে নিষাদ-গণকে সম্মুখে দিয়া সৈন্যদল রওনা হইল ।২০২॥

চৌ—কিয়উ নিষাদনাথু অগুআঈ। মাতু পালকীঁ সকল চলাঈ ॥১॥
সাথ বোলাই ভাই লঘু দীন্হা। বিপ্রন্হ সহিত গবনু গুর কীন্হা ॥১॥
আপু সুরসরিহি কীন্হ প্রনামূ। সুমিরে লখন সহিত সিয় রামূ ॥
গবনে ভরত পয়াদেহি পাএ। কোতল সঙ্গ জাহিঁ ডোরিআএ ॥২॥
কহহিঁ সুসেবক বারহিঁ বারা। হোইঅ নাথ অশ্ব অসবারা ॥
রামু পয়াদেহি পায়ঁ সিধাএ। হম কহঁ রথ গজ বাজি বনাএ ॥৩॥

সির ভর জাউঁ উচিত অস মোরা। সব তেঁ সেবক ধরমু কঠোরা ॥
দেখি ভরত গতি সুনি মৃদু বানী। সব সেবক গন গরহিঁ গলানী ।৪॥

দোহা— ভরত তীসরে পহর কহঁ কীন্হ প্রবেসু প্রয়াগ।
কহত রাম সিয় রাম সিয় উমগি উমগি অনুরাগ ॥২০৩॥

বাংলা অর্থ—আগু আই—অগ্রগামী; **ভাই লঘু**—ছোট ভাই (শত্রুঘ্ন); **সুমিরে**—স্মরণ করিলেন; **পয়া দেহি পায়ে**—পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে; **কোতল**—নিজস্ব ঘোড়া, **ডোরি আএ**—লাগাম বদ্ধ অবস্থায়; **অসবারা**—অশ্বারোহী; **সিরভর**—মস্তকে ভর করিয়া; **গরহি**—গলিয়া গেল; **উমগি**—উথলিত; (দো:—২০৩ প:)

চৌ—করিলেন নিষাদের নাথে আগুয়ান। তার পিছু মায়েদের শিবিকা চালান ॥
তা'র সাথে যেতে দেন ভাই শত্রুঘন। বিপ্রগণ সহ গুরু করেন গমন ॥১॥
গঙ্গারে ভরত নিজে করেন প্রণাম। লক্ষ্মণে স্মরণ করি' সহ সীতারাম ॥
ভরত চলেন নিজে পায়েতে হাঁটিয়া। লাগামে বদন-বদ্ধ অশ্ব সঙ্গে নিয়া ॥২
সুসেবক ভরতেরে কহে বার বার। ওহে নাথ! অশ্বোপরি হউন সওয়ার ॥
ক'ন,—রাম চলি' যান পায়েতে হাঁটিয়া। গজ-বাজি-রথ মম কারণে রাখিয়া ॥৩॥
শিরে হাঁটি' যাই মম আছিল শোভন। সেবকের ধর্ম্ম জানো অতীব গহন ॥
ভরত-গমন তথা মৃদুল বচন। সকল সেবকে করে বেদনা-মগন ॥৪॥

দোহা— তৃতীয় প্রহর দিবস যখন প্রবেশিলা ভরত প্রয়াগ।
কহি' "সীতারাম" "সীতারাম" পুন উথলিল তাঁ'র অনুরাগ ॥২০৩

সারমর্ম—মাতৃগণের পাল্‌কীর আগে আগে গুহক ও তৎসহ শত্রুঘ্ন, ব্রাহ্মণগণ সহ গুরু এবং নিজে পদব্রজে ভরত চলিলেন। তাঁর সঙ্গে লাগাম-বাঁধা অশ্ব চলিল। সেবকেরা তাঁহাকে অশ্বারোহী হইতে বলিলে তিনি বলিলেন,—সীতারাম পদব্রজে গিয়াছেন, আমার জন্য সুসজ্জিত রথ, হস্তী অশ্ব আছে। আমার উচিত ছিল পায়ে না হাঁটিয়া মাথা নীচের দিকে দিয়া পথ অতিক্রম করা। সেবকের ধর্ম্ম বড় কঠিন। সকলে তাঁহার কথাতে মুগ্ধ হইল। তৃতীয় প্রহরে রাম প্রয়াগে প্রবেশ করিলেন।২০৩॥

চৌ—ঝলকা ঝলকত পায়ন্হ কৈসেঁ। পঙ্কজ কোস ওস কন জৈসেঁ ॥
ভরত পয়াদেহিঁ আএ আজূ। ভয়উ দুখিত সুনি সকল সমাজূ ॥১॥
খবরি লীন্হ সব লোগ নহাএ। কীন্হ প্রনামু ত্রিবেনিহিঁ আএ ॥
সবিধি সিতাসিত নীর নহানে। দিএ দান মহিসুর সনমানে ॥২॥
দেখত স্যামল ধবল হলোরে। পুলকি সরীর ভরত কর জোরে ॥
সকল কাম প্রদ তীরথরাউ। বেদ বিদিত জগ প্রগট প্রভাউ ॥৩॥
মাগউঁ ভীখ ত্যাগি নিজ ধরমূ। আরত কাহ ন করই কুকরমূ ॥
অস জিয়ঁ জানি সুজান সুদানী। সফল করহিঁ জগ জাচক বানী ॥৪॥

ভরত রামের গুণ করিয়া শ্রবণ। ভরদ্বাজ-মুনি-পার্শ্বে উপনীত হ'ন ॥
দণ্ডবৎ নত হ'তে ভরতে হেরিয়া, মূর্ত্তিমান্ ভাগ্য মুনি নিলেন মানিয়া ॥২॥
উঠাইয়া ল'ন তাঁ'রে নিজ বক্ষ'পরে, কৃতার্থ করেন তাঁরে আশীর্ব্বাদ ক'রে ॥
আসনে ভরত বসি' শির নত ক'রে, প্রবেশ করেন, যেন সংকোচের ঘরে ॥৩॥
মুনি পুছিবেন কিছু এই চিন্তা মন। শীল ও সঙ্কোচ হেরি' ঋষি তাঁরে ক'ন ॥
শুন হে ভরত! জানি সব সমাচার। বিধির বিধানে কিছু নাহি করিবার ॥৪॥

দোহা— হৃদয়ে বিষাদ না ভুঞ্জিবে তুমি জননীর কাজ বিচারিয়া।
ওহে তাত! জানো কৈকেয়ী নির্দ্দোষ, বাণী মতি দিল ঘুরাইয়া ॥২০৬

সারমর্ম্ম—ইহাতে প্রয়াগ-বাসী, বাণপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, গৃহী ও উদাসীন-গণ সন্তুষ্ট হইয়া ভরতের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। রামের গুণগ্রাম শুনিতে শুনিতে ভরত ভরদ্বাজ মুনির নিকট আসিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিতেই মুনি সন্তুষ্ট হইয়া ভরতকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ দিয়া আসন দিলেন। ভরতের মন সঙ্কোচে ভরিল,—পাছে মুনি কিছু জিজ্ঞাসা করেন। মুনি পূর্ব্বেই বলিলেন,—আমি সব সংবাদ জানিয়াছি। বিধাতার কাজের উপর মানুষের কোন হাত নাই। কৈকেয়ীর দোষ দিও না। সরস্বতী তাঁহার বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়াছেন।২০৬॥

চৌ—য়হউ কহত ভল কহিহি ন কোউ। লোকু বেদু বুধ সম্মত দোউ ॥
তাত তুম্হার বিমল জসু গাঈ। পাইহি লোকউ বেদু বড়াঈ ॥১॥
লোক বেদ সম্মত সবু কহঈ। জেহি পিতু দেই রাজু সো লহঈ ॥
রাউ সত্যব্রত তুম্হহি বোলাঈ। দেত রাজু সুখু ধরমু বড়াঈ ॥২॥
রাম গবনু বন অনরথ মূলা। জো সুনি সকল বিস্ব ভই সূলা ॥
সো ভাবী বস রানি অযানী। করি কুচালি অন্তহুঁ পছিতানী ॥৩॥
তঈউঁ তুম্হার অলপ অপরাধু। কহৈ সো অধম অযান অসাধু ॥
করতেহু রাজু ত তুম্হহি ন দোষু। রামহি হোত সুনত সন্তোষু ॥৪॥

দোহা— অব অতি কীন্হেহু ভরত ভল তুম্হহি উচিত মত এহু।
সকল সুমঙ্গল মূল জগ রঘুবর চরন সনেহু ॥২০৭॥

বাংলা অর্থ—য়হউ—ইহাও; বড়াঈ—মর্য্যাদা; সূলা—পীড়া; অযানী—অজ্ঞানী, কুচালি—কপটতা; পছিতানী—পছতাইয়াছে; (দোহ.—২০৭ পঃ)

চৌ—বর্ণি' ইহা তবু কেহ ভাল না করিবে। লোক-মতে বেদাচারে বুধে মান দিবে।
তাত! তব শুভ যশ গাহি' সর্ব্বজনে। লোক-বেদ-অনুমত কহিবে যতনে ॥১॥
লোক-বেদ-অনুমত ইহা সবে কয়। যা'রে পিতা রাজ্য দেন সেই রাজ্য লয় ॥
তোমাকে দিতেন রাজ্য যদি সত্যব্রত। হইত ধর্ম্মের বৃদ্ধি, তা'তে সুখ হ'ত ॥২।
রাম-বনবাস যত অনর্থের মূল। যাহা শুনি' সর্ব্ব বিশ্ব হ'য়েছে আকুল ॥
ভবিতব্য-বশে তাহা রাণী ঘটাইলা। কুকাজ সাধিয়া শেষে সন্তাপ ভুঞ্জিলা ॥৩॥

ইথে যদি কোন লোক তোমা' দোষ দেয়। অসাধু অজ্ঞান নীচ তবে বলি তা'য় ॥
তুমি রাজ্য লইলে ত নাহি ছিল দোষ। শুনিলে রামের হ'ত পরম সন্তোষ ॥৪॥
দোহা— এবে করিয়াছ ভরত! উত্তম এই কাজ উচিত তোমার ॥
সর্ব্ব শুভ-মূল ধরাধামে জানো রাম-পদে পিরীতি অপার ॥২০৭॥

সারমর্ম্ম—তুমি যে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করিতেছ ইহা ভাল নয়। কারণ লোকাচার ও বেদবিধি দুইটিকে পণ্ডিতগণ মর্য্যাদা দেন। সকলে তোমার বিমল যশ গাহিবে। পিতা যাঁহাকে রাজ্য দেন, রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য। রাজা তোমাকে ডাকিয়া রাজ্য দিলে কোন দোষ হইত না। রামের বন-গমনই সকল অনর্থের মূল। ইহাতে লোকে ব্যথিত হইয়াছে। যাহা হউক্, তাহাতে তোমার অপরাধ নাই। তুমি রাজ্য পালন করিলে রামও সুখী হইতেন। যাহা হউক্, তুমি ভালই করিয়াছ। রামের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন জগতে সকল শুভের কারণ।২০৭॥

চৌ—সো তুম্হার ধনু জীবন প্রানা। ভুরিভাগ কো তুম্হহি সমানা॥
যহ তুম্হার আচরজু ন তাতা। দসরথ সুঅন রাম প্রিয় ভ্রাতা ॥১॥
সুনহু ভরত রঘুবর মন মাহীঁ। প্রেম পাত্র তুম্হ সম কোউ নাহীঁ ॥
লখন রাম সীতহি অতি প্রীতী। নিসি সব তুম্হহি সরাহত বীতী ॥২॥
জানা মরমু নহাত প্রয়াগা। মগন হোহিঁ তুম্হরেঁ অনুরাগা ॥
তুম্হ পর অস সনেহু রঘুবর কেঁ। সুখ জীবন জগ জস জড় নর কেঁ ॥৩॥
যহ ন অধিক রঘুবীর বড়াঈ। প্রনত কুটুম্ব পাল রঘুরাঈ ॥
তুম্হ তৌ ভরত মোর মত এহূ। ধরেঁ দেহ জনু রাম সনেহূ ॥৪॥

দোহা— তুম্হ কহঁ ভরত কলঙ্ক যহ হম সব কহঁ উপদেসু।
রাম ভগতি রস সিদ্ধি হিত ভা যহ সমউ গনেসু ॥২০৮॥

বাংলা অর্থ—ভুরি ভাগ—বহু ভাগ্যধর; সুঅন—সূনু, পুত্র; পেম—প্রেম; বীতী—চলিয়া গেল; নহাত—স্নানে; অস - - জস—এমন - - যেমন; প্রনত—শরণাগত; তুমহ কহঁ—তোমার তরে; গনেসু—(গণপতি) অতি শুভ-সূচক চিহ্ন; (দোঃ—২০৮ পঃ)

চৌ—রামে জানো তব ধন, জীবন, পরাণ। বহু ভাগ্যধর কেবা তোমার সমান?
হে তাত! তোমার কাছে আশ্চর্য্য এ' নয়! রাম-ভ্রাতা তুমি দশরথের তনয় ॥১॥
শুন হে ভরত! রাম-মানস-মাঝারে। তোমা' সম প্রেম অন্য কেহ না বিস্তারে ॥
লক্ষ্মণ ও সীতা-রাম অতি প্রীতি-ভরে। যাপিতেন রাতি তব গুণ গান ক'রে ॥২॥
প্রয়াগে স্নানের কালে জানিনু মরম। রামের তোমাতে প্রীতি আছয়ে পরম ॥
শ্রীরাম ধরেন হেন স্নেহ তোমা'পরে। জগতে পার্থিব সুখে যথা অজ্ঞ নরে ॥৩॥
রঘুবীরে এই গুণ বেশী নাহি গণি। কুটুম্ব-শরণাগত-পালক যে তিনি ॥
এই মত জেনো ধরি আমি তোমা'পর। রাম-প্রেম ধরিয়াছে যেন কলেবর ॥৪॥

দোহা— আশঙ্কা তোমার কলঙ্ক ইহাতে কিন্তু শিক্ষা হবে সবাকার।
অবসর এবে রাম-ভক্তি-রস-পূত শুভ সিদ্ধি লভিবার।২০৮॥

সারমর্ম—রামচন্দ্র তোমার ধন ও প্রাণ। তোমার ন্যায় ভাগ্যবান্ জগতে নাই। রামচন্দ্র তোমাকেও অত্যন্ত স্নেহ করেন। তোমার প্রশংসা করিয়াই তাঁহারা এখানে রাত্রি যাপন করিয়াছেন। সীতারাম তোমার ভক্তিতে মুগ্ধ। তোমার প্রতি তাঁহাদের সবিশেষ স্নেহ। ভক্তজনের প্রতি রামের এই অনুরাগ বিচিত্র কিছু নয়। ইহা ঠিক, তুমি মূর্ত্তিমান্ রামভক্তি। এ ব্যাপারকে তোমার জীবনের কলঙ্ক মনে করিতেছ। কিন্তু তোমার এই আদর্শ রাম-ভক্তির নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিল।২০৮॥

চৌ—নব বিধু বিমল তাত জস্থ তোরা। রঘুবর কিঙ্কর কুমুদ চকোরা॥
উদিত সদা অঁথইহি কবহূঁ না। ঘটিহি ন জগ নভ দিন দিন দূনা।।১॥
কোক তিলোক প্রীতি অতি করিহী। প্রভু প্রতাপ রবি ছবিহি ন হরিহী॥
নিসি দিন সুখদ সদা সব কাহূ। গ্রসিহি ন কৈকই করতব রাহূ॥২॥
পূরন রাম সুপেম পিয়ুষা। গুর অবমান দোষ নহিঁ দূষা॥
রাম ভগত অব অমিঅঁ অঘাহূঁ। কীন্‌হেহু সুলভ সুধা বসুধাহূঁ॥৩॥
ভূপ ভগীরথ সুরসরি আনী। সুমিরত সকল সুমঙ্গল খানী॥
দসরথ গুন গন বরনি ন জাহীঁ। অধিকু কহা জেহি সম জগ নাহীঁ॥৪॥

দোহা— জাসু সনেহ সকোচ বস রাম প্রগট ভএ আই।
জে হর হিয় নয়ননি কবহুঁ নিরখে নহীঁ অঘাই॥২০৯॥

বাংলা অর্থ—**অঁথইহি না**—অস্ত যাইবে না; **ঘটিহি**—কমিবে; **জগ নভ**—জগৎরূপী আকাশে; **কোক**—চক্রবাক; **ন হরিহী**—হরণ করিবে না; **অঘাহূঁ**—তৃপ্ত করিবে; **অধিকু কহা**—অধিক কি? **সকোচ**—সঙ্কোচরূপী সুশীলতা; **হিয় নয়ননি**—হৃদয়রূপ চক্ষুতে; **নহীঁ অঘাই**—তৃপ্ত হন নাই; (দো—২০৯ পঃ)

চৌ—নব শশী সম যশ তব এবে জানো। কুমুদ-চকোর-সম রাম-ভক্তে মানো॥
সর্ব্বদা উদয় তাঁর', অস্ত নাহি যাবে। কমিবে না বিশ্বে, নভে ক্রমে বৃদ্ধি পাবে॥১
ত্রিভুবন কোক-সম তাহে প্রীতি ধরে। রামের প্রতাপ-রবি সে শোভা না হরে॥
দিবারাত্রি সুখদান সবারে করিবে। কৈকেয়ী-কুকর্ম্ম-রাহু তাহে না গ্রাসিবে।২॥
রাম-প্রেমামৃতে রহে সে শশী *পূরিত। গুরু-অপমান-দোষে তাহা না দূষিত॥
রামভক্ত সে অমৃতে করে উপভোগ। বিশ্বে সবে লভে যেন তাহার সুযোগ॥৩॥

---

* পুরাণে আছে চন্দ্র দক্ষ প্রজাপতির কন্যাকে বিবাহ করেন। একবার চন্দ্র ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন। ধন, সম্পদ, যশ বল, পৌরুষ, যৌবন প্রভৃতি —কিছুর অভাব না থাকায় তাঁহার মনে অহঙ্কার হয়। তিনি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন এবং গুরু-পত্নীর প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করেন। এতদ্বারা চন্দ্র গুরুর প্রতি অপমান-

ভগীরথ করিলেন গঙ্গা আনয়ন। সর্ব্ব শুভ দেয় তাহা করিলে স্মরণ ॥
দশরথ-গুণাবলী বর্ণনে না যায়। বেশী কি,—জগতে তাঁর তুল্য কে কোথায় ? ৪॥
দোহা— যাঁর স্নেহবশে সসঙ্কোচে আসি' ভগবান্ প্রকটিত হ'ন।
যিনি হর-হিয়া-নয়নের মণি, নিরখিয়া হর তৃপ্ত ন'ন ॥২০৯॥

সারমর্ম্ম—তোমার যশে এক নূতন চাঁদের উদয় হইয়াছে আর রাম-ভক্তেরা সেখানে যেমন কুমুদ ও চকোর। এ চাঁদ ক্রমে উঠিতে থাকিবে এবং দেশে রামভক্তিও বাড়িতে থাকিবে। আর রামের খ্যাতি-রূপ সূর্য্য এই চাঁদের কিরণকে মলিন করিবে না। কৈকেয়ীর কুকার্য্য এ যশ-রূপ চাঁদের রাহু হইয়া গ্রাস করিতে পারিবে না। তোমার আদর্শে রাম-ভক্তেরা নূতন আদর্শের সন্ধান পাইল। শিবের রামভক্তি অপার সন্দেহ নাই। দশরথের অপার রাম-প্রেমই রামের দেহ-ধারণের কারণ।২০৯॥

চৌ—কীরতি বিধু তুম্হ কীন্হ অনূপা। জহঁ বস রাম পেম মৃগরূপা ॥
তাত গলানি করহু জিয় জাএঁ। ডরহু দরিদ্রেহি পারসু পাএঁ ॥১॥
সুনহু ভরত হম ঝূট ন কহহীঁ। উদাসীন তাপস বন রহহীঁ ॥
সব সাধন কর সুফল সুহাবা। লখন রাম সিয় দরসনু পাবা ॥২॥
তেহি ফল কর ফলু দরস তুম্হারা। সহিত পয়াগ সুভাগ হমারা ॥
ভরত ধন্য তুম্হ জসু জগু জয়উ। কহি অস পেম মগন মুনি ভয়উ ॥৩॥
সুনি মুনি বচন সভাসদ হরষে। সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে ॥
ধন্য ধন্য ধুনি গগন পয়াগা। সুনি সুনি ভরতু মগন অনুরাগা ॥৪॥
দোহা— পুলক গাত হিয় রামু সিয় সজল সরোরুহ নৈন।
করি প্রনামু মুনি মণ্ডলিহি বোলে গদগদ বৈন ॥২১০॥

বাংলা অর্থ- বস—বাস করে ; সুভাগ—সৌভাগ্য ; জয়উ—জয় করিল ; সরোরুহ নৈন—পদ্মনেত্র ; বৈন—বচন ; ধুনি—ধ্বনি ; পয়াগা—প্রয়াগ ; (দো—২১০ পঃ)

চৌ- অনুপম কীর্ত্তি-শশী তোমার রচিত। রাম-প্রেম-মৃগচিহ্ন যাহে অবস্থিত ॥
হে তাত ! বিষাদ বৃথা কেন তুমি ধর ? দারিদ্র্যে কি ভয়, লভি' পরশ পাথর ? ১॥
শুন হে ভরত ! আমি মিথ্যা নাহি কহি। উদাসী তাপস হ'য়ে বন-বাসে রহি ॥
সুফল লভিনু সাধি' সকল সাধন। রাম-সীতা-লক্ষ্মণেরে করিনু দর্শন ॥২॥
সে ফলের তরে পাই তব দরশন। বড় ভাগ্য মম তাই প্রয়াগে মিলন ॥
হে ভরত ! ধন্য তব যশে ধরা-হিত। ইহা কহি' প্রেমে মুনি হ'ন নিমজ্জিত ॥৩॥

দোষ-দুষ্ট। এখানে রাম-প্রেমামৃতে সে শশী পূর্ণ থাকাতে গুরু-অপমান-দোষে তাহা দুষ্ট নহে।

সভাসদ মুনি-বাণী শুনি' হরষিলা। 'সাধু-সাধু' কহি সুরে পুষ্প বরষিলা॥
ধন্য ধন্য ধ্বনি ভরে প্রয়াগ-গগন। শুনি অনুরাগে হ'ন ভরত মগন ॥৮॥

দোহা— তনুতে পুলক হৃদে সীতা-রাম বারি-ভরা কমল নয়ন।
মুনি-গণে নতি করিয়া ভরত গদগদ কহেন বচন ॥২১০॥

সারমর্ম—হে ভরত! তুমি যে যশ অর্জ্জন করিলে, তাহার তুলনা নাই। আমি বনবাসী তপস্বী, মিথ্যা বলি না। বহু সাধনায় রাম-সীতার দর্শন হয়। সেই দর্শন আরো সার্থক হয় তোমার ন্যায় রাম-ভক্তকে দর্শন করিলে। মুনির কথায় সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিল। ভরতও রাম-অনুরাগে মগ্ন হইলেন, ভরত জল-ভরা চোখে বলিলেন— ২১০॥

চৌ—মুনি সমাজু অরু তীরথরাজূ। সাঁচিহুঁ সপথ অঘাই অকাজূ॥
এহিঁ থল জোঁ কিছু কহিঅ বনাঈ। এহি সম অধিক ন অঘ অধমাঈ ॥১॥
তুম্হ সর্বগ্য কহউঁ সতিভাউ। উর অন্তরজামী রঘুরাউ॥
মোহি ন মাতু করতব কর সোচূ। নহিঁ দুখু জিয় জগু জানিহি পোচূ ॥২॥
নাহিন ডরু বিগরিহি পরলোকূ। পিতহু মরন কর মোহি ন সোকূ॥
সুকৃত সুজস ভরি ভুঅন সুহাএ। লছিমন রাম সরিস সুত পাএ ॥৩॥
রাম বিরহঁ তজি তনু ছনভংগূ। ভূপ সোচ কর কবন প্রসংগূ॥
রাম লখন সিয় বিনু পগ পনহীঁ। করি মুনি বেষ ফিরহিঁ বন বনহীঁ ॥৪॥

দোহা— অজিন বসন ফল অসন মহি সয়ন ডাসি কুস পাত।
বসি তরু তর নিত সহত হিম আতপ বরষা বাত ॥২১১॥

বাংলা অর্থ—অঘাই অকাজূ—অকার্য্যের চরম সীমাতে পৌঁছায়; অধমাঈ—নীচতা; সতিভাউ—সদ্ভাবে; এহি সম—ইহার সমান; করতব কর—কর্ত্তব্যের; পোচূ—নীচ; বিগরিহি—বিগড়াইয়া যাইবে; বিনু পন পনহী—পদত্রাণ বিনা, জুতা পায়ে না দিয়া; ডাসি—বিছাইয়া; সহত—সহিতেছেন; (দো—২১১ পা)

চৌ—মুনির সমাজ ভরা এই তীর্থ-রাজ। সত্য শপথও হেথা প্রকটে অকাজ॥
হেথা যদি বানাইয়া কিছু কহা যায়। তার বেশী পাপ আর নীচতা কোথায়? ১॥
তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ জানি, কহি সত্যপর। রঘুরাজ জানিছেন আমার অন্তর॥
মাতার কুকর্ম্ম-তরে মম শোক নাই। বিশ্ব নীচ মানে যদি দুঃখ নাহি পাই ॥২॥
পরলোকে হানি— নাহি ভয় দেয় মোরে। পিতার মরণে শোকে মন নাহি ভরে॥
পিতৃ-পুণ্য-চারু-যশ ভুবনে বিস্তার। লক্ষ্মণ ও রাম-সম তনয় যাঁহার ॥৩॥
রামশোকে ত্যজিলেন ক্ষণস্থায়ী কায়, হেন ভূপ-তরে শোক-প্রসঙ্গ কোথায়?
জানকী-লক্ষ্মণ-রাম পাদুকা ত্যজিয়া। মুনি-বেশ ধরি' বনে চলেন হাঁটিয়া ॥৪॥

দোহা— অজিন বসন ফলাহার করি' কুশ-শয্যা করি' আস্তরণ।
বসি' তরুতলে নিত্য সহিছেন হিমাতপ-বর্ষণ, পবন ॥২১১॥

সারমর্ম—একে মুনির সমাজ তাহাতে তীর্থস্থান। কোন মিথ্যার স্থান ইহা নয়। আপনি সর্ব্বজ্ঞ, রাম অন্তর্য্যামী। আপনার কাছে সত্য বলি, লোকে আমার নিন্দা করিলে আমার কোন দুঃখ নাই। পরলোকের চিন্তাও আমার নাই, যশস্বী পিতার মৃত্যুতেও শোক নাই। যিনি রাম-লক্ষ্মণের মত পুত্র পাইয়াছেন, তিনি ধন্য। কিন্তু রাম-সীতা বিনা পাদুকায় বনে বনে ঘুরিতেছেন, কুশ-শয্যায় শয়ন করিতেছেন ও রৌদ্র বাতাস-বর্ষা সহ্য করিতেছেন ইহাতেই আমার যত দুঃখ ।২১১॥

চৌ—এহি দুখ দাহঁ দহই দিন ছাতী। ভুখ ন বাসর নীদ ন রাতী॥
এহি কুরোগ কর ঔষধু নাহীঁ। সোধেউঁ সকল বিস্ব মন মাহীঁ ॥১॥
মাতু কুমত বঢ়ঈ অঘ মূলা। তেহিঁ হমার হিত কীন্হ বঁসূলা॥
কলি কুকাঠ কর কীন্হ কুজন্ত্রূ। গাড়ি অবধি পঢ়ি কঠিন কুমন্ত্রূ ।২॥
মোহি লগি য়হু কুঠাটু তেহিঁ ঠাটা। ঘালেসি সব জগু বারহবাটা॥
মিটই কুজোগু রাম ফিরি আএঁ। বসই অবধ নহিঁ আন উপাএঁ ॥৩॥
ভরত বচন সুনি মুনি সুখু পাঈ। সবহিঁ কীন্হি বহু ভাঁতি বড়াঈ॥
তাত করহু জনি সোচু বিসেষী। সব দুখু মিটিহি রাম পগ দেখী ॥৪॥
দোহা— করি প্রবোধু মুনিবর কহেউ অতিথি প্রেমপ্রিয় হোহু।
কন্দ মূল ফল ফূল হম দেহিঁ লেহু করি ছোহু ॥২১২॥

বাংলা অর্থ—ছাতী—হৃদয়; **সোধেউঁ**—খুঁজিয়াছি; **ভুখ**—ক্ষুধা; **নীদ**—নিদ্রা; **কুমত**—কুমতি; **বঁসূলা**—বাইস (অস্ত্র-বিশেষ); **গাড়ি**—গাড়িয়াছে; স্থাপিত করিয়াছে; **অবধি**—কাল সীমা (চৌদ্দবর্ষ) **কুঠাটু**—কুৎসিৎ সজ্জা; **ঘালেসি**—নষ্ট করিয়াছে; **বারহ বাটা**—ছিন্ন ভিন্ন করিয়া; **ছোহু**—কৃপা; **কলি**—কলহ; (দোঃ—২১২ পঃ)

চৌ—হৃদয়ে এ' দুঃখ-দাহ দিন-রাতি পাই। দিবসে না রহে ক্ষুধা, রাতে ঘুম নাই॥
বুঝিনু এ কু-রোগের ঔষধ তো নাই। সারা বিশ্বে মনোমাঝে খুঁজিয়া বেড়াই ॥১
পাপমূল সৃষ্টি করে মাতৃ-কুবিচার। মম হিত-তরে তাহা নির্ম্মিল কুঠার॥
কলহ-কুকাষ্ঠে রচি' কুযন্ত্র ভীষণ। গাড়িল কুমন্ত্রে করি' অবধি+ রচন ॥২॥
মম তরে এ কু-সাজ সাজানো তাঁহার। খণ্ডন, বিনাশ তাহে হইল ধরার॥
কুযোগ মিটিয়া যাবে রাম-আগমনে। অন্যথা অযোধ্যা-বাস করিব কেমনে? ৩॥
ভরত-বচন শুনি' মুনি সুখ পা'ন। সকলে মিলিয়া করে তাঁর যশোগান॥
সবিশেষ শোক তা'র! না চিন্তিবে মনে। দুঃখ মিটে যাবে হেরি' রামের চরণে ॥৪॥
দোহা— প্রবোধিয়া তাঁরে মুনীশ কহেন,— প্রেমিক অতিথি এবে হও।
কন্দ-মূল-ফল-ফুল মোরা দেই কৃপা করি' তাহা তুমি লও ॥২১২॥

সারমর্ম—আমার দিনে ক্ষুধা নাই, রাত্রে নিদ্রা নাই। বিশ্বভুবনে এ রোগের

+ চতুর্দ্দশ বর্ষকাল বনবাসকে অবধি বা সীমা বলা হইয়াছে। তাহাই এখানে কুমন্ত্র।

ঔষধও নাই। আমার মাতার দুর্বুদ্ধি যত পাপের মূল। তাই আমার হিতের জন্য এক রাজ্যদান-রূপী বাইস অস্ত্র তৈয়ার করিয়া তদ্দ্বারা কলহ-কুকাষ্ঠে রাম-বনবাসরূপী কুযন্ত্র গড়িয়া কুমন্ত্র পড়িয়া অযোধ্যাতে গাড়িয়া দিয়াছে। মুনি বলিলেন — দুঃখ করিও না। রাম-সীতা দর্শন করিলে সকল দুঃখ নাশ হইবে। এখন ফল মূল কিছু খাও। ভরত বলিলেন,—রাম না ফিরিলে অযোধ্যার এই বিপদ হইতে রক্ষার অন্য উপায় নাই।২১০॥

চৌ—সুনি মুনি বচন ভরত হিয়ঁ সোচু। ভয়উ কুঅবসর কঠিন সঁকোচু॥
জানি গরুই গুর গিরা বহোরী। চরন বন্দি বোলে কর জোরী॥১॥
সির ধরি আয়সু করিঅ তুম্হারা। পরম ধরম য়হু নাথ হমারা॥
ভরত বচন মুনিবর মন ভাএ। সুচি সেবক সিষ নিকট বোলাএ॥২॥
চাহিঅ কীন্হি ভরত পহুনাঈ। কন্দ মূল ফল আনহু জাঈ॥
ভলেহিঁ নাথ কহি তিন্হ সির নাএ। প্রমুদিত নিজ নিজ কাজ সিধাএ॥৩॥
মুনিহি সোচ পাহুন বড় নেবতা। তসি পূজা চাহিঅ জস দেবতা॥
সুনি রিধি সিধি অনিমাদিক আঈ। আয়সু হোই সো করহিঁ গোসাঈ॥৪॥

দোহা — রাম বিরহ ব্যাকুল ভরতু সানুজ সহিত সমাজ।
পহুনাঈ করি হরহু শ্রম কহা মুদিত মুনিরাজ॥২১৩॥

বাংলা অর্থ—গরুই—গুরুত্ব; সিষ—শিষ্য; কীন্হি চাহিঅ—করিতে চাহিতেছি; জাই—যাইয়া; পহুনাঈ—আতিথ্য; নেবতা—নিমন্ত্রণ করিয়াছি; তসি—তেমনি; জস—যেমন; (দো)—২১৩ পঃ)

চৌ—মুনি বাক্য, হিয়া-মাঝে ভরত চিন্তেন। কাল নহে জানি' তিনি সংশয়ী হ'লেন
আরোপি' গুরুত্ব পুন গুরুর বচনে। যুক্ত করে ক'ন- বন্দি' গুরুর চরণে॥১॥
পালিব মস্তকে ধরি' আজ্ঞা আপনার। হে প্রভু! পরম ধর্ম্ম ইহা ত' আমার॥
মুনিবর-মন তোষে ভরত-বচনে। ডাকিয়া কহেন তবে ভৃত্যে, শিষ্যগণে॥২॥
অতিথি ভরতে সেবা চাহি করিবারে। কন্দ-মূল-ফল কিছু যাও আনিবারে॥
'প্রভো যথা আজ্ঞা'—কহি' মস্তক নমিল। আনন্দে কর্ত্তব্য স্ব স্ব সাধিতে চলিল॥৩॥
মুনি চিন্তে,—আমন্ত্রিনু অতিথি মহান্। পূজা তাঁরে দিতে চাই দেবতা-সমান॥
সিদ্ধি-ঋদ্ধি-অণিমাদি করে আগমন। কহে,—কার্য্য করি, প্রভু-আদেশ যেমন।৪॥

দোহা— রামের বিরহে সানুজ ভরত আকুলিত হেথা সসমাজ।
আতিথ্য করিয়া শ্রান্তি দূর কর প্রমুদিত ক'ন মুনি-রাজ॥

সারমর্ম্ম—মুনির কথায় ভরতের মনে কষ্ট ও সঙ্কোচ হইল, তবুও মুনির আদেশ পালনে ইচ্ছুক হইলেন। তখন মুনি, শিষ্য ও সেবক-দিগকে ডাকিয়া আতিথ্যের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। যেমন অতিথি পূজাও তেমন। কাজেই ঋদ্ধি, সিদ্ধি, অণিমাদি আজ্ঞা-চারিণীগণ মুনির আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত হইল।২১৩॥

চৌ—রিধি সিধি সির ধরি মুনিবর বানী। বড়ভাগিনি আপুহি অনুমানী ॥
কহহিঁ পরসপর সিধি সমুদাঈ। অতুলিত অতিথি রাম লঘু ভাঈ ॥১॥
মুনি পদ বন্দি করিঅ সোই আজু। হোই সুখী সব রাজ সমাজু ॥
অস কহি রচেউ রুচির গৃহ নানা। জেহি বিলোকি বিলখাহিঁ বিমানা ॥২॥
ভোগ বিভূতি ভূরি ভরি রাখে। দেখত জিন্‌হহি অমর অভিলাষে ॥
দাসীঁ দাস সাজু সব লীন্‌হেঁ। জোগবত রহহিঁ মনহি মনু দীন্‌হেঁ ॥৩॥
সব সমাজু সজি সিধি পল মাহীঁ। জে সুখ সুরপুর সপনেহুঁ নাহীঁ ॥
প্রথমহিঁ বাস দিএ সব কেহী। সুন্দর সুখদ জথা রুচি জেহী ॥৪॥

দোহা— বহুরি সপরিজন ভরত কহুঁ রিষি অস আয়সু দীন্‌হ ॥
বিধি বিসময় দায়কু বিভব মুনিবর তপবল কীন্‌হ ॥২১৪॥

বাংলা অর্থ—বড়ভাগিনী—খুব ভাগ্যবতী; **বিলখাহি**—লজ্জা পায় (তাকাইয়া দেখিলে); **বিধি—**ব্রহ্মা; **জোগবত**—সেবা-পরায়ণ; **পলমাহীঁ**—পলমাত্রকাল-মধ্যে; **মনহি মনু দীন্‌হে**—নিজ মনের মধ্যে তাঁহার মন দেখিলেন (মনোমত সেবা করিলেন); **বিমানা**—অট্টালিকা; (দো—১৪)

চৌ—ঋদ্ধি, সিদ্ধি শিরে ধরি' মুনিবর-বাণী। বহু ভাগ্য নিজেদের সবে লয় মানি' ॥
সিদ্ধিগণ পরস্পর করে আলোচনা। অতিথি ভরত সহ কাহার তুলনা ? ১॥
মুনি-পদ বন্দি' এবে কর তাহা আজ। যাহে সুখী হবে সব রাজার সমাজ ॥
হেন কহি' রচি' দিল নানা চারু ঘর। যাহে হেরি' অট্টালিকা যেন লাজপর ॥২॥
ভোগ্য ও সম্পদ ভূরি রাখে সাজাইয়া। দেবতাও লুব্ধ হয় সে সব হেরিয়া ॥
দাস-দাসী-সাজে তা'রা সকলে সাজিল। ভরতের মনোমত সামগ্রী আনিল ॥৩॥
ক্ষণিকে সাজায় সিদ্ধি সুখের সম্ভার। স্বপ্নেও স্বরগে যাহা নহে মিলিবার ॥
প্রথমত সবাকারে দিল বাস-ঘর। যথা-রুচি মনোহর তথা সুখকর ॥৪॥

দোহা— পরিজন-সহ ভরতের তরে ঋষি-আজ্ঞা এমনি পালিত।
তপোবলে হেরি' সে মুনি-বৈভব বিধাতাও হলেন বিস্মিত ॥২১৪॥

সারমর্ম—ঋদ্ধি, সিদ্ধি মুনির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রামভ্রাতা ভরতের ন্যায় শ্রেষ্ঠ অতিথি পাইয়া ভাগ্যবান্ মনে করিয়া তাঁহার পরিজন-সহ সকলের সেবায় তৎপর হইল। সুন্দর ঘর ও ভোগের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া সকলের মনের মত সেবা করিতে তৎপর হইল। এমন দ্রব্য-সম্ভার দেওয়া হইল যাহাতে বিধাতারও বিস্ময় হয়। মুনি-তপোবলে তাঁহারা তাহা সম্ভব করিতে পারিলেন ।২১৪॥

চৌ—মুনি প্রভাউ জব ভরত বিলোকা। সব লঘু লগে লোকপতি লোকা ॥
সুখ সমাজু নহিঁ জাই বখানী। দেখত বিরতি বিসারহিঁ গ্যানী ॥১॥
আসন সয়ন সুবসন বিতানা। বন বাটিকা বিহগ মৃগ নানা ॥
সুরভি ফুল ফল অমিঅ সমানা। বিমল জলাসয় বিবিধ বিধানা ॥২।

অসন পান সুচি অমিঅ অমী সে। দেখি লোগ সকুচাত জমী সে॥
সুর সুরভী সুরতরু সবহী কেঁ। লখি অভিলাষু সুরেস সচী কেঁ॥৩॥
রিতু বসন্ত বহ ত্রিবিধ বয়ারী। সব কহঁ সুলভ পদারথ চারী॥
স্রক চন্দন বনিতাদিক ভোগা। দেখি হরষ বিসময় বস লোগা॥৪॥

দোহা— সম্পতি চকঈ ভরতু চক মুনি আয়স খেলবার।
তেহি নিসি আশ্রম পিঞ্জরাঁ রাখে ভা ভিনুসার॥২১৫॥

বাংলা অর্থ—বিলোকা—দেখিল; সুখ সমাজু—সুখকর সামগ্রী-সমূহ; বিসারহি—বিস্মৃত হইল; বাটিকা—বাগিচা; অমিঅ অমী সে—অমৃত হইতেও অমৃত-তুল্য; সকুচাত—সঙ্কুচিত হইল; জমী—সংযমী; সুর সুরভী—দেব-বাঞ্ছিত কামধেনু; সচী—শচী; চকই—চখী (চক্রবাকী); (দো—২১৫)

চৌ—মুনির প্রভাব তথা ভরত হেরিয়া, লোকপতি-লোক লঘু নিলেন মানিয়া॥
সুখের সম্ভার হেন বর্ণনা অতীত, হেরিলে জ্ঞানীও হবে বৈরাগ্য বিস্মৃত॥১॥
বিছান বিবিধ বস্ত্র, চাঁদোয়া, আসন, উদ্যান-বাটিকা, পক্ষী তথা মৃগগণ॥
সুরভিত ফুল, ফল অমৃত-সমান। সুনির্ম্মল জলাশয় বিবিধ বিধান॥২॥
শুচি খাদ্য, পেয়—সুধা হ'তে সুধাময়, হেরিয়া সংযত যথা সঙ্কুচিত হয়॥
সুরভি ও কল্পতরু রাখে সর্ব্বতরে। ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণী হেরি' লালসাতে ভরে॥৩॥
বসন্ত আসিল, বায়ু ত্রিবিধ বহিল। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সর্ব্বতরে ছিল।
মাল্য-গন্ধ-বনিতাদি ভোগ যত ছিল, হেরি' হৃষ্ট সর্ব্বলোক বিস্ময় মানিল॥৪॥

দোহা— সম্পদ্ চকোরী ভরত চকোর মুনি-আজ্ঞা বাজিকর ছিল†।
নিশিতে দোঁহারে আশ্রম-পিঞ্জরে রাখি' উষাকাল উপজিল॥২১৫

সারমর্ম্ম—মুনির প্রভাব দেখিয়া ভরত বিস্ময় মানিলেন। সুখের আতিশয্যে জ্ঞানীরাও বৈরাগ্য ভুলিয়া যায়। আসন, শয্যা, পশু, পক্ষী, বাগান, বাড়ী, অমৃত-তুল্য আহার্য্য, পানীয় প্রভৃতি দেখিয়া তাহাদের উপভোগ করিতে সকলে সঙ্কুচিত হইল। বাতাস, ঋতু, প্রভৃতি সকলই মনোরম ছিল। মুনির আয়োজন এমন ভোগের আবেষ্টনীতে পূর্ণ ছিল যে, ভরত সঙ্কুচিত হইয়াও তাহার মধ্যে থাকিতে বাধ্য হইলেন।২১৫॥

মাসপারায়ণ একোনবিংশ বিশ্রাম

সমাপি' উনিশ দিন মাসপারায়ণে। নমিছে এ দীন দাস শ্রীরাম-চরণে॥

† বাজিকর এক পিঞ্জরে চখা চখীকে রাখিলে রাত্রিতে অবাঞ্ছিত সংযোগ যেমন ঘটে, তেমনি ভরদ্বাজের আদেশে ভোগ্যদ্রব্য সঙ্গে থাকল বটে ভরত মনে মনেও তাহা স্পর্শ করিলেন না। ইতিমধ্যে উষাকাল আসিল। (স্বভাবতঃ চখা ও চখী রাত্রে একত্র থাকে না, বাধ্য হইলে থাকে। এখানে ভোগ্যদ্রব্যসহ ভরত বাধ্যতামূলকভাবে বাজিকর-রক্ষিত চখাসহ চখীর ন্যায় একত্র থাকিতে বাধ্য হইলেন।)

চৌ—কীন্হ নিমজ্জনু তীরথরাজা। নাই মুনিহি সিরু সহিত সমাজা॥
রিষি আয়সু অসীস সির রাখী। করি দণ্ডবত বিনয় বহু ভাষী॥১॥
পথ গতি কুসল সাথ সব লীন্হেঁ। চলে চিত্রকূটহিঁ চিতু দীন্হেঁ॥
রামসখা কর দীন্হেঁ লাগূ। চলত দেহ ধরি জনু অনুরাগূ॥২॥
নহিঁ পদ ত্রান সীস নহিঁ ছায়া। পেমু নেমু ব্রতু ধরমু অমায়া॥
লখন রাম সিয় পন্থ কহানী। পূঁছত সখহি কহত মৃদু বানী॥৩॥
রাম বাস থল বিটপ বিলোকেঁ। উর অনুরাগ রহত নহিঁ রোকেঁ॥
দেখি দসা সুর বরিসহিঁ ফূলা। ভই মৃদু মহি মগু মঙ্গল মূলা॥৪॥
দোহা— কিএঁ জাহিঁ ছায়া জলদ সুখদ বহই বর বাত।
তস মগু ভয়উ ন রাম কহঁ জস ভা ভরতহি জাত॥২১৬॥

বাংলা অর্থ—সহিত সমাজা—পরিজন-সহ; ভাষী—বলিল; কুসল—নিপুণ; চিতু—চিত্ত, মন; অমায়া—অমায়িক (নিষ্কপট); কহানী—বিবরণ; বিলোকে—দেখিয়া; রহত নহি—রহিল না; রোকে—রুদ্ধ; মগু—মার্গ; কিয়েঁ জাহি—করিয়া চলিল; রাম কহঁ—রামের; জাত—গমন করিলে, যাইলে; (দো—২১৬)

চৌ—ভরত সমাজসহ তীর্থরাজ-নীরে। স্নান সারি' মুনিবরে নমি' নতশিরে॥
ঋষি-আজ্ঞা-আশীর্ব্বাদ মস্তকে রাখিয়া। বিনয়ে নমিলা সবে বহুধা ভাষিয়া॥১॥
পথ-যাত্রা-পটুগণে সবে সাথে নিলা। চিত্রকূটে চলিবারে চিত্ত নিবেশিলা॥
রাম-সখা গুহ-স্কন্ধে করি' হস্ত দান। দেহ-ধারী রাম-প্রেম চলে মূর্ত্তিমান্॥২॥
পায়ে না পাদুকা ছিল, শিরে নাহি ছায়া। প্রেম-নীতি, ব্রত, ধর্ম্ম পালি' বিনা মায়া॥
রাম-সীতা-লক্ষ্মণের কথা পুছিলেন। পুছিলে নিষাদ সব সত্য কহিলেন॥৩॥
মহীরুহ-তল হেরি' রাম-বাসস্থল। হিয়া অনুরাগে ভরে অতীব প্রবল॥
দেখি' দশা তাঁর' সুরে বরষিলা ফুল। মহী মৃদু হ'ল, মার্গ মঙ্গলের মূল॥৪॥
দোহা— মেঘ ছায়া করে, মৃদু বায়ু বহে, সুমধুর সুখ দান করে।
রাম-যাত্রা-পথ না হ'ল তেমন হ'ল যথা ভরতের তরে॥২১৬॥

সারমর্ম্ম—মুনিকে প্রণাম করিয়া পরিজন-সহ ভরত প্রয়াগ-সঙ্গমে স্নান করিলেন এবং সবিনয়ে কথাবার্ত্তা বলিলেন। পথের সংবাদ রাখে এমন লোক সঙ্গে লইয়া ভরত চিত্রকূটের দিকে চলিলেন। রাম-সখা নিষাদের কাঁধে হাত দিয়া ভরত চলিয়াছেন পায়ে জুতা নাই, মাথায় ছাতা নাই। ভক্তির নিয়ম ও ব্রত যথারীতি আচরণ করিয়া চলিবার পথে রাম ও সীতার পথ-যাত্রার কথা নিষাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নিষাদও তাহা যথাযথ বলিতেছিল। মোটের উপর ভরতের যাত্রাপথ এইভাবে পরম সুখদায়ক হইল। রামের যাত্রাকালেও পথ এতাদৃশ সুখদায়ক হয় নাই।২১৬॥

চৌ—জড় চেতন মগ জীব ঘনেরে। জে চিতএ প্রভু জিন্হ প্রভু হেরে॥
তে সব ভএ পরম পদ জোগূ। ভরত দরস মেটা ভব রোগূ॥১॥

য়হ বড়ি বাত ভরত কই নাহী । সুমিরত জিনহি রামু মন মাহীঁ ॥
বারক রাম কহত জগ জেউ । হোত তরন তারন নর তেউ ।২॥
ভরতু রাম প্রিয় পুনি লঘু ভ্রাতা । কস ন হোই মগু মঙ্গলদাতা ॥
সিদ্ধ সাধু মুনিবর অস কহহীঁ । ভরতহি নিরখি হরষু হিয় লহহীঁ ॥৩॥
দেখি প্রভাউ সুরেসহি সোচূ । জগু ভল ভলেহি পোচ কহুঁ পোচূ ॥
গুর সন কহেউ করিঅ প্রভু সোঈ । রামহি ভরতহি ভেট ন হোঈ ৪॥

দোহা— রামু সঁকোচী প্রেম বস ভরত সপেম পয়োধি ।
বনী বাত বেগরন চহতি করিঅ জতনু ছলু সোধি ॥২১৭॥

বাংলা অর্থ—ঘনেরে —মিলিত হইলেন ; সুমিরত—স্মরণ করেন ; বারক—বারেক, একবার ; ভলেহি ভল—ভালর পক্ষে ভাল ; পোচ কহুঁ পোচূ—মন্দের জন্য মন্দ ; বেগরন—বিগড়ান ; সোধি—সন্ধান করিয়া ; সপেম—প্রেমময় : (দো—২১৭)

চৌ—জড় ও চেতন জীব পথে যা'রা ছিল । প্রভু দেখে যা'রে, যে'বা প্রভুরে হেরিল
তা'রা সবে অধিকারী হয় মোক্ষ-তরে । ভরতের দরশন ভবদুঃখ হরে ॥১॥
ইহা নহে বড় কথা ভরতের কাছে । যাঁ'র কথা স্মরিছেন রাম মনোমাঝে ॥
বারেক যে রাম-নাম লইবে ধরায় । নিজে তরে,—সেই জন অপরে তরায় ॥২॥
ভরত রামের প্রিয় পুন নিজ ভ্রাতা । পথ কেন না হইবে সর্ব্বশুভ-দাতা ?
সিদ্ধ সাধু মুনিবর এই কথা ক'ন । ভরতে নিরখি' সবে হরষে মগন ॥৩॥
ভরত-প্রভাব হেরি' ইন্দ্রে চিন্তা ভরে । দুষ্ট-তরে ধরা মন্দ ভাল সাধু-তরে ॥
গুরু-সনে ক'ন, প্রভো ! তুমি তা' করিবে । ভরতের সনে রাম যেন না মিলিবে ॥৪॥

দোহা— সঙ্কোচেতে ভরা প্রেম-বশ রাম ভরত যে প্রেম-পারাবার ।
ঠিক্ যাহা আছে পাল্‌টাতে চাই সযতনে কর ছল তা'র ॥২১৭॥

চৌ—বচন সুনত সুরগুরু মুসুকানে । সহসনয়ন বিনু লোচন জানে ॥
মায়াপতি সেবক সন মায়া । করই ত উলটি পরই সুররায়া ॥১॥
তব কিছু কীন্হ রাম রুখ জানী ॥ অব কুচালি করি হোইহি হানী ॥
সুনু সুরেস রঘুনাথ সুভাউ । নিজ অপরাধ রিসাহিঁ ন কাউ ॥২॥
জো অপরাধু ভগত কর করঈ । রাম রোষ পাবক সো জরঈ ॥
লোকহুঁ বেদ বিদিত ইতিহাসা । য়হ মহিমা জানহিঁ দুরবাসা ।৩॥
ভরত সরিস কো রাম সনেহী । জগু জপ রাম রামু জপ জেহী ।৪॥

দোহা— মনহুঁ ন আনিঅ অমরপতি রঘুবর ভগত অকাজু ।
অজসু লোক পরলোক দুখ দিন দিন সোক সমাজু ॥২১৮॥

বাংলা অর্থ—জানে—জানিয়া লইল ; উলটি—উল্‌টা (তার পরিবর্ত্তে) ; নিজ অপরাধ—নিজের প্রতি আচরিত অপরাধে ; রিসাহিঁ—রুষ্ট হ'ন ; শোক সমাজু—শোকের উপাদান ; আনিঅ—আনিবে ; (দো—২১৮)

চৌ—শুনি' দেবগুরু ক'ন স্মিতহাস্য ক'রে। সহস্র নয়নে ইন্দ্র কিন্তু নাহি হেরে॥
মায়াপতি-সেবকেরে মায়াতে জড়া'তে। চাহে যদি সুররাজ পড়িবে মায়াতে॥১॥
আগে যা' করেছে ইন্দ্র রাম-ইচ্ছা জানি'। দুষ্টামি করিলে এবে হবে বড় হানি॥
জানো দেবরাজ! তুমি রামের চরিত। তাঁর প্রতি দোষে নাহি সাধেন অহিত॥২॥
দোষ যদি করে কেহ ভরতের পরে। রাম-রোষ-অগ্নি জানো তা'রে দগ্ধ করে॥
লোকে বেদে জানে সবে এ হেন চরিত। হরির মহিমা আছে দুর্ব্বাসা বিদিত†॥৩॥

দোহা— মনে না আনিবে ওহে সুরপতি! রঘুবর-ভক্তের অকাজ।
ইহ অপযশ, পরত্র বিষাদ, দুখে তাহে ভরিবে সমাজ॥২১৮॥

সারমর্ম্ম—জড় ও চেতন জীব যাঁহারা প্রভু রামচন্দ্রকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা মোক্ষের অধিকারী হইয়াছেন, আর যাঁহারা ভরতের দর্শন লাভ করিলেন, তাঁহাদের ভব-দুঃখ দূর হইয়াছে। ভরতের পক্ষে ইহা বড় কথা নয়, কারণ রাম-নাম লইলে নিজে উদ্ধার পায় ও অপরকে উদ্ধার করে। ভরতের এই ভক্তিভাবের আন্তরিকতা দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের চিন্তা হইল পাছে রামের বনগমন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং ইন্দ্রের কার্য্যও ব্যর্থ হয়। নিজে ভাল হইলে জগৎকে ভাল দেখা যায়, নিজে মন্দ হইলে জগৎ মন্দ হয়। তখন ইন্দ্র বৃহস্পতিকে অনুরোধ জানাইলেন এক উপায় বিধান করুন যাহাতে রামের সহিত ভরতের সাক্ষাৎ একেবারেই না হয়। রাম প্রেমের বশ আবার ভরত প্রেমের সমুদ্র। সুতরাং ভরতের সঙ্গে রামের মিলনে দেবগণের উদ্দেশ্য অর্থাৎ রাবণ-নিধন ব্যর্থ হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। আপনি কোন ছল করিয়া এই কার্য্য সিদ্ধ করুন।২১৭—২১৮॥

চৌ—সুনু সুরেস উপদেসু হমারা। রামহি সেবকু পরম পিআরা॥
মানত সুখু সেবক সেবকাঈ। সেবক বৈর বৈরু অধিকাঈ॥১॥
জদ্যপি সম নহি রাগ ন রোষূ। গহহিঁ ন পাপ পূনু গুন দোষূ॥
করম প্রধান বিস্ব করি রাখা। জো জস করই সো তস ফলু চাখা॥২॥

---

† সূর্য্যবংশে অম্বরীষ ধার্ম্মিক ও হরিভক্ত রাজা ছিলেন। একসময় দ্বাদশীর পারণকালে সশিষ্য দুর্ব্বাসা তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে যান প্রাথমিক সৎকারান্তে দ্বাদশীর পারণকাল উত্তীর্ণপ্রায় দেখিয়া অম্বরীষ অনুমতি লইয়া নারায়ণের চরণামৃত পান করিয়া পারণ করেন। আগমনে বিলম্ব-হেতু দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হনন করিবার জন্য এক রাক্ষসীকে নিয়োজিত করেন। সেই সময় ভগবানের সুদর্শন চক্র আসিয়া রাক্ষসীকে বধ করে এবং দুর্ব্বাসার দিকে ধাবিত হয়। দুর্ব্বাসা ভয়ে দেবতাদের শরণাপন্ন হন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিল না। বিষ্ণু দুর্ব্বাসাকে বলিলেন,—'ভক্ত আমার হৃদয় ও আমি ভক্তের দাস। তিনি ক্ষমা না করিলে তোমার রক্ষার উপায় নাই। সুতরাং তুমি তাঁহার নিকট যাও।' তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া দুর্ব্বাসা বিষ্ণু-রোষ হইতে মুক্ত হন।

তদপি করহিঁ সম বিষম বিহারা। ভগত অভগত হৃদয় অনুসারা ॥
অগুন অলেপ অমান একরস। রামু সগুন ভএ ভগত পেম বস ॥৩॥
রাম সদা সেবক রুচি রাখী। বেদ পুরান সাধু সুর সাখী ॥
অস জিয় জানি তজহু কুটিলাঈ। করহু ভরত পদ প্রীতি সুহাঈ ॥৪॥
দোহা— রাম ভগত পরহিত নিরত পর দুখ দুখী দয়াল।
ভগত সিরোমনি ভরত তেঁ জনি ডরপহু সুরপাল ॥২১৯॥

বাংলা অর্থ—**সেবক বৈর**—সেবকের প্রতি শত্রুভাব; **সম**—সমদৃষ্টি; **পুন্নু**—পুণ্য; **চাখা**—চাখে, ভোগে; **বিহারা**—ব্যবহার; **রাখী**—রাখেন; **সাখী**—সাক্ষী; **ডরপহু ন**—ভয় পাইও না; **গহহি ন**—গ্রহণ করে না; (দো—২১৯)

চৌ—শুন হে সুরেশ! তুমি উপদেশ মম। ভক্ত'পরে শ্রীরামের প্রীতি অনুপম ॥
সেবক লভিলে সেবা তিনি সুখী হ'ন। বৈর বাড়ে হেরি ভক্তে বৈর আচরণ ॥১॥
সর্ব্বজনে সমদৃষ্টি, নাহি রাগ-রোষ। পাপ-পুণ্য নাহি ল'ন নাহি গুণ-দোষ ॥
ধরারে করেন তিনি করম-প্রধান। কর্ম্ম-অনুযায়ী ফল করেন প্রদান ॥২॥
সম ও বিষম তাঁর তথাপি আচার। ভক্তের ও অভক্তের হিয়া-অনুসার ॥
অগুণ অলেপ মান-হীন একরস। সগুণ হ'য়েন রাম ভক্ত-প্রেম-বশ ॥৩॥
শ্রীরাম রাখেন রুচি ভকত-জনার। বেদ ও পুরাণ, সাধু, সুর সাক্ষী তা'র ॥
হিয়াতে জানিয়া হেন ত্যজি' কুটিলতা। ভরতে পীরিতি তুমি রাখিবে সর্ব্বথা ॥৪॥
দোহা— রামের ভকত পরহিতে রত পর-দুখে দুখী সে দয়াল ॥
ভক্ত-শিরোমণি ভরত হইতে ভয় নাহি জেনো সুরপাল! ॥২১৯॥

সারমর্ম্ম—ইন্দ্রের বাক্য শুনিয়া বৃহস্পতি হাসিলেন এবং ভাবিলেন,—ভক্তিতত্ত্ব এখনও ইন্দ্র বুঝে নাই। রাম-ভক্তের উপর ছলনার বিস্তার চলে না, কারণ রাম মায়াপতি। তাঁহার উপর ক্রোধ করিলে তিনি কিছু মনে করেন না কিন্তু রাম-ভক্তের উপর কোন অপরাধ তিনি সহ্য করেন না। হে ইন্দ্র! ভরত রামভক্ত, পর-হিতব্রত, পরের দুঃখে দুঃখী ও ভক্ত-শিরোমণি সুতরাং তাঁহাকে ভয় করিবে না।২১৯॥

চৌ—সত্যসন্ধ প্রভু সুর হিতকারী। ভরত রাম আয়স অনুসারী ॥
স্বারথ বিবস বিকল তুম্হ হোহূ। ভরত দোসু নহিঁ রাউর মোহূ ॥১॥
সুনি সুরবর সুরগুর বর বানী। ভা প্রমোদু মন মিটী গলানী ॥
বরষি প্রসূন হরষি সুররাউ। লগে সরাহন ভরত সুভাউ ॥২॥
এহি বিধি ভরত চলে মগ জাহীঁ। দসা দেখি মুনি সিদ্ধ সিহাহীঁ ॥
জবহিঁ রামু কহি লেহিঁ উসাসা। উমগত পেমু মনহুঁ চহু পাসা ॥৩॥
দ্রবহিঁ বচন সুনি কুলিস পষানা। পুরজন পেমু ন জাই বখানা ॥
বীচ বাস করি জমুনহিঁ আএ। নিরখি নীরু লোচন জল ছাএ ॥৪॥

দোহা— রঘুবর বরন বিলোকি বর বারি সমেত সমাজ।
হোত মগন বারিধি বিরহ চঢ়ে বিবেক জহাজ ॥২২০॥

বাংলা অর্থ—রাউর—তোমার নিজের ; চলে জাহী—চলিয়া যান ; সিহাহীঁ—ঈর্ষ্যা করেন ; উসাসা—উর্দ্ধশ্বাস ; উমগত—উথলিয়া উঠে ; চহু পাসা—চতুর্দ্দিকে ; পষানা—পাষাণ ; সমাজ—দলস্থিত লোকজন ; (দো—২২০)

চৌ—সত্যসন্ধ প্রভু হ'ন সুর-হিতকারী। ভরত কেবল রাম-আজ্ঞা-অনুসারী ॥
স্বার্থেতে বিবশ তোমা' হেরিনু এখন। ভরত নির্দ্দোষ তুমি মোহেতে মগন ॥১॥
সুর-গুরু বরবাণী সুরেশে শুনান। মন হরষিত দুঃখ হ'ল অবসান ॥
হৃষ্ট সুরগুরু করে পুষ্প বরিষণ। ভরত-স্বভাবে' করি' উচ্চ প্রশংসন ॥২॥
হেনমতে পথ-মাঝে ভরত চলিলা। দশা দেখি' মুনি-সিদ্ধে হিংসা উপজিলা ॥
রাম-নাম ল'য়ে তিনি নিলে দীর্ঘশ্বাস। প্রেমেতে বিহ্বল জানো হয় চারি পাশ ॥৩॥
বজ্র ও পাষাণ গলে শুনি' সেই বাণী। পুরজন-প্রেম হেন না যায় বাখানি ॥
বিশ্রামান্তে করিলেন যমুনা প্রয়াণ। জল হেরি' জলে ভরে দুইটি নয়ান ॥৪॥

দোহা— রামের বরণ বিলোকি' বারিতে স-ভরত সকল সমাজ।
গেলেন ডুবিয়া বিরহ-সাগরে ত্রাণ করে বিবেক-জাহাজ ॥২২০॥

সারমর্ম্ম—রামচন্দ্র সত্য-পরায়ণ ও দেব-হিত-ব্রতী। ভরত তাঁরই আজ্ঞানুবর্ত্তী সুতরাং এখানে ব্যাকুলতার ক্ষেত্র নাই। বৃহস্পতির কথাতে ইন্দ্রের চিন্তা দূর হইল। ভরত এইভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মুনি ও সিদ্ধগণ আনন্দে বিভোর হইলেন। তাঁহার প্রেমে সকলে বিহ্বল হইল। যমুনার জল দেখিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল। যমুনার জলের সহিত রাম-বর্ণের সাদৃশ্য দেখিয়া দ্রুত রামের সহিত সাক্ষাৎকারের বাসনা জাগ্রত হইল।২২০॥

চৌ—জমুন তীর তেহি দিন করি বাসূ। ভয়উ সময় সম সবহি সুপাসূ ॥
রাতিহিঁ ঘাট ঘাট কী তরনী। আঈ অগনিত জাহিঁ ন বরনী ॥১॥
প্রাত পার ভএ একহি খেবাঁ। তোষে রাম সখা কী সেবাঁ ॥
চলে নহাই নদিহি সির নাঈ। সাথ নিষাদনাথ দোউ ভাঈ ॥২॥
আগেঁ মুনিবর বাহন আছেঁ। রাজসমাজ জাই সবু পাছে ॥
তেহি পাছেঁ দোউ বন্ধু পয়াদেঁ। ভূষন বসন বেষ সুঠি সাদেঁ ॥৩॥
সেবক সুহৃদ সচিবসুত সাথা। সুমিরত লখনু সীয় রঘুনাথা ॥
জহঁ জহঁ রাম বাস বিশ্রামা। তহঁ তহঁ করহি সপ্রেম প্রনামা ॥৪॥

দোহা— নগবাসী নর নারি সুনি ধাম কাম তজি ধাই।
দেখি সরূপ সনেহ সব মুদিত জনম ফলু পাই ॥২২১॥

বাংলা অর্থ—সময় সম—সময়ানুসার ; সুপাসূ—সুব্যবস্থা ; খেবাঁ—খেয়া ; তোষে—তুষ্ট হইলে ; পয়াদেঁ—পদব্রজে চলিলেন ; সাদেঁ—সাদাসিদে ; (দো—২২১)

মানুষ-ভরতে হেরি' মোরা সবে আজ। ধন্য গণি নিজেদের যুবতীর মাঝ॥
গুণ শুনি' দশা হেরি' অনুতাপ করে। এই সুত যোগ্য নহে কৈকেয়ী-জঠরে॥
কেহ কহে,—রাণী কিছু দোষ নাহি করে। অনুকূল বিধি হেরি মো'সবার পরে॥
কোথা মোরা লোক-বেদ-আচার-বিহীন। হীন নারী-কুলে জাত কাজেতে মলিন ?৩
কোথায় কুদেশবাসী আমরা কুনারী ? এ হেন মূরতি কোথা ? পুণ্যবলে হেরি॥
এ আনন্দ গ্রামে গ্রামে প্রচার লভিল। মরুভূমে কল্পতরু যেন জন্ম নিল॥৪॥

দোহা— ভরতে দেখিয়া সৌভাগ্য মানিল পথে যত অধিবাসি-গণ॥
সিংহল-নিবাসী বিধিবশে যেন প্রয়াগেতে করে আগমন॥২২৩॥

সারমর্ম—ভরতের আচরণ ও ভ্রাতৃভক্তির পরিচয় জানিলে বা শুনিলে সংসার জন্য দুঃখ ও দোষ দূর হয়। তাঁহার কথা বলিয়া শেষ হয় না। রামের ভাই এমন কেন না হইবেন ? যুবতী স্ত্রীগণ এই দৃশ্য দেখিয়া নিজেদিগকে ধন্য মনে করিলেন। ভরতের অবস্থা দেখিয়া ও আচরণ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহারা বলিল,—কৈকেয়ীর মত মাতার উপযুক্ত পুত্র ভরত নয়। কেহ বা বলিল ইহাকে রাণীর দোষ নাই। বিধাতা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই অঘটন ঘটাইয়াছেন।২২৩।

চৌ—নিজ গুন সহিত রাম গুন গাথা। সুনত জাহিঁ সুমিরত রঘুনাথা॥
তীরথ মুনি আশ্রম সুরধামা। নিরখি নিমজ্জহিঁ করহিঁ প্রনামা॥১॥
মনহীঁ মন মাগহিঁ বরু এহূ। সীয় রাম পদ পদুম সনেহূ॥
মিলহিঁ কিরাত কোল বনবাসী। বৈখানস বটু জতী উদাসী॥২॥
করি প্রনামু পূঁছহি জেহি তেহী। কেহিঁ বন লখনু রামু বৈদেহী॥
তে প্রভু সমাচার সব কহহীঁ। ভরতহি দেখি জনম ফলু লহহীঁ॥৩॥
জে জন কহহিঁ কুসল হম দেখে। তে প্রিয় রাম লখন সম লেখে॥
এহি বিধি বূঝত সবহি সুবানী। সুনত রাম বনবাস কহানী॥৪॥

দোহা— তেহি বাসর বসি প্রাতহীঁ চলে সুমিরি রঘুনাথ।
রাম দরস কী লালসা ভরত সরিস সব সাথ॥২২৪॥

বাংলা অর্থ—**সুরধামা**—দেবমন্দির ; **বৈখানস**—বাণপ্রস্থী ; **বটু**—ব্রহ্মচারী ; **জতী**—যতি, সংযমী ; **লেখে**—গণ্য করেন ; **বূঝত**—প্রশ্ন করেন ; **বসি**—অবস্থান (বাস) করিয়া ; **কহানী**—গল্প ; (দো—২২৪)

চৌ—নিজগুণ সহ যত রাম-গুণ-গ্রাম। শুনেন ভরত যবে স্মরেন শ্রীরাম॥
তীর্থ, মুনি-আশ্রম ও দেবতা-মন্দির। হেরি' স্নান করি' সেথা নমিলেন শির॥১
চলিলেন মনে মাগি' সদা এই বর। সীতা-রামে ভক্তি যেন রহে বরাবর॥
পথে মিলে ব্যাধ-দল, কোল বনবাসী। বাণপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী, যতি ও উদাসী॥২
ভরত প্রণতি করি' সবারে পুছেন। জানকী-লক্ষ্মণ-রাম কোথায় আছেন ?
প্রভু-সমাচার সব তাহারা কহিল। জনম সফল মানি' ভরতে হেরিল॥৩॥

রামের কুশল-কথা কহিল যে জন, রাম ও লক্ষ্মণ-সম তাঁরে মানি' লন ॥
মিষ্টভাষে সবাকারে পুছি' হেনমতে, রাম-বনবাস-কথা শুনিলেন পথে ॥৪
দোহা— সেদিন যাপিয়া পরদিন প্রাতে ভরত চলেন স্মরি' রঘুনাথ।
ভরতের মত রাম-দরশনে কুতুহলী আর যা'রা ছিল সাথ ॥২২৪॥

সারমর্ম্ম—লোকগণের মুখে নিজের গুণের কথা শুনিতে শুনিতে আর রঘুপতির নাম স্মরণ করিয়া ভরত সমাজ সহিত তীর্থ, মুনির আশ্রম ও মন্দির দেখিয়া চলিয়াছেন। মনে মনে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা যে রাম-চরণে ভক্তি যেন অক্ষুণ্ণ থাকে এবং পথে বাণপ্রস্থী, উদাসীন, সন্ন্যাসী—যাঁরই সঙ্গে দেখা হয় তাহাকে কোন্ বনে রাম-সীতা আছেন তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলে প্রভুর সংবাদ দিতেছিল এবং ভরতকে দেখিয়া জন্ম সার্থক করিল। যাহারাই রামের পরিচয় দিল ভরত তাহাদের সকলকে প্রেমভাবে দেখিলেন ও বনবাস-কাহিনী শুনিলেন। রাত্রিবাস করিয়া রামের নাম স্মরণ করিয়া পরের দিনের যাত্রা আরম্ভ হইল ।২২৪।

চৌ—মঙ্গল সগুন হোহিঁ সব কাহূ। ফরকহিঁ সুখদ বিলোচন বাহূ ॥
ভরতহি সহিত সমাজ উছাহূ। মিলিহহিঁ রামু মিটিহি দুখ দাহূ ॥১॥
করত মনোরথ জস জিয়ঁ জাকে। জাহিঁ সনেহ সুরাঁ সব ছাকে ॥
সিথিল অঙ্গ পগ মগ ডগি ডোলহিঁ। বিহবল বচন পেম বস বোলহি ॥২॥
রামসখাঁ তেহি সময় দেখাবা। সৈল সিরোমনি সহজ সুহাবা ॥
জাসু সমীপ সরিত পয় তীরা। সীয় সমেত বসহিঁ দোউ বীরা ॥৩॥
দেখি করহিঁ সব দণ্ড প্রনামা। কহি জয় জানকি জীবন রামা ॥
প্রেম মগন অস রাজ সমাজূ। জনু ফিরি অবধ চলে রঘুরাজূ ॥৪॥
দোহা— ভরত প্রেমু তেহি সময় জস তস কহি সকই ন সেষু।
কবিহি অগম জিমি ব্রহ্মসুখু অহ মম মলিন জনেষু ॥২২৫॥

বাংলা অর্থ—সগুন—শকুনি (চিহ্ন); ফরকহিঁ—স্পন্দিত হয়; জাকে—যাহার; জিয়ঁ—অন্তরে; ছাকে—বিহ্বল হইয়া; ডগি—কাঁপিয়া; ডোলহিঁ—চলিতে লাগিল; বোলহিঁ—বলিতে লাগিল; অহং মম মলিন—অহমিকা ও মমতা-দ্বারা ক্লিষ্ট; (দো-২২৫)

চৌ—মঙ্গল লক্ষণ হেরে সবে চারিভিতে। সুখদ স্পন্দন নহে বাহুতে, আঁখিতে ॥
ভরতের সনে জাগে দলে এ' উৎসাহ। রামের মিলনে যাবে সব দুঃখ-দাহ ॥১॥
যা'র যথা মনোরথ তেমনি ভাবিল। স্নেহের সুধাতে সবে মগন রহিল।
শিথিল শরীর, পদ পথে হেলে দোলে। বিহ্বল বচন সবে প্রেমবশে বলে ॥২
রাম-সখা সে সময় ভরতে দেখান। দেখিতে সুন্দর এক পর্ব্বত মহান্ ॥
যাহার সমীপে রহে মন্দাকিনী-তীর। সীতা-সহ নিবসেন সেথা দুই বীর ॥৩
হেরি' সবে দণ্ডবৎ পর্ব্বতে নমিল। 'জানকী-জীবন রামজয়,'— উচ্চারিল ॥
প্রেমে মগ্ন হ'ল হেন রাজার সমাজ। অযোধ্যাতে ফিরিছেন যেন রঘুরাজ ।৪

দোহা— ভরতের প্রীতি সেইক্ষণে যথা অনন্ত ও বাণী বর্ণিতে নারিবে।
কবি তা'কি কবে? মমতা-মলিন ব্রহ্মসুখ কেমনে ভুঞ্জিবে? ২২৫॥

সারমর্ম—সকলের মাঙ্গল্য-চিহ্ন বুঝা গেল। তাহাতে সকলে মনে করিল রামের দর্শন লাভ করিয়া সকলের হৃদয়ের জ্বালা মিটিয়া যাইবে। সকলেই প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং অনুরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। সেই সময় নিষাদ চিত্রকূট দেখাইয়া দিলেন, যেখানে মন্দাকিনী-তীরে সীতার সহিত দুই বীর বাস করিতেছেন। পর্ব্বত-দর্শন-মাত্র 'জানকী-জীবন রামচন্দ্রের জয়' বলিয়া তাহারা রামের উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাইল। ভরতের সে সময়ের মানসিক অবস্থা কবি বর্ণনা করিতে অক্ষম।২২৫।

চৌ—সকল সনেহ সিথিল রঘুবর কেঁ। গএ কোস দুই দিনকর ঢরকেঁ॥
জলু থলু দেখি বসে নিসি বীতেঁ। কীন্হ গবন রঘুনাথ পিরীতেঁ॥১॥
উহাঁ রামু রজনী অবসেষা। জাগে সীয়ঁ সপন অস দেখা॥
সহিত সমাজ ভরত জনু আএ। নাথ বিয়োগ তাপ তন তাএ॥২॥
সকল মলিন মন দীন দুখারী। দেখীঁ সাসু আন অনুহারী॥
সুনি সিয় সপন ভরে জল লোচন। ভএ সোচবস সোচ বিমোচন॥৩॥
লখন সপন যহ নীক ন হোঈ। কঠিন কুচাহ সুনাইহি কোঈ॥
অস কহি বন্ধু সমেত নহানে। পূজি পুরারি সাধু সনমানে॥৪॥

ছঃ— সনমানি সুর মুনি বন্দি বৈঠে উতর দিসি দেখত ভএ।
নভ ধূরি খগ মৃগ ভূরি ভাগে বিকল প্রভু আশ্রম গএ॥
তুলসী উঠে অবলোকি কারনু কাহ চিত সচকিত রহে।
সব সমাচার কিরাত কোলন্হি আই তেহি অবসর কহে॥

সোঃ— সুনত সুমঙ্গল বৈন মন প্রমোদ তন পুলক ভর।
সরদ সরোরুহ নৈন তুলসী ভরে সনেহ জল॥২২৬॥

বাংলা অর্থ—ঢরকেঁ—ঢলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত (অস্ত-গমন); বসে—বাস করেন; বীতেঁ—চলিয়া গেল; পিরীতেঁ—প্রেমী; তাএ—সন্তপ্ত হইয়াছে; সাসু—শাশুড়ী; আন অনুহারী—অন্য রূপ-ধারিণী (বিধবা-বেশিনী); সোচ বিমোচন—চিন্তা-নাশকারী; কুচাহ—কুসংবাদ; ধূরি—ধূলি; ভাগে—পলাইতে লাগিল; কাহ—কি? কিরাত—ব্যাধ (ভীল) জাতি; কোলন্হি—কোলজাতীয়গণ; (দো—২২৬)

চৌ—রঘুবর-স্নেহে হেন শিথিল সকলে। রবি অস্তমিতে সবে দুই ক্রোশ চলে॥
জল স্থল হেরি' বসি' রজনী-প্রভাতে, গমন করেন ভক্তি ধরি' রঘুনাথে॥১
হোথায় শ্রীরাম রাত্রি-অবসান হ'লে, জাগিলে, জানকী তাঁরে স্বপ্ন-কথা বলে॥
হেরি আমি ভরতের সমাজ আসিছে। প্রভুর বিরহ তা'র তনুরে দহিছে॥২
সবারে হেরিনু দীন মলিন বয়ান। শাশুড়ী সকল দেখি বেশ ধরে আন্॥
সীতা-স্বপ্ন শুনি' তাঁর আঁখি ভরে জল। শোক-নাশী নিজে হ'ন শোকেতে বিহ্বল॥৩

হে লক্ষ্মণ ! শুভকর নহে এ' স্বপন। কুসংবাদ বুঝি আন্ দিবে কোন জন ॥
কহি' হেন ভাই সহ রাম সারি' স্নান, শিবে পূজি' সাধুগণে করেন সম্মান ॥৪

ছঃ— দেবগণে পূজি' বন্দি' মুনিগণে হেরিলেন রাম উত্তর দিকেতে।
খগ, মৃগ ভুরি প্রভু-স্থান-পানে ধেয়ে চলে, ভরে ধুলি আকাশেতে ॥
তুলসী কহেন,— রাম হেরি' তাহা উঠি' হেতু চিন্তি' সচকিত রহে।
সব সমাচার কিরাতে ও কোলে সেই অবসরে তাঁরে আসি' কহে ॥

সোঃ— শুনি' শুভ বাণী প্রমোদিলা রাম মনোমাঝে পুলক ভরিল।
শরৎ কমল—সজল নয়ন প্রীতি-জলে ভরে তুলসী গাহিল ॥২২৬॥

সারমর্ম—রামপ্রেমে অধীর হইয়া সকলে সূর্য্যাস্তের পরেও দুই ক্রোশ পথ চলিলেন। আবার প্রত্যূষে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। ওদিকে রাত্রি শেষ না হইতেই সীতা স্বপ্ন দেখিতেছেন যে ভরত রাম-বিরহে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সমাজ সহিত চিত্রকূটের দিকে আসিতেছেন তবে মাতারা যেন বিধবার বেশে ভূষিত। এই স্বপ্ন-পরিচয় সীতার মুখে শুনিয়া রামের চোখে জল ভরিল। রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন,—এ সংবাদ ভাল নয়, কোন দুঃখজনক সংবাদ পাওয়া যাইবে মনে হয়। এমন সময় আকাশ ধূলি-ধূসরিত দেখা গেল এবং পক্ষিগণকে আকাশে ছুটাছুটি করিতে দেখা গেল। রামচন্দ্র ঠিক কারণ নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় কোল ভীলেরা আসিয়া সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিল ।২২৬।

চৌ—বহুরি সোচবস ভে সিয়রবনূ। কারন কবন ভরত আগবনূ ॥
এক আই অস কহা বহোরী। সেন সঙ্গ চতুরঙ্গ ন থোরী ॥১॥
সো মুনি রামহি ভা অতি সোচূ। ইত পিতু বচ ইত বন্ধু সকোচূ ॥
ভরত সুভাউ সমুঝি মন মাহীঁ। প্রভু চিত হিত থিতি পাবত নাহীঁ ॥২॥
সমাধান তব ভা য়হ জানে। ভরতু কহে মহুঁ সাধু সয়ানে ॥
লখন লখেউ প্রভু হৃদয়ঁ খভারূ। কহত সময় সম নীতি বিচারূ ॥৩॥
বিনু পুছেঁ কছু কহউঁ গোসাঈঁ। সেবকু সময় ন ঢীঠ ঢিঠাঈ ॥
তুম্হ সর্বগ্য সিরোমনি স্বামী। আপনি সমুঝি কহউঁ অনুগামী ॥৪॥

দোহা— নাথ সুহৃদ সুঠি সরল চিত সীল সনেহ নিধান।
সব পর প্রীতি প্রতীতি জিয়ঁ জানিঅ আপু সমান ॥২২৭॥

বাংলা অর্থ—সিয়রবনূ—সীতারমণ (সীতাপাত রামচন্দ্র); **সকোচূ**—সংশয়; **হিত থিতি**—সন্তোষজনক সমাধান; **মহুঁ কহে**—আমার আজ্ঞাকারী; **সয়ানে**—বুদ্ধিমান; **খভারূ**—দুশ্চিন্তা; **সময় সম**—সময়ানুসারে; **আপুনি সমুঝি**—নিজের বিচার মত বাক্য; **আপু সমান**—নিজের মত; **সুঠি**—সুন্দর, পরম; (দো—২২৭)

চৌ—চিন্তিলেন শোকবশে জানকী-রমণ। ভরতের আগমনে আছে কি কারণ ?
একজন আসি' পুন তাঁহারে কহেন। চতুরঙ্গ-সেনা-সাথে ভরত আসেন ॥১॥

তাহা শুনি' রাম-হিয়া দুশ্চিন্তা-নিরত। এক দিকে পিতৃসত্য সঙ্কোচ অন্যতঃ ॥
ভরত-স্বভাব স্মরি' মনের মাঝারে, রাম-চিত্ত ব্যাপার কি বুঝিতে না পারে ॥২॥
করিলেন যথাযথ তিনি সমাধান। মম আজ্ঞাকারী ভক্ত ভরত ধীমান্ ॥
প্রভু-হিয়া চিন্তাকুল লক্ষ্মণ হেরিল। কালোচিত নীতি চিন্তি' কহিতে লাগিল ॥৩
না পুছিয়া কিছু প্রভু কহিনু বারতা। কাল বুঝি' ইথে মম না লবে ধৃষ্টতা ॥
তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানি-শিরোমণি স্বামী। কহি নিজ মত তবু হ'য়ে অনুগামী ॥৪॥

দোহা— হে নাথ! তোমার চারু মৃদু চিত তুমি শীল স্নেহের নিধান।
সবা'পরে রাখো প্রীতি ও প্রতীতি সবে জানো আপন সমান ।২২৭

সারমর্ম—এ সংবাদে রামের চক্ষু প্রেমাশ্রুতে ভরিল। পরক্ষণে কারণ না বুঝিতে পারিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। কেহ পুনঃ চতুরঙ্গ সেনার কথাও বলিল। ইহাতে রাম দুঃখ অনুভব করিলেন, আর সংশয়াকুল হইলেন আবার তখনই সন্দেহের নিরসন হইল কারণ ভরত সাধু ও জ্ঞানী। যুদ্ধের চিন্তা তাহার মনে নাই। লক্ষ্মণ রামকে চিন্তান্বিত দেখিয়া বলিলেন,—'আপনার জিজ্ঞাসার পূর্ব্বেই জানাই, ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, যেমন বুঝিলাম বলিলাম,—আপনি ত' প্রভু সরলচিত্ত সকলকে বিশ্বাস করেন ও স্নেহ করেন এবং নিজের মত সকলকে ভাল মনে করেন ।২২৭।

চৌ—বিষঈ জীব পাই প্রভুতাঈ। মূঢ় মোহ বস হোহিঁ জনাঈ ॥
ভরতু নীতি রত সাধু সুজানা। প্রভু পদ প্রেমু সকল জগু জানা ॥১॥
তেউ আজু রাম পদু পাঈ। চলে ধরম মরজাদ মেটাঈ ॥
কুটিল কুবন্ধু কুঅবসরু তাকী। জানি রাম বনবাস একাকী ॥২॥
করি কুমন্ত্রু মন সাজি সমাজূ। আএ করৈ অকণ্টক রাজূ ॥
কোটি প্রকার কলপি কুটিলাঈ। আএ দল বটোরি দোউ ভাঈ ॥৩॥
জৌঁ জিয়ঁ হোতি ন কপট কুচালী। কেহিঁ সোহাতি রথ বাজি গজালী ॥
ভরতহি দোসু দেই কো জাএঁ। জগ বৌরাই রাজ পদু পাএঁ ॥৪॥

দোহা— সসি গুর তিয় গামী নঘুষু চঢ়েউ ভুমিসুর জান।
লোক বেদ তেঁ বিমুখ ভা অধম ন বেন সমান ॥২২৮॥

বাংলা অর্থ—**বিষঈ**—বিষয়ী; **জনাঈ**—জানা আছে; **মেটাই**—শেষ করিয়া; **তাকী**—দেখিয়া; **করৈ আএ**—করিতে আসিতেছে; **কলপি**—কল্পনা করিয়া; **বটোরি**—সংগ্রহ করিয়া; **হোতি ন**—না হইত; **গজালী**—হাতীর দল; **কেহি**—কেমনে; **দেই জাএঁ**—দেওয়া যায়; **বৌরাই**—উন্মত্ততা; **নঘুষু**—নহুষ; **জান**—যান; **বেন**—রাজাবিশেষের নাম; **মরজাদ**—মর্য্যাদা, সীমা; (দো—২২০)

চৌ—বিষয়ী পুরুষ কিন্তু প্রভুত্ব লভিয়া। মোহ-বশে নিজরূপ দেয় প্রকাশিয়া ॥
ভরত যে নীতিমান্ সাধু ও সুজন। প্রভু-পদে প্রেম তা'র জানে ত্রিভুবন ॥১

সেও আজি রাজ-পদ-মর্য্যাদা লভিয়া, ধর্ম্মের মর্য্যাদা চাহে যাইতে লঙ্ঘিয়া ॥
কুটিল কুভ্রাতা হ'য়ে পেয়ে দুঃসময়, জানি' রাম বনবাসে অসহায় রয় ॥২॥
কুমন্ত্র বিচারি' মনে সাজা'য়ে সমাজ, চাহে রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবারে আজ ॥
কোটিশ প্রকারে রচি' ভুরি কুটিলতা। দুই ভাই হেথা আসে সহিত জনতা ॥৩
অন্তরে না রবে যদি মন্দ অভিপ্রায়। রথ, অশ্ব, হস্তী কেন সাথে শোভা পায়?
ভরতের দোষ কিবা দিতে পারা যায়? রাজ-পদ পেয়ে মত্ত নাহি কে কোথায়?৪
দোহা-- গুরু-পত্নী-সঙ্গ করেছে চন্দ্রমা* নহুষ† চড়িল বিপ্রযান।
লোকে বেদে হীন নাহি হেরি' কারো এক বেণ‡ রাজার সমান ॥২২৮

সারমর্ম্ম—জ্ঞানী ব্যক্তিও বিষয়-মদে মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন। নীতি-পরায়ণ ভরতের আপনার চরণে প্রেম ছিল, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু আজ রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া অযোধ্যার সীমা অতিক্রম করিয়া বনবাসী আপনাকে বিনাশ করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে ভরত আসিতেছে। রাজপদ পাইলে ভরত কেন, সকলেরই মন বিকারগ্রস্ত হয় যেমন বেণ, নহুষ প্রভৃতি রাজাও অধম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।২২৮।

চৌ—সহসবাহু সুরনাথু ত্রিসংকূ। কেহি ন রাজমদ দীন্‌হ কলংকূ ॥
ভরত কীন্‌হ য়হ উচিত উপাউ। রিপু রিন রঞ্চ ন রাখব কাউ ॥১॥

চন্দ্র—দক্ষপ্রজাপতির কন্যাগণকে বিবাহ করিয়া চন্দ্রবংশীয় চন্দ্র ত্রিভুবন জয় করিলে তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় ইহা কিম্বদন্তী আছে। তখন ধন ও সম্পদাদির গর্ব্বে চন্দ্রের যে অহঙ্কার হয়, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মবুদ্ধির অবনতি ঘটে এবং দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রীর প্রতি তিনি অশিষ্ট আচরণ করেন। এইভাবে অসুরোচিত আচরণ করিয়া অসুরগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধে চন্দ্র ব্রতী হন। এই দেবাসুর যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলে। অবশেষে দক্ষপ্রজাপতির কৃপাবলে চন্দ্রের এই অহঙ্কার দূর হয় এবং হীন স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন হয়। তাহার ফলে তাঁহার চির-শীতলতা স্বভাব আসিয়া যায়, ইহাই পৌরাণিক প্রবচন।

নহুষ—পৌরাণিকগণের মতে চন্দ্র হইতে পঞ্চম বংশধর আয়ুর পুত্র রাজর্ষি নহুষ। যজ্ঞ, তপস্যা ও বেদপাঠাদি-দ্বারা তিনি ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করেন যা'র ফলে তাঁহার দর্প হয় এবং সহস্র ব্রাহ্মণদ্বারা তাঁহার শিবিকা বহন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে অপমানিত করেন! তাহার জন্য অগস্ত্য ঋষির শাপে তিনি সর্পযোনি প্রাপ্ত হ'ন এবং দ্বৈতবনে বাস করিতে থাকেন। পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে বাস করা কালে যুধিষ্ঠিরের উপদেশে তাঁহার পাপক্ষয় ও জ্ঞানোদয় হইলে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

বেণ—পুরাকালে চন্দ্রবংশে বেণ নামে এক মহা অত্যাচারী দুষ্ট রাজা ছিলেন। তিনি নিজের পূজ্যগণকে সম্মান দিতেন না বরং পূজ্যগণদ্বারা পূজা করাইয়া লইতেন। বেণের ব্যবহারে ঋষিগণ শাপ দেন। তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এক কীন্হি নহিঁ ভরত ভলাঈ। নিদরে রামু জানি অসহাঈ ॥
সমুঝি পরিহি সোউ আজু বিসেষী। সমর সরোষ রাম মুখু পেখী ॥২॥
এতনা কহত নীতি রস ভূলা। রন রস বিটপু পুলক মিস ফূলা ॥
প্রভু পদ বন্দি সীস রজ রাখী। বোলে সত্য সহজ বলু ভাষী ॥৩॥
অনুচিত নাথ ন মানব মোরা। ভরত হমহি উপচার ন থোরা ॥
কহঁ লগি সহিঅ রহিঅ মনু মারেঁ। নাথ সাথ ধনু হাথ হমারেঁ ॥৪॥

দোহা - ছত্রি জাতি রঘুকুল জনমু রাম অনুগ জগু জান।
লাতহুঁ মারেঁ চঢ়তি সির নীচ কো ধূরি সমান ॥২২৯॥

বাংলা অর্থ—রঞ্চ—শেষ ; সমুঝি পারিহি—বুঝিতে পারিবে ; পেখী—দেখিয়া ; মিস—ছলে ; ফূলা—ফুলিয়া উঠিল ; ভাষী—বলিয়া ; ন মানব—মানিবে না ; মনু মারে—মন মরা ; লাতহুঁ—লাথি ; কহঁ লগি—কত দূর ; (দো—২২৯)

চৌ—কার্ত্তবীর্য্য ও ত্রিশঙ্কু† তথা সুর-নাথ‡। রাজত্ব-কালিমা বল নাহি কার সাথ ?
ভরত সাধিল ইথে উচিত উপায়। রিপু-ঋণ-শেষ রাখা শোভা নাহি পায় ॥১

সহস্রবাহু (কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন)—সমুদ্রতীরবর্ত্তী হৈহয় দেশের চন্দ্রবংশীয় রাজা চিত্ররথ সহস্রবাহু ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি কোন সময়ে জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করেন। সে সময়ে জমদগ্নি কিম্বা তাঁহার পুত্রগণের কেহ আশ্রমে ছিলেন না। আশ্রমে রাজা উপস্থিত হইলে জমদগ্নির স্ত্রী রেণুকাদেবী রাজার যথোচিত সৎকার করিলেন কিন্তু যুদ্ধমদে মত্ত রাজা তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বলপূর্ব্বক আশ্রমের হোম-ধেনুর বৎসকে হরণ করিলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষগুলিকে ভগ্ন করিলেন। অতঃপর জমদগ্নি আশ্রমে আসিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র অসাধারণ বীর পরশুরামকে সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলে পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্রবাহু ছেদন করিলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এই সংবাদে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রেরা তপস্যানিরত অবস্থায় জমদগ্নিকে বধ করে। ধর্ম্মজ্ঞ নিরস্ত্র একক পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যাকারী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণকে জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম বধ করিলেন এবং তাহাদের অনুগত ক্ষত্রিয়গণকেও নিধন করিলেন। অমিত-প্রভাবশালী পরশুরাম একুশ-বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত সমন্ত-পঞ্চকে পাঁচটি রুধিরের হ্রদ করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়গণ ক্ষাত্রধর্ম্মের অপব্যবহার করিলে ব্রাহ্মণকুলজাত পরশুরাম তপস্যাদ্বারা ক্ষাত্রবীর্য্য লাভ করিয়া রাজ্য-মদমত্ত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনসহ তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া ক্ষত্রিয়-বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যে এ-জাতীয় উত্থান-পতনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এখানে দেখান হইয়াছে। লক্ষ্মণ না বুঝিয়াই ভরতের ক্ষাত্রধর্ম্মে দোষারোপ করিতেছেন। লক্ষ্মণ প্রয়োজন হইলে ভ্রাতাকে হত্যা করিবেন ইহাই এ' দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য।

ভরতের এক কাজ ভাল না দেখায়। অবজ্ঞা করেন রামে জানি' অসহায় ॥
সবিশেষ তা'র ফল তখনি বুঝিবে। যখন সংগ্রামে রত রামে সে হেরিবে ॥২॥
হেন কথা কহি' নীতি-রস সে ভুলিল। রণ-রস-পুষ্ট বুকে রোমাঞ্চ ভরিল ॥
প্রভু-পদ বন্দি' শিরে পদ-ধূলি লয়। সহজ সরল ভাবে সত্য কথা কয় ॥৩॥
মম বাক্য অনুচিত নাহি তুমি মানো। প্রতিকূল সজ্জা তা'র কম নাহি জানো ॥
কেন বল সহি এত হ'য়ে ক্ষুণ্ণ মন? মোর হাতে তীর-ধনু, প্রভু সাথে র'ন ॥৪॥

দোহা— জাতিতে ক্ষত্রিয় রঘু-বংশ-জাত সীতাপতি-ভকত লক্ষ্মণ।
ধূলিতেও যদি লাথি মারে কেহ সেও শিরে করে আরোহণ ॥২২৯॥

সারমর্ম—"এই রাজ-পদ ইন্দ্র, ত্রিশঙ্কু প্রভৃতিকে কলঙ্কিত করিয়াছে, এখন ভরত শত্রু-শেষ না রাখার মানস করিয়াছে কিন্তু যুদ্ধে আজ রামের উগ্র-মূর্ত্তি দেখিয়া বিশেষ বুঝিতে পারিবে,"—ইহা বলিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে নীতি-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া রণ-রসে ভরা বুকের পুষ্পের ন্যায় প্রভু-পদ বন্দনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—আমি আর সহ্য করিতে পারিব না। সহনশীলতারও সীমা আছে, ধূলিতে পদাঘাত করিলে ধূলিও মস্তকে আরোহণ করে।২২৯॥

চৌ—উঠি কর জোরি রজায়সু মাগা। মনহুঁ বীররস সোবত জাগা ॥
বাঁধি জটা সির কসি কটি ভাথা। সাজি সরাসনু সায়কু হাথা ॥১॥

ত্রিশঙ্কু—ইনি একজন ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা। পৃথুরাজার পরে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইঁহার অন্য নাম সত্যব্রত। যজ্ঞ করিয়া স্বর্গলাভ করা তাঁহার কামনা ছিল কিন্তু তাহা অসম্ভব ও মর্য্যাদা-বিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার পুরোহিত বশিষ্ঠদেব ও তাঁহার পুত্রগণ এরূপ যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন। ত্রিশঙ্কু তাঁহাদের কথাতে নিরস্ত না হইয়া অন্য লোকের আশ্রয়ে এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। বশিষ্ঠদেবের সন্তানগণ বশিষ্ঠের প্রতি ত্রিশঙ্কুর অবজ্ঞায় কষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন,—যা'র ফলে তিনি পরজন্মে চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই চণ্ডালত্ব-প্রাপ্তির পরে আত্মীয়-স্বজন ও প্রজাগণ তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তখন দুঃখিত মনে তিনি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হ'ন। বিশ্বামিত্র নিজ পুত্রগণদ্বারা এই যজ্ঞ নিষ্পন্ন করাইয়াছিলেন। চণ্ডাল যেখানে যজমান এবং অব্রাহ্মণ যেখানে পুরোহিত, সে যজ্ঞে দেবতারা যোগদান করিলেন না। তখন বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহাকে স্বর্গে স্থান দিলেন না। তিনি স্বর্গভ্রষ্ট হইলেন,—তবে স্বীয় পুণ্যবলে মর্ত্ত্যে না আসিয়া স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যবর্ত্তী স্থলে রহিলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র—ইনিও দেব-রাজ্যের অধিপতি হইলেও রূপ ও অহঙ্কারের বশে গৌতম-পত্নী অহল্যার প্রতি অশিষ্ট আচরণ করিলে গৌতমের শাপে নিগ্রহ ভোগ করেন ও স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হ'ন।

আজু রাম সেবক জসু লেউঁ। ভরতহি সমর সিখাবন দেউঁ।
রাম নিরাদর কর ফলু পাঈ। সোবহুঁ সমর সেজ দোউ ভাঈ ॥২॥
আই বনা ভল সকল সমাজূ। প্রগট করউঁ রিস পাছিল আজূ॥
জিমি করিনিকর দলই মৃগরাজূ। লেই লপেটি লবা জিমি বাজূ ॥৩॥
তৈসেহিঁ ভরতহি সেন সমেতা। সানুজ নিদরি নিপাতউঁ খেতা॥
জৌঁ সহায় কর সঙ্কর আঈ। তৌ মারউঁ রন রাম দোহাঈ ॥৪॥

দোহা— অতি সরোষ মাখে লখনু লখি সুনি সপথ প্রবান।
সভয় লোক সব লোকপতি চাহত ভভরি ভগান ॥২৩০॥

বাংলা অর্থ—সোবত—সুপ্ত ; ভাথা—তূণীর ; সোবহুঁ—শয়ন করিবে ; ভল বনা—ভালই হইয়াছে ; লবা—লাব পক্ষী ; লপেটি লেই—ঝাপটা মারিয়া লয় ; তৈসেহিঁ—তেমনি ; খেতা—ক্ষেত্রে, মাঠে ; নিপাতউঁ—নিপাতিত করিব ; জৌঁ কর—যদি করে ; রাম দোহাঈ—রামের দিব্য ; মাখে—মাখ', ভরা ; ভভরি—ঘাবড়াইয়া ; ভগান—পলায়ন ; (দো—২৩০)

চৌ—উঠি যুক্ত করে তবে রাজাদেশ মাগে। নিদ্রাগত বীর-রস যেন উঠি' জাগে॥
বাঁধি শিরে জটা রক্ষি' কটিতে তূণীর। শরাসন তথা বাণ হাতে নিলা বীর ॥১॥
রাম-সেবকের যশ আজ আমি নিব। ভরতকে যুদ্ধ-শিক্ষা সমুচিত দিব॥
রামে অবজ্ঞার ফল আজ সে লভিবে। রণ-শয্যাশায়ী আজ দু'ভায়ে হইবে ॥২॥
আসিছে সদল-বলে সাজায়ে সমাজ। প্রকট করিব রোষ পিছু ক'রে কাজ॥
হস্তীর সমাজ মাঝে যথা মৃগরাজ। ছোঁ মারিয়া লাব-দলে লয় যথা বাজ ॥৩॥
সৈন্য-সহ ভরতের বিরুদ্ধে যুঝিব। তিরস্কার করি' যুদ্ধে নিপাত করিব॥
যদি বা মহেশ হ'ন তাহে কৃপাপর। রামের দোহাই, যুঝি সম্মুখ-সমর ॥৪॥

দোহা— অতি রোষে ভরা লক্ষ্মণে হেরিয়া শুনি' তার শপথ প্রমাণ,
হ'ন ভীত সবে ইন্দ্র বিচলিত সেথা হ'তে পলাইতে চা'ন ॥২৩০॥

সারমর্ম—লক্ষ্মণ কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে সমর-সাজে সজ্জিত হইয়া বলিলেন,—প্রভু আমাকে আজ্ঞা দিন, রাম-অবজ্ঞাকারী ভরতকে উপযুক্ত শিক্ষা দিব। ভরতকে সমাদর না করিয়া সৈন্যসহ ভরত, শত্রুঘ্ন দুই ভাইকে যুদ্ধ-শয্যায় শায়িত করিব। ইহা শুনিয়া সকলে ভীত হইল, ইন্দ্র শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইতে ইচ্ছা করিলেন ।২৩০॥

চৌ—জগু ভয়মগন গগন ভই বানী। লখন বাহুবলু বিপুল বখানী॥
তাত প্রতাপ প্রভাউ তুম্হারা। কো কহি সকই কো জাননিহারা ॥১॥
অনুচিত উচিত কাজু কছু হোউ। সমুঝি করিঅ ভল কহ সবু কোউ॥
সহসা করি পাছেঁ পছিতাহীঁ। কহহিঁ বেদ বুধ তে বুধ নাহীঁ ॥২॥

সুনি সুর বচন লখন সকুচানে। রাম সীয় সাদর সনমানে ॥
কহী তাত তুম্হ নীতি সুহাঈ। সব তেঁ কঠিন রাজমদু ভাঈ ॥৩॥
জো অচবঁত নৃপ মাতহিঁ তেঈ। নাহিন সাধুসভা জেহিঁ সেঈ ॥
সুনহু লখন ভল ভরত সরীসা। বিধি প্রপঞ্চ মহঁ সুনা ন দীসা ॥৪॥

দোহা— ভরতহি হোই ন রাজমদু বিধি হরি হর পদ পাই।
কবহুঁ কি কাঁজী সীকরনি ছীরসিন্ধু বিনসাই ॥২৩১॥

বাংলা অর্থ—জাননিহারা—জ্ঞাতা ; কহ—কহিবে ; সনমানে—সম্মান করিলেন ; অচবঁত—আচমন (পান) করে ; মাতহিঁ—মত্ত হয় ; সাধুসভা—সৎসঙ্গ ; সরীসা—সদৃশ ; বিধি প্রপঞ্চ—ব্রহ্মার সৃষ্টি ; দীসা—দৃষ্ট হয় ; সীকরনি—বিন্দু ; বিনসাই—নষ্ট করে ; কহহিঁ – কহে ; পরপঞ্চু—প্রপঞ্চ ; (দো—২৩১)

চৌ—ধরাধাম ভয়ে মগ্ন, হ'ল নভোবাণী। লক্ষ্মণের বাহু-বল ভুরিশ বাখানি' ॥
'হে তাত, প্রতাপ তব প্রভাব তোমার। কে বা জানে কে বর্ণিবে হেন সাধ্য কার
কাজ কিছু অনুচিত, উচিত বা রহে। ভাল মন্দ বিচারিয়া কর', সবে কহে ॥
সহসা করিয়া কার্য্য অনুতাপ পরে। বেদে, বুধে নিন্দে তাহা, অজ্ঞানী আচরে ॥২॥
শুনি' দৈব-বাণী হ'ন সংশয়ী লক্ষ্মণ। রাম-সীতা সমাদরে তাঁর তরে ক'ন।
ওহে তাত ! তব নীতি অতীব সুন্দর। রাজ-মদ সব চেয়ে বড় ভয়ঙ্কর ॥৩॥
সাধু-সঙ্গ যেই জন কভু নাহি করে। রাজ-পদ লভিলে সে মত্ততাতে ভরে ॥
ভরতের তুল্য সাধু শুনহ লক্ষ্মণ। না শুনি ভুবন-মাঝে,—না দেখি কখন ॥৪॥

দোহা— ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-পদেও না হবে ভরতের রাজ্য-অহঙ্কার।
কাঞ্জিক কণার অম্ল-রসে কভু বিকারে কি ক্ষীর-পারাবার ? ২৩১॥

সারমর্ম্ম— লক্ষ্মণের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া জগৎ ভয়ে বিহ্বল হইল। তখন দৈববাণী হইল,—প্রিয় লক্ষ্মণ ! তোমার শক্তি ও প্রভাবের কথা কে অস্বীকার করে ? তবে 'উচিত-অনুচিত' বুঝিয়া কাজ করাই জ্ঞানীর পরিচয়, তাহা শুনিয়া লক্ষ্মণ সঙ্কোচ-বোধ করিলেন। তখন সীতা ও রাম বলিলেন,—যে কখনও সাধু-সেবা করে নাই, সেই রাজ-পদ পাইয়া মত্ত হয় কিন্তু ভরত যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব-পদও পান, তাহাতে তিনি মদমত্ত হইবেন না, অম্ল-জল-বিন্দুতে কি ক্ষীর-সমুদ্র অম্লতা প্রাপ্ত হয় ? ২৩১॥

চৌ—তিমিরু তরুন তরনিহি মকু গিলঈ। গগনু মগন মকু মেঘহি মিলঈ ॥
গোপদ জল বূড়হি ঘটজোনী। সহজ ছমা বরু ছাড়ৈ ছোনী ॥১॥
মসক ফূঁক মকু মেরু উড়াঈ। হোই ন নৃপমদু ভরতহি ভাঈ ॥
লখন তুম্হার সপথ পিতু আনা। সুচি সুবন্ধু নহিঁ ভরত সমানা ॥২॥
সগুনু খীরু অবগুন জলু তাতা। মিলই রচই পরপঞ্চু বিধাতা ॥
ভরতু হংস রবিবংস তড়াগা। জনমি কীন্হ গুন দোষ বিভাগা ॥৩॥

গহি গুন পয় তজি অবগুন বারী। নিজ জস জগত কীন্‌হি উজিআরী ॥
কহত ভরত গুন সীলু সুভাউ। পেম পয়োধি মগন রঘুরাউ ॥৪॥
দোহা— সুনি রঘুবর বানী বিবুধ দেখি ভরত পর হেতু।
সকল সরাহত রাম সো প্রভু কো কৃপানিকেতু ॥২৩২॥

বাংলা অর্থ—তরনিহি—সূর্য্যকে ; মকু—যদি ; বুড়হিঁ—ডুবাইয়া দেয় ; ছমা—ক্ষমা ; ছোনী—ক্ষোণি, পৃথিবী ; বিবুধ—দেবতা ; বরু—বরং ; (দো —২৩২)

চৌ—অন্ধকার গ্রাসে যদি তরুণ তপনে। মেঘের মিলন যদি সহিত গগনে,
গোষ্পদ ডুবায় যদি অগস্ত্য মুনিরে, স্বাভাবিক ক্ষমা যদি ত্যজে পৃথিবীরে—১॥
তবু দিব্য লই দিয়ে পিতার দোহাই,— ভরত-সমান শুচি ভ্রাতা বিশ্বে নাই ॥
বরং উড়াবে মেরু মশক ফুৎকারে। ভরতেরে রাজ্য-মদ গ্রাসিবারে নারে ॥২॥
গুণ-যুত ক্ষীর-মাঝে দোষ-বারি দিয়া। প্রপঞ্চ রচেন বিধি দু'য়ে মিলাইয়া ॥
রবি-কুল-সরোবরে ভরত মরাল। জনমি' পৃথক্ করে গুণ-দোষ-জাল ॥৩॥
গুণ-দুগ্ধ লইবে সে ত্যজি' দোষ-জল। নিজ-যশে সারা বিশ্ব করিবে উজল।
কহিতে ভরত-গুণ-শীল-আচরণ। পীরিতি সাগরে রাম হ'লেন মগন। ॥
দোহা— ভরতের 'পরে রামের পীরিতি বুঝিলেন যবে দেবগণ।
প্রশংসিয়া রামে ক'ন,—কোন্ প্রভু রাম-সম কৃপা-নিকেতন ? ২৩২

সারমর্ম—শ্রীরাম বলিতে লাগিলেন,—হে লক্ষ্মণ! সূর্য্যকে যদি অন্ধকার গ্রাস করে, মশকের ফুৎকারে যদি গিরি উড়িয়া যায়, তাহা বরং সম্ভব কিন্তু পবিত্র ভরতের কখনও রাজ্য-মদে অহঙ্কার হইবে না। ভরতের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে রঘুরাজ প্রেম-সমুদ্রে মগ্ন হইলেন। দেবতাগণ ভরতের প্রতি রামের প্রেম দেখিয়া রামকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন ।২৩ ।

চৌ—জৌঁ ন হোত জগ জনম ভরত কো। সকল ধরম ধুর ধরনি ধরত কো ॥
কবি কুল অগম ভরত গুন গাথা। কো জানই তুম্ বিনু রঘুনাথা ।১॥
লখন রাম সিয় সুনি সুর বানী। অতি সুখু লহেউ ন জাই বখানী ॥
ইহাঁ ভরতু সব সহিত সহাএ। মন্দাকিনীঁ পুনীত নহাএ ॥২॥
সরিত সমীপ রাখি সব লোগা। মাগি মাতু গুর সচিব নিয়োগা ॥
চলে ভরতু জহঁ সিয় রঘুরাঈ। সাথ নিষাদনাথু লঘু ভাঈ ॥৩॥
সমুঝি মাতু করতব সকুচাহীঁ। করত কুতরক কোটি মন মাহীঁ ॥
রামু লখনু সিয় সুনি মম নাউঁ। উঠি জনি অনত জাহিঁ তজি ঠাউঁ ।৪॥
দোহা— মাতু মতে মহুঁ মানি মোহি জো কছু করহিঁ সো থোর।
অঘ অবগুন ছমি আদরহিঁ সমুঝি আপনী ওর ॥২৩৩॥

বাংলা অর্থ—ধুর—ভার ; নিয়োগ—আদেশ ; নাউঁ—নাম অনত—অন্যত্র ;

ঠাউঁ—স্থান ; **মতে মছঁ**—মতানুসারে ; **আপনী ওর**—আপন দৃষ্টিভঙ্গি ; **খোর—অল্প** ;
অঘ—পাপ ; **অবগুণ**—অপগুণ ; (দো—২৩৩)

চৌ—ধরাতে ভরত-জন্ম যদি না ঘটিত। সকল ধরম-ভার কে তবে বহিত ?
ভরতের গুণ-গাথা কবির অগম। তুমি বিনা কেবা বুঝে তাহার মরম ? ১॥
লক্ষ্মণ ও রাম-সীতা শুনি' সুর-বাণী, অতি সুখ লভিলেন না যায় বাখানি ॥
এদিকে ভরত তবে সহ নিজ জন। পূত মন্দাকিনী-স্নান করি' সমাপন,— ২॥
তটিনী-সমীপে রাখি' সব দল বল, মাতৃ-গুরু-মন্ত্রি-আজ্ঞা লইয়া কেবল,
সীতা-রাম-সকাশেতে করেন গমন। গুহকে শত্রুঘ্নে তথা নিজ সাথে ল'ন ॥৩॥
ভরতে সঙ্কোচ জাগে মাতৃকার্য্য স্মরি'। অসংখ্য কুতর্কে তা'র মন গেল ভরি'—
সীতা ও লক্ষ্মণ, রাম শুনি' মম নাম। স্থান ত্যজি' স্থানান্তরে পাছে বুঝি যা'ন ।৪॥

দোহা— মাতৃ-মতানুগ মানি' তবু মোরে শাস্তি অল্প করিয়া বিহিত,
পাপ ও অগুণ ক্ষমি' নিজগুণে করিবেন আদরে তোষিত।২৩৩॥

সারমর্ম্ম—দেবগণ বলিলেন,—ভরতের যদি সংসারে জন্ম না হইত, তবে পৃথিবীতে সম্পূর্ণ ধর্ম্মের ভার কে ধারণ করিত? হে রঘুনন্দন! তুমি ভিন্ন ভরতের গুণ বর্ণনা করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। তাঁহারা দৈব-বাণী শুনিয়া অবর্ণনীয় সুখ অনুভব করিলেন। এদিকে ভরত মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া মাতা, গুরু ও মন্ত্রীর অনুমতিতে নদীতীরে সকলকে রাখিয়া নিষাদ-পতি সহ রঘুরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন ।২৩৩॥

চৌ—জৌঁ পরিহরহিঁ মলিন মনু জানী। জৌঁ সনমানহিঁ সেবকু মানী ॥
মোরেঁ সরন রামহি কী পনহী। রাম সুস্বামি দোসু সব জনহী ॥১॥
জগ জস ভাজন চাতক মীনা। নেম পেম নিজ নিপুন নবীনা ॥
অস মন গুনত চলে মগ জাতা। সকুচ সনেহঁ সিথিল সব গাতা ॥২॥
ফেরতি মনহুঁ মাতু কৃত খোরী। চলত ভগতি বল ধীরজ ধোরী ॥
জব সমুঝত রঘুনাথ সুভাউ। তব পথ পরত উতাইল পাউ ॥৩॥
ভরত দসা তেহি অবসর কৈসী। জল প্রবাহঁ জল অলি গতি জৈসী ॥
দেখি ভরত কর সোচু সনেহূ। ভা নিষাদ তেহি সময়ঁ বিদেহূ ॥৪॥

দোহা— লগে হোন মঙ্গল সগুন সুনি গুনি কহত নিষাদু।
মিটিহি সোচু হোইহি হরষু পুনি পরিনাম বিষাদু ॥২৩৪॥

বাংলা অর্থ—**সনমানহিঁ**—সম্মান করে ; **পনহীঁ**—পরিধানের জুতা ; **জনহী**—দীনের ; **গুনত**—গণিয়া, বিবেচনা করিয়া ; **মনহুঁ**—মানিয়া লও ; **ফেরতি**—ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল ; **উতাইল**—তাড়াতাড়ি ; **জল অলি**—জলের ঘূর্ণাবর্ত্ত ; **হোন লগে**—হইতে লাগিল ; **গুনি**—বিচার করিয়া ; **ধোরী**—ধুর, বোঝা ; (দো—২৩৪)

চৌ—যদি মোরে ত্যজিবেন তুষ্ট মন জানি'। অথবা সম্মান দেন নিজ ভৃত্য মানি'॥
রামের পাদুকা শুধু শরণ আমার। রাম প্রভু, আমি দাস লব দোষ-ভার ॥১॥
ধরাতে যশের ভাগী চাতক ও মীন। প্রেম-নীতি দোঁহা রাখে নিপুণ নবীন॥
মনে মনে হেন চিন্তি' চলি' মার্গ' পরে। সঙ্কোচে প্রেমেতে গাত্রে শিথিলতা ভরে ॥২
মাতৃকৃত-পাপ মনে স্মরি' চলিলেন। ভকতি-ধীরতা মনে মনে পুষিলেন॥
রাঘব-স্বভাব মনে বুঝেন যখন। করেন উতলা হ'য়ে চরণ-ক্ষেপণ ॥৩॥
ভরতের দশা হ'ল কেমন তখন। জলের প্রবাহে জল-কীটের যেমন॥
হেরি' তদা ভরতের শোক ও পীরিতি। ঘটি' গেল নিষাদের শরীর-বিস্মৃতি ॥৪॥
দোহা— হইতে লাগিল শুভচিহ্ন সব শুনি' কহে গণিয়া নিষাদ।
শোক মিটে যাবে লভিবে হরষ পরিণামে কিন্তু যে বিষাদ ॥২৩৪॥

সারমর্ম—ভরত পথে চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন,—প্রভু আমাকে মাতার অনুবর্ত্তী বলিয়া ত্যাগ করেন, অথবা সেবক বলিয়া সম্মান দেন, যাহাই করুন রামের পাদুকার শরণাপন্ন হইলাম। মাতার দুষ্কার্য্য মনকে আলোড়ন করিতেছিল, কিন্তু ভরত ভক্তিবলে ধৈর্য্য ধরিয়া রঘুনাথের স্বভাবের কথা স্মরণ করিয়া উদ্বেগ-ভরে চলিতেছিলেন। ভরতের চিন্তাধারা ও ভক্তির আতিশয্য দেখিয়া নিষাদ বলিলেন,—আপনার আশঙ্কা দূর হইবে এবং আনন্দজনক পরিবেশ হইবে, কিন্তু পরিণামে আপনার বিষাদ হইবে, তাহা লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতেছি।২৩৪॥

চৌ—সেবক বচন সত্য সব জানে। আশ্রম নিকট জাই নিঅরানে॥
ভরত দীখ বন সৈল সমাজূ। মুদিত ছুধিত জনু পাই সুনাজূ।১॥
ঈতি ভীতি জনু প্রজা দুখারী। ত্রিবিধ তাপ পীড়িত গ্রহ মারী॥
জাই সুরাজ সুদেস সুখারী। হোহিঁ ভরত গতি তেহি অনুহারী॥২॥
রাম বাস বন সম্পতি ভ্রাজা। সুখী প্রজা জনু পাই সুরাজা॥
সচিব বিরাগু বিবেকু নরেসূ। বিপিন সুহাবন পাবন দেসূ॥৩॥
ভট জম নিয়ম সৈল রজধানী। সান্তি সুমতি সুচি সুন্দর রানী॥
সকল অঙ্গ সম্পন্ন সুরাউ। রাম চরন আশ্রিত চিত চাউ॥৪॥
দোহা— জীতি মোহ মহিপালু দল সহিত বিবেক ভুআলু।
করত অকণ্টক রাজু পুরঁ সুখ সম্পদা সুকালু॥২৩৫॥

বাংলা অর্থ—**নিঅরানে**—নিকটবর্ত্তী হইল; **সুনাজূ**—সুভোজন; **ঈতি**—বিপদ; **গ্রহ**—ক্রূর গ্রহ; **মারী**—মহামারী; **সুরাজ**—সুন্দর রাজ্য; **ভ্রাজা**—শোভিত হইল; **জম**—যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ); **ভট**—সেনা; **নিয়ম**—(শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান); **সুরাউ**—শ্রেষ্ঠ রাজা; **চাউ**—আনন্দ বা উৎসাহ; **রাজ্যাঙ্গ**—(স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, সেনা) **জীতি**—জয় করিয়া; **সান্তি**—শান্তি; **ভুআলু**—ভূপাল, রাজা; (দো—২৩৫)

চৌ—ভরত সেবক-বাক্য সত্য মানি' নিলা। আশ্রম-সমীপে নিজে গিয়া পঁহুছিলা
ভরত হেরিলা যত পর্ব্বত-কানন। তাহে হৃষ্ট যেন কেহ লভে সুভোজন ॥১॥
বিপদের ভয়ে যথা প্রজা প্রপীড়িত। ত্রিতাপ-গ্রাসিত তথা মারী-ভয়-ভীত ॥
সুদেশে সুরাজ্যে গিয়া সুখী মনে করে। ভরতের দশা যেন তাহা অনুসরে ॥২॥
রাম-বাসে বনস্পতি হ'য়েছে শোভিত। সুরাজা লভিয়া যেন প্রজা প্রমুদিত ॥
বৈরাগ্য সচিব তথা বিবেক নরেশ। কানন হ'য়েছে যেন সুপাবন দেশ ॥৩॥
†যম ও *নিয়ম সেনা শৈল রাজধানী। শান্তি ও সুমতি শুচি অনুপমা রাণী ॥
সুরাজার রাজ্য-অঙ্গ হ'য়েছে শোভিত। রাম-পদাশ্রয় চাহে চিত্ত আনন্দিত ॥৪॥

দোহা— দল বল সহ মোহ মহীপালে করিয়াছে জয় বিবেক-ভূপাল।
অকণ্টক রাজ্য ক'রেছে স্থাপন, সুখে ভরপুর, এসেছে সুকা ল ॥২৩

সারমর্ম্ম—ভরত নিষাদের কথা সত্য মানিয়া আশ্রমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হইয়াছিল। রামের বাসের জন্য বনের সম্পদ দেখিয়া মনে হইল, যেন বিবেক রাজা, বৈরাগ্য মন্ত্রী, সুন্দর বন যেন পবিত্র দেশ, পর্ব্বত যেন রাজধানী, শান্তি ও সুমতি যেন রাণী, এই সকল রাজ্যাঙ্গসম্পন্ন সুন্দর রাজা সেই রাম-চরণাশ্রিত হইয়া সন্তুষ্ট আছে জ্ঞান-রূপী রাজা যেন মোহ-রূপ অন্য সকল রাজাকে জয় করিয়া নিরাপদে রাজত্ব করিতেছে ।২৩৫॥

চৌ—বন প্রদেস মুনিবাস ঘনেরে। জনু পুর নগর গাউঁ গন খেরে ॥
বিপুল বিচিত্র বিহগ মৃগ নানা। প্রজা সমাজু ন জাই বখানা ॥১॥
খগহা করি হরি বাঘ বরাহা। দেখি মহিষ বৃষ সাজু সরাহা ॥
বয়রু বিহাই চরহিঁ এক সঙ্গা। জহঁ তহঁ মনহুঁ সেন চতুরঙ্গা ॥২॥
ঝরনা ঝরহিঁ মত্ত গজ গাজহিঁ। মনহুঁ নিসান বিবিধি বিধি বাজহিঁ ॥
চক চকোর চাতক সুক পিক গন। কূজত মঞ্জু মরাল মুদিত মন ॥৩॥
অলিগন গাবত নাচত মোরা। জনু সুরাজ মঙ্গল চহু ওরা ॥
বেলি বিটপ তৃন সফল সফুলা। সব সমাজু মুদ মঙ্গল মূলা ॥৪॥

দোহা— রাম সৈল সোভা নিরখি ভরত হৃদয়ঁ অতি পেমু।
তাপস তপ ফলু পাই জিমি সুখী সিরানে নেমু ॥২৩৬॥

বাংলা অর্থ—ঘনেরে—ঘন-সন্নিবিষ্ট আছে ;জনু—যেন ; খেরে—ক্ষুদ্র গ্রাম ; খগহা—গণ্ডার ; হরি—সিংহ; বয়রু—বৈরতা ; চতুরঙ্গ—অশ্বারোহী, পদাতিক, গজারোহী, রথারোহী ; গাজহি—গর্জ্জন করিতেছে ; চহুওরা—চারিদিকে ; বেল—বল্লী ; সিরানে—শেষ হইলে ; করি—করী, হস্তী ; (দোহা—২৩৬)

†যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ।
*নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরচিন্তা।

চৌ—বন-দেশে স্থিত যত মুনিগণ ধাম। তা'রা যেন ছোট বড় পুর তথা গ্রাম ॥
বিচিত্র বিহঙ্গ বহু তথা পশুগণ। প্রজার সমাজ রচে না যায় বর্ণন ॥১॥
শশক ও সিংহ, হস্তী, বাঘ ও শূকরে। মহিষে ও বৃষে মিলি' ভাল সাজ ধরে ॥
বৈর তেয়াগিয়া সবে একসাথে চরে। চতুরঙ্গ সেনা যেন সর্ব্বত্র বিহরে ॥২॥
ঝর্ণা 'পরে মত্ত গজ করিছে গর্জ্জন। মনে হয় তাহে যেন দামামা-নিঃস্বন ॥
চকোর, চাতক, শুক তথা পিকগণ। মধুর কূজিছে হংসগণ হৃষ্ট মন ॥৩॥
ময়ূরে নর্ত্তন করে, অলি গায় গান। শুভ রাজ্য চারিভিতে যেন বিদ্যমান ॥
বল্লী, তৃণ, মহীরুহ সকল সফুল। সকল সমাজ হর্ষ মঙ্গলের মূল ॥৪॥

দোহা— রাম-শৈল-শোভা ভরত হেরিলা প্রেমে তাঁ'র হৃদয় ভরিলা ॥
ব্রত উদ্‌যাপিয়া সুখী হ'য়ে যেন তপস্যার ফল তাপস লভিলা ॥২৩৬॥

সারমর্ম্ম—সেখানকার মুনিগণের আশ্রমগুলি যেন নগর, বিচিত্র পশু-পক্ষী যেন প্রজাদল, হস্তী, সিংহাদি পশু পরস্পর শত্রুতা ভুলিয়া একত্রে বিচরণ করিতেছে। মনে হয় যেন উহারা চতুরঙ্গ সেনা। ঝর্ণা ও মত্ত গজের গর্জ্জন দুন্দুভির ন্যায় ধ্বনিত হইতেছে, যেন চারিদিকে মঙ্গলময় সুন্দর রাজত্ব বসিয়াছে। রাম-শৈলে চিত্রকূটের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভরতের ভক্তি দৃঢ়তম হইল। তিনি আনন্দে বিভোর হইলেন ॥২৩৬॥

মাসপারায়ণ বিংশ বিশ্রাম

সমাপিয়া বিশ দিন মাসপারায়ণে। নমিছে এ দীন ভক্ত শ্রীরাম-চরণে ॥

চৌ—তব কেবট উঁচেঁ চঢ়ি ধাঈ। কহেউ ভরত সন ভুজা উঠাঈ ॥
নাথ দেখিঅহিঁ বিটপ বিসালা। পাকরি জম্বু রসাল তমালা ॥১॥
জিন্হ তরুবরন্হ মধ্য বটু সোহা। মঞ্জু বিসাল দেখি মনু মোহা ॥
নীল সঘন পল্লব ফল লালা। অবিরল ছাঁহ সুখদ সব কালা ॥২॥
মানহুঁ তিমির অরুনময় রাসী। বিরচী বিধি সঁকেলি সুষমা সী।
এ তরু সরিত সমীপ গোসাঁঈ। রঘুবর পরনকুটী জহঁ ছাঈ ॥৩॥
তুলসী তরুবর বিবিধ সুহাএ। কহুঁ কহুঁ সিয়ঁ কহুঁ লখন লগাএ ॥
বট ছায়াঁ বেদিকা বনাঈ। সিয়ঁ নিজ পানি সরোজ সুহাঈ ॥৪॥

দোহা— জহাঁ বৈঠি মুনিগন সহিত নিত সিয় রামু সুজান।
সুনহিঁ কথা ইতিহাস সব আগম নিগম পুরান ॥২৩৭॥

বাংলা অর্থ—**পাকরি**—পাকুড় বৃক্ষ; **ধাঈ**—ধাইল; **রসাল**—আম্র বৃক্ষ; **বটু**—বট বৃক্ষ; **মোহা**—মুগ্ধ হইল; **সঘন**—ঘন-সন্নিবিষ্ট; **লালা**—রক্তবর্ণ; **সকেলি**—সঙ্কলন বা সংগ্রহ করিয়া; **ছাঈ**—ছাইয়াছেন বা পত্রাচ্ছাদিত করিয়াছেন; **সুজান**—সুজ্ঞানী; **সুষমা**—সৌন্দর্য্য; **অরুনময়**—রক্তিমাময়; **এ তরু**—এই বৃক্ষ; (দোহা—২৩৭)

চৌ—তখন নিষাদ নিজে উপরে উঠিল। উর্দ্ধে দুটি হাত তু'ল'ভরতে কহিল॥
হে নাথ ! দেখুন দূরে বিটপ বিশাল। পাকুড় ও জম্বু বৃক্ষ, রসাল, তমাল॥১॥
তরুবরগণ-মাঝে শোভে তরু বট। চারু ও বিশাল হেন মোহে চিত্ত-পট॥
ঘন-শ্যাম কিসলয় লাল ফুল ধরে। সুখদ বহুল ছায়া সদা দান করে॥২॥
কৃষ্ণ রক্ত বর্ণে মিলি' সুষমা রচিয়া। বিধি বিরচিলা শোভা অপূর্ব্ব করিয়া॥
তটিনীর কুলে এই বট-তরু-তলে। রঘুবর-পর্ণকুটী র'য়েছে বিরলে॥৩॥
বিবিধ তুলসী তরু মানস-মোহন। কোথা বা জানকী, কোথা রোপিলা লক্ষ্মণ ?
বটচ্ছায়ে বেদী এক র'য়েছে শোভিত। সীতা চারু কর-পদ্মে করেছে রচিত॥৪॥

দোহা যেথা নিত্য বসি' মুনিগণ-সহ সীতা-রাম সহিত সুজন॥
আগম-নিগম-পুরাণ-কাহিনী-ইতিহাস করেন শ্রবণ॥২৩৭॥

সারমর্ম্ম—নিষাদ হাত তুলিয়া ভরতকে রামের কুটীর দেখাইতে উদ্যত হইয়া বলিলেন,—ঐ সুন্দর বিশাল বটগাছ শোভা পাইতেছে, ঐ বটগাছের নীচে রঘুবর পর্ণ-কুটীর বাঁধিয়াছেন, সেখানে সীতা ও লক্ষ্মণের রোপিত তুলসী-গাছগুলি সুন্দর শোভা ধরিয়াছে। সীতা স্বহস্তে সেই বটগাছের নীচে মনোহর বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় মুনিগণের সহিত শ্রীরাম বেদ-পুরাণাদি শুনিয়া থাকেন।২৩৭॥

চৌ—সখা বচন সুনি বিটপ নিহারী। উমগে ভরত বিলোচন বারী॥
করত প্রনাম চলে দোউ ভাঈ। কহত প্রীতি সারদ সকুচাঈ॥১॥
হরষহিঁ নিরখি রাম পদ অঙ্কা। মানহুঁ পারসু পায়উ রঙ্কা॥
রজ সির ধরি হিয় নয়নন্হি লাবহিঁ। রঘুবর মিলন সরিস সুখ পাবহিঁ॥২॥
দেখি ভরত গতি অকথ অতীবা। প্রেম মগন মৃগ খগ জড় জীবা॥
সখহি সনেহ বিবস মগ ভুলা। কহি সুপন্থ সুর বরষহিঁ ফূলা॥৩॥
নিরখি সিদ্ধ সাধক অনুরাগে। সহজ সনেহু সরাহন লাগে॥
হোত ন ভূতল ভাউ ভরত কো। অচর সচর চর অচর করত কো॥৪॥

দোহা— পেম অমিঅ মন্দরু বিরহু ভরতু পয়োধি গঁভীর।
মথি প্রগটেউ সুর সাধু হিত কৃপাসিন্ধু রঘুবীর॥২৩৮॥

বাংলা অর্থ—উমগে—উথলিত হইল ; **সারদ**—সরস্বতী ; **সকুচাই**—সঙ্কোচিত হ'ন ; **পারসু**—স্পর্শমণি ; **লাবহিঁ**—লইলেন, স্পর্শ করাইলেন ; **সরাহন লাগে**—প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; **মথি**—মথিত করিয়া ; **প্রগটেউ**—উত্থিত হইল ; (দো—২৩৮)

চৌ—সখার বচন শুনি' বিটপ নেহারি'। ভরত-লোচনে তদা উথলিল বারি॥
প্রণাম করিয়া চলে ভাই দুই জনা। সে'প্রীতি বর্ণিতে বাণী সঙ্কুচিত-মনা॥১॥
রামের পদাঙ্ক হেরি' হেন হরষিল। পরশ-পাথর যেন দরিদ্র লভিল॥
পদ-রজ ধরি' শিরে, হৃদয়ে, আঁখিতে। রাঘব-মিলন-সুখ লাগেন ভুঞ্জিতে॥২॥

ভরতের ভাব হেরি' অবর্ণ্য অতীব। প্রেমেতে মগন মৃগ-খগ-জড়-জীব ॥
সখাও বিবশ স্নেহে পথ বিস্মরিলা। সুপথ কহিয়া সুরে পুষ্প বরষিলা ॥৩॥
সিদ্ধ ও সাধক হেরি' ভয়ে অনুরাগে। সহজ পীরিতি তাঁর প্রশংসিতে লাগে ॥
ভরত জনম যদি বিশ্বে না হইত। চরাচরে হেন প্রেম কে আর বর্ষিত ? ৪॥
দোহা— প্রেমে সুধা জানো বিরহে মন্দর ভরতে গভীর পারাবার।
সুর-সাধু-হিতে মথিছেন রাম কৃপাসিন্ধু সে সিন্ধু অপার ॥২৩৮॥

সারমর্ম—নিষাদের কথা শুনিয়া ও বট-বৃক্ষ স্বচক্ষে দেখিয়া ভরত অশ্রু-নীরে আপ্লুত হইলেন। তাঁহাদের সেই অবর্ণনীয় প্রেম বর্ণনা করিতে বীণাপাণিও পরাস্ত হ'ন। শ্রীরামের পদচিহ্ন দেখিয়া দরিদ্রের স্পর্শমণি প্রাপ্তির ন্যায় ভরত আনন্দিত হইলেন, এবং সেই ধূলি মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাম-মিলনের সুখানুভব করিলেন। ভরতের সেই পুলক-মূর্ত্তি দর্শনে পশুপক্ষীও প্রেমে মুগ্ধ হইল। নিষাদ প্রেমে মগ্ন হইয়া পথ ভুলিলেন। তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া পথ দেখাইলেন। সিদ্ধগণ ভরতের ভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেখানে রঘুনাথের বিরহ মন্দর-পর্ব্বত হইল, ভরত হইলেন যেন সমুদ্র, ঐ সমুদ্র মন্থনে সাধু ও দেবতার হিতের জন্য রাঘব-প্রেম-রূপ অমৃত উৎপন্ন হইল ২৩৮॥

চৌ—সখা সমেত মনোহর জোটা। লখেউ ন লখন সঘন বন ওটা ॥
ভরত দীখ প্রভু আশ্রমু পাবন। সকল সুমঙ্গল সদনু সুহাবন ॥১॥
করত প্রবেস মিটে দুখ দাবা। জনু জোগীঁ পরমারথু পাবা ?
দেখে ভরত লখন প্রভু আগে। পূঁছে বচন কহত অনুরাগে ॥২॥
সীস জটা কটি মুনি পট বাঁধেঁ। তুন কসেঁ কর সরু ধনু কাঁধেঁ ॥
বেদী পর মুনি সাধু সমাজূ। সীয় সহিত রাজত রঘুরাজূ ॥৩॥
বলকল বসন জটিল তনু স্যামা। জনু মুনিবেষ কীন্হ রতি কামা ॥
কর কমলনি ধনু সায়কু ফেরত। জিয় কী জরনি হরত হঁসি হেরত ॥৪॥
দোহা— লসত মঞ্জু মুনি মণ্ডলি মধ্য সীয় রঘুচন্দু।
গ্যান সভাঁ জনু তনু ধরেঁ ভগতি সচ্চিদানন্দু ॥২৩৯॥

বাংলা অর্থ—**জোটা**—জুড়ি, দুইজন ; **ওটা**—আবরণ ; **দাবা**—দাবানল ; **মুনি পট**—মুনিগণের যোগ্য বস্ত্র (বল্কল) ; **কসেঁ**—বদ্ধ ; **সরু**—শর ; **জটিল**—জটাধারী ; **ফেরত** ফিরিতেছে (সঙ্গে আছে) ; **জরনি**—জ্বালা ; **হরত**—দূর হয় ; **লসত**—শোভা পাইলেন ; **হঁসি হেরত**—উপহাসের সহিত দেখিলেও ; (দো—২৩৯)

চৌ—সখা-সহ মনোহর এ' হেন যুগ্মেরে। ঘন-বনাশ্রম হ'তে লক্ষ্মণ না হেরে ॥
ভরত হেরিলা পূত প্রভু-নিকেতন। মনোহর তথা সর্ব্ব-মঙ্গল-সদন ॥১॥
প্রবেশের কালে মিটে দুখ-দাবানল। যোগী যেন লভিতেছে পরমার্থ-ফল ॥
রাম-পার্শ্বে হেরিলেন ভরত লক্ষ্মণে। [illegible] ॥২॥

শিরে জটা, কটি 'পরে মুনি-বস্ত্র-ধর। তূণ-বদ্ধ করে, শর, ধনু স্কন্ধ 'পর ॥
বেদী 'পরে রহে মুনি সাধুর সমাজ। সীতা-সহ শোভিছেন রাম রঘুরাজ ॥৩॥
পরণে বল্কল, শিরে জটা, কায় শ্যাম। সীতা-রাম মুনি-বেশে যেন রতি-কাম ॥
কর-পদ্মে শোভা পায় ধনু তথা বাণ। দিব্য হাসি করে হিয়া-জ্বালা-অবসান ॥৪॥

দোহা— মুনিগণ-মাঝে সীতা-রাম-স্থিতি ধরে হেন শোভা মনোহর।
জ্ঞান-সভা-মাঝে ভকতি-আনন্দ শোভে যেন হ'য়ে তনুধর ॥২৩৯॥

সারমর্ম্ম—নিষাদ-সহ ভরত মঙ্গলাস্পদ, পবিত্রময় প্রভুর সুন্দর আশ্রম দেখিলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পরমার্থ-লাভকারী যোগীর ন্যায় ভরতের দুঃখরূপ দাবানল চির-নিবৃত্ত হইল। তিনি জিজ্ঞাসু লক্ষ্মণকে, জটা, বল্কল, তূণীর ও ধনুর্ব্বাণ-সম্বলিত সপ্রেম-প্রত্যুত্তর-দানকারী রামকে এবং মুনি-বেষ্টিত সীতাকে দেখিলেন। সেই আলোচনা-সভাতে ভক্তি ও সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি সীতা ও রাম উপস্থিত ছিলেন।২৩৯॥

চৌ—সানুজ সখা সমেত মগন মন। বিসরে হরষ সোক সুখ দুখ গন ॥
পাহি নাথ কহি পাহি গোসাঈ। ভূতল পরে লকুট কী নাঈ ॥১॥
বচন সপেম লখন পহিচানে। করত প্রনামু ভরত জিয়ঁ জানে ॥
বন্ধু সনেহ সরস এহি ওরা। উত সাহিব সেবা বস জোরা ॥২॥
মিলি ন জাই নহিঁ গুদরত বনঈ। সুকবি লখন মন কী গতি ভনঈ ॥৩॥
রহে রাখি সেবা পর ভারূ। চঢ়ী চঙ্গ জনু খৈঁচ খেলারূ ॥৩॥
কহত সপ্রেম নাই মহি মাথা। ভরত প্রনাম করত রঘুনাথা ॥
উঠে রামু সুনি পেম অধীরা। কহুঁ পট কহুঁ নিষঙ্গ ধনু তীরা ॥৪॥

দোহা— বরবস লিএ উঠাই উর লাএ কৃপানিধান।
ভরত রাম কী মিলনি লখি বিসরে সবহি অপান ॥২৪০॥

বাংলা অর্থ—বিসরে—বিস্মরিলেন, ভুলিলেন ; পাহি—রক্ষা করুন ; লকুট—দণ্ড ; নাঈ—তুল্য ; এহি ওরা—এদিকে; উত—অপর দিকে ; গুদরত বনাই—উপেক্ষা করা ; ভনঈ—বলিবেন ; চঙ্গ—ঘুঁড়ি ; খৈঁচ—আকর্ষণ করিতেছে ; খেলারূ—খেলোয়ার ; নাই—নত করিয়া ; বরবস—জবরদস্ত, জোর করিয়া ; অপান—আপনাকে (দো'—২৪০)

চৌ—সানুজ সখার সহ ভরত-মানস। বিস্মরিল সুখ, দুঃখ, শোক ও হরষ ॥
রক্ষ রক্ষ প্রভো ! মোরে, বজ্র-কণ্ঠে ক'ন। পাদ-মূলে যষ্টি-সম ভূমিতলে র'ন ॥১॥
সপ্রেম বচনে সব লক্ষ্মণ জানেন। নমেন ভরত ইহা হৃদয়ে বুঝেন ॥
এক দিকে ভ্রাতৃ-স্নেহ অপার সরস। অন্যতঃ সেবার হেতু প্রভু-পরবশ ॥২॥
মিলিতে না পারে তবু নারে উপেক্ষিতে। সুকবি লক্ষ্মণ-দশা পারে কি বর্ণিতে ?
সেবাতে নিযুক্ত রাখে বটে আপনারে। খেলোয়াড় টানে যেন উড়ন্ত ঘুড়িরে ॥৩॥
সপ্রেমে লক্ষ্মণ ক'ন ভূমি 'পরে নত। আপনারে •মিছেন রাঘব ! ভরত ॥
উঠি' রাম তাহা শুনি' প্রেমেতে অধীর। কোথা বস্ত্র তূণীর বা কোথা ধনু-তীর ? ৪॥

দোহা— সবলে উঠা'য়ে হিয়া-মাঝে তা'রে কৃপালু করেন আলিঙ্গন।
ভরত-রামের প্রীতি হেরি' হ'ল সবাকার আত্ম-বিস্মরণ ॥২৪০॥

সারমর্ম্ম—শত্রুঘ্ন, নিষাদ ও ভরত শ্রীরামের শ্রীচরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। হর্ষ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া—'হে নাথ! রক্ষা কর', 'প্রভু! রক্ষা কর'—বলিতে বলিতে শ্রীরামের চরণের অনতিদূরে যষ্টির ন্যায় পতিত হইলেন। ভরতের সেই প্রেম-পূর্ণ বাণী শুনিয়া লক্ষ্মণ বুঝিলেন, ভরত প্রণাম করিতেছে। রাম-সেবাতে নিযুক্ত লক্ষ্মণের মন তখন রামের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তখন প্রেম-ভরে লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন, ভরত আপনাকে প্রণাম করিতেছেন। তাহা শুনিয়া কৃপাসিন্ধু রাম সস্নেহে ভরতকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ।২৪০॥

চৌ—মিলনি প্রীতি কিমি জাই বখানী। কবিকুল অগম করম মন বানী।
পরম পেম পূরন দোউ ভাঈ। মন বুধি চিত অহমিতি বিসরাঈ ॥১॥
কহহু সুপেম প্রগট কো করঈ। কেহি ছায়া কবি মতি অনুসরঈ॥
কবিহি অরথ আখর বলু সাঁচা। অনুহরি তাল গতিহি নটু নাচা।২॥
অগম সনেহ ভরত রঘুবর কো। জহঁ ন জাই মনু বিধি হরি হর কো॥
সো মৈঁ কুমতি কহোঁ কেহি ভাঁতী। বাজ সুরাগ কি গাঁডর তাঁতী ॥৩॥
মিলনি বিলোকি ভরত রঘুবর কী। সুরগন সময় ধকধকী ধরকী॥
সমুঝায়ে সুরগুরু জড় জাগে। বরষি প্রসূন প্রসংসন লগে।৪॥

দোহা— মিলি সপেম রিপুসূদনহি কেবটু ভেঁটেউ রাম।
ভুরি ভায়ঁ ভেঁটে ভরত লছিমন করত প্রনাম ।২৪১॥

বাংলা অর্থ—**অগম**—অগম্য; **অহমিতি**—অহঙ্কার; **অরথ**—অর্থ; **সাঁচা**—সত্য; **অনুহরি**—অনুসরণ করিয়া; **গাঁওর তাঁতী**—গাওরের তন্তে; **বাজ**—বাজিবে; **ধকধকী**—হৃদ্‌কম্প হইল; **ধরকী**—হৃদয়ের; **জড়**—মূর্খ; **জাগে**—সজাগ হইয়াছে; **ভুরি ভায়ঁ**—প্রেমপূর্ণ ভাবে; (দো—২৪১)

চৌ—মিলনের প্রীতি কেবা বল বাখানিবে? কর্ম্ম-মন বাক্যে কবি তাহা না পারিবে
পরম প্রেমেতে পূর্ণ দু'ভাই হইলা। অহঙ্কার-মনোবুদ্ধি আত্মা বিস্মরিলা ॥১॥
সুপ্রেম-বর্ণনা বল কোন্ কবি করে। কবি-মতি ছায়া মাত্র শুধু অনুসরে॥
অর্থ ও অক্ষর-বলে কবি বল ধরে। তাল অনুসরি' যথা নট নৃত্য করে ॥২॥
ভরত ও রাম-প্রীতি কহা নাহি যায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মন না যায় যেথায়॥
অন্ধ মতি কেমনে বা সে প্রীতি বর্ণিবে। ঘাসের তন্তুতে কি গো সুরাগ ধ্বনিবে? ৩
নিরখিয়া রঘুবর-ভরত-মিলন। ভয়ে ভীত দেবগণ হৃদয়ে কম্পন॥
সুর-গুরু বুঝাইলা মূঢ়েরা বুঝিল। পুষ্প বরষিয়া সবে উচ্চ প্রশংসিল ॥৪॥

দোহা— মিলি' প্রেম-ভরে শত্রুঘ্ন সহিত গুহক করেন আলিঙ্গন।
অতি প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করি' প্রণমিলা ভরতে লক্ষ্মণ ॥২৪১॥

সারমর্ম—রাম ও ভরতের সেই মধুর মিলন এবং প্রেমের উৎস অবর্ণনীয়। ইহা কবির মনের ও বাক্যের অগোচর। দুই জনই প্রেমাতিশয্যে মগ্ন হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার ভুলিলেন। এই প্রেম বর্ণনে কবি-বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়। কবি কাব্য ও ভাষার চাতুর্য্য-দ্বারা সেই প্রেম বর্ণনে অসমর্থ। ভরত ও রাঘবের প্রেম ব্রহ্মা ও হরিহরের বুদ্ধির অগম্য। এই মিলন দেখিয়া দেবগণের ভয়ের সঞ্চার হইলে বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে সে তত্ত্ব বুঝাইলেন। তখন দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। করুণাসিন্ধু রাম শত্রুঘ্নকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিয়া নিষাদকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ অতি শ্রদ্ধার সহিত ভরতকে প্রণাম করিয়া আলিঙ্গন করিলেন ।২৪১॥

চৌ—ভেঁটেউ লখন ললকি লঘু ভাঈ। বহুরি নিষাদু লীন্হ উর লাঈ॥
পুনি মুনিগন দুহুঁ ভাইন্হ বন্দে। অভিমত আসিষ পাই অনন্দে ॥১॥
সানুজ ভরত উমগি অনুরাগা। ধরি সির সিয় পদ পদুম পরাগা॥
পুনি পুনি করত প্রনাম উঠাএ। সির কর কমল পরসি বৈঠাএ ॥২।
সীয়ঁ অসীস দীন্হি মন মাহীঁ। মগন সনেহঁ দেহ সুধি নাহীঁ॥
সব বিধি সানুকূল লখি সীতা। ভে নিসোচ উর অপডর বীতা ॥৩॥
কোউ কিছু কহই ন কোউ কিছু পূঁছা। প্রেম ভরা মন নিজ গতি ছূঁছা॥
তেহি অবসর কেবটু ধীরজু ধরি। জোরি পানি বিনবত প্রনামু করি ॥৪॥

দোহা— নাথ সাথ মুনিনাথ কে মাতু সকল পুর লোগ।
সেবক সেনপ সচিব সব আএ বিকল বিয়োগ ॥২৪২॥

বাংলা অর্থ—ললকি—বিহ্বল হইয়া; উমগি—উথলিত হইয়া; সুধি—জ্ঞান; নিসোচ—নিরুদ্বেগ; অপডর—ভয়হীন; ছূঁছা—শূন্য; সেনপ—সেনাপতি: (দো-২৪২)

চৌ—সাগ্রহে লক্ষ্মণ মিলে শত্রুঘ্ন সহিত। পুন গুহে বক্ষে করি' করে আলিঙ্গিত॥
পুন দুই ভাই বন্দে হত মুনিগণে। অভিমত আশীর্ব্বাদ লভে হৃষ্ট-মনে ॥১॥
সানুজ ভরত তদা অনুরাগ-ভরে। সীতা-পাদ-পদ্ম-রজঃ শির'পরে ধরে॥
পুনঃ পুনঃ তাঁ'র পদে শির নত করে। শিরে কর রাখি' সীতা উঠা'ন দোঁহারে ।২॥
মনে মনে সীতা-দেবী আশীর্ব্বাদ দিলা। স্নেহ-মগ্ন-মনে দেহ-বোধ বিস্মরিলা॥
সর্ব্বরূপে অনুকূল হেরিয়া সীতারে। ভরতের শোক-ভয় গেল চলি' দূরে ।৩॥
কিছু নাহি পুছে কেহ, কিছু নাহি কয়। প্রেম-ভরা-মন যেন গতি-হীন হয়॥
সেই অবসরে গুহ ধীরতা ধরিয়া। করযোড়ে সবিনয়ে কহিল নমিয়া ।৪॥

দোহা— শুন নাথ! এবে বশিষ্ঠ সহিত আগত মাতারা তথা পুরজন।
সেবক-সেনানী-সচিবাদি সবে তোমার বিরহে ব্যাকুলিত মন ॥২৪২॥

সারমর্ম—লক্ষ্মণ সাগ্রহে শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিয়া নিষাদকেও বক্ষে স্থান দিলেন। তারপর দুই ভাই মুনিগণকে বন্দনা করিয়া যথাভীষ্ট আশীর্বাদ লাভ করিলেন। পরে দুই ভাই আনন্দে আত্মহারা হইয়া সীতার পাদ-বন্দনা করিলে,

সীতা তাঁহাদের মস্তক তাঁহার পদ্ম-হস্তদ্বারা স্পর্শ করিলেন। প্রসন্নচেতা সীতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ভরত শোক-শূন্য হইলেন। তাঁহার ভয় তিরোহিত হইল। তখন নিষাদ ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক করযোড়ে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে বলিলেন,—হে নাথ! বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ ও কৌশল্যাদি মাতৃগণ ও মন্ত্রী প্রভৃতি বিরহে ব্যাকুল হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।২৪২॥

চৌ সীলসিন্ধু সুনি গুর আগবনূ। সিয় সমীপ রাখে রিপুদবনূ॥
চলে সবেগ রামু তেহি কালা। ধীর ধরম ধুর দীন দয়ালা॥১॥
গুরহি দেখি সানুজ অনুরাগে। দণ্ড প্রনাম করন প্রভু লাগে॥
মুনিবর ধাই লিএ উর লাঈ। প্রেম উমগি ভেঁটে দোউ ভাঈ॥২॥
প্রেম পুলকি কেবট কহি নামূ। কীন্হ দূরি তেঁ দণ্ড প্রনামূ॥
রামসখা রিষি বরবস ভেঁটা। জনু মহি লুঠত সনেহ সমেটা॥৩॥
রঘুপতি ভগতি সুমঙ্গল মূলা। নভ সরাহি সুর বরিসহিঁ ফূলা॥
এহি সম নিপট নীচ কোউ নাহীঁ। বড় বসিষ্ঠ সম কো জগ মাহীঁ॥৪॥

দোহা - জেহি লখি লখনহু তেঁ অধিক মিলে মুদিত মুনিরাউ।
সো সীতাপতি ভজন কো প্রগট প্রতাপ প্রভাউ॥২৪৩॥

বাংলা অর্থ— রিপুদবনূ—শত্রুঘ্ন; ধরম ধুর—ধর্ম্ম-ধুরন্ধর; দূরি তেঁ—দূর হইতে; সমেটা—একত্র মিলিত; নিপট—একেবারে সম্পূর্ণ; প্রভাউ—প্রভাব; (দো—২৪৩)

চৌ—শীল-সিন্ধু রাম শুনি' গুরু আগমন। সীতা-পার্শ্বে বসা'লেন ভাই শত্রুঘন॥
তখনি চলেন রাম হ'য়ে ত্বরাপর। দরিদ্রে দয়াল ধীর ধর্ম্ম-ধুরন্ধর॥১॥
গুরুরে হেরিয়া ভক্ত সানুজ শ্রীরাম। অনুরাগ-ভরে দোঁহা করেন প্রণাম॥
মুনীশ দোঁহারে নিজ হৃদয়েতে ধরে। দুটি ভা'য়ে আলিঙ্গন করে প্রেম-ভরে॥২॥
নিষাদ প্রেমেতে ভরি' কহি' নিজ নাম। দূর হ'তে দণ্ডবৎ করিল প্রণাম॥
রাম-সখা জানি' ঋষি গাঢ় আলিঙ্গিলা। মূর্চ্ছিত পীরিতি বিশ্বে সিঞ্চিত করিলা॥৩॥
রঘুপতি 'পরে ভক্তি সুমঙ্গল-মূল। দেবে প্রশংসিল, নভ বরষিলা ফুল॥
গুহ-তুল্য হেন দীন বিশ্বে কোথা পাই॥ বশিষ্ঠ-সমান বড় ধরা-মাঝে নাই॥৪॥

দোহা— নিষাদে হেরিয়া লক্ষ্মণ হইতে গাঢ়তর মুনি আলিঙ্গিলা।
তাহে বুঝি রাম-ভজনের ফল রাম-কৃপা-বলে প্রকাশিলা॥২৪৩॥

সারমর্ম্ম। ধর্ম্ম-ধুরন্ধর, দীন-দয়াল শ্রীরাম গুরুর আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া শত্রুঘ্নকে সীতার নিকট রাখিয়া সবেগে চলিলেন, গুরুকে দেখিয়া স-লক্ষ্মণ রাম দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, বশিষ্ঠ প্রেমে উদ্বেলিত হইয়া সত্বর তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। গুহক দূর হইতে রাম-প্রেমে আত্মহারা হইয়া প্রণাম করিলে, মুনি সেই রাম-ভজনের প্রত্যক্ষ ফল-স্বরূপ রাম-সখাকে জোর করিয়াই লক্ষ্মণ হইতে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন।২৪৩।

চৌ—আরত লোগ রাম সবু জানা। করুনাকর সুজান ভগবানা॥
জো জেহি ভায়ঁ রহা অভিলাষী। তেহি তেহি কৈ তসি তসি রুখ রাখী॥১
সানুজ মিলি পল মহুঁ সব কাহূ। কীন্হ দূরি দুখু দারুন দাহূ॥
য়হ বড়ি বাত রাম কৈ নাহীঁ। জিমি ঘট কোটি এক রবি ছাহীঁ॥২॥
মিলি কেবটহি উমগি অনুরাগা। পুরজন সকল সরাহহিঁ ভাগা॥
দেখীঁ রাম দুখিত মহতারীঁ। জনু সুবেলী অবলীঁ হিম মারীঁ॥৩॥
প্রথম রাম ভেঁটী কৈকেঈ। সরল সুভায়ঁ ভগতি মতি ভেঈ॥
পগ পরি কীন্হ প্রবোধু বহোরী। কাল করম বিধি সির ধরি খোরী॥৪॥
দোহা— ভেটীঁ রঘুবর মাতু সব করি প্রবোধু পরিতোষু।
অম্ব ঈস আধীন জগু কাহু ন দেইঅ দোষু॥২৪৪॥

বাংলা অর্থ—আরত—আর্ত্ত; রুখ—অভিপ্রায়, রুচি; দূরি কীন্হ—দূর করিলেন; ঘট—দেহ; ছাহীঁ—ছায় দেন। সুবেলী—সুবল্লী; অবলী—আবলি, সমূহ; মারীঁ—মারিয়া ফেলিয়াছে; ভেঈ—গলাইয়া দিল; বিধি—বিধিলিপি; সির—শিরে; খোরী—দোষ; কাহু—কাহাকে; (দো:—২৪৪)

চৌ—সবারে জানেন রাম অতীব কাতর। তিনি ভগবান্ নিজে করুণা-সাগর॥
যেমন যে ভাবে সেথা থাকিতে চাহিলা। সেই রুচি-মত রাম তাহারে রক্ষিলা॥১॥
পল-মাত্রে সেথা রাম সানুজ মিলিয়া। সবাকার দুঃখ-দাহ দেন নিবারিয়া॥
তাঁ'র কাছে ইহা কিছু বড় নাহি গণি। এক রবি কোটি দেহে আবরে যেমনি॥২॥
নিষাদেরে আলিঙ্গিয়া ভরে অনুরাগে। পুরজন তা'র ভাগ্য প্রশংসিতে লাগে॥
মাতৃগণে হেরি' রাম হ'লেন দুঃখিত। চারু লতা-বীথি যেন তুষারে পীড়িত॥৩॥
কৈকেয়ীর সনে রাম প্রথম মিলিলা। সরল স্বভাবে হৃদে ভকতি ভরিলা॥
প্রবোধ প্রদান করি' পদযুগ ধরি'। কাল-কর্ম্ম-বিধি'পরে দোষারোপ করি'॥৪॥
দোহা— মাতৃগণ-সহ রঘুবর মিলি'; প্রবোধিয়া তাঁ'রে করে পরিতোষ।
হে মাতঃ! জানিবে বিশ্ব ঈশাধীন কা'রে কভু যেন নাহি দিবে দোষ॥২৪৪

সারমর্ম্ম—করুণাময় রাম সকলকে আর্ত্ত জানিয়া তাহাদিগকে তাহাদের সুবিধামত স্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। প্রতি ঘটে সূর্য্য-কিরণ-প্রদানের ন্যায় একক রাম মুহূর্ত্ত-মধ্যে সকলের দুঃখ-দাহ অপসারণ করিলেন। তুষার-পীড়িত লতিকার ন্যায় মাতৃগণের অবস্থা দেখিয়া রাম দুঃখিত হইলেন! রাঘব প্রথমে ভক্তি-ভরে কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া, বিধাতৃ-বিধানের নিন্দা করিয়া, তাঁহাকে প্রবোধ দিলেন। তারপর অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য বলিলেন,—ঈশ্বরাধীন জগতে কাহাকেও দোষ দিতে নাই।২৪৪॥

চৌ—গুরতিয় পদ বন্দে দুহু ভাঈ। সহিত বিপ্রতিয় জে সঙ্গ আঈ॥
গঙ্গ গৌরি সম সব সনমানী। দেহি অসীস মুদিত মৃদু বানী॥১॥

গহি পদ লগে সুমিত্রা অঙ্কা। জনু ভেঁটী সম্পতি অতি রঙ্কা ॥
পুনি জননি চরননি দোউ ভ্রাতা। পরে পেম ব্যাকুল সব গাতা ॥২॥
অতি অনুরাগ অম্ব উর লাএ। নয়ন সনেহ সলিল অন্হবাএ ॥
তেহি অবসর কর হরষ বিষাদূ। কিমি কবি কহৈ মূক জিমি স্বাদূ ॥৩॥
মিলি জননিহি সানুজ রঘুরাউ। গুর সন কহেউ কি ধারিঅ পাউ ॥
পুরজন পাই মুনীস নিয়োগূ। জল থল তকি তকি উতরেউ লোগূ ॥৪॥

দোহা— মহিসুর মন্ত্রী মাতু গুর গনে লোগ লিয়ে সাথ।
পাবন আশ্রম গবনু কিয় ভরত লখন রঘুনাথ ॥২৪৫॥

বাংলা অর্থ—**গঙ্গ**—গঙ্গা; **সনমানী**—সম্মান করিলেন; **লগে**—লগ্ন হইলেন; **রঙ্কা**—দরিদ্র; **অন্হবায়ে**—স্নান করাইয়া দিল; **নিয়োগূ**—আদেশ; **তকি**—দেখিয়া (সুবিধা); **গনে লোগ**—কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি; (দো—২৪৫)

চৌ—অঙ্কোপরি বসে ধরি' সুমিত্রা-চরণ। সম্পত্তি লভেছে যেন দীন-দুঃখী জন ॥
জননী-চরণে পুন ভাই দুই জন। প্রেমেতে ব্যাকুল তনু নমিলা তখন ॥১॥
অতি অনুরাগে বক্ষে দোঁহারে ধরিলা। স্নেহের সলিলে তাঁর দু'আঁখি তিতিলা ॥
সেই সময়ের সেই হরষ-বিষাদ। কেমনে কহিবে কবি মূক যথা স্বাদ ॥২॥
ভাই-সহ রঘুরাজ মিলি' মাতৃ-সন। [illegible] কহেন, প্রভু! কর পদার্পণ ॥
মুনি আজ্ঞা লভিলেন যবে পুরজন। জল-স্থল-দৃশ্য হেরি' চলেন তখন ॥৩॥

দোহা— বিপ্র, মন্ত্রী, মাতা, গুরু-সহ যত জনগণে সবে ল'য়ে সাথ ॥
পবিত্র আশ্রমে করেন গমন ভরত-লক্ষ্মণ-রঘুনাথ ॥২৪৫॥

সারমর্ম—এইভাবে গুরুপত্নী প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ-পূর্ব্বক রঘুনাথ সকলকে লইয়া পুণ্য-আশ্রমে চলিলেন। এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যেন কবিও মূক হ'ন। নগরবাসিগণ মুনির আদেশে জল ও স্থলভাগের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিলেন, সঙ্গে মাতা, ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রী প্রভৃতিও চলিলেন ।২৪৫॥

চৌ—সীয় আই মুনিবর পগ লাগী। উচিত অসীস লহী মন মাগী ॥
গুরপতিনিহি মুনিতিয়ন্হ সমেতা। মিলী পেমু কহি জাই ন জেতা ॥১॥
বন্দি বন্দি পগ সিয় সবহী কে। আসিরবচন লহে প্রিয় জী কে ॥
সাসু সকল জব সীয়ঁ নিহারীঁ। মুদে নয়ন সহমি সুকুমারীঁ ॥২॥
পরীঁ বধিক বস মনহুঁ মরালীঁ। কাহ কীন্হ করতার কুচালীঁ ॥
তিন্হ সিয় নিরখি নিপট দুখু পাবা। সো সবু সহিঅ জো দৈউ সহাবা ॥৩॥
জনকসুতা তব উর ধরি ধীরা। নীল নলিন লোয়ন ভরি নীরা ॥
মিলী সকল সাসুন্হ সিয় জাঈ। তেহি অবসর করুনা মহি ছাঈ ॥৪॥

দোহা— লাগি লাগি পগ সবনি ভেঁটতি অতি অনুরাগ।
হৃদয়ঁ অসীসহিঁ পেম বস রহিঅহু ভরী সোহাগ ॥২৪৬॥

বাংলা অর্থ—মন মাগী—মনোমত ; **গুরুপতিনিহি**—গুরুপত্নীও ; **মুনিতিয়ন্হ**—মুনি-স্ত্রীগণের ; **জেতা**—যত ; **সহমি**—ধৈর্য্যহীন-ভাবে ; **বধিক**—ব্যাধ ; **করতার**—বিধাতা ; **কুচালী**—অঘটন ; **দৈউ**—দৈব ; **সহাবা**—সহাইবে ; **লোয়ন**—লোচন ; **সবনি**—সবাকার ; **ভেঁটতি**—মিলিলেন ; **ভরী**—পূর্ণ হইয়া ; (দো—২৪৬)

চৌ—সীতা আসি' বন্দিলেন মুনীশ-চরণ। মনোমত আশীর্ব্বাদ লভেন তখন ॥
গুরু-পত্নী-মুনি-পত্নী-দলে সীতা মিলে। সেই প্রেম কে বর্ণিবে, বর্ণিতে চাহিলে ॥১
সীতা পুনঃ পুনঃ বন্দে পদ সবাকার। মনোমত আশীর্ব্বাদে ভরে মন তাঁ'র ॥
শ্বশ্রূগণ সবে যবে সীতা পানে চা'ন। সুকুমারী আঁখি মুদে যেন ভয় পান ॥২
মানি' লও ব্যাধ-বশ হংসী যেন হয়। বিধির বিধান কেন ন্যায়োচিত নয় ?
সবারে দেখিয়া সীতা দুঃখ-মগ্ন রহে। কহে, বিধি দুঃখ দিলে সকলে তা' সহে ॥৩
জনকের সুতা তদা হৃদে ধৈর্য্য ধরে। নীল-পদ্ম-সম আঁখি জলে গেল ভ'রে ॥
সকল শাশুড়ী সনে আপনি মিলিলা। সেই অবসরে বিশ্বে করুণা ভরিলা ॥৪॥

দোহা— সবাকার পদে নমিলেন সীতা মিলিলেন অতি অনুরাগে ॥
হিয়া ভরি' প্রেমে দিলেন আশিস্ 'চিরকাল রহিবে সোহাগে' ॥২৪৬

সারমর্ম্ম—সীতা আসিয়া বশিষ্ঠ ও মুনিপত্নীগণকে প্রণাম করিয়া উপযুক্ত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। কোমলপ্রাণা সীতা শ্বশ্রূ-মাতৃগণের অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মপীড়া অনুভব করিলেন, এবং সহ্য করিতে না পারিয়া নিমীলিত-চক্ষে পাশ-বদ্ধা হরিণীর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তারপর ধৈর্য্য ধরিয়া সীতা কহিলেন,—হায়, বিধাতঃ! একি অন্যায় করিয়াছ ? এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন-কমলে অশ্রু ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তথায় গিয়া তিনি শ্বশ্রূ-বর্গের চরণে প্রণাম করিলেন। মাতৃগণ সীতাকে দেখিয়া অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহারা সীতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—দৈব-দণ্ড সকলেই সহিতে পারে ।২৪৬।।

চৌ—বিকল সনেহঁ সীয় সব রানীঁ। বৈঠন সবহি কহেউ গুর গ্যানীঁ ॥
কহি জগ গতি মায়িক মুনিনাথা। কহে কছুক পরমারথ গাথা ॥১॥
নৃপ কর সুরপুর গবনু সুনাবা। সুনি রঘুনাথ দুসহ দুখু পাবা ॥
মরন হেতু নিজ নেহু বিচারী। ভে অতি বিকল ধীর ধুর ধারী ॥২॥
কুলিস কঠোর সুনত কটু বানী। বিলপত লখন সীয় সব রানী ॥
সোক বিকল অতি সকল সমাজূ। মানহুঁ রাজু অকাজেউ আজূ ॥৩॥
মুনিবর বহুরি রাম সমুঝাএ। সহিত সমাজ সুসরিত নহাএ ॥
ব্রতু নিরম্বু তেহি দিন প্রভু কীন্হা। মুনিহু কহেঁ জলু কাহুঁ ন লীন্হা ৪॥

দোহা— ভোরু ভএঁ রঘুনন্দনহি জো মুনি আয়সু দীন্হ।
শ্রদ্ধা ভগতি সমেত প্রভু সো সব সাদরু কীন্হ ॥২৪৭॥

বাংলা অর্থ—বৈঠন কহেউ—বসিতে বলিলেন ; **ধর ধুরী ধারী**—ধীর-ধুরন্ধর ; **অকাজেউ**—মরিয়াছেন ; **সুসরিত**—মন্দাকিনী নদী ; **কহেঁ**—কথাতে ; **ভোরু**—উষাকাল ; **কাহু**—কেহ ; **কীন্হ**—করিলেন ; (দো—২৪৭)

চৌ—হলেন বিকল স্নেহে সীতা, রাণীগণ। জ্ঞানী গুরু সর্বজনে বসিবারে কন॥
কহি' বিশ্ব-মায়া-গতি তবে মুনিবর, কহিলেন গাথা কিছু পরমার্থপর॥১॥
নৃপতির সুর-পুরে গমন শুনান। রঘুনাথ দুর্বিসহ দুঃখ তাহে পান॥
নিজ'পরে স্নেহ জানি' মরণ-কারণ। ধৈর্য্য-ধুরন্ধর রাম বিচলিত হ'ন॥২॥
বজ্র-সম নিদারুণ শুনি' কটু বাণী। বিলপে লক্ষ্মণ, সীতা তথা যত রাণী॥
শোকেতে বিহ্বল অতি সকল সমাজ। যেন দশরথ রাজা স্বর্গগত আজ॥৩॥
মুনিবর পুনঃ পুনঃ রামেরে বুঝা'ন। সবারে সমাজ-সহ করা'লেন স্নান॥
সেদিনে না করিলেন প্রভু অম্বু-পান। মুনি আজ্ঞা দেন তবু তথা র'ন রাম॥৪॥

দোহা— প্রভাত হইলে মুনি রঘুবরে যাহা যাহা আদেশ করিলা।
শ্রদ্ধা ও ভকতি সহ সমাদরে প্রভু সেই সব সমাপিলা॥২৪৭॥

সারমর্ম—সীতা ও রাণী-দিগকে শোকাকুল দেখিয়া মুনি তাঁহাদিগকে পরমার্থ উপদেশ-চ্ছলে মায়াময় জাগতিক গতি বর্ণনা করিলেন। মুনির নিকট দশরথের পরলোক-প্রাপ্তির কথা শুনিয়া ধৈর্য্যের সাগর রাম শোকে অতি বিহ্বল হইলেন। এই বজ্র-সম কঠোর বাণী শুনিয়া সকলে শোকে ব্যাকুল হইলেন। প্রভু সেদিন নিরম্বু-ব্রত করিলেন। বশিষ্ঠ জলপান করিতে কহিলেও তিনি জল পর্য্যন্তও গ্রহণ করেন নাই। পরদিন প্রাতে মুনির নির্দ্দেশ-মত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।২৪৭।

চৌ—করি পিতু ক্রিয়া বেদ জসি বরনী। ভে পুনীত পাতক তম তরনী॥
জাসু নাম পাবক অঘ তুলা। সুমিরত সকল সুমঙ্গল মূলা॥১॥
সুদ্ধ সো ভয়উ সাধু সম্মত অস। তীরথ আবাহন সুরসরি জস॥
সুদ্ধ ভএঁ দুই বাসর বীতে। বোলে গুর সন রাম পিরীতে॥২॥
নাথ লোগ সব নিপট দুখারী। কন্দ মূল ফল অম্বু অহারী॥
সানুজ ভরতু সচিব সব মাতা। দেখি মোহি পল জিমি জুগ জাতা॥৩॥
সব সমেত পুর ধারিঅ পাউ। আপু ইহাঁ অমরাবতি রাউ॥
বহুত কহেউঁ সব কিয়উঁ ঢিঠাঈ। উচিত হোই তস করিঅ গোসাঁঈ॥৪॥

দোহা— ধর্ম সেতু করুনায়তন কস ন কহহু অস রাম।
লোগ দুখিত দিন দুহ দরস দেখি লহহুঁ বিশ্রাম॥২৪৮॥

বাংলা অর্থ—অঘ তুলা—পাপ-রূপ তুলা ; **পাতক তম তরনী**—পাপ-রূপ অন্ধকার হইতে উদ্ধারকারী ; **পিরীতে সন**—প্রীতি-ভাবে ; **নিপট দুখারী**—অত্যন্ত দুঃখিত ; **পাউ ধারিঅ**—পদার্পণ করুন (যাত্রা করুন) ; **অমরাবতি**—(স্বর্গে) ইন্দ্রপুরে ; **ঢিঠাঈ**—ঔদ্ধত্য ; **বরনী**—বর্ণনা করিয়াছেন ; **বাসর**—দিন ; (দো—২৪৮)

চৌ—নিজে রাম পিতৃ-ক্রিয়া করি' বেদ-মতে। নিজে শুদ্ধ হ'লা পাপী তরে যাঁহা হতে
যাঁ'র নাম পাপ-তুলা করিবে দহন। ভূরি শুভ আনি' দেয় করিলে স্মরণ ॥১
সাধু-মতে শুদ্ধ তিনি হইলেন তথা। গঙ্গা মা'য়ে আবাহিয়া তীর্থ পূত যথা ॥
শুদ্ধ হ'য়ে দুই দিন অতীত যখন। প্রীতি-ভরে গুরুদেবে রঘুবর ক'ন ॥২॥
ওহে নাথ! সর্ব্বজন বহে দুঃখ-ভার। কন্দ, মূল, জল, ফল করিয়া আহার ॥
সানুজ ভরতে মন্ত্রী তথা মাতৃগণে। দেখি' যুগ-সম পল মানে মম মনে ॥৩॥
করুন সবারে ল'য়ে অযোধ্যা-গমন। হেথায় আপনি, স্বর্গে দশরথ র'ন ॥
এ কথা কহিয়া জানি করিনু ধৃষ্টতা। তেমন করুন প্রভু! ভাল হয় যথা ॥৪

দোহা— ধর্ম্ম-সেতু তুমি করুণা-আধার হেন কথা কহিবে ত রাম।
দুঃখী লোক যত তোমারে হেরিয়া দু'টি দিন লভিল বিশ্রাম ॥২৪৮॥

সারমর্ম্ম—যিনি পাপ-রূপ অন্ধকারের সূর্য্য-স্বরূপ, পাপ-রূপ কাষ্ঠকে যাঁহার নাম-রূপ অগ্নি ভস্মীভূত করে, সেই মঙ্গলময় রাম বেদ-বিধি অনুসারে পিতার আত্মার মঙ্গলার্থ পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেন এইভাবে দুই দিন চলিয়া গেল, রাম গুরুকে বলিলেন,—সকলে ফল-মূল-আহারে দুঃখের সহিত কালাতিপাত করিতেছে, অতএব আপনি ভরত, মন্ত্রী ও মাতৃগণকে লইয়া নগরে ফিরিয়া যা'ন। রাজা স্বর্গলোকে, আপনারা এখানে, অযোধ্যা রাজ-শূন্য রহিয়াছে, এখন যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন। ইহা শুনিয়া গুরু বলিলেন,—হে রাম! তুমি যথার্থই বলিয়াছ, কিন্তু যাহারা দুঃখিত হইয়াছিল, তাহারা এখন তোমাকে দেখিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছে ।২৪৮॥

চৌ—রাম বচন সুনি সভয় সমাজূ। জনু জলনিধি মহুঁ বিকল জহাজূ ॥
সুনি গুর গিরা সুমঙ্গল মূলা। ভয়উ মনহুঁ মারুত অনুকূলা ॥১॥
পাবন পয়ঁ তিহুঁ কাল নহাহীঁ। জো বিলোকি অঘ ওঘ নসাহীঁ ॥
মঙ্গল মূরতি লোচন ভরি ভরি। নিরখহিঁ হরষি দণ্ডবত করি করি ॥২॥
রাম সৈল বন দেখন জাহী। জহঁ সুখ সকল সকল দুখ নাহীঁ।
ঝরনা ঝরহিঁ সুধাসম বারী। ত্রিবিধ তাপহর ত্রিবিধ বয়ারী ॥৩॥
বিটপ বেলি তৃন অগনিত জাতী। ফল প্রসূন পল্লব বহু ভাঁতি ॥
সুন্দর সিলা সুখদ তরু ছাহীঁ। জাই বরনি বন ছবি কেহি পাহিঁ ॥৪॥

দোহা— সরনি সরোরুহ জল বিহগ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গ।
বৈর বিগত বিহরত বিপিন মৃগ বিহঙ্গ বহুরঙ্গ ॥২৪৯॥

বাংলা অর্থ—**তিহুঁ কাল**—তিন বার (প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও বৈকালে); **অঘ ওঘ**—পাপ-সমূহ; **নসাহী**—নষ্ট হয়; **ঝরহি**—ঝরে; **ত্রিবিধ তাপহর**--আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ পাপ-নষ্টকারী; **কেহী পাহীঁ**—কাহার

নিকটে ; সরনি—সরোবরে ; বৈর বিগত—শত্রুতা-বর্জ্জিত ; বিহরন্ত—ভ্রমণ করিতেছে বেলি—বল্লী, লতা ; বয়ারী—বায়ু ; (দো—২৪৯)

চৌ—রাম-বাক্য শুনি' হ'ন সভয় সমাজ। পারাবার মাঝে যেন বিকল জাহাজ ॥
গুরু-বাক্য শুনি' তাহে সুমঙ্গল-মূল। মনে করে বায়ু যেন হ'ল অনুকূল ॥১
অবগাহে তিন সন্ধ্যা সেই পূত-জলে। যা' হেরিলে সবাকার পাপ যায় চ'লে ॥
আর আঁখি ভরি' হেরে রামের মূরতি। হর্ষে মন ভরে করি' বার বার নতি ॥২
রাম-শৈল-বন সবে দেখিবারে যায়। যেথা ভূরি-সুখ ভুঞ্জে দুঃখ নাহি পায় ॥
সুধা-সম বারি সেথা ঝরণাতে ঝরে। ত্রিবিধ পবন তিন তাপ নাশ করে ॥৩॥
বৃক্ষ, লতা, তৃণ যত গণিবে কে কত ? ফল, পুষ্প, পল্লবেতে ছিল অবনত ॥
সুন্দর প্রস্তর চারু আর তরুচ্ছায়। সেথাকার বনচ্ছবি বর্ণনে না যায় ॥৪॥

দোহা— সরে পদ্ম শোভে, কূজে জলে পাখী ভৃঙ্গ-দলে করয়ে গুঞ্জন !
বৈর তেয়াগিয়া বিপিনে বিহরে মৃগ-পক্ষী বিবধ বরণ ॥২৪৯॥

সারমর্ম্ম—রামের কথায় সকলে ভীত হইল, মুনির কথা শুনিয়া অনুকূল বাতাস প্রবাহিত হইতেছে মনে করিল। পাপ-হারিণী গঙ্গায় স্নান ও আনন্দময় শ্রীরামকে দর্শন করিয়া তাহারা সুখে অবস্থান করিতেছিল। আশ্রমের মনোহর দৃশ্য দেখিয়া পরম কৌতুকে সকলের দিন অতিবাহিত হইতেছিল। জলচর পক্ষীর কূজনে, ভ্রমরের মনোমুগ্ধকর গুঞ্জনে সকলে মোহিত হইল।২৪৯॥

চৌ—কোল কিরাত ভিল্ল বনবাসী। মধু সুচি সুন্দর স্বাদু সুধা সী ॥
ভরি ভরি পরনপুটীঁ রচি রূরী। কন্দ মূল ফল অঙ্কুর জূরী ॥১॥
সবহি দেহিঁ করি বিনয় প্রনামা। কহি কহি স্বাদ ভেদ গুন নামা ॥
দেহিঁ লোগ বহু মোল ন লেহীঁ। ফেরত রাম দোহাই দেহীঁ ॥২॥
কহহিঁ সনেহ মগন মৃদু বানী। মানত সাধু পেম পহিচানী ॥
তুম্হ সুকৃতী হম নীচ নিষাদা। পাবা দরসনু রাম প্রসাদা ॥৩॥
হমহি অগম অতি দরস তুম্হারা। জস মরু ধরনি দেবধুনি ধারা ॥
রাম কৃপাল নিষাদ নেবাজা। পরিজন প্রজউ চহিঅ জস রাজা ॥৪॥

দোহা— যহ জিয়ঁ জানি সঙ্কোচু তজি করিঅ ছোহু লখি নেহু।
হমহি কৃতারথ করন লগি ফল তৃন অঙ্কুর লেহু ২৫০॥

বাংলা অর্থ—পরনপুটীঁ—পত্র-নির্ম্মিত পাত্র ; জুরী—আটি ; মোল—মূল্য ; পেম—প্রেম ; পহিচানী—বুঝিতে পারিয়া ; অগম—দুর্লভ ; দেবধুনি—সুরধুনি (গঙ্গা) ; নেবাজা—কৃপা করিয়াছেন ; চাহিঅ—হওয়া উচিত ; লখি—দেখিয়া ; নেহু—স্নেহ ; মানত—সম্মান করে : ভিল্ল—ভিল জাতি ; (দো—২৫০)

চৌ—কোল ও কিরাত তথা ভীল-বনচর। সুধা-সম শুচি মধু সুমিষ্ট সুন্দর ॥
পর্ণ-পুট রচি' তাহে করয়ে সঞ্চয়। কন্দ-মূল-ফলাঙ্কুর-গুচ্ছ বিরচয় ॥১॥

সবিনয়ে দেয় তাহা করিয়া প্রণাম। কহি' স্বাদ-ভেদ তথা কহি' গুণ, নাম ॥
দিলে বহু মূল্য শুধু নিতে নাহি চায়। রামের দোহাই দিয়া ফিরাইয়া দেয় ॥২
প্রেম-মগ্ন হ'য়ে সবে মৃদু বাণী ক'য়। প্রেম-বিনিময়ে দিল প্রেম-পরিচয় ॥
তোমরা পুণ্যাত্মা মোরা অধম নিষাদ। হেরিলাম,— ইহা শুধু রামের প্রসাদ ॥৩
দুর্লভ দর্শন জানি' তোমা' সবাকার। যেন মরুভূমি-মাঝে প্রবাহ গঙ্গার ॥
করেন কৃপালু রাম নিষাদ-উদ্ধার। প্রজা-পরিজন তাই সদৃশ রাজার ॥৪॥

দোহা— ইহা মনে জানি' সঙ্কোচ ত্যজিয়া সবে কৃপা কর প্রদর্শন।
কৃতার্থ সবারে করিবারে কর ফল-তৃণ-অঙ্কুর-গ্রহণ ॥২৫০॥

সারমর্ম—বনবাসী কিরাতগণ সুন্দর পত্রপুটে অমৃত-সম সুস্বাদু ফল-মূল আনিয়া অতি ভক্তি-সহকারে তাঁহাদিগকে নিবেদন করিলে, তাঁহারা তাহা গ্রহণ করিতে ইতস্তত: করিলেন। তখন নিষাদগণ তাঁহাদিগকে বহু অনুনয় করিয়া বলিল, বহু পুণ্যবলে রামের অনুগ্রহে আপনাদের দর্শন পাইয়াছি। করুণাময় রাম নিষাদগণের উদ্ধারকর্তা। রামচন্দ্রের পরিজনবর্গ আপনারা সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই ফলাদি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ।২৫০॥

চৌ—তুম্হ প্রিয় পাহুনে বন পগু ধারে। সেবা জোগু ন ভাগ হমারে ॥
দেব কাহ হম তুম্হহি গোসাঁঈ। ঈন্ধনু পাত কিরাত মিতাঈ ॥১॥
যহ হমারি অতি বড়ি সেবকাঈ। লেহিঁ ন বাসন বসন চোরাঈ ॥
হম জড় জীব জীব গন ঘাতী। কুটিল কুচালী কুমতি কুজাতী ॥২॥
পাপ করত নিসি বাসর জাহীঁ। নহিঁ পট কটি নহিঁ পেট অঘাহীঁ ॥
সপনেহুঁ ধরমবুদ্ধি কস কাউ। য়হ রঘুনন্দন দরস প্রভাউ ॥৩॥
জব তেঁ প্রভু পদ পদুম নিহারে। মিটে দুসহ দুখ দোষ হমারে ॥
বচন সুনত পুরজন অনুরাগে। তিন্হ কে ভাগ সরাহন লাগে ॥ ॥

ছঃ— লাগে সরাহন ভাগ সব অনুরাগ বচন সুনাবহীঁ।
বোলনি মিলনি সিয় রাম চরন সনেহু লখি সুখু পাবহীঁ ॥
নর নারি নিদরহিঁ নেহু নিজ সুনি কোল ভিল্লনি কী গিরা।
তুলসী কৃপা রঘুবংসমনি কী লোহ লৈ লৌকা তিরা ॥

সোঃ— বিহরহিঁ বন চহু ওর প্রতিদিন প্রমুদিত লোগ সব।
জল জ্যে দাদুর মোর ভএ পীন পাবস প্রথম ॥২৫১॥

বাংলা অর্থ—**পাহুনে**—অতিথি; **পগু ধারে**—পদার্পণ করিয়াছেন; **ভাগ**—ভাগ্য; **দেব**—দিব; **মিতাই**—মিত্রতা; **ইন্ধনু**—জ্বালানী কাঠ; **চোরাই লেহি ন**—চুরি করি নাই; **কটি**—কোমরে; **নহি পেট অঘাহীঁ**—খাইয়া পেট ভরে না; **প্রভাউ**—প্রভাবে; **নিদরহি**—অনাদর করিল; **লোহ**—লৌহ; **তিরা**—ভাসাইয়া দেয়; **জ্যেঁ**—যেমন; **দাদুর** ভেক; **পাবস**—জল; **লৌকা**—নৌকা; (দো—২৫০)

চৌ—তোমরা অতিথি প্রিয় আসিলে হেথায়। ভাগ্যবান্ মোরা তাই লাগিনু সেবায়
তোমা' সবে মোরা কিবা দিব হে গোঁসাই! কাষ্ঠে, পাত্রে কিরাতের মিত্রতা মিটাই
ইথে বড় সেবা-কাজ করিনু গণনা। বসন, বাসন, চৌর্য্যে নাহিক বাসনা॥
মোরা অতি জড় জীব, জীব-গণ'ঘাতী। কুটিল কুকর্ম্মকারী কুমতি কুজাতি॥২॥
দিবা-রাত্রি চ'লে যায় সাধি' পাপাচার। নাই পেটে অন্ন, অঙ্গে বস্ত্র পরিবার॥
স্বপনে না ধর্ম্মবোধ না ছিল নিষাদে। যাহা কিছু রামচন্দ্র-দর্শন-প্রসাদে॥৩
যবে হ'তে হেরি প্রভু-চরণ-কমল। সেই হ'তে দুঃখ-দোষ মিটিল সকল॥
পুরবাসি-জন শুনি' ভ'রে অনুরাগে। তাহাদের ভাগ্য-গুণ প্রশংসিতে লাগে॥৪

ছঃ— প্রশংসা করিয়া ভাগ্য সবাকার অনুরাগে ভরা বচন শুনান।
আলাপ, মিলন শুনি' বুঝি' প্রেম হেরি' সীতা-রামে তাঁরা সুখ পা'ন
নিজ প্রেমে ছোট মানে নর-নারী কোল-ভীল বাণী শুনিল যখন।
রঘুবংশ-মণি-করুণা-চুম্বক লোক-লোহে করে আকর্ষণ॥

সোঃ— বিচরিতে লাগে বনে চতুর্ভিতে দিনে দিনে প্রমুদিত জন।
ভেক ও ময়ূর বর্ষার বারিতে যথা ভুঞ্জে নূতন জীবন॥২৫১॥

সারমর্ম্ম—নিষাদগণ সবিনয়ে বলিল,—আপনারা বনে আসিয়া প্রিয় অতিথি হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদের সেবা করার মত ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা মূর্খ, নির্ব্বোধ ও দুষ্ট জাতি। আপনাদের বসন-ভূষনাদি আমরা যে চুরি করি নাই ইহাতেই আমাদের সেবা করা হইয়াছে। দয়াময় রঘুনাথের পাদ-পদ্ম-দর্শনে আমাদের পাপ-মতি দূর হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সকলে বনবাসী-দিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল, এবং বনবাসীদের রাম-ভক্তির কাছে তাহাদের ভক্তি অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করিল।২৫১॥

চৌ—পুরজন নারি মগন অতি প্রীতি। বাসর জাহিঁ পলক সম বীতী।
সীয় সাসু প্রতি বেষ বনাঈ। সাদর করই সরিস সেবকাঈ॥১॥
লখা ন মরমু রাম বিনু কাহুঁ। মায়া সব সিয় মায়া মাহুঁ॥
সীয়ঁ সাসু সেবা বস কীন্হীঁ। তিন্হ লহি সুখ সিখ আসিষ দীন্হীঁ॥২॥
লখি সিয় সহিত সরল দোউ ভাঈ। কুটিল রানি পছিতানি অঘাঈ॥
অবনি জমহি জাচতি কৈকেঈ। মহি ন বীচু বিধি মীচু ন দেঈ॥৩॥
লোকহুঁ বেদ বিদিত কবি কহহীঁ। রাম বিমুখ থলু নরক ন লহহীঁ॥
য়হু সংসউ সব কে মন মাহীঁ। রাম গবনু বিধি অবধ কি নাহীঁ॥

দোহা— নিসি ন নীদ নহিঁ ভুখ দিন ভরতু বিকল সুচি সোচ।
নীচ কীচ বিচ মগন জস মীনহি সলিল সঙ্কোচ॥২৫২॥

বাংলা অর্থ—বেষ বনাঈ—রূপ ধারণ করিয়া; সিখ—শিক্ষা; পছিতানি অঘাঈ—অত্যন্ত বেশী কুণ্ঠিত হইলেন; ন বীচু—বিধা হইল না; মীচু—মৃত্যু; জমহি—যমরাজের

নিকট ; থলু—স্থান ; অংদেউ—সংশয় ; বিধি—বিধাতা ; সুচি—শুচি, পবিত্র ; সোচ—চিন্তা ; কীচ—কর্দ্দম ; সলিল সঙ্কোচ—জলের স্বল্পতাতে ; (দো— ২৫২)

চৌ—পুর-নর-নারী যত প্রীতিতে ভরিল। পলকেতে দিন-গুলি অতীত হইল ॥
সীতা ধরি' নিজ রূপ যত শ্বশ্রূগণে। সেবা-দানে প্রীতি দেন তথা আচরণে ॥১
রাম বিনা সীতা-মর্ম্ম কেহ না বুঝিল। যত মায়া, সব যেন সীতা-মাঝে ছিল ॥
সেবা-মুগ্ধ করিলেন সীতা-শ্বশ্রূগণে। সুখ লভি' তাঁ'রে তোষে আশিসে শিক্ষণে ॥২
সরল দু'ভায়ে যবে সীতা-সহ হেরে। কুটিল রাণীর মন অনুতাপে ভরে ॥
ধরা, যম-পার্শ্বে মৃত্যু কৈকেয়ী যাচিলা। মহী না হইল দ্বিধা, যম না আসিলা ॥৩
লোকে বেদে জানে তথা কবি করে গান। রামে বাম নাহি পায় নরকেও স্থান ॥
সবাকার মনোমাঝে জাগে এ' সংশয়। বিধি বুঝি অযোধ্যাতে রামে নাহি লয় ॥৪

দোহা— ঘুম নাহি রাতে ক্ষুধা নাই দিনে চিন্তা-ভারে ভরত শিথিল।
সলিল শুকা'লে মীনের আশ্রয় যথা হয় কর্দ্দম-পঙ্কিল ॥২৫১॥

সারমর্ম্ম—নগরবাসিগণ দিবসকে মুহূর্ত্ত মনে করিয়া সানন্দে দিনযাপন করিল। সীতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া শ্বশ্রূদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। সীতার সেবায় তাঁহারা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও হিতোপদেশ দিতে লাগিলেন। সীতার সহিত সরল-হৃদয় ভাই-দুইটিকে দেখিয়া কুটিল রাণী কৈকেয়ী খুব অনুতপ্ত হইলেন। তিনি মনে মনে বিধাতার নিকট স্বীয় মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন। রাম অযোধ্যায় যাইবেন কি না এই চিন্তায় ভরত চিন্তান্বিত হইলেন। আহারাদি গ্রহণেও অনিচ্ছুক হইলেন। তিনি বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে লাগিলেন।২৬২॥

চৌ—কীন্হি মাতু মিস কাল কুচালী। ঈতি ভীতি জস পাকত সালী ॥
কেহি বিধি হোই রাম অভিষেকূ। মোহি অবলকত উপাউ ন একূ ॥১॥
অবসি ফিরহিঁ গুর আয়সু মানী। মুনি পুনি কহব রাম রুচি জানী ॥
মাতু কহেহুঁ বহুরহিঁ রঘুরাউ। রাম জননি হঠ করবি কি কাউ ॥২॥
মোহি অনুচর কর কেতিক বাতা। তেহি মহঁ কুসমউ বাম বিধাতা ॥
জৌঁ হঠ করউঁ ত নিপট কুকরমূ। হরগিরি তেঁ গুরু সেবক ধরমূ ॥৩॥
একউ জুগুতি ন মন ঠহরানী। সোচত ভরতহি রৈনি বিহানী ॥
প্রাত নহাই প্রভুহি সির নাঈ। বৈঠত পঠএ রিষয়ঁ বোলাঈ ॥৪॥

দোহা— গুর পদ কমল প্রনামু করি বৈঠে আয়সু পাই।
বিপ্র মহাজন সচিব সব জুরে সভাসদ আই ॥২৫৩॥

বাংলা অর্থ—মাতু মিস—মাতৃচ্ছলে ; ইতি—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা লাগা প্রভৃতি বিপদ ; সালী—শালি-ধান্য ; অবলকত—দেখিতেছি ; অবসি—অবশ্য ; হঠ—হঠতা ; কেতিক—কত (মূল্য) ; কুকরমূ—কুকর্ম্ম ; হরগিরি—কৈলাস পর্ব্বত ; ঠহরানী

—স্থির করি ; রৈনি—রজনী ; বিহানী—প্রভাত হইল ; আই জুরে—আসিয়া মিলিত হইলেন ; কাউ—কভু ; (দো—২৫৩)

চৌ—মাতৃ-ছল ধরি' কাল বিপত্তি সাধিল। পঙ্গপাল পাকা শালি ধানে হানা দিল ॥
চিন্তে,—কোন্ পথে হ'বে রাম-অভিষেক। উপায় না হেরে কিছু তাহার বিবেক ॥১
ধ্রুব রাম ফিরিবেন গুরু-আজ্ঞা মানি'। গুরু-আজ্ঞা কিন্তু হবে রাম-রুচি জানি' ॥
কৌশল্যা-বচন মানি' রাম ফিরিবেন। জননী কৌশল্যা কি সে জিদ্ ধরিবেন ?
মাদৃশ সেবক-বাক্যে কিবা আছে দাম ? কুসময় মম এবে, বিধি হ'ল বাম ॥
জিদ্ ধরি যদি তাহে ভারী কু-করম। কৈলাস হইতে গুরু সেবক-ধরম ॥৩
একটিও যুক্তি কিছু মনে না আসিল। চিন্তিতে চিন্তিতে রাত্রি প্রভাত হইল ॥
প্রভু-পদে নমিলেন সারি' প্রাতঃস্নান। প্রভাতে ভরতে ঋষি ডাকিয়া পাঠা'ন ॥৪

দোহা— গুরু-পাদ-পদ্মে প্রণাম করিয়া আজ্ঞা লভি' ভরত বসেন।
বিপ্র মহাজন সচিব সহিত সভাসদ আসিয়া জুটেন ॥২৫৩॥

সারমর্ম—এইভাবে ভরত রামের অভিষেক সম্বন্ধে বহু চিন্তা করিতে লাগিলেন। কালের বিপর্য্যয় ও মাতার দুষ্কার্য্যের কথা স্মরণ করিয়া রামের অভিষেক সম্বন্ধে বহু আশঙ্কা তাঁহার মনোরাজ্যে উদয় হইল। পরদিন প্রভাতে ভরত নিত্যকর্ম্ম সমাপনান্তে রামকে প্রণাম করিয়া গুরুর আহ্বান শুনিয়া তথায় গেলেন। তিনি গুরুকে প্রণাম করিয়া বসিলে মন্ত্রী ও সভাসদ্গণ তথায় মিলিত হইলেন ।২৫৩।

চৌ—বোলে মুনিবরু সময় সমানা। সুনহু সভাসদ ভরত সুজানা ॥
ধরম ধুরীন ভানুকুল ভানূ। রাজা রামু স্ববস ভগবানূ ॥১॥
সত্যসন্ধ পালক শ্রুতি সেতু। রাম জনমু জগ মঙ্গল হেতু ॥
গুর পিতু মাতু বচন অনুসারী। খল দলু দলন দেব হিতকারী ॥২॥
নীতি প্রীতি পরমারথ স্বারথু। কোউ ন রাম সম জান যথারথু ॥
বিধি হরি হরু সসি রবি দিসিপালা। মায়া জীব করম কুলি কালা ॥৩॥
অহিপ মহিপ জহঁ লগি প্রভুতাঈ। জোগ সিদ্ধি নিগমাগম গাঈ ॥
করি বিচার জিয়ঁ দেখহু নীকেঁ। রাম রজাই সীস সব হী কেঁ ॥৪॥

দোহা— রাখেঁ রাম রজাই রুখ হম সব কর হিত হোই।
সমুঝি সয়ানে করহু অব সব মিলি সম্মত সোই ॥২৫৪॥

বাংলা অর্থ—জান—জানে ; জথারথু—যথার্থ ; কুলি—সব ; অহিপ—অনন্ত ; রজাই—আজ্ঞা ; সীস—শীর্ষস্থানে; রুখ—অভিপ্রায় ; সয়ানে—বুদ্ধিমান্ ; (দো-২৫৪)

চৌ—মুনিবর কহিলেন কালোচিত বাণী। শুন মহাজন তথা ভরত সুজ্ঞানী ॥
ভানু-কুল-রবি যিনি ধর্ম্ম-ধুরন্ধর। রাজা রাম নিজে হ'ন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥১॥
সত্যসন্ধ জন-ত্রাতা তিনি শ্রুতি-সেতু। রামের জনম বিশ্বে মঙ্গলের হেতু ॥
গুরুজন-পিতা-মাতা-বাক্য-অনুসারী। খলের দলন-কারী দেব-হিত-কারী ॥২

নীতি-প্রীতি-পরমার্থ যাঁ'রে ধলি স্বার্থ। রাম-সম কেবা জানে এ সব যথার্থ ॥
বিধি-হরি-হর-শশি-রবি-দিক্‌পাল। মায়া তথা জীব আর সব কর্ম্ম, কাল ॥৪॥
অনন্ত ও নৃপ আদি তাঁ'র প্রভুতায়। যোগ সিদ্ধি তথা—যাহা বেদে শাস্ত্রে গায় ॥
ভালরূপে হিয়া-মাঝে যদি বিচারিবে। রাম-আজ্ঞা শিরে সবে ধারণ করিবে ॥৪॥
দোহা— রাম-আজ্ঞা রাখি' তাঁ'র ইচ্ছা পালি' হিত হবে আমা' সবাকার।
বুঝি' বুদ্ধিমান্ কর এবে তাহা সবে মিলি' করিয়া বিচার ॥২৫৪॥

সারমর্ম্ম—বশিষ্ঠ তখন ভরত প্রভৃতিকে বলিলেন,—ধর্ম্ম-রক্ষক সূর্য্য-কুল-রবি রামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান্। তিনি সত্য-প্রতিজ্ঞ, জগতের কল্যাণের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাম গুরুজনের আজ্ঞা-পালনকারী দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি দেবতা, দিক্‌পাল প্রভৃতি সকলেই রামের আজ্ঞাধীন। তোমরা সকলে জ্ঞানবান্। অতএব যাহা ভাল হয় তাহাই কর। রামের আদেশ ও ইচ্ছা পালন করিলেই আমাদের কল্যাণ হইবেই ।২৫৪॥

চৌ—সব কহঁ সুখদ রাম অভিষেকূ। মঙ্গল মোদ মূল মগ একূ ॥
কেহি বিধি অবধ চলহিঁ রঘুরাউ। কহহু সমুঝি সোই করিঅ উপাউ ॥১॥
সব সাদর সুনি মুনিবর বানী। নয় পরমারথ স্বারথ সানী ॥
উতরু ন আব লোগ ভএ ভোরে। তব সিরু নাই ভরত কর জোরে ॥২॥
ভানুবংস ভএ ভূপ ঘনেরে। অধিক এক তেঁ এক বড়েরে ॥
জনম হেতু সব কহঁ পিতু মাতা। করম সুভাসুভ দেই বিধাতা ॥৩॥
দলি দুখ সজই সকল কল্যানা। অস অসীস রাউরি জগু জানা ॥
সো গোসাইঁ বিধি গতি জেহিঁ ছেঁকী। সকই কো টারি টেক জো টেকী ॥৪
দোহা— বূঝিঅ মোহি উপাউ অব সো সব মোর অভাগু।
সুনি সনেহময় বচন গুর উর উমগা অনুরাগু ॥২৫৫॥

বাংলা অর্থ—মগ—মার্গ, পথ; নয়—নীতি; ভোরে—ভ্রান্ত; ঘনেরে ভএ—অনেক হইয়াছিল; বড়েরে—মহান্; দেই—দেন; দলি—দলিত করিয়া; সজই—সাজাইয়া দেন; রাউরি—আপনার; ছেকী—রুদ্ধ করিয়াছে; টারি—বদলান; টেক—নিশ্চয়; বুঝিঅ—জানিতে চাও; উমগা—উথলিত হইল; (দো—২৫৫)

চৌ—সবাকার সুখদায়ী রামের তিলক। শুভ ও আনন্দ-মূল এই পথে এক ॥
যাহাতে অযোধ্যাপুর রঘুরাজ যা'ন। বুঝি' বলি' তাহা সবে করহ বিধান ॥১
যত্নে শুনি বাণী যাহা ক'ন মুনিবর। নীতি-পরমার্থযুত লোক-হিতকর ॥
উত্তর না আসে সবে হইল বিভোর। নমিয়া ভরত ক'ন করি' করযোড় ॥২॥
রবিকুলে বহু নৃপ জন্ম লভেছেন। এক থেকে আর বড় সবে জেনেছেন ॥
পিতা মাতা হ'তে জন্ম সর্ব্বজনে পা'ন। শুভাশুভ কর্ম্মফল বিধির বিধান ॥৩

দুঃখে দলি' আনি' দেয় বিশ্বের কল্যাণে। তোমার আশিসে বিশ্বে—সবে ইহা জানে
সব কিছু তুমি প্রভু পারিবে সাধিতে। তোমার সিদ্ধান্ত বল কে পারে রোধিতে? ৪
দোহা— উপায় জানিতে মো'সবার পাশে কহ, ইথে ভাগ্যদোষ মানি॥
অনুরাগে গুরু হ'ন উথলিত শুনি সেই স্নেহময় বাণী॥২৫৫॥

সারমর্ম—রামের রাজ্যাভিষেক সকলের আনন্দদায়ক ও মঙ্গল-স্বরূপ, যাহাতে রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে পারেন তাহার উপায় কর। মুনির কথা শুনিয়া সকলে নির্ব্বাক্ হইল। তখন করযোড়ে ভরত বলিলেন,—হে প্রভু! আপনার আশীর্ব্বাদে অশেষ দুঃখ দূরীভূত হইয়া পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। আপনার জগদ্বিখ্যাত-শক্তি বিধাতার গতিকেও রোধ করিতে সমর্থ। আপনার ইচ্ছা নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। আপনার সংশয় আমাদেরই দুর্ভাগ্যের সূচনা করিতেছে।২৫৫।

চৌ— তাত বাত ফুরি রাম কৃপাহীঁ। রাম বিমুখ সিধি সপনেহুঁ নাহীঁ॥
সকুচউঁ তাত কহত এক বাতা। অরধ তজহিঁ বুধ সরবস জাতা॥১॥
তুম্হ কানন গবনহু দোউ ভাঈ। ফেরিঅহিঁ লখন সীয় রঘুরাঈ॥
সুনি সুবচন হরষে দোউ ভ্রাতা। ভে প্রমোদ পরিপূরন গাতা॥২॥
মন প্রসন্ন তন তেজু বিরাজা। জনু জিয় রাউ রামু ভএ রাজা॥
বহুত লাভ লোগন্হ লঘু হানী। সম দুখ সুখ সব রোবহিঁ রানী॥৩॥
কহহিঁ ভরতু মুনি কহা সো কীন্হে। ফলু জগ জীবন্হ অভিমত দীন্হে॥
কানন করউঁ জনম ভরি বাসূ। এহি তেঁ অধিক ন মোর সুপাসূ॥৪॥
দোহা— অন্তরজামী রামু সিয় তুম্হ সরবগ্য সুজান।
জোঁ ফুর কহহু ত নাথ নিজ কীজিঅ বচনু প্রবান॥২৫৬॥

বাংলা অর্থ—ফুরি—সত্য; সকুচউঁ—সঙ্কুচিত হইতেছি; গাতা—গাত্র; জিয়—জীবিত হইলেন; লঘু—কম; রোবহিঁ—কাঁদিতে লাগিলেন; কীন্হে—করা হইবে; সুপাসূ—সুবিধা; ফুর—সত্য; কীজিয়—করুন; (দো—২৫৬)

চৌ—ওহে তাত! রাম-কৃপা সত্য বলি' জানো। বাম রাম স্বপনেও সিদ্ধি নাহি মানো
এক কথা কহিবারে দ্বিধাকুল মন। বুধ অর্দ্ধ ত্যজে যবে যায় সর্ব্ব ধন॥১॥
তোমরা দু'ভায়ে কর কাননে গমন। ফিরে যা'ন রঘুরাজ, সীতা ও লক্ষ্মণ॥
হেন বাক্যে হর্ষে ভরে ভাই দুইজন। দোঁহাকার তনু, মন আনন্দে মগন॥২
মন তুষ্ট তেজে ভরে কলেবর তা'র। বর্ত্তমানে লইবেন রাম রাজ্যভার।
লোক ইথে বহু লাভ মানে লঘুহানি। সুখ-দুঃখ তুল্য রহে কাঁদে যত রাণী॥৩॥
মুনি যাহা ক'ন,—তাহা করাই উত্তম। জন্ম-ফল লাভ তাহে অভীষ্ট পরম॥
আজন্ম করিব আমি কানন-আশ্রয়। ইহা হ'তে বেশী সুখ কোথা নাহি হয়॥৪
দোহা— অন্তর জানেন দোঁহা সীতারাম আপনিও সর্ব্বজ্ঞ ধীমান্।
এই যদি সত্য করিলেন নাথ! স্ববচন করুন প্রমাণ॥২৫৬॥

সারমর্ম—ভরতের কথা শুনিয়া মুনি সানন্দে বলিলেন,—হে প্রিয়! রামের কৃপা ব্যতীত কিছুই হইবে না। একটি কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। পণ্ডিতগণ যেখানে সমস্ত বস্তুর বিনাশ হইবার আশঙ্কা করেন, সেখানে অর্দ্ধেক ত্যাগ স্বীকার করেন। অতএব তোমরা দুই ভাই বনে গিয়া, সীতা-রাম ও লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া পাঠাও। এই বার্ত্তা শুনিয়া ভরত আনন্দিত হইয়া বলিলেন,—মুনিরাজ! আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য হইলে জন্ম সার্থক হইবে। আমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। আনন্দে আমি বনে বাস করিব। জ্ঞানী ও অন্তর্য্যামী সীতা-রাম সমস্তই জানেন।২৫৬।

চৌ **ভরত বচন সুনি দেখি সনেহূ। সভা সহিত মুনি ভএ বিদেহূ॥**
ভরত মহা মহিমা জলরাসী। মুনি মতি ঠাঢ়ি তীর অবলা সী॥১॥
গা চহ পার জতনু হিয়ঁ হেরা। পাবতি নাব ন বোহিতু বেরা॥
ঔরু করিহি কো ভরত বড়াঈ। সরসী সীপি কি সিন্ধু সমাঈ॥২॥
ভরতু মুনিহি মন ভীতর ভাএ। সহিত সমাজ রাম পহিঁ আএ॥
প্রভু প্রনামু করি দীন্হ সুআসনু। বৈঠে সব সুনি মুনি অনুসাসনু॥৩॥
বোলে মুনিবরু বচন বিচারী। দেস কাল অবসর অনুহারী॥
সুনহু রাম সরবগ্য সুজানা। ধরম নীতি গুন গ্যান নিধানা॥৪॥

দোহা— **সব কে উর অন্তর বসহু জানহু ভাউ কুভাউ।**
পুরজন জননী ভরত হিত হোই সো কহিঅ উপাউ॥২৫৭॥

বাংলা অর্থ—**বিদেহূ**—দেহজ্ঞান-বিবর্জ্জিত; **ঠাঢ়ি**—দণ্ডায়মান; **সী**—সদৃশ; **গা চহ**—যাইতে চাহিয়াছিলেন; **হেরা**—সন্ধান করিয়াছিল; **বোহিত**—জাহাজ; **বেরা**—ভেলা; **সীপী**—ঝিনুক; **সমাঈ**—প্রবেশ করে; **ভায়ে**—ভাল লাগিল; **অনুসাসনু**—আদেশ, অনুশাসন; **অনুহারী**—অনুসারী; (দো—২৫৭)

ভরত-বচন শুনি বিচারিয়া স্নেহ। সভাসদ-সহ সবে বিস্মরিল দেহ॥
ভরত-মহিমা যেন বারিধি অপার। নারী-সম মুনি-মতি খাড়া তটে তা'র॥১
যেতে চাহি পারে হিয়া প্রয়াস লভিল। জাহাজ ও নৌকা, ভেলা কিছু না মিলিল॥
ভরত-মহত্ব বুঝে কোথা হেন জন? সরের ঝিনুকে সিন্ধু পশে কি কখন? ২
মুনি-মন ভরতেরে করি' আনন্দিত। সবে লয়ে রাম-পার্শ্বে হ'ন উপনীত॥
প্রভু প্রণমিয়া তাঁ'রে দেন সু-আসন। মুনি-আজ্ঞা লভি' সবে উপবিষ্ট হ'ন॥৩
বিচারি' বচন তদা ক'ন মুনিবর। অনুসরি' দেশ কাল তথা অবসর॥
ওহে রাম! শুন তুমি সর্ব্ব-জ্ঞানাধার। ধর্ম্ম-নীতি গুণ-জ্ঞান তোমাতে অপার॥

দোহা— **সবার অন্তরে তুমি বাস করি' সুভাবে কুভাবে ধর জ্ঞান॥**
প্রজা-মাতৃগণ-ভরত-মঙ্গল হবে যাহে কর সমাধান॥২৫৭॥

সারমর্ম—ভরতের ভক্তিপূর্ণ বাক্যে মুনি বিশেষ প্রীত হইলেন। তিনি সকলকে সঙ্গে লইয়া রামের নিকট চলিলেন। রাম মুনিকে প্রণাম করিয়া বসিবার জন্য সুন্দর আসন প্রদান করিলে মুনির সহিত সকলে উপবেশন করিলেন। অবসর বুঝিয়া মুনি বলিলেন,—হে রাম! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞানী, নীতিবিদ্ এবং সর্ব্ব-গুণাকর। তুমি সকলের হৃদয়-মন্দিরে অবস্থান করিয়া থাক। সদসৎ মনের অবস্থা বুঝিতে পার। অতএব পুরবাসী, মাতা ও ভরতের জন্য উপায় স্থির করিয়া দাও।২৫৭।

চৌ—আরত কহহিঁ বিচারি ন কাউ। সূঝ জুআরিহি আপন দাউ॥
সুনি মুনি বচন কহত রঘুরাউ। নাথ তুম্হারেহি হাথ উপাউ॥১॥
সব কর হিত রুখ রাউরি রাখেঁ। আয়সু কিএঁ মুদিত ফুর ভাষেঁ॥
প্রথম জো আয়সু মো কহুঁ হোঈ। মাথেঁ মানি করৌঁ সিখ সোঈ॥২॥
পুনি জেহি কহঁ জস কহব গোসাঈ। সো সব ভাঁতি ঘটিহি সেবকাঈ॥
কহ মুনি রাম সত্য তুম্হ ভাষা। ভরত সনেহঁ বিচারু ন রাখা॥৩॥
তেহি তেঁ কহউঁ বহোরি বহোরী। ভরত ভগতি বস ভই মতি মোরী॥
মোরেঁ জান ভরত রুচি রাখী। জো কীজিঅ সো সুভ সিব সাখী॥৪॥

দোহা— ভরত বিনয় সাদর সুনিঅ করিঅ বিচারু বহোরি।
করব সাধুমত লোকমত নৃপনয় নিগম নিচোরি॥২৫৮॥

বাংলা অর্থ—**সূঝ**—দেখিতে পায়; **জুআরিহি**—জ্বরাক্রান্ত রোগী; **দাউ**—উত্তাপ; **কিয়ে**—পালন করিলে; **মুদিত**—প্রসন্নতা; **ভাষে**—কথিত হয়; **মো কহঁ**—আমার প্রতি; **ঘটিহি**—ঘটিবে; **ভাষা**—বলিয়াছ; **জান**—জ্ঞানে; **সাখী**—সাক্ষী; **নৃপনয়**—রাজনীতি; **নিচোরী**—সারাংশ বাহির করিয়া, নিংড়াইয়া; (দো—২৫৮)

চৌ—আর্ত্তজন বিচারিতে না পারে কখন। জ্বরিত বুঝিবে শুধু উত্তাপ আপন॥
মুনির বচন শুনি' রঘুনাথ ক'ন। হে নাথ! তোমার হাতে উপায় এখন।১
তব ইচ্ছা মানিলেই সবার মঙ্গল। আদেশ পালিলে সত্য আনন্দ উচ্ছল॥
প্রথমে আদেশ যাহা করিবে আমারে। সেই শিক্ষা মানি' লব রাখি' শির'পরে॥২
প্রভুর আদেশ যথা যা'র প্রতি হয়। শুভ তাহে সবাকার জানি সুনিশ্চয়॥
সত্য বটে তুমি যাহা কহিলে হে রাম! ভরতের প্রেম নাহি পথ রাখে আন॥৩
সে কারণে কহি আমি তোমা' বার বার। ভরত-ভকতি-বশ মানস আমার॥
ভরত-পীরিতি ধরি' যা' হবে সাধিত। শিব সাক্ষী কহি তাহে শুভ সুনিশ্চিত॥৪

দোহা— ভরত-বিনয় সাদরে শুনিয়া মনে পিছে করিও বিচার।
শিষ্ট-সাধু-লোক-মতে ভাল যাহা, কর তাহা বেদ-অনুসার॥২৫৮॥

সারমর্ম—মুনির কথায় রঘুরাজ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—নাথ! আপনার কাছেই সমস্ত উপায় রহিয়াছে। আপনার ইচ্ছা প্রতিপালন করিলে সকলের মঙ্গল হইবে। আমাকে যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব। আর যাহাকে যাহা করিতে

নির্দেশ দিবেন সকলেই তাহা করিবে। তখন মুনি বলিলেন,—রাম! তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য, কিন্তু আমার বুদ্ধি ভরতের ভক্তিতে বশীভূত হইয়াছে, তাই বিচার-শক্তি আমার লুপ্ত হইয়াছে। আমার মনে হয় ভরতের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিলে শুভ হইবে। ভরতের নিবেদন শ্রবণ-পূর্ব্বক রাজ-নীতি ও বেদানুসারে যাহা হিত হইবে তাহাই বিচার করিয়া স্থির কর ॥২৫৮॥

চৌ—গুর অনুরাগু ভরত পর দেখী। রাম হৃদয়ঁ আনন্দু বিসেষী ॥
ভরতহি ধরম ধুরন্ধর জানী। নিজ সেবক তন মানস বানী ॥১॥
বোলে গুর আয়স অনুকূলা। বচন মঞ্জু মৃদু মঙ্গল মূলা ॥
নাথ সপথ পিতু চরন দোহাঈ। ভয়উ ন ভুঅন ভরত সম ভাঈ ॥২॥
জে গুর পদ অম্বুজ অনুরাগী। তে লোকহুঁ বেদহুঁ বড়ভাগী ॥
রাউর জা পর অস অনুরাগূ। কো কহি সকই ভরত কর ভাগূ ॥৩॥
লখি লঘু বন্ধু বুদ্ধি সকুচাঈ। করত বদন পর ভরত বড়াঈ ॥
ভরতু কহহিঁ সোই কিএঁ ভলাঈ। অস কহি রাম রহে অরগাঈ ॥৪॥

দোহা— তব মুনি বোলে ভরত সন সব সঙ্কোচু তজি তাত।
কৃপাসিন্ধু প্রিয় বন্ধু সন কহহু হৃদয় কৈ বাত ॥২৫৯॥

বাংলা অর্থ—তন মানস বানী—কায়মনোবাক্যে; ভয়উ ন—হয় নাই; বড় ভাগী—বড় ভাগ্যবান্; রাউর—আপনার; কিয়ে—কৃত হইলে; অরগাঈ—নীরব; হৃদয় কই—আন্তরিক; ভুঅন—ভুবন; (দো—২৫৯)

চৌ—গুরু-অনুরাগ হেরি' ভরতের পরে। রাম-হিয়া ডুবে তদা আনন্দ-সাগরে ॥
ভরতেরে জানি' লয়ে ধর্ম্ম-ধুরন্ধর। কায়মনোবাক্যে সে যে সেবক-প্রবর ॥১॥
রাম কহিলেন,—গুরু আদেশানুকূল। বচন মধুর মৃদু মঙ্গলের মূল ॥
শপথ করিনু ল'য়ে পিতার চরণে। ভরতের তুল্য ভ্রাতা না হবে ভুবনে ॥২॥
যা'রা গুরুপদে রহে সদা ভক্তিমান্। লোকে বেদে তা'রে কহে বড় ভাগ্যবান্ ॥
যা'র 'পরে রহে গুরু পীরিতি এমন। সেই ভরতের ভাগ্য কে করে বর্ণন? ৩
দ্বিধা মম মনে বিচারিয়া ছোট ভাই। সম্মুখেতে ভরতেরে কহিতে বড়াই ॥
ভরত কহিবে যাহা শুভ মানি' তাহে। ইহা কহি' রাম তদা চুপ করি' রহে ।৪

দোহা— ভরতেরে মুনি কহিলেন তবে সব দ্বিধা দাও তেয়াগিয়া।
কৃপার নিধান প্রিয় ভাই সনে কহ কথা হৃদয় খুলিয়া ॥২৫৯॥

সারমর্ম্ম—ভরতের উপর গুরুর বিশেষ স্নেহ আছে জানিয়া রাম আনন্দিত হইলেন। ভরত কায়মনোবাক্যে রামের সেবা করেন, ইহা জানিয়া রাম মুনিকে বলিলেন,—হে নাথ! ভরতের মত ভাই পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করে নাই। গুরুভক্ত ভরতের উপর আপনার বিশেষ অনুরাগ থাকায় ইহার মত ভাগ্যবান্ আর কে হইতে হইতে পারে? ভরতের সামনে তাঁহার প্রশংসা করিলে মনে সঙ্কোচ হইবে বলিয়া

রাম বলিলেন,—ভরত যাহা বলে, তাহা পালনেই মঙ্গল হইবে। রাম মৌন অবলম্বন করিলে মুনি ভরতকে তাঁহার মনের কথা রামের নিকট জানাইতে বলিলেন ।২৫৯॥

চৌ—সুনি মুনি বচন রাম রুখ পাঈ। গুরু সাহিব অনুকূল অঘাঈ॥
লখি অপনেঁ সির সবু ছরু ভারূ। কহি ন সকহিঁ কছু করহিঁ বিচারূ ॥১॥
পুলকি সরীর সভাঁ ভএ ঠাঢ়ে। নীরজ নয়ন নেহ জল বাঢ়ে।
কহব মোর মুনিনাথ নিবাহা। এহি তেঁ অধিক কহৌঁ মৈঁ কাহা ॥২॥
মৈঁ জানউঁ নিজ নাথ সুভাউ। অপরাধিহু পর কোহ ন কাউ॥
মো পর কৃপা সনেহু বিসেষী। খেলত খুনিস ন কবহূঁ দেখী ॥৩॥
সিসুপন তেঁ পরিহরেউঁ ন সংগূ। কবহুঁ ন কীন্হ মোর মন ভংগূ॥
মৈঁ প্রভু কৃপা রীতি জিয়ঁ জোহী। হারেহুঁ খেল জিতাবহিঁ মোহী ॥৪॥

দোহা— মহুঁ সনেহ সকোচ বস সনমুখ কহী ন বৈন।
দরসন তৃপিত ন আজু লগি পেম পিআসে নৈন ॥২৬০॥

বাংলা অর্থ—অঘাঈ—চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে; ছরু ভারূ—গুরু-দায়িত্ব-ভার; ঠাঢ়ে ভএ—দণ্ডায়মান হইলেন; বাঢ়ে—বন্যা বাহিল; নেহজলু—স্নেহ-বারি; কহব—কথা; নিবাহা—নিষ্পন্ন করিয়াছেন; কাহা—কি; কোহ—ক্রোধ; খুনিস—ক্রোধ; জোহী—দেখিয়াছি; হারেহু খেল—পরাজিত খেলা; (দো—২৬০)

চৌ—মুনির বচন শুনি', রাম-মন জানি'। গুরু, প্রভু দোঁহা অতি অনুকূল মানি॥
নিজ শির'পরে হেরি' সব গুরু-ভার। কহিতে ভরত নারে করিয়া বিচার ॥১
পুলকিত-তনু হ'য়ে সভাতে দাঁড়ান। স্নেহ-বন্যা বহে হ'তে কমল-নয়ান॥
মোর কথা যত কিছু ক'ন মুনি-নাথ। আর কথা বলিবার নাই তা'র সাথ ॥২
প্রভুর স্বভাব জানি' আমার অন্তরে। ক্রোধ দেখি নাই তাঁ'র কভু দোষী'পরে।
মম'পরে অতি কৃপা পীরিতি অপার। খেলিবার কালে ক্রোধ না হেরিনু তাঁ'র ॥৩
ছেলেবেলা হ'তে নাহি পরিহরি সঙ্গ। প্রভু কভু করেননি মম মনোভঙ্গ॥
প্রভুর করুণা-নীতি, আজো মনে স্মরি। আমারে দিতেন জয় নিজে খেলা হারি' ॥৪

দোহা— স্নেহ-ভরা মন সঙ্কোচ-বিবশ সম্মুখে না স্ফুরিছে বচন।
দরশন-তৃপ্ত এখনও না হয় প্রেমাতুর পিয়াসী নয়ন ॥২৬০॥

সারমর্ম্ম—মুনির কথা শুনিয়া ও রামের ইচ্ছা জানিয়া ভরত গুরু ও প্রভুর অনুকূল ভাব বুঝিলেন। তাঁহার উপর সমস্ত দায়িত্বের ভার থাকায় তিনি বিচার করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার পদ্মনেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি বলিলেন,—হে নাথ! আজীবন তোমার কৃপা হইতে বঞ্চিত হই নাই বা কখনও তোমার ক্রোধের পাত্র হই নাই। মুনিবর আমার মনোভাব অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমি ভক্তি ও সঙ্কোচের জন্য ইহার বেশী কিছুই বলিতে পারিব না। অদ্যাবধি তোমার দর্শন-পিপাসা আমার মিটে নাই ।২৬০॥

চৌ—বিধি ন সকেউ সহি মোর দুলারা। নীচ বীচু জননী মিস পারা॥
য়হউ কহত মোহি আজু ন সোভা। অপনীঁ সমুঝি সাধু সুচি কো ভা॥১॥
মাতু মন্দি মৈঁ সাধু সুচালী। উর অস আনত কোটি কুচালী॥
ফরই কি কোদব বালি সুসালী। মুকতা প্রসব কি সম্বুক কালী॥২॥
সপনেহুঁ দোসক লেসু ন কাহূ। মোর অভাগ উদধি অবগাহূ॥
বিনু সমুঝেঁ নিজ অঘ পরিপাকূ। জারিউঁ জায়ঁ জননি কহি কাকূ॥৩॥
হৃদয়ঁ হেরি হারেউঁ সব ওরা। একহি ভাঁতি ভলেহিঁ ভল মোরা॥
গুর গোসাইঁ সাহিব সিয় রামূ। লাগত মোহি নীক পরিনামূ॥৪॥

দোহা— সাধু সভাঁ গুর প্রভু নিকট কহউ সুথল সতি ভাউ।
প্রেম প্রপঞ্চু কি ঝূঠ ফুর জানহি মুনি রঘুরাউ॥২৬১॥

বাংলা অর্থ—দুলারা—আদর; মিস—ছলে; বীচু—ভেদ; ভা—হইয়াছে; সুচালী—সুন্দর চালচলন-যুক্ত; ফরই—ফলে; কোদব—কোদো ধান; কালী সম্বুক—পুকুরের শামুক; অবগাহূ—অতলস্পর্শ; কাকূ—কুকথা; প্রপঞ্চু—ছলনা; ।২৬১।

চৌ—বিধি নাহি সহিলেন মোর সমাদর। নীচ মাতা-ছলে হ'ন ভেদ সৃষ্টি'পর॥
এ' কথা কহিলে আজ ভাল না দেখায়। নিজেরে গণিয়া সাধু সাধুতা কে পায়?১
মাতা মম মন্দ আমি ধরি সদাচার। হৃদয়ে আনিলে ইহা কোটি দুরাচার॥
কোদো ধানে নাহি হয় শালির জনম। না করে শামুক কৃষ্ণ মুক্তা উৎপাদন॥২
দোষ কহি' স্বপ্নে কারো ক্লেশ নাহি দিব। দুর্ভাগ্য-সাগর মম অগাধ বুঝিব॥
নিজ পাপ-পরিণাম নাহিক বুঝিয়া। ব্যর্থ জ্বালা দিনু মাতৃকার্য্যে আলোচিয়া।৩
সব দিক্ হেরি' হিয়া মানে পরাজয়। এক দিকে মনে হয় শুভ সুনিশ্চয়॥
মুনিবর গুরু মম, প্রভু সীতা-রাম। ইথে মম মনে লয় শুভ পরিণাম॥৪॥

দোহা— সাধু-সভা, গুরু, প্রভুর সমীপে কহি তীর্থে শপথ করিয়া।
সত্য কি অসত্য প্রেম কি বঞ্চনা মুনি রাম লউন জানিয়া॥২৬১॥

সারমর্ম—বিধাতা আমার রাম-প্রীতি সহ্য করিতে পারেন নাই, তাই ছলনায় মায়ের মাধ্যমে আমাদের বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছেন। আজ ইহা বলা আমার পক্ষে অশোভনীয়, কারণ নিজেকে সাধু বলিয়া মনে করিলে কেহই সাধু হয় না। আমি সৎ এবং মা অসৎ ইহা মনে করা উচিত নয়, কারণ পুষ্করিণীর কৃষ্ণবর্ণ ঝিনুকে মুক্তা থাকে না। আমার দুর্ভাগ্য অসীম সমুদ্রের মত, তাই কাহাকেও দোষী বলিয়া ক্লেশ দিতে ইচ্ছা করি না। পাপের ফলেই আমি আজ পরাস্ত হইয়াছি। আমার ভ্রাতৃ-প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত্ত তাহা মুনিবর ও রঘুনাথ জ্ঞাত আছেন।২৬১॥

চৌ—ভূপতি মরন পেম পনু রাখা। জননী কুমতি জগতু সবু সাখা॥
দেখি ন জাহিঁ বিকল মহতারীঁ। জরহিঁ দুসহ জর পুর নর নারীঁ॥১॥

মহীঁ সকল অনরথ কর মূলা। সো সুনি সমুঝি সহিউঁ সব সূলা॥
সুনি বন গবনু কীন্হ রঘুনাথা। করি মুনি বেষ লখন সিয় সাথা॥২॥
বিনু পানহিন্হ পয়াদেহি পাএঁ। সঙ্করু সাখি রহেউঁ এহি ঘাএঁ॥
বহুরি নিহারি নিষাদ সনেহূ। কুলিস কঠিন উর ভয়উ ন বেহূ॥৩॥
অব সবু আঁখিন্হ দেখেউঁ আঈ। জিঅত জীব জড় সবই সহাঈ॥
জিন্হহি নিরখি মগ সাঁপিনি বীছী। তজহিঁ বিষম বিষু তামস তীছী॥৪॥

দোহা— তেই রঘুনন্দনু লখনু সিয় অনহিত লাগে জাহি।
তাসু তনয় তজি দুসহ দুখ দৈউ সহাবই কাহি॥২৬২॥

বাংলা অর্থ—**জর**—জ্বালা; **জরহিঁ**—জ্বলিতেছে; **মহীঁ**—আমিই; **পানহিন্হ**—পদত্রাণ, জুতা; **ন বেহূ**—বিদীর্ণ হয় নাই; **জীব**—আত্মা; **বীছী**—বিছা; **তামস তীছী**—তীক্ষ্ণ তমোগুণ; **সহাবই**—সহাইবে (দুঃখ); (দো—২৬২)

চৌ—প্রেম-পণ রাখি' হ'ল ভূপতি-মরণ। মাতারো কুমতি সাক্ষী সকল ভুবন॥
বিকলিত মাতৃগণে দেখা নাহি যা'য়। পুর-নরনারী জ্বলে দুঃসহ জ্বালায়॥১॥
আমি হই যত কিছু অনর্থ-কারণ। তাহা শুনি' বুঝি' সহি বেদনা ভীষণ॥
রঘুনাথ-বনযাত্রা শুনিনু যখন। মুনিবেশ ধরি' সহ সীতা ও লক্ষ্মণ॥২॥
পাদুকা না ধরি' পদে, পদব্রজে যাই। শিব সাক্ষী ইহা হ'তে আন্ কিছু নাই॥
নিষাদের প্রীতি পুন হেরিনু যখন। কুলিশ কঠিন হিয়া ভাঙ্গেনি তখন॥৩॥
এবে আমি সব হেরি আপন আঁখিতে। সব সহে জীব,—দেহে পরাণ থাকিতে॥
যাঁহারে হেরিয়া পথে বৃশ্চিক সাপিনী। নিজ তীব্র ক্রোধ, বিষ ত্যজিবে আপনি॥৪

দোহা— সেই রঘুনাথ, লক্ষ্মণ, সীতারে লঘুজ্ঞান করে যেই জন।
তা'র পুত্রে ত্যজি' বল কোন্ জনে দিবে দৈব বেদনা ভীষণ?২৬২॥

সারমর্ম—রাঘবের প্রতি প্রেম ও প্রতিজ্ঞা হেতু রাজা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মাতার কুমতিই জগতে সাক্ষী-স্বরূপ হইয়াছে। মাতৃগণের দুরবস্থা দেখিয়া, পুরবাসিগণের অন্তর্দাহ ও স-লক্ষ্মণ রামের বনবাস শুনিয়া নগ্ন-পদে ছুটিয়া আসিয়াছি। নিষাদের ভক্তি দেখিয়া বজ্র-সম ঐ কঠিন হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই। নির্বোধ জীবাত্মা সমস্তই সহ্য করিয়াছে। যাঁহার দর্শনে সর্পাদি ক্রূর জন্তুগণ বিষয়-বিষ ও তমো-স্বভাব ত্যাগ করে, সেই সীতা-রাম যাহার অপ্রিয়, তাহার পুত্রকে বিধাতা অসহনীয় দুঃখই দেন।২৬২॥

চৌ—সুনি অতি বিকল ভরত বর বানী। আরতি প্রীতি বিনয় নয় সানী॥
সোক মগন সব সভাঁ খভারূ। মনহুঁ কমল বন পরেউ তুসারূ॥১॥
কহি অনেক বিধি কথা পুরানী। ভরত প্রবোধু কীন্হ মুনি গ্যানী॥
বোলে উচিত বচন রঘুনন্দূ। দিনকর কুল কৈরব বন চন্দূ॥২॥
তাত জায়ঁ জিয়ঁ করহু গলানী। ঈস অধীন জীব গতি জানী॥
তীনি কাল তিভুঅন মত মোরেঁ। পুন্যসিলোক তাত তর তোরেঁ॥৩॥

উর আনত তুম্হ পর কুটিলাঈ। জাই লোকু পরলোকু নসাঈ॥
দোসু দেহিঁ জননিহি জড় তেঈ। জিন্হ গুর সাধু সভা নহিঁ সেঈ॥৪॥
দোহা— মিটিহহিঁ পাপ প্রপঞ্চ সব অখিল অমঙ্গল ভার।
লোক সুজসু পরলোক সুখু সুমিরত নামু তুম্হার॥২৬৩॥

বাংলা অর্থ—আরতি—আর্তি, দুঃখ; **খভারু**—বোঝা, ভার; **কৈরব**—কুমুদ; **জায় করহু**—করিতে যাইতেছ; **পুন্যসিলোক**—পুণ্যশ্লোক, কীর্তিমান্; **তর**—অধীন, তলস্থ; **নসাঈ**—নষ্ট হইবে; **জিয়**—হৃদয়ে; (দো—২৬৩)

চৌ—শুনিয়া ভরত-বাণী অতি বিচলিত। দুঃখ-প্রীতি-নীতি তথা বিনতি-মিশ্রিত॥
শোকেতে মগন সভা বহে দুঃখ-ভার। কমল-কাননে যেন পড়িল তুষার॥১
বিবিধ প্রকারে কহি' কথা পুরাতনী। ভরতেরে প্রবোধিলা মুনিবর জ্ঞানী॥
উত্তর দানিলা যথোচিত রঘুনাথ। সূর্য্যবংশ-পদ্মবনে সম নিশানাথ।২॥
ওহে তাত! হিয়া-মাঝে গ্লানি ব্যর্থ ধর। জীব-গতি, সব কিছু ঈশাধীন স্মর॥
ত্রিভুবনে তিন কালে পুণ্য-শ্লোক যত। তোমা' হ'তে নিম্ন স্তরে সকলে সতত॥৩
তোমা'পরে কুটিলতা করিলে আরোপ। ইহলোক যাবে তা'র পরলোক লোপ॥
মূর্খ সবে জননীরে দোষ দিবে তা'রা। গুরু-সাধু-সঙ্গ কভু করেনি যাহারা॥৪
দোহা— মিটিয়া যাইবে পাপের প্রপঞ্চ যত সব অমঙ্গল-ভার॥
ইহ শুভ যশ, পরলোকে সুখ যদি নাম স্মরিবে তোমার॥২৬৩॥

সারমর্ম্ম—ভরতের কথা শুনিয়া তুষার-পীড়িত কমলের ন্যায় সভা শোকে মগ্ন হইল। বশিষ্ঠ ভরতকে নীতি-উপদেশ দিয়া প্রবোধ দিলেন। তখন রঘুনাথ বলিলেন,—হে প্রিয়! ঈশ্বরের ইচ্ছায় জীবনের গতি প্রবাহিত হয়, অতএব বৃথা দুঃখ বোধ করিও না। ত্রিভুবনে যত পুণ্যশ্লোক রহিয়াছেন সকলেই তোমার অধীন। তোমাকে যে কুটিল বলিয়া ভাবিবে তাহার ইহকাল ও পরকাল নষ্ট হইবে। যে মূর্খ গুরু ও সাধুসেবা করে নাই, সেই নরাধম মাতার উপর দোষারোপ করিবে। তোমার নাম স্মরণে পাপ ও সংসারের মায়া দূরে যাইবে॥২৬৩॥

চৌ—কহউঁ সুভাউ সত্য সিব সাখী। ভরত ভূমি রহ রাউরি রাখী॥
তাত কুতরক করহু জনি জাএঁ। বৈর পেম নহিঁ দুরই দুরাএঁ॥১॥
মুনিগন নিকট বিহগ মৃগ জাহীঁ। বাধক বধিক বিলোকি পরাহীঁ॥
হিত অনহিত পসু পচ্ছিউ জানা। মানুষ তনু গুন গ্যান নিধানা।২॥
তাত তুম্হহি মৈঁ জানউঁ নীকেঁ। করৌঁ কাহ অসমঞ্জস জীকেঁ॥
রাখেউ রায় সত্য মোহি ত্যাগী। তনু পরিহরেউ পেম পন লাগী।৩॥
তাসু বচন মেটত মন সোচু। তেহি তেঁ অধিক তুম্হার সঙ্কোচু॥
তা পর গুর মোহি আয়সু দীন্হা। অবসি জো কহহু চহউঁ সোই কীন্হা॥৪

দোহা— মনু প্রসন্ন করি সকুচ তজি কহহু করৌঁ সোই আজু।
সত্যসন্ধ রঘুবর বচন সুনি ভা সুখী সমাজু ॥২৬৪॥

বাংলা অর্থ—ভূমি—পৃথিবী ; রহ—রক্ষিত হইবে ; নহিঁ দুরই—লুকান যায় না ; বধিক—ব্যাধ ; পরাহীঁ—পলায় ; অসমঞ্জস্থ—দ্বিধা ; রায়—রাজা ; মেটত—ফেলিতে ; কীন্হা চহউঁ—করিতে চাহি ; (দো—২৬৪)

চৌ—শিব সাক্ষী করি' কহি সত্যে সমাশ্রিত। তুমি যদি রাখ ধরা তা' হ'বে রক্ষিত
হে তাত ! কুতর্ক ব্যর্থ কভু না চিন্তিবে। ঘৃণা-প্রেম লুকালেও লুকা'তে নারিবে ॥১
মুনিগণ-পার্শ্বে সদা মৃগ-পাখী যায়। পীড়াদায়ী ব্যাধে হেরি' দূরেতে পালায় ॥
পশু-পক্ষী ধরে জেনো শত্রু-মিত্র-জ্ঞান। মানুষ-তনু ত গুণ-জ্ঞানের নিধান ॥২
উত্তম সঙ্কট তাত ! তোমা' উপজয়। হৃদয় সঙ্গতি-হীন, মানসে সংশয় ॥
রাজা সত্য রক্ষিলেন আমারে ত্যজিয়া। নিজ তনু পরিহরি' প্রেমের লাগিয়া ॥৩
তাঁ'র বাণী উপেক্ষিলে জন্মে পাপ-ভার। তা'রা বেশী দুঃখ দেয় বেদনা তোমার ॥
গুরু আজ্ঞা দেন পুন কথা রক্ষিবারে। অবশ্য যা' কহিবে তা' চাহি করিবারে ॥৪

দোহা— প্রসন্ন মানসে সঙ্কোচ ত্যজিয়া পালিব তা' যা' কহিবে আজ।
সত্য-সন্ধ রাম কহিলে এ' কথা সুখী হ'ল সকল সমাজ ॥২৬৪॥

সারমর্ম—রাম বলিলেন,—হে ভরত ! আমি সত্য বলিতেছি, তোমা-কর্তৃক পৃথিবী রক্ষিত হইবে। বৃথা দুঃখদায়ক চিন্তা করিও না। শত্রুতা ও ভালবাসা গোপন করিলেও তাহা গুপ্ত থাকে না। পশু-পক্ষীরাও শিষ্ট বা দুষ্ট বুঝিতে পারে। হে প্রিয় ! আমি তোমার স্বভাব জানি, তুমি সংশয়াপন্ন হইও না। রাজা আমাকে ত্যাগ করিয়া সত্য-রক্ষা করিয়াছেন। প্রেম ও প্রতিজ্ঞার জন্য স্বীয় দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। পিতৃবাক্য অবমাননা করিতে কষ্ট বোধ করি। তোমার দুঃখ ততোধিক আমাকে পীড়া দিতেছে। পরন্তু গুরুর আদেশ—তুমি যাহা বলিবে তাহাই হইবে। অতএব তুমি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া অভিপ্রায় ব্যক্ত কর। তোমার বাক্যানুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। রামের কথায় সকলে সুখী হইল ॥২৬৪॥

চৌ—সুর গন সহিত সভয় সুররাজু। সোচহিঁ চাহত হোন অকাজু ॥
বনত উপাউ করত কছু নাহীঁ। রাম সরন সব গে মন মাহীঁ ॥১॥
বহুরি বিচারি পরস্পর কহহীঁ। রঘুপতি ভগত ভগতি বস অহহীঁ ॥
সুধি করি অম্বরীষ দুরবাসা। ভে সুর সুরপতি নিপট নিরাসা ॥২॥
সহে সুরন্হ বহু কাল বিষাদা। নরহরি কিএ প্রগট প্রহলাদা ॥
লগি লগি কান কহহিঁ ধুনি মাথা। অব সুর কাজ ভরত কে হাথা ॥৩॥
আন উপাউ ন দেখিঅ দেবা। মানত রামু সুসেবক সেবা ॥
হিয়ঁ সপেম সুমিরহু সব ভরতহিং। নিজ গুন সীল রাম বস করতহি ॥৪॥

দোহা— সুনি সুর মত সুরগুর কহেউ ভল তুম্হার বড় ভাগু ॥
সকল সুমঙ্গল মূল জগ ভরত চরন অনুরাগু ॥২৬৫॥

বাংলা অর্থ—হোন চাহত—হইতে চলিয়াছে ; বনত—বানাইতে (করিতে) ; গে—গেলেন ; সুধি করি—স্মরণ করিয়া ; নরহরি—নৃসিংহ ; ধুনি—কাঁপাইয়া ; সুমিরহু—স্মরণ করিলেন ; করতহিঁ—করিতে ; ভাগু—ভাগ্য ; (দো—২৬৫)

চৌ—দেবগণ-সহ ইন্দ্র হ'ন ভয় ভীত। অকাজ আশঙ্কা বুঝি' এবে উপনীত ॥
চিন্তিয়া উপায় কিছু না হ'ল নির্ণয়। রামের শরণে পথ এই মনে লয় ॥১
সবে পুন বিচারিয়া পরস্পর কহে। রঘুপতি ভকতের ভক্তিবশ রহে ॥
অম্বরীষ দুর্ব্বাসার স্মরিয়া সম্বাদ। ইন্দ্র দেবগণ-সহ গণিলা প্রমাদ ॥২॥
সুরগণ সহে দুঃখ বহুকাল ধ'রে। নরসিংহে প্রহ্লাদ তা' প্রকটিত করে ॥
মাথা নাড়ি' কাণে কাণে দেবগণ ক'ন। দেব-কার্য্য ভরতের হস্তেতে এখন ॥
দেবগণ না হেরিলা পন্থা কিছু আন্। ভক্তের সেবায় রাম দেন বহু মান ॥
স্মর সবে ভরতেরে মনে ভক্তিভরে। নিজ গুণে শীলে সেই রামে বশ করে ॥৪

দোহা— দেব-মত শুনি' ক'ন সুর-গুরু তোমরা সকলে মহাভাগ।
সর্ব্ব-শুভ-মূল জানিবে জগতে ভরত-চরণে অনুরাগ ॥২৬৫॥

সারমর্ম—কৃপাসিন্ধু রাম ভরতের ভক্তিতে বশীভূত হইলেন দেখিয়া দেবতাগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহাদেরও আশঙ্কা খণ্ডন করিলেন। দেবতাগণ রামভক্ত ভরতের শরণ লইলেন। তখন বৃহস্পতি বলিলেন,—জগতের মঙ্গল-স্বরূপ রাম-প্রতিবিম্ব ভরতের রাম-চরণে ভক্তি থাকায় তোমাদের সৌভাগ্যের সূচনা হইতেছে! ২৬৫॥

চৌ—সীতাপতি সেবক সেবকাঈ। কামধেনু সয় সরিস সুহাঈ ॥
ভরত ভগতি তুম্হরেঁ মন আঈ। তজহু সোচু বিধি বাত বনাঈ ॥১॥
দেখু দেবপতি ভরত প্রভাউ। সহজ সুভায়ঁ বিবস রঘুরাউ ॥
মন থির করহু দেব ডরু নাহীঁ। ভরতহি জানি রাম পরিছাহীঁ ॥২॥
সুনি সুরগুর সুর সম্মত সোচূ। অন্তরজামী প্রভুহি সকোচূ ॥
নিজ সির ভারু ভরত জিয়ঁ জানা। করত কোটি বিধি উর অনুমানা ॥৩॥
করি বিচারু মন দীন্হী ঠীকা। রাম রজায়স আপন নীকা ॥
নিজ পন তজি রাখেউ পনু মোরা। ছোহু সনেহু কীন্হ নহিঁ থোরা ॥৪॥

দোহা— কীন্হ অনুগ্রহ অমিত অতি সব বিধি সীতানাথ।
করি প্রনামু বোলে ভরতু জোরি জলজ জুগ হাথ ॥২৬৬॥

বাংলা অর্থ—সয়—শত ; সরিস—সদৃশ ; বাত বনাঈ—কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছেন ; পরিছাহীঁ—প্রতিবিম্ব ; দীন্হী ঠীকা—স্থির করিলেন ; ছোহু—কৃপা ; (দো—২৬৬)

চৌ—সীতাপতি-সেবকে যে সেবা-পরায়ণ ॥ শত-কামধেনু-সম তা'রে আপ্যায়ন ॥
ভরত-ভকতি হৃদে যদি তোমাদের। চিন্তা ত্যজ হবে সিদ্ধি নিশ্চিত কার্য্যের ॥১
ওহে দেবরাজ! হের ভরত-প্রভাব। রামে বশ করে তার সরল স্বভাব ॥
মন স্থির কর সবে ভয় না করিবে। সদা রাম-অনুসারী ভরতে জানিবে ॥২
শুনি' সুর-গুরু-মত দেবতা-বিচার। অন্তর্য্যামী রাম গণে সঙ্কোচ অপার ॥
ভরত বুঝিলা মনে গুরু কার্য্যভার। করে মনে অনুমান বিবিধ প্রকার ॥৩
এই স্থির করে মনে করিয়া বিচার। রাম-আজ্ঞা পালি যদি শুভ আপনার ॥
মম পণ রাখি' নিজ পণ তেয়াগিলা। কম কৃপা, স্নেহ ইথে নাহি বরষিলা ॥৪
দোহা— করুণা দেখা'লে অমিত অপার সকল প্রকারে সীতানাথ!
প্রণাম করিয়া কহিলা ভরত যুক্ত করি' দু'টি পদ্মহাত ॥২৬৬॥

সারমর্ম্ম—দেব-গুরু বলিলেন,—রাম-ভক্তের সেবা কামধেনুর ন্যায় ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। তোমাদের মনে ভরতের প্রতি ভক্তি জন্মিয়াছে, এখন দুশ্চিন্তা দূরে যাইবে! বিধাতা তোমাদের কার্য্যসিদ্ধি করিবেন। বৃহস্পতি ও দেবগণের আশঙ্কা জানিয়া অন্তর্য্যামী প্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ভরতের উপর সমস্ত বিচারের ভার ন্যস্ত থাকায় তিনি মনে মনে সমালোচনা করিলেন,—রাম-আজ্ঞা পালনেই শুভ হইবে। রাম স্বীয় প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া আমার উপর অসীম করুণা করিয়া আমার কথা রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন ॥২৬৬॥

চৌ—কহৌঁ কহাবৌঁ কা অব স্বামী। কৃপা অম্বুনিধি অন্তরজামী ॥
গুর প্রসন্ন সাহিব অনুকূলা। মিটী মলিন মন কলপিত সূলা ॥১॥
অপডর ডরেউঁ ন সোচ সমূলেঁ। রবিহি ন দোসু দেব দিসি ভূলেঁ ॥
মোর অভাগু মাতু কুটিলাঈ। বিধি গতি বিষম কাল কঠিনাঈ ॥২॥
পাউ রোপি সব মিলি মোহি ঘালা। প্রনতপাল পন আপন পালা ॥
যহ নই রীতি ন রাউরি হোঈ। লোকহুঁ বেদ বিদিত নহিঁ গোঈ ॥৩॥
জগু অনমল ভল একু গোসাঈ। কহিঅ হোই ভল কাসু ভলাঈ ॥
দেউ দেবতরু সরিস সুভাউ। সনমুখ বিমুখ ন কাহুহি কাউ ॥৪॥
দোহা— জাই নিকট পহিচানি তরু ছাহঁ সমনি সব সোচ।
মাগত অভিমত পাব জগ রাউ রঙ্কু ভল পোচ ॥২৬৭॥

বাংলা অর্থ—**কহাবউঁ**—কহাইব; **সাহিব**—প্রভু; **অপডর**—বৃথা ভয়; **রোপি**—চাপাইয়া; **ঘালা**—মারিয়াছিল; **গোঈ**—গুপ্ত; **কাহুহি**—কাহারো প্রতি; **সমনি** শমনকারক; **মাগত**—যাজ্ঞা; **রঙ্কু**—দরিদ্র; **পোচ**—মন্দ; (দো—২৬৭)

চৌ—কি কহিব বল কিবা কহাইব স্বামী! ওহে কৃপা-পারাবার! তুমি অন্তর্য্যামী ॥
প্রভু-অনুরাগ, গুরু-প্রীতি মম 'পরে। জানি মম কাল্পনিক দুঃখ অপসরে ॥১

মিথ্যা ভয়ে ভীত মম খেদ অকারণ। দিগ্‌ভুল হ'লে দোষ করে কি তপন ?
দুর্ভাগ্য আমার অতি মাতৃ-কুটিলতা। বিধির বিষম গতি কালে কঠিনতা ॥২
সবে মিলি' পায়ে মোরে করিল দলন। প্রণত-পালক রক্ষা করে নিজ পণ ॥
ইহা নহে তব গুপ্ত অভিনব নীতি। লোকে, বেদে আছে তা'র ভাল পরিচিতি ॥৩
হে প্রভু! জগৎ মন্দ, তুমি একা ভালো। আর কা'র ভালো হ'লে ভাল হবে বলো ?
কল্পতরু-সম দেব! তোমার চরিত। অনুকূল-প্রতিকূল দু'য়ের অতীত ॥৪॥

দোহা— কল্পতরু জানি' যে যায় সমীপে ছায়ায় মিটায় খেদ তা'র।
যে যা' চায়, পায় রাজা ও ভিখারী ভাল মন্দ করে না বিচার ॥২৬৭

সারমর্ম—ভরত প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে প্রভু, করুণাসিন্ধু! আপনি ও গুরুদেব আমার অবস্থা সম্যক্ অবগত হইয়া আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন, ইহাতে আমার সমস্ত মনোবেদনা দূরীভূত হইয়াছে। আমার বলিবার মত কিছু নাই। দিবালোকে কেহ ভ্রান্ত পথে চলিলে যেমন সূর্য্যদেবকে দোষ দেওয়া যায় না, আমিও সেইরূপ অকারণ ভয় ও খেদ করিয়াছি। আমার দুর্ভাগ্য, মায়ের কুটিলতা, বিধাতার বিষম ইচ্ছা ও কালের কঠোরতা সকলে মিলিয়া আমাকে পদ-দলিত করিতেছিল। হে দীনবন্ধু! স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আমাকে বাঁচাইয়াছ! তুমি কল্প-বৃক্ষ-স্বরূপ! তোমার চরণ-তলে আশ্রয় লইলে সকল দুঃখ দূরে যায়! কল্পতরু যেমন রাজা প্রজা সকলকেই অভীষ্ট ফল দেয়, তেমনি তোমার চরণাশ্রিত ব্যক্তিও অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে।২৬৭॥

চৌ—লখি সব বিধি গুর স্বামি সনেহূ। মিটেউ ছোভু নহিঁ মন সন্দেহূ ॥
অব করুনাকর কীজিঅ সোঈ। জন হিত প্রভু চিত ছোভু ন হোঈ ॥১॥
জো সেবকু সাহিবহি সঙ্কোচী। নিজ হিত চহই তাসু মতি পোচী ॥
সেবক হিত সাহিব সেবকাঈ। করৈ সকল সুখ লোভ বিহাঈ ॥২॥
স্বারথু নাথ ফিরেঁ সবহী কা। কিএঁ রজাই কোটি বিধি নীকা ॥
য়হ স্বারথ পরমারথ সারূ। সকল সুকৃত ফল সুগতি সিঙ্গারূ ॥৩॥
দেব এক বিনতী সুনি মোরী ॥ উচিত হোই তস করব বহোরী ॥
তিলক সমাজু সাজি সব আনা। করিঅ সুফল প্রভু জৌঁ মনু মানা ॥৪॥

দোহা— সানুজ পঠইঅ মোহি বন কীজিঅ সবহি সনাথ।
নতরু ফেরিঅহিঁ বন্ধু দোউ নাথ চলৌঁ মৈঁ সাথ ॥২৬৮॥

বাংলা অর্থ—ছোভু—ক্ষোভ; সঁকোচী—দুঃখ দিয়া; পোচী—মন্দ (স্ত্রী); সিঁগারূ—ভূষণ; তিলক সমাজু—অভিষেকের আয়োজন; নতরু—নহিলে (দো-২৬৮)

চৌ—সকল প্রকারে হেরি' গুরু-স্বামি-স্নেহ। ক্ষোভ মিটি' গেল নাহি রহিল সন্দেহ
এবে তাহা কর তুমি হে করুণাময়! প্রভু-চিত্ত-ক্ষোভ যায়, ভক্ত হিত হয় ॥১

যে সেবক নিজ প্রভু-চিত্তে ক্লেশ দিয়া। চায় নিজ হিত অতি নীচ তা'র হিয়া॥
প্রভুর সেবাতে শুধু সেবকের হিত। সুখ-লোভ ত্যজি' তাহা করাই উচিত॥২
হে নাথ! ফিরিলে মিটে স্বার্থ সবাকার। আদেশ পালনে শুভ কোটিশ প্রকার॥
ইথে সর্ব্ব-স্বার্থ-সিদ্ধি পরমার্থ সার। সর্ব্ব-পুণ্য-ফল শুভ গতি সবাকার॥৩
প্রভু! তুমি এ' মিনতি শুন হে আমার। উচিত বুঝিবে যদি কর রক্ষা তা'র॥
অভিষেক-তরে দ্রব্য আছে সুসজ্জিত। সফল করহ যদি তব অনুমত॥৪

দোহা— শত্রুঘন-সহ বনে প্রেরি' মোরে সবাকারে করহ সনাথ।
অথবা ফিরুক তা'রা দু'টি ভাই আমি চলি' যাব তব সাথ॥২৬৮॥

সারমর্ম—ভরত বলিলেন,—হে করুণাময়! যাহাতে ভক্তের কল্যাণ সাধিত হয়, প্রভুর চিত্তে দুঃখের সঞ্চার না হয়, তাহাই করুন। যে সেবক নিজ সুখের জন্য প্রভুর চিত্তে ক্লেশ জন্মায়, তাহার অকল্যাণ হইয়া থাকে। হে নাথ! আপনি অযোধ্যায় ফিরিলেই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। আপনার আদেশ পালনেই মঙ্গল হইবে, ইহাই স্বার্থ ও পরমার্থের মূল-তত্ত্ব এবং ইহাতেই হিত সাধিত হইবে। প্রভু! অভিষেকের দ্রব্য প্রস্তুত আছে তাহার সদ্ব্যবহার করুন এবং শত্রুঘ্নের সহিত আমাকে বনে প্রেরণ করিয়া সকলকে কৃতার্থ করুন। অথবা লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করুক, আর আমি আপনার সহযাত্রী হইব॥২৬৮॥

চৌ—নতরু জাহিঁ বন তীনিউ ভাঈ। বহুরিঅ সীয় সহিত রঘুরাঈ॥
জেহি বিধি প্রভু প্রসন্ন মন হোঈ। করুনা সাগর কীজিঅ সোঈ॥১॥
দেবঁ দীন্হ সব মোহি অভারূ। মোরেঁ নীতি ন ধরম বিচারূ॥
কহউঁ বচন সব স্বারথ হেতু। রহত ন আরত কেঁ চিত চেতু॥২॥
উতরু দেই সুনি স্বামি রজাঈ। সো সেবকু লখি লাজ লজাঈ॥
অস মৈঁ অবগুন উদধি অগাধূ। স্বামি সনেহঁ সরাহত সাধূ॥৩॥
অব কৃপাল মোহি সো মত ভাবা। সকুচ স্বামি মন জাইঁ ন পাবা॥
প্রভু পদ সপথ কহউঁ সতি ভাউ। জগ মঙ্গল হিত এক উপাউ॥৪॥

দোহা— প্রভু প্রসন্ন মন সকুচ তজি জো জেহি আয়সু দেব।
সো সির ধরি ধরি করিহি সবু মিটিহি অনট অবরেব॥২৬৯॥

বাংলা অর্থ—**বহুরিয়**—ফিরিয়া যাও; **চিত চেতু**—চিত্তের চেতনা (বিচার-বুদ্ধি); **লজাঈ**—লজ্জা পায়; **সাধূ**—সুন্দর ভাবে, সদ্ভাবে; **অনট**—অনর্থ; **অবরেব**—অন্যায়; **ভাবা**—ভাল লাগিল; **সকুচ**—সঙ্কোচ; (দো—২৬৯)

চৌ– নতুবা আমরা তিন ভাই যাব বনে। রঘুরাজ! সীতা-সহ ফিরহ ভবনে॥
যে বিধানে হ'বে বল তব প্রসন্নতা। দয়ানিধি! কর তাহা, না কর অন্যথা॥১
ওহে দেব! দিলে মোর 'পরে সব ভার। জানা নাই নীতি কিম্বা ধরম-বিচার॥
সকল বচন কহি' স্বার্থের কারণ। অবিবেক ধরে সেই,—আর্ত্ত যা'র মন॥২

প্রভু আজ্ঞা লভি' ভক্ত যে দেয় উত্তর। তা'রে হেরি' লজ্জা নিজে হয় লজ্জাপর॥
সেইরূপ হই আমি অগুণ-সাগর। স্নেহ-বশে প্রভু! তুমি প্রশংসা-মুখর॥৩
এবে হে কৃপাল! কহ তাহে মম হিত। যাহে তব মন হবে সঙ্কোচ-বাজ্জিত॥
তব পদে দিব্য করি' কহি সত্য কথা। বিশ্ব-হিত-তরে নাহি উপায় অন্যথা॥৪

দোহা- প্রভু হৃষ্ট মনে সঙ্কোচ ত্যজিয়া করিবেন যা'রে যা' আদেশ।
সে তা' ধরি' শিরে পালিবে অবাধে মিটি' যাবে অনর্থ ও ক্লেশ॥২৬৯

সারমর্ম—হে রঘুরাজ! আমরা তিন ভ্রাতা বনে যাইতেছি, সীতার সহিত আপনি অযোধ্যায় ফিরিয়া যান। যাহাতে আপনার সন্তোষ হয় তাহাই করুন। আর্ত্তের বিচার-বুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া থাকে। তাই আমার নীতি-জ্ঞান ও ধর্ম্ম-বিচার তিরোহিত হইয়াছে। আমি সমস্তই স্বার্থ-পূর্ণ বাক্য বলিব। যদি সেবক হইয়া প্রভুর বাক্যের উত্তর দেয়, তবে লজ্জাও তাহাকে আশ্রয় করিতে লজ্জা অনুভব করে। হে করুণাময়! আপনি সন্তুষ্ট হইয়া যাহাকে যে আদেশ করিবেন—সকলে তাহাই পালন করিবে। তাহাতে সকলের সন্তাপ দূরে য'ইবে।।২৬৯।।

চৌ—ভরত বচন সুচি সুনি সুর হরষে। সাধু সরাহি সুমন সুর বরষে
অসমঞ্জস বস অবধ নেবাসী। প্রমুদিত মন তাপস বনবাসী॥১॥
চুপহি রহে রঘুনাথ সঙ্কোচী। প্রভু গতি দেখি সভা সব সোচী॥
জনক দূত তেহি অবসর আএ। মুনি বসিষ্ঠঁ সুনি বেগি বোলাএ॥২॥
করি প্রনাম তিন্হ রামু নিহারে। বেষু দেখি ভএ নিপট দুখারে॥
দূতন্হ মুনিবর বূঝী বাতা। কহহু বিদেহ ভূপ কুসলাতা॥৩॥
সুনি সকুচাই নাই মহি মাথা। বোলে চরবর জোরেঁ হাথা॥
বূঝব রাউর সাদর সাঈঁ। কুসল হেতু সো ভয়উ গোসাঈঁ॥৪॥

দোহা— নাহিঁ ত কোসলনাথ কেঁ সাথ কুসল গই নাথ।
মিথিলা অবধ বিসেষ তেঁ জগু সব ভয়উ অনাথ॥২৭০॥

বাংলা অর্থ—**চুপহি**—চুপ করিয়া; **বেগি**—ত্বরা; **বোলায়ে**—ডাকিলেন; **ভয়ে** হইলেন; **বুঝী**—জিজ্ঞাসা করিলেন; **কুসলাতা**—কুশলবার্ত্তা; **জোরে হাথা**—যুক্ত করে; **সাঈঁ**—স্বামী; **বুঝব**—জিজ্ঞাসা করিলেন; (দো—২৭০)

চৌ—ভরতের পূত-বাণী দেবে হরষিল। সাধু সাধু কহি' সবে পুষ্প বরষিল॥
দ্বিধাকুল হ'ল যত অযোধ্যা-নিবাসী। প্রমুদিত-মনা হ'ল মুনি বনবাসী॥১
চুপ র'ন রঘুনাথ সঙ্কুচিত হ'য়ে। প্রভু-গতি হেরি' সভা চিন্তাপর রহে॥
জনকের দূত আসে সেই অবসরে। ডাকেন বশিষ্ঠ তা'রে অতি ত্বরা ক'রে॥২
প্রণাম করিয়া দূত রামেরে হেরিল। বেশ হেরি' মন তা'র দুখেতে ভরিল॥
দূতে লক্ষ্য করি' ক'ন মুনিবর তবে। হে দূত! মিথিলারাজ্যে কুশলী ত' সবে? ৩

শুনি' তাহা সসঙ্কোচে কহে দূতবর। শির নত করি' তথা যুক্ত করি' কর ॥
সমাদরে জিজ্ঞাসা যে করেন আপনি। তাহাই কুশল বলি' মনে মনে গণি ॥৪
দোহা— নহে ত হে নাথ! কোশলের নাথ কুশলতা ল'য়ে গেছে সাথ।
সবে, বিশেষতঃ মিথিলা-কোশল ধরা-মাঝে হ'য়েছে অনাথ ॥২৭০

সারমর্ম—দেবগণ ভরত-বাক্যে তুষ্ট হইয়া পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। পুর-বাসিগণের সমস্যা দেখা দিল। তপস্বিগণ আনন্দিত হইলেন। তখন রাঘব চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময় মিথিলেশ্বরের দূতের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া বশিষ্ঠ তাহার প্রবেশের আদেশ দিলেন। দূত প্রণাম করিয়া রাঘবের অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইল। মুনি তাহাকে জনকের কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে সে সবিনয়ে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া মিথিলা ও কোশলের তাৎকালিক দুরবস্থার পরিচয় দিল ॥২৭০॥

চৌ—কোসলপতি গতি সুনি জনকৌরা। ভে সব লোক সোক বস বৌরা ॥
জেহিঁ দেখে তেহি সময় বিদেহূ। নামু সত্য অস লাগ ন কেহূ ॥১॥
রানি কুচালি সুনত নরপালহি। সূঝ ন কছু জস মনি বিনু ব্যালহি ॥
ভরত রাজ রঘুবর বনবাসূ। ভা মিথিলেসহি হৃদয়ঁ হরাঁসূ ॥২॥
নৃপ বূঝে বুধ সচিব সমাজূ। কহহু বিচারি উচিত কা আজূ ॥
সমুঝি অবধ অসমঞ্জস দোউ। চলিঅ কি রহিঅ ন কহ কছু কোউ ॥৩॥
নৃপহিঁ ধীর ধরি হৃদয় বিচারী। পঠএ অবধ চতুর চর চারী।
বূঝি ভরত মতি ভাউ কুভাউ। আএহু বেগি ন হোই লখাউ ॥৪॥
দোহা— গএ অবধ চর ভরত গতি বূঝি দেখি করতুতি।
চলে চিত্রকূটহি ভরতু চার চলে তেরহুতি ॥২৭১॥

বাংলা অর্থ—**জনকৌরা**—জনক-পুরস্থ; **বৌরা**—পাগল; **সূঝ ন**—দেখিতে পাইতেছিলেন না; **হরাঁসূ**—খেদ; **লখাউ ন হোই**—দেখা না পড়ে, অগোচরে; **করতুতি**—ইতিকর্ত্তব্যতা; **তিরহুতি**—ত্রিহুত (জনকপুর); (দো—২৭১)

চৌ—জনক-পুরেতে শুনি' দশরথ-গতি। দুঃখ-বশে সবে হ'ল শোকাতুর-মতি ॥
হেনকালে যে হেরিল বিদেহ-জনকে। নামে সার্থকতা কেহ নাহি দিল লোকে ॥১
কৈকেয়ীর দুষ্ট মতি শুনি' নরপাল। শোভাহীন হ'ন যথা মণি বিনা ব্যাল ॥
ভরতেরে রাজ্য দিয়া রামে বনবাস। জনকের হিয়া তাহে দুঃখের নিবাস ॥২
নৃপ ক'ন বিচক্ষণ সচিব-সমাজ। বিচারিয়া কহ—করা কি উচিত আজ?
বিচারিয়া অযোধ্যায় দুই অনুচিত। কেহ কিছু না কহিল করিয়া নিশ্চিত ॥৩
ধৈর্য্যহীন নৃপ করি' হৃদয়ে চিন্তন। পাঠা'লেন সুচতুর দূত চারি জন ॥
ভরতের কুভাব কি সুভাব বুঝিয়া। সবার অলক্ষে সবে আসিবে ফিরিয়া ॥
দোহা— অযোধ্যায় আসি' কার্য্য দেখি' তা'রা ভরতের মতি বুঝি' নিল।
চিত্রকূটে যা'ন ভরত যখন চারিজন ত্রিহুতে ফিরিল ॥২৭১॥

সারমর্ম—বিদেহ-রাজ্যের সমস্ত লোক কোশল-পতির অবস্থা শুনিয়া উন্মাদ-প্রায় হইয়াছে। তখন জনকের দেহ জ্ঞান-শূন্য হইয়াছিল। ভরতের রাজ্য-প্রাপ্তি ও রাঘবের বনবাসের কথা শুনিয়া মণিহারা ফণীর ন্যায় জনকের দৃষ্টি-শক্তি লোপ পাইয়াছিল। তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মন্ত্রণা করিয়া চতুর দূত চারিজনকে অযোধ্যায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা তথায় গিয়া ভরতের অবস্থা দেখিয়া ও চিত্রকূটে তাঁহার যাত্রার কথা শুনিয়া ত্রিহুতে ফিরিল। তাহারা সকলের অজ্ঞাতসারেই গিয়া অযোধ্যার সমস্ত তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়াছিল।২৭১।

চৌ—দূতন্হ আই ভরত কহ করনী। জনক সমাজ জথামতি বরনী॥
সুনি গুর পরিজন সচিব মহীপতি। ভে সব সোচ সনেহঁ বিকল অতি॥১॥
ধরি ধীরজু করি ভরত বড়াঈ। লিএ সুভট সাহনী বোলাঈ॥
ঘর পুর দেস রাখি রখবারে। হয় গয় রথ বহু জান সঁবারে॥২॥
দুঘরী সাধি চলে ততকালা। কিএ বিশ্রামু ন মগ মহিপালা॥
ভোরহিঁ আজু নহাই প্রয়াগা। চলে জমুন উতরন সবু লাগা॥৩॥
খবরি লেন হম পঠএ নাথা। তিন কহি অস মহি নায়উ মাথা॥
সাথ কিরাত ছ সাতক দীন্হে। মুনিবর তুরত বিদা চর কীন্হে॥৪॥

দোহা— সুনত জনক আগবনু সবু হরষেউ অবধ সমাজু।
রঘুনন্দনহি সকোচু বড় সোচ বিবস সুররাজু॥২৭২॥

বাংলা অর্থ—বরনী—বর্ণনা করিল; **সাহনী**—সেনানী; **দুঘরী**—দ্বিপ্রহর-কৃত্য; **জমুন**—যমুনা; **লেন**—লইতে; **ছ সাতক**—ছয়-সাত জন; (দো—২৭২)

চৌ—দূত সবে আসি' কহে ভরতের কথা। জনক-সমাজে তা'রা বুঝিয়াছে যথা॥
শুনি' গুরু, পুরজন, মন্ত্রী ও নৃপতি। স্নেহ ও শোকেতে হ'ন বিচলিত-মতি॥১
ভরত-মহিমা কহি' ধীরতা ধরিয়া। যোদ্ধা ও সেনানী সবে নিলেন ডাকিয়া॥
নগরে, ভবনে, দেশে রক্ষক রাখিয়া। হস্তী, অশ্ব, যান, রথ ল'ন সাজাইয়া॥২
দ্বিপ্রহর-কৃত্য সারি' করেন গমন। পথ-শ্রান্তি দূর তরে বিশ্রাম না ল'ন॥
প্রয়াগে যমুনা-স্নান করি' সমাপন। সবে মিলি' শ্রীযমুনা করে উত্তরণ॥৩
সংবাদের তরে প্রভু আমারে প্রেরিলা। এই কথা কহি' দূত প্রণাম করিলা॥
মুনিবর ছয় সাত কিরাত সহিত। বিদায় দিলেন চরে হইয়া ত্বরিত॥৪॥

দোহা— জনক আগত শুনিয়া তখন হরষিত অযোধ্যা-সমাজ।
শ্রীরামের মন সঙ্কোচে ভরিল চিন্তাকুল হ'ন সুররাজ॥২৭২॥

সারমর্ম—দূতগণ জনকের কাছে ভরতের কার্য্যাবলী প্রকাশ করিলে গুরু, পুরবাসিগণ, সচিব ও রাজা তাহা শুনিয়া শোকে ও প্রেমে আকুল হইলেন। তারপর বিদেহ-রাজ ধৈর্য্য ধারণ-পূর্ব্বক ভরতের সুখ্যাতি করিলেন এবং রাজ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দ্বিপ্রহরে রওনা হইলেন। পথে বিশ্রাম করেন নাই। প্রয়াগে

স্নানান্তে যমুনা পার হইলেন এবং আমাকে সংবাদ প্রদানের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। অনন্তর দূত প্রণাম করিলে বশিষ্ঠ ছয়জন কিরাতের সহিত দূতকে বিদায় দিলেন। জনকের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইল। রামের মনে সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। সুর-রাজ চিন্তিত হইলেন।২৭২।

চৌ—গরই গলানি কুটিল কৈকেঈ। কাহি কহৈ কেহি দূষনু দেঈ॥
অস মন আনি মুদিত নর নারী। ভয়উ বহোরি রহব দিন চারী॥১॥
এহি প্রকার গত বাসর সোউ। প্রাত নহান লাগ সবু কোউ॥
করি মজ্জনু পূজহিঁ নর নারী। গনপতি গৌরী তিপুরারি তমারী॥২॥
রমা রমন পদ বন্দি বহোরী। বিনবহিঁ অঞ্জুলি অঞ্চল জোরী॥
রাজা রামু জানকী রানী। আনন্দ অবধি অবধ রজধানী॥৩॥
সুবস বসউ ফিরি সহিত সমাজা। ভরতহি রামু করহুঁ জুবরাজা॥
এহি সুখ সুধাঁ সীঞ্চি সব কাহূ। দেব দেহু জগ জীবন লাহূ॥৪॥

দোহা— গুর সমাজ ভাইন্হ সহিত রাম রাজু পুর হোউ।
অছত রাম রাজা অবধ মরিঅ মাগ সবু কোউ॥২৭৩॥

বাংলা অর্থ—গরই—গলিয়া গেল; কাহি—কাহাকে; কেহি—কাহাকে; পুরারি—মহাদেব; তমারি—সূর্য্য; রমা রমন—বিষ্ণু; বিনবহিঁ—বিনতি করিল; সবকাহূ—সকলকে; সীচি—সিঞ্চিত করিয়া; মরিয়—মৃত্যু; মাগ—প্রার্থনা; (দো—২৭৩)

চৌ—কুটিল কৈকেয়ী-মন ভরিল গ্লানিতে। কি ক'ন, দূষেন কা'রে, লাগেন চিন্তিতে
নরনারী অন্য সবে হ'ন প্রমুদিত। দুই চারি দিন থাকা জানিয়া নিশ্চিত॥১
হেনমতে সেইদিন অতীত হইল। উষাকালে সবে মিলি' স্নান সমাপিল॥
পূজিল সকলে করি' স্নান সমাপন। গণপতি, মহেশ্বর, গৌরী ও তপন॥২
বন্দি' যুক্ত-করে সবে বিষ্ণুর চরণ। অঞ্চল প্রসারি' পুন করিল প্রার্থন॥
রাম রাজা হ'ন যেন সীতা রাজ-রাণী। অযোধ্যা আনন্দ-সীমা হোক্ রাজধানী॥৩
সমাজ সহিত ফিরি' হউন সুস্থিত। যৌবরাজ্য ভরতের হউক নিশ্চিত॥
এই সুখ-সুধা সিঞ্চি' সর্ব্বজন'পরে। সার্থক জীবন যেন হয় সর্ব্ব নরে॥৪

দোহা— গুরু ও সমাজ ভ্রাতৃগণ-সহ নগর হউক রাম-রাজ।
রামের রাজত্বে অযোধ্যাতে মরি এ মিনতি সবাকার আজ॥২৭৩॥

সারমর্ম্ম—জনক এখানে আসিয়া "কি বলিবেন—কাহার উপর দোষারোপ করিবেন"—এই চিন্তায় কৈকেয়ীর মন গ্লানি-পূর্ণ হইল। অযোধ্যাবাসিগণ স্নান করিয়া গণেশাদি দেবতার অর্চ্চনা করিয়া প্রার্থনা করিল,—"রাম রাজা ও সীতা রাণী হউন। সকলে অযোধ্যায় সুখে রাজত্ব করুন। ভরতকে যুবরাজ দেখিয়া আমাদের জীবন সার্থক হউক। গুরু ও ভ্রাতার সহিত ফিরিয়া রাম অযোধ্যায় রাজা হউন। রাম রাজা থাকিতে থাকিতেই আমরা যেন ইহলোক ত্যাগ করি"।২৭৩।

চৌ—সুনি সনেহময় পুরজন বানী। নিন্দহিঁ জোগ বিরতি মুনি গ্যানী ॥
এহি বিধি নিত্যকরম করি পুরজন। রামহি করহিঁ প্রনাম পুলকি তন ॥১॥
ঊঁচ নীচ মধ্যম নর নারী। লহহিঁ দরস্থ নিজ নিজ অনুহারী ॥
সাবধান সবহি সনমানহিঁ। সকল সরাহত কৃপানিধানহিঁ ॥২॥
লরিকাইহি তেঁ রঘুবর বানী। পালন নীতি প্রীতি পহিচানী ॥
সীল সকোচ সিন্ধু রঘুরাউ। সুমুখ সুলোচন সরল সুভাউ ॥৩॥
কহত রাম গুন গন অনুরাগে; সব নিজ ভাগ সরাহন লাগে ॥
হম সম পুন্য পুঞ্জ জগ থোরে। জিন্হহি রামু জানত করি মোরে ॥৪॥
দোহা— প্রেম মগন তেহি সময় সব স্তুনি আবত মিথিলেস্থ।
সহিত সভা সম্ভ্রম উঠেউ রবিকুল কমল দিনেস্থ ॥২৭৪॥

বাংলা অর্থ—নিন্দহিঁ—নিন্দা করেন; দরস্থ—দর্শন; লরিকাইহি তেঁ—বাল্যকাল হইতে; পহিচানী—পরিচয়; আবত স্তুনি—আসিতেছেন শুনিয়া; দিনেস্থ—সূর্য্য; সংভ্রম—সসম্ভ্রমে; লবাই চলে—লইয়া চলিল; (দো—২৭৪)

চৌ—পুরবাসী সকলের শুনি' প্রীতি-বাণী। যোগ ও বৈরাগ্যে নিন্দে যত মুনি জ্ঞানী
হেনমতে সাধি' নিত্য-কর্ম্ম পুরজন। রামে নত হয়, সবে পুলকিত-মন ॥১
উচ্চ, নীচ ও মধ্যম নরনারী যত। দরশন লাভ করে নিজ ভাব মত ॥
সবারে দিলেন মান রাম সাবধানে। সকলে প্রশংসা করে কৃপার নিধানে ॥২
বাল্যকাল হ'তে ছিল রামের এমন। প্রীতি-পরিচয়-নীতি করিতে পালন ॥
রঘুরাজে যেন শীল-সঙ্কোচ অপার। সুবদন, সুলোচন, সারল্য-আধার ॥৩
'রাম-গুণগ্রাম কহি' প্রেমে ভ'রে যায়। আপনার ভাগ্য সবে প্রশংসিতে চায় ॥
আমা'সম বিশ্বে কেবা পুণ্য-রাশি ধরে? আত্মীয় করেন জ্ঞান রামচন্দ্র যা'রে ॥৪
দোহা— প্রেমেতে মগন হ'লেন সকলে জনকের আগমন শুনে।
সমাজ সহিত রবিকুল-রবি দাঁড়াইয়া উঠেন সম্ভ্রমে ॥২৭৪॥

সারমর্ম্ম—এইভাবে পুরবাসিগণ সানন্দে নিত্য-কর্ম্ম সমাপন করিয়া রামের চরণে প্রণাম করিল। বাল্যাবধি রামের প্রীতি, গাম্ভীর্য্য, সৎ-স্বভাব, সুন্দর আকৃতির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে লাগিল! রামচন্দ্র তাহাদিগকে আপন-জনের ন্যায় মনে করেন বলিয়া তাহারা নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিল! জনকের আগমন-সংবাদ পাইয়া রঘুবর সকলের সহিত প্রেমে আত্মহারা হইয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।২৭৪।

চৌ—ভাই সচিব গুর পুরজন সাথা। আগেঁ গবনু কীন্হ রঘুনাথা ॥
গিরিবরু দীখ জনকপতি জবহীঁ। করি প্রনামু রথ ত্যাগেউ তবহীঁ ॥১॥
রাম দরস লালসা উছাহূ। পথ শ্রম লেস্থ কলেস্থ ন কাহূ ॥
মন তহঁ জহঁ রঘুবর বৈদেহী। বিনু মন তন দুখ সুখ সুধি কেহী ॥২॥

আবত জনকু চলে এহি ভাতী। সহিত সমাজ প্রেম মতি মাতী ॥
আএ নিকট দেখি অনুরাগে। সাদর মিলন পরসপর লাগে ॥৩॥
লগে জনক মুনিজন পদ বন্দন। রিষিন্হ প্রনামু কীন্হ রঘুনন্দন ॥
ভাইন্হ সহিত রামু মিলি রাজহি। চলে লবাই সমেত সমাজহি ॥৪॥

দোহা— আশ্রম সাগর সান্ত রস পূরন পাবন পাথু।
সেন মনহুঁ করুনা সরিত লিএঁ জাহিঁ রঘুনাথু ॥২৭৫॥

বাংলা অর্থ—ত্যাগেউ—ত্যাগ করিলেন; উছাহু—উৎসাহ; কলেসূ—ক্লেশ; সুধি—বুঝিবে; কেহী—কে; মাঁতী—মত্ত হইলেন; লেসূ—লেশ মাত্র; সান্তরস—শান্তরসাস্পদ; পাথু—জল; জাত—চলিলেন; পাবন—পবিত্র; (দো—২৭৫)

চৌ—ভ্রাতা, মন্ত্রী, পুরজন, গুরু ল'য়ে সাথ। আগে আগে চলিলেন নিজে রঘুনাথ
চিত্রকূট হেরিলেন জনক যখন। প্রণাম করিয়া রথ ত্যজেন তখন ॥১
রাম-দরশনে ইচ্ছা উৎসাহ অপার। পথশ্রমে ক্লেশ-লেশ না ছিল কাহার ॥
মন তথা, যেথা ছিলা সীতা-রঘুবর। মন বিনা সুখ-দুঃখ বুঝে কোন নর? ২
জনক সমাজ-সহ প্রীতি-হর্ষ-ভরে। চলিয়া আসেন তবে সেই পথ ধ'রে ॥
নিকটে আসিতে দেখি' সবে অনুরাগে। পরস্পরে সমাদরে আলিঙ্গিতে লাগে ॥৩
বশিষ্ঠাদি মুনিজনে জনক বন্দেন। রামচন্দ্র ঋষিগণে প্রণাম করেন ॥
জনকের সহ মিলি' সহ ভ্রাতৃগণ, সমাজ সহিত রাম করেন গমন ॥৪

দোহা— আশ্রম-সাগর শান্ত-রসে ভরা পূত জলে ছিল প্রপূরিত।
জনকের সেনা রঘুনাথ-সহ চলে যেন করুণা-সরিত ॥২৭৫॥

সারমর্ম—রাজা জনক চিত্রকূট দর্শন করিয়া রথ পরিত্যাগ করিয়া প্রণাম করিলেন। গুরু, পুরবাসী, মন্ত্রী ও ভ্রাতৃগণের সহিত রঘুনাথ জনককে স্বাগত সম্ভাষণ করিতে চলিলেন। রাম-দর্শন-মানসে সকলে উৎকণ্ঠিত থাকায় কেহই ক্লেশানুভব করিল না। রাম-প্রেম-মত্ত জনক রামের সমীপে উপস্থিত হইলে, প্রেমান্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন। বিদেহ-রাজ মুনিগণকে এবং ভ্রাতৃগণের সহিত রাঘব জনক ও মুনিগণকে প্রণাম করিলেন। আশ্রমে শান্তি-সমুদ্রের পরিবেশ সৃষ্ট হইল। রামের করুণা সেই পরিবেশের উৎস হইল।২৭৫।

চৌ—বোরতি গ্যান বিরাগ করারে। বচন সসোক মিলত নদ নারে ॥
সোচ উসাস সমীর তরঙ্গা। ধীরজ তট তরুবর কর ভঙ্গা ॥১॥
বিষম বিসাদ তোরাবতি ধারা। ভয় ভ্রম ভবঁর অবর্ত অপারা ॥
কেবট বুধ বিদ্যা বড়ি নাবা। সকহিঁ ন খেই ঐক নহিঁ আবা ॥২॥
বনচর কোল কিরাত বিচারে। থকে বিলোকি পথিক হিয়ঁ হারে ॥
আশ্রম উদধি মিলী জব জাঈ। মনহুঁ উঠেউ অম্বুধি অকুলাঈ ॥৩॥

সোক বিকল দোউ রাজ সমাজা। রহা ন গ্যান্ন ন ধীরজু লাজা॥
সূপ রূপ গুন সীল সরাহী। রোবহিঁ সোক সিন্ধু অবগাহী ॥৪॥

ছঃ— অবগাহি সোক সমুদ্র সোচহিঁ নারি নর ব্যাকুল মহা।
দৈ দোষ সকল সরোষ বোলহিঁ বাম বিধি কীন্হো কহা॥
সুর সিদ্ধ তাপস জোগিজন মুনি দেখি দসা বিদেহ কী।
তুলসী ন সমরথু কোউ জো তরি সকৈ সরিত সনেহ কী॥

সোঃ— কিএ অমিত উপদেস জহঁ তহঁ লোগন্হ মুনিবরন্হ।
ধীরজু ধরিঅ নরেস কহেউ বসিষ্ঠ বিদেহ সন ॥২৭৬॥

বাংলা অর্থ—বোরতি—ডুবাইয়া দিতেছে; করারে—কিনারা, তীর; সসোক—শোক-ভরা; নারে—নালা; সোচ উসাস—চিন্তারূপী দীর্ঘশ্বাস; ভজা—ভাঙ্গিয়া দিতেছিল; তোরাবতি—প্রবল; ভ্রম—মোহ; ভবঁর—ভ্রমি, ঘূর্ণী; কেবট—মাঝি; খেই সকহি ন—দাঁড় বাহিয়া উঠিতে পারিল না; বিচারে—বেচারা, হতভাগ্য; থকে—শ্রান্ত হইল; অকুলাই—কুল-কিনারা-হীন; রোবহিঁ—রোদন করিল; কহা—কি; তরি—পার করিয়া দেওয়া; অবগাহী—অবগাহন করিয়া; (দো—২৭৬)

চৌ—তাহাতে ডুবায়ে জ্ঞান-বৈরাগ্যের তীর। শোকে ভরা বাণী যেন নদী-নালা-নীর
চিন্তার উচ্ছ্বাস তাহে সমীর-তরঙ্গ। তাহা করে ধৈর্য্যরূপী তট-তরু-ভঙ্গ ॥১
বিষম বিষাদ তাহে স্রোত দুনিবার। মতিভ্রম ঘূর্ণি তাহে, আবর্ত্ত অপার॥
কর্ণধার বুধ তথা বিদ্যা বড় তরী। অভ্যাসের বশে কেহ দিতে নারে পাড়ি ॥২
বনচর, কোল, ভীল করে বিচরণ। হারা মানে হেরি' শুদ্ধ পথিকের মন॥
আশ্রম-সাগরে যবে সরিৎ মিলিল। মনে হ'ল পারাবার যেন উথলিল ॥৩
শোকেতে বিহ্বল দু'টি রাজার সমাজ। ত্যজিল ধীরতা, জ্ঞান, বিস্মরিল লাজ॥
ভূপ-রূপ-গুণ-শীল উচ্চ প্রশংসিয়া। রোদন করিল শোক-সাগরে ডুবিয়া ॥৪

ছঃ— শোক-সিন্ধুজলে ডুবে নরনারী ব্যাকুল বিলাপে সকলে ভরিল।
সবে দোষ দেয়, রোষভরে কহে বাম বিধি একি বিধান করিল॥
সুর-সিদ্ধ-ঋষি যোগিজন মুনি বিদেহ-নৃপের যে দশা হেরিল!
তুলসী কহিছে তাহে প্রেম-নদী-পারে যাবে হেন কেহ না রহিল॥

সোঃ— ভূরি উপদেশ যেথা সেথা দেন মুনিবরগণ জনগণে।
'ধীরতা ধরিবে ওহে নৃপ!' ক'ন গুরু বশিষ্ঠ বিদেহ-সনে ॥২৭৬॥

সারমর্ম—সেই উৎসে ভাবের তরঙ্গ বিষাদের স্রোতে পরিপূর্ণ হইয়া এমন এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল যাহাতে সকলে শোকমগ্ন হইলেন। জ্ঞান, ধৈর্য্য, লজ্জা যেন তখনকার জন্য লোপ হইল। সকলে রাজার রূপ, গুণ ও সৎ-স্বভাবের প্রশংসা করিয়া শোক-বিহ্বল হইয়া পড়িল। সকলে ধৈর্য্যহারা হইয়া বিধাতার উপর

দোষারোপ করিলেন। এমন কি, বিদেহ জনকও শোকে অভিভূত হইলেন। বশিষ্ঠ রাজর্ষিকে ধৈর্য্য-ধারণ করিতে বলিলেন।২৭৬'

চৌ—জাসু গ্যানু রবি ভব নিসি নাসা। বচন কিরন মুনি কমল বিকাসা॥
তেহি কি মোহ মমতা নিঅরাঈ। য়হ সিয় রাম সনেহ বড়াঈ॥১॥
বিষঈ সাধক সিদ্ধ সয়ানে। ত্রিবিধ জীব জগ বেদ বখানে॥
রাম সনেহ সরস মন জাসূ। সাধু সভাঁ বড় আদর তাসূ॥২॥
সোহ ন রাম পেম বিনু গ্যানূ। করনধার বিনু জিমি জলজানূ॥
মুনি বহুবিধি বিদেহু সমুঝাএ। রাম ঘাট সব লোগ নহাএ॥৩॥
সকল সোক সঙ্কুল নর নারী। সো বাসরু বীতেউ বিনু বারী॥
পসু খগ মৃগন্হ ন কীন্হ অহারূ। প্রিয় পরিজন কর কৌন বিচারূ॥৪॥

দোহা— দোউ সমাজ নিমিরাজু রঘুরাজু নহানে প্রাত।
বৈঠে সব বট বিটপ তর মন মলীন কৃস গাত॥২৭৭॥

বাংলা অর্থ—নাসা—নাশ করে; নিঅরাঈ—নিকটবর্ত্তী হয়; বড়াঈ—মহিমা; সোহ ন—শোভা পায় না; বাসরু—দিন; বীতেউ—যাপন করিল; নহানে—স্নান করিলেন; তর—তল; সো—সেই; পরিজন কর—পরিজনের; (দো—২৭৭)

চৌ—যাঁ'র জ্ঞান-রবি ভব-দুঃখ বিনাশয়ে। বচন-কিরণ মুনি-পদ্ম বিকাশয়ে॥
মোহ ও মমতা নাহি ঘেঁসে তাঁর সীমা। হেথা শুধু সীতা-রাম-প্রেমের মহিমা॥১
বিষয়ী, সাধক তথা সিদ্ধ, বুদ্ধিমান্। ধরাতে ত্রিবিধ জীব বেদের বাখান।
তা'র মাঝে যা'র মন রামে ভক্তিপর। সাধুর সমাজে তা'র বড় সমাদর॥২
রাম-প্রেম বিনা জানো নাহি শোভে জ্ঞান। কর্ণধার বিনা নাহি শোভে জলযান॥
বিবিধ প্রকারে মুনি জনকে বোঝান। সবে মিলি' রাম-ঘাটে সমাপয়ে স্নান॥৩
শোকেতে বিহ্বল হ'ন যত নারী নর। জলবিন্দু না স্পর্শিয়া যাপেন বাসর॥
পশু-পক্ষি-মৃগগণ না করে আহার। প্রিয়-পরিজন-কথা কি বলিব আর॥৪

দোহা— জনক, রাঘব, পরিজনগণ পরদিন প্রাতে করি' স্নান।
বসিলা সমলে বট-তরু-মূলে কৃশ-তনু উদাস পরাণ॥২৭৭॥

সারমর্ম্ম—সকলে বশিষ্ঠ ও জনককে শান্ত করিতে যেন আগ্রহান্বিত হইলেন। সকলে রামঘাটে স্নান সারিয়া অনাহারে রাত্রি-যাপন করিলেন। পরদিন রামঘাটে স্নানান্তে বিষণ্ণ-মনে বটচ্ছায়াতে উপবিষ্ট হইলেন।২৭৭

চৌ—জে মহিসুর দসরথ পুর বাসী। জে মিথিলাপতি নগর নিবাসী॥
হংস বংস গুর জনক পুরোধা। জিন্হ জগ মগু পরমারথু সোধা॥১॥
লগে কহন উপদেস অনেকা। সহিত ধরম নয় বিরতি বিবেকা॥
কৌসিক কহি কহি কথা পুরানীं। সমুঝাঈ সব সভা সুবানীं॥২॥

তব রঘুনাথ কৌসিকহি কহেউ। নাথ কালি জল বিনু সব রহেউ ॥
মুনি কহ উচিত কহত রঘুরাঈ। গয়উ বীতি দিন পহর অঢ়াঈ ॥৩॥
রিসি রুখ লখি কহ তেরহুতিরাজূ। ইহাঁ উচিত নহিঁ অসন অনাজূ ॥
কহা ভূপ ভল সবহি সোহানা। পাই রজায়সু চলে নহানা ॥৪॥

দোহা— তেহি অবসর ফল ফুল দল মূল অনেক প্রকার।
লই আএ বনচর বিপুল ভরি ভরি কাঁবরি ভার ॥২৭৮॥

বাংলা অর্থ—মহিসুর—ব্রাহ্মণ; হংস বংস—সূর্য্য-বংশ; পুরোধা—পুরোহিত; মগু—মার্গ; সোধা—ছাঁকিয়া লইলেন; নয়—নীতি; কৌসিক—বিশ্বামিত্র: বীতি গয়উ—চলিয়া গিয়াছে; অঢ়াঈ—আড়াই; রুখ—অভিপ্রায়; অনাজূ—শস্য, অন্ন; অসন—ভোজন; সোহানা—ভাল লাগিল; কাঁবরি—বাঁক (বোঝা বহিবার) (দো-২৭৮)

চৌ—অযোধ্যা-নিবাসী যত ব্রাহ্মণের দল। জনকের পুরে ছিল যা'র বাসস্থল ॥
জনকের পুরোহিত সূর্য্যবংশ-গুরু। যাঁহারা করেন তত্ত্ব-বিচার সুচারু ॥১
লাগেন কহিতে সবে সুনীতি অনেক। ধর্ম্ম-নীতিযুত-কথা বৈরাগ্য-বিবেক ॥
বিশ্বামিত্র কহি' বহু কথা পুরাতন। বুঝাইয়া সভাজনে বলেন বচন ॥২
রঘুনাথ বিশ্বামিত্রে কহেন তখন। জল বিনা কল্য সবে ক'রেছে যাপন ॥
মুনি ক'ন সত্য বটে রাঘব-বচন। সার্দ্ধ-দ্বিপ্রহর বেলা আজো সমাপন ॥৩
জনক কহেন বুঝি' ঋষি-অভিমত। অন্নের গ্রহণ হেথা না হয় সঙ্গত ॥
তাঁ'র বাক্য সবাকার মন তুষ্ট করে। রাজাজ্ঞা লভিয়া যায় অবগাহ-তরে ॥৪

দোহা— সেই অবসরে ফল, ফুল, মূল, কন্দ, শাক, বিবিধ প্রকার।
কিরাতে আনিল তথায় প্রচুর বাঁকে বোঝা করি' ভার ভার ॥২৭৮॥

সারমর্ম্ম—সকলে শোকাবিষ্ট। অযোধ্যার ও মিথিলার ব্রাহ্মণগণ সকলকে ধর্ম্মকথা ও উপদেশমূলক নীতি কহিলেন। বিশ্বামিত্র রামকে পূর্ব্বদিনের সকলের উপবাসের কথা স্মরণ করাইয়া ত্বরান্বিত হইতে বলিলে রাম তাহা করিলেন। বিশ্বামিত্রের আদেশে বনচরগণ ভারে ভারে ফল-মূল লইয়া তথায় উপস্থিত হইল।২৭৮।

চৌ—কামদ ভে গিরি রাম প্রসাদা। অবলোকত অপহরত বিষাদা।
সর সরিতা বন ভূমি বিভাগা। জনু উমগত আনন্দ অনুরাগা ॥১॥
বেলি বিটপ সব সফল সফূলা। বোলত খগ মৃগ অলি অনুকূলা ॥
তেহি অবসর বন অধিক উছাহূ। ত্রিবিধ সমীর সুখদ সব কাহূ ॥২॥
জাই ন বরনি মনোহরতাঈ। জনু মহি করতি জনক পহুনাঈ ॥
তব সব লোগ নহাই নহাঈ। রাম জনক মুনি আয়সু পাঈ ॥৩॥
দেখি দেখি তরুবর অনুরাগে। জহঁ তহঁ পুরজন উতরন লাগে ॥
দল ফল মূল কন্দ বিধি নানা। পাবন সুন্দর সুধা সমানা ॥৪॥

দোহা— সাদর সব কহঁ রামগুর পঠএ ভরি ভরি ভার।
পূজি পিতর সুর অতিথি গুর লগে করন ফরহার ॥২৭৯॥

বাংলা অর্থ—**কামদ**—অভীষ্ট ফলপ্রদ; **উমগত**—উথলিয়া উঠিল; **বেলি**—বল্লী; **বোলত**—শব্দ করিল; **পহুনাঈ**—আতিথ্য; **সব কহঁ**—সবাকারে; **ফরহার**—ফলাহার; **ভরি ভরি ভার**—বোঝা বোঝা করিয়া; (দো—২৭৯)

চৌ—কামদ হইল গিরি রামের প্রসাদে। হেরিলে তা' অপহরে মানস-বিষাদে ॥
সরোবর, নদী আর বনভূমি ভাগ। উথলি' উঠিল ভরি' হর্ষ-অনুরাগ ॥১
বল্লী, বৃক্ষ যত সব ধরে ফল, ফুল। খগ-মৃগ-অলি-ধ্বনি অতি অনুকূল ॥
সেই অবসরে বনে অতি মনোরম। ত্রিবিধ বাতাস বহে মানস-মোহন ॥২
সে মধুর ভাব কভু না যায় বর্ণন। সবে ব্যস্ত জনকের আতিথ্য-কারণ ॥
রাম-মুনি-জনকের আদেশ লভিয়া। নিজ নিজ স্থান সবে নিল সমাপিয়া ॥৩
নেহারিয়া তরুরাজি অতি অনুরাগে। যেথা সেথা পুরবাসী বিহরিতে লাগে ॥
ফল-দল-মূল-কন্দ বিবিধ প্রকার। পবিত্র সুন্দর, স্বাদ সুধা-সম তা'র ।৪

দোহা— সমাদর করি' সবারে পাঠা'ন রাম-গুরু তাহা ভার ভার।
গুরু-পিতৃগণে অতিথি ও দেবে পূজি' করে সবে ফলাহার ॥২৬৯॥

সারমর্ম—সর্বত্র মনোহর পরিবেশ সৃষ্ট হইল। সকলে শোক-ভাব ত্যাগ করিয়া কর্ম-ব্যস্ত হইলেন। বশিষ্ঠ সকলকে ফলাদি বিতরণ করিয়া দিলে সকলে গুরু-বর্গকে অর্চনান্তে ফলাহার করিলেন ।২৭৯।

চৌ—এহি বিধি বাসর বীতে চারী। রামু নিরখি নর নারি সুখারী ॥
দুহু সমাজ অসি রুচি মন মাহীঁ। বিনু সিয় রাম ফিরব ফল নাহীঁ ॥১॥
সীতা রাম সঙ্গ বনবাসূ। কোটি অমরপুর সরিস সুপাসূ ॥
পরিহরি লখন রামু বৈদেহী। জেহি ঘরু ভাব বাম বিধি তেহী ॥২॥
দাহিন দইউ হোই জব সবহী। রাম সমীপ বসিঅ বন তবহী ॥
মন্দাকিনী মজ্জনু তিহু কালা। রাম দরসু মুদ মঙ্গল মালা ॥৩॥
অটনু রাম গিরি বন তাপস থল। অসনু অমিঅ সম কন্দ মূল ফল ॥
সুখ সমেত সম্বত দুই সাতা। পল সম হোহিঁ ন জনিঅহিঁ জাতা ॥৪॥

দোহা— এহি সুখ জোগ ন লোগ সব কহহিঁ কহাঁ অস ভাগু।
সহজ সুভায়ঁ সমাজ দুহু রাম চরন অনুরাগু ॥২৮০॥

বাংলা অর্থ—**অসি**—এইরূপ; **সুপাসূ**—সুবিধাজনক; **ভাব**—ভাল লাগে; **দইউ**—দৈব; **তিহু**—তিন; **মালা**—মাল্য-স্বরূপ; **অটনু**—ভ্রমণ; **অসনু**—অশন (ভোজন); **দুই সাতা**—দুইবার সাত (চৌদ্দ); **ন জনিঅহিঁ জাতা**—জানা যাইবে না; **জোগ**—যোগ্য; **ভাগু**—ভাগ্য; **কহাঁ**—কেন; **মালা**—সমূহ; (দো—২৮০)

চৌ—হেনমতে চারি দিন হইল অতীত। রামে হেরি' নরনারী হ'ল প্রমুদিত ॥
দুইটি সমাজ হেন রুচি ধরে মনে। বিনা সীতারাম তা'রা ফিরিবে কেমনে ॥১
সীতারাম-সহ যদি বনে নিবসিবে। কোটি ইন্দ্রপুর-সম আনন্দ ভুঞ্জিবে ॥
ত্যজিয়া লক্ষ্মণ তথা জানকী ও রাম। ঘর যা'র ভাল লাগে বিধি তাহে বাম ॥২
দৈব যদি অনুকূল সবার হইবে। রাম-সহ বনে বাস তবেই ঘটিবে ॥
মন্দাকিনী-অবগাহ দিনে তিনবার। রাম-দরশন শুভ আনন্দ-আধার ।৩
ভ্রমণ এ' চিত্রকূটে তপস্বীর স্থলে। ভোজন অমৃত-সম কন্দ-মূল-ফলে ॥
পল-সম চৌদ্দ বর্ষ কাটিয়া যাইবে, পরম আনন্দে, কেহ বুঝিতে নারিবে ॥৪
দোহা— লোকে কহে,- "লভি এ' সুখ-যোগ্যতা—নহি মোরা হেন ভাগ্যধর"।
সহজ স্বভাবে দুইটি সমাজে রামে হেন অনুরাগ-পর ॥২৮০॥

সারমর্ম—সকলে রামকে লইয়া ফিরিবার আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। রাম ব্যতীত অযোধ্যাতে যে সুখের সম্ভাবনা নাই, ইহা সকলে সবিশেষ অনুভব করিলেন। তবে তখনকার জন্য এরূপ ভাবের দিন-রাত্রি-যাপন বিশেষ আনন্দদায়ক হইল। রামের দর্শন-লাভের স্থায়ী সুখ যে তাহাদের ভাগ্যে বেশী দিন থাকিবে না তাহা তাহারা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না ।২৮০।

চৌ—এহি বিধি সকল মনোরথ করহীঁ। বচন সপ্রেম সুনত মন হরহীঁ ॥
সীয় মাতু তেহি সময় পঠাঈ। দাসীঁ দেখি সুঅবসরু আঈ ॥১॥
সাবকাস সুনি সব সিয় সাসূ। আয়উ জনকরাজ রনিবাসূ ॥
কৌসল্যাঁ সাদর সনমানী। আসন দিএ সময় সম আনী ॥২॥
সীলু সনেহু সকল দুহু ওরা। দ্রবহিঁ দেখি সুনি কুলিস কঠোরা ॥
পুলক সিথিল তন বারি বিলোচন। মহি নখ লিখন লগীঁ সব সোচন ॥৩॥
সব সিয় রাম প্রীতি কি সি মূরতি। জনু করুনা বহু বেষ বিসূরতি ॥
সীয় মাতু কহ বিধি বুধি বাঁকী। জো পয় ফেনু ফোর পবি টাঁকী ॥৪॥
দোহা— সুনিঅ সুধা দেখিঅহিঁ গরল সব করতুতি করাল।
জহঁ তহঁ কাক উলূক বক মানস সকৃত মরাল ।২৮১॥

বাংলা অর্থ—**হরহীঁ**—হরণ করে; **সাসূ**—শাশুড়ী; **রনিবাসূ**—অন্তঃপুর জন; **দুহু ওরা**—দুই দিক; **দ্রবহিঁ**—গলিয়া যায়; **সোচন লগীঁ**—চিন্তাকুল হইল; **সি**—সদৃশ; **বিসূরতি**—দুঃখ ভোগ করিতেছে; **বাঁকী**—বক্র, কুটিল; **ফোর**—কাটিতেছে; **পবি টাঁকী**—বজ্র-নির্মিত ছেনী; **করতুতি**—কর্তব্য; **সকৃত**—একমাত্র; (দো—২৮১)

চৌ—এইরূপে সকলেই অভিলাষ করে। সপ্রেম বচন শুনি' সদা চিত্ত হরে ॥
সীতা-মাতা যে দাসীরে করেন প্রেরণ। অবসর দেখি' তা'র হ'ল আগমন ॥১
সীতার শাশুড়ীগণে সাবকাশ জানি। সমাগত জনকের অন্দর-বাসিনী ॥
কৌশল্যা সম্মান-সহ আদর করিয়া। দিলেন সময়োচত আসন আনিয়া ॥২

দুই পক্ষে স্নেহ, সাধু ব্যবহার যাহা। পাষাণ গলিয়া যায় দেখি' শুনি' তাহা॥
পুলকে শিথিল তনু আঁখি-ভরা বারি। নখে মাটি খুঁড়ে সবে চিন্তে মনে ভারি ॥৩
সবে ছিল সীতা-রাম পীরিতি-নিধান। কৃপা যেন নানা বেশে হয় মূর্তিমান॥
বিধি-বুদ্ধি বক্র—ক'ন সীতার জননী। দুগ্ধফেনে বিঁধিছে তা' দিয়া বজ্রছেনী ॥৪
দোহা— শুনিতে ত' সুধা, কাজে দেখি বিষ— বিধাতার বিধান করাল।
যথা তথা বক, কাক ও পেচক "মানসেই" কেবল মরাল ॥২৮১॥

সারমর্ম—ইতিমধ্যে জনক রাজার পত্নীর আগমন-বার্ত্তা কৌশল্যাদি রাণীগণকে জানান হইল। তিনি পৌঁছিবামাত্র কৌশল্যা তাঁহাকে বসাইলেন। পরে সীতারামের শোকে সকলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।২৮১।

চৌ—সুনি সসোচ কহ দেবি সুমিত্রা। বিধি গতি বড়ি বিপরীত বিচিত্রা॥
জো সৃজি পালই হরই বহোরী। বালকেলি সম বিধি মতি ভোরী ॥১॥
কৌসল্যা কহ দোসু ন কাহূ। করম বিবস দুখ সুখ ছতি লাহূ॥
কঠিন করম গতি জান বিধাতা। জো সুভ অসুভ সকল ফল দাতা।২॥
ঈস রজাই সীস সবহী কেঁ। উতপতি থিতি লয় বিষহু অমী কেঁ॥
দেবি মোহ বস সোচিঅ বাদী। বিধি প্রপঞ্চু অস অচল অনাদী ॥৩॥
ভূপতি জিঅব মরব উর আনী। সোচিঅ সখি লখি নিজ হিত হানী॥
সীয় মাতু কহ সত্য সুবানী। সুকৃতী অবধি অবধপতি রানী ॥৪॥
দোহা— লখনু রামু সিয় জাহুঁ বন ভল পরিনাম ন পোচু।
গহবরি হিয়ঁ কহ কৌসিলা মোহি ভরত কর সোচু ॥২৮২॥

বাংলা অর্থ—হরই—নষ্ট করে; ভোরী—বিবেচনা-শূন্য; ছতি—ক্ষতি; লাহূ—লাভ; উতপতি—উৎপত্তি; অমী—অমৃত; সোচিঅ—শোক করিতেছ; বাদী—বৃথা; হিত হানী—স্বার্থনাশ; পোচু—খারাপ; গহবরি হিয়ঁ—ভারাক্রান্ত হৃদয়ে; (দো-২৮২)

চৌ শুনি' শোকভরে ক'ন জননী সুমিত্রা। বিধি-গতি বিপরীত বড়ই বিচিত্রা॥
বালকেলি-সম করি' সৃজন পালন। নাশে পুন বিধি, ইথে মানি বিশ্ব ভ্রম ॥১
কৌশল্যা কহেন,—দোষ কাহারো না রয়। সুখ, দুঃখ, ক্ষতি, লাভ কর্ম্মবশে হয়॥
কঠিন করম-গতি জানেন বিধাতা। যিনি শুভ ও অশুভ সর্ব্ব-ফল-দাতা।২
ঈশ-আজ্ঞা সবাকার শিরে অবস্থিত। উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বিষ ও অমৃত॥
দেবি! মোহবশে বৃথা এই শোকভার। অবিচল এ' অনাদি মায়া বিধাতার ॥৩
হেন মানি—ঘটিল যে রাজার মরণ। নিজ স্বার্থ হানি বলি' শোকের কারণ॥
সীতার জননী ক'ন,—"কহ সত্যবাণী। পুণ্যবতী মানি তোমা' হে অযোধ্যা-রাণি!
দোহা— "বনে যায় সীতা, রাম ও লক্ষ্মণ, মন্দ নহে, ভাল পরিণামে।
চিন্তা হয় মম ভরতের তরে",— কৌশল্যা কহেন, ক্ষুব্ধ প্রাণে ॥২৮২

সারমর্ম—বিধিলিপির বিচিত্র গতির কথাই যেন সকলের আলোচনার বিষয় হইল। কৌশল্যা ও সুমিত্রার মুখেও এই ভাবের আলোচনাতে সকলে বিস্মিত হইলেন। বিশেষতঃ সীতারাম ও লক্ষ্মণ বনে গেলে ভরতের বড়ই কষ্ট হইবে—কৌশল্যার মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে আরো বিস্ময় বোধ করিলেন।২৮২।

চৌ—ঈস প্রসাদ অসীস তুম্হারী। সুত সুতবধূ দেবসরি বারী॥
রাম সপথ মৈঁ কীন্হি ন কাউ। সো করি কহউঁ সখী সতি ভাউ॥১॥
ভরত সীল গুন বিনয় বড়াঈ। ভায়প ভগতি ভরোস ভলাঈ॥
কহত সারদহু কর মতি হীচে। সাগর সীপ কি জাহিঁ উলীচে॥২॥
জানউঁ সদা ভরত কুলদীপা। বার বার মোহি কহেউ মহীপা॥
কসেঁ কনকু মনি পারিখি পাএঁ। পুরুষ পরিখিঅহিঁ সময়ঁ সুভাএঁ॥৩॥
অনুচিত আজু কহব অস মোরা। সোক সনেহঁ সয়ানপ থোরা॥
সুনি সুরসরি সম পাবনি বানী। ভঈ সনেহ বিকল সব রানী॥৪

দোহা— কৌসল্যা কহ ধীর ধরি সুনহু দেবি মিথিলেসি॥
কো বিবেকনিধি বল্লভহি তুম্হহি সকই উপদেসি॥২৮৩॥

বাংলা অর্থ—**দেবসরি**—গঙ্গা; **সতি ভাউ**—সত্য ভাব; **ভায়প**—সৌভ্রাত্র; **সারদহু কর**—সরস্বতীর; **হীচে**—ভ্রংশ হয়; **উলীচে জাহি**—সেঁচিয়া ফেলা যায়; **পারিখি**—জহুরী; **পরিখি অহিঁ**—পরীক্ষা করা যাইবে; **সয়ানপ**—বুদ্ধিমত্তা; **বিবেকনিধি বল্লভহি**—জ্ঞানভাণ্ডার (জনক) বল্লভা (স্ত্রী) অর্থাৎ জনকের স্ত্রী; (দো-২৮৩)

চৌ—বিধাতৃ-প্রসাদে পুত্র পুত্রবধূ মম। আশীর্ব্বাদে তব, পূত গঙ্গা-বারি-সম॥
রামের শপথ আমি না করি কখন। সত্য সখি। তা'ও করি' কহি এ বচন॥১
ভরতের গুণ-শীল-বিনয়-সততা। ভ্রাতৃত্ব, ভকতি তথা আশা ও ধীরতা॥
কহিবারে সারদারো বুদ্ধি বাধা পায়। ঝিনুকে সাগর কভু ছেঁচা নাহি যায়॥২
বার বার ব'লেছেন আমারে মহীপ। ভরতে জানিবে সদা কুলের প্রদীপ॥
নিকষে কনক, মণি জহুরী চিনায়। নর পরীক্ষিত হয় পরীক্ষা-সময়॥৩
আজি মম এই কথা কহা অনুচিত। শোকেতে স্নেহেতে মম বুদ্ধি বিচলিত॥
সুরধুনি-সম-পূত শুনি তাঁ'র বাণী। স্নেহেতে বিকল হ'ল সেথা সব রাণী॥৪

দোহা—কৌশল্যা কহেন ধীরতা ধরিয়া শুন ওগো মিথিলেশ-রাণী!
জ্ঞানী তব স্বামী বল কে তোমারে দিতে পারে উপদেশ-বাণী? ২৮৩॥

সারমর্ম—কৌশল্যা বলিলেন,—সত্য বটে, রাম, সীতা লক্ষ্মণ গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র কিন্তু ভরতের স্বভাব, গুণ, বিনয়, ভ্রাতৃভক্তি ও সদ্ব্যবহার সকল প্রকার বর্ণনার অতীত। কৌশল্যার কথাতে সকলে বিস্ময় বোধ করিল। কৌশল্যা জনককে মধ্যবর্ত্তী হইয়া একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য মিথিলেশ্বরীকে অনুরোধ করিলেন।২৮৩

চৌ—রানি রায় সন অবসরু পাঈ। অপনী ভাঁতি কহব সমুঝাঈ॥
রখিঅহিঁ লখনু ভরতু গবনহিঁ বন। জোঁ য়হ মত মানৈ মহীপ মন॥১॥
তৌ ভল জতনু করব সুবিচারী। মোরেঁ সোচু ভরত কর ভারী॥
গূঢ় সনেহ ভরত মন মাহীঁ। রহেঁ নীক মোহি লাগত নাহীঁ॥২॥
লখি সুভাউ সুনি সরল সুবানী। সব ভই মগন করুন রস রানী॥
নভ প্রসূন ঝরি ধন্য ধন্য ধুনি। সিথিল সনেহঁ সিদ্ধ জোগী মুনি॥৩॥
সব রনিবাসু বিথকি লখি রহেউ। তব ধরি ধীর সুমিত্রাঁ কহেউ॥
দেবি দণ্ড জুগ জামিনি বীতী। রাম মাতু সুনি উঠী সপ্রীতী॥৪॥
দোহা— বেগি পাউ ধারিঅ থলহি কহ সনেহঁ সতিভায়।
হমরেঁ তৌ অব ঈস গতি কৈ মিথিলেস সহায়॥২৮৪॥

বাংলা অর্থ—গবনহি—গমন করুন; মানৈ—মান্য করে; সোচু—চিন্তা; নীক—ভাল; প্রসূন ঝরি—পুষ্পবৃষ্টি হইল; বিথকি—বিশেষ স্তম্ভিত; পাউ ধরিঅ—পদার্পণ করুন; কৈ—কিম্বা; সতি ভায়—সদ্ভাবে; (দো—২৮৪)

চৌ—ওহে রাণী! রাজা সনে লভি' অবসর। স্বমতে বুঝা'য়ে সব করিবে গোচর॥
লক্ষ্মণে রাখিয়া বনে পাঠা'ন ভরতে। যদি ইহা ভাল মনে হয় তাঁ'র মতে॥১
যতন করিয়া তিনি করুন বিচার। ভরতের তরে মম বেশী চিন্তা-ভার॥
ভরতের মনোমাঝে গূঢ় স্নেহ জাগে! ঘরে থাকা তা'র মোর ভাল নাহি লাগে॥
কৌশল্যা-স্বভাব হেরি' শুনি চারু বাণী। করুণ-রসেতে মগ্ন হ'ল সব রাণী॥
পুষ্পবৃষ্টি হ'ল নভে ধন্য ধন্য ধ্বনি, করে—স্নেহে ভরি' যত সিদ্ধ, যোগী, মুনি॥৩
সব রাণী লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হইয়া। সুমিত্রা কহেন তবে ধীরতা ধরিয়া॥
দণ্ড দুই রাত্রি দেবি! হ'য়েছে অতীত। কৌশল্যা উঠেন শুনি' হ'য়ে অতি প্রীত॥
দোহা— ত্বরা নিজ স্থলে চলুন সকলে,— ক'ন করি' কৌশল্যা মিনতি।
আমা সবাকার পরমেশ গতি, সহায়ক মিথিলাধিপতি॥২৮৪॥

সারমর্ম—কৌশল্যা বলিলেন,—যদি জনক-পত্নীর দ্বারা জনককে প্রভাবিত করিয়া ভরতকে রামের সঙ্গে বনে পাঠাইয়া লক্ষ্মণকেও অযোধ্যায় ফিরাইবার ব্যবস্থা করেন তবে ভরতের বড় শান্তি হইবে। কারণ রামকে বাদ দিয়া ভরতের অবস্থিতি ভরতের পক্ষে নিতান্ত মর্ম্মপীড়াদায়ক। এদিকে রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া সকলকে স্ব স্ব গৃহে গমনের জন্য সুমিত্রার প্রেরণায় কৌশল্যা অনুরোধ করিলেন।২৮৪।

চৌ—লখি সনেহ সুনি বচন বিনীতা। জনকপ্রিয়া গহ পায় পুনীতা॥
দেবি উচিত অতি বিনয় তুম্হারী। দসরথ ঘরিনি রাম মহতারী॥১॥
প্রভু অপনে নীচহু আদরহীঁ। অগিনি ধূম গিরি সির তিনু ধরহীঁ॥
সেবকু রাউ করম মন বানী। সদা সহায় মহেসু ভবানী॥২॥

রউরে অঙ্গ জোগু জগ কো হৈ। দীপ সহায় কি দিনকর সোহৈ ॥
রামু জাই বনু করি সুর কাজূ। অচল অবধপুর করিহহিঁ রাজূ ॥৩॥
অমর নাগ নর রাম বাহুবল। সুখ বসিহহিঁ অপনেঁ অপনেঁ থল ॥
য়হ সব জাগবলিক কহি রাখা। দেবি ন হোই মুধা মুনি ভাষা ॥৪॥
দোহা— অস কহি পগ পরি পেম অতি সিয় হিত বিনয় সুনাই।
সিয় সমেত সিয়মাতু তব চলী সুআয়সু পাই ॥২৮৫॥

বাংলা অর্থ—গহ—গ্রহণ করিলেন; ঘরিনি—ঘরণী (স্ত্রী); তিনু—তৃণ; অঙ্গ—সহায়ক; সোহৈ—শোভা পায়; বসিহহিঁ—বাস করিবেন; মুধা—মিথ্যা; (দো-২৮৫)

চৌ—স্নেহে লক্ষ্য করি' শুনি' বিনীত বচন। ধরেন জনক-প্রিয়া কৌশল্যা-চরণ ॥
হে দেবি! উচিত বটে তব শুভ বাণী। রামের জননী তুমি দশরথ-রাণী ॥১
প্রভু অনুগত-জনে করয়ে আদর। অগ্নি শিরে ধূম রহে, তৃণ গিরি'পর ॥
কায়মনোবাক্যে রাজ-সেবক ভুপতি। হবেন সহায় সদা মহেশ-পার্ব্বতী ॥২
আপনার সহায়ক যোগ্য কেবা হয়? প্রদীপ সহায় কভু তপনের হয়?
"বনবাস-অন্তে রাম সাধি' সুর-কাজ। পালিবেন অযোধ্যাতে সুপ্রতিষ্ঠ রাজ ॥৩
দেবতা, মানুষ, নাগ রামের শাসনে। সুখে বাস করিবেন স্ব-স্ব নিকেতনে।"
এই সব বাণী নিজে যাজ্ঞবল্ক্য ক'ন। মিথ্যা নাহি হয় কভু ঋষির বচন।৪
দোহা— অতি প্রেমে ইহা কহি' পায়ে পড়ি' সবিনয়ে ক'ন সীতাহিত!
সীতার নিকটে যা'ন সীতা-মাতা শুভ-আজ্ঞা লভিয়া ত্বরিত ॥২৮৫॥

সারমর্ম—জনকের স্ত্রী কৌশল্যার ব্যবহার-সৌজন্যে পরম প্রীতি-লাভ করিলেন। দেবকার্য্য সাধনের জন্য রামের যে বনগমন তাহা যাজ্ঞবল্ক্য মুনির নিকট কৌশল্যা শুনিয়াছিলেন। মুনির বাক্য ব্যর্থ হয় না। জানকীকে সঙ্গে দিয়া কৌশল্যা জনকের পত্নীকে বিশ্রামার্থ বিদায় দান করিলেন।২৮৫।

চৌ—প্রিয় পরিজনহি মিলী বৈদেহী। জো জেহি জোগু ভাঁতি তেহি তেহী ॥
তাপস বেষ জানকী দেখী। ভা সবু বিকল বিষাদ বিসেষী ॥১॥
জনক রাম গুর আয়সু পাঈ। চলে থলহি সিয় দেখি আঈ ॥
লীন্হি লাই উর জনক জানকী। পাহুনি পাবন পেম প্রান কী ॥২॥
উর উমগেউ অম্বুধি অনুরাগূ। ভয়উ ভূপ মনু মনহুঁ পয়াগূ ॥
সিয় সনেহ বটু বাঢ়ত জোহা। তাপর রাম পেম সিসু সোহা ॥৩॥
চিরজীবী মুনি গ্যান বিকল জনু। বূড়ত লহেউ বাল অবলম্বনু ॥
মোহ মগন মতি নহিঁ বিদেহ কী। মহিমা সিয় রঘুবর সনেহ কী ॥৪॥
দোহা—সিয় পিতু মাতু সনেহ বস বিকল ন সকী সম্ভারি।
ধরনিসুতাঁ ধীরজু ধরেউ সমউ সুধরমু বিচারি ॥২৮৬॥

বাংলা অর্থ—**পাহুনি**—অতিথি ; **মনহুঁ**—মনে কর ; **পয়াগূ**—প্রয়াগ ; **জোহা**—দেখিবেন ; **তাপর**—তাহার উপর ; **সোহা**—শোভা পাইল ; **চিরজীবী মুনি**—মার্কণ্ডেয় মুনি ; **ব ূড়ত**—ডুবিতে ডুবিতে ; **সঁভারি**—সামলাইতে ; (দো—২৮৬)

চৌ—প্রিয় পরিজন সনে বৈদেহী মিলেন। যিনি যথা তাঁ'র সনে তেমনি চলেন॥
তাপসীর বেশে সবে সীতারে হেরিয়া। সকলে বিকল হ'ল দুঃখেতে ভরিয়া॥১
জনক বশিষ্ঠ-আজ্ঞা যখন লভেন। সীতার কুটীরে তাঁ'রে দেখিতে চলেন॥
সীতারে ধরেন তিনি বক্ষে প্রীতি সহ। প্রেম ও প্রাণের তিনি পবিত্র বিগ্রহ॥২
স্নেহের সাগর হৃদে উথলি' উঠিল। ভূপতির মন যেন প্রয়াগ হইল॥
সীতা-স্নেহ †বট যথা হেরেন বাড়িতে। রাম-প্রেম-ঈশ* সেথা লাগেন শোভিতে
‡মার্কণ্ডেয় মুনি যেন জ্ঞান হারাইয়া। শিশুরে ধারণ করে ডুবিতে যাইয়া।
মোহ-মগ্ন নহে কভু জনকের মন। রাম-প্রীতি তবু করে মোহের সৃজন॥৪

দোহা— পিতৃ-মাতৃ-স্নেহে সীতা বিচলিত, রাখিতে না পারেন সংযম।
ধরণীর সুতা ধরেন ধীরতা বিচারিয়া সময়-ধরম॥২৮৬॥

সারমর্ম—সীতা সকলের প্রতি সসম্মান ব্যবহার করিলেন। জনক বাসস্থানে আসিয়া সীতার সহিত মিলিলেন এবং তাঁহাকে সপ্রেমে বক্ষঃলগ্ন করিয়া মোহগ্রস্ত হইলেন। সীতা অতি ব্যাকুল হইয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন।২৮৬।

চৌ—তাপস বেষ জনক সিয় দেখী। ভয়উ পেমু পরিতোষু বিসেষী॥
পুত্রি পবিত্র কিএ কুল দোউ। সুজস ধবল জগু কহ সবু কোউ॥১॥
জিতি সুরসরি কীরতি সরি তোরী। গবনু কীন্হ বিধি অণ্ড করোরী॥
গঙ্গ অবনি থল তীনি বড়েরে। এহিঁ কিএ সাধু সমাজ ঘনেরে॥২॥
পিতু কহ সত্য সনেহঁ সুবানী। সীয় সকুচ মহুঁ মনহুঁ সমানী॥
পুনি পিতু মাতু লীন্হি উর লাঈ। সিখ আসিষ হিত দীন্হি সুহাঈ॥৩॥

---

† অক্ষয় বট নামক প্রসিদ্ধ স্থান প্রয়াগে অবস্থিত তীর্থবিশেষ।

* রাম যেন সেই অক্ষয় বটে মূর্তিমান্ ভগবান্।

‡ **মার্কণ্ডেয় উপাখ্যান**—মার্কণ্ডেয় মুনির তপস্যাতে প্রীত হইয়া নারায়ণ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলায় তিনি নারায়ণকে তাঁহার বিরাট সৃষ্টির লীলার অংশ দেখাইতে বলেন। তখন ভগবান্ তাঁহাকে প্রলয়ের লীলা দেখাইলেন। সমস্ত সৃষ্টি জলে মগ্ন এবং সেই জলে ভাসমান একটি বটপত্রে ভগবান্ নিজে বালক-মূর্তিতে শয়ান। সেই মনোহর বালক-মূর্তি দেখিয়া মার্কণ্ডেয় মুনি মুগ্ধ হইলেন। মুনি তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলে ভগবান্ শ্বাসবেগে তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র কীটাণুর ন্যায় নিজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করাইলেন এবং সেখানে থাকিয়া মার্কণ্ডেয়ের সমস্ত বিশ্ব-সৃষ্টি-দর্শন সম্ভব হইল।

কহতি ন সীয় সকুচি মন মাঁহী। ইহাঁ বসব রজনী ভল নাহীঁ ॥
লখি রুখ রানি জনায়উ রাউ। হৃদয় সরাহত সীলু সুভাউ ॥৪॥
দোহা— বার বার মিলি ভেঁটি সিয় বিদা কীন্হি সনমানি।
কহী সময় সির ভরত গতি রানি সুবানি সয়ানি ॥২৮৭॥

বাংলা অর্থ—জিতি—জয় করিয়া ; অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড ; করোরী—কোটি ; তীনি থল—তিন স্থান (হরিদ্বার, প্রয়াগ, গঙ্গাসাগর); ঘনেরে, বড়েরে—বাড়াইয়াছেন (মর্য্যাদা বেশী দিয়াছেন) ; সমানী—মাটির সমান হইলেন; জনায়উ—জানাইলেন ; (দো—২৮৭)

চৌ—সীতারে দর্শন করি তাপসীর বেশে। ভরিল জনক-চিত্ত প্রেম-পরিতোষে ॥
ওহে পুত্রী! দু'টি কুল পবিত্র করিলে। ঘোষিবে বিমল যশ জগতে সকলে ॥১
তব কীর্ত্তি-নদী জিনে সুরধুনি-ধার। ব্রহ্মাণ্ডে কোটিশ তা'র হয়েছে প্রসার ॥
ত্রিভুবন-পূতকরী গঙ্গা বিশ্ব-মাঝে। তব কীর্ত্তি পূত করে সজ্জন-সমাজে ॥২
পিতা তা'রে ক'ন স্নেহে সত্য সুবচন। সীতা তাহে মনে মনে সঙ্কুচিত হ'ন ॥
পুন পিতা মাতা তা'রে হৃদয়ে লইয়া। শিখাইয়া দেন হিত আশিস্ বর্ষিয়া ॥৩
সীতা নারে কহিবারে সঙ্কুচিত-মন। চিন্তি' ভাল নহে হেথা রজনী-যাপন ॥
রাজারে জানান রাণী জানি' সীতা-মন। মনে মনে স্বভাবের করি' প্রশংসন
দোহা— হেরি' বার বার মিলিয়া মিলিয়া দিলেন বিদায় সযতনে।
ভরতের কথা অবসর মত ক'ন রাণী জনকের সনে ॥২৮৭॥

সারমর্ম—সীতার তপস্বিনী-বেশ দেখিয়া জনক সন্তোষলাভ করিয়া বলিলেন,—সীতা তুমি দু'টি বংশকে পবিত্র করিয়াছ। তোমার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে। সীতা পিতৃবাক্যে সঙ্কুচিতা হইলেন! সীতার মনোভাব বুঝিয়া সীতাকে বিদায় দিলে রাণী ভরতের কথা রাজাকে কৌশল্যার কথামত জানাইলেন।২৮৭।

চৌ—সুনি ভূপাল ভরত ব্যবহারূ। সোন সুগন্ধ সুধা সসি সারূ ॥
মূদে সজল নয়ন পুলকে তন। সুজসু সরাহন লগে মুদিত মন ॥১॥
সাবধান সুনু সুমুখি সুলোচনি। ভরত কথা ভব বন্ধ বিমোচনি ॥
ধরম রাজনয় ব্রহ্মবিচারূ। ইহাঁ জথামতি মোর প্রচারূ ২॥
সো মতি মোরি ভরত মহিমাহী। কহৈ কাহ ছলি ছুঅতি ন ছাঁহী ॥
বিধি গনপতি অহিপতি সিব সারদ। কবি কোবিদ বুধ বুদ্ধি বিসারদ ॥৩॥
ভরত চরিত কীরতি করতূতী। ধরম সীল গুন বিমল বিভূতী ॥
সমুঝত সুনত সুখদ সব কাহূ। সুচি সুরসরি রুচি নিদর সুধাহূ ॥৪॥
দোহা— নিরবধি গুন নিরুপম পুরুষু ভরতু ভরত সম জানি।
কহিঅ সুমেরু কি সের সম কবিকুল মতি সকুচানি ॥২৮৮॥

বাংলা অর্থ—সোন—স্বর্ণ ; মূদে—মুদ্রিত করিলেন ; কাহ—কিরূপে ; ছলি—ছল

করিয়া; ছুঅতি ন—স্পর্শ করিতে পারে না; ছাঁহী—ছায়া; রুচি—মধুরতা; নিদর—অনাদর করে (তুচ্ছ করে); নিরবধি—সীমাহীন; (দো—২৮৮)

চৌ—নরপতি ভরতের হেরি' আচরণ। স্বর্ণ-সম দ্যুতিমান্ শশি-সুধা-ঘন।
জল-ভরা আঁখি মুদি' তনু পুলকিত। বর্ণিতে লাগেন যশ মনে প্রমুদিত ॥১
সাবধানে সুলোচনে! করহ শ্রবণ। ভরতের কথা নাশে ভবের বন্ধন ॥'
ধর্ম্ম-রাজনীতি-তত্ত্বে, ব্রহ্মের বিচারে। কিঞ্চিৎ আছয়ে জ্ঞান মম অধিকারে ॥২
সেই মম মতি নারে ভরতে বর্ণিতে। বর্ণে ছলে, ছায়া তার নারে পরশিতে॥
গণেশ, অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী। কবি ও কোবিদ, বুধ যাঁরা সূক্ষ্মমতি ॥৩॥
ভরত-চরিত-কীর্ত্তি করম সকল। ধর্ম্ম, শীল, গুণ, তথা বিভূতি বিমল॥
বুঝিলে শুনিলে সুখ দেয় সবাকারে। গঙ্গা-সম শুচি স্বাদে ভুচ্ছয়ে সুধারে ॥৪॥

দোহা— গুণে সীমাহীন উপমা-বিহীন, ভরতের ভরত তুলন।
হয় কবি-মতি সঙ্কুচিত যথা তুলাদণ্ডে সুমেরু ওজন ॥২৮৮॥

সারমর্ম্ম—রাণী মুখের ভরতের ব্যাপার শুনিয়া জনকও ভরতের প্রশংসাতে মুখর হইলেন। ভরতের উপমা যে ভরত এবং কোন কবি ভরতের গুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম হইবেন তাহাও বলিলেন! উহা কেবল কর্ণ-সুখকর নহে অমৃত অপেক্ষাও উহাতে মধুরতা বেশী আছে।২৮।

চৌ—অগম সবহি বরনত বরবরনী। জিমি জলহীন মীন গমু ধরনী॥
ভরত অমিত মহিমা সুনু রানী। জানহিঁ রামু ন সকহিঁ বখানী ॥১॥
বরনি সপ্রেম ভরত অনুভাউ। তিয় জিয় কী রুচি লখি কহ রাউ॥
বহুরহিঁ লখনু ভরতু বন জাহীঁ। সব কর ভল সব কে মন মাহীঁ ॥২॥
দেবি পরন্তু ভরত রঘুবর কী। প্রীতি প্রতীতি জাই নহিঁ তরকী॥
ভরতু অবধি সনেহ মমতা কী। জদ্যপি রামু সীম সমতা কী ॥৩॥
পরমারথ স্বারথ সুখ সারে। ভরত ন সপনেহুঁ মনহুঁ নিহারে॥
সাধন সিদ্ধি রাম পগ নেহূ। মোহি লখি পরত ভরত মত এহূ ॥৪॥

দোহা— ভোরেহুঁ ভরত ন পেলিহহিঁ মনসহুঁ রাম রজাই।
করিঅ ন সোচু সনেহ বস কহেউ ভূপ বিলখাই ॥২৮৯॥

বাংলা অর্থ—বরবরনী—হে শ্রেষ্ঠ বর্ণ-বিশিষ্টা (অপরূপ সুন্দরী); অনুভাউ—প্রভাব; তরকী জাই নহি—পরিমাপ করা যায় না; লখি পরত—দৃষ্টি পড়ে; ভোরেহুঁ—ভ্রমক্রমে; ন পেলিহহিঁ—ত্যাগ করিবে না; বিলখাই—বিহ্বলভাবে; গদগদ হইয়া; রজাই—আদেশ; (দো—২৮৯)

চৌ—ভরত-মাহাত্ম্য-কথা কহিতে কে পারে? জলহীন স্থলে যথা মীনের বিহারে॥
ভরত-মহিমা রাণি! কে পারে বর্ণিতে? রাম তা' জানেন কিন্তু নারেন কহিতে ॥১

সপ্রেমে বর্ণনা করি' ভরতের স্তুতি। নিরখি' রাণীর মন কহেন নৃপতি ॥
লক্ষ্মণ ফিরিবে,—যাবে ভরত কাননে। সবাকার ভাল ইথে সবে চিন্তে মনে ॥২
কিন্তু দেবি! জানি' লও রাম ও ভরতে। প্রীতি ও প্রতীতি কভু না আসে সীমাতে
যেমন শ্রীরামচন্দ্র সীমা সমতার। তেমনি ভরত সীমা স্নেহ-মমতার ॥৩
পরমার্থ, স্বার্থ হয় সর্ব্বসুখ-সার। স্বপনে ভরত মনে না করে বিচার ॥
সাধনার সিদ্ধি তা'র ভকতি শ্রীরামে। ভরতের মত এই মম মনে মানে ॥৪
দোহা— ভুলেও ভরত নাহি লঙ্ঘিবেন মনে কভু রামের আদেশ।
স্নেহবশে রাণি! করিও না শোক—বিচারিয়া কহেন নরেশ ॥২৮৯॥

সারমর্ম্ম—কিন্তু ভরতের মহিমা রামই ভাল জানেন। অবশ্য লক্ষ্মণ যদি অযোধ্যাতে ফিরিয়া যায় এবং ভরত রামের সঙ্গে বনে যায় ত ভালই হয়। তবে এ ব্যাপারে ভরত ও রামের মধ্যে আলোচনাতে মীমাংসা সহজ হইবে। রাম যেমন সমতার সীমা ভরত তেমনি মমতার সীমা। ভরত কখনও রামের আদেশ অন্যথা করিবে না। শ্রীরামে ভক্তি ভরতের সর্ব্ব সাধনার সার।২৮৯।

চৌ—রাম ভরত গুন গনত সপ্রীতী। নিসি দম্পতিহি পলক সম বীতী ॥
রাজ সমাজ প্রাত জুগ জাগে। নহাই নহাই সুর পূজন লাগে ॥১॥
গে নহাই গুর পহিঁ রঘুরাঈ। বন্দি চরন বোলে রুখ পাঈ ॥
নাথ ভরতু পুরজন মহতারী। সোক বিকল বনবাস দুখারী ॥২॥
সহিত সমাজ রাউ মিথিলেসূ। বহুত দিবস ভএ সহত কলেসূ ॥
উচিত হোই সোই কীজিঅ নাথা। হিত সবহী কর রৌরেঁ হাথা ॥৩॥
অস কহি অতি সকুচে রঘুরাউ। মুনি পুলকে লখি সীলু সুভাউ ॥
তুম্হ বিনু রাম সকল সুখ সাজা। নরক সরিস দুহু রাজ সমাজা ॥৪॥
দোহা— প্রান প্রান কে জীব কে জিব সুখ কে সুখ রাম।
তুম্হ তজি তাত সোহাত গৃহ জিন্হহি তিন্হহি বিধি বাম ॥২৯০॥

বাংলা অর্থ—গনত—আলাপ করিয়া; নহাই—স্নান করিয়া; রৌরে হাথা—আপনার হাতে; সুখ সাজা—সুখসজ্জা; সোহাত—শোভা পায়; (দো—২৯০)

চৌ—রাম-ভরতের গুণ, প্রীতি বিচারিয়া। দম্পতির রাত্রি গেল পলকে কাটিয়া ॥
প্রভাতে সমাজ দু'টি জাগিল যখন। দেবে পূজে সবে স্নান করি' [illegible] ॥১
গুরু-পার্শ্বে রাম যা'ন স্নান সমাপিয়া। অভিপ্রায় বুঝি' ক'ন চরণ বন্দিয়া ॥
হে নাথ। ভরত তথা মাতা, পুরজন। শোকাতুর বনবাস-দুখেতে মগন ॥২
পরিজনবর্গ-সহ নিজে মিথিলেশ। বহুদিন ধরি' শুধু সহিছেন ক্লেশ ॥
যা' হয় উচিত এবে তাহা কর নাথ! সবাকার হিতে রহে আপনার হাত ॥৩
ইহা কহি' রঘুরাজ অতি সঙ্কুচিত। শীল ও স্বভাব হেরি' মুনি পুলকিত ॥
ওহে রাম! তোমা' বিনা সব সুখ-সাজ। নরক সমান গণে এ' দুটি সমাজ।৪

দোহা— প্রাণের যে প্রাণ জীবের জীবন সুখের যে সুখ তুমি রাম।
তোমা' ত্যজি' যা'র গৃহ ভাল লাগে বিধাতা তাহার প্রতি বাম ॥২৯০॥

সারমর্ম—ভরতের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে সে রাত্রি অতীত হইল। প্রভাতে সকলে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সমাপন করিলে রাম গুরুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন,—সকলে এখানে বনবাসজনিত দুঃখভোগ করিতেছে। অতএব যাহাতে সকলের হিত হয়, এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে ভাল হয়। বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—এখন ত' সুখ নরক-সদৃশ হইয়াছে। তুমি অযোধ্যায় না গেলে অযোধ্যার সুখ হইবে না ।২৯০।

চৌ—সো সুখু করমু ধরমু জরি জাউ। জহঁ ন রাম পদ পঙ্কজ ভাউ॥
জোগু কুজোগু গ্যানু অগ্যানু। জহঁ নহি রাম পেম পরধানু॥১॥
তুম্হ বিনু দুখী সুখী তুম্হ তেহী। তুম্হ জানহু জিয় জো জেহি কেহী॥
রাউর আয়সু সির সবহী কেঁ। বিদিত কৃপালহি গতি সব নীকেঁ॥২॥
আপু আশ্রমহি ধারিঅ পাউ। ভয়উ সনেহ সিথিল মুনিরাউ॥
করি প্রনামু তব রামু সিধাএ। রিষি ধরি ধীর জনক পহিঁ আএ॥৩॥
রাম বচন গুরু নৃপহি সুনাএ। সীল সনেহ সুভায়ঁ সুহাএ॥
মহারাজ অব কীজিঅ সোঈ। সব কর ধরম সহিত হিত হোঈ॥৪॥

দোহা— গ্যান নিধান সুজান সুচি ধরম ধীর নরপাল।
তুম্হ বিনু অসমঞ্জস সমন কো সমরথ এহি কাল॥২৯১॥

বাংলা অর্থ—**জরি জাউ**—জ্বলিয়া যায় (নষ্ট হয়); **ভাউ**—প্রেম, ভাব; **পরধানু**—প্রধানতা; **রাউর আয়সু**—আপনার আজ্ঞা; **পাউ ধারিঅ**—পদার্পণ করুন; **পহি**—নিকটে; **সুজান**—অভিজ্ঞ; **সমরথ**—সমর্থ; **সমন**—শমনে; (দো—২৯১)

চৌ—যাহে নাহি হয় ভক্তি শ্রীরাম-চরণে। সে সুখ, সে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, দহুক দহনে॥
সে যোগ কুযোগ মানি' সে জ্ঞান অজ্ঞান। যাহে নহে রামপদে ভকতি প্রধান॥১
তুমি বিনা সবে দুঃখী তুমি সুখাধার। তুমি জান মনে যাহা রয়েছে যাহার॥
শিরোধার্য্য করে সবে আদেশ তোমার। জীবগতি সুবিদিত তব কৃপাধার॥৩
আশ্রমেতে এবে তুমি কর পদার্পণ। ইহা কহি' প্রেমে মুনি বিগলিত হ'ন॥
আশ্রমে চলেন রাম গুরুরে নমিয়া। বশিষ্ঠ-জনক-পার্শ্বে ধীরতা ধরিয়া॥
জনকে শুনান গুরু রামের বচন। শীলে ও স্বভাবে তাহা সুন্দর পরম॥
মহারাজ! এবে তাহা কর্ত্তব্য তোমার। ধর্ম্ম-সহ হিত-সিদ্ধি যাহে সবাকার॥৪

দোহা— ধর্ম্মে ধীর নৃপ! তুমি শুচি সাধু তুমি হও জ্ঞানের নিধান।
তুমি বিনা কেবা এ হেন দুর্য্যোগে সামঞ্জস্য করিবে বিধান॥২৯১॥

সারমর্ম—তুমি সকলের সুখ দিবার একমাত্র গতি। তোমার আজ্ঞাই সকলে পালন করিয়া কৃতার্থ হইবে। 'তুমি আশ্রমে যাও',—রামকে বলিয়া তিনি প্রেম-বিহ্বল

হইলেন। রাম চলিয়া গেলে বশিষ্ঠ জনকের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন,—যাহাতে ধর্ম্ম রক্ষা হয় আর সকলের হিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।২৯১।

চৌ—সুনি মুনি বচন জনক অনুরাগে। লখি গতি গ্যানু বিরাগু বিরাগে॥
সিথিল সনেহঁ গুনত মন মাহীঁ। আএ ইহাঁ কীন্‌হ ভল নাহীঁ॥১॥
রামহি রায়ঁ কহেউ বন জানা। কীন্‌হ আপু প্রিয় প্রেম প্রবানা॥
হম অব বন তেঁ বনহি পঠাঈ। প্রমুদিত ফিরব বিবেক বড়াঈ॥২॥
তাপস মুনি মহিসুর সুনি দেখী। ভএ প্রেম বস বিকল বিসেষী॥
সমউ সমুঝি ধরি ধীরজু রাজা। চলে ভরত পহিঁ সহিত সমাজা॥৩॥
ভরত আই আগেঁ ভই লীন্‌হে। অবসর সারস সুআসন দীন্‌হে॥
তাত ভরত কহ তেরহুতি রাউ। তুম্‌হহি বিদিত রঘুবীর সুভাউ॥৪॥

দোহা— রাম সত্যব্রত ধরম রত সব কর সীলু সনেহু।
সঙ্কট সহত সকোচ বস কহিঅ জো আয়সু দেহু॥২৯২॥

বাংলা অর্থ—লখি—দেখিয়া; রায়ঁ—রাজা; প্রবানা—প্রমাণিত; পঠাঈ—পাঠাইয়া; বড়াঈ—গৌরব; ফিরব—প্রত্যাবর্ত্তন করিব; মহিসুর—ব্রাহ্মণ; বিসেষী—প্রচুর; ধীরজু—ধৈর্য্য; সরিস—সদৃশ, উপযুক্ত; তেরহুতি রাউ—ত্রিহুত-রাজ জনক; সুভাউ—স্বভাব; সহত—সহ্য করেন; আয়সু—আজ্ঞা; (দো—২৯২)

চৌ—মুনি-বাক্য শুনি' নৃপ মগ্ন অনুরাগে। জনকে বৈরাগ্য যেন জ্ঞানে ও বিরাগে
স্নেহেতে শিথিল হ'য়ে হেন মনে মানে। ভাল করা হয় নাই আসিয়া এখানে॥১
দশরথ রামে করি' বনবাস দান, রাম-প্রেম কত?—দেন মরণে প্রমাণ।
প্রেষিয়া তাঁহারে এবে বন হ'তে বন। বিবেক বড়াই করি' ফিরিব এখন॥২
তাপস, মুনি ও বিপ্র দেখি' নৃপ-গতি। প্রেমেতে বিবশ হ'ন বিকলিত মতি॥
কাল বুঝি' নৃপ ধৈর্য্য করিয়া ধারণ। সকলে ভরত-পাশে উপনীত হ'ন॥৩
ভরত আসিয়া তাঁরে স্বাগত জানান। করেন সময়োচিত আসন-প্রদান॥
ত্রিহুতের রাজা ক'ন,—"হে ভরত তাত! রামের স্বভাব তব নহে ত' অজ্ঞাত"॥৪

দোহা— রাম সত্যব্রত ধরমে নিরত শীল স্নেহ রাখে সবা'পরে।
সঙ্কট সে সহে সঙ্কোচ-বিবশ কহ,—কোন্ আজ্ঞা দিব তারে? ২৯২॥

সারমর্ম্ম—মুনির কথায় জনক রাম-স্নেহে বশীভূত হইয়া ভাবিলেন, দশরথ সত্য-রক্ষা করিয়াছেন আর প্রাণত্যাগ করিয়া রামপ্রীতিও রক্ষা করিয়াছেন। আমরা এখন রামকে বনান্তরে পাঠাইয়া বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় দিব,—বলিয়া তিনি শোকে অভিভূত হইলেন। সকলে ব্যাকুল হইলেন এবং সকলে মিলিয়া ভরতের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভরত সকলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ভরতকে জনক বলিলেন,—রাম সঙ্কোচ করিতেছেন, এ অবস্থায় তুমি যাহা চাও তাহা বল।২৯২।

চৌ—সুনি তন পুলকি নয়ন ভরি বারী। বোলে ভরতু ধীর ধরি ভারী॥
প্রভু প্রিয় পূজ্য পিতা সম আপূ। কুলগুরু সম হিত মায় ন বাপূ॥১॥
কৌসিকাদি মুনি সচিব সমাজূ। গ্যান অম্বুনিধি আপুনু আজূ॥
সিসু সেবকু আয়সু অনুগামী। জানি মোহি সিখ দেইঅ স্বামী॥২॥
এহিঁ সমাজ থল ব ঝব রাউর। মৌন মলিন মৈঁ বোলব বাউর॥
ছোটে বদন কহউঁ বড়ি বাতা। ছমব তাত লখি বাম বিধাতা॥৩॥
আগম নিগম প্রসিদ্ধ পুরানা। সেবাধরমু কঠিন জগু জানা॥
স্বামি ধরম স্বারথহি বিরোধূ। বৈরু অন্ধ প্রেমহি ন প্রবোধূ॥৪

দোহা— রাখি রাম রুখ ধরমু ব্রতু পরাধীন মোহি জানি।
সব কেঁ সম্মত সর্ব হিত করিঅ পেমু পহিচানি॥২৯৩॥

বাংলা অর্থ—**তন**—শরীর; **ধীর ধরি**—ধৈর্য্য ধরিয়া; **অম্বুনিধি**—সমুদ্র; **থল**—স্থল; **ছমব**—ক্ষমা করিবেন; **স্বারথহি**—স্বার্থের; **বৈরু**—স্বার্থপর (শত্রু); **রুখ**—রুচি; **পহিচানি**—চিনিয়া; **মলিন**—দুষ্ট মন; **বাউর**—পাগলামি; (দো—২৯৩)

চৌ—শুনি' তনু পুলকিত আঁখি ভরে বারি। ভরত বলেন তবে অতি ধৈর্য্য ধরি'॥
"তুমি প্রভু প্রিয় পূজ্য পিতার সমান। হিতৈষী বশিষ্ঠ-সম কেহ নহে আন্॥১
মুনি বিশ্বামিত্র তথা সচিব-সমাজ। জ্ঞানের বারিধি তুমি উপস্থিত আজ॥
আজ্ঞাবাহী শিশু আমি সেবক জানিয়া। শিক্ষা দেহ মোরে প্রভু যথার্থ বুঝিয়া॥২
এ হেন সমাজে হও তুমি বুদ্ধি-দাতা। ক্ষম মোরে তাত! হেরি' প্রতিকূল ধাতা।
না কহিব যদি হবে মানস-দীনতা। তাই কহি ছোট মুখে এবে বড় কথা॥৩
আগমে নিগমে তথা বিদিত পুরাণে। সেবা-ধর্ম্মে কঠিনতা বিশ্বে সবে জানে॥
স্বামি-ধর্ম্ম সহ ঘটে স্বার্থের বিরোধ। স্বার্থান্ধ জনের নাহি রহে প্রেমবোধ॥৪
দোহা— রাম-অভিপ্রায় ব্রত ও ধরম রাখ মোরে জানি' রামাধীন।
সর্ব্ব-অনুমত সাধ সর্ব্বহিত জানি' মোরে রাম প্রেমে লীন॥" ২৯৩॥

সারমর্ম্ম—ভরত জনককে বলিলেন,—আপনি ত' মাতা, পিতা ও গুরুর ন্যায় হিতাকাঙ্ক্ষী ও জ্ঞানী। আমাকে সেবক ও আজ্ঞাবাহী জানিয়া রামের ইচ্ছা, ধর্ম্ম ও ব্রত রক্ষা করিয়া সকলের হিত হয় এমন আদেশ করুন। বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। সেবাধর্ম্মের সহিত স্বার্থের বিরোধ আছে। আমাকে স্বার্থান্বেষী মনে করিবেন এবং আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ বুঝিয়া তদনুযায়ী আদেশ দিন।২৯৩।

চৌ—ভরত বচন সুনি দেখি সুভাউ। সহিত সমাজ সরাহত রাউ॥
সুগম অগম মৃদু মঞ্জু কঠোরে। অরথু অমিত অতি আখর থোরে॥১॥
জ্যোঁ মুখু মুকুর মুকুরু নিজ পানী। গহি ন জাই অস অদভুত বানী॥
ভূপ ভরতু মুনি সহিত সমাজূ। গে জহঁ বিব ধ কুমুদ দ্বিজরাজূ॥২

সুনি সুধি সোচ বিকল সব লোগা। মনহুঁ মীনগন নব জল জোগা ॥
দেবঁ প্রথম কুলগুর গতি দেখী। নিরখি বিদেহ সনেহ বিসেষী ॥৩॥
রাম ভগতিময় ভরতু নিহারে। সুর স্বারথী হহরি হিয়ঁ হারে ॥
সব কোউ রাম প্রেমময় দেখা। ভএ অলেখ সোচ বস লেখা ॥৪॥

দোহা— রামু সনেহ সকোচ বস কহ সসোচ সুররাজু।
রচহু প্রপঞ্চহি পঞ্চ মিলি নাহিঁ ত ভয়উ অকাজু ॥২৯৪॥

বাংলা অর্থ—সরাহত—প্রশংসা করেন ; মঞ্জু—সুন্দর ; অরথু—অর্থ ; অমিত—অপার ; আখর—অক্ষর ; থোরে—অল্প ; মুকুর মুকুরু—মুখ-প্রতিবিম্ব ; গহি ন জাই—ধরা যায় না ; বিবুধ—দেবতারূপী ; সুর স্বারথী—স্বার্থপর দেবতারা ; হহরি—ঘাবড়াইয়া ; সসোচ—চিন্তাযুক্ত ; প্রপঞ্চহি—মায়া ; হারে—হার মানিলেন ; (দো-২৯৪)

চৌ—ভরতের কথা শুনি স্বভাব হেরিয়া। প্রশংস-মুখর সবে হ'ল বিচারিয়া ॥
সুগম দুর্গম রম্য কোমল কঠিন। স্বল্পাক্ষরা কথা বটে অর্থ সীমাহীন ॥১
যথা মুখ দরপণে করে দরশন। ধরা নাহি যায় তা'রে—তথা এ বচন ॥
ভরত প্রভৃতি-সহ চলিলা ভূপতি। দেবতা-কুমুদ-ইন্দু যেথা রঘুপতি ॥২
বারতা শুনিয়া শোকে বিকল সকলে। মানো মীন যেন যুক্ত নব বর্ষা-জলে ॥
দেবেরা হেরেন ইথে কুল-গুরু-গতি। বিশেষতঃ নিরখিলা জনক-পীরিতি ॥৩
রাম'পরে ভক্তি-ভরা ভরতে হেরিলা। দেবগণ স্বার্থবশে হৃদয়ে হারিলা ॥
রাম-প্রেমে ভরা সবে করি' নিরীক্ষণ। শোকে যেন চিত্রার্পিত হ'লা দেবগণ ॥৪

দোহা— রাম স্নেহ-বশ সঙ্কোচেতে ভরা শঙ্কান্বিত সুর-রাজ ক'ন।
সকলে মিলিয়া মায়া রচ এবে না হইলে হবে অঘটন ॥২৯৪॥

সারমর্ম—ভরতের বাক্য সহজ হইলেও তাহা দুর্বোধ্য ও গূঢ় অর্থ-প্রকাশক এবং কোন্ পথ অবলম্বন করা হইবে বুঝিতে না পারিয়া সকলে মিলিয়া রঘুনাথের নিকট গেলেন। দেবতারা ভরতের, জনকের ও বশিষ্ঠের অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন। দেবরাজও শঙ্কিত হইয়া ভাবী অশুভ নিবৃত্তির জন্য মায়ার সৃষ্টি করিলেন।২৯৪।

চৌ—সুরন্হ সুমিরি সারদা সরাহী। দেবি দেব সরনাগত পাহী ॥
ফেরি ভরত মতি করি নিজ মায়া। পালু বিবুধ কুল করি ছল ছায়া ॥১॥
বিবুধ বিনয় সুনি দেবি সয়ানী। বোলী সুর স্বারথ জড় জানী ॥
মো সন কহহু ভরত মতি ফেরু। লোচন সহস ন সূঝ সুমেরু ॥২॥
বিধি হরি হর মায়া বড়ি ভারী। সোউ ন ভরত মতি সকই নিহারী ॥
সো মতি মোহি কহত করু ভোরী। চন্দিনি কর কি চণ্ডকর চোরী ॥৩॥
ভরত হৃদয়ঁ সিয় রাম নিবাসূ। তহঁ কি তিমির জহঁ তরনি প্রকাসূ ॥
অস কহি সারদ গই বিধি লোকা। বিবুধ বিকল নিসি মানহুঁ কোকা ॥৪॥

দোহা— সুর সারথী মলীন মন কীন্‌হ কুমন্ত্র কুঠাটু।
রচি প্রপঞ্চ মায়া প্রবল ভয় ভ্রম অরতি উচাটু ॥২৯৫॥

বাংলা অর্থ—সুরন্‌হ—দেবতারা ; সুমিরি—স্মরণ করিয়া ; সরাহি—স্তুতি করিলেন; পালু—রক্ষা করুন ; স্বারথ জড়—স্বার্থবশ মূর্খ ; চন্দিনি—চাঁদ ; চণ্ডকর—সূর্য্য ; বিধি লোকা—ব্রহ্মলোক ; কোকা—চকোর ; কুঠাটু—ষড়যন্ত্র ; (দো—২৯৫)

চৌ—তাঁ'রা স্মরি' সারদারে স্তুতি করি' ক'ন। শরণার্থী মোরা দেবি ! তুমি যে শরণ
ফিরাও ভরত-মতি মায়া বিস্তারিয়া। দেব-কুল রক্ষা কর রচি' ছল-চ্ছায়া ॥১
বিনয়-বচন শুনি' সুচতুরা বাণী, কহিলেন দেবগণে স্বার্থ-জড় জানি' ॥
ফিরা'তে ভরত-মতি আমারে কহিছ। সহস্র লোচনে নাহি সুমেরু হেরিছ ॥২
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-মায়া বড় গণি তা'রে। তাহাও ভরত-মতি নারে ভেদিবারে ॥
সে মতি ভুলাতে কহ তোমরা আমারে। শশি-কর রবি-করে ঢাকিতে কি পারে ?৩
ভরত-হৃদয় সীতা-রামের নিবাস। সেথা কি আঁধার যেথা রবির প্রকাশ ?
ইহা কহি' বাণী যা'ন ব্রহ্মা-নিকেতনে। দেব মূঢ়,—চখা যথা নিশা আগমনে ॥৪
দোহা— দেব স্বার্থপর মলিন মানসে কুচক্র করিল বিরচন ॥
রচিয়া প্রপঞ্চ মায়া, ভয়, ভ্রম বিস্তারে অপ্রীতি, উচাটন ॥২৯৫॥

সারমর্ম—দেবতারা সরস্বতীর নিকট স্তব-স্তুতি করিলেন। ভরতকে ছলনা করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। সরস্বতীও অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—ভরতের বুদ্ধি মাপিবার ক্ষমতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের নাই। আমি ত' কোন্ ছার ! দেবতারা বিমুখ হইলেন ।২৯৫।

চৌ—করি কুচালি সোচত সুররাজূ। ভরত হাথ সব্ু কাজু অকাজূ ॥
গএ জনকু রঘুনাথ সমীপা। সনমানে সব রবিকুল দীপা ॥১॥
সময় সমাজ ধরম অবিরোধা। বোলে তব রঘুবংস পুরোধা ॥
জনক ভরত সংবাদু সুনাঈ। ভরত কহাউতি কহী সুহাঈ ॥২॥
তাত রাম জস আয়সু দেহূ। সো সবু করৈ মোর মত এহূ ॥
সুনি রঘুনাথ জোরি জুগ পানী। বোলে সত্য সরল মৃদু বানী ॥৩॥
বিদ্যমান আপুনি মিথিলেসূ। মোর কহব সব ভাঁতি ভদেসূ ॥
রাউর রায় রজায়সু হোঈ। রাউরি সপথ সহী সির সোঈ ॥৪॥
দোহা - রাম সপথ সুনি মুনি জনকু সকুচে সভা সমেত।
সকল বিলোকত ভরত মুখু বনই ন উতরু দেত ॥২৯৬॥

বাংলা অর্থ—সনমানে—সম্মান করিল : অবিরোধা—অনুকূল ; জোরি জুগ পানী—দুই হাত জোড় করিয়া ; সকুচে—সঙ্কুচিত (কুণ্ঠিত) হইল ; (দো—২৯৬)

চৌ—কুমন্ত্রণা করি' তবে চিন্তে সুররাজ। ভরতের হাতে সব কাজ ও অকাজ ॥
জনক তখন যা'ন রাঘব-সমীপ। সবাকারে মান দেন রঘু-কুল-দীপ ॥১

সময়, সমাজ চিন্তি' ধরম-উচিত। বলেন বচন রঘু-কুল-পুরোহিত।
জনক ভরত-কথা করান শ্রবণ। ভরত মন্তব্য পরে করেন বর্ণন ॥২
ওহে তাত ! রাম তুমি যে আদেশ দিবে। মোর মত ইহা তাহা সকলে পালিবে ॥
শুনি' রঘুনাথ তবে করি' যুক্ত কর। কহেন সরল সত্য বাক্য মনোহর ॥৩
আপনি ও মিথিলেশ যেথা বিদ্যমান। মম কথা সেথা কভু নহে শোভমান ॥
আপনি করুন আজ্ঞা আর মিথিলেশ ! তব দিব্য, শিরে ধরি আমি সে আদেশ ॥৪
দোহা— রাম-দিব্য শুনি' মুনি ও জনক সঙ্কুচিত সমাজ-সহিত।
সকলে নিরখে ভরত বয়ান উত্তর না মিলে সমুচিত ॥২৯৬॥

সারমর্ম—তখন ইন্দ্র ভাবিলেন,—এখন দেখিতেছি সব ভরতের হাতে। জনক রামের নিকট গেলেন। বশিষ্ঠ ও জনক, সময় ও ধর্মানুসারী কথা বলিয়া ভরতের কথা জানাইলেন। আরো বলিলেন,—রাম যেমন বলিবেন তেমনি হইবে। রাম প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—বশিষ্ঠ ও জনক থাকিতে আমার কথা বলা শোভা পায় না। আপনারা যাহা বলিবেন তাহাই শিরোধার্য্য করিব।২৯৬।

দো—সভা সকুচ বস ভরত নিহারী। রাম বন্ধু ধরি ধীরজু ভারী ॥
কুসমউ দেখি সনেহু সঁভারা বঢ়ত বিঁধি জিমি ঘটজ নিবারা ॥১॥
সোক কনকলোচন মতি ছোনী। হরী বিমল গুন গন জগ জোনী ॥
ভরত বিবেক বরাহঁ বিসালা। অনায়াস উধরী তেহি কালা ॥২॥
করি প্রনামু সব কহঁ জোরে। রামু রাউ গুর সাধু নিহোরে ॥
ছমব আজু অতি অনুচিত মোরা। কহউঁ বদন মৃদু বচন কঠোরা ॥৩॥
হিয়ঁ সুমিরী সারদা সুহাঈ। মানস তেঁ মুখ পঙ্কজ আঈ ॥
বিমল বিবেক ধরম নয় সালী। ভরত ভারতী মঞ্জু মরালী ॥৪॥
দোহা— নিরখি বিবেক বিলোচনন্হি সিথিল সনেহঁ সমাজু।
করি প্রনামু বোলে ভরতু সুমিরি সীয় রঘুরাজু ॥২৯৭॥

বাংলা অর্থ—বঢ়ত—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এমন ; বিঁধি—বিন্ধ্যাচল পর্বত ; ঘটজ—ঘটযোনি, অগস্ত্যমুনি ; কনকলোচন—হিরণ্যাক্ষ ; ছোনী—পৃথিবী ; জগ জোনী—জগৎযোনি ব্রহ্মা ; নিহোরে—বিনতি করিল ; মরালী—রাজহংস-সম (হংস যেরূপ জল হইতে দুধ পৃথক্ করে সেইরূপ) দোষ-গুণ-বিচারক্ষম হংস-সম ; (দো-২৯৭)

চৌ—সমাজ সঙ্কোচ-বশ ভরত হেরিলা। অতীব ধীরতা তবে ভরত ধরিলা ॥
অবসর নহে বুঝি' পীরিতি পাসরে। বর্দ্ধমান বিন্ধ্যে যেন অগস্ত্য নিবারে ॥১
শোকরূপী হিরণ্যাক্ষ ধরণী হরেন। বহুগুণী যে ধরণী বিশ্বে জন্ম দেন।
ভরত বিবেক-রূপী বিশাল বরাহে। অনায়াসে উদ্ধরিলা সে সময় তাহে ॥২
করযোড় করি' ক'ন নমি' সর্ব্বজনে। রামে, নৃপে, মুনিবরে তথা সাধুগণে ॥
ক্ষমা কর এবে অতি অনুচিত মোর। কহি ছোট মুখে এবে বচন কঠোর ॥৩

ভরত বাণীরে চারু হিয়া-মাঝে স্মরি'। মন হ'তে আনি' ক'ন মুখপদ্মোপরি॥
বিমল বিবেক ধর্ম্ম-নীতি অনুসারী ভরত-ভারতী মঞ্জু-হংস-গুণ-ধারী।৪

দোহা— বিবেক-নয়নে হেরিয়া ভরত স্নেহ-বশে বিকল সমাজ।
প্রণাম করিয়া কহিলেন তবে স্মরি' মনে সীতা-রঘুরাজ॥২৯৭॥

চৌ—প্রভু পিতু মাতু সুহৃদ গুর স্বামী। পূজ্য পরম হিত অন্তরজামী॥
সরল সুসাহিব সীল নিধানূ। প্রনতপাল সর্বগ্য সুজানূ॥১॥
সমরথ সরনাগত হিতকারী। গুনগাহকু অবগুন অঘ হারী॥
স্বামি গোসাঁইহি সরিস গোসাঈ। মোহি সমান মৈঁ সাইঁ দোহাঈ॥২॥
প্রভু পিতু বচন মোহ বস পেলী। আয়উঁ ইহাঁ সমাজু সকেলী॥
জগ ভল পোচ উঁচ অরু নীচু। অমিঅ অমরপদ মাহুরু মীচু॥৩॥
রাম রজাই মেট মন মাহিঁ। দেখা সুনা কতহুঁ কোউ নাহীঁ॥
সো মৈঁ সব বিধি কীন্হি ঢিঠাঈ। প্রভু মানী সনেহ সেবকাঈ॥৪॥

দোহা— কৃপাঁ ভলাঈ আপনী নাথ কীন্হ ভল মোর।
দূষন ভে ভূষন সরিস সুজসু চারু চহু ওর॥২৯৮॥

বাংলা অর্থ—সুসাহিবু—শ্রেষ্ঠ প্রভু; সুজানু—সুজ্ঞানী; সাঈ—স্বামী; পেলী—উল্লঙ্ঘন করিয়া; সকেলী—সকল; মেট—অবজ্ঞা করে; ভলাই—মহত্ত্ব; (দো—২৯৮)

প্রভো! তুমি পিতা, মাতা, মিত্র, গুরু, স্বামী। পূজ্য ও হিতৈষী তুমি মম অন্তর্য্যামী
সরল মহান্ প্রভু শীল-ধনে ধনী। প্রণত-পালক তুমি সর্ব্বজ্ঞ সুজ্ঞানী॥১
শক্তিধর আশ্রিতের হিত তুমি কর। গুণগ্রাহী দোষ-পাপ সদা তুমি হর॥
তোমা-সম প্রভু বিশ্বে একমাত্র তুমি। তব দিব্য,—আমা-সম হীন মাত্র আমি॥২
প্রভু ও পিতার বাণী মোহ-বশে ত্যজি'। এসেছি সমাজ-সহ সর্ব্বজন আজি॥
আছে বিশ্বে ভাল, মন্দ, উচ্চ, নীচ জন। অমৃত, অমর পদ, বিষ ও মরণ॥৩
দেখে নাই, শোনে নাই কেহ হেন জন। মনেও রামের আজ্ঞা যে করে লঙ্ঘন॥
সর্ব্বরূপে সে ধৃষ্টতা করিয়াছি আমি। সেবকের প্রেম বলি' মেনে নিলে স্বামী॥৪

দোহা— তব কৃপাদানে নিজগুণে নাথ সাধিয়াছ উত্তম সাধন।
দূষণে করিলে ভূষণ-সমান চারু-যশে ছাইল ভুবন॥২৯৮॥

সারমর্ম—ভরত সকলকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রীতির বেগ দমন করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—এখন আমার কথা বলা অনুচিত হইলেও বলিতে বাধ্য হইতেছি। সকলে আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। তখন যেন বাগ্‌দেবী তাঁহার মুখে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বাক্য বিবেক, বিনয় ও নীতি-সম্মত ছিল। তিনি রামের উদ্দেশ্যে বলিলেন,—হে প্রভু! আপনিই আমার পিতা, মাতা, সুহৃদ্, গুরু, স্বামী, পূজ্য, হিতকারী ও অন্তর্য্যামী। আপনি আজন্ম প্রতিপালক, সর্ব্বজ্ঞ ও জ্ঞানী; আপনার তুলনা শ্রেষ্ঠত্বে যেমন আপনি একক, হীনতায়ও আমি তেমনি একক।

আমি সকলের কথা অমান্য করিয়া প্রভুর ও পিতার বাক্য অবমাননা করিয়া এখানে আসিয়াছি। জগতে ভাল মন্দ দুইই থাকে। আমি তোমাকে উপেক্ষা করিলেও তুমি দয়া প্রকাশে কৃতার্থ করিয়া আমার যশ প্রচার করিয়াছ ॥২৯৭ ও ২৯৮॥

চৌ—রাউরি রীতি সুবানি বড়াঈ। জগত বিদিত নিগমাগম গাঈ॥

কূর কুটিল খল কুমতি কলঙ্কী। নীচ নিসীল নিরীস নিসঙ্কী ॥১॥

তেউ সুনি সরন সামুহেঁ আএ। সকৃত প্রনামু কিহেঁ অপনাএ॥

দেখি দোষ কবহুঁ ন উর আনে। সুনি গুন সাধু সমাজ বখানে ॥২॥

কো সাহিব সেবকহি নেবাজী। আপু সমাজ সাজ সব সাজী॥

নিজ করতুতি ন সমুঝিঅ সপনেঁ। সেবক সকুচ সোচু উর অপনেঁ ॥৩॥

সো গোসাইঁ নহিঁ দূসর কোপী। ভুজা উঠাই কহউঁ পন রোপী॥

পসু নাচত সুক পাঠ প্রবীনা। গুন গতি নট পাঠক আধীনা ॥৪॥

দোহা— যোঁ সুধারি সনমানি জন কিএ সাধু সিরমোর।

কো কৃপাল বিনু পালিহৈ বিরিদাবলি বরজোর ॥২৯৯॥

বাংলা অর্থ—কূর—ক্রূর; নিসীল—শীলাচারহীন; নিরীস—নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী: তেউ—তাহারাও; সামুহেঁ—সম্মুখে; নেবাজী—কৃপাপর; কোপী—কেহও; পন রোপী—পণ রাখিয়া (জোর করিয়া); সুধারি—সংশোধন করিয়া; সিরমোর—শিরোমণি; বিরিদাবলী—যশসমূহ; বরজোর—হঠতাপূর্ব্বক; (দো-২৯৯)

চৌ—আপনার রীতি-নীতি, সুকথা, গরিমা। ধরা জানে বেদ-তন্ত্রে গাহিছে মহিমা

ক্রূর ও কুটিল, খল কুমতি কলঙ্কী। নীচ, শীল-বিবর্জ্জিত, নাস্তিক, নিঃশঙ্কী ॥১

তা'রেও শরণ-তরে আগত শুনিয়া। একটি প্রণামে লও আপন করিয়া॥

দোষ হেরি' হিয়া-মাঝে নাহি দাও স্থান। শুনি' গুণ সাধুগণ করেন বাখান ॥২

কোন্ প্রভু ভৃত্য-তরে করে আত্মদান। সকলের সব কিছু আপনি মিটান॥

নিজ স্বার্থ না করিয়া স্বপনে চিন্তন। সেবক-সঙ্কোচ-চিন্তা হৃদয়ে আপন ॥৩

হেন প্রভু আন্ নাহি, শুধু একজন। হাত তুলি' কহি তাহা রাখি' তার পণ॥

পশু নাচে, তোতা হয় পাঠেতে প্রবীণ। তা'দের কৃতিত্ব নট-শিক্ষক অধীন ॥৪॥

দোহা— কেবা সংশোধিয়া করিবে সেবকে সাধু-শিরোমণি সসম্মানে।

কে আছে দয়াল নিজে জোর করি' পালিবে সেবকে যশোদানে? ২৯৯

সারমর্ম্ম—তোমার নীতির ও সুকথায় খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। যাহারা ক্রূর কুটিল কুমতি ও কলঙ্কী তাহারা তোমার শরণ লইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপন করিয়া লও দোষের কথা না কহিয়া গুণের ব্যাখ্যান কর। সেবকের হৃদয়ের ব্যথা তোমার ব্যথার বোধ দেয়। একথা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে তুমি ছাড়া আর কেহ নাই যে নিজের ভক্তকে শিরোভূষণ করে। ইহা তোমার স্বভাব ॥২৯৯॥

চৌ—সোক সনেহঁ কি বাল সুভাএঁ। আয়উঁ লাই রজায়সু বাএঁ ॥
তবহুঁ কৃপাল হেরি নিজ ওরা। সবহি ভাঁতি ভল মানেউ মোরা ॥১॥
দেখেউঁ পায় সুমঙ্গল মূলা। জানেউঁ স্বামি সহজ অনুকূলা ॥
বড়েঁ সমাজ বিলোকেউঁ ভাগূ। বড়ীঁ চূক সাহিব অনুরাগূ ॥২॥
কৃপা অনুগ্রহ অঙ্গু অঘাঈ। কীন্হি কৃপানিধি সব অধিকাঈ ॥
রাখা মোর দুলার গোসাঈ। অপনেঁ সীল সুভায় ভলাঈ ॥৩॥
নাথ নিপট মৈঁ কীন্হি ঢিঠাঈ। স্বামি সমাজ সকোচ বিহাঈ ॥
অবিনয় বিনয় জথারুচি বানী। ছমিহি দেউ অতি আরতি জানী ॥৪॥

দোহা— সুহৃদ সুজান সুসাহিবহি বহুত কহব বড়ি খোরি।
আয়সু দেইঅ দেব অব সবই সুধারী মোরি ॥৩০০॥

বাংলা অর্থ—পায়—পদে ; অঙ্গু—সঙ্গোপাঙ্গ ; দুলার—কৃপা ; নিপট—সবিশেষ ; দেউ—দেব ; আরতি—আর্ত্তভাব ; সুধারী—সংশোধন করিয়া ; (দো—৩০০)

চৌ—বাল-চপলতা-বশে না গণিয়া ক্লেশ। এসেছি না মানি' প্রভু ! তোমার আদেশ
তবু তুমি নিজগুণে কৃপার আধার। সকল প্রকারে ভাল করিলে আমার ॥১
চরণ হেরিনু তব সুমঙ্গল-মূল। জানি স্বভাবতঃ প্রভু মম অনুকূল ॥
এ বড় সমাজে হেরি আমি ভাগ্যধর। ভুল করি'—তবু প্রভু অতি প্রেমপর ॥২
করুণা, প্রসাদে মম চিত্ত ভরপূর। কৃপানিধি ! দানিয়াছ সকলি প্রচুর ॥
সাধুতার বশে নিজ স্বভাবে ও শীলে। আমার প্রেমের প্রভু মর্য্যাদা রাখিলে ॥৩
সমাজ-সঙ্কোচ প্রভু করি' অতিক্রম। ধৃষ্টতা করিনু আমি যত প্রদর্শন ॥
বিনীত বা রূঢ় কহি ইচ্ছামত বাণী। ক্ষমিবে হে দেব ! মম কাতরতা জানি' ॥৪

দোহা— সুহৃদ্ সুজ্ঞানী সুপ্রভু সজ্জনে বেশী কথা বলা দোষ বড়।
সংশোধন করি' সর্ব্বদোষ মম এবে দেব ! আজ্ঞাদান কর ॥৩০০

সারমর্ম—আমি তোমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছি আর ক্ষমা করিয়া তুমি আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছ এবং তোমার সদ্ভাবে আমার প্রেম রক্ষা করিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছ। আমি ধৃষ্টতাবশতঃ নম্র অথবা রূঢ় যাহাই বলি তাহা ক্ষমা করিবে। এখন আমি তোমার আজ্ঞার প্রার্থী ॥৩০০॥

চৌ—প্রভু পদ পদুম পরাগ দোহাঈ। সত্য সুকৃত সুখ সীবঁ সুহাঈ ॥
সো করি কহউঁ হিএ অপনে কী। রুচি জাগত সোবত সপনে কী ॥১॥
সহজ সনেহঁ স্বামি সেবকাঈ। স্বারথ ছল ফল চারি বিহাঈ ॥
অগ্যা সম ন সুসাহিব সেবা। সো প্রসাদু জন পাবৈ দেবা ॥২॥
অস কহি প্রেম বিবস ভএ ভারী। পুলক শরীর বিলোচন বারী ॥
প্রভু পদ কমল গহে অকুলাঈ। সমউ সনেহু ন সো কহি জাঈ ॥৩॥

কৃপাসিন্ধু সনমানি সুবানী। বৈঠাএ সমীপ গহি পানী॥
ভরত বিনয় সুনি দেখি সুভাউ। সিথিল সনেহঁ সভা রঘুরাউ ॥৪॥

ছন্দ— রঘুরাউ সিথিল সনেহঁ সাধু সমাজ মুনি মিথিলা ধনী।
মন মহুঁ সরাহত ভরত ভায়প ভগতি কী মহিমা ঘনী॥
ভরতহি প্রসংসত বিবুধ বরষত সুমন মানস মলিন সে।
তুলসী বিকল সব লোগ সুনি সকুচে নিসাগম নলিন সে॥

দোহা— দেখি দুখারী দীন দুহু সমাজ নর নারি সব।
মঘবা মহা মলীন মুএ মারি মঙ্গল চহত ॥৩০১॥

বাংলা অর্থ—সীবঁ—সীমা; দোহাই করি—দোহাই দিয়া; সোবত—নিদ্রা গিয়া; অকুলাই—ব্যাকুল হইয়া; মিথিলা ধনি—মিথিলাপতি; ঘনী—প্রবল; নলিন—পদ্ম; মুত্র—মৃত; সকুচে—সঙ্কুচিত হইল; ভায়প—ভ্রাতৃত্ব; (দো—৩০১)

চৌ—প্রভু-পাদ-পদ্ম-রজঃ মাথি লই মনে। সত্য-পুণ্য-সুখ-সীমা চারু এ ভুবনে॥
দোহাই তাহার,—কহি হিয়া উন্মোচিয়া। জাগরে, স্বপনে, ঘুমে যা' রাখি চিন্তিয়া
সহজ ভক্তিতে বহি স্বামি-সেবা-ভার। স্বার্থ তুচ্ছ,—চতুর্ব্বর্গ করি পরিহার॥
আদেশ-পালন-সম সেবা নাহি আন্। সেই অনুগ্রহ মোরে কর প্রভু দান ॥২
ইহা কহি' প্রেম-বশ হইলেন ভারি। শরীরে পুলক ভরে নয়নেতে বারি॥
প্রভু-পাদ-পদ্ম ধরে আকুলিত মন। তখন সে প্রেম-সীমা না যায় বর্ণন ॥৩
কৃপাসিন্ধু স্নেহবশে শুনিয়া সে বাণী। নিকটে বসা'ন তাঁরে ধরি' দুটি পাণি॥
ভরত-বিনয় তথা স্বভাব সুন্দর। সভা-জনে তথা রামে করিল কাতর ॥৪

সো.— রঘুরাজে তথা সাধুর সমাজে বশিষ্ঠ জনকে পিরীতি ভরিল।
মনোমাঝে সবে ভরত-ভ্রাতৃত্ব-ভকতি-মহিমা ভুরি প্রশংসিল॥
প্রশংসি' ভরতে দেবে বর্ষে ফুল মনোমাঝে কিন্তু মলিন হইল।
তুলসী কহিছে সকলে বিকল নিশা-পদ্ম-সম সঙ্কোচ লভিল,
হেরি দুখা দীন দুইটি সমাজে যত ছিল নরনারী।
মঘবা মলিন—দেব-হিত চান মৃত-জনে পুন মারি'॥

কপটতা-কুমন্ত্রণা-সীমা সুর-রাজ। পর-কার্য্য নাশ করি' সাধে নিজ-কাজ॥

সারমর্ম—আমি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুবর্গের ফল ত্যাগ করিয়া প্রভুর সেবায় স্বাভাবিক ভক্তি রাখিয়া প্রভুর আদেশ পালন করিতে চাই। আমি এ' ছাড়া অন্য অনুগ্রহ চাই না—এই কথা বলিতে বলিতে ভরত প্রভুর পাদমূলে ছিন্নমূল তরুর ন্যায় পতিত হইলেন। তাহার ব্যাকুলতা ও প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন দেখিয়া রাম তাহাকে তুলিয়া নিকটে বসাইয়া সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিলেন। তাহার অপূর্ব্ব প্রভুভক্তিকে সভাসদ্-গণ ও ইন্দ্রাদি দেবগণ বহু প্রশংসা করিলেন এবং ইন্দ্রও পুষ্পবৃষ্টি করিলেন। নরনারী সকলে বিষণ্ণ হইল। ইন্দ্রও মলিন হইলেন, মৃতজনে মারিয়া যেন দেবতার হিত চাহিলেন ॥৩০১॥

চৌ—কপট কুচালি সীবঁ সুররাজূ। পর অকাজ প্রিয় আপন কাজূ ॥
কাক সমান পাকরিপু রীতী। ছলী মলীন কতহুঁ ন প্রতীতী ॥১॥
প্রথম কুমত করি কপটু সঁকেলা। সো উচাটু সব কেঁ সির মেলা ॥
সুরমায়াঁ সব লোগ বিমোহে। রাম প্রেম অতিসয় ন বিছোহে ॥২॥
ভয় উচাট বস মন থির নাহীঁ। ছন বন রুচি ছন সদন সোহাহীঁ ॥
দুবিধ মনোগতি প্রজা দুখারী। সরিত সিন্ধু সঙ্গম জনু বারী ॥৩॥
দুচিত কতহুঁ পরিতোষু ন লহহীঁ। এক এক সন মরমু ন কহহীঁ ॥
লখি হিয়ঁ হঁসি কহ কৃপানিধানূ। সরিস স্বান মঘবান জুবানূ ॥৪॥
দোহা— ভরতু জনকু মুনিজন সচিব সাধু সচেত বিহাই।
লাগি দেবমায়া সবহি জথাজোগু জনু পাই ॥৩০২॥

বাংলা অর্থ—সঁকেলা—সংগ্রহ করিল ; উচাটু—উচাটন ; মেলা—বিস্তৃত করিল ; ন বিছোহে—প্রভাবিত করিল না ; ছন—ক্ষণে ; দুচিত—দোমনা, সংশয়ী ; স্বান্—শ্বা (কুকুর) ; সচেত—উচ্চমনাঃ ; জুবানূ—যুবক ; (দো—৩০২)

চৌ—বায়সের সম হেরি দেবরাজ-রীতি। ছলী ও মলিন মন কোথা না প্রতীতি ॥
প্রথমে কুমন্ত্র রচি' কপট আচরে। সে উদ্বেগ সবাকার শিরোপরি ধরে ॥১
সুর-মায়া সর্ব্বজনে মোহ আনি' দিল। রাম-প্রেম তাহে অতি না হ'ল শিথিল ॥
উদ্বেগে ও ভয়-বশে মানস অস্থির। ক্ষণে বনে রুচি, ক্ষণে গৃহে রুচি স্থির ॥২
দ্বিধা-গ্রস্ত মন করে দুঃখিত সকলে। নদী-বারি যথা সিন্ধু-সঙ্গমের স্থলে ॥
দো'মনা পুরুষে কভু তুষ্ট নাহি হয়। নিজ মর্ম্ম-কথা কেহ অন্যে নাহি ক'য় ॥
দেখি' মনে হাসি' ক'ন কৃপার নিধান। কামিতা কুকুরে, ইন্দ্রে, যুবকে সমান ॥৩
দোহা— ভরত-জনক-মন্ত্রি-মুনিজন-সাধু-সন্তজনে পরিহরি।
দেব-মায়া লাগে সবাকার 'পরে যথোচিত স্থান লাভ করি ॥৩০২

সারমর্ম্ম—ইন্দ্র ব্যাপার দেখিয়া কপট মায়ার সৃষ্টি করিলেন। সকলে উদ্বিগ্ন হইলেন। সকলের মন দ্বিধাগ্রস্ত ও উদ্বেল হইল। কাহারো মনে সন্তোষ ছিল না। তখন ধর্ম্মতত্ত্ব যেন ক্ষণিকের জন্য বিচ্ছিন্ন হইল। দেবমায়া সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করিল কেবল ভরত, জনক, মুনিগণ ও মন্ত্রী ও সাধুগণ মায়ামুক্ত রহিলেন। রাম ইন্দ্রের ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন ॥৩০২॥

চৌ—কৃপাসিন্ধু লখি লোগ দুখারে। নিজ সনেহঁ সুরপতি ছল ভারে ॥
সভা রাউ গুর মহিসুর মন্ত্রী। ভরত ভগতি সব কৈ মতি জন্ত্রী ॥১॥
রামহি চিতবত চিত্র লিখে সে। সকুচত বোলত বচন সিখে সে ॥
ভরত প্রীতি নতি বিনয় বড়াঈ। সুনত সুখদ বরনত কঠিনাঈ ॥২॥
জাসু বিলোকি ভগতি লবলেসূ। প্রেম মগন মুনিগন মিথিলেসূ ॥
মহিমা তাসু কহৈ কিমি তুলসী। ভগতি সুভায়ঁ সুমতি হিয়ঁ হুলসী ॥৩॥

আপু ছোটি মহিমা বড়ি জানী। কবিকুল কানি মানি সকুচানী ॥
কহি ন সকতি গুন রুচি অধিকাঈ। মতি গতি বাল বচন কী নাঈ ॥৪॥
দোহা— ভরত বিমল জস্তু বিমল বিধু সুমতি চকোরকুমারি।
উদিত বিমল জন হৃদয় নভ একটক রহী নিহারি ॥৩০৩॥

বাংলা অর্থ—ভারে—ভারী, বেশী ; মতি জন্ত্রী—বুদ্ধির কীলকস্বরূপ ; হুলসী—উল্লসিত হইল ; ছোটি—ছোট, স্বল্প ; চকোর কুমারি—চকোরী ; (দো—৩০৩)

চৌ—কৃপাসিন্ধু দেখিলেন দুঃখ সকলের। নিজ প্রতি প্রেমে আর মায়ায় ইন্দ্রের ॥
জনক-সমাজ, গুরু, সচিব, ব্রাহ্মণ। ভরতের ভক্তি, সর্ব্বমতি-নিয়ন্ত্রণ ॥১
চিত্রার্পিত-সম রামে করি' বিলোকন। সঙ্কোচে কহিলা যেন শিখান-বচন ॥
ভরতের প্রীতি, নতি, মহিমা, বিনয়। শুনিতে সুখের অতি, কহিবার নয় ॥২
বিলোকি' যাহার শুধু স্বল্প ভক্তিলেশ। প্রেমে মগ্ন মুনিগণ তথা মিথিলেশ ॥
তুলসী-মহিমা তার কেমনে বর্ণিবে ? ভক্তিভাবে সুমতির হিয়া উল্লসিবে ॥৩
ভরত-মহিমা ভুরি আপন ক্ষুদ্রতা। কবিকুলে আনি' দিল সঙ্কোচ-শীলতা ॥
গুণে রুচি ছিল তবু বর্ণিতে নারিল। শিশু-বাক্য-সম মতি কুণ্ঠিত হইল ॥৪
দোহা— ভক্ত-চিত্ত-নভে ভরত-সুযশ সমুদিত বিমল চন্দ্রমা।
কবি-মতি তাহে স্থির দৃষ্টিপাতে চাহি' রহে চকোরীর সমা ॥৩০৩

সারমর্ম—ভরতের ভক্তি যন্ত্রী হইয়া সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল। সকলে ছায়ার মত রামের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ভরতের সে বিনয়, প্রীতি, নম্রতা, খ্যাতির কথা বর্ণনা করিতে কাহারও ক্ষমতা ছিল না। মুনিগণ এমন কি জনকও প্রেমমুগ্ধ হইয়া অভিভূত ছিলেন। নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের কিরণসম ভক্তি ভক্তের হৃদয়াকাশে প্রতিভাত হয় ॥৩০৩॥

চৌ—ভরত সুভাউ ন সুগম নিগমহূঁ। লঘু মতি চাপলতা কবি ছমহূঁ ॥
কহত সুনত সতি ভাউ ভরত‌কো। সীয় রাম পদ হোই ন রত কো ॥১॥
সুমিরত ভরতহি প্রেমু রাম কো। জেহি ন সুলভু তেহি সরিস বাম কো ॥
দেখি দয়াল দসা সবহী কী। রাম সুজান জানি জন জী কী ॥২॥
ধরম ধুরীন ধীর নয় নাগর। সত্য সনেহ সীল সুখ সাগর ॥
দেসু কালু লখি সমউ সমাজূ। নীতি প্রীতি পালক রঘুরাজূ ॥৩॥
বোলে বচন বানি সরবসু সে। হিত পরিনাম সুনত সসি রসু সে ॥
তাত ভরত তুম্হ ধরম ধুরীনা। লোক বেদ বিদ প্রেম প্রবীনা ॥৪॥
দোহা— করম বচন মানস বিমল তুম্হ সমান তুম্হ তাত।
গুর সমাজ লঘু বন্ধু গুন কুসময় কিমি কহি জাত ॥৩০৪॥

বাংলা অর্থ—বাম—অভাগা ; নয় নাগর—নীতি বিষয়ে চতুর ; সরবসু সে—সর্ব্বস্ব সদৃশ ; সসি রসু—চন্দ্রমা রস (অমৃত) ; লঘু বন্ধু—ছোট ভাই ; কহি জাত—বলা যায় ; ছমহূঁ—ক্ষমা করুন ; চাপলতা—চপলতা ; (দো—৩০৪)

চৌ—ভরত-স্বভাব হেন,—না জানে আগমে। দীন-কবি-চপলতা গুণী যেন ক্ষমে
কহি' শুনি' ধীরভাবে ভরত-স্বভাবে। সীতা-রাম-পদে মতি কার না জন্মাবে? ১
ভরতে স্মরিয়া রামে যার প্রেম নাই। তা'র সম হতভাগ্য বিশ্বে কোথা পাই॥
কৃপানিধি হেরি' তবে সবাকার মতি। জ্ঞানী রঘুবীর জানি' ভক্ত-মনোগতি॥২
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর, ধীর, নীতির আধার। সত্য-স্নেহ-শীল তথা সুখ-পারাবার॥
দেশ-কাল বিচারিয়া সময়, সমাজ। নীতি-প্রীতি-রক্ষাকারী রাম রঘুরাজ॥৩
কহিলেন হেন যাহা বাণী-বাক্যসার। পরিণামে হিতকারী অমৃত-আধার॥
হে ভ্রাতঃ! ভরত তুমি ধর্ম্ম-ধুরন্ধর। লোক-বেদ-তত্ত্ব-বিদ্ প্রেমের সাগর॥৪

দোহা— করমে, বচনে, মানসে নির্ম্মল তুমি মাত্র তোমার উপমা।
গুরুজন-মাঝে এই দুঃসময়ে নাহি পাই তব গুণ-সীমা॥৩০৪

সারমর্ম্ম—ভরতের ভক্তিতে ভক্তির উদয় হয় না এমন মূঢ় জগতে নাই। ধর্ম্মরক্ষক নীতিজ্ঞ রামচন্দ্র সকলের অবস্থা ও ভরতের হৃদয়ের ভাব দেখিয়া ও বুঝিয়া সময়ানুরূপ হিতজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার অমৃতময় বাণী কহিয়া বলিলেন,—হে ভরত! তুমি ধর্ম্মরক্ষক, লোকপালক ও বেদবিধিতে সুপণ্ডিত। গুরুজনের সম্মুখে তোমার গুণকীর্ত্তন অসঙ্গত॥৩০৪॥

চৌ—জানহু তাত তরনি কুল রীতী। সত্যসন্ধ পিতু কীরতি প্রীতী॥
সমউ সমাজু লাজ গুরজন কী। উদাসীন হিত অনহিত মন কী॥১॥
তুম্হহি বিদিত সবহী কর করমূ। আপন মোর পরম হিত ধরমূ॥
মোহি সব ভাঁতি ভরোস তুম্হারা। তদপি কহউঁ অবসর অনুসারা॥২॥
তাত তাত বিনু বাত হমারী। কেবল গুরকুল কৃপাঁ সঁভারী॥
নতরু প্রজা পরিজন পরিবারূ। হমহি সহিত সবু হোত খুআরূ॥৩॥
জৌঁ বিনু অবসর অথবঁ দিনেসূ। জগ কেহি কহহু ন হোই কলেসূ॥
তস উতপাতু তাত বিধি কীন্হা। মুনি মিথিলেস রাখি সবু লীন্হা॥৪॥

দোহা - রাজ কাজ সব লাজ পতি ধরম ধরনি ধন ধাম।
গুর প্রভাউ পালিহি সবহি ভল হোইহি পরিনাম॥৩০৫॥

বাংলা অর্থ—তরনি কুল—সূর্য্যবংশ; তদপি—তথাপি; খুআরূ—ব্যর্থ; বিনু অবসর—যথাকালের পূর্ব্বে; অথবঁ—অস্ত যায়; রাখি লীন্হা—রক্ষা করিয়াছেন; সঁভারী—সামলাইয়া গেল; (দো—৩০৫)

চৌ—তুমি ভ্রাতঃ! জান ভালো সূর্য্যবংশ-রীতি। সত্যসন্ধ জনকের কীরতি-পিরীতি
সময়, সমাজ তথা গুরু-জন-কথা। উদাসীন, শত্রু, মিত্র সবে চিন্তে যথা॥১
তোমার ত' জানা আছে সবার করম। তোমার আমার হিত পরম ধরম॥
আশা ও ভরসা সব তোমাতে আমার। তথাপি কহিব এবে কাল-অনুসার॥২

পিতার স্মরণে ভ্রাতঃ! আমাদের কাজ। গুরুকুল-কৃপাবলে নিষ্পাদিত আজ॥
নহিলে ত' প্রজা আদি যত পরিবার। আমাদের সহ হ'ত ধ্বংস অনিবার॥৩
অসময়ে কোনদিন রবি অস্ত গেলে। তাহে দুঃখী কেন নাহি হইবে সকলে?
তেমনি বিপত্তি এই বিধির বিধানে। রক্ষেন জনক-মুনি তাহে কৃপা দানে॥৪

দোহা— রাজ-কার্য্য, লজ্জা, প্রভুর ধরম, ধরণী, ভবন তথা ধন।
গুরুর প্রভাব সবারে পালিবে,—পরিণাম মঙ্গল-কারণ॥৩০৫

সারমর্ম্ম—সূর্য্যকুলের নীতির সহিত তুমি সুপরিচিত। শত্রু, মিত্র ও পুরবাসিগণের মনোভাব তোমার জানা আছে। পিতার প্রীতি ও কীর্ত্তি-কথা তোমার জানা আছে; পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া যথারীতি গুরুর কৃপায় নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোন অঘটন ঘটিলে জগতের দুঃখ হইবেই। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব ও মিথিলেশ সকল রক্ষা করিয়াছেন। রাজকার্য্য, প্রভুধর্ম্ম, লজ্জা, ধন, ধাম সকলক্ষেত্রে গুরুর প্রভাবকে মান দিলে পরিণাম ভালই হইবে॥৩০৫॥

চৌ—সহিত সমাজ তুম্হার হমারা। ঘর বন গুর প্রসাদ রখবারা॥
মাতু পিতা গুর স্বামি নিদেসূ। সকল ধরম ধরনীধর সেসূ॥১॥
সো তুম্হ করহু করাবহু মোহূ। তাত তরনিকুল পালক হোহূ॥
সাধক এক সকল সিধি দেনী। কীরতি সুগতি ভূতিময় বেনী॥২॥
সো বিচারি সহি সঙ্কটু ভারী। করহু প্রজা পরিবারু সুখারী॥
বাঁটী বিপতি সবহিঁ মোহি ভাঈ। তুম্হহি অবধি ভরি বড়ি কঠিনাঈ॥৩॥
জানি তুম্হহি মৃদু কহউঁ কঠোরা। কুসময়ঁ তাত ন অনুচিত মোরা॥
হোহিঁ কুঠায়ঁ সুবন্ধু সহাএ। ওড়িঅহিঁ হাথ অসনিহু কে ঘাএ॥৪॥

দোহা— সেবক কর পদ নয়ন সে মুখ সো সাহিবু হোই॥
তুলসী প্রীতি কি রীতি সুনি সুকবি সরাহহিঁ সোই॥৩০৬॥

বাংলা অর্থ—রখবারা—রক্ষক; ধরনীধর সেসূ—পৃথিবীধারণকারী অনন্তদেব; করাহু—করাও; সিধি দেনী—সিদ্ধিদাতা; বেনী—ত্রিবেণী; বাঁটা—ভাগ করিয়া লইয়াছে; অবধি ভরি—নির্দ্দিষ্টকাল দিয়া; কুঠায়ঁ—বিপজ্জনক ক্ষেত্রে; ওড়িঅহিঁ—বাধা দেয়; ঘাএ—আঘাত; মুখ সো—মুখের সমান; (দো-৩০৬)

চৌ—ভবন, কানন সব সমাজ সহিত। গুরু-কৃপা-বলে জানো হইবে রক্ষিত॥
পালি' পিতৃ-মাতৃ-গুরু-স্বামীর নির্দ্দেশ। ধর্ম্ম রক্ষা হবে,—যথা ধরা রক্ষে শেষ॥১
তুমি তাহা কর,—মোরে করাইয়া লও। ওহে ভ্রাতঃ! সূর্য্যবংশ-যশোরক্ষী হও॥
সর্ব্বসিদ্ধি দান করে আদেশ-পালন। সুগতি-সুকীর্ত্তি-ভূতি-ত্রিবেণী-সঙ্গম॥২
তাহা বিচারিয়া সহি' সঙ্কট প্রবল। সুখী কর পরিবার তথা প্রজাদল॥
হে ভ্রাতঃ! বিপদ মম সবে বাঁটি' নিল। তোমা' তরে সীমা-বদ্ধ কঠিন হইল॥৩

কোমল জেনেও তোমা' কহিব কঠোর। কুসময়ে ইহা নহে অনুচিত মোর।
কুকালে ভাল সে ভ্রাতা হয় যে সহায়। অস্ত্রের আঘাতে হাত ঠেকাইতে যায় ॥৪

দোহা— সেবকেরা হস্ত, পদ ও নয়ন প্রভু হ'ন কেবলি বদন।
তুলসী কহিছে,—সেই প্রীতি-রীতি সুকবি করয়ে প্রশংসন ॥৩০৬

সারমর্ম—মাতা, পিতা, গুরু ও প্রভুর নির্দেশ পালনেই সব ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। তুমি সেই কাজ কর, আমাকে দিয়া তাই করাও এইভাবে সূর্য্যকুলের পালক হইলে সকল সিদ্ধি আমাদের আয়ত্তে আসিবে। এই সব বিচার করিয়া প্রজা ও পরিজনকে সুখী কর। আজ এ বিপদ অন্য সকলের উপর যেমন পড়িয়াছে আমার উপরও তেমনি পড়িয়াছে। তোমাদের পক্ষে শেষ পর্য্যন্ত সকল মর্য্যাদা রক্ষা খুব কঠিন বুঝিতেছি। তবে সময় ভাল নয়, জানিয়া তোমাকে কেবল কঠোর বলিতেছি। অসময়ে ভাল ভাইই ভাইকে সাহায্য করে। তরবারির আঘাতকে হাতই ঠেকাইতে যায়। সেবকদলই স্বামীর হাত, পা, চক্ষু। প্রভু কেবল মুখ। মুখের জোগান দিতেছে—হাত, পা, চক্ষু। হাত পা চোখের সহিত মুখের যে সম্বন্ধ, সেবকের সহিত স্বামীর সেই সম্বন্ধ ॥৩০৬॥

চৌ—সভা সকল সুনি রঘুবর বানী। প্রেম পয়োধি অমিঅঁ জনু সানী॥
সিথিল সমাজ সনেহ সমাধী। দেখি দসা চুপ সারদ সাধী॥১॥
ভরতহি ভয়উ পরম সন্তোষ। সনমুখ স্বামী বিমুখ দুখ দোষু॥
মুখ প্রসন্ন মন মিঠা বিষাদু। ভা জনু গূঁগেহি গিরা প্রসাদু॥২॥
কীন্হ সপ্রেম প্রনামু বহোরী। বোলে পানি পঙ্করুহ জোরী॥
নাথ ভয়উ সুখু সাথ গএ কো। লহেউঁ লাহু জগ জনমু ভএ কো॥৩॥
অব কৃপাল জস অয়সু হোঈ। করৌঁ সীস ধরি সাদর সোঈ॥
সো অবলম্ব দেব মোহি দেঈ। অবধি পারু পাবৌঁ জেহি সেঈ॥৪॥

দোহা— দেব দেব অভিষেক হিত গুর অনুসাসনু পাই।
আনেউঁ সব তীরথ সলিলু তেহি কহঁ কাহ রজাই॥৩০৭॥

বাংলা অর্থ—চুপ সাধী—নির্বাক হইলেন; **সনমুখ**—অনুকূল; **বিমুখ**—বিপরীত দিকে মুখ; **গূঁগেহি**—বোবার; **গিরা**—সরস্বতী; **লাহু লহেউঁ**—লাভ লইয়াছি; **দেঈ**—দিউন; **সেঈ**—সেবা করিয়া; **তেহি কহঁ**—তার জন্য; (দো—৩০৭)

চৌ—সভা-জন সব শুনে রঘুবর-বাণী। প্রেম-সিন্ধু-সুধা যেন ভরি' দিল আনি'॥
স্নেহ-সমাধিতে সভা শিথিল হইলা। দশা হেরি' বাণী নিজে নীরব রহিলা॥১
ভরত লভিলা ইথে পরম সন্তোষ। স্বামী-অনুকূল হেরি মিটে দুঃখ দোষ॥
বদন প্রসন্ন, মনে মিটিল বিবাদ। মূক যেন ভারতীর লভিল প্রসাদ॥২
পাণি-পদ্ম যুক্ত করি' ভরত তখন। সপ্রেমে নমিয়া পুন কহেন বচন॥
সঙ্গে গমনের সুখ এখন মিটিল। জগৎ-মাঝারে জন্ম সার্থক হইল॥৩



চি টে শ্রীরামচন্দ্রের ভরতকে পাদুক ন-মহোৎসব

হে কৃপাল ! এবে তব যে আজ্ঞা লভিব। মস্তকে ধরিয়া তাহা সাদরে পালিব ॥
হে দেব ! তোমার কাছে অবলম্ব চাই। যাহাতে পরীক্ষা-সিন্ধু পার হ'য়ে যাই ॥৪
দোহা— তব অভিষেক করিবারে দেব ! পাইয়া গুরুর উপদেশ।
আনিনু সকল তীর্থ হ'তে বারি তার প্রতি কহ কি আদেশ ? ৩০৭

সারমর্ম—সকলে রাঘবের অমৃত-মণ্ডিত প্রেমময় বাক্য শুনিয়া মৌনী হইলেন। প্রভুকে সন্তুষ্ট দেখিয়াই ভরতের বিষাদ দূর হইল, তাহার মুখ প্রসন্ন হইল। তখন তিনি করযোড়ে রাঘবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—নাথ, আপনার কৃপায় আমার জন্ম সার্থক হইল কিন্তু যাহার সেবায় চৌদ্দবর্ষ অতিক্রম করিব সেই অবলম্বন প্রার্থনা করিতেছি। গুরুর অনুমতিক্রমে আপনার অভিষেকের দ্রব্য আনা হইয়াছে সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের আদেশ দিন ॥৩০৭॥

চৌ—একু মনোরথু বড় মন মাহীँ। সময়ँ সকোচ জাত কহি নাহীँ ॥
কহহু তাত প্রভু আয়সু পাঈ। বোলে বানি সনেহ সুহাঈ ॥১॥
চিত্রকূট সুচি থল তীরথ বন। খগ মৃগ সর সরি নির্ঝর গিরিগন ॥
প্রভু পদ অঙ্কিত অবনি বিসেষী। আয়সু হোই ত আবৌँ দেখী ॥২॥
অবসি অত্রি আয়সু সির ধরহূ। তাত বিগত ভয় কানন চরহূ ॥
মুনি প্রসাদ বনু মঙ্গল দাতা। পাবন পরম সুহাবন ভ্রাতা ॥৩॥
রিষিনায়কু জহঁ আয়সু দেহীँ। রাখেহু তীরথ জলু থল তেহীँ ॥
সুনি প্রভু বচন ভরত সুখু পাবা। মুনি পদ কমল মুদিত সিরু নাবা ॥৪॥
দোহা— ভরত রাম সংবাদু সুনি সকল সুমঙ্গল মূল।
সুর স্বারথী সরাহি কুল বরষত সুরতরু ফুল ॥৩০৮

বাংলা অর্থ—অবনি—মাটি; চরহূ—ভ্রমণ কর; তেহীँ থল—সেই স্থলে; (দো:—৩০৮)

চৌ—এক মনোরথ বড় মন-মাঝে রয়। কহিতে সঙ্কোচ, মনে ভয় উপজয় ॥
কহ ভ্রাতঃ !,—প্রভু আজ্ঞা লভিয়া তখন। ভরত কহেন স্নেহে মধুর বচন ॥১
চিত্রকূটে শুচি স্থল যত তীর্থ-বন। খগ, মৃগ, সর, নদী, গিরি, প্রস্রবণ ॥
প্রভু-পদ-অঙ্ক যেথা লভেছে ধরণী। আজ্ঞা দেন, সব হেরি' আসিব এখনি ॥২॥
রাম ক'ন,—অত্রি-আজ্ঞা শিরোপরি ধর। ভয়-বিবর্জ্জিত তাত ! কাননে বিচর ॥
মুনির প্রসাদে বন সর্ব্বশুভ-দাতা। পরম পাবন তথা সুন্দর হে ভ্রাতা ! ॥৩॥
ঋষির নায়ক যেথা যেথা আজ্ঞা দেন। তীর্থ-বারি সেই স্থানে করিবে স্থাপন ॥
প্রভুর বচনে সুখ লভিলা ভরত। হৃষ্ট মুনি-পাদপদ্মে শির করে নত ।৪॥
দোহা— ভরত ও রাম-সংবাদ এ হেন তাহা যত সুমঙ্গল-মূল।
শুনি স্বার্থী সুর কুলে প্রশংসিলা বরষিলা সুর-তরু-ফুল ॥৩০৮॥

সারমর্ম—সময় অভাবে এবং সঙ্কোচে একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করি নাই। চিত্রকূটে আপনার পদাঙ্ক চিহ্ন দেখিবার বড় ইচ্ছা। রাঘব বলিলেন,—মহর্ষি অত্রির আদেশে

নির্ভয়ে তুমি বিচরণ কর। মুনির আদেশমত তুমি তীর্থজল রাখিও। ভরত মুনির চরণে প্রণত হইলেন। রাম-ভরত-সংবাদে স্বার্থী দেবতারা আনন্দিত হইলেন ॥৩০৮॥

চৌ—ধন্য ভরত জয় রাম গোসাঈ। কহত দেব হরষত বরিআঈ ॥
মুনি মিথিলেস সভাঁ সব কাহূ। ভরত বচন সুনি ভয়উ উছাহূ ॥১॥
ভরত রাম গুন গ্রাম সনেহূ। পুলকি প্রসংসত রাউ বিদেহূ ॥
সেবক স্বামি সুভাউ সুহাবন। নেমু পেমু অতি পাবন পাবন ॥২॥
মতি অনুসার সরাহন লাগে। সচিব সভাসদ সব অনুরাগে ॥
সুনি সুনি রাম ভরত সংবাদূ। দুহু সমাজ হিয়ঁ হরষু বিষাদূ ॥৩॥
রাম মাতু দুখু সুখু সম জানী। কহি গুন রাম প্রবোধীঁ রানী ॥
এক কহহিঁ রঘুবীর বড়াঈ। এক সরাহত ভরত ভলাঈ ॥৪॥

দোহা— অত্রি কহেউ তব ভরত সন সৈল সমীপ সুকূপ।
রাখিঅ তীরথ তোয় তহঁ পাবন অমিঅ অনূপ ॥৩০৯॥

বাংলা অর্থ—বরিআঈ—অত্যধিকভাবে ; উছাহূ—উৎসাহ ; সুভাউ—স্বভাব ; নেমু—নিয়ম ; পেমূ—প্রেম ; প্রবোধীঁ—সান্ত্বনা দিলেন ; বড়াই—মাহাত্ম্য ; (দো-৩০৯)

চৌ—ধন্য ভরতের জয় ! ধন্য প্রভু রাম। গর্ব্বে কহি' দেব সবে হর্ষে অবিরাম ॥
মুনি ও মিথিলাপতি—সমাজ সবার। ভরত-বচনে লভে আনন্দ অপার ॥১॥
ভরত রামের গুণ, দোঁহাকার প্রীতি। প্রশংসিলা পুলকিত বিদেহ-নৃপতি ॥
সেবক প্রভুতে তথা স্বভাব সুন্দর। নিয়মে ও পূত-প্রেমে করে পূততর ॥২॥
মতি-অনুসারে সব প্রশংসিতে লাগে। মন্ত্রী তথা সভাসদে ভূরি অনুরাগে ॥
শ্রীরাম-ভরত-কথা শুনিয়া শুনিয়া। হর্ষে ও বিষাদে ভরে সকলের হিয়া ॥৩॥
রাম-মাতা সুখে-দুঃখে করি' সমজ্ঞান। রাণীগণে তোষে কহি, রাম-গুণগ্রাম ॥
কেহ ক'ন রাঘবের মহত্ব অপার। ভরত-সততা কেহ ক'ন বার বার ॥৪॥

দোহা— অত্রি ক'ন তবে ভরত-সমীপে শৈল-পার্শ্বে কূপ মনোরম।
রাখ তীর্থ-বারি, তথা সুপাবন সুধা-সম যাহা অনুপম ॥৩০৯॥

সারমর্ম—দেবগণ আনন্দিত হইয়া 'ধন্য ভরত' 'ধন্য প্রভু রামচন্দ্র' বাক্যে রাম-ভরতের প্রশংসা করিলেন। রাজ্যবাসিগণ এ' সংবাদে হর্ষ ও বিষাদে মগ্ন হইলেন। কৈকেয়ী রাম-গুণ কীর্ত্তন করিয়া রাণীদিগকে প্রবোধ দিলেন। মহর্ষি অত্রি ভরতকে অভিষেকার্থ তীর্থবারি পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ কূপে রক্ষা করিতে বলিলেন ॥৩০৯॥

চৌ—ভরত অত্রি অনুসাসন পাঈ। জল ভাজন সব দিএ চলাঈ ॥
সানুজ আপু অত্রি মুনি সাধূ। সহিত গএ জহঁ কূপ অগাধূ ॥১॥
পাবন পাথ পুন্যথল রাখা। প্রমুদিত প্রেম অত্রি অস ভাষা ॥
তাত অনাদি সিদ্ধ থল এহূ। লোপেউ কাল বিদিত নহিঁ কেহূ ॥২॥

ভব সেবকন্‌হ সরস থলু দেখা। কান্‌হ সুজল হিত কূপ বিসেষা ॥
বিধি বস ভয়উ বিস্ব উপকারূ। সুগম অগম অতি ধরম বিচারূ ॥৩॥
ভরতকূপ অব কহিহহিঁ লোগা। অতি পাবন তীরথ জল জোগা ॥
প্রেম সনেম নিমজ্জত প্রানী। হোইহহিঁ বিমল করম মন বানী ॥৪॥
দোহা— কহত কূপ মহিমা সকল গএ জহাঁ রঘুরাউ।
অত্রি সুনায়উ রঘুবরহি তীরথ পুন্য প্রভাউ ॥৩১০॥

বাংলা অর্থ—চলাই দিএ—রচনা করিয়া দিলেন ; **অগাধু**—সুগভীর ; **পাথ—জল** ; **ভাষা**—বলিলেন ; **লোপেউ**—লুপ্ত হইয়াছে ; **সনেম**—নিয়মপূর্ব্বক ; (দো—৩১০)

চৌ—অত্রির আদেশ লভি' ভরত তখন। পাঠাইয়া দিলা যত সলিল-ভাজন ॥
অনুজ-সহিত নিজে মুনি সাধুগণ, সকলে সে কূপ-পার্শ্বে করিলা গমন ॥১॥
সেই পুণ্য-স্থলে পূত-জল রাখি দিলা। প্রেমে প্রমুদিত অত্রি এ কথা কহিলা ॥
হে তাত ! অনাদি জানো সিদ্ধস্থল এই। কালক্রমে অবলুপ্ত কারো জানা নেই ॥২
ভরত-সেবকগণে জল তদা হেরে। সবিশেষ কূপ রচে জল-রক্ষা তরে ॥
দৈব-বশে তাহা সাধে বিশ্বে উপকার। অগম সুগম বটে ধর্ম্মের বিচার ॥৩॥
কহিবে 'ভরত-কূপ' তা'রে জনগণ। তীর্থ-জল-যোগে তাহা হ'ল সুপাবন ॥
সুনিয়মে প্রেম-ভরে করিলে মজ্জন। নির্ম্মল হইবে তাহে বাক্য, কর্ম্ম, মন ॥৪॥
দোহা— কূপের মহিমা কহিবার তরে গেল সবে রামের নিকট।
অত্রি শুনালেন রঘুবংশ-নাথে পুণ্য-তীর্থ-প্রভাব প্রকট ॥৩১০॥

সারমর্ম্ম—অত্রির আদেশমত বাহকের স্কন্ধে সমস্ত তীর্থবারি লইয়া ভরত-সেবকগণ গভীর কূপ পরিষ্কার করিয়া তীর্থবারি নিক্ষেপ করিলেন তাহা অদ্যাপি ভরত-তীর্থ নামে খ্যাত। এই কূপে স্নানে দেহ, মন ও বাক্যের পবিত্রতা হয়। অত্রি রাঘবকে এই তীর্থের পুণ্য-প্রভাবের কথা শুনাইলেন ॥৩১০॥

চৌ—কহত ধরম ইতিহাস সপ্রীতি। ভয়উ ভোরু নিসি সো সুখ বীতী ॥
নিত্য নিবাহি ভরত দোউ ভাঈ। রাম অত্রি গুর আয়সু পাঈ ॥১॥
সহিত সমাজ সাজ সব সাদেঁ। চলে রাম বন অটন পয়াদেঁ ॥
কোমল চরন চলত বিনু পনহীঁ। ভই মৃদু ভূমি সকুচি মন মনহীঁ ॥২॥
কুস কণ্টক কাঁকরীঁ কুরাঈ। কটুক কঠোর কুবস্তু দুরাঈ ॥
মহি মন্‌জুল মৃদু মারগ কীন্‌হে। বহত সমীর ত্রিবিধ সুখ লীন্‌হে ॥৩॥
সুমন বরষি সুর ঘন করি ছাহীঁ। বিটপ ফুলি ফলি তৃন মৃদুতাহীঁ ॥
মৃগ বিলোকি খগ বোলি সুবানী। সেবহিঁ সকল রাম প্রিয় জানী ॥৪॥
দোহা— সুলভ সিদ্ধি সব প্রাকৃতহু রাম কহত জমুহাত।
রাম প্রান প্রিয় ভরত কহুঁ যহ ন হোই বড়ি বাত ॥৩১১॥

বাংলা অর্থ—সাদে—সাদাসিধা ; **পয়াদেঁ**—পদব্রজে ; **পনহীঁ**—পদত্রাণ, জুতা ;

দুরাই—লুকাইয়া; প্রাকৃতহু—সাধারণ ব্যক্তির; জমুহাত—হাই তোলা; ন হোই বড়ি বাত—আশ্চর্য্য বিষয় হইবে না; (দো—৩১১)

চৌ—প্রীতি-ভরে ধর্ম্ম-কথা করি' আলোচন। রাত্রি চলি' গেল,—উষা অসিল তখন

সানুজ ভরত নিজ কর্ম্ম সমাপিয়া। রাম-অত্রি-গুরু-আজ্ঞা লইলা যাচিয়া ॥১

স-সমাজ নগ্ন-পদে সাদাসিধা সাজে। প্রদক্ষিণ-তরে যান রাম-বন' মাঝে ॥

পাদুকা-বর্জ্জিত হেরি' কোমল চরণে। ধরা মৃদু সঙ্কুচিত হ'ল মনে মনে ॥২॥

কুশ ও কণ্টক তথা কাঁকর, ফাটল। অপ্রিয় কঠোর যাহা লুকায় সকল ॥

ধরণী মঞ্জুল মৃদু মার্গ বিরচিল। ত্রিবিধ সমীর বহি' ভুরি সুখ দিল ॥৩॥

সুর বরষিল ফুল, মেঘ দিল ছায়। বৃক্ষ ফল ফুল দিল, তৃণ মৃদুতায় ॥

দেখি' মৃগ, খগ করে সুমধুর স্বর। রাম-প্রিয় ভরতের সেবাতে তৎপর ॥৪॥

দোহা— সর্ব্ব সিদ্ধি হয় সুলভ সবার জৃম্ভাকালে যদি 'রাম' কয়।

রাম প্রাণ-প্রিয় ভরতের সিদ্ধি হবে ইহা বেশী কথা নয় ॥৩১১॥

সারমর্ম্ম—এই ভাবে ধর্ম্মালোচনায় রাত্রি যাপন করিয়া ভরত গুরুজনের আদেশে রামকাননে পাদুকাবিহীন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মেঘের আবরণে সূর্য্যতাপ প্রখরতা ত্যাগ করিল। দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিলে, কানন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল. সকলেই যেন রামপ্রিয় ভরতের অনুকূল হইল। ভরত সিদ্ধকাম হইলেন ॥৩১১॥

চৌ—এহি বিধি ভরতু ফিরত বন মাহীঁ। নেমু প্রেমু লখি মুনি সকুচাহীঁ ॥

পুণ্য জলাশ্রয় ভূমি বিভাগা। খগ মৃগ তরু তৃন গিরি বন বাগা ॥১॥

চারু বিচিত্র পবিত্র বিসেষী। বূঝত ভরতু দিব্য সব দেখী ॥

সুনি মন মুদিত কহত রিষিরাউ। হেতু নাম গুন পুণ্য প্রভাউ ॥২॥

কতহুঁ নিমজ্জন কতহুঁ প্রনামা। কতহুঁ বিলোকত মন অভিরামা ॥

কতহুঁ বৈঠি মুনি আয়সু পাঈ। সুমিরত সীয় সহিত দোউ ভাঈ ॥৩॥

দেখি সুভাউ সনেহু সুসেবা। দেহিঁ অসীস মুদিত বন দেবা ॥

ফিরহিঁ গএঁ দিনু পহর অঢ়াঈ। প্রভু পদ কমল বিলোকহিঁ আঈ ॥৪॥

দোহা— দেখে থল তীরথ সকল ভরত পাঁচ দিন মাঝ।

কহত সুনত হরি হর সুজসু গয়উ দিবসু ভই সাঁঝ ॥৩১২॥

বাংলা অর্থ—বূঝত—প্রশ্ন করিলেন; কতহুঁ—কোথাও; অঢ়াঈ—আড়াই; (দো-৩১২)

চৌ—ভরত ফিরেন যবে হেন বন-মাঝে। নিয়ম ও প্রেম হেরি' মুনি নিজে লাজে

পুণ্য জলাশয় তথা ভূমির বিভাগ। খগ-মৃগ-তরু-তৃণ-গিরি-বন-বাগ ॥১॥

বিচিত্র পবিত্র চারু হেরি' বিশেষতঃ। কেন এত দিব্য সব পুছেন ভরত ॥

শুনি হৃষ্ট মনে মুনি দিলেন জবাব। হেতু শুধু নামগুণ-পুণ্যের প্রভাব ॥২॥

কোথাও মজ্জন, কোথা' করেন প্রণাম। কোথাও দেখেন দৃশ্য মন-অভিরাম ॥

কোথা' উপবিষ্ট হ'ন মুনি-আজ্ঞা পেয়ে। কোথাও স্মরেন সীতাসহ দুই ভায়ে ॥৩

সুসেবা পিরীতি তথা ভাব-মধুরতা। হেরি' আশীর্বাদ দিলা বনের দেবতা॥
আড়াই প্রহর গেলে আসিয়া ফিরিয়া। প্রভু-পাদ-পদ্ম-যুগে সেবে পঁহুছিয়া ॥৪
দোহা— তীর্থস্থান যত হেরিয়া ভরত পাঁচ দিন করেন যাপন।
কহিয়া শুনিয়া হরি-হর-যশ দিন-অন্তে সন্ধ্যা আগমন ॥৩১২॥

সারমর্ম—ভ্রমণকালে ভরত মুনিরাজকে তত্রত্য জলাশয়াদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে মুনি সেই স্থানের গুণ ও প্রভাবাদি কীর্তন করিলেন, ভরতও মুনির আদেশে সেই সব স্থান বিশেষের প্রভাবের কথা জানিয়া প্রণাম, অবগাহন ও সীতারামের স্মরণ করিতে লাগিলেন। ভরতের ভক্তি দেখিয়া বনদেবতারা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন। এইভাবে পাঁচ দিন সেই তীর্থভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া বিষ্ণু ও শিবের গুণ কীর্তন চলিল ॥৩১২॥

চৌ—ভোর ন্হাই সবু জুরা সমাজূ। ভরত ভূমিসুর তেরহুতি রাজূ॥
ভল দিন আজু জানি মন মাহীঁ। রামু কৃপাল কহত সকুচাহীঁ ॥১॥
গুর নৃপ ভরত সভা অবলোকী। সকুচি রাম ফিরি অবনি বিলোকী॥
সীল সরাহি সভা সব সোচী। কহুঁ ন রাম সম স্বামি সঁকোচী ॥২॥
ভরত সুজান রাম রুখ দেখী। উঠি সপ্রেম ধরি ধীর বিসেষী॥
করি দণ্ডবত কহত কর জোরী। রাখীঁ নাথ সকল রুচি মোরী ॥৩॥
মোহি লগি সহেউ সবহিঁ সন্তাপূ। বহুত ভাঁতি দুখু পাবা আপূ॥
অব গোসাইঁ মোহি দেউ রজাঈ। সেবৌঁ অবধ অবধি ভরি জাঈ ॥৪॥
দোহা— জেহিঁ উপায় পুনি পায় জনু দেখৈ দীন দয়াল।
সো সিখ দেইঅ অবধি লগি কোসলপাল কৃপাল ॥৩১৩॥

বাংলা অর্থ—ন্হাই—স্নান করিয়া; জুরা—মিলিত হইলেন; সোচী—চিন্তা করিলেন; রাখীঁ—রক্ষা করিয়াছেন; সেবৌঁ—সেবা করিব; পায়—পাদ; (দো—৩১৩)

চৌ—স্নান সারি' মিলিলেন ভোরে সসমাজ। ভরত ও বিপ্র তথা ত্রিহুতের রাজ
'ভালদিন' ষষ্ঠ দিনে প্রভু মনে গণে। চাহেন কহিতে কিছু নিজে, দ্বিধা মনে ॥১
ব্রাহ্মণ ভরত গুরু স-সমাজে হেরি'। সঙ্কুচিত রাম র'ন ভূমি 'পরে ফিরি'॥
রাম-শীল প্রশংসিল যত সভাজন। তাঁ'সম সঙ্কোচী প্রভু দেখেনি কখন ॥২॥
ভরত সুজ্ঞানী দেখি' রঘুনাথ-মন। সপ্রেমে ধীরতা ধরি উঠেন তখন॥
নমি' ক'ন দুটি হাত জুড়িয়া তাঁহার। হে নাথ! পূরেছে সব কামনা আমার ॥৩॥
আমার লাগিয়া সহে৷ সকলে সন্তাপ। বিবিধ প্রকারে তোমা দিনু মনস্তাপ॥
এবে প্রভো! তোমা' কাছে এই আজ্ঞা চাই। চৌদ্দ বর্ষ অযোধ্যারে সেবিবারে পাই
দোহা— যে উপায়ে পুন তোমার চরণ নিরখিব হে দীন-দয়াল!
বনবাস-কালে তাহা শিক্ষা দাও হে কোশল-পালক! কৃপাল! ৩১৩

সারমর্ম—প্রত্যূষে স্নানান্তে ভরত, ব্রাহ্মণগণ ও রাজা সদলে একত্র হইলেন। তাহাতে সেই দিন শুভ ভাল দিন রাম তাহা বুঝিয়া লইলেন। গুরু, রাজা, ভরত ও সভায়

দিকে দেখিয়া রাম সঙ্কোচে মস্তক অবনত করিলেন। সকলে রামের প্রশংসায় মুখর হইল এবং ভাবিল রামের ছায় প্রভু নাই! ভরত রামের ইচ্ছা বুঝিয়া সপ্রেমে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—প্রভু আমার সকল ইচ্ছ পূর্ণ করিয়াছ। অযোধ্যার সেবা করিবার জন্ত তোমার আদেশ প্রার্থী। কি ভাবে বনবাসের শেষ অবধি তোমার চরণ দর্শন করিতে পারিব তাহার উপদেশ কহ ॥৩১৩॥

চৌ—পুরজন পরিজন প্রজা গোসাঈ। সব সুচি সরস সনেহঁ সগাঈ ॥
রাউর বদি ভল ভব দুখ দাহূ। প্রভু বিনু বাদি পরম পদ লাহূ ॥১॥
স্বামি সুজানু জানি সব হী কী। রুচি লালসা রহনি জন জী কী ॥
প্রনতপালু পালিহি সব কাহূ। দেউ দুহূ দিসি ওর নিবাহূ ॥২॥
অস মোহি সব বিধি ভূরি ভরোসো। কিএ বিচারু ন সোচু খরো সো ॥
আরতি মোর নাথ কর ছোহূ। দুহুঁ মিলি কীন্হ ঢীঠু হঠি মোহূ ॥৩॥
যহ বড় দোষু দূরি করি স্বামী। তজি সকোচ সিখইঅ অনুগামী ॥
ভরত বিনয় সুনি সবহিঁ প্রসংসী। খীর নীর বিবরন গতি হংসী ॥৪॥

দোহা— দীনবন্ধু সুনি বন্ধু কে বচন দীন ছলহীন।
দেস কাল অবসর সরিস বোলে রামু প্রবীন ॥৩১৪॥

বাংলা অর্থ—সগাঈ—যুক্ত হইলেন; বদি—খাতিরে; বাদি—ব্যর্থ; রহনি—স্থিতি; জন জী কী—সেবক হৃদয়ের; নিবাহূ দেউ—চালাইয়া দিবে; খরো সো—একটুও; আরতি—আর্ত্তি, প্রার্থনা; ছোহূ—কৃপা; ঢীঠু—উদ্ধত; (দো—৩১৪)

চৌ—পুরজন, পরিজন প্রভো! প্রজাগণ। তব সঙ্গ লভি' হয় আনন্দে মগন ॥
ভব-দুখ-দাহে সুখ মানে তব সনে। প্রভু-পদ বিনা মোক্ষ ব্যর্থ তা'রা গণে ॥১॥
ওহে স্বামী! অন্তর্যামী তুমি সবাকার। রুচি ও লালসা নাই অজানা তোমার ॥
হে প্রণত-পাল! তুমি সবারে পালিবে। হে দেব! দু'দিকে কাজ তুমি নির্ব্বাহিবে॥২
এ হেন ব্যাপারে ভূরি আশা মনে পাই। বিচারিব যদি, চিন্তা কোথা কিছু নাই ॥
আমার দীনতা তথা নাথের মমতা। দু'য়ে মিলি' জোর করি' দিয়েছে ধৃষ্টতা ॥৩
এই বড় দোষ মম, প্রভো! দূর করি'। শিক্ষা দেও সেবকেরে দ্বিধা পরিহরি' ॥
ভরত-বিনয়ে তাঁরে সবে প্রশংসিলা। ক্ষীর-নীর ভাগ-কারী মরাল মানিলা ॥৪॥

দোহা— দীনবন্ধু যবে শুনিলেন দীন ভ্রাতার বচন ছলহীন।
দেশ কাল বুঝি' সেই অবসরে ক'ন বাক্য রাঘব প্রবীণ ১১৪॥

সারমর্ম—পুরবাসী, কুটুম্ব,ও প্রজাগণের সহিত তোমার পবিত্র সম্বন্ধ আছে। তোমার কথামত চলিয়া সংসারের দুঃখদাহ ও ভাল, তোমাকে বাদ দিয়া পরমার্থ লাভও বিড়ম্বনা। তুমি ভক্তের রুচি, লালসা ও হৃদয়ের ভাব জান। অযোধ্যার ও বনের ব্যাপার তুমিই সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ করিবে। সুতরাং আমার চিন্তার কোন কারণ নাই। আমার

দৃষ্টতা মার্জ্জনা করিয়া এ দীন সেবককে উপযুক্ত শিক্ষা দাও। দীনবন্ধু রাম ভরতের অকপট কথা শুনিয়া দেশ ও কাল উপযোগী উপদেশ প্রদান করিলেন ॥৩১৪॥

চৌ—তাত তুম্হারি মোরি পরিজন কী। চিন্তা গুরহি নৃপতি ঘর বন কী ॥
মাথে পর গুর মুনি মিথিলেসূ। হমহি তুম্হহি সপনেহুঁ ন কলেসূ ॥১॥
মোর তুম্হার পরম পুরুষারথু। স্বারথু সুজসু ধরমু পরমারথু ॥
পিতু আয়সু পালিহিঁ দুহু ভাঈ। লোক বেদ ভল ভূপ ভলাঈ ॥২॥
গুর পিতু মাতু স্বামি সিখ পালেঁ। চলেহুঁ কুমগ পগ পরহিঁ ন খালেঁ ॥
অস বিচারি সব সোচ বিহাঈ। পালহু অবধ অবধি ভরি জাঈ ॥৩॥
দেসু কোসু পরিজন পরিবারূ। গুর পদ রজহিঁ লাগ ছরুভারূ ॥
তুম্হ মুনি মাতু সচিব সিখ মানী। পালেহু পুহুমি প্রজা রজধানী ॥৪॥

দোহা— মুখিআ মুখু সো চাহিঐ খান পান কহুঁ এক।
পালই পোষই সকল অঁগ তুলসী সহিত বিবেক ॥৩১৫॥

বাংলা অর্থ—ভূপ ভলাঈ—রাজার মঙ্গল অর্থাৎ ব্রত রক্ষা; খালেঁ—গর্ত্তে; ছরুভারূ—গুরু দায়িত্ব; পুহুমি—পৃথিবী; মুখিয়া—মুখ্য; (দো—৩১৫)

চৌ—তুমি, আমি, ঘর, বন পরিজন-কথা। গুরু ও জনক এবে চিন্তেন সর্ব্বথা ॥
শিরোপরে সবাকার মুনি মিথিলেশ। তোমাতে আমাতে নাহি স্বপনেও ক্লেশ ॥১
তোমার আমার ইথে পুরুষার্থ অতি ॥ স্বার্থ ও সুযশ লাভ পরমার্থে মতি ॥
পিতৃ-আজ্ঞা যদি পালি' ভাই দুইজন। লোক-বেদ-অনুমত ব্রতের রক্ষণ ॥২॥
গুরু-পিতা-মাতা-প্রভু-আজ্ঞা পালে যদি। কুপথেও গেলে পাপী উতরে অম্বুধি ॥
ইহা বিচারিয়া সব শোক পরিহরি'। অযোধ্যা পালিবে তুমি চৌদ্দবর্ষ ধরি' ॥৩
দেশ, কোষ, পরিজন, তথা পরিবার। গুরু-পদ-ধূলি'পরে দাও সর্ব্ব-ভার ॥
মুনি-মাতা-মন্ত্রীদের শিক্ষা তুমি মানি'। পালিবে পৃথিবী, প্রজা তথা রাজধানী ॥৪

দোহা— তুলসী কহিছে, মুখ-সম ভোজ্য-পানের নৃপতি অঙ্গ এক।
পালিছে, পোষিছে,—সকল অঙ্গেরে যথাবিধি সহিত বিবেক ॥৩১৫॥

সারমর্ম—হে প্রিয় ভরত! তোমার আমার কুটুম্বগণের এবং প্রজার কল্যাণ চিন্তা, গুরু বশিষ্ঠ এবং মিথিলেশ করিবেন তাহাতেই আমাদের যশ, স্বার্থ, ভাল, মন্দ ও পরমার্থ রহিয়াছে। গুরু, পিতা, মাতা ও প্রভুর উপদেশ মত চলিলে পথভ্রষ্ট হইতে হয় না। ধনভাণ্ডার, পুরজন ও পরিবারের চিন্তা গুরু করিবেন। তুমি মুনির, রাজার ও মন্ত্রীর উপদেশ মানিয়া রাজ্য পালন কর। মুখ্য যিনি মুখের মত হইলে সকল সুষ্ঠু চলিবে। এক মুখ যাহা খায় তাহাতে সকল অঙ্গের পালন এবং পোষণ হয় ॥৩১৫॥

চৌ—রাজধরম সরবসু এতনোঈ। জিমি মন মাহঁ মনোরথ গোঈ ॥
বন্ধু প্রবোধু কীন্হ বহু ভাঁতী। বিনু অধার মন তোষু ন সাঁতী ॥১॥

ভরত সীল গুর সচিব সমাজূ। সকুচ সনেহ বিবস রঘুরাজূ॥
প্রভু করি কৃপা পাঁবরীঁ দীন্হীঁ। সাদর ভরত সীস ধরি লীন্হীঁ ॥২॥
চরনপীঠ করুনানিধান কে। জনু জুগ জামিক প্রজা প্রান কে॥
সংপুট ভরত সনেহ রতন কে। আখর জুগ জনু জীব জতন কে ॥৩॥
কুল কপাট কর কুসল করম কে। বিমল নয়ন সেবা সুধরম কে॥
ভরত মুদিত অবলম্ব লহে তেঁ। অস সুখ জস সিয় রামু রহে তেঁ ॥৪॥

দোহা-- মাগেউ বিদা প্রনামু করি রাম লিএ উর লাই।
লোগ উচাটে অমরপতি কুটিল কুঅবসরু পাই ॥৩১৬॥

বাংলা অর্থ—এতনোঈ—ইহাই ; গোঈ—গুপ্ত থাকে ; সাঁতী—শান্তি ; পাঁবরী—খড়ম ; জুগ জামিক—দুই পাহারাদার সংপুট—আধার ; (দো—৩১৬)

চৌ—রাজ-ধর্ম্মে রাম ক'ন এই সার কথা। মনোমাঝে মনোরথ গুপ্ত রহে যথা।
ভরতে বোঝান রাম বিবিধ যতনে। না ভুঞ্জে সন্তোষ, শান্তি নিরাশ্রয় মনে ॥১
ভরতের শীলে গুরু, সচিব অবশ। সঙ্কোচে ও স্নেহে করে রাঘবে বিবশ॥
করেন পাদুকা দান প্রভু কৃপা করি'। সাদরে ভরত তাহা শিরে ল'ন ধরি' ॥২॥
যুগল চরণ-পীঠ কৃপা-নিধানের। প্রহরী-যুগল যেন প্রজার প্রাণের॥
ভরত-মঞ্জুষা যেন স্নেহ-রতনের। দুইটি অক্ষর যেন সাধনা-পথের ॥৩॥
কবাট দুইটি, হস্ত নিপুণ করমে। বিমল নয়ন যেন সেবা ও ধরমে॥
ভরত মুদিত হ'ন লভি' সে আশ্রয়। সীতারাম-সঙ্গ-সুখ তাহে মনে হয় ॥৪॥

দোহা— মাগেন বিদায় ভরত নমিয়া রাম তাঁ'রে বক্ষ 'পর লন।
অবসর লভি' ক্রূর পুরন্দর জনতারে করে উচাটন ॥৩১৬॥

সারমর্ম্ম—রাজধর্ম্মের ইহাই মূলতত্ত্ব। ইচ্ছা যেমন গুপ্ত থাকে তেমনি রাজধর্ম্ম মুখ্য রাখিয়া রাজ্য পালন কর। ভরত বিনা অবলম্বনে শান্তি পাইতে ছিলেন না। তখন রঘুরাজ তাঁহাকে পাদুকা দান করিলে তিনি তাহা শিরে গ্রহণ করিলেন। এই পাদপীঠ 'রা' ও 'ম' হইয়া দুই প্রহরী হইয়া প্রজার প্রাণ, রঘুবংশের রক্ষাকবচ এবং সেবা ও ধর্ম্মের চক্ষুস্বরূপ হইয়া ভরতের পরিচালক হইল। ভরত সন্তুষ্ট হইলেন এবং সীতারাম সঙ্গে রহিল অনুভব করিলেন। ভরত প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন ॥৩১৬॥

চৌ—সো কুচালি সব কহঁ ভই নীকী। অবধি আস সম জীবনি জী কী॥
নতরু লখন সিয় রাম বিয়োগা। হহরি ভরত সব লোগ কুরোগা ॥১॥
রাম কৃপাঁ অবরেব সুধারী। বিবুধ ধারি ভই গুনদ গোহারী॥
ভেঁটত ভুজ ভরি ভাই ভরত সো। রাম প্রেম রসু কহি ন পরত সো ॥২॥
তন মন বচন উমগ অনুরাগা। ধীর ধুরন্ধর ধীরজু ত্যাগা॥
বারিজ লোচন মোচত বারী। দেখি দসা সুর সভা দুখারী ॥৩॥

মুনিগন গুর ধুর ধীর জনক সে। গ্যান অনল মন কসেঁ কনক সে॥
জে বিরঞ্চি নিরলেপ উপাএ। পদুম পত্র জিমি জগ জল জাএ॥৪॥
দোহা— তেউ বিলোকি রঘুবর ভরত প্রীতি অনূপ অপার।
ভএ মগন মন তন বচন সহিত বিরাগ বিচার॥৩১৭॥

বাংলা অর্থ—কুচালি—কু অভিপ্রায়; আস—আশাতে; সম জীবনি—সঞ্জীবনী স্বরূপ; হহরি মরত—হায়! হায়! করিয়া মরিত; অবরেব—জটিলতা; বিবুধ ধারি—দেবতাগণের সেনা; গোহারী—রক্ষক; কহি ন পরত—কহিতে পারা যায় না; ধুর ধীর—ধীর ধুরন্ধর; উপাএ—রচনা করিয়াছেন; গুনদ—গুণকর; (দো- ১৭)

চৌ—সে কুচক্র সবাকার তরে ভাল গণি। চৌদ্দবর্ষ জীবনের আশা-সঞ্জীবনী॥
নতুবা লক্ষ্মণ-সীতা-রামের বিয়োগে। মরিত সকলে, বুক্ ফাটিত কুরোগে॥১॥
রাম-কৃপা বাঁকাকেও সোজা করি' দিল। দেব-মায়া শুভঙ্করী রক্ষক হইল॥
ভরতে ধরেন বক্ষে করি' আলিঙ্গন। সেই রাম-প্রেম-রস না যায় বর্ণন॥২॥
অনুরাগে তনু-মন-বাক্য উথলিল। ধীর-ধুরন্ধর তাহে ধীরতা ত্যজিল॥
কমল-লোচন তাঁর বারিতে পূরিল। হেরি' দশা সুরেরাও দুঃখিত হইল॥৩॥
মুনিগণ, গুরু তথা সুধীর জনক। জ্ঞানানলে মন যাঁর শোধিত কনক॥
পদ্মপত্র-সম যাঁ'রা জগতের জলে। লিপ্ত নহে, দুষ্ট নহে বিধি-মায়াবলে॥৪॥
দোহা— তাঁ'রা বিলোকিয়া রাঘব-ভরতে অনুপম পিরীতি অপার।
প্রেমে মগ্ন হ'ন কায়মনোবাক্যে করি' তীব্র বৈরাগ্য বিচার॥৩১৭

সারমর্ম—ইন্দ্র সেই অবসরে উচাটন ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে রামের বনবাসান্তে রামের সহিত সাক্ষাতের আশা লইয়া তাঁহারা ফিরিতে পারিলেন। নচেৎ রাম-বিরহে সকলে সন্তাপানলে দগ্ধ হইয়াই মরিতেন। সুতরাং দেবতার কুটিল মায়াও হিতকারক হইল। রাম প্রেমাশ্রুপূর্ণ চক্ষুতে ভরতকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন। অব্যক্ত প্রেম তাঁহার ধৈর্য্যমর্য্যাদা অতিক্রম করিল। তাহাতে দেবগণও দুঃখিত হইলেন। তৎকালে সকলে যেন মোহমুগ্ধ হইলেন॥৩১৮॥

ভরতের অযোধ্যা প্রতিগমন ও নন্দীগ্রামে অবস্থিতি

চৌ—জহাঁ জনক গুর গতি মতি ভোরী। প্রাকৃত প্রীতি কহত বড়ি খোরী॥
বরনত রঘুবর ভরত বিয়োগূ। সুনি কঠোর কবি জানিহি লোগূ॥১॥
সো সকোচ রসু অকথ সুবানী। সমউ সনেহু সুমিরি সকুচানী॥
ভেঁটি ভরতু রঘুবর সমুঝাএ। পুনি রিপুদবনু হরষি হিয়ঁ লাএ॥২॥
সেবক সচিব ভরত রুখ পাঈ। নিজ নিজ কাজ লগে সব জাঈ॥
সুনি দারুন দুখু দুহূঁ সমাজা। লগে চলন কে সাজন সাজা॥৩॥
প্রভু পদ পদুম বন্দি দোউ ভাঈ। চলে সীস ধরি রাম রজাঈ॥
মুনি তাপস বনদেব নিহোরী। সব সনমানি বহোরি বহোরী॥৪॥

দোহা— লখনহি ভেঁটি প্রনামু করি সির ধরি সিয় পদ ধুরি।
চলে সপ্রেম অসীস সুনি সকল সুমঙ্গল মুরি ॥৩১৮॥

বাংলা অর্থ—ভোরী—ভ্রান্ত হইলেন ; খোরী—দোষ ; নিহোরী—প্রার্থনা করিলেন ; মুরি—মূল ; ভেঁটি—মিলিত হইয়া ; রিপুদবনু—শত্রুঘ্ন ; (দো—৩১৮)

চৌ—জনক ও গুরু-মতি যাহাতে ভুলায়। সাধারণ প্রীতি দিয়া কহা নাহি যায় ॥
রঘুবর-ভরতের বিয়োগ বর্ণিলে। কবিরে কঠোর লোকে বুঝিবে—শুনিলে ॥১॥
সসংকোচ সপ্রেম সে অবর্ণ্য বচন। সে কাল স্মরিলে হয় সঙ্কুচিত মন ॥
আগত ভরতে রাম বুঝাইয়া ক'ন। শত্রুঘনে আলিঙ্গিয়া হরষিত মন ॥২॥
সেবক, সচিব জানি' ভরতাভিমত। নিজ নিজ কাজে সবে হ'লেন নিরত ॥
ইহা শুনি' দু' সমাজ দুখেতে কাতর। বিদায়ের তরে হন সাজ-সজ্জাপর ॥৩॥
প্রভু-পাদ-পদ্ম বন্দি' ভাই দুইজন। রাম-আজ্ঞা শিরে ধরি' করেন গমন ॥
মুনি-ঋষি-বনদেবে তাঁহারা বন্দিলা। পুনঃ পুনঃ সবাকারে মান দোঁহা দিলা ॥৪॥

দোহা— লক্ষ্মণের সাথে মিলিয়া দু'ভাই নমি' সীতা-চরণ-কমল।
চলিলা সপ্রেমে লভিয়া আশিস্ দিবে যাহা সর্ব্ব সুমঙ্গল ॥৩১৮॥

সারমর্ম্ম—রাম ভরতের বিচ্ছেদ বর্ণনা করিবার সময় কবিকে অতি কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। সে সময়ের প্রীতির কথা স্মরণ করিয়া তুলসীদাসের কবিবুদ্ধি কুণ্ঠিত হইয়াছে। রাঘব ভরতকে অনেক উপদেশ দিয়া শত্রুঘ্নকে সানন্দে আলিঙ্গন করিলেন। বিদায়ের কথা শুনিয়া সকলে দুঃখের সহিত রাজ্যে ফিরিবার আয়োজন করিল। ভরত ও শত্রুঘ্ন সীতা ও লক্ষ্মণকে প্রণাম করিয়া তাহাদের সপ্রেম আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। বনদেবী ও তাপসগণকে বন্দনা করিয়া ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যা গমনার্থ বিদায় লইলেন ॥৩১৮॥

চৌ—সানুজ রাম নৃপহি সির নাঈ। কীন্হি বহুত বিধি বিনয় বড়াঈ ॥
দেব দয়া বস বড় দুখু পায়উ। সহিত সমাজ কাননহিঁ আয়উ ॥১॥
পুর পগু ধারিঅ দেই অসীসা। কীন্হ ধীর ধরি গবনু মহীসা ॥
মুনি মহিদেব সাধু সনমানে। বিদা কিএ হরি হর সম জানে ॥২॥
সাসু সমীপ গএ দোউ ভাঈ। ফিরে বন্দি পগ আসিষ পাঈ ॥
কৌসিক বামদেব জাবালী। পুরজন পরিজন সচিব সুচালী ॥৩॥
জথা জোগু করি বিনয় প্রনামা। বিদা কিএ সব সানুজ রামা ॥
নারি পুরুষ লঘু মধ্য বড়েরে। সব সনমানি কৃপানিধি ফেরে ॥৪॥

দোহা— ভরত মাতু পদ বন্দি প্রভু সুচি সনেহঁ মিলি ভেঁটি।
বিদা কীন্হ সজি পালকী সকুচ সোচ সব মেটি ॥৩১৯॥

বাংলা অর্থ—পগু ধারিঅ—পদার্পণ করিবেন ; বড়েরে—সম্মান করিলেন ; ফেরে—(স্বগৃহে) ফিরাইলেন, পাঠাইলেন ; সোচ মেটি—চিন্তা নাশ করিয়া ; (দো—৩১৯)

চৌ—সানুজ রাঘব নৃপে করিয়া প্রণতি। গৌরব দানিয়া বহু করেন মিনতি—
দয়া-বশে ভুঞ্জিলেন বিবিধ বেদন। সমাজ সহিত সবে আসিয়া কানন ॥১॥
পঁহুছিয়া যান পুরে প্রদানি' আশিস্। ধীরতা ধরিয়া যাত্রা করেন মহীশ ॥
সাধু, মুনি, বিপ্রে তাঁরা বহু মান দেন। হরি-হর-সম-জ্ঞানে বিদায় করেন ॥২॥
শাশুড়ী-সমীপে ভাই দুইটি আসিয়া। পাদ বন্দি' ফিরে দোঁহা আশিস্ লভিয়া ॥
কৌশিক ও বামদেব জাবালি সহিত। প্রজা, পরিজন, মন্ত্রী যাঁরা উপনীত ॥৩॥
যথাযোগ্য সবিনয়ে করিয়া সম্মান। সবারে বিদায় দেন ভ্রাতা-সহ রাম ॥
ছোট-বড় সমকক্ষ নারী তথা নরে। বহুমানে কৃপানিধি তোষেন সবারে ॥৪॥
দোহা— ভরত-মাতার পদ বন্দি' প্রভু শুচি-স্নেহে মিলি' তাঁর সন।
বিদায় করেন পালকী সাজায়ে দ্বিধা, চিন্তা ত্যজিয়া তখন ॥৩১৯॥

সারমর্ম—রাম-লক্ষ্মণ জনককে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে দেব! কৃপা করিয়া অরণ্যে আসিবার বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। এখন আশীর্বাদ প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। অতঃপর বশিষ্ঠকে ব্রহ্মাবিষ্ণুর ন্যায় সম্মান দান করিয়া বিদায় দিলেন। বিশ্বামিত্র বামদেব আদি ঋষিগণকে প্রভু প্রণাম করিয়া যথাযোগ্য সম্মান দান করিলেন ৩১৯

চৌ—পরিজন মাতু পিতহি মিলি সীতা। ফিরী প্রানপ্রিয় প্রেম পুনীতা ॥
করি প্রনামু ভেঁটী সব সাসূ। প্রীতি কহত কবি হিয়ঁ ন হুলাসূ ॥১॥
সুনি সিখ অভিমত আসিষ পাঈ। রহী সীয় দুহু প্রীতি সমাঈ ॥
রঘুপতি পটু পালকীঁ মগাঈ। করি প্রবোধু সব মাতু চঢ়াঈ ॥২॥
বার বার হিলি মিলি দুহু ভাঈ। সম সনেহঁ জননীঁ পহুঁচাঈ ॥
সাজি বাজি গজ বাহন নানা। ভরত ভূপ দল কীন্হ পয়ানা ॥৩॥
হৃদয়ঁ রামু সিয় লখন সমেতা। চলে জাহি সব লোগ অচেতা ॥
বসহ বাজি গজ পসু হিয়ঁ হারেঁ। চলে জাহিঁ পরবস মন মারেঁ ॥৪॥
দোহা— গুর গুরতিয় পদ বন্দি প্রভু সীতা লখন সমেত।
ফিরে হরষ বিসময় সহিত আএ পরন নিকেত ॥৩২০॥

বাংলা অর্থ—ভেঁটী—মিলিলেন; হুলাসু—উৎসাহ; দুহু—দুই পক্ষে; সমাঈ—নিমগ্ন রহিলেন; পটু—সুন্দর; হিলি মিলি—মিলিয়া মিশিয়া; কীন্হ পয়ানা—প্রস্থান করিলেন; হিয়ঁ হারে—শিথিল হৃদয়ে; মন মারেঁ—মনমরা হইয়া; (দো-৩২০)

চৌ—মিলি' ভ্রাতা-পিতা-সহ যত পরিজন। প্রাণপ্রিয় প্রেম-পূতা করে আগমন ॥
প্রণাম করেন সীতা যত শ্বশ্রূগণে। কবি-মনে অক্ষমতা সে প্রীতি-বর্ণনে ॥১॥
উপদেশ শুনি' শুভ আশিস্ লভিয়া। দুই পক্ষে প্রীতি লভি' মুগ্ধ সীতা-হিয়া ॥
রাঘব শিবিকা চারু ডাকায়ে আনান। প্রবোধিয়া মাতৃগণে তাহাতে চড়ান ॥২॥
বার বার দুই ভাই মিলিয়া মিশিয়া। সম-স্নেহে মাতৃগণে দিলা পাঠাইয়া ॥
সাজাইয়া বাজি, গজ আদি যে বাহন। ভরত ও ভূপ-দল করেন গমন ॥৩॥

সীতা-রাম-লক্ষ্মণেরে হৃদয়ে লইয়া। সকলে চলিল তবে বিমূঢ় হইয়া ॥
অশ্বতর, গজ, পশু বিষাদ-মগন। পরবশ হ'য়ে চলে অপ্রসন্ন মন ॥৪॥
দোহা— গুরু-গুরুপত্নী-পাদ-পদ্ম বন্দি' প্রভু সীতা সহিত লক্ষ্মণ।
হর্ষে ও বিষাদে ফিরিয়া আসিলা আপনার পর্ণ-নিকেতন ॥৩২০॥

সারমর্ম—পুণ্যাত্মা সীতা মাতা, পিতা ও শ্বশ্রূগণকে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ লইয়া ফিরিলেন। ফিরিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে শিবিকায় আরোহণ করাইলেন। রাজা ও ভরত দলবল সহ সসজ্জ হইয়া চলিলেন। সকলে সীতা-রামের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া অচেতন প্রায় হইলেন। গুরুচরণ বন্দনা করিয়া মিশ্র দুঃখ ও আনন্দ লইয়া রাম পর্ণকুটীরে ফিরিলেন ॥৩২০॥

চৌ—বিদা কীন্হ সনমানি নিষাদূ। চলেউ হৃদয়ঁ বিরহ বিষাদূ ॥
কোল কিরাত ভিল্ল বনচারী। ফেরে ফিরে জোহারি জোহারী ॥১॥
প্রভু সিয় লখন বৈঠি বট ছাহীঁ। প্রিয় পরিজন বিয়োগ বিলখাহীঁ ॥
ভরত সনেহ সুভাউ সুবানী। প্রিয়া অনুজ সন কহত বখানী ॥২॥
প্রতি প্রতীতি বচন মন করনী। শ্রীমুখ রাম প্রেম বস বরনী ॥
তেহি অবসর খগ মৃগ জল মীনা। চিত্রকূট চর অচর মলীনা ॥৩॥
বিবুধ বিলোকি দসা রঘুবর কী। বরষি সুমন কহি গতি ঘর ঘর কী ॥
প্রভু প্রনামু করি দীন্হ ভরসো। চলে মুদিত মন ডর ন খরো সো ॥৪॥
দোহা— সনুজ সীয় সমেত প্রভু রাজত পরন কুটীর।
ভগতি গ্যানু বৈরাগ্য জনু সোহত ধরেঁ সরীর ॥৩২১॥

বাংলা অর্থ—**জোহারি জোহারী**—পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া; **বিলখাহীঁ**—দুঃখমগ্ন হইলেন; **বরনী**—বর্ণনা করিলেন; **মলীনা**—মনে বিষণ্ণ; **খরো সো**—অনুমাত্রও; **পরন**—পর্ণ; **ছাহীঁ**—ছায়া; (দো—৩২১)

চৌ—নিষাদেরে মান দিয়া করেন বিদায়। বিরহ-বিষাদে তাঁর হিয়া ভ'রে যায় ॥
কোল ও কিরাত তথা ভীল বনচর। পুনঃ পুনঃ নতি করি ফিরে' নিজ ঘর ॥১॥
প্রভু ও লক্ষ্মণ, সীতা র'ন বটচ্ছায়। কাতর হইলেন প্রভু বিরহ ব্যাথায় ॥
ভরত-পিরীতি তথা স্বভাব, সুবাণী। প্রিয়া ও অনুজ সনে কহিলা বাখানি ॥২॥
প্রীতি ও প্রতীতি বাক্যে কর্ম্মে ও মানসে। শ্রীমুখে বর্ণেন রাম গাঢ় প্রেম-বশে ॥
সে সময়ে যত খগ, মৃগ, জল-মীন। চিত্রকুটে চরাচর হয় উদাসীন ॥৩॥
দেবতারা রঘুবর-দশা দেখি' তথা। পুষ্প বরষয়ে আর কহে নিজ কথা ॥
সবারে ভরসা দেন প্রভু প্রণমিয়া। হৃষ্ট-মনে যা'ন তাঁরা ভয় বিসর্জ্জিয়া ॥৪॥
দোহা— অনুজ লক্ষ্মণ সীতা-সহ রাম উজলিলা সে পর্ণ-কুটীর।
ভকতি সহিত জ্ঞান ও বৈরাগ্য শোভে যেন ধরিয়া শরীর ॥৩২১॥

সারমর্ম—রঘুপতি নিষাদকে সসম্মানে বিদায় দিলে বিরহবেদনাপূর্ণ হৃদয় হইয়া সে স্বস্থানে ফিরিল। বনবাসিগণও রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিল। প্রভু সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বটবৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া পরিজনবর্গের বিরহবেদনা অনুভব করিলেন। রাঘব ভরতের প্রেম ও চরিত্রের বিষয় শ্রীমুখে বর্ণনা করিলেন। দেবগণ শ্রীরামচন্দ্রের আচরণে তুষ্ট হইয়া পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রভু দেবগণকে আশ্বাসবাক্য প্রদান করিলে তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া চলিলেন। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রাম পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন ॥৩২১॥

চৌ—মুনি মহিসুর গুর ভরত ভুআলূ। রাম বিরহঁ সবু সাজু বিহালূ ॥
প্রভু গুন গ্রাম গনত মন মাহীঁ। সব চুপচাপ চলে মগ জাহীঁ ॥১॥
জমুনা উতরি পার সবু ভয়উ। সো বাসরু বিনু ভোজন গয়উ ॥
উতরি দেবসরি দূসর বাসূ। রামসখাঁ সব কীন্হ সুপাসূ ॥২॥
সঈ উতরি গোমতীঁ নহাএ। চৌথে দিবস অবধপুর আএ ॥
জনকু রহে পুর বাসর চারী। রাজ কাজ সব সাজ সঁভারী ॥৩॥
সৌঁপি সচিব গুর ভরতহি রাজূ। তেরহুতি চলে সাজি সবু সাজূ ॥
নগর নারি নর গুর সিখ মানী। বসে সুখেন রাম রজধানী ॥৪॥

দোহা— রাম দরস লগি লোগ সব করত নেম উপবাস।
তজি তজি ভূষন ভোগ সুখ জিঅত অবধি কীঁ আস ॥৩২২॥

বাংলা অর্থ—সাজু—সমাজ ; বিহালু—বিহ্বল ; বাসূ—বাসস্থান ; জিঅত—জীবন যাপন করিল ; সৌঁপি—সমর্পণ করিয়া ; তেরহুতি—ত্রিহুত রাজ্য ; (দো—৩২২)

চৌ—মুনি, বিপ্র ও ভরত, গুরু, নৃপবর। রামের বিরহে সবে হইলা কাতর ॥
প্রভু-গুণগ্রাম সবে মানসে চিন্তিল। কথা নাহি কারো',—পথ চলিতে লাগিল ॥১
যমুনাতে অবতরি' নদী পার হ'ন। সে দিন চলিয়া গেল না করি' ভোজন ॥
দ্বিতীয় দিবসে গঙ্গা সবে উত্তরিলা। রাম-সখা সকলের সুবিধা সাধিলা।২॥
গঙ্গা উত্তরিয়া করি' গোমতীতে স্নান। চারিদিনে অযোধ্যাতে আসিয়া পৌঁছান ॥
জনক দিবস চারি নগরে রহিয়া। রাজকার্য্য সুব্যবস্থা সাধন করিয়া ॥৩॥
মন্ত্রী, গুরু, ভরতেরে রাজ্য সমর্পিয়া। ত্রিহুতে গেলেন চলি' সকলে সাজিয়া ॥
নগরের নর-নারী গুরু-শিক্ষা মানি'। সুখে নিবসিলা চিন্তি' রাম-রাজধানী ॥৪॥

দোহা— রাম-দরশন লাগি' সবে দিন যাপিল নিয়ম-উপবাসে।
ত্যজি' সব সুখ ভোগ ও ভূষণ রহে বাঁচি' সীমা-শেষ* আশে ॥৩২২

সারমর্ম—মুনি, ব্রাহ্মণ, গুরু, ভরত ও মিথিলেশ সকলে রামবিরহে দুঃখ অনুভব করিয়া রামের গুণাবলী স্মরণ করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেদিন অনাহারে থাকিয়া দ্বিতীয় দিনে গঙ্গা পার হইলেন। তৃতীয় দিন সই নদী পার হইয়া গোমতীস্নান করিলেন। চতুর্থ দিনে অযোধ্যায় উপনীত হইলেন। জনক রাজা চারিদিন

* চৌদ্দ বৎসরের অবধিকাল অর্থে সীমাশেষ

অযোধ্যাতে থাকিয়া সকল ব্যবস্থা করিয়া ভরতের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ত্রিহুতে যাত্রা করিলেন। গুরুর উপদেশ পালন করিয়া পুরবাসিগণ সুখে দিনপাত করিল। তবে ভোগাদি বর্জ্জন করিয়া রামদর্শন প্রতীক্ষায় তাহারা জীবিত থাকিল মাত্র ॥৩২২॥

চৌ—সচিব সুসেবক ভরত প্রবোধে। নিজ নিজ কাজ পাই সিখ ওধে ॥
পুনি সিখ দীন্হি বোলি লঘু ভাঈ। সৌঁপি সকল মাতু সেবকাঈ ॥১॥
ভূসুর বোলি ভরত কর জোরে। করি প্রনাম বয় বিনয় নিহোরে ॥
উঁচ নীচ কারজু ভল পোচূ। আয়সু দেব ন করব সঁকোচূ ॥২॥
পরিজন পুরজন প্রজা বোলাএ। সমাধানু করি সুবস বসাএ ॥
সানুজ গে গুর গেহঁ বহোরী। করি দণ্ডবত কহত কর জোরী ॥৩॥
আয়সু হোই ত রহোঁ সনেমা। বোলে মুনি তন পুলকি সপেমা।
সমুঝব কহব করব তুম্হ জোঈ। ধরম সারু জগ হোইহি সোঈ ॥৪॥
দোহা— সুনি সিখ পাই অসীস বড়ি গনক বোলি দিনু সাধি ॥
সিংঘাসন প্রভু পাদুকা বৈঠারে নিরুপাধি ॥৩২৩॥

বাংলা অর্থ—প্রবোধে—বুঝিয়া নির্ণয় করিলেন ; **ওধে**—লিপ্ত হইলেন ; **নিহোরে**—প্রার্থনা করিলেন ; **সুবস বসাএ**—সুন্দর বাসস্থান দিলেন ; **সমুঝব**—বুঝিবে ; **দিনু সাধি**—সুদিন দেখিয়া ; **নিরুপাধি**—নির্বিঘ্নতাপূর্ব্বক ; (দো—৩২৩)

চৌ—সচিব, সেবকগণে সবে বুঝাইয়া। ভরত তাদের কাজে দেন লাগাইয়া ॥
পুন ছোট ভা'য়ে ডাকি' কাজ নিরূপিলা। মাতৃগণ-সেবা-কাজ তারে সঁপি দিলা ॥১
করজোড়ে বিপ্রগণে ভরত ডাকিয়া। প্রার্থনা করেন নমি' বিনয় করিয়া ॥
উচ্চ-নীচ ভাল-মন্দ না করিয়া জ্ঞান। দ্বিধা ত্যজি' করিবেন মোরে আজ্ঞা দান ॥২
পরিজন পুরজন ডাকাইয়া নিয়া। প্রতিষ্ঠিত করে সবে সন্তুষ্ট করিয়া ॥
সানুজ গেলেন পুন গুরুর ভবন। করযোড়ে প্রণমিয়া গুরুদেবে ক'ন ॥৩॥
আজ্ঞা যদি কর প্রভু পালিব নিয়ম। তনুতে পুলকি' প্রেমে মুনি তবে ক'ন ॥
বুঝিবে, কহিবে আর তুমি যা' করিবে। ধর্ম্ম-সার জানি' ধরা তাহাই পালিবে।৪
দোহা— মুনির আদেশ-আশিস লভিয়া শুভদিন দেখি' ডাকি' গণকেরে।
স্থাপন করিলা আদর্শ ভরত শ্রীরাম-পাদুকা সিংহাসন'পরে ॥৩২৩

সারমর্ম্ম—ভরত মন্ত্রী প্রভৃতিকে সান্ত্বনা দিয়া সকলকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইলেন। শত্রুঘ্নকে মাতৃসেবায় নিযুক্ত করাইলেন। পুরবাসিদিগকে নীতি উপদেশ দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন। গুরুর আদেশক্রমে নিয়মব্রত অবলম্বন করিয়া শুভক্ষণে ভগবান্ রামচন্দ্রের পাদুকা ভরত সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ॥৩২৩॥

চৌ—রাম মাতু গুর পদ সিরু নাঈ। প্রভু পদ পীঠ রজায়সু পাঈ ॥
নন্দিগাবঁ করি পরন কুটীরা। কীন্হ নিবাসু ধরম ধুর ধীরা ॥১॥

জটাজুট সির মুনিপট ধারী। মহি খনি কুস সাঁথরী সঁবারী॥
অসন বসন বাসন ব্রত নেমা। করত কঠিন রিষিধরম সপ্রেমা ॥২॥
ভূষন বসন ভোগ সুখ ভূরী। মন তন বচন তজে তিন তূরী॥
অবধ রাজু সুর রাজু সিহাঈ। দসরথ ধনু সুনি ধনদু লজাঈ ॥৩॥
তেহিঁ পুর বসত ভরত বিনু রাগা। চঞ্চরীক জিমি চম্পক বাগা॥
রমা বিলাসু রাম অনুরাগী। তজত বমন জিমি জন বড় ভাগী ॥৪॥

দোহা— রাম পেম ভাজন ভরতু বড়ে ন এহিঁ করতুতি।
চাতক হংস সরাহিঅত টেঁক বিবেক বিভূতি ॥৩২৪॥

বাংলা অর্থ—ধরম ধুর—ধর্মধুরন্ধর, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ; খনি—খনন করিয়া; কুস সাঁথরী—কুশ শয্যা; সঁবারী—বিছাইলেন; তিন তোরী—তৃণ কাটিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক; সিহাঈ—ঈর্ষ্যা করিলেন; লজাঈ—লজ্জিত হইতেন; চঞ্চরীক—ভ্রমর; (দো—৩২৪)

চৌ—রাম-মাতা গুরু-পদে শির নত করি'। প্রভু-পাদ-পীঠ রাজাদেশ অনুসরি॥
নন্দীগ্রামে রচিলেন পাতার কুটীর। নিবাস স্থাপেন সেথা ধর্ম্ম-ভারে ধীর ॥১॥
জটাজুট শিরে ধরি' মুনি-পটধারী। ধরা'পরে কুশ-শয্যা আপনি বিস্তারি'॥
অশনে বসনে পাত্রে ব্রত ও নিয়ম। প্রেমভরে পালিলেন ঋষির ধরম ॥২॥
বসন, ভূষণ, ভোগ, সুখ যা' যেথায়। কায়-মনোবাক্যে ত্যজি তৃণ-সম তায়॥
যে অযোধ্যা-রাজে হিংসে নিজে সুর-রাজ। যাহার সম্পদে লভে ধন-দেবে লাজ ॥৩
ভরত-নিবাস সেথা বিনা অনুরাগে। ভ্রমর যেমন ভ্রমে চম্পকের বাগে॥
বহু ভাগ্য-ধর,—যা'র রাম-প্রেমী মন। রমার বিলাস ত্যজে বম্য-দ্রব্য-সম ॥৪॥

দোহা— রামের প্রেমিক ভরতের এই ত্যাগে বড় কভু নাহি মানি।
চাতকে ও হংসে প্রশংসে সকলে দৃঢ়তা-বিবেক বেশী জানি' ॥৩২৪॥

সারমর্ম্ম—কৌশল্যা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া প্রভুর চরণ-পাদুকার আদেশে নন্দী গ্রামে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ধৈর্য্যমূর্ত্তি ভরত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ঋষিব্রত গ্রহণ করিয়া, জটাজুট ধারণ করিয়া কৌপীন পরিহিত ভরত দর্ভশয্যা রচনা করিয়া সপ্রেমে ঋষিধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। ভরতকে বসন ভূষণ ও ভোগ্য পদার্থ ত্যাগ করিতে দেখিয়া দেবরাজও তাঁহার প্রশংসা করিলেন। প্রচুর রাজকোষ পুষ্ট হইতে লাগিল। ভরত অনাসক্ত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। রামে অনুরাগী জন ভোগ্য পদার্থকে বম্য দ্রব্যতুল্য বর্জ্জন করিয়া থাকে। যাহারা এমন জীবন যাপন করে তাহারা সকলের প্রশংসা পায়। চাতক ও হংস তাহাদের দৃঢ়তা ও বিবেকবুদ্ধির জন্য সংসারের সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া থাকে ॥৩২৪॥

চৌ—দেহ দিনহু দিন দুবরি হোঈ। ঘটই তেজু বলু মুখছবি সোঈ॥
নিত নব রাম প্রেম পনু পীনা। বঢ়ত ধরম দলু মনু ন মলীনা ॥১॥

জিমি জলু নিঘটত সরদ প্রকাসে। বিলসত বেতস বনজ বিকাসে ॥
সম দম সংজম নিয়ম উপাসা। নখত ভরত হিয় বিমল অকাসা ॥২॥
ধ্রুব বিশ্বাসু অবধি রাকা সী। স্বামি সুরতি সুরবীথি বিকাসী ॥
রাম প্রেম বিধু অচল অদোষা। সহিত সমাজ সোহ নিত চোখা ॥২।
ভরত রহনি সমুঝনি করতুতী। ভগতি বিরতি গুন বিমল বিভূতী ॥
বরনত সকল সুকবি সকুচাহীঁ। সেস গনেস গিরা গমু নাহীঁ ॥৪॥

দোহা-- নিত পূজত প্রভু পাঁবরী প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাতি।
মাগি মাগি আয়সু করত রাজ কাজ বহু ভাঁতি ॥৩২৫॥

ভরতচরিত্র শ্রবণের মাহাত্ম্য

বাংলা অর্থ—দুবরি — দুর্ব্বল ; ঘটই — হানি হইল ; নিঘটত — শুষ্ক হয় ; উপাসা—উপবাস ; নখত—নক্ষত্র ; ধ্রুব—ধ্রুবতারা ; রাকা—পূর্ণচন্দ্র ; (দো—৩ ৫)

চৌ—দিনে দিনে দেহ তাঁর দুর্ব্বল হইল। তেজ-বল-মুখকান্তি তাহে না কমিল ॥
নিত্য নব রাম-প্রেম লভিয়া পোষণ। ধর্ম্মরাজি বৃদ্ধি করে অমলিন মন ॥১॥
শরৎ প্রকাশে যথা শুষ্ক হয় জল, বেতসের বৃদ্ধি তথা পুষ্পিত কমল ॥
শম-দম সংযমাদি-নিয়মোপবাসে। নক্ষত্র শোভিল যেন তাঁর হৃদাকাশে ॥২॥
*বিশ্বাস তাঁহার যথা চন্দ্রের পূর্ণিমা। প্রভু-স্মৃতি-ছায়া-পথে তাহার মহিমা ॥
রাম-প্রেম-শশী জানো তাহা সুনির্ম্মল। সমাজ সহিত শোভে নিত্য অচঞ্চল ॥৩॥
ভরতের স্থিতি, বুদ্ধি, কর্ম্ম অচঞ্চল। ভকতি, বৈরাগ্য, গুণ, বিভুতি নির্ম্মল ॥
বর্ণিতে নিপুণ কবি দ্বিধাপর হ'ন। অনন্ত, গণেশ, বাণী বুঝিতে অক্ষম ॥৪॥

দোহা— নিতি নিতি পূজি' প্রভুর পাদুকা হিয়া প্রীতি-সীমা তেয়াগিলা।
আদেশ মাগিয়া সদা নানারূপে নিজে রাজ-কার্য্য সমাপিলা ॥৩২৫

সারমর্ম—ভরতের শরীর দুর্ব্বল হইলেও মুখশ্রী, তেজ ও বল রামপ্রেমে পুষ্ট হইতেছিল। তিনি যথারীতি সংযম, নিয়ম ও উপবাসাদি পালনপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় শান্তির সহিত দিন যাপন করিতেছিলেন। তাহার বুদ্ধি, কার্য্য, ও ভক্তি বৈরাগ্যের কথা বর্ণনা করিতে গণেশ, সরস্বতীও অক্ষম হন। নিত্য পাদুকার আদেশ লইয়া নির্লিপ্তভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন ॥৩২৫॥

---

* শুক্লপক্ষে প্রতিপদের চন্দ্রের যেমন দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে পূর্ণচন্দ্র আসিতেছে এবং তজ্জনিত আনন্দে ভরপুর হইয়া আপনার কর্ম্ম করিয়া চলে তেমনি ভরতও কঠোর ব্রত-নিয়ম পালন করিয়া গভীর বিশ্বাসের সহিত চৌদ্দ বর্ষের অপেক্ষায় রাজকার্য্য [illegible]ভাবে করিলেন আকাশের ছায়াপথ দেখিয়াই প্রতিপদের চন্দ্রের যেমন গমন পথ নির্দ্ধারিত হয়, রামের স্মৃতিপথ ধরিয়া ভরতের কার্য্য তেমনি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট—পঞ্চম খণ্ড

অগস্ত্য-বিন্ধ্য রূপক ও উপাখ্যান

এক সময় পর্ব্বতরাজ বিন্ধ্যের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইল যে সূর্য্য চন্দ্র আদি গ্রহগণ শুধু সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করেন এবং তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করেন, বিন্ধ্যের প্রতি কোন মর্য্যাদা দান করেন না। সুতরাং তাঁহার প্রতি মর্য্যাদা দান না করা পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিবেন, এই মনে করিয়া তিনি তাঁহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, যাহাতে সূর্য্য-চন্দ্রের আলোক প্রদান তিরোহিত হইবার অবস্থা আশঙ্কিত হইল। সূর্য্য এবং দেবগণ চিন্তা করিলেন,—সূর্য্যের পথ অবরুদ্ধ হইলে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিম্নাংশে আলোক বিস্তার রুদ্ধ হইবে। এই অবস্থার আশঙ্কাতে দেবগণ সকলে উপায় নির্দ্ধারণার্থ মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট গমন করিলেন। মহর্ষি অগস্ত্যের বিন্ধ্যের উপর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মহর্ষি অগস্ত্য ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী লোপামুদ্রাকে লইয়া বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। অগস্ত্যের নিকট উপস্থিত হইলে বিন্ধ্য তাঁহাদিগকে কি ভাবে সেবা করিতে পারেন প্রার্থনা জানাইলেন। উত্তরে অগস্ত্য বলিলেন,—যতদিন আমি প্রত্যাবর্ত্তন না করি ততদিন ভূমি অবনত মস্তকে থাকিবে। এই কথা বলিয়া মহর্ষি প্রস্থান করিয়া উজ্জয়িনীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং আর ফিরিলেন না। যা'র জন্য বিন্ধ্যের কলেবর বৃদ্ধি বন্ধ হইল এবং সূর্য্য-চন্দ্রের আলোক যথাবিধি দাক্ষিণাত্যে ও আর্য্যাবর্ত্তে বিকীর্ণ হইতে লাগিল।

একটি রূপক আশ্রয় করিয়া এই উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য এক এক অঞ্চলে এক এক জন ঋষি জীবনপাত করিতেন। দক্ষিণ ভারতে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য অগস্ত্যের প্রভাব অসীম। এখনও তামিল, তেলেগু ও মালয়লাম ভাষাভাষী অধিবাসিগণ দক্ষিণভারতের সমস্ত সংস্কৃতির অধিষ্ঠাতৃরূপে অগস্ত্যকে স্বীকার করে। দক্ষিণ ভারতকে অনার্য্য ও রাক্ষসগণের প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার ব্রত অগস্ত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের বনগমন সময়ে তিনি অগস্ত্যের আশ্রমে আশ্রয়ও লইয়াছিলেন। রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যাতে প্রত্যাগমন করিলে অগস্ত্য দক্ষিণভারতে আর্য্য-সংস্কৃতি প্রচারের জন্য তিনি ও তাঁহর শিষ্যপ্রশিষ্যগণ যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার জন্য দক্ষিণ ভারতের লোকগণ এখনও শ্রদ্ধার সহিত অগস্ত্যের নাম স্মরণ করিয়া থাকে। সূর্য্যের আলোক প্রদান অর্থে জ্ঞানালোকের কথা বলা হইয়াছে। উত্তর ভারত তথা আর্য্যাবর্ত্তে যে আর্য্যকৃষ্টির জ্ঞানালোক প্রচারিত ছিল দাক্ষিণাত্যে তাহা ছিল না। অগস্ত্য বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যের জনসেবার ব্রতরূপে আর্য্যকৃষ্টির প্রচার করিতে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার রূপক এই উপাখ্যানে প্রদত্ত হইয়াছে। গোস্বামী তুলসীদাস ভরতের-আত্মসংযম-পরিচয় প্রসঙ্গে অযোধ্যাকাণ্ডে ২০৭ দোহাতে বিন্ধ্যের অগস্ত্য-প্রণতির সহিত ভরতের রামভক্তির পরাকাষ্ঠার তুলনা করিয়াছেন।

যযাতি উপাখ্যান

যযাতি সূর্য্যবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র। ইহার দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠা নামে দুই পত্নী ছিল। দেবযানী দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা এবং শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার কন্যা সুতরাং শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার গুরু। নহুষের সহিত বিবাহ হইবার পূর্ব্বে দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার মধ্যে কলহ হওয়ার ফলে শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার রাজধানী ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন জানিতে পারিয়া বৃষপর্ব্বা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে নিয়োজিত করিয়া গুরুকে প্রসন্ন করেন। যযাতির সাহত যখন দেবযানীর বিবাহ হইল, তখন তাঁহার নিকট এই অঙ্গীকার করাইয়া লন যে যযাতি শর্ম্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে নিজ সংসারে স্থান দিবেন, পত্নীর পূর্ণ অধিকার দিবেন না। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠার গুণ ও যৌবন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যযাতি সে অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারেন নাই। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে তাঁহার দুই পুত্র ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে। দেবযানী যখন এই ব্যাপার জানিতে পারিলেন তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। শুক্রাচার্য্য সব বৃত্তান্ত শুনিয়া যযাতিকে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করিলেন। তখন যযাতি নানাপ্রকারে অনুনয় করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট করুণা প্রার্থনা করিলেন। শুক্রাচার্য্য করুণার্দ্র হইয়া এই বর প্রদান করিলেন যে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহ তাঁহার জরাকে গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নিজের যৌবনকে প্রদান করিলে যযাতি পুনরায় যৌবন ফিরিয়া পাইবেন। গুরুর অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলেন।

তখন যযাতি সকল পুত্রকে আহ্বান করিয়া নিজের জরার পরিবর্ত্তে তাহাদের যৌবন চাহিলেন। কিন্তু একমাত্র কনিষ্ঠ পুরু ব্যতীত কোন পুত্র এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। পুরু পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিজ যৌবন পিতাকে দান করিয়া পিতার জরাকে গ্রহণ করিলেন। পুত্রের যৌবন গ্রহণ করিয়া যযাতি বহুকাল ভোগ বিলাসে কাল যাপন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তির শেষ হইল না ভোগস্পৃহা ক্রমবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ভোগবিলাসের অনিত্যতা, ব্যর্থতা ও বহুমুখিতা অনুভব করিয়া কামনা বাসনা ত্যাগ করিয়া বার্দ্ধক্যে বৈরাগ্যকে শ্রেয় বলিয়া গ্রহণ করিলেন। কামনার নাশেই প্রকৃত শান্তি, পার্থিব যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ এবং যুবতী রমণী অসংখ্য পাইলেও শেষ পর্য্যন্ত কাহারও ভোগের তৃপ্তি হয় না অপূর্ণতা থাকিয়া যায় সেজন্য বাণপ্রস্থ বা ভৈক্ষ্য আশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবনের স্থায়ী শান্তি লাভের কামনায় পুত্রের যৌবন পুত্রকে প্রত্যর্পণ করিয়া নিজে বনে গমন করিয়া আশ্রম-জীবন যাপনকে বরণীয় জ্ঞানে তাহাতেই তৃপ্ত রহিলেন।

গোস্বামী তুলসীদাস অযোধ্যাকাণ্ড ১৭৪ দোহাতে বশিষ্ঠ-ভরত সংলাপে ভরত রাম বনবাসকালে অযোধ্যাতে ফিরিয়া ভরতকে রাজ্যগ্রহণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে যে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া রামের বনবাস কালে রাজ্যগ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন সে প্রসঙ্গে যযাতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিলেন,—যযাতির পুত্র পিতার আজ্ঞা যদিও সুরুচিসম্মত নহে তথাপি তাহা পালন করিয়া পিত্রাদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন অতএব ভরতের পক্ষে পিতার এই অযৌক্তিক আদেশ পালন করিলে কোন অন্যায় হইবে না। সূর্য্যবংশের এরূপ নজিরও পূর্ব্ব হইতে হইয়া আসিয়াছে। তাহা এখানে বশিষ্ঠ ভরতকে বলিলেন।

চৌ—পুলক গাত হিয় সিয় রঘুবীরূ। জীহ নাম জপু লোচন নীরূ ॥
লখন রাম সিয় কানন বসহীঁ। ভরতু ভবন বসি তপ তনু কসহীঁ ॥১
দুহুঁ দিসি সমুঝি কহত সবু লোগূ। সব বিধি ভরত সরাহন জোগূ ॥
সুনি ব্রত নেম সাধু সকুচাহী। দেখি দসা মুনিরাজ লজাহীঁ ॥২
পরম পুনীত ভরত আচরনূ। মধুর মনজু মুদ মঙ্গল করনূ ॥
হরন কঠিন কলি কলুষ কলেসূ। মহা মোহ নিসি দলন দিনেসূ ॥৩
পাপ পুঞ্জ কুঞ্জর মৃগরাজূ। সমন সকল সন্তাপ সমাজূ ॥
জন রঞ্জন ভঞ্জন ভব ভারূ। রাম সনেহ সুধাকর সারূ ॥৪

ছন্দ— সিয় রাম প্রেম পিযূষ পূরন হোত জনমু ন ভরত কো।
মুনি মন অগম যম নিয়ম সম দম বিষম ব্রত আচরত কো ॥
দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষন সুজস মিস অপহরত কো।
কলিকাল তুলসী সে সঠন্হি হঠি রাম সনমুখ করত কো ॥

সো— ভরত চরিত করি নেমু তুলসী জো সাদর সুনহিঁ।
সীয় রাম পদ পেমু অবসি হোয় ভবরস বিরতি ॥৩২৬॥

বাংলা অর্থ—কসহীঁ—ক্ষীণ করিলেন; দারিদ—দারিদ্র্য; মিস—ছলে; সঠন্হি—শঠগণকে; ভবরস—পার্থিব ভোগ্য; (দো—৩১৬)

চৌ—পুলক তনুতে, হৃদে সীতা-রঘুবীর। নাম জপ করে জিহ্বা, আঁখি ভরে নীর
লক্ষ্মণ ও সীতা-রাম নিবসেন বনে। তপে তনু ক্ষীণ করে ভরত ভবনে ॥১॥
দুই দিকে হেরি' বুঝি' কহে সর্ব্বজনে। ভরত সকল-রূপে যোগ্য প্রশংসনে ॥
শুনি ব্রত, তপ সাধু মনে সঙ্কুচিত। দেখি' দশা মুনি-রাজ আপনি লজ্জিত ॥২॥
পরম পবিত্র জানি' ভরত-আচার। মধুর সুন্দর শুভ আনন্দ-আধার ॥
কলির কঠিন ক্লেশ পাপ-নাশ-কর। মহা মোহ-নিশাতমে যেন তা' ভাস্কর ॥৩॥
পাপ-পুঞ্জে নাশে তথা যথা সিংহ করী। সবার সন্তাপ-রাশি দেয় দূর করি' ॥
মানস রঞ্জন করে ভব-ভার হরে। সুধাকর যথা সুধা রাম-প্রেম ক্ষরে ॥৪॥

ছন্দ— সীতা-রাম-প্রেম-পীযূষে পূরিত ভরতের জন্ম যদি না হইত।
মুনি-চিন্তাতীত যম-দম-শম নিয়ম ও ব্রত কেবা আচরিত ?
দুখ, দাহ, দম্ভ, দারিদ্র্যজ দোষ সুযশের ছলে কে বল হরিত ?
কলি-কালে কেবা তুলসীর মত শঠে জোর করি' রাম-প্রেম দিত ?

সোরঠা— তুলসী কহিছে ভরত চরিত নিয়ম করিয়া আদরে যে শোনে।
সীতা-রাম-পদে অবশ্য পিরীতি সংসার-বিরতি লভিবে সে মনে ॥৩২৬

সারমর্ম্ম—ভরত প্রতিদিন পাদুকা পূজা করিতেন এবং তাহার আদেশ লইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই পূজাকালে ভক্তি ও বৈরাগ্যে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া

উঠিত। শরীরে পুলক, হৃদয়ে সীতারাম, জিহ্বায় রামনাম লইয়া, জলভরা চোখে তিনি তপস্যারত থাকিতেন। ভরতের পবিত্র আচরণ সকলের আনন্দদায়ক। ইহা ভবদুঃখ নাশ করে। সীতারাম-প্রেমামৃতে ভরপুর ভরতের জন্ম না হইলে মুনিগণেরও মনের অগম্য শমদম-নিয়মাদি পালনে লোকের প্রবৃত্তি জন্মিত না। গোস্বামী তুলসীদাস ভরত-প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই রামভক্ত হইয়াছিলেন। ভরত চরিত্রের এমনই প্রভাব যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে শুনিলে তাঁহার সংসারের দুঃখযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তি হয় ॥৩২৬॥

সমাপি একুশ দিন মাসপারায়ণে।
নমি এবে সীতারাম-ভরত-চরণে॥

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীরামজয়ন্তী উপহার।

—করকমলে অর্পিত হইল।



শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য (লণ্ডন)

শ্রীরামময় ভট্টাচার্য্য (আসানসোল) শ্রীকরুণাময় ভট্টাচার্য্য (লণ্ডন)

২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন গাড়িয়া, কলিকাতা—৪৭।

রামনবমী ৭ই বৈশাখ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

রামচরিতমানস—৬ষ্ঠ খণ্ড

অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও সুন্দরকাণ্ড সমগ্র

প্রণেতা ও প্রকাশক
কবিরাজ

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য

গোস্বামীর চত (বঙ্গাক্ষরে) মূল, শব্দার্থ, সারমর্ম্ম, ছন্দে বঙ্গানুবাদ,
ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ প্রকাশিত ও

১১৮।২, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীটস্থ
বঙ্কিম প্রেস হইতে মুদ্রিত
১ ৬৯ বঙ্গাব্দে ১৯শে চৈত্র মঙ্গলবার রামনবমীদিনে
'রামদাসকুটীর' ২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন (গড়িয়া),
কলিকাতা-৪৭ হইতে প্রকাশিত

বিনম্র নিবেদন

ভগবৎকৃপায় রামচরিতমানস ৬ষ্ঠ খণ্ড প্রকাশিত হইল। অর্থস্বচ্ছলতার জন্য এই খণ্ড প্রকাশনে বিলম্ব ঘটিয়াছে তজ্জন্য পাঠকগণের বিলম্বজনিত ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতেছে। সপ্তম খণ্ডে পুস্তক সমাপ্ত হইবে। আগামী পূজার পূর্ব্বে সমগ্র পুস্তক সমাপ্ত হইবে আশা করি। মুদ্রণ-ব্যবস্থা তদনুযায়ী পরিকল্পিত হইয়াছে। মোট ছয় শত নূতন গ্রাহকের বেশী গ্রাহককে পুস্তক দেওয়া সম্ভব হইবে না সুতরাং পুরাতন ও যাঁহারা অবিলম্বে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া এই ছয়খণ্ড গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের পুস্তক সম্বন্ধে অগ্রাধিকার থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশককে কিছু অর্থানুকুল্য দ্বারা অনুগৃহীত করা হইবে। যাঁহারা অর্থের অস্বচ্ছলতা জন্য পুস্তক ৭ খণ্ড ক্রয় করিতে অসমর্থ হইবেন তাঁহাদের জন্য **'প্রসঙ্গরত্নমালা'** সহজসাধ্য। কারণ এই গ্রন্থে রামচরিতমানসের শ্রেষ্ঠ অংশ অর্থাৎ **'চিত্রকূটে শ্রীরামভরতমিলন'** এবং তৎসহ বাল্মীকি রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও উপনিষদের শ্রেষ্ঠ অংশ বাংলা কবিতাতে সঙ্কলন করা হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় ঐতিহ্য অবলম্বনে এই পুস্তকখানি সুধীগণের এবং ভক্তগণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইতি

—বিনীত গ্রন্থকার

ভূমিকা—রামচরিতমানস

রামায়ণ-প্রসঙ্গ কাল্পনিক না বাস্তব

রামায়ণ-প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ **বাল্মীকিরামায়ণের** কথাই আসিয়া পড়ে। তা'ছাড়া **যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ** যাহাতে রামায়ণের অধ্যাত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। বাল্মীকিরামায়ণের পরিপূরক গ্রন্থরূপে ইহা মোক্ষমার্গের ভিন্নস্তরের অধিকারী ব্যক্তির এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রাম-বশিষ্ঠ-সংবাদরূপে পাঠকগণের নিকট উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বাল্মীকিরামায়ণে ২৪০০০ শ্লোক আছে কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে ৩৬০০০ শ্লোক আছে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত **অধ্যাত্মরামায়ণেও** রামচরিত প্রসঙ্গে শিব-ভবানী সংবাদরূপে অদ্বৈত অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে। মহাভারতেও রামায়ণপ্রসঙ্গ আছে তাহাতে রামচরিত আশ্রয় করিয়া রামের ইতিবৃত্তমূলক অংশ আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন পুরাণে একই ভাবে রামচরিতের বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন বৌদ্ধজাতক ও জৈনগ্রন্থে রামের বিকৃত ইতিবৃত্তের পরিচয়ও পাওয়া যায়। গোস্বামী তুলসীদাস প্রণীত **রামচরিতমানসেও** রামচরিত আশ্রয় বহু উপাখ্যানসহ যুগোপযোগী ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে অপর একখানি **দ্রাবিড়ী রামায়ণ** আছে তাহাতেও প্রাচীন রামচরিত আশ্রয়ে ইতিবৃত্তমূলক উপাখ্যানও প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী কালে

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে রামায়ণের অনুবাদও হইয়াছে। উপাখ্যান অংশ সকল গ্রন্থে একরূপ নহে বলিয়া ইতিবৃত্ত, উপাখ্যান ও রূপক তাহার মধ্যে কত পরিমাণে আর কবি-কল্পনার বৈচিত্র্যও কত প্রকার তাহা নিরূপণ অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে বলিয়া সমগ্র রামচরিতের ইতিবৃত্তসম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হন। দ্বাপর ও কলির সন্ধিক্ষণে প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহার পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্রের আবির্ভাব বলিয়া বিভিন্ন পুরাণগ্রন্থে লিখিত আছে। উপাখ্যানসহ রূপকের বিচিত্র সমাবেশে এই গ্রন্থ এমন এক বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে যে ইহাতে ইতি-বৃত্তের অপেক্ষা উপাখ্যান বা রূপকের অংশের বিবরণ রামের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ উপস্থিত করে। সুগ্রীব, বানর, ঋক্ষ, হনুমান প্রভৃতির আচরণে মানুষের ইঙ্গিত যেমন উপাখ্যান, রূপকবাহুল্য তেমনি প্রকট করা হইয়াছে। এবিষয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত দ্রাবিড়ী রামায়ণে বহু বাস্তবতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে বানরের লেজের ইচ্ছামত হ্রাস-বৃদ্ধি বা দহন নাই অথবা সূর্য্যকে কক্ষপুটগত করিবার ব্যাপার নাই, যেখানে রাজা সূর্য্য তাঁহাকে বশীভূত করিয়া কার্য্যসিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, বা রাবণ রাক্ষসের দশমুণ্ডের পরিচয় নাই। সীতাহরণ করিলে প্রবলপ্রতাপ দুষ্ট রাক্ষসরাজ রাবণের সহিত দশরথপুত্র অযোধ্যার অধিপতি রামচন্দ্রের যুদ্ধের কথাই আছে। সুগ্রীব, বানর, ঋক্ষ, হনুমান প্রভৃতি বিশিষ্ট আকৃতি-বিশিষ্ট ভক্ত রাক্ষসজাতীয় লোক। ফলে প্রাচীন দ্রাবিড়ীরামায়ণ অন্যান্য প্রচলিত রামায়ণ অপেক্ষা বহুলাংশে বাস্তবতাপূর্ণ ইতিবৃত্ত। দ্রাবিড়ী রামায়ণের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত ও স্থানিক বর্ণনাতে তাহার পরিচয় দেয়। এই পুস্তকে প্রাচীনকালের দাক্ষিণাত্যে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা বাস্তবতাপূর্ণ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রদান করে। অগস্ত্য সে দেশের যাবতীয় সংস্কারের স্রষ্টা, ধারক ও বাহকরূপে এখনও সর্ব্বজন মুখে সমানভাবে স্বীকৃত। রাবণকে হত্যার পরে যাবতীয় আর্য্যসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা অগস্ত্যঋষি দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সুতরাং মহাভারতে লিখিত কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের পূর্ব্বে যে রামায়ণের ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের প্রকাশ নিতান্ত যুক্তিহীন। শ্রীরাম কখন কবিকল্পনার বিষয়বস্তু হইতে পারেন না।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই ব্যাকরণের মুখ্য অংশ গোরক্ষপুর গীতা প্রেস হইতে প্রকাশিত মানস-ব্যাকরণ হইতে সংগৃহীত। মানসব্যাকরণের সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য বহু আছে। যাহা উল্লেখ করা সম্ভব হইল না। শেষ খণ্ডে কবি ও ভক্তপ্রবর গোস্বামী মহোদয়ের অনুপম কবিত্বশক্তির ও অলঙ্কারাংশের আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

রামচরিতমানস ৬ষ্ঠ খণ্ড

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস—৬ষ্ঠ খণ্ড

তৃতীয় সোপান--অরণ্যকাণ্ড

শ্লোক

মূলং ধর্মতরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘঘনধ্বান্তাপহং তাপহম্।
মোহাম্ভোধরপূগপাটনবিধৌ স্বঃসম্ভবং শঙ্করং
বন্দে ব্রহ্মকুলং কলঙ্কশমনং শ্রীরামভূপপ্রিয়ম্ ॥১॥
সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরং
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তূণীরভারং বরম্।
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজূটেন সংশোভিতং
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামং ভজে ॥২॥

সোরঠা— উমা রাম গুন গূঢ় পণ্ডিত মুনি পাবহিঁ বিরতি।
পাবহিঁ মোহ বিমূঢ় জে হরি বিমুখ ন ধর্ম রতি ॥

চৌ—পুর নর ভরত প্রীতি মৈঁ গাঈ। মতি অনুরূপ অনূপ সুহাঈ ॥
অব প্রভু চরিত সুনহু অতি পাবন। করত জে বন সুর নর মুনি ভাবন ॥১॥
এক বার চুনি কুসুম সুহাএ। নিজ কর ভূষন রাম বনাএ ॥
সীতহি পহিরাএ প্রভু সাদর। বৈঠে ফটিক সিলা পর সুন্দর ॥২॥
সুরপতি সুত ধরি বায়স বেষা। সঠ চাহত রঘুপতি বল দেখা ॥
জিমি পিপীলিকা সাগর থাহা। মহা মন্দমতি পাবন চাহা ॥৩॥
সীতা চরন চোঁচ হতি ভাগা। মূঢ় মন্দমতি কারন কাগা ॥
চলা রুধির রঘুনায়ক জানা। সীন্হ ধনুষ সায়ক সন্ধানা ॥৪॥

দোহা— অতি কৃপাল রঘুনায়ক সদা দীন পর নেহ।
তা সন আই কীন্হ ছলু মূরখ অবগুন গেহ ॥১॥

পদ্যানুবাদ

ধর্ম্ম-তরুমূল যিনি চিদানন্দ ঘন। বিবেকসমুদ্রে যিনি পূর্ণ শশি-সম ॥
বৈরাগ্য-অম্বুজ-রবি ত্রিতাপনাশন। ঘোর পাপ-অন্ধকার-বিনাশ-কারণ ॥
মোহ-মেঘ-রাশি-ভেদে নিপুণ-কারণ। পবন-স্বরূপে যাঁর হয় প্রকাশন ॥
ব্রহ্মার নন্দন যিনি কলঙ্ক শমন। বন্দি রাম ভূপপ্রিয় শিব শুভ ঘন ॥
বারিভরা মেঘ-সম শ্যাম দেহধর। সুন্দর আনন্দ-ঘন যিনি পীতাম্বর ॥
হস্তে বাণ-শরাসন অতীব সুন্দর। কটিতে তূণীর-ভার শোভে মনোহর ॥

আয়ত অম্বুজ-সম যাঁহার লোচন। জটাজুটধারী যাঁর দেহ সুশোভন॥
সীতা ও লক্ষ্মণ সহ যিনি পথচারী। সেই অভিরাম রামে আমি নতি করি॥
সোরঠা—রামগুণ গূঢ় জানিবে পার্ব্বতী সুধী ও মুনিরে বৈরাগ্য তা'দিবে॥
হরিতে বিমুখ নাই ধর্ম্মে মতি মোহ লভি তাহে সুখ না ভুঞ্জিবে॥
চৌ—পুরন্দর ও ভরত-পিরীতি বর্ণিনু। অনুপম চারু তাহা যেমন বুঝিনু॥
এবে বনে সুপাবন প্রভুর চরিত—শুন,— সুর, নর, নারী যাহে উদ্ভাসিত॥
একবার চারু পুষ্প করিয়া চয়ন। শ্রীরাম রচেন শুভ হস্তের ভূষণ॥
সীতারে পরান প্রভু অতি সমাদরে। বসিয়া সুন্দর শিলাস্ফটিক উপরে॥
বায়সের বেশ ধরি' ইন্দ্রের নন্দন। রঘুপতি-শক্তি মূর্খ করে পরীক্ষণ।
পিপীলিকা যায় যথা সাগর মাপিতে। মহামন্দমতি চাহে তথা আচরিতে॥
সীতা-পদে চঞ্চু হানি' করে পলায়ন। মূঢ়তা কুবুদ্ধি কাকে তাহার কারণ॥
শোণিত ক্ষরিল তাহে শ্রীরাম দেখিলা। শরে রচা বাণ নিজ ধনুকে জুড়িলা।
দোহা— অতি দয়াপর রঘুর নায়ক দীনপরে সদা স্নেহ অতি।
তার সনে করে মূর্খ আসি' ছল নির্গুণতা যেন মূর্তিমতী॥১॥

মূল

চৌ— প্রেরিত মন্ত্র ব্রহ্মসর ধাবা। চলা ভাজি বায়স ভয় পাবা॥
ধরি নিজ রূপ গয়উ পিতু পাহীঁ। রাম বিমুখ রাখা তেহি নাহীঁ॥১॥
ভা নিরাস উপজী মন ত্রাসা। জথা চক্র ভয় রিষি দুর্বাসা॥
ব্রহ্মধাম সিবপুর সব লোকা। ফিরা শ্রমিত ব্যাকুল ভয় সোকা॥২॥
কাহুঁ বৈঠন কহা ন ওহী। রাখি কো সকই রাম কর দ্রোহী।
মাতু মৃত্যু পিতু সমন সমানা। সুধা হোই বিষ সুনু হরিজানা॥৩॥

বাংলা অর্থ—ধর্ম্মতরু—ধর্ম্মরূপ বৃক্ষ; বিবেকজলধি—বিবেকরূপ সমুদ্র; অঘঘন-ধ্বান্তাপহ—পাপরূপী ঘোর অন্ধকার-নাশক; তাপহ—তাপহরণকারী; মোহাম্ভোধর-পূগপাটনবিধৌ—মোহরূপ মেঘসমূহের ছিন্ন ভিন্ন করণ ক্রিয়াতে; শ্বাস—বায়ুমূর্ত্তি; ব্রহ্মকুল—ব্রহ্মার আত্মজ (মানসপুত্র); ১ শ্লোক

বাংলা অর্থ—সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনু—সজল মেঘের ন্যায় আনন্দময় সুন্দর দেহধারী; কটিলসত্তুণীরভার—কটিদেশে উজ্জ্বল তূণীর ধারণকারী; রাজীবায়তলোচন—পদ্মের ন্যায় বিশাল চক্ষু; পথিগত—পথচারী। ২ শ্লোক

বাংলা অর্থ—পাবহি—পায়; মুনি ভাবন—মুনিগণের দীপ্তিদানকারী; চুনি—চয়ন করিয়া; পহিরাএ—পরাইলেন; সুরপতি সুত—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত; সাগর থাহা—সমুদ্রের থাই; চোঁচ—চঞ্চু; হতি—আঘাত করিয়া; কাগা—কাক (বেশে); সীঙ্ক—শর কাণ্ড; সন্ধানা—সন্ধান করিলেন; অবগুন গেহ—অগুণের আধার; (১ দো)

মিত্র করই সত রিপু কৈ করনী। তা কহঁ বিবুধনদী বৈতরনী॥
সব জগু তাহি অনলহু তে তাতা। জো রঘুবীর বিমুখ সুনু ভ্রাতা॥৪॥
নারদ দেখা বিকল জয়ন্তা। লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা॥
পঠবা তুরত রাম পহিঁ তাহী। কহেসি পুকারি প্রনত হিত পাহী॥৫॥
আতুর সভয় গহেসি পদ জাঈ। ত্রাহি ত্রাহি দয়াল রঘুরাঈ॥
অতুলিত বল অতুলিত প্রভুতাঈ। মৈঁ মতিমন্দ জানি নহিঁ পাঈ॥৬॥
নিজ কৃত কর্ম জনিত ফল পায়উঁ। অব প্রভু পাহি সরন তকি আয়উঁ॥
সুনি কৃপাল অতি আরত বানী। একনয়ন করি তজা ভবানী॥৭॥

সোরঠা—কীন্হ মোহ বস দ্রোহ জদ্যপি তেহি কর বধ উচিত।
প্রভু ছাড়েউ করি ছোহ কো কৃপাল রঘুবীর সম॥২॥

পদ্যানুবাদ

ব্রহ্মশর মন্ত্র-পূত এ বাণ আছিল। ভয়ে ভীত হ'য়ে কাক দ্রুত পলাইল॥
নিজ রূপ ধরি' কাক পিতৃ-পার্শ্বে যায়। রাম-বিমুখতা হেতু আশ্রয় না পায়॥১॥
আশাহীন হ'য়ে মনে ত্রাস উপজিল। † ঋষি-চক্রে দুর্ব্বাসার যে দশা ঘটিল॥
ব্রহ্মলোক, শিব-লোক সর্ব্বত্র ছুটিল। চিন্তা, ভয়, পরিশ্রমে কাতর হইল॥২॥
কেহ নাহি দিল তারে বসিতে আসন। রামদ্রোহী যেই'—তা'রে যে করে রক্ষণ ?
মাতা মৃত্যু-সম, পিতা হ'ন যম-সম। হে গরুড়! শুন তা'র সুধা বিষোপম॥৩॥
মিত্র তার করে শত রিপুর করম। তার কাছে সুরধুনী বৈতরণী-সম॥
অগ্নি হ'তে বেশী তপ্ত বিশ্ব কাছে তা'র, শুন ভাই! রাম-পদে বৈমুখ্য যাহার॥৪॥
জয়ন্তে বিকল যবে নারদ হেরিলা। সাধুর কোমল চিত্ত দয়াতে ভরিলা॥
দ্রুত রাম-পার্শ্বে তা'রে দেন পাঠাইয়া। 'আশ্রিত পালক রক্ষ' কহিতে ডাকিয়া॥৫
আতুর সভয়ে কহে তাঁর পদ ধ'রে। হে দয়াল! রঘুরাজ রক্ষা কর মোরে॥
অতুল প্রভাব বল রয়েছে তোমার। মূঢ় আমি শক্তি মম নাহি বুঝিবার॥৬॥
নিজ কৃত কর্ম্ম ফল লভিনু এখন। এবে প্রভু রক্ষা কর লইনু শরণ॥
শুনিয়া কৃপাল তা'র আর্তিভরা বাণী। এক চক্ষু করিলেন শুন হে ভবানি!॥৭॥

বাংলা অর্থ—ভাজি চলা—পলাইয়া গেল; উপজী—জন্মিল; রিষি চক্র—ঋষিগণ কর্তৃক রচিত চক্রান্ত; সিবপুর—শিবলোক; কাহূঁ—কেহও; বিবুধনদী—গঙ্গানদী; বৈতরণী—যমপুরীর নদী; তাতা—উত্তপ্ত; লাগি—জন্য; পুকারি—চীৎকার করিয়া; তকি—লক্ষ্য করিয়া; এক নয়ন করি—এক চক্ষু হীন করিয়া; দ্রোহ—বিদ্রোহ; ছোহ—কৃপা; হরিজানা—হরিভক্ত (গরুড়); (দো ২)

---

† অযোধ্যাকাণ্ড ২৬৫ দোহাতে দ্বিতীয় চৌপাই দুর্ব্বাসা-অম্বরীষ উপাখ্যানে দুর্ব্বাসার দুর্গতি দ্রষ্টব্য।

সোরঠা—মোহ বশে দ্রোহ যদ্যপি করিল বধদণ্ড তার যথোচিত হয়।
প্রভু ছাড়ি' দিলা কৃপা করি' তা'রে রাম-সম কেবা হেন কৃপাময়? ॥২

মূল

চৌ— রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা। চরিত কিএ শ্রুতি সুধা সমানা॥
বহুরি রাম অস মন অনুমানা। হোইহি ভীর সবহিঁ মোহি জানা॥১॥
সকল মুনিন্হ সন বিদা করাই। সীতা সহিত চলে দ্বৌ ভাঈ॥
অত্রি কে আশ্রম জব প্রভু গয়উ। সুনত মহামুনি হরষিত ভয়উ॥২॥
পুলকিত গাত অত্রি উঠি ধাএ। দেখি রামু আতুর চলি আএ॥
করত দণ্ডবত মুনি উর লাএ। প্রেম বারি দ্বৌ জন অন্হবাএ॥৩॥
দেখি রাম ছবি নয়ন জুড়ানে। সাদর নিজ আশ্রম তব আনে॥
করি পূজা কহি বচন সুহাএ। দিএ মূল ফল প্রভু মন ভাএ॥৪॥

সো— প্রভু আসন আসীন ভরি লোচন সোভা নিরখি।
মুনিবর পরম প্রবীন জোরি পানি অস্তুতি করত॥৩॥

পদ্যানুবাদ

রঘুবীর চিত্রকূটে যবে নিবসিলা। শুনিতে অমৃত-সম চরিত সাধিলা॥
পুনর্ব্বার হেন কথা চিন্তে অনুমানে। জনতার ভীড় হবে সবে যদি জানে॥১
মুনিগণ পার্শ্ব হ'তে বিদায় লইলা। সীতা সহ দুই ভাই কাননে চলিলা॥
অত্রির আশ্রমে প্রভু হ'ন উপনীত। মহামুনি শুনি' হ'ন অতি হরষিত॥২॥
তনুতে পুলক ভরি' অত্রি উঠে যা'ন। রাম তাঁ'রে দেখি' ত্বরা আসিয়া পৌঁছান॥
রামে বুকে ধরি' মুনি করে আলিঙ্গন। প্রেমবারি দুজনার পূরিল নয়ন॥৩॥
নেহারি' শ্রীরামে মুনি-আঁখি জুড়াইল। সমাদরে সবাকারে আশ্রমে আনিল
পূজা করি' কহি কথা পরম সুন্দর। ফলমূল দিলা প্রভু-মনোরুচিকর॥৪॥
সোরঠা—আসনে আসীন হইলেন প্রভু, আঁখি ভরি' মুনি শোভা নিরখিলা।
পরম প্রবীণ সেই মুনিবর যুক্তকর করি' স্তুতি বিরচিলা॥৩॥

মূল

ছং— নমামি ভক্ত বৎসলং। কৃপালু শীল কোমলং॥
ভজামি তে পদাম্বুজং। অকামিনাং স্বধামদং॥১॥
নিকাম শ্যাম সুন্দরং। ভবাম্বুনাথ মন্দরং॥
প্রফুল্ল কঞ্জ লোচনং। মদাদি দোষ মোচনং॥২॥
প্রলম্ব বাহু বিক্রমং। প্রভোঽপ্রমেয় বৈভবং॥
নিষঙ্গ চাপ সায়কং। ধরং ত্রিলোক নায়কং॥৩॥

বাংলা অর্থ—ভীর—ভিড়; আতুর—ত্বরাপূর্ব্বক; ভায়ে—ভাল লাগিল; অস্তুতি—স্তব; জুড়ানে—জুড়াইল; জোরি—যুক্ত করিয়া; (দো ৩)

দিনেশ বংশ মণ্ডনং। মহেশ চাপ খণ্ডনং॥
মুনীন্দ্র সন্ত রঞ্জনং। সুরারি বৃন্দ ভঞ্জনং ॥৪॥
মনোজ বৈরি বন্দিতং। অজাদি দেব সেবিতং॥
বিশুদ্ধ বোধ বিগ্রহং। সমস্ত দূষণাপহং ॥৫॥
নমামি ইন্দিরা পতিং। সুখাকরং সতাং গতিং॥
ভজে সশক্তি সানুজং। শচী পতি প্রিয়ানুজং ॥৬॥
ত্বদঙ্ঘ্রি মূল যে নরাঃ। ভজন্তি হীন মৎসরাঃ॥
পতন্তি নো ভবার্ণবে। বিতর্ক বীচি সঙ্কুলে ॥৭॥
বিবিক্ত বাসিনঃ সদা। ভজন্তি মুক্তয়ে মুদা॥
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং। প্রযান্তি তে গতিং স্বকং ॥৮॥
তমেকমদ্ভুতং প্রভুং। নিরীহমীশ্বরং বিভুং॥
জগদ্গুরুং চ শাশ্বতং। তুরীয়মেব কেবলং ॥৯॥
ভজামি ভাব বল্লভং! কুযোগিনাং সুদুর্লভং॥
স্বভক্ত কল্প পাদপং সমং সুসেব্যমন্বহং ॥১০॥
অনূপ রূপ ভূপতিং। নতোঽহমুর্বিজা পতিং॥
প্রসীদ মে নমামি তে। পদাব্জ ভক্তি দেহি মে ॥১১॥
পঠন্তি যে স্তবং ইদং। নরাদরেণ তে পদং॥
ব্রজন্তি নাত্র সংশয়ং। ত্বদীয় ভক্তি সংযুতাঃ ॥১২॥

দোহা—বিনতী করি মুনি নাই সিরু কহ কর জোরি বহোরি।
চরন সরোরুহ নাথ জনি কবহুঁ তজৈ মতি মোরি ॥৪॥

পদ্যানুবাদ

ভকত বৎসল প্রভো! সুকোমল কৃপাময়!
চরণে নমিলে দাও নিষ্কামেরে নিজালয় ॥১॥
শ্যাম চারু কামহীন ভবাব্ধিতে যে মন্দর।
ফুল্ল পদ্ম-সম আঁখি ষড়রিপু-দোষহর ॥২॥
দীর্ঘবাহু পরাক্রমে বৈভবেরো নাহি পার।
তুণীর ও ধনুর্ব্বাণে হে প্রভো! ত্রিলোকাধার ॥৩॥
সূর্য্যবংশ-বিভূষণ শিবধনু ভঙ্গ কর।
মুনীশ সাধুরে তুষি' অসুরের দর্প হর ॥৪॥
কামারি বন্দিছে তোমা ব্রহ্মা আদি সেবাপর।
শুদ্ধ জ্ঞান-মূর্ত্তি তুমি সর্ব্ব দোষ নাশ কর ॥৫॥
লক্ষ্মীপতি! লহ নতি সজ্জনে সুগতি দাতা।
সশক্তি সানুজে নমি ওহে পুরন্দর ভ্রাতা * ॥৬॥

* বামন

বিমৎসর পূজাপর তব পাদ-মূলে যারা।
না পড়িবে ভবার্ণবে কুতর্ক-তরঙ্গে ভরা।৭॥
মুক্তিপর ভজিবারে একান্ত নিবসে যা'রা।
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি নিজগতি পাবে তারা।৮॥
সে তুমি অদ্ভুত প্রভু নিরীহ প্রশস্যতম।
জগদ্‌-গুরু সনাতন তুরীয় ও একতম ॥৯॥
ভাবপ্রিয় তোমা ভজি' না পাবে বিষয়ী কেহ।
ভক্তজন-কল্পতরু সেবি তোমা অহরহ ॥১০॥
রূপে অনুপম নৃপ নমি তোমা সীতাপতি।
হও তুষ্ট দাও শুদ্ধা পদাম্বুজে সে ভকতি ॥১১॥
ভক্তিযুক্ত যেবা এই স্তুতি করে সমাদরে,
নিঃসংশয়ে পর পদ সেই জন লাভ করে ॥১২॥

দো—বিনতি করিয়া শির নত করি' করযোড়ে পুনঃ পুনঃ কয়।
হে নাথ! ত্যজিতে চরণ-কমল মতি মম যেন নাহি হয় ॥৪॥

মূল

চৌ—অনুসুইয়া কে পদ গহি সীতা। মিলী বহোরি সুসীল বিনীতা ॥
রিষিপতিনী মন সুখ অধিকাঈ। আসিষ দেই নিকট বৈঠাঈ ॥১॥
দিব্য বসন ভূষন পহিরাএ। জে নিত নূতন অমল সুহাএ ॥
কহ রিষিবধূ সরস মৃদু বানী। নারিধর্ম কছু ব্যাজ বখানী ॥২॥
মাতু পিতা ভ্রাতা হিতকারী। মিতপ্রদ সব সুনু রাজকুমারী ॥
অমিত দানি ভর্তা বয়দেহী। অধম সো নারি জো সেব ন তেহী ॥৩॥
ধীরজ ধর্ম মিত্র অরু নারী। আপদ কাল পরিখিঅহিঁ চারী ॥
বৃদ্ধ রোগবস জড় ধনহীনা। অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীনা ॥৪॥
ঐসেহু পতি কর কিএঁ অপমানা। নারি পাব জমপুর দুখ নানা ॥
একই ধর্ম এক ব্রত নেমা। কায়ঁ বচন মন পতি পদ প্রেমা ॥৫॥
জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহহীঁ। বেদ পুরান সন্ত সব কহহীঁ ॥
উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ। সপনেহুঁ আন পুরুষ জগ নাহীঁ ॥৬॥
মধ্যম পরপতি দেখই কৈসেঁ। ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসেঁ ॥

বাংলা অর্থ—স্বধামদ—পরমধাম দানকারী; বিক্রম—পরাক্রম; মনোজবৈরি—কামদেবের শত্রু (মহাদেব); সশক্তি—শক্তি সহ (সীতা সহ); বিতর্কবীচি সঙ্কুল—সংশয়রূপ তরঙ্গপূর্ণ; বিবিক্ত বাসিনঃ—নির্জনে বাসকারী; তুরীয়—ত্রিগুণাতীত; উর্বিজাপতি—জানকীপতি; মোরি—আমার; (৪ দোঃ)

ধর্ম বিচারি সমুঝি কুল রহঈ। সো নিকিষ্ট ত্রিয় শ্রুতি অস কহঈ ॥৭॥
বিনু অবসর ভয় তেঁ রহ জোঈ। জানেহু অধম নারি জগ সোঈ ॥
পতি বঞ্চক পরপতি রতি করঈ। রৌরব নরক কল্প সত পরঈ ॥৮॥
ছন সুখ লাগি জনম সত কোটী। দুখ ন সমুঝ তেহি সম কো খোটী ॥
বিনু শ্রম নারি পরম গতি লহঈ। পতিব্রত ধর্ম ছাড়ি ছল গহঈ ॥
পতি প্রতিকুল জনম জহঁ জাঈ। বিধবা হোই পাই তরুনাঈ ॥৯॥
সোঃ—সহজ অপাবনি নারি পতি সেবত সুভ গতি লহই।
জসু গাবত শ্রুতি চারি অজহুঁ তুলসিকা হরিহি প্রিয় ॥ ৫ক ॥
সুনু সীতা তব নাম সুমিরি নারি পতিব্রত করহিঁ।
তোহি প্রানপ্রিয় রাম কহিউঁ কথা সংসার হিত ॥ ৫ খ ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অনসূয়াপদ তদা ধরিলেন সীতা। মিলিলেন তাঁর সনে সুশীলা বিনীতা ॥
ঋষি পত্নী তাহে পুন বহু সুখ পান। শুভাশিস্ দিয়া তাঁরে নিকটে বসান ॥১
পরালেন হেন দিব্য বসন-ভূষণ। শোভে তা' সুন্দর যেন নিতুই নূতন।
ঋষি বধূ কহি' তাঁরে চারু মৃদু বাণী। নারী ধর্ম্ম কথাচ্ছলে কহেন বাখানি' ॥২
মাতা পিতা, ভ্রাতা জানো সবে হিতকারী। কিন্তু তা'রা মিতদাতা হে রাজকুমারি!
ভর্ত্তা জেনো সব চেয়ে বেশী সুখ দিবে। অধম সে নারী যেই তাঁরে না সেবিবে ॥৩
ধৈর্য্যে ও ধরমে তথা মিত্রে, নারীগণে। বিপদ পরীক্ষা করে এই চারি জনে ॥
বৃদ্ধ, রোগে আর্ত্ত তথা জড়, ধনহীন। অন্ধ ও বধির, ক্রোধী যারা অতি দীন ॥৪
এহেন পতিরে নারী অপমান করি'। বহু দুঃখ পায় তা'রা সম যমপুরী ॥
ধর্ম্ম, ব্রত নিয়মও একই সাধন। কায়-মনোবাক্যে সেবা পতির চরণ ॥৫
ধরা ধরে পতিব্রতা এ' চারি প্রকার। আগম, পুরাণ, ভক্তে কহে বার বার ॥
উত্তমের মন সদা এইভাব ধরে। স্বপনে না ভাবে ধরা ধরে অন্য নরে ॥৬
মধ্যম যে পরপতি দেখিবে কেমন। নিজ ভায়ে পিতা পুত্রে দেখিবে যেমন ॥
ধরম বিচারি' রাখে নিজ কুল মান। নিকৃষ্ট তাহারে শ্রুতি করেন বাখান ॥৭
সুবিধা না লভি'ভয়ে পাতিব্রত্য চরে। অধমা কহিব তা'রে ধরার ভিতরে ॥
পতি বঞ্চি' পরপতি সাথে করে রতি। শত কল্প রৌরবেতে তাহার বসতি ॥৮
ক্ষণ সুখ তরে শত কোটি জন্ম ব্যথা। না বুঝে যে জন তার সম দুঃখী কোথা?
পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম ধরি' ত্যজিয়া ছলনা। অনায়াসে পরা গতি লভিবে ললনা ॥৯
সো—স্বভাবে অপূতা পতি সেবি' নারী শুভা গতি জানি লভিবে নিশ্চয় ॥
তুলসীর যশ গায় বেদ চারি আজিও তাই সে হরিপ্রিয়া হয় ॥ ৫ক॥
ওহে সীতা শুন! তব নাম স্মরি' পতিব্রতা-ধর্ম্ম নারীরা আচরে।
প্রাণপ্রিয় তব রঘুনাথে জানি' কহিনু এ মর্ম্ম ভবহিত-তরে ॥৫খ॥

চৌ—সুনি জানকীঁ পরম সুখু পাবা। সাদর তাসু চরন সিরু নাবা॥
তব মুনি সন কহ কৃপানিধানা। আয়সু হোই জাউঁ বন আনা॥১॥
সন্তত মো পর কৃপা করেহূ। সেবক জানি তজেহু জনি নেহূ॥
ধর্ম ধুরন্ধর প্রভু কৈ বানী। সুনি সপ্রেম বোলে মুনি গ্যানী॥২॥
জাসু কৃপা অজ সিব সনকাদী। চহত সকল পরমারথ বাদী॥
তে তুম্হ রাম অকাম পিআরে। দীনবন্ধু মৃদু বচন উচারে॥৩॥
অব জানী মৈঁ শ্রী চতুরাঈ। ভজী তুম্হহি সব দেব বিহাঈ॥
জেহি সমান অতিসয় নহিঁ কোঈ। তা কর সীল কস ন অস হোঈ॥৪॥
কেহি বিধি কহৌঁ জাহু অব স্বামী। কহহু নাথ তুম্হ অন্তরজামী॥
অস কহি প্রভু বিলোকি মুনি ধীরা। লোচন জল বহ পুলক সরীরা॥৫॥

ছন্দ— তন পুলক নির্ভর প্রেম পূরন নয়ন মুখ পঙ্কজ দিএ।
মন গ্যান গুন গোতীত প্রভু মৈঁ দীখ জপ তপ কা কিএ॥
জপ জোগ ধর্ম সমূহ তেঁ নর ভগতি অনুপম পাবঈ।
রঘুবীর চরিত পুনীত নিসি দিন দাস তুলসী গাবঈ॥

দোহা— কলিমল সমন দমন মন রাম সুজস সুখমূল।
সাদর সুনহিঁ জে তিন্হ পর রাম রহহিঁ অনুকূল॥ ৬ ক॥

সোরঠা— কঠিন কাল মল কোস ধর্ম ন গ্যান ন জোগ জপ।
পরিহরি সকল ভরোস রামহি ভজহিঁ তে চতুর নর॥ ৬ খ॥

পদ্যানুবাদ

শুনিয়া পরম সুখ জানকী লভিলা। সাদরে চরণে তাঁর মস্তক নমিলা।
তদা মুনি সনে কহে কৃপার নিধান॥ আজ্ঞা যদি কর প্রভো! যাই বন আন্॥১
সতত আমার পরে কৃপালু রহিবে। সেবক জানিয়া স্নেহ কভু না ত্যজিবে॥
ধর্ম্ম-ধুরন্ধর প্রভু যবে ক'ন বাণী। শুনি প্রেমভরে তবে ক'ন মুনি জ্ঞানী॥২
যাঁ'র কৃপাবলে ব্রহ্মা শিব সনকাদি। মাগিছে সর্ব্বদা সব পরমার্থবাদী॥
সেই তুমি রাম ভক্ত-বৎসল অকামী। দীন-বন্ধু তাই তুমি কহ মৃদু বাণী॥৩
যা'র সম যা'র চেয়ে বড় কেহ নয়। তার শীল হেন বুঝি হইবে নিশ্চয়॥
লক্ষ্মীই চতুরা, আমি বুঝিলাম এবে। ভজনা করেন তোমা' ত্যজি' সর্বদেবে॥৪

বাংলা অর্থ—ব্যাজ—ছলে; বয়দেহী—বৈদেহী; পরিখিঅহিঁ—পরীক্ষিত হয়; নিকিষ্ট—নিকৃষ্ট (হীন); খোটী—দুষ্টা; তরুণাঈ—তরুণতা, যৌবন; অজহুঁ—আজও তুলসিকা—তুলসীপত্র; গহঈ—গ্রহণ করে; (দো—৫)

কেমনে বা কহি এবে যাও তুমি স্বামী, তুমি কহ নাথ!—তোমা জানি অন্তর্যামী ॥
হেন কহি' ধীর মুনি প্রভুরে হেরিলা। শরীরে পুলক, আঁখি বারিতে ভরিলা ॥
ছঃ— তনু পুলকিত প্রেমে ভরে হিয়া নয়নে হেরিল বদন কমল।
মন-গুণ-জ্ঞান-ইন্দ্রিয়-অতীত প্রভুরে হেরিনু কিবা তপোবল।
তুলসী গাহিছে ভক্তি অনুপম জপ-যোগ-ধর্ম্মে আচরি' লভিবে।
রঘুবীর কথা অতিশয় পূত দিবস যামিনী তুলসী গাহিবে ॥
দো।—কলিমল নাশে মন নিয়ন্ত্রণে রামের সুযশ সর্ব্বসুখমূল।
সাদরে যাহারা শুনে তার প্রতি রাঘব হবেন সদা অনুকূল।৬ক।
সো—কঠোর এ কলি হল পাপ স্থান—না ধর্ম্ম, না জ্ঞান, নাহি যোগ, ধ্যান।
সব পরিহরি' রামে আশাবান্ যে ভজিবে রামে সেই বুদ্ধিমান্ ॥৬খ॥

মূল

চৌ— মুনি পদ কমল নাই করি সীসা। চলে বনহিঁ সুর নর মুনি ঈসা ॥
আগেঁ রাম অনুজ পুনি পাছেঁ। মুনি বর বেষ বনে অতি কাছেঁ ॥১॥
উভয় বীচ শ্রী সোহই কৈসী। ব্রহ্ম জীব বিচ মায়া জৈসী ॥
সরিতা বন গিরি অবঘট ঘাটা। পতি পহিচানি দেহিঁ বর বাটা ॥২॥
জহঁ জহঁ জাহিঁ দেব রঘুরায়া। করহিঁ মেঘ তহঁ তহঁ নভ ছায়া ॥
মিলা অসুর বিরাধ মগ জাতা। আবতহীঁ রঘুবীর নিপাতা ॥৩॥
তুরতহিঁ রুচির রূপ তেহিঁ পাবা। দেখি দুখী নিজ ধাম পঠাবা ॥
পুনি আএ জহঁ মুনি সরভঙ্গা। সুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গা ॥৪॥
দোহা— দেখি রাম মুখ পঙ্কজ মুনিবর লোচন ভৃঙ্গ।
সাদর পান করত অতি ধন্য জন্ম সরভঙ্গ ॥৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শির নত করি' মুনি চরণকমলে। সুর-নর-মুনি-প্রভু বন-পানে চলে ॥
আগে রাম চলে পিছু অনুজ লক্ষ্মণ। মুনীশের বেশে চলে অতি সুশোভন ॥১॥
দু'জনার মাঝে লক্ষ্মী শোভিছে কেমন। ব্রহ্ম-জীব-মাঝে মায়া শোভয়ে যেমন।
বন, গিরিপথ, খাল, নদী ও পর্ব্বত। প্রভুরে চিনিয়া রচে মনোহর পথ ॥২
যেথা যেথা যাত্রাপথে যা'ন রঘুরাজ। সেথা সেথা মেঘ রচে ছায়া নভোমাঝ ॥
পথে যে'তে বিরাধের মিলিল সাক্ষাৎ। সম্মুখে হেরি' সে রামে করে প্রণিপাত ॥৩
ত্বরিত রুচির রূপ সে তদা লভিলা। দুখী হেরি' প্রভু নিজধামে পাঠাইলা ॥
পুন আসিলেন যেথা মুনি শরভঙ্গ। সুন্দর অনুজ সাথে আর সীতা-সঙ্গ ॥৪॥

বাংলা অর্থ—নেহূঁ—স্নেহ; অজ—ব্রহ্মা; কস ন—কেন না; অস—এমন; গোতীত—ইন্দ্রিয়াতীত; পাবঈ—পায়; মন কোস—[illegible] আধার; (দো—৬ক, খ)

দোহা—রাম মুখপদ্মে মুনিবর আঁখি শোভিল যেমন এক ভৃঙ্গ।
পানরত হল মকরন্দ-সুধা, অতি ধন্য জন্ম শরভঙ্গ ॥৭॥

মূল

চৌ— কহ মুনি সুনু রঘুবীর কৃপালা। সঙ্কর মানস রাজমরালা ॥
জাত রহেউঁ বিরঁচি কে ধামা। সুনেউঁ শ্রবন বন ঐহহিঁ রামা ॥১॥
চিতবত পঁথ রহেউঁ দিন রাতী। অব প্রভু দেখি জুড়ানী ছাতী ॥
নাথ সকল সাধন মৈঁ হীনা। কীন্হী কৃপা জানি জন দীনা ॥২॥
সো কছু দেব ন মোহি নিহোরা। নিজ পন রাখেউ জন মন চোরা ॥
তব লগি রহহু দীন হিত লাগী। জব লগি মিলৌঁ তুমহহি তনু ত্যাগী ॥৩॥
জোগ জগ্য জপ তপ ব্রত কীন্হা। প্রভু কহঁ দেই ভগতি বর লীন্হা ॥
এহি বিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গা। বৈঠে হৃদয়ঁ ছাড়ি সব সঙ্গা ॥৪॥
দোহা— সীতা অনুজ সমেত প্রভু নীল জলদ তনু স্যাম।
মম হিয়ঁ বসহু নিরন্তর সগুনরূপ শ্রীরাম ॥৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কহে মুনি—শুন ওহে রাঘব কৃপাল! শঙ্কর মানস-সরে হে রাজমরাল!
যাইতেছিলাম আমি বিরিঞ্চির ধাম। হেন কালে শুনি আমি—আসিবেন রাম ॥১
পথপানে চাহি' চাহি' দিন রাত্রি যায়। প্রভুরে হেরিয়া এবে হৃদয় জুড়ায় ॥
ওহে নাথ! জানো আমি সাধনা-বিহীন। কৃপা প্রদর্শিলে মোরে আমি দীন হীন ॥২
কৃপাল! এসেছ তুমি নিজ প্রয়োজনে। ভক্ত-মনচোর হ'য়ে রাখ নিজ পণে ॥
দীন হীন তরে হেথা রহিও তাবৎ। তনু ত্যজি' মিলাইব তোমাতে যাবৎ ॥৩
যাগ-যজ্ঞ-জপ-তপ-ব্রত যা' আচরে। প্রভুপাদে সব সঁপি', মাগে ভক্তি-বরে ॥
হেন মতে চিতা রচি' মুনি শরভঙ্গ। বসিলেন তার পরে ত্যজি' সব সঙ্গ ॥৪॥
দোহা— সীতা ও অনুজে সাথে ল'য়ে প্রভু ঘন নীল জলধর শ্যাম
মম হিয়া মাঝে রহ নিরন্তর সগুণ মূরতি ধরি' রাম ॥৮॥

মূল

চৌ—অস কহি জোগ অগিনি তনু জারা। রাম কৃপাঁ বৈকুণ্ঠ সিধারা ॥
তাতে মুনি হরি লীন ন ভয়ঊ। প্রথমহিঁ ভেদ ভগতি বর লয়ঊ ॥১॥

বাংলা অর্থ—কাছেঁ—নিকটস্থ; অবঘট—দুর্গম; ঘাটা—ঘাঁটি; বাটা—পথ; নিপাতা—নিপাত করিলেন (মারিলেন); মগ—মার্গ, পথ; বনে—সাজিলেন; (দো—৭)

বাংলা অর্থ—বিরিঞ্চিকে ধাম—ব্রহ্মলোক; ঐহহিঁ—আসিবেন; চিতবত রহেউঁ—দেখিতেছিলাম; ছাতী—হৃদয়; নিহোরা—অনুকম্পা; জব লগি—যাবৎকাল; -প্রভুকে দান করিয়া; মিলৌঁ—মিলিব; (দো—৮)

রিষি নিকায় মুনিবর গতি দেখী। সুখী ভএ নিজ হৃদয়ঁ বিসেষী ॥
অস্তুতি করহিঁ সকল মুনি বৃন্দা। জয়তি প্রনত হিত করুনা কন্দা ॥২॥
পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে। মুনিবর বৃন্দ বিপুল সঁগ লাগে ॥
অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া। পূছী মুনিন্হ লাগি অতি দায়া ॥৩॥
জানতহুঁ পূছিঅ কস স্বামী। সবদরসী তুম্হ অন্তরজামী ॥
নিসিচর নিকর সকল মুনি খাএ। সুনি রঘুবীর নয়ন জল ছাএ ॥৪॥

দোহা— নিসিচর হীন করউঁ মহি ভুজ উঠাই পন কীন্হ।
সকল মুনিন্হ কে আশ্রমন্হি জাই জাই সুখ দীন্হ ॥৯॥

পত্তানুবাদ

চৌ—ইহা কহি' যোগাগ্নিতে মুনি দহি' কায়। বৈকুণ্ঠেতে চলিলেন শ্রীরাম-কৃপায়।
মাগিয়াছিলেন পূর্ব্বে ভেদ-ভক্তি-বর। তাই না হরিতে লীন হ'ন মুনিবর ॥১॥
ঋষিবৃন্দ হেরিলেন মুনিবর-গতি। সবাকার হিয়া সুখে ভরি' গেল অতি ॥
সেথা যত মুনিগণ করে স্তুতিগান। জয় ভক্তহিতকারী করুণানিধান ॥২॥
পুন রঘুনাথ হ'ন বনে আগুয়ান। মুনিবর-বৃন্দ তাঁর সঙ্গে চলি'যান ॥
অস্থি-পুঞ্জে যদা পুন রঘুরাজ হেরে। মুনিগণে পুছি' হিয়া করুণাতে ভরে ॥৩
জানিয়াও পুছিতেছ কেন তুমি স্বামী? সকল বিদিত তব তুমি অন্তর্যামী।
রাক্ষসেরা এই বনে নাশে মুনিগণ। শুনিয়া সজল হ'ল রামের নয়ন ॥৪॥
দোহা—রাক্ষস-বিহীন ধরারে করিতে তুলি'হাত করিলেন পণ।
সকল মুনিরে সুখদান-তরে আশ্রমেতে করেন গমন ॥৯॥

মূল

চৌ—মুনি অগস্তি কর সিষ্য সুজানা। নাম সুতীছন রতি ভগবানা।
মন ক্রম বচন রাম পদ সেবক। সপনেহুঁ আন ভরোস ন দেবক ॥১॥
প্রভু আগবনু শ্রবন সুনি পাবা। করত মনোরথ আতুর ধাবা।
হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া। মো সে সঠ পর করিহহিঁ দায়া ॥২॥
সহিত অনুজ মোহি রাম গোসাঈ। মিলিহহিঁ নিজ সেবক কী নাঈ ॥
মোরে জিয়ঁ ভরোস দৃঢ় নাহীঁ। ভগতি বিরতি ন গ্যান মন মাহীঁ ॥৩॥
নহি সতসঙ্গ জোগ জপ জাগা। নহিঁ দৃঢ় চরন কমল অনুরাগা ॥
এক বানি করুনানিধান কী। সো প্রিয় জাকেঁ গতি ন আন কী ॥৪॥
হোইহৈঁ সুফল আজু মম লোচন। দেখি বদন পঙ্কজ ভব মোচন ॥
নির্ভর প্রেম মগন মুনি গ্যানী। কহি ন জাই সো দসা ভবানী ॥৫॥

বাংলা অর্থ—জারা—জ্বালাইয়া দিল; করুনা কন্দা—করুণার মূল; সঙ্গ লাগে—সঙ্গে চলিলেন; দায়া—দয়া; কস—কেমনে; জানতহুঁ—জানিয়াও; (দো—৯)

দিসি অরু বিদিসি পন্থ নহিঁ সূঝা। কো মৈঁ চলেউঁ কহাঁ নহিঁ বুঝা॥
কবহুঁক ফিরি পাছেঁ পুনি জাঈ। কবহুঁক নৃত্য করই গুন গাঈ॥৬॥
অবিরল প্রেম ভগতি মুনি পাঈ। প্রভু দেখৈঁ তরু ওট লুকাঈ॥
অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা। প্রগটে হৃদয়ঁ হরন ভব ভীরা॥৭॥
মুনি মগ মাঝ অচল হোই বৈসা। পুলক সরীর পনস ফল জৈসা॥
তব রঘুনাথ নিকট চলি আএ। দেখি দসা নিজ জন মন ভাএ॥৮॥
মুনিহি রাম বহু ভাঁতি জগাবা। জাগ ন ধ্যানজনিত সুখ পাবা॥
ভূপ রূপ তব রাম দুরাবা। হৃদয়ঁ চতুর্ভুজ রূপ দেখাবা॥৯॥
মুনি অকুলাই উঠা তব কৈসেঁ। বিকল হীন মনি ফনিবর জৈসেঁ॥
আগেঁ দেখি রাম তন স্যামা। সীতা অনুজ সহিত সুখ ধামা॥১০॥
পরেউ লকুট ইব চরনন্হি লাগী। প্রেম মগন মুনিবর বড়ভাগী॥
ভুজ বিসাল গহি লিএ উঠাঈ। পরম প্রীতি রাখে উর লাঈ॥১১॥
মুনিহি মিলত অস সোহ কৃপালা। কনক তরুহি জনু ভেঁট তমালা॥
রাম বদনু বিলোক মুনি ঠাঢ়া। মানহুঁ চিত্র মাঝ লিখি কাঢ়া॥১২॥

দোহা— তব মুনি হৃদয়ঁ ধীর ধীর গহি পদ বারহিঁ বার।
নিজ আশ্রম প্রভু আনি করি পূজা বিবিধ প্রকার॥১০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অগস্ত্য মুনির শিষ্য আছিলা সুমতি—সুতীক্ষ্ণ নামেতে—তাঁর ভগবানে রতি॥
করম-বচন-মনে রামপদ সেবে। স্বপনেও আশা নাহি রাখে অন্য দেবে॥১
প্রভু-আগমন তিনি শুনিয়া শ্রবণে। মনে বাঞ্ছা করিলেন ত্বরিত গমনে।
ওহে বিধি! দীনবন্ধু যিনি রঘুরাজ। মাদৃশ ক্রূরে কি তিনি দয়াবান্ আজ? ২
অনুজ সহ কি প্রভু রাম মম সনে, যাবেন সেবক জানি' প্রয়াসী মিলনে॥
মম মনে ভরসা ত কিছু নাহি পাই। ভকতি-বৈরাগ্য-জ্ঞান কিছু মোর নাই॥৩
সাধু-সঙ্গ, যোগ, জপ, যাগ নাহি করি। পাদপদ্মে অনুরাগ দৃঢ় নাহি ধরি॥
তবু চিন্তি জানি তিনি করুণানিধান। সেই তাঁর প্রিয় যা'র গতি নাহি আন॥৪॥
হইবে সার্থক আজি আমার লোচন। মুখপদ্ম হেরি' ভব-বন্ধন মোচন॥
নির্ভর প্রেমেতে মগ্ন হন মুনি জ্ঞানী। কহিবারে নারি আমি সে দশা ভবানি! ॥৫
দিগ্বিদিক্ জ্ঞান-হারা পথ নাহি হেরে। কে আমি, কোথায় যাই, বুঝিবারে নারে॥
কখনো বা পিছে ফিরে, কভু আগে যায়। কখনো বা নৃত্য করে, কভু গুণ গায়॥৬
পিরীতি ভকতি-ঘন মুনি লভিলেন। বিটপীর পিছু রহি' প্রভু তা' হেরেন॥
অতি বড় প্রীতি তদা রাঘব হেরিলা। ভবভয়হারী প্রভু চিত্তে প্রকটিলা॥৭॥
পথ-মাঝে মুনি বসে হইয়া অচল। পুলকিত তনু যেন পনসের ফল॥
তখন আসেন প্রভু নিকটে চলিয়া। ভাল লাগে ভকতের দশা নিরখিয়া॥৮॥

নানারূপে তা'রে রাম জাগাইতে চা'ন। না জাগিয়া ধ্যানে রহি' মুনি-সুখ পা'ন॥
ভূপরূপ রাম তবে রাখেন লুকায়ে। চতুর্ভুজ রূপ হৃদে দিলেন দেখায়ে॥৯॥
আকুলিত হ'ন মুনি তখন তেমন। বিকলিত মণিহীন নাগেশ যেমন॥
পুরোভাগে হেরিলেন শ্যাম-তনু রাম। অনুজ লক্ষ্মণ, সীতা-সহ সুখধাম॥১০॥
দণ্ডবৎ পড়িলেন ধরিয়া চরণ। বড় ভাগ্যধর মুনি প্রেমেতে মগন॥
বিশাল সে ভুজে ধরি' তাহারে উঠা'ন। পরম পিরীতি-ভরে হৃদয়ে লাগা'ন॥১১
মুনি-সহ মিলি' হেন শোভেন কৃপাল। কনক তরুতে যেন মিলিছে তমাল॥
রামের বদন হেরি' রহে মুনি ধীর। ফলকে আলেখ্য যেন সুললিত স্থির॥১২॥
দোহা— তখন মুনীশ হৃদে ধৈর্য্য ধরি' নমিলেন পদে বার বার।
আপন আশ্রমে প্রভুরে আনিয়া পূজিলেন বিবিধ প্রকার॥১০॥

মূল

চৌ—কহ মুনি প্রভু সুনু বিনতী মোরী। অস্তুতি করৌঁ কবন বিধি তোরী॥
মহিমা অমিত মোরি মতি থোরী। রবি সম্মুখ খদ্যোত অঁজোরী॥১॥
শ্যাম তামরস দাম শরীরং। জটা মুকুট পরিধন মুনিচীরং॥
পাণি চাপ শর কটি তূণীরং। নৌমি নিরন্তর শ্রীরঘুবীরং॥২॥
মোহ বিপিন ঘন দহন কৃশানুঃ। সন্ত সরোরুহ কানন ভানুঃ॥
নিশিচর করি বরূথ মৃগরাজঃ। ত্রাতু সদা নো ভব খগ বাজঃ॥৩॥
অরুণ নয়ন রাজীব সুবেশং। সীতা নয়ন চকোর নিশেশং॥
হর হৃদি মানস বাল মরালং। নৌমি রাম উর বাহু বিশালং॥৪॥
সংশয় সর্প গ্রসন উরগাদঃ। শমন সুকর্কশ তর্ক বিষাদঃ॥
ভব ভঞ্জন রঞ্জন সুর যূথঃ। ত্রাতু সদা নো কৃপা বরূথঃ॥৫॥
নির্গুণ সগুণ বিষম সম রূপং। জ্ঞান গিরা গোতীতমনূপং॥
অমলমখিলমনবদ্যমপারং। নৌমি রাম ভঞ্জন মহি ভারং॥৬॥
ভক্ত কল্পপাদপ আরামঃ। তর্জন ক্রোধ লোভ মদ কামঃ॥
অতি নাগর ভব সাগর সেতুঃ। ত্রাতু সদা দিনকর কুল কেতুঃ॥৭॥
অতুলিত ভুজ প্রতাপ বল ধামঃ। কলি মল বিপুল বিভঞ্জন নামঃ॥
ধর্ম্ম বর্ম্ম নর্মদ গুণ গ্রামঃ। সন্তত শং তনোতু মম রামঃ॥৮॥
জদপি বিরজ ব্যাপক অবিনাসী। সব কে হৃদয়ঁ নিরন্তর বাসী॥
তদপি অনুজ শ্রী সহিত খরারী। বসতু মনসি মম কাননচারী॥৯॥

বাংলা অর্থ—দেবক—দেবতা; আতুর—ত্বরায়; মো সে—আমার মত; জাকে—যাহার; দিসি অরু বিদিসি—দিক্ বিদিক; সূঝা—দেখিলাম; পাছে—পিছনে; তরু ওট—বৃক্ষের আড়ালে; ভব ভীরা হরন—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ নাশক; (দো—১০)

জে জানহিঁ তে জানহুঁ স্বামী। সগুন অগুন উর অন্তরজামী ॥
জো কোসল পতি রাজিব নয়না। করউ সো রাম হৃদয় মম অয়না ॥১০॥
অস অভিমান জাই জনি মোরে। মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে।
সুনি মুনি বচন রাম মন ভাএ। বহুরি হরষি মুনিবর উর লাএ ॥১১॥
পরম প্রসন্ন জানু মুনি মোহী। জো বর মাগহু দেউঁ সো তোহী ॥
মুনি কহ মৈঁ বর কবহুঁ ন জাচা। সমুঝি ন পরই ঝূঠ কা সাচা ॥১২॥
তুম্হহি নীক লাগৈ রঘুরাঈ। সো মোহি দেহু দাস সুখদাঈ ॥
অবিরল ভগতি বিরতি বিগ্যানা। হোহু সকল গুন গ্যান নিধানা ॥১৩॥
প্রভু জো দীন্হ সো বরু মৈঁ পাবা। অব সো দেহু মোহি জো ভাবা ॥১৪

দোহা— অনুজ জানকী সহিত প্রভু চাপ বান ধর রাম।
মম হিয় গগন ইন্দু ইব বসহু সদা নিহকাম ॥১১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মুনি কহে শুন প্রভু বিনতি আমার। কোন্ বিধি ধরি' করি অর্চ্চনা তোমার ॥
মহিমা অমিত তব স্বল্প মম মতি। রবির সম্মুখে যেন খদ্যোতের দ্যুতি ॥১॥
নীল পদ্মমালা-সম তোমার শরীর। জটার মুকুট ধর পরিধানে চীর ॥
হস্তে ধরে চাপ-শর, কটিতে তূণীর। নিরন্তর নমি আমি সেই রঘুবীর ॥২॥
ঘোর-মোহ-বন-দাহে তুমি ও কৃশানু। সুজন-কমল-বনে তুমি যেন ভানু ॥
নিশাচর করিযূথে তুমি মৃগরাজ। রক্ষা কর সদা মোরে ভব-খগ-বাজ ॥৩
রক্তপদ্ম-সম আঁখি মনোহর বেশ। চকোর সাধুর চক্ষু তুমি যে নিশেশ ॥
শঙ্কর মানস-সরে বালহংসসম। নমি তাঁরে, যাঁর বাহু হিয়া অনুপম ॥৪॥
সংশয়-পন্নগ-নাশে গরুড়ের সম। তীব্রতর্কদ্বন্দ্ব তুমি অনুপম ॥
ভবভয়-বিনাশন দেবতা-রঞ্জন। কৃপানিধি! রক্ষ আমি অতি অভাজন ॥৫
নির্গুণ সগুণ তুমি বিষম ও সম। জ্ঞান-বাগিন্দ্রিয়াতীত তুমি অনুপম ॥
অমল অখিল তথা অতুল অপার। নমি রামে,—যিনি হর্ত্তা পৃথিবীর ভার ॥৬
ভক্ত হৃদে কল্পতরু-নন্দন-কানন। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদাদিনাশন ॥
অতীব চতুর ভব পারাবার-সেতু। রক্ষা কর মোরে ওহে সূর্য্যবংশকেতু ॥৭
বাহুবলে অতুলিত তথা বলধাম! জানি কলিমল নাশে ধ্রুব তব নাম ॥
ধর্ম্মবর্ম্মধারী ধর শুভ গুণগ্রাম। সদা শুভপ্রদ প্রভো! মম তুমি রাম! ॥৮
যদ্যপি নির্ম্মল ব্যাপী তুমি অবিনাশী। সবার হৃদয়ে তবু সর্ব্বদা নিবাসী ॥
তথাপি অনুজ সীতা সহিত খরারি। বাস কর মম মনে হে কাননচারি! ।৯
যাহারা জানিছে তোমা' জানুক হে স্বামী! সগুণ অগুণ সর্ব্বহৃদি অন্তর্যামী ॥
কিন্তু যে কোশলপতি রাজীব-নয়ন। করুন সে রাম মম হৃদে আগমন ॥১০

হেন অভিমান যেন নাহি ত্যজে মতি। আমি যে সেবক রঘুপতি মম গতি ॥
শুনি' মুনিবাণী রাম প্রসন্ন হইলা। হরষিত মুনিবরে হৃদয়ে ধরিলা ॥১১
পরম প্রসন্ন জানো হে মুনি আমারে। যে বর মাগিবে তুমি দিব তা' তোমারে ॥
মুনি ক'ন আমি বর প্রার্থনা না করি। কি যে সত্য, কি যে মিথ্যা বুঝিতে না পারি
ওহে রঘুনাথ! তব ভাল লাগে যাহা। ভক্ত-সুখদাতা তুমি দাও মোরে তাহা ॥
রাম ক'ন লও তুমি বৈরাগ্য-বিজ্ঞান। সদাভক্তি সর্ব্বগুণ-জ্ঞানের নিধান! ১৩
যে বর দিয়াছ প্রভু পাইয়াছি তাহা। মুনি ক'ন এবে দাও চাহি আমি যাহা ॥১৪

দোহা— অনুজ লক্ষ্মণ জানকী সহিত ধনুক-শায়কধর রাম!
চন্দ্রসম মম হৃদয়-গগনে বাস কর সতত নিষ্কাম ॥১১

মূল

চৌ—এবমস্তু করি রমানিবাসা। হরষি চলে কুম্ভজ রিষি পাসা ॥
বহুত দিবস গুর দরসনু পাএঁ। ভএ মোহি এহিঁ আশ্রম আএঁ ॥১॥
অব প্রভু সঙ্গ জাউঁ গুর পাহীঁ। তুমহ কহঁ নাথ নিহোরা নাহীঁ ॥
দেখি কৃপানিধি মুনি চতুরাঈ। লিএ সঙ্গ বিহসে দ্বৌ ভাঈ ॥২॥
পন্থ কহত নিজ ভগতি অনূপা। মুনি আশ্রম পহুঁচে সুরভূপা ॥
তুরত সুতীছন গুর পহিঁ গয়উ। করি দণ্ডবত কহত অস ভয়উ ॥৩॥
নাথ কোসলাধীস কুমারা। আএ মিলন জগত আধারা ॥
রাম অনুজ সমেত বৈদেহী। নিসি দিনু দেব জপত হহু জেহী ॥৪॥
সুনত অগস্তি তুরত উঠি ধাএ। হরি বিলোকি লোচন জল ছাএ ॥
মুনি পদ কমল পরে দ্বৌ ভাঈ। রিষি অতি প্রীতি লিএ উর লাঈ ॥৫॥
সাদর কুসল পূছি মুনি গ্যানী। আসন বর বৈঠারে আনী ॥
পুনি করি বহু প্রকার প্রভু পূজা। মোহি সম ভাগ্যবন্ত নহিঁ দূজা ॥৬॥
জহঁ লগি রহে অপর মুনি বৃন্দা। হরষে সব বিলোকি সুখকন্দা ॥৭॥

দোহা— মুনি সমূহ মহঁ বৈঠে সন্মুখ সব কী ওর।
সরদ ইন্দু তন চিতবত মানহুঁ নিকর চকোর ॥১২॥

বাংলা অর্থ—খদ্যোত অঞ্জরী— জোনাকির আলো; তামরস—পদ্ম; করি বরূথ—হস্তিদল; বাজ—পাখী বিশেষ; নিশেশ—চন্দ্র; উরগাদ—গরুড়; তর্জ্জন—ভয়প্রদ; নাগর—চতুর; নর্মদ—আনন্দদানকারী; জানু—জানো; ন পরই—পারিতেছি না; ঝূট—মিথ্যা; সাচা—সত্য; নিহকাম—নিষ্কাম (স্থিরভাবে); (দো—১১)

বাংলা অর্থ—পাসা—পার্শ্ব; পাহীঁ—পার্শ্ব; জহঁ লগি—যত সংখ্যায়; মহঁ—মধ্যে; চিতবত—দেখিতেছিল; নিকর চকোর—চকোরের দল; (দো—১২)

চৌ—'তাই হোক্' কহি' তদা জানকী-নিবাস। হৃষ্ট-মনে চলিলেন অগস্ত্য-নিবাস॥
দীর্ঘকাল আগে গুরু করিনু দর্শন। সুতীক্ষ্ণ চিন্তেন,—তবে আশ্রম-গমন॥১
এবে প্রভু-সঙ্গে যাব গুরুর সদন। ইহাতে হইবে মম শুভ-সম্পাদন॥
কৃপার নিধান মুনি-চতুরতা হেরে। দু'ভাই মুনিরে হেরি' হাসাহাসি করে॥২
কহিতে কহিতে পথে ভক্তি অনুপম। দেব-নৃপ পহুঁছেন মুনির আশ্রম॥
ত্বরায় সুতীক্ষ্ণ তদা গুরুপার্শ্বে যান। দণ্ডবৎ করি' তাঁ'রে ক'ন সসম্মান॥৩
হে নাথ! কোশলাধীশ দুইটি কুমার। মিলিতে যে চান তোমা' জগৎ আধার॥
সানুজ জানকী রাম উপনীত দ্বারে। অহর্নিশ নিজে তুমি জপিছ যাঁহারে॥৪
শুনিয়া অগস্ত্য তবে উঠিয়া ধাইলা। হরিরে বিলোকি' আঁখি জলেতে ভরিলা॥
মুনি-পাদ-পদ্মে পড়ে ভাই দুইজন। ঋষি অতি প্রীতি-ভরে করে আলিঙ্গন॥৫
সাদরে কুশল পুছি' তদা মুনি জ্ঞানী। উত্তম আসন দেন বসিবারে আনি'॥
পুন বহুবিধ করি' প্রভুর পূজন। 'আমা-সম ভাগ্যবান্ নাহি কেহ' ক'ন॥৬
আর সব যত সেথা ছিল মুনিগণ। হরষিত সবে হেরি' সুখের সদন॥৭

দোহা— মুনিগণ মাঝে সমাসীন রাম পুরোভাগে তাঁহার আসন।
শারদ-চন্দ্রমা-সম তনু হেরে চকোর সদৃশ মুনিগণ॥১২॥

মূল

চৌ—তব রঘুবীর কহা মুনি পাহীঁ। তুম্হ সন প্রভু দুরাব কছু নাহীঁ॥
তুম্হ জানহু জেহি কারন আয়উঁ। তাতে তাত ন কহি সমুঝায়উঁ॥১॥
অব সো মন্ত্র দেহু প্রভু মোহী। জেহি প্রকার মারৌঁ মুনিদ্রোহী॥
মুনি মুসুকানে সুনি প্রভু বানী। পূছেহু নাথ মোহি কা জানী॥২॥
তুম্হরেইঁ ভজন প্রভাব অঘারী। জানউঁ মহিমা কছুক তুম্হারী॥
ঊমরি তরু বিসাল তব মায়া। ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকায়া॥৩॥
জীব চরাচর জন্তু সমানা। ভীতর বসহিঁ ন জানহিঁ আনা॥
তে ফল ভচ্ছক কঠিন করালা। তব ভয়ঁ ডরত সদা সোউ কালা॥৪॥
তে তুম্হ সকল লোকপতি সাঈं। পূঁছেহু মোহি মনুজ কী নাঈं॥
যহ বর মাগউঁ কৃপানিকেতা। বসহু হৃদয়ঁ শ্রী অনুজ সমেতা॥৫॥
অবিরল ভগতি বিরতি সতসঙ্গা। চরন সরোরুহ প্রীতি অভঙ্গা॥
জদ্যপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্তা। অনুভব গম্য ভজহিঁ জেহি সন্তা॥৬॥
অস তব রূপ বখানউঁ জানউঁ। ফিরি ফিরি সগুন ব্রহ্ম রতি মানউঁ॥
সন্তত দাসন্হ দেহু বড়াঈ। তাতেঁ মোহি পূঁছেহু রঘুরাঈ॥৭॥
হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠাউঁ। পাবন পঞ্চবটী তেহি নাউঁ॥
দণ্ডক বন পুনীত প্রভু করহূ। উগ্র সাপ মুনিবর কর হরহূ॥৮॥

বাস করহু তহঁ রঘুকুল রায়া। কীজে সকল মুনিন্হ পর দায়া ॥
চলে রাম মুনি আয়সু পাঈ। তুরতহিঁ পঞ্চবটী নিঅরাঈ।৯॥
দোহা— গীধরাজ সৈঁ ভেঁট ভই বহু বিধি প্রীতি বঢ়াই।
গোদাবরী নিকট প্রভু রহে পরন গৃহ ছাই ॥১৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তদা রঘুবীর নিজে ক'ন মুনিপাশে। কিবা লুকাবার প্রভু! তোমার সকাশে ?
তুমি জান যে কারণ মম আগমন। বুঝায়ে না কহি কিছু তোমা' সে কারণ ॥১
এবে সেই শক্তি প্রভো! দাওগো আমারে। মুনিদ্রোহিগণে আমি মারি যে প্রকারে
স্মিত হাস্য করি' মুনি শুনি' প্রভু-বাণী। কেন—পুছ মোরে তুমি, আমি কিবা জানি ?
তোমারে ভজিয়া নাথ হে পাপ-নাশন! তোমার মহিমা কিছু জানে এই জন ॥
উডুম্বর-তরু-সম তব মায়া ভারী। ফলেতে ব্রহ্মাণ্ড বহু রয়েছে বিস্তারি' ॥৩॥
জড়-সম যত জীব আছে চরাচরে। আর কিছু নাহি জানি নিবসে ভিতরে ॥
কঠিন করাল কাল ভুঞ্জে সেই ফল। সেই কাল তোমা' হ'তে ভয়েতে বিহ্বল ॥৪
সেই তুমি সর্ব্বলোকপতি জানি' মনে। পুছিতেছ যথা পুছে সাধারণ জনে ॥
এই বর মাগি এবে কৃপানিকেতন। মম পার্শ্বে ব'স ল'য়ে সীতা ও লক্ষ্মণ ॥৫
শুদ্ধা ভক্তি, বৈরাগ্য ও সাধু-সম্মেলন। পাদ-পদ্মে প্রীতি যেন রহে অনুক্ষণ ॥
যদ্যপি ব্রহ্মাকে জানি অখণ্ড অনন্ত। অনুভব-যোগ্য যাহে ভজে সাধু-সন্ত ॥৬
এই তব রূপ আমি বাখানি ও জানি। তথাপি সগুণ ব্রহ্মে রতি মম মানি ॥
সতত দাসেরে তুমি বাড়ায়ে দিতেছ। সেই হেতু রঘুরাজ আমারে পুছিছ ॥৭
স্থান চারু এক রহে ওহে প্রভু রাম! সুপাবন পঞ্চবটী জানো তা'র নাম ॥
সে দণ্ডক বনে পূত প্রভো! তুমি কর। নিদারুণ মুনি-শাপ এবে তুমি হর* ॥৮
ওহে রঘুকুল-রাজ! সেথা বাস কর। হও সব মুনি 'পরে তুমি দয়াপর ॥
মুনি-আজ্ঞা লভি' রাম সেথায় চলিলা। অতি দ্রুত পঞ্চবটী-নিকটে পৌছিলা ॥৯
দোহা— গৃধ্ররাজ-সনে মিলিয়া রাঘব করি' প্রীতি বহুধা বর্দ্ধন।
গোদাবরী-তীরে প্রভু নিজে র'ন পর্ণগৃহ করিয়া রচন ॥১৩॥

বাংলা অর্থ—তা তেঁ—সেই হেতু; সমুঝায়উঁ কহি ন—বুঝাইয়া বলিলাম না; মারৌ—মারিব; কা জানী—কি বুঝিয়া; অঘারী—পাপনাশী; উমরি তরু—বন্য ডুমুর (উডুম্বর) গাছ; ডরত—ভয় পায়; সাঈঁ—স্বামী; অভঙ্গা—অখণ্ড; বড়াঈ—মহত্ত্ব; নাউঁ—নাম; সাপ—শাপ; ছাই—ছাইয়া; ঠাউঁ—স্থান; (দো—১৩)

---

* রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুর অন্যতম দুরাত্মা পুত্র দণ্ডক স্বগুরু শুক্রাচার্য্যকর্তৃক অভিশপ্ত হইলে এই স্থান ধূলিময় অরণ্যে পরিণত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের পদার্পণে এই স্থান শাপমুক্ত হয়। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

মূল

[জীব-ঈশ-ভেদ-ব্যাখ্যান]

চৌ—জব তে রাম কীন্‌হ তহঁ বাসা। সুখী ভএ মুনি বীতী ত্রাসা॥
গিরি বন নদীঁ তাল ছবি ছাএ। দিন দিন প্রতি অতি হোহিঁ সুহাএ॥১
খগ মৃগ বৃন্দ অনন্দিত রহহীঁ। মধুপ মধুর গুঞ্জত ছবি লহহীঁ॥
সো বন বরনি ন সক অহিরাজা। জহাঁ প্রগট রঘুবীর বিরাজা॥২॥
এক বার প্রভু সুখ আসীনা। লছিমন বচন কহে ছলহীনা॥
সুর নর মুনি সচরাচর সাঈ। মৈঁ পূছউঁ নিজ প্রভু কী নাঈ।৩॥
মোহি সমুঝাই কহহু সোই দেবা। সব তজি করৌঁ চরন রজ সেবা॥
কহহু গ্যান বিরাগ অরু মায়া। কহহু সো ভগতি করহু জেহিঁ দায়া॥৪
দোহা— ঈস্বর জীব ভেদ প্রভু সকল কহৌ সমুঝাই।
জাতেঁ হোই চরন রতি সোক মোহ ভ্রম জাই॥১৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম করিলেন সেথা যবে হ'তে বাস। মুনিগণ সুখী হ'ন নাহি রহে ত্রাস॥
গিরি, বন, নদী সব শোভিল সুন্দর। দিন দিন বাড়ে শোভা অতি মনোহর॥১
খগ, মৃগ-বৃন্দ সেথা রহে আনন্দিত। মধুপ মধুর গুঞ্জে রহে সুশোভিত॥
সে বন বর্ণিতে নারে নিজে অহিরাজ। যেথা রঘুবীর নিজে করেন বিরাজ॥২
একবার প্রভু যবে সুখে সমাসীন। লক্ষ্মণ বচন কহে নিজে ছলহীন॥
তুমি নর-মুনি-সুর-চরাচর-স্বামী। পুছিব তোমারে আমি নিজ প্রভু মানি'।৩
মোরে দেব কহ হেন বুঝায়ে বচন। সব ত্যজি' যাহে সেবি তোমার চরণ॥
জ্ঞান ও বৈরাগ্য কহ, মায়া কহ আর। ভক্তি কহ,—যাহে কৃপা লভিব তোমার।৪
দোহা— ঈশ-জীব-ভেদ প্রভু তুমি সব কহি' মোরে এবে দিবে বুঝাইয়া।
যাহে হ'বে মম তব পদে রতি শোক-মোহ-ভয় যাইবে চলিয়া॥১৪

মূল

চৌ—থোরেহি মহঁ সব কহউঁ বুঝাঈ। সুনহু তাত মতি মন চিত লাঈ॥
মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মায়া। জেহিঁ বস কীন্‌হে জীব নিকায়া॥১॥
গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ। সো সব মায়া জানেহু ভাঈ।
তেহি কর ভেদ সুনহু তুম্হ সোউ। বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ॥২॥
এক দুষ্ট অতিসয় দুখরূপা। জা বস জীব পরা ভবকূপা॥
এক রচই জগ গুন বস জাকেঁ। প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকেঁ॥৩॥

বাংলা অর্থ—বীতী ত্রাসা—নির্ভয় হইল; তাল—পুষ্করিণী; জাতেঁ—যাহা হইতে; অহিরাজা—অনন্তদেব; জাই—চলিয়া যায়; ন সক—পারে না; (দো—১৪)

গ্যান মান জহঁ একউ নাহীঁ। দেখ ব্রহ্ম সমান সব মাহীঁ॥
কহিঅ তাত সো পরম বিরাগী। তৃন সম সিদ্ধি তীনি গুন ত্যাগী॥৪॥
দোহা— মায়া ঈস ন আপু কহুঁ জান কহিঅ সো জীব।
বন্ধ মোচ্ছ প্রদ সর্বপর মায়া প্রেরক সীব॥১৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—স্বল্প কথা দিয়া তোমা বুঝাই সকলি। চিত্ত-মন-বুদ্ধি দিয়া বুঝ ভ্রাতঃ! বলি॥
'অহং, মম, তুমি, তব' মায়া নাম তা'র। যাহে জীবে বশে রাখে সকল সংসার॥১
ইন্দ্রিয়ার্থে যত দূর জীব-মন যায়। জান ভাই! সবে দেয় মায়া নাম তা'র॥
তা'র ভেদ কিবা তাহা এবে তুমি জানো। একেরে অবিদ্যা কহে,—
আনে বিদ্যা মানো॥২
তা'র মাঝে এক আসে ভারী দুঃখ-রূপে। যা'র বশে পড়ে যত জীব ভব-কূপে॥
আনে বিশ্ব রচে গুণ-ত্রয় বশে যা'র—প্রভুর প্রেরণা, নিজ শক্তি নাহি তা'র॥৩
জ্ঞান তাহা,—যাহে নাহি রহে অহঙ্কার। সম ব্রহ্মবোধ জাগে মধ্যে সবাকার॥
তাঁ'রে তাত! জানি' ল'বে পরম বিরাগী। তৃণ-সম যিনি সিদ্ধি-গুণ-ত্রয়-ত্যাগী॥৪॥
দোহা— নিজেকে, মায়াকে, ঈশ নাহি গণে স্বরূপেতে, তা'রে কহি জীব।
বন্ধ মোক্ষ-দাতা সবার উপরে মায়ার প্রেরক তিনি শিব॥১৫

মূল

[ভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যান]

চৌ—ধর্ম তেঁ বিরতি জোগ তেঁ গ্যানা। গ্যান মোচ্ছপ্রদ বেদ বখানা॥
জাতেঁ বেগি দ্রবউঁ মৈঁ ভাঈ। সো মম ভগতি ভগত সুখদাঈ।১॥
সো সুতন্ত্র অবলম্ব ন আনা। তেহি আধীন গ্যান বিগ্যানা॥
ভগতি তাত অনুপম সুখমূলা। মিলই জো সন্ত হোইঁ অনুকূলা॥২॥
ভগতি কি সাধন কহউঁ বখানী। সুগম পন্থ মোহি পাবহিঁ প্রানী॥
প্রথমহিঁ বিপ্র চরন অতি প্রীতী। নিজ নিজ কর্ম নিরত শ্রুতি রীতী॥৩
এহি কর ফল পুনি বিষয় বিরাগা। তব মম ধর্ম উপজ অনুরাগা॥
শ্রবনাদিক নব ভক্তি দৃঢ়াহীঁ। মম লীলা রতি অতি মন মাহীঁ॥৪॥
সন্ত চরন পঙ্কজ অতি প্রেমা। মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ় নেমা॥
গুরু পিতু মাতু বন্ধু পতি দেবা। সব মোহি কহঁ জানৈ দৃঢ় সেবা॥৫॥
মম গুন গাবত পুলক সরীরা। গদগদ গিরা নয়ন বহ নীরা॥
কাম আদি মদ দম্ভ ন জাকেঁ। তাত নিরন্তর বস মৈঁ তাকেঁ॥৬॥

বাংলা অর্থ—থোরে হি মহঁ—অল্পের মধ্যে; গো গোচর—ইন্দ্রিয় গোচর; পরা—পতিত হয়; আপু কহুঁ—নিজেকেও; সীব—ঈশ্বর; পর—পড়ে; (দো—১৫)

দোহা— বচন কর্ম মন মোরি গতি ভজনু করহিঁ নিঃকাম।
তিন্হ কে হৃদয় কমল মহুঁ করউঁ সদা বিশ্রাম ॥১৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বৈরাগ্য ধরম হ'তে, যোগ হ'তে জ্ঞান। জ্ঞান হ'তে মোক্ষ ইহা বেদের বিধান
ত্বরা প্রসন্নতা লভি' যাহে ভ্রাতঃ! অতি। ভক্তে সুখদায়ী তাহা, নামেতে ভকতি ॥১
স্বতন্ত্র ভকতি তাহা অপেক্ষা-বর্জ্জিত। জ্ঞান ও বিজ্ঞান তা'র অধীন কথিত ॥
ভকতি হে ভ্রাতঃ! জানো অতি সুখ-মূল। মিলে তাহা সাধু-জন হ'লে অনুকূল ॥২
ভকতি-সাধন এবে কহিব বাখানি। সুগম সে ভক্তি-পথে লভে মোরে প্রাণী ॥
প্রথমত বিপ্র-পদে রাখিবে পিরীতি। আপন করমে রতি যথা শ্রুতি-রীতি ॥৩
এর ফলে পুন হ'বে বিষয়ে বিরাগ। তখন আমার ধর্ম্মে জন্মে অনুরাগ ॥
†শ্রবণাদি নব ভক্তি দৃঢ়তা লভিবে। মম লীলা প্রতি মনে পিরীতি ভরিবে ॥৪
সাধু পাদ-পদ্মে রাখে পিরীতি পরম। মনে কাজে বাক্যে রাখে ভজনে নিয়ম ॥
গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু, দেবতা ও পতি। ঈশ্বর জানিয়া মোরে সেবে দৃঢ়মতি ॥৫
মম গুণ গাহি' হয় পুলক শরীরে। গদগদ বাক্যে তা'র আঁখি ভ'রে নীরে ॥
কাম আদি মদ, দম্ভ না রয় যেখানে। ওহে ভ্রাত! সদা মম নিবাস সেখানে ॥৬

দোহা— কায়-মন-বাক্যে আমাকে শরণ আর ভজে যে জন নিষ্কাম।
হৃদয়-কমল মাঝারে তাহার করি আমি সদা অধিষ্ঠান ॥১৬

মূল

চৌ—ভগতি জোগ সুনি অতি সুখ পাবা। লছিমন প্রভু চরনন্হি সিরু নাবা ॥
এহি বিধি গএ কছুক দিন বীতী। কহত বিরাগ গ্যান গুন নীতী ॥১॥
সূপনখা রাবন কৈ বহিনী। দুষ্ট হৃদয় দারুন জস অহিনী ॥
পঞ্চবটী সো গই এক বারা। দেখি বিকল ভঈ জুগল কুমারা ॥২॥
ভ্রাতা পিতা পুত্র উরগারী। পুরুষ মনোহর নিরখত নারী ॥
হোই বিকল সক মনহি ন রোকী। জিমি রবিমনি দ্রব রবিহি বিলোকী ॥৩
রুচির রূপ ধরি প্রভু পহিঁ জাঈ। বোলী বচন বহুত মুসুকাঈ ॥
তুম্হ সম পুরুষ ন মো সম নারী। যহ সঁজোগ বিধি রচা বিচারী ॥৪॥
মম অনুরূপ পুরুষ জগ মাহীঁ। দেখেউঁ খোজি লোক তিহু নাহীঁ ॥
তাতেঁ অব লগি রহিউঁ কুমারী। মনু মানা কছু তুম্হহি নিহারী ॥৫॥

বাংলা অর্থ - জাতেঁ—যাহা হইতে ; দ্রবউঁ—দ্রবীভূত হই (প্রসন্ন হই) ; সুতন্ত্র—স্বতন্ত্র ; মিলই—মিলবে ; তব—তখন ; জা'কে...তাঁকে—যাহার তাঁহার ; দৃঢ়াহীঁ—দৃঢ় হইবে ; মোহি কইঁ—আমাকেই ; নেমা—নিয়ম ; (দো—১৬)

 † শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি—পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

সীতহি চিতই কহী প্রভু বাতা। অহই কুআর মোর লঘু ভ্রাতা॥
গই লছিমন রিপু ভগিনী জানী। প্রভু বিলোকি বোলে মৃদু বানী॥৬॥
সুন্দরি সুনু মৈঁ উন্‌হ কর দাসা। পরাধীন নহিঁ তোর সুপাসা॥
প্রভু সমর্থ কোসলপুর রাজা। জো কছু করহিঁ উনহি সব ছাজা॥৭॥
সেবক সুখ চহ মান ভিখারী। ব্যসনী ধন সুভ গতি বিভিচারী॥
লোভী জসু চহ চার গুমানী। নভ দুহি দূধ চহত এ প্রানী॥৮॥
পুনি ফিরি রাম নিকট সো আঈ। প্রভু লছিমন পহিঁ বহুরি পঠাঈ॥
লছিমন কহা তোহি সো বরঈ। জো তৃন তোরি লাজ পরিহরঈ।৯॥
তব খিসিআনি রাম পহিঁ গঈ। রূপ ভয়ঙ্কর প্রগটত ভঈ॥
সীতহি সভয় দেখি রঘুরাঈ। কহা অনুজ সন সয়ন বুঝাঈ॥১০॥

দোহা— লছিমন অতি লাঘবঁ সো নাক কান বিনু কীন্‌হি।
তাকে কর রাবন কহঁ মনৌ চুনৌতী দীন্‌হি।১৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভক্তি-যোগ শুনি' হেন লভি' সুখ অতি। লক্ষ্মণ প্রভুর পদে করিলেন নতি॥
হেন মতে কিছু দিন যাপিত হইল। বৈরাগ্য ও জ্ঞান-গুণ-আলাপ চলিল॥১
সূর্পনখা ছিল এক রাবণ-ভগিনী। দুষ্ট-মতি নিদারুণ যেমন নাগিনী॥
পঞ্চবটী কাননে সে গেল একবার। বিকল হইল হেরি' যুগল কুমার॥২
ভুষুণ্ডী গরুড়ে ক'ন,—পিতা, ভ্রাতা, সুত। নারী নিরখিবে যদি নিজ মনোমত॥
হইবে বিকল মন,- সংযত না হয়। সূর্য্যকান্ত মণি যথা সূর্য্যে দ্রবময়॥৩
প্রভু-পার্শ্বে যায় ধরি' রূপ মনোহর। বচন কহিল বহু মৃদু-হাস্যপর॥
তোমার সমান নর আমা সম নারী। এ সংযোগ রচে বিধি যথার্থ বিচারি'॥৪
মম মনোমত নর সারা বিশ্ব-মাঝ। ত্রিলোকে না লভি, খুঁজে এ যাবৎ আজ॥
এই হেতু এ যাবৎ রহিনু কুমারা। তিরপিল প্রাণ মম তোমারে নেহারি'।৫
সীতা-পানে চাহি' প্রভু কহেন তখন। আমার কনিষ্ঠ আছে কুমার লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের পার্শ্বে গেলে ‡ রিপু-ভগ্নি জানি'। লক্ষ্মণ প্রভুর পানে চাহি' ক'ন বাণী।৬
হে সুন্দরি! শুন আমি ঐ' প্রভুর দাস। পরাধীন জনে তব মিটিবে না আশ॥
প্রভু ত সক্ষম নিজে কোশলের রাজ। যা' কিছু করেন তিনি শোভে ভাল কাজ॥৭

বাংলা অর্থ—বহিনী—ভগ্নি; জস—যে: অহিনী—স্ত্রী সর্প; রোকী ন সক—সংযত করিতে পারিবে না; রবিমনি—সূর্য্যকান্তমণি; মনমানা—মন আকুল হইয়াছে: কুআর—কুমার (অবিবাহিত); ছাজা—ভাল দেখায়; গুমানী—অভিমানী (গোমার); ব্যসনী—ভোগবিলাসপ্রিয়; বিভিচারী—ব্যভিচারী; খিসিআনি—ক্রুদ্ধ; সয়ন বুঝাঈ—ঈশারা করিয়া; চুনৌতী—আহ্বান; সুপাসা—সুবিধা: (দো—১৭)

‡ (শত্রুর) রাবণের ভগ্নি

সেবক কি চাহে সুখ? মান কি ভিখারী? ব্যসনী কি ধন চাহে? মুক্তি দুষ্টাচারী?
লোভী যশ কভু চাহে? সুগতি কি মানী? আকাশ দুহিয়া দুধ চাহে কোন্ প্রাণী?৮
পুন ফিরি' আপনি সে রাম পার্শ্বে যায়। প্রভু লক্ষ্মণের পাশে পাঠা'ন তাহায়॥
লক্ষ্মণ কহেন তবে,—সে তোমা বরিবে। যে জন তৃণের সম নির্লাজ হইবে।৯
রাম-পার্শ্বে গিয়া তবে অতীব ক্রোধিত। নিজ ভয়ঙ্কর রূপ করে প্রকটিত॥
রাঘব সীতারে হেরি' অতি ভয়ভীত। অনুজে নির্দ্দেশ দেন করিয়া ইঙ্গিত॥১০॥

দোহা— লক্ষ্মণ সহজে করেন তাহার নাসিকা ও কর্ণের ছেদন।
যেন তা'র হাতে রাবণের হ'ল রণাঙ্গণে ধ্রুব আমন্ত্রণ॥১৭

মূল

চৌ—নাক কান বিনু ভই বিকরারা। জনু স্রব সৈল গেরু কৈ ধারা॥
খর দূষন পহিঁ গই বিলপাতা। ধিগ ধিগ তব পৌরুষ বল ভ্রাতা॥১॥
তেহি পূছা সব কহেসি বুঝাঈ। জাতুধান সুনি সেন বনাঈ॥
ধাএ নিসিচর নিকর বরূথা। জনু সপচ্ছ কজ্জল গিরি জূথা॥২॥
নানা বাহন নানাকারা। নানায়ুধ ধর ঘোর অপারা॥
সূপনখা আগেঁ করি লীনী। অসুভ রূপ শ্রুতি নাসা হীনী॥৩॥
অসগুন অমিত হোহিঁ ভয়কারী। গনহিঁ ন মৃত্যু বিবস সব ঝারী॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ গগন উড়াহীঁ। দেখি কটকু ভট অতি হরষাহীঁ॥৪॥
কোউ কহ জিঅত ধরহু দ্বৌ ভাঈ। ধরি মারহু তিয় লেহু ছড়াঈ॥
ধূরি পূরি নভ মণ্ডল রহা। রাম বোলাই অনুজ সন কহা॥৫॥
লৈ জানকিহি জাহু গিরি কন্দর। আবা নিসিচর কটকু ভয়ঙ্কর॥
রহেহু সজগ সুনি প্রভু কৈ বানী। চলে সহিত শ্রী সর ধনু পানী॥৬॥
দেখি রাম রিপুদল চলি আবা। বিহসি কঠিন কোদণ্ড চঢ়াবা॥৭॥

ছন্দ— কোদণ্ড কঠিন চঢ়াই সির জট জূট বাঁধত সোহ ক্যোঁ।
মরকত সয়ল পর লরত দামিনি কোটি সোঁ জুগ ভুজগ জ্যোঁ॥
কটি কসি নিষঙ্গ বিসাল ভুজ গহি চাপ বিসিখ সুধারি কৈ।
চিতবত মনহুঁ মৃগরাজ প্রভু গজরাজ ঘটা নিহারি কৈ॥

সোরঠা— আই গএ বগমেল ধরহু ধরহু ধাবত সুভট।
জথা বিলোকি অকেল বাল রবিহি ঘেরত দনুজ॥১৮॥

বাংলা অর্থ—**বিকরারা**—বিকলাঙ্গ; **গেরু**—গিরিমাটী; **বিলপাতা**—বিলাপ করিতে করিতে; **জাতুধান**—রাক্ষস; **বরূথা**—দলে দলে; **সপচ্ছ**—পক্ষযুক্ত; **অসগুন**—অমঙ্গল চিহ্ন; **ছড়াই লেহু**—কাড়িয়া লও; **কোদণ্ড**—ধনুক; **সয়ল**—শৈল; **লরত**—যুদ্ধ করিতেছে; **নিষঙ্গ**—তূণীর; **কসি**—বাঁধিয়া; **বিসিখ**—বাণ; **সুধারি**—ঠিকভাবে ধরিয়া; **ঘটা**—সমূহ; **বগমেল**—এলোমেলো ভাবে; **বিহসি**—হাস্য করিয়া; (দো—১৮)

রন চঢ়ি করিঅ কপট চতুরাঈ। রিপু পর কৃপা পরম কদরাঈ॥
দূতন্হ জাই তুরত সব কহেউ। সুনি খর দূষন উর অতি দহেউ॥৭

ছন্দ— উর দহেউ কহেউ কি ধরহু ধাএ বিকট ভট রজনীচরা।
সর চাপ তোমর সক্তি সূল কৃপান পরিঘ পরসু ধরা॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সূর্পনখা নাক কান বিনা কদাকারা। পর্ব্বত ক্ষরিল যেন গৈরিকের ধারা॥
খর ও দূষণ-পার্শ্বে গিয়া বিলপিল। ভ্রাতার পৌরুষ 'পরে ধিক্‌কার দানিল॥১
তাহারা পুছিলে সব বুঝা'য়ে বলিল। রাক্ষসেরা সব শুনি' সেনা সুসজ্জিল॥
ধাবিত হইল সবে মিলি' দলে দলে। সপক্ষ কজ্জল গিরি যেন উড়ি' চলে॥২
নানা-রূপে সাজাইয়া বিবিধ বাহন। অগণিত ঘোর অস্ত্র করিয়া ধারণ॥
সূর্পনখা সবাকার পুরোভাগে র'য়। নাক-কান-হীন-রূপে অশুভ সূচয়॥৩
ভীষণ অশুভ চিহ্ন বহু প্রকটিল। ধ্রুব মৃত্যু-বশে তা'রা কিছু না গণিল॥
গর্জ্জন, তর্জ্জন করি' গগনে উঠিল। সেনা দলে হেরি' যোদ্ধা অতি হরষিল॥৪
কেহ কহে ভ্রাতৃদ্বয়ে জীবন্ত ধরিয়া। আন, আর মার, স্ত্রীরে লও ছিনাইয়া॥
ধূলিরাশি-পরিপূর্ণ হইল গগন। লক্ষ্মণেরে ডাকি' রাম তা'র প্রতি ক'ন॥৫
জানকীরে ল'য়ে যাও ভূধর-কন্দর। আসিছে রাক্ষস-সেনা অতি ভয়ঙ্কর॥
অবহিত লছিমন শুনি' প্রভু-বাণী। সীতা-সহ শর ল'য়ে যা'ন ধনুষ্পাণি॥৬
রাম রিপুদলে যবে দেখেন আসিতে। কঠিন কোদণ্ড ল'ন হাসিতে হাসিতে॥৭

ছন্দ— কঠিন কোদণ্ডে ধরিয়া দু'হাতে জটা-জূট-শিরে বাঁধিতে লাগিলা।
মরকত শৈলে যেন নাগযুগ বিদ্যুতে কোটিশ যুদ্ধরত ছিলা॥
কটিতে তূণীর বিশাল বাহুতে ধনুর্ব্বাণ ধরি' চাহিয়া রহিল।
মনে হ'লো যেন মৃগরাজ-প্রভু গজরাজ-দলে দেখিতে লাগিল॥

সোরঠা— বেগে ধেয়ে আসে 'ধর' 'ধর' বলি' ধাবমান রাক্ষস সকল।
যেমন বিলোকি' একক রবিরে ঘিরে ফেলে দানবের দল॥১৮

মূল

[খর-দূষণ-বধ]

চৌ—প্রভু বিলোকি সর সকহিঁ ন ডারী। থকিত ভই রজনীচর ধারী॥
সচিব বোলি বোলে খর দূষণ। যহ কোউ নৃপবালক নর ভূষন॥১
নাগ অসুর সুর নর মুনি জেতে। দেখে জিতে হতে হম কেতে॥
হম ভরি জন্ম সুনহু সব ভাঈ। দেখী নহিঁ অসি সুন্দরতাঈ॥২
জদ্যপি ভগিনী কীন্হি কুরূপা। বধ লায়ক নহিঁ পুরুষ অনূপা॥
দেহু তুরত নিজ নারি দুরাঈ। জীঅত ভবন জাহু দ্বৌ ভাঈ॥৩

মোর কহা তুম্হ তাহি সুনাবহু। তাসু বচন সুনি আতুর আবহু ॥
দূতন্হ কহা রাম সন জাঈ। সুনত রাম বোলে মুসুকাঈ ॥৪
হম ছত্রী মৃগয়া বন করহীঁ। তুম্হ সে খল মৃগ খোজত ফিরহীঁ ॥
রিপু বলবন্ত দেখি নহিঁ ডরহীঁ। এক বার কালহু সন লরহীঁ ॥৫
জদ্যপি মনুজ দনুজ কুল ঘালক। মুনি পালক খল সালক বালক ॥
জৌঁ ন হোই বল ঘর ফিরি জাহূ। সমর বিমুখ মৈঁ হতউঁ ন কাহূ ॥৬॥
প্রভু কীন্হি ধনুষ টঙ্কোর প্রথম কঠোর ঘোর ভয়াবহা।
ভএ বধির ব্যাকুল জাতুধান ন গ্যান তেহিঁ অবসর রহা ॥

দোহা— সাবধান হোই ধাএ জানি সবল আরাতি।
লাগে বরষন রাম পর অস্ত্র সস্ত্র বহু ভাঁতি ॥১৯(ক)॥
তিন্হ কে আয়ুধ তিল সম করি কাটে রঘুবীর।
তানি সরাসন শ্রবন লগি পুনি ছাঁড়ে নিজ তীর ॥১৯(খ)॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—প্রভুরে দেখিয়া শর ছুড়িতে নারিল। রাক্ষসের সেনাদল বিহ্বল হইল ॥
মন্ত্রী আবাহিয়া খর দূষণেরে ক'য়। নরোত্তম কোন্ এই নৃপসুত হয় ? ॥১
নাগ ও অসুর, সুর, নর মুনি যত। হেরি' জিনি' হানি' আমি না জানি বা কত
ভাই সব শুন মম যাবৎ জীবন। হেন চারু রূপ চোখে পড়েনি কখন ॥২
যদ্যপি বা ভগিনীরে করে বিরূপিত। অনুপম সুপুরুষ নহে বধোচিত ॥
লুক্কায়িত নিজ নারী প্রদান করিয়া। দুই ভাই ঘরে যা'ক্ জীবন লইয়া ॥৩
মোর কথা এবে তুমি শুনাও তাহায়। তাহার উত্তর নিয়ে ফিরিবে ত্বরায় ॥
দূত যেয়ে রাম-পার্শ্বে কহিল সত্বর। শুনি' রাম মৃদু হেসে দিলেন উত্তর ॥৪
ক্ষত্রিয়—মৃগয়া করি' ফিরি আমি বনে। তোমা-সম দুষ্ট পশু সন্ধান কারণে।
বলবান্ রিপু হেরি' নাহি করি ডর। সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে হই যুদ্ধপর ॥৫
মানুষ হ'লেও আমি দনুজ-ঘাতক। খলের নাশক মুনি-জনের পালক ॥
শক্তি না থাকিলে চ'লে যেতে পার ঘরে। সমর-বিমুখে রাম কভু না সংহারে ॥৬
কপটতা, চতুরতা বিহিত সমরে। কাপুরুষ রিপুগণে রাম দয়া করে ॥
দূতগণ গিয়া দ্রুত সকল কহিল। খর ও দূষণ শুনি' হৃদয়ে দহিল ॥৭
ছন্দ— হিয়া-দাহে কহে ধে'য়ে ধর সবে, হে বিকট ভট যত নিশাচর।
বিশিখ-কার্ম্মুক-তোমর-কৃপাণ-পরিঘ-পরশু-শূল-শক্তিধর ॥

বাংলা অর্থ—থকিত—স্তম্ভিত ; ধারী—সৈন্য ; জিতে—জয় করিয়াছি ; হতে—হত্যা করিয়াছি ; দুরাঈ—লুকাইয়া ; জীঅত—জীবিত থাকিয়া ; আতুর—ত্বরায় ; নহি ডরহীঁ—ভয় পাই না ; কালহু সন—যমের সঙ্গে ; ঘালক—নাশকারী ; হতউঁ ন—মারি না ; কদরাঈ—কাপুরুষতা ; তারি ন সকহি—ছুড়িতে পারিল না ; (দো—১৯খ)

প্রথমে কঠোর ধনুক ধরিয়া অতি ভয়ঙ্কর প্রভু টঙ্কারয়।
বধির ব্যাকুল রাক্ষসের কুল সে সময়ে সব জ্ঞান-হারা হয়॥
দোহা—সাবধান হ'য়ে ধায় শত্রুদল জানি' রাম অতি বলবান্।
বরষিতে লাগে রামের উপর অস্ত্র-শস্ত্র বিবিধ বিধান॥১৯ক॥
তা'সবার অস্ত্রে তিল তিল করি' কাটিয়া ফেলেন রঘুবীর।
নিজ শরাসন আকর্ণ টানিয়া পুনরায় ছাড়িলেন তীর॥১৯খ॥

মূল

ছন্দ— তব চলে বান করাল। ফুঁকরত জনু বহু ব্যাল॥
কোপেউ সমর শ্রীরাম। চলে বিসিখ নিসিত নিকাম॥১
অবলোকি খরতর তীর। মুরি চলে নিসিচর বীর॥
ভএ ক্রুদ্ধ তীনিউ ভাই। জো ভাগি রন তে জাই॥২
তেহি বধব হম নিজ পানি। ফিরে মরন মন মহুঁ ঠানি॥
আয়ুধ অনেক প্রকার। সনমুখ তে করহিঁ প্রহার॥৩
রিপু পরম কোপে জানি। প্রভু ধনুষ সর সন্ধানি॥
ছাঁড়ে বিপুল নারাচ। লগে কটন বিকট পিসাচ॥৪
উর সীস ভুজ কর চরন। জহঁ তহঁ লগে মহি পরন॥
চিক্করত লাগত বান। ধর পরত কুধর সমান।৫
ভট কটত তন সত খণ্ড। পুনি উঠত করি পাষণ্ড॥
নভ উড়ত বহু ভুজ মুণ্ড। বিনু মৌলি ধাবত রুণ্ড॥৬
খগ কঙ্ক কাক স্বগাল। কটকটহিঁ কঠিন করাল॥৭

ছন্দ— কটকটহিঁ জম্বুক ভুত প্রেত পিসাচ খর্পর সঞ্চহীঁ।
বেতাল বীর কপাল তাল বজাই জোগিনি নংচহীঁ॥
রঘুবীর বান প্রচণ্ড খণ্ডহিঁ ভটন্হ কে উর ভুজ সিরা।
তহঁ তহঁ পরহিঁ উঠি লরহিঁ ধর ধরু ধরু করহিঁ ভয়ঙ্কর গিরা॥১
অন্তাবরীঁ গহি উড়ত গীধ পিসাচ কর গহি ধাবহীঁ।
সংগ্রাম পুর বাসী মনহুঁ বহু বাল গুড়ী উড়াবহীঁ॥
মারে পছারে উর বিদারে বিপুল ভট কহঁরত পরে।
অবলোকি নিজ দল বিকল ভট তিসিরাদি খর দূষন ফিরে॥২
সর সক্তি তোমর পরসু সূল কৃপান একহি বারহীঁ।
করি কোপ শ্রীরঘুবীর পর অগনিত নিসাচর ডারহীঁ॥
প্রভু নিমিষ মহুঁ রিপু সর নিবারি পচারি ডারে সায়কা।
দস দস বিসিখ উর মাঝ মারে সকল নিসিচর নায়কা॥৩

মহি পরত উঠি ভট ভিরত মরত ন করত মায়া অতি ঘনী।
সুর ডরত চৌদহ সহস প্রেত বিলোকি এক অবধ ধনী॥
সুর মুনি সভয় প্রভু দেখি মায়ানাথ অতি কৌতুক করুয্যো।
দেখিহিঁ পরসপর রাম করি সংগ্রাম রিপু দল লরি মরুয্যো॥৪

দোহা— রাম রাম কহি তনু তজহিঁ পাবহিঁ পদ নির্বান।
করি উপায় রিপু মারে ছন মহুঁ কৃপানিধান॥২০ক॥
হরষিত বরষহিঁ সুমন সুর বাজহিঁ গগন নিসান।
অস্তুতি করি করি সব চলে সোভিত বিবিধ বিমান॥২০খ॥

পদ্যানুবাদ

ছঃ—তখন চলিল বাণ অতীব করাল। ফোঁস ফোঁস করে যেন সংখ্যাতীত ব্যাল।
সমরে শ্রীরাম হ'ন কোপ-পরায়ণ। তীক্ষ্ণ বাণ ছাড়িলেন, না যায় গণন॥১
অবলোকি' পরে পরে খরতর তীর। পৃষ্ঠ প্রদর্শিতে লাগে নিশাচর বীর॥
ক্রুদ্ধ তিন ভাই খর, ত্রিশিরা, দূষণ। কহি,—যে করিবে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন।২
তাহারে বধিব আমি হাতে আপনার। মৃত্যু ধ্রুব জানি' তা'রা ফিরিল আবার॥
ধরিয়া আয়ুধ তা'রা অনেক প্রকার। পুরোভাগে রহি' তদা করিল প্রহার॥৩
রিপুদলে জানি' প্রভু পরম কুপিত। ধনুকে সন্ধান দেন তীর অগণিত॥
ছুড়িতে লাগেন তিনি অসংখ্য নারাচ। কাটা পড়ি' গেল তাহে অসংখ্য পিশাচ॥৪
বুকে, মাথে, ভুজে তথা চরণে ও করে। যেথা সেথা লাগি' তা'রা পড়ে মহী'পরে॥
বাণাঘাতে তারস্বরে তা'রা পুকারিল। ভূতলে পর্ব্বত-সম পড়িয়া রহিল॥৫
সেনা-দেহ কাটা গেল খণ্ডে শত শত। মায়া ধরি' উঠে পুন নিশাচর যত॥
আকাশেতে উড়ে বাহু, শির তথা হাত। শির বিনা দেহ নভে করে যাতায়াত॥৬
কাক, চিল, পক্ষী আর শৃগাল মিলিল। করাল কঠোর স্বরে ধ্বনিতে লাগিল॥৭

ছন্দ— শৃগালে ধ্বনিছে পিশাচে ভূতে ও প্রেতে মিলি' সবে খর্পর ভরিছে।
বেতাল যে বীর কপাল তুলিয়া বাজাইছে তালে, যোগিনী নাচিছে॥
রঘুবীর বাণ প্রচণ্ড খণ্ডিল সেনা সবাকার উর, শির, করে।
যেথা সেথা পড়ে, উঠি' ধায় ধড়, "ধর ধর" কহে কেহ তার-স্বরে॥১

বাংলা অর্থ—**পুঁকরত**—শব্দায়মান; **মুরি**—পৃষ্ঠ দেখাইয়া; **ঠানি**—স্থির করিয়া; **সর সন্ধানি**—শর সন্ধান করিয়া; **ধর**—ধড় দেহ; **কুধর সমান**—পর্ব্বত সমান; **মৌলি**—মস্তক; **রুণ্ড**—ধড়; **কটকটহিঁ**—কট্ কট্ শব্দ করিল; **সঞ্চহীঁ**—সঞ্চয় করিল; **অস্তাবরী**—অস্ত্র; **পছারে**—পিছাইয়া রহিল; **গুড়ী**—চিল; **কহঁরত**—চিৎকার করিয়া; **পচারি**—চিৎকার করিয়া; **করুয্যো**—করিল; (দো—২০ক-খ)

অন্ন আঁকড়িয়া শকুনি উড়িছে পিশাচ তা' করে ধরিয়া ভুজিছে।
যোদ্ধা পুরবাসী শিশু-দলে বুঝি' মনে হয় ঘুড়ি উড়া'তে চলিছে ॥
মরিল, পড়িল, বক্ষ বিদারিল, হেন সেনা-দল ফিরে ঘুরে ঘুরে।
সেনাদলে হেরি' বিকল দূষণ সখর ত্রিশিরা রাম পানে ফিরে ॥২
শর তথা শক্তি, তোমর পরশু, শূল ও কৃপাণ করি' এক সাথ।
কোপ করি' তা'রা রঘুবীর'পরে অগণিত-ভাবে করিল আঘাত ॥
প্রভু ক্ষণমাঝে নিবারিয়া শরে ডাকিয়া অরিরে নিক্ষেপিল শর।
দশ দশ বাণ হৃদয়ে হানিলা ছিল যা'রা সেথা শূর নিশাচর ॥৩
ধরাশায়ী সেনা উঠি' ভিড়ে পুন মরিয়া না মরে রচি' মায়া খেলা।
সুরে ভয়ে ভীত চৌদ্দ হাজার সেনা রামে হে'রি যুঝিতে একেলা ॥
ভীত মুনি সুরে হেরি' রঘুপতি নিজে মায়া-পতি কৌতুক রচিল।
একে অপরেরে রামরূপে হেরি' যুঝি' যত রিপু মরণ বরিল ॥৪

দোহা— 'রাম রাম' কহি ত্যজি' তা'রা তনু লভিল সকলে মোক্ষ-ধাম।
যত্নে রিপুদলে ক্ষণকাল মাঝে মারিলেন কৃপাল শ্রীরাম ॥২০ক॥
হরষি' দেবতা বরষে কুসুম নভে উঠে দামামা বাজিয়া।
স্তুতিপর হ'য়ে চলে সবে সাজি' বহুবিধ বিমানে উড়িয়া ॥২০খ॥

মূল

চৌ—জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে। সুর নর মুনি সব কে ভয় বীতে ॥
তব লছিমন সীতহি লৈ আএ। প্রভু পদ পরত হরষি উর লাএ ॥১
সীতা চিতব স্যাম মৃদু গাতা। পরম প্রেম লোচন ন অঘাতা ॥
পঞ্চবটী বসি শ্রীরঘুনায়ক। করত চরিত সুর মুনি সুখদায়ক ॥২
ধুআঁ দেখি খর দূষণ কেরা। জাই সুপনখাঁ রাবন প্রেরা ॥
বোলী বচন ক্রোধ করি ভারী। দেস কোস কৈ সুরতি বিসারী ॥৩
করসি পান সোবসি দিনু রাতী। সুধি নহিঁ তব সির পর আরাতী ॥
রাজ নীতি বিনু ধন বিনু ধর্মা। হরিহি সমর্পে বিনু সতকর্মা ॥৪
বিদ্যা বিনু বিবেক উপজাএঁ। শ্রম ফল পঢ়েঁ কিএঁ অরু পাএঁ ॥
সঙ্গ তেঁ জতী কুমন্ত্র তে রাজা। মান তে গ্যান পান তেঁ লাজা ॥৫
প্রীতি প্রনয় বিনু মদ তে গুনী। নাসহিঁ বেগি নীতি অস সুনী ॥৬

বাংলা অর্থ—ন অঘাতা—(আনন্দ) ধরে না; ধুআঁ—ধ্বংস; প্রেরা—প্ররোচিত করিল; সুধি নহিঁ—সংবাদ জানিতেছ না; সঙ্গ—আসক্তি; জতী—যতি, সন্ন্যাসী; সুনী—শুনিয়াছি; প্রনয়—বিনয়; রোই—কাঁদিয়া; (দো—২১ক-খ)

সোরঠা— রিপু রুজ পাবক পাপ প্রভু অহি গনিঅ ন ছোট করি।
অস কহি বিবিধ বিলাপ করি লাগী রোদন করন ॥২১ক॥

দোহা— সভা মাঝ পরি ব্যাকুল বহু প্রকার কহ রোই।
তোহি জিঅত দসকন্ধর মোরি কি অসি গতি হোই ॥২১খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যবে রঘুনাথ যুদ্ধে জিনিলা রিপুরে। সুর-নর-মুনি-ভয় না রহিল সে পুরে॥
আসেন লক্ষ্মণ ল'য়ে সীতারে তখন। প্রভু পদে নতি করি' লভে আলিঙ্গন ॥১
সীতা শ্যাম সুকোমল শরীর হেরিল। পরম প্রেমেতে আঁখি অতি তিরপিল ॥
পঞ্চবটী বনে বসি' রঘুর নায়ক। আচরেন সুর-মুনি-আনন্দদায়ক ॥২
খর দূষণের মৃত্যু আঁখিতে হেরিয়া। রাবণে দানিল বার্ত্তা সূর্পনখা গিয়া ॥
কহিল বচন তা'রে অতি ক্রোধ করি'। দেশ-কোষ-স্মৃতি তুমি গিয়াছ বিস্মরি' ॥৩
পান করি' নিদ্রা যাও শুধু দিন রাতি। সংবাদ না রাখ তব শিয়রে অরাতি ॥
নীতি-বিবর্জ্জিত রাজ্য, ধর্ম্মহীন ধন। মঙ্গল করম বিনা হরি সমর্পণ ॥৪
বিবেক-বর্জ্জিত বিদ্যা যদি উপজয়। পরিশ্রমমাত্র তাহে ফল-লাভ হয় ॥
যতি নষ্ট আসক্তিতে, রাজ্য কুমন্ত্রণে। অভিমানে জ্ঞান নষ্ট, লজ্জা মদ্যপানে ॥৫
অবিনয়ে প্রীতি নষ্ট, গুণী অহঙ্কারে। সর্ব্বত্র এ' নীতি শুনি সংসার-মাঝারে ॥৬

সো॰-- রিপু, রোগ, অগ্নি, পাপ, প্রভু, সর্প তুচ্ছ করি' না কর গণন।
কহি' সূর্পনখা বিলপিতে লাগে আর করে প্রবল রোদন ॥২১ক॥

দোহা—সভা-ধরাশায়ী বিবিধ প্রকারে ব্যাকুলিতা কাঁদিয়া কহিল।
দশানন! তুমি বাঁচিয়া থাকিতে হের মম কি দশা হইল ॥২১খ॥

মূল

চৌ—সুনত সভাসদ উঠে অকুলাঈ। সমুঝাঈ গহি বাঁহ উঠাঈ ॥
কহ লঙ্কেস কহসি নিজ বাতা। কেইঁ তব নাসা কান নিপাতা ॥১
অবধ নৃপতি দসরথ কে জাএ। পুরুষ সিংঘ বন খেলন আএ ॥
সমুঝি পরী মোহি উন্হ কৈ করনী। রহিত নিসাচর করিহহিঁ ধরনী ॥২
জিন্হ কর ভুজবল পাই দসানন। অভয় ভএ বিচরত মুনি কানন ॥
দেখত বালক কাল সমানা। পরম ধীর ধন্বী গুন নানা ॥৩
অতুলিত বল প্রতাপ দ্বৌ ভ্রাতা। খল বধ রত সুর মুনি সুখদাতা ॥
সোভা ধাম রাম অস নামা। তিন্হ কে সঙ্গ নারি এক স্যামা ॥৪
রূপ রাসি বিধি নারি সঁবারী। রতি সত কোটি তাসু বলিহারী ॥
তাসু অনুজ কাটে শ্রুতি নাসা। সুনি তব ভগিনি করহিঁ পরিহাসা ॥৫

খর দূষন সুনি লগে পুকারা। ছন মহু সকল কটক উন্হ মারা॥
খর দূষন তিসিরা কর ঘাতা। সুনি দসসীস জরে সব গাতা ॥৬
দোহা— সূপনখহি সমুঝাই করি বল বোলেসি বহু ভাঁতি।
গয়উ ভবন অতি সোচবস নীদ পরই নহিঁ রাতি ॥২২॥

পদ্যানুবাদ

*চৌ—শুনি' সভাসদ্ সবে হ'ল আকুলিত। বাহু ধরি' উঠাইয়া করে প্রবোধিত॥
লঙ্কেশ কহিল,—কহ সংবাদ আপন। কে তোমার কাটিয়াছে নাসিকা, শ্রবণ ?॥১
দশরথ-সুত যেই রাজা অযোধ্যার। পুরুষ-কেশরী করে কাননে শিকার॥
কার্য্য দ্বারা বুঝিয়াছি তা'র অভিপ্রায়। নিশাচর-শূন্য সেই করিবে ধরায় ॥২
যা'র ভুজ-বল লভি' ওহে দশানন! মুনিরা অভয়ে বনে করে বিচরণ॥
দেখিতে বালক বটে অন্তক-সমান। অতি ধীর ধন্বী নানা গুণের নিধান ॥৩
অতুল প্রতাপ বল ধরে দুটি ভ্রাতা। খল বধে রত, সুর-মুনি-সুখদাতা॥
অপরূপ রূপ ধরে রাম-নাম-ধারী। পরমা সুন্দরী তাঁ'র সঙ্গে এক নারী ॥৪
দিয়া বিধি রূপ-রাশি সৃজিল সে নারী। শত কোটি রতি তা'র পদে সেবাকারী॥
মম নাক, কান কাটে অনুজ তাহার। পরিহাস করে জানি' ভগিনী তোমার ॥৫
মম আর্ত্তনাদে আসে খর ও দূষণ। ক্ষণ-মাঝে তা'র সেনা করিল নিধন॥
নিহত দূষণ আর খর ও ত্রিশির। শুনি' রাবণের জ্বলে সকল শরীর ॥৬
দোহা— সে সূর্পনখারে কহি' নিজ বল নানারূপে সান্ত্বনা দানিল।
অতি শোক ভারে গৃহে পঁহুছিয়া রাত্রিভর নিদ্রা না লভিল ॥২২॥

মূল

চৌ—সুর নর অসুর নাগ খগ মাহীঁ। মোরে অনুচর কহঁ কোউ নাহী॥
খর দূষন মোহি সম বলবন্তা। তিন্হহি কো মারই বিনু ভগবন্তা ॥১
সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা। জৌ ভগবন্ত লীন্হ অবতারা॥
তৌ মৈঁ জাই বৈরু হঠি করউঁ। প্রভু সর প্রান তজেঁ ভব তরউঁ ॥২
হোইহি ভজনু ন তামস দেহা। মন ক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ় এহা॥
জৌঁ নররূপ ভূপসুত কোউ। হরিহউঁ নারি জীতি রন দোউ ॥৩
চলা অকেল জান চঢ়ি তহবাঁ। বস মারীচ সিন্ধু তট জহবাঁ॥
ইহাঁ রাম জসি জুগুতি বনাঈ। সুনহু উমা সো কথা সুহাঈ ॥৪

বাংলা অর্থ—বাঁহ—বাহু; কেইঁ—কে; নিপাতা—নাশ করিয়াছে; জাএ—পুত্র; সমুঝি পরী—বুঝিয়াছি; সোভা ধাম—অতি সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট; বলিহারী—উপহারের দ্রব্যদাতা; ঘাতা—বধ; জরে—জ্বলিল; নীদ পরই—নিদ্রা গেল; (দো:—২০)

দোহা— লছিমন গএ বনহিঁ জব লেন মূল ফল কন্দ।
জনকসুতা সন বোলে বিহসি কৃপা সুখ বৃন্দ ॥২৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অসুর ও সুর, নর, নাগ, খগ-মাঝে। কোথা মম চাকরের-সম কে বা আছে?
খর ও দূষণ মম সম বলবান্। তা' দোহারে কেবা মারে বিনা ভগবান্? ॥১
দেবগণে তুষিবারে হরি' মহীভার। ভগবান্ হ'য়ে থাকে যদি অবতার ॥
তবু গিয়া হঠতায় শত্রুতা করিব। প্রভু করে প্রাণ ত্যজি' সংসার তরিব ॥২
তামস দেহেতে মম না হ'বে ভজন। কায়-মনোবাক্যে করি সঙ্কল্প গ্রহণ ॥
নররূপে ভূপ-সুত যদি এ রা হ'ন। রণে দোঁহা জিনি' নারী করিব হরণ ॥৩
একক রাবণ চলে যানে চড়ি' সেথা। মারীচের বাস ছিল সিন্ধু-তটে যেথা ॥
হেন কালে রাম যথা হ'ন চিন্তাপর। শুন উমা! সেই কথা অতি মনোহর ॥৪
দোহা— গেলেন লক্ষ্মণ আহরিতে বনে যবে মূল, ফল, কন্দ আর।
হাসি' কথা ক'ন জানকীর সনে রাম কৃপা-সুখ-পারাবার ॥২৩॥

মূল

চৌ—সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুসীলা। মৈঁ কছু করবি ললিত নর লীলা ॥
তুম্হ পাবক মহুঁ করহু নিবাসা। জৌ লগি করৌঁ নিসাচর নাসা ॥১
জবহিঁ রাম সব কহা বখানী। প্রভু পদ ধরি হিয়ঁ অনল সমানী ॥
নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তহঁ সীতা। তৈসই সীল রূপ সুবিনীতা ॥২
লছিমনহুঁ যহ মরমু ন জানা। জো কছু চরিত রচা ভগবানা ॥
দসমুখ গয়উ জহঁা মারীচা। নাই মাথ স্বারথ রত নীচা ॥৩
নবনি নীচ কৈ অতি দুখদাঈ। জিমি অঙ্কুস ধনু উরগ বিলাঈ ॥
ভয়দায়ক খল কৈ প্রিয় বানী। জিমি অকাল কে কুসুম ভবানী ॥৪
দোহা— করি পূজা মারীচ তব সাদর পূছী বাত।
কবন হেতু মন ব্যগ্র অতি অকসর আয়হু তাত ॥২৪॥

পদ্যানুবাদ

শুন প্রিয়ে! পাতিব্রত্য-ব্রতিনী সুশীলা। আমি কিছু করি এবে চারু নর-লীলা ॥
তাবৎ অনল-মাঝে কর তুমি বাস। যাবৎ না করি আমি নিশাচর-নাশ ॥১

বাংলা অর্থ—হঠি—হঠতাপূর্ব্বক; তজেঁ—ত্যাগপূর্ব্বক; হরিহউঁ—হরণ করিব; এহা—এই; বস—বাস করিতেছে; তহবাঁ....জহবাঁ—সেখানে....যেখানে; (দো—২৩)

বাংলা অর্থ—করবি—করিব; জৌ লগি—যাবৎ; রাখি—রাখিলেন; নবনি—নম্রতা; কবন হেতু—কি কারণ; অকসর—একাকী; (দো—২৪)

যবে রাম ক'ন সব কথা বাখানিয়া। অগ্নিগত সীতা হ'ন প্রভু-পদে হিয়া ॥
নিজ প্রতিবিম্ব সেথা রাখে যেন সীতা। রূপে, শীলে সেই ভাবে আর সুবিনীতা ॥২
লক্ষ্মণের এই তত্ত্বে নাহি ছিল জ্ঞান। যা' কিছু চরিত রচে নিজে ভগবান্ ॥
দশানন যা'ন যেথা আছিল মারীচ। শির নত করে তারে স্বার্থে রত নীচ॥৩
নীচেরে বিনয়ও করে অতি দুঃখ দান। অঙ্কুশ-উরগ-ধনু-মার্জ্জার-সমান ॥
ভয়দান করে সদা খল-প্রিয়বাণী। অকালের পুষ্প যথা জানিবে ভবানি ! ॥৪
দোহা— মারীচ পূজিয়া তাঁহারে তখন সমাদরে কহেন বচন।
কোন্ হেতু কহ অতি ব্যগ্র মনে একা তাত ! তব আগমন ? ॥২৪॥

মূল

চৌ—দসমুখ সকল কথা তেহি আগেঁ। কহী সহিত অভিমান অভাগেঁ ॥
হোহু কপট মৃগ তুম্হ ছলকারী। জেহি বিধি হরি আনৌঁ নৃপনারী ॥১
তেহিঁ পুনি কহা সুনহু দসসীসা। তে নররূপ চরাচর ঈসা ॥
তাসোঁ তাত বয়রু নহিঁ কীজৈ। মারেঁ মরিঅ জিআএঁ জীজৈ ॥২
মুনি মখ রাখন গয়উ কুমারা। বিনু ফর সর রঘুপতি মোহি মারা ॥
সত জোজন আয়উঁ ছন মাহীঁ। তিন্হ সন বয়রু কিএঁ ভল নাহীঁ ॥৩
ভই মম কীট ভৃঙ্গ কী নাঈ। জহঁ তহঁ মৈঁ দেখউঁ দোউ ভাঈ ॥
জৌঁ নর তাত তদপি অতি সূরা। তিন্হহি বিরোধি ন আইহি পূরা ॥৪
দোহা— জেহিঁ তাড়কা সুবাহু হতি খণ্ডেউ হর কোদণ্ড।
খর দূষন তিসিরা বধেউ মনুজ কি অস বরিবণ্ড ॥২৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভাগ্যহীন দশানন সকল বচন। পুরোভাগে অভিমানে তা'র সনে ক'ন ॥
কপট হরিণ-রূপে হও ছলকারী। যেমনে রাঘব নারী হরিবারে পারি ॥১
মারীচ তাহারে কহে,—শুন দশানন। চরাচর ঈশ ইনি নররূপী হ'ন ॥
তা'র সনে নাহি তাত ! শত্রুতা সাধিবে। মারিলে মরিবে তুমি বাঁচালে বাঁচিবে ॥২
এই শিশু গেলে মুনি-যজ্ঞ রক্ষিবারে। ফলক-বিহীন বাণ মারিল আমারে ॥
ক্ষণেতে যোজন শত আসিয়া পৌঁছাই। তা'র সনে শত্রুতায় ভাল কিছু নাই ॥৩
ভৃঙ্গ-ধরা কীট-সম আমি দশা পাই। যেথা সেথা ভয়ে হেরি' সেই দুই ভাই ॥
যদিও নরের রূপ ধরিছে শূরতা। তা' সনে বিরোধে নাহি পাবে সফলতা ॥৪

বাংলা অর্থ—হোহু—হও; তাসোঁ—তার সঙ্গে; ফর সর—ফলক বাণ; কোট—দশা; পূরা ন আইহি—(ফলের) পূর্ণতা আসিবে না; হতি—আঘাত করিয়াছে; খণ্ডেউ—ভাঙ্গিয়াছে; বরিবণ্ড—প্রচণ্ড বলী; দো—২৫)

দোহা— তারকা, সুবাহু দোঁহারে মারিয়া ভাঙ্গিল যে হরের কোদণ্ড।
খর, দূষণ ও ত্রিশিরারে বধে মানুষ কি এ বীর প্রচণ্ড? ॥২৫॥

মূল

চৌ—জাহু ভবন কুল কুসল বিচারী। সুনত জরা দীন্হিসি বহু গারী।
গুরু জিমি মূঢ় করসি মম বোধা। কহু জগ মোহি সমান কো জোধা ॥১
তব মারীচ হৃদয় অনুমানা। নবহি বিরোধে নহিঁ কল্যানা॥
সস্ত্রী মর্মী প্রভু সঠ ধনী। বৈদ বন্দি কবি ভানস গুনী ॥২
উভয় ভাঁতি দেখা নিজ মরনা। তব তাকিসি রঘুনায়ক সরন॥
উতরু দেত মোহি বধব অভাগেঁ। কস ন মরৌঁ রঘুপতি সর লাগেঁ ॥৩
অস জিয়ঁ জানি দসানন সঙ্গা। চলা রাম পদ প্রেম অভঙ্গা॥
মন অতি হরষ জনাব ন তেহী। আজু দেখিহউঁ পরম সনেহী ॥৪

ছন্দ— নিজ পরম প্রীতম দেখি লোচন সুফল করি সুখ পাইহৌঁ।
শ্রী সহিত অনুজ সমেত কৃপানিকেত পদ মন লাইহৌঁ॥
নির্বান দায়ক ক্রোধ জা কর ভগতি অবসহি বসকরী।
নিজ পানি সর সন্ধানি সো মোহি বধিহি সুখসাগর হরী॥

দোহা— মম পাছেঁ ধর ধাবত ধরেঁ সরাসন বান।
ফিরি ফিরি প্রভুহি বিলোকিহউঁ ধন্য ন মো সম আন ॥২৬॥

পদ্যানুবাদ

কুল-শুভ বিচারিয়া যাও গৃহপানে'। রাবণ শুনিয়া ক্রোধে ভর্ৎসে গালিদানে॥
গুরু-সম তুমি মূঢ়! শিখাও আমারে। আমা-সম যোদ্ধা কেবা ধরার মাঝারে? ১
তখন মারীচ মনে করে অনুমান। ন' জনার বিরোধেতে নাহিক কল্যাণ॥
যারা শস্ত্রী, মর্মী, প্রভু, শঠ, ধনী আর। বৈদ্য, ভাট, কবি আর নিজ সূপকার ॥২
দু'দিকেই হেরিতেছি আমার মরণ। তবু লক্ষ্য প্রধানতঃ রামের শরণ॥
উত্তর করিলে মরি অভাগার করে। তবে কেন নাহি মরি রঘুপতি-শরে ॥৩
হেন কথা মনে স্মরি' দশানন-সাথে। রামে রাখি' পরা প্রীতি চলিল পশ্চাতে॥
মনের হরষ কিন্তু তা'রে না জানায়। পরম প্রেমিকে আজি দেখিবে আশায় ॥৪

ছন্দ— নিজ ইষ্টদেবে হেরিয়া নয়নে সুফল লভিয়া আনন্দ ভুঞ্জিব।
জানকী-সহিত অনুজ-সমেত কৃপানিধি-পদে মানস অর্পিব॥

বাংলা অর্থ—বিচারী—বিচার করিয়া; জরা—জ্বলিয়া উঠিল; করসি—করিতেছিস (তুই); কহু—কহ, বল; নবহি—নয় জনের; ভানস—পাচক; তাকিসি—লক্ষ্য করিলাম; বধব—বধিবে; জনাব ন—জানাইল না; সুফল—সফল; পাইহৌঁ—পাইব; বিলোকিহউঁ—দেখিব; (দো—২৬)

মুক্তিদান-শক্তি যাঁ'র ক্রোধে ধরে দুষ্ট বধ করে ভকতি যাঁহাতে।
বধিবেন মোরে সুধা-সিন্ধু সেই হরি ধনুর্ব্বাণ ধরি' নিজ হাতে॥
দোহা— ছুটিবেন প্রভু মম পিছু পিছু ধরি' নিজে শরাসন বাণ।
ফিরিয়া ফিরিয়া তাঁহারে হেরিব ধন্য কেবা আমার সমান?॥২৬॥

মূল

চৌ—তেহি বন নিকট দসানন গয়উ। তব মারীচ কপটমৃগ ভয়উ॥
অতি বিচিত্র কছু বরনি ন জাঈ। কনক দেহ মনি রচিত বনাঈ॥১
সীতা পরম রুচির মৃগ দেখা। অঙ্গ অঙ্গ সুমনোহর বেষা॥
সুনহু দেব রঘুবীর কৃপালা। এহি মৃগ কর অতি সুন্দর ছালা॥২
সত্যসন্ধ প্রভু বধি করি এহী। আনহু চর্ম কহতি বৈদেহী॥
তব রঘুপতি জানত সব কারন। উঠে হরষি সুর কাজু সঁবারন॥৩
মৃগ বিলোকি কটি পরিকর বাঁধা। করতল চাপ রুচির সর সাঁধা॥
প্রভু লছিমনহি কহা সমুঝাঈ। ফিরত বিপিন নিসিচর বহু ভাঈ॥৪
সীতা কেরি করেহু রখবারী। বুধি বিবেক বল সময় বিচারী॥
প্রভুহি বিলোকি চলা মৃগ ভাজী। ধাএ রামু সরাসন সাজী॥৫
নিগম নেতি সিব ধ্যান ন পাবা। মায়ামৃগ পাছেঁ সো ধাবা॥
কবহুঁ নিকট পুনি দূরি পরাঈ। কবহুঁক প্রগটই কবহুঁ ছিপাঈ॥৬
প্রগটত দুরত করত ছল ভূরী। এহি বিধি প্রভুহি গয়উ লৈ দূরী॥
তব তকি রাম কঠিন সর মারা। ধরনি পরেউ করি ঘোর পুকারা॥৭
লছিমন কর প্রথমহিঁ লৈ নামা। পাছেঁ সুমিরেসি মন মহুঁ রামা॥
প্রান তজত প্রগটেসি নিজ দেহা। সুমিরেসি রামু সমেত সনেহা॥৮
অন্তর প্রেম তাসু পহিচানা। মুনি দুর্লভ গতি দীন্হি সুজানা॥৯
দোহা— বিপুল সুমন সুর বরষহিঁ গাবহিঁ প্রভু গুন গাথ।
নিজ পদ দীন্হ অসুর কহুঁ দীনবন্ধু রঘুনাথ॥২৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সেই বন সমীপেতে গেল দশানন। হইল কপট মৃগ মারীচ তখন॥
অতীব বিচিত্র তাহা বর্ণনে না যায়। সোনার শরীর যেন মণিতে সাজায়॥১
পরম সুন্দর মৃগে জানকী হেরিল। প্রতিটি প্রত্যঙ্গ তা'র মনোহর ছিল॥
সীতা ক'ন ওহে দেব রাঘব কৃপাল! মনোমোহকর এই হরিণের ছাল॥২

বাংলা অর্থ—সঁবারন—সম্পন্ন করিতে; রুচির—সুন্দর; সাঁধা—চড়াইল; ভাজী—পলাইল; ছিপাঈ—লুকায়; লৈ গয়উ—লইয়া গেল; সুমিরেসি—স্মরণ করিল; পরাই—পলায়; পুকারা—চীৎকার; (দো—২৭)

ওহে প্রভু সত্যসন্ধ ! ইহারে বধিয়া। চর্ম্মখানি তুমি মোরে দাও গো আনিয়া॥
সানন্দে রাঘব বুঝি' সকল কারণ। উঠেন করিতে সুর-কার্য্য-সম্পাদন ॥৩
হরিণে হেরিয়া হ'য়ে বদ্ধ পরিকর। করে চাপ ধরি' চারু চড়ালেন শর ॥
প্রভু লক্ষ্মণেরে তদা বুঝাইয়া ক'ন। জানো ভাই বনে ফিরে নিশাচরগণ ॥৪
সীতার রক্ষক তুমি হও এইবার। কর বুদ্ধি-জ্ঞান-বল-সময়-বিচার ॥
প্রভুরে হেরিয়া মৃগ বনে পলাইলা। সজ্জিত-কার্ম্মুক রাম পশ্চাতে ধাইলা ॥৫
'নেতি' ক'ন বেদ, শিব ধ্যানে নাহি পায়,—যাঁরে, সেই মায়া-মৃগ পিছু পিছু ধায় ॥
কভু বা নিকটে কভু দূরে পলাইয়া। কভু দেখা দেয় কভু যায় লুকাইয়া ॥৬
বহু ছল করি' দূরে প্রকট হইল। এইরূপে প্রভুপাদে দূরেতে লইল ॥
লক্ষ্য স্থির করি' রাম হানে দৃঢ় শর। ধরণীতে পড়ে ধ্বনি' অতি ঘোর স্বর ॥৭
প্রথমে 'লক্ষ্মণ' নাম মুখে উচ্চারিল। পিছু 'রাম' নাম কিন্তু মনে সে স্মরিল ॥
পরাণ ত্যজিয়া নিজ দেহ প্রকটিল। ভক্তি ভরে 'রাম নাম' মনে মনে নিল ॥৮
তাহার হার্দ্দিক প্রেম মনে জানি' রাম। মুনির দুর্লভ-গতি করিলা প্রদান ॥৯
দোহা— প্রচুর কুসুম বরষিয়া দেব প্রভু গুণ-গাঁথা সকলে গাহিলা।
দীন-জন-বন্ধু প্রভু রঘুনাথ অসুরেও নিজ পদ দিলা ॥২৭॥

মূল

চৌ—খল বধি তুরত ফিরে রঘুবীরা। সোহ চাপ কর কটি তুনীরা ॥
আরত গিরা সুনী জব সীতা। কহ লছিমন সন পরম সভীতা ॥১
জাহু বেগি সঙ্কট অতি ভ্রাতা। লছিমন বিহসি কহা সুনু মাতা ॥
ভৃকুটী বিলাস সৃষ্টি লয় হোঈ। সপনেহুঁ সঙ্কট পরই কি সোঈ ॥২
মরম বচন জব সীতা বোলা। হরি প্রেরিত লছিমন মন ডোলা ॥
বন দিসি দেব সৌঁপি সব কাহূ। চলে জহাঁ রাবন সসি রাহূ ॥৩
সূন বীচ দসকন্ধর দেখা। আবা নিকট জতী কেঁ বেষা ॥
জাকেঁ ডর সুর অসুর ডেরাহীঁ। নিসি ন নীদ দিন অন্ন ন খাহীঁ ॥৪
সো দসসীস স্বান কী নাঈ। ইত উত চিতই চলা ভড়িহাঈ ॥
ইমি কুপন্থ পগ দেত খগেসা। রহ ন তেজ তন বুদ্ধি বল লেসা ॥৫
নানা বিধি করি কথা সুহাঈ। রাজনীতি ভয় প্রীতি দেখাঈ ॥
কহ সীতা সুনু জতী গোসাঈ। বোলেহু বচন দুষ্ট কী নাঈ ॥৬
তব রাবন নিজ রূপ দেখাবা। ভঈ সভয় জব নাম সুনাবা ॥
কহ সীতা ধরি ধীরজু গাঢ়া। আই গয়উ প্রভু রহু খল ঠাঢ়া ॥৭
জিমি হরিবধুহি ছুদ্র সস চাহা। ভএসি কালবস নিসিচর নাহা ॥
সুনত বচন দসসীস রিসানা। মন মহুঁ চরন বন্দি সুখ মানা ॥৮

দোহা— ক্রোধবন্ত তব রাবন লীন্হিসি রথ বৈঠাই।
চলা গগনপথ আতুর ভয়ঁ রথ হাঁকি ন জাই ॥২৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—খলেরে বধিয়া তদা ফিরে রঘুবীর। করে শোভে চাপ, তাঁ'র কটিতে তূণীর॥
সীতা যবে আর্ত্তস্বরে শুনে—'হা লক্ষ্মণ'! অতি ভীত হ'য়ে ক'ন লক্ষ্মণে তখন॥১
ত্বরা যাও হে দেবর! ভ্রাতৃ-বিপদ্ গণি'। লক্ষ্মণ হাসিয়া ক'ন শুনগো জননি!
ভ্রুকুটি বিলাসে যাঁ'র হয় সৃষ্টি, লয়। স্বপনেও তাঁ'র কভু বিপত্তি কি হয়? ॥২
মর্ম্মপীড়াকারী বাক্য সীতা তবে ক'ন। হরিপ্রেরণায় টলে লক্ষ্মণের মন॥
বনদেবে দিক্‌পালে সকল সঁপিল। রাবণ চন্দ্রমা-রাহু-সকাশে চলিল॥৩
তখন সে শূন্য-স্থান হেরি' দশানন। যতি-বেশে সীতা-পার্শ্বে করে আগমন॥
যা'র তরে সুরাসুর সদা ভয় পায়। দিবসে নিরন্ন, রাত্রে নিদ্রা নাহি যায়॥৪
সেই দশানন এবে কুকুরের মত। ইতস্তত চাহি' রহে চৌর-কার্য্যে রত॥
এমন কুপথে পদ বাড়ালে খগেশ! নাহি রহে তনু-তেজ, বুদ্ধি, বল-লেশ॥৫
বিবিধ প্রকারে রচি' কথা সুশোভন। রাজনীতি, ভয়, প্রীতি করে প্রদর্শন॥
শুন প্রভু যতিবর! সীতা তা'রে ক'ন। দুষ্ট-সম তুমি বাক্য কর উচ্চারণ॥৬
তখন রাবণ নিজ-রূপ দেখাইল। নাম শুনাইলে সীতা সন্ত্রস্ত হইল॥
প্রবল ধীরতা ধরি' সীতা তবে ক'ন। আসিবেন প্রভু, দুষ্ট! রহ কিছুক্ষণ॥৭
সিংহিনীরে খরগোস পেতে চায় যথা। কাল-বশে রক্ষোবর! তোমা হেরি তথা॥
দশানন ক্রোধ'পর শুনি' হেন বাণী। মন-মাঝে বন্দি' তাঁরে নিল সুখ মানি'॥৮
দোহা— রাবণ তখন রোষেতে ভরিয়া তাঁ'রে রথে বসা'য়ে লইল।
ভয়াতুর চলে আকাশ পথেতে রথ নাহি হাঁকা'তে পারিল॥২৮॥

মূল

চৌ—হা জগ এক বীর রঘুরায়া। কেহিঁ অপরাধ বিসারেহু দায়া॥
আরতি হরন সরন সুখদায়ক। হা রঘুকুল সরোজ দিননায়ক॥১
হা লছিমন তুম্হার নহিঁ দোসা। সো ফলু পায়উঁ কীন্হেউঁ রোসা॥
বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী॥ ভূরি কৃপা প্রভু দূরি সনেহী॥২

বাংলা অর্থ—অরত গিরা—দুঃখভরা বাক্য; ভৃকুটি বিলাস—ভ্রূভঙ্গে; ডোলা—চঞ্চল হইল; সূন বীচ—শূন্য অভ্যন্তরভাগ; জতী—যতি (সন্ন্যাসী); স্বান কী নাঈ—কুকুরের মত; ভড়িহাঈ—চোর কুকুর (যে খাদ্য সন্ধানে নির্জ্জনে ঘোরা ফেরা করে); ঠাড়া রহু—খাড়া রও; হরিবধূহি—সিংহের স্ত্রীকে; রিসানা—ক্রুদ্ধ হইল; হাঁকি ন জাই—শব্দ করিয়া গেল না; নাহা—নাথ; আতুর—ভয়ভীত; (দো—২৮)

বিপতি মোরি কো প্রভুহি সুনাবা। পুরোডাস চহ রাসভ খাবা॥
সীতা কৈ বিলাপ সুনি ভারী। ভএ চরাচর জীব দুখারী ॥৩
গীধরাজ সুনি আরত বানী। রঘুকুলতিলক নারি পহিচানী॥
অধম নিসাচর লীন্হেঁ আঈ। জিমি মলেছ বস কপিলা গাঈ ॥৪
সীতে পুত্রি করসি জনি ত্রাসা। করিহউঁ জাতুধান কর নাসা॥
ধাবা ক্রোধবন্ত খগ কৈসেঁ। ছুটই পবি পরবত কহুঁ জৈসেঁ ॥৫
রে রে দুষ্ট ঠাঢ় কিন হোহী। নির্ভয় চলেসি ন জানেহি মোহী॥
আবত দেখি কৃতান্ত সমানা। ফিরি দসকন্ধর কর অনুমানা ॥৬
কী মৈনাক কি খগপতি হোঈ। মম বল জান সহিত পতি সোঈ॥
জানা জরঠ জটায়ু এহা। মম কর তীরথ ছাঁড়িহি দেহা ৭
সুনত গীধ ক্রোধাতুর ধাবা। কহ সুনু রাবন মোর সিখাবা॥
তজি জানকিহি কুসল গৃহ জাহূ। নাহিঁ ত অস হোইহি বহুবাহূ ॥৮
রাম রোষ পাবক অতি ঘোরা। হোইহি সকল সলভ কুল তোরা॥
উতরু ন দেত দসানন জোধা। তবহিঁ গীধ ধাবা করি ক্রোধা ॥৯
ধরি কচ বিরথ কীন্হ মহি গিরা। সীতহি রাখি গীধ পুনি ফিরা॥
চোচন্হ মারি বিদারেসি দেহী। দণ্ড এক ভই মুরুছা তেহী ॥১০
তব সক্রোধ নিসিচর খিসিআনা। কাঢ়েসি পরম করাল কৃপানা॥
কাটেসি পঙ্খ পরা খগ ধরনী। সুমিরি রাম করি অদভুত করনী ॥১১
সীতহি জান চঢ়াই বহোরী। চলা উতাইল ত্রাস ন থোরী॥
করতি বিলাপ জাতি নভ সীতা। ব্যাধ বিবস জনু মৃগী সভীতা ॥১২
গিরি পর বৈঠে কপিন্হ নিহারী। কহি হরি নাম দীন্হ পট ডারী॥
এহি বিধি সীতহি সো লৈ গয়উ। বন অসোক মহঁ রাখত ভয়উ ॥১৩

দোহা— **হারি পরা খল বহু বিধি ভয় অরু প্রীতি দেখাই।**
তব অসোক পাদপ তর রাখিসি জতন করাই ॥২৯(ক)
জেহি বিধি কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধাই চলে শ্রীরাম।
সো ছবি সীতা রাখি উর রটতি রহতি হরিনাম ॥২৯(খ)

বাংলা অর্থ—বিসারেহু—ভুলিলে; **পুরোডাস**—যজ্ঞান্ন; **মলেছ**—ম্লেচ্ছ; **সরন সুখদায়ক**—আশ্রিতের সুখদাতা; **পাবি**—বজ্র; **কিন**—কেন না; **ঠাঢ় হোহী**—খাড়া হও; **সিখাবা**—শিক্ষাদান; **সলভ হোইহি**—ভস্ম হইবে; **কচ**—চুল; **চোচন্হ**—চঞ্চু; **মুরুছা**—মূর্চ্ছা; **খিসিয়ানা**—তর্জ্জন করিয়া; **কাঢ়েসি**—বাহির করিল; **উতাইল**—উতলা; **জাতি**—যাইতে যাইতে; **ডারী দীন্হ**—ফেলিয়া দিল; **হারি পরা**—হারিয়া গেল; **জাতুধান**—রাক্ষস; **জতন**—যত্ন; **জান**—যান; দো—২৯ ক-খ)

চৌ—হায় ! হায় ! জগদেক-বীর রঘুরাজ ! কোন্ দোষে মোরে তুমি বিস্মরিলে আজ ?
শরণার্থি-জনে সুখদাতা আর্ত্তিহর ! রঘুকুল-পদ্মবনে তুমি যে ভাস্কর ॥১
হা লক্ষ্মণ ! তোমাতে ত' নাহি ছিল দোষ। তা'র ফল লভি আমি করিনু যে রোষ
বিবিধ বিলাপ সীতা করিতে লাগিলা। কৃপাল প্রেমিক প্রভু অতি দূরে ছিলা ॥২
কে মম বিপদ্-বার্ত্তা দিবে প্রভু-পাশ ? গর্দ্দভ খাইতে চাহে যজ্ঞ-পুরোডাশ ॥
সীতার বিলাপ ভারী করিয়া শ্রবণ। চরাচর জীব হ'ল দুঃখেতে মগন ॥৩
গৃধ্ররাজ যে জটায়ু শুনি' আর্ত্তি-বাণী। চিনিতে পারিল সীতা রঘুকুল-রাণী ॥
অধম রাক্ষস তা'রে নিয়ে যায় বলে। কপিলা পড়িল যেন কসাই-কবলে ॥৪
তনয়ে ! জানকি ! তুমি না করিবে ত্রাস। করিব এখনি আমি রাক্ষস-বিনাশ ॥
ইহা কহি' খগরাজ সক্রোধে ধাইল। পর্ব্বতের পানে যেন কুলিশ ছুটিল ॥৫
হাসি' কহে ওরে দুষ্ট ! কেন না দাঁড়াস ? মোরে না জানিয়া কোথা নির্ভয়ে পালাস ?
আসিতে দেখিয়া তা'রে কৃতান্ত-সমান। দশানন ফিরি' করে এই অনুমান ॥৬
মৈনাক পর্ব্বত একি ? অথবা গরুড় ? প্রভু-সহ জানে বল আমার বাহুর ॥
চিনিতে পারিল এ' যে আসিছে জটায়ু। ত্যজিতে চাহিছে এবে বুঝি তা'র আয়ু ৭
শুনি' গৃধ্র ক্রোধে অন্ধ ধাইল তখন। কহে মম উপদেশ শোন্‌রে রাবণ !
জানকীরে ত্যজি' দ্রুত যারে স্বভবনে। নহিলে ঘটিবে যাহা জেনে রাখ্ মনে ॥৮
রঘুনাথ-রোষ-অগ্নি অতিশয় ঘোর। দহিবে পতঙ্গ-সম সব কুল তোর ॥
উত্তর না দিল কিছু বীর দশানন। গৃধ্র ক্রোধে আক্রমিতে ধাইল তখন ॥৯
চুলে ধরি' রথচ্যুত ধরাশায়ী করে। সীতারে রাখিয়া পার্শ্বে পুন গৃধ্র ফিরে ॥
নখাঘাত করি' তা'র দেহ বিদারিল। এক দণ্ড সে রাবণ মূর্চ্ছিত রহিল ॥১০
তখন রাবণ ক্রোধে দাঁত খিচাইল। করাল কৃপাণ এক বাহির করিল ॥
কাটি দিল পাখা, খগ ভূতলে পড়িল। রামের অদ্ভুত লীলা মানসে স্মরিল ॥১১
জানকীরে রথ'পরে পুন চড়াইয়া। উতলা রাবণ চলে ভয়ার্ত্ত হইয়া ॥
যাইতে যাইতে নভে সীতা বিলপিল। ব্যাধ-বশ মৃগী-সম ত্রাসিত হইল ॥১২
গিরি-পরে সমাসীন কপিরে হেরিয়া। রাম নাম কহি' দিল কাপড় ফেলিয়া ॥
হেন মতে জানকীরে রাবণ লইল। অশোক কানন-মাঝে তাঁহারে রাখিল ॥১৩

দোহা— যবে হার মানে ভয় ও পিরীতি নানারূপ করি' প্রদর্শন।
সযতনে তা'রে অশোক-কাননে তরু-তলে করিল রক্ষণ ॥২৯ক॥

যে রূপ ধরিয়া মায়া-মৃগ-সনে ধে'য়েছিল আপনি শ্রীরাম।
সে ছবি রাখিয়া সীতা হিয়া-মাঝে স্মরে আর কহে হরিনাম ॥২৯খ॥

মূল

চৌ—রঘুপতি অনুজহি আবত দেখী। বাহিজ চিন্তা কীন্হি বিসেষী॥
জনকসুতা পরিহরিহু অকেলী। আয়হু তাতবচন মম পেলী॥১
নিসিচর নিকর ফিরহিঁ বন মাহীঁ। মম মন সীতা আশ্রম নাহীঁ॥
গহি পদ কমল অনুজ কর জোরী। কহেউ নাথ কছু মোহি ন খোরী॥২
অনুজ সমেত গএ প্রভু তহবাঁ। গোদাবরি তট আশ্রম জহবাঁ॥
আশ্রম দেখি জানকী হীনা। ভএ বিকল জস প্রাকৃত দীনা॥৩
হা গুনখানি জানকী সীতা। রূপ সীল ব্রত নেম পুনীতা॥
লছিমন সমুঝাএ বহু ভাঁতী। পূছত চলে লতা তরু পাঁতী॥৪
হে খগ মৃগ হে মধুকর শ্রেনী। তুম্হ দেখী সীতা মৃগনৈনী॥
খঞ্জন সুক কপোত মৃগ মীনা। মধুপ নিকর কোকিল প্রবীনা॥৫
কুন্দকলী দাড়িম দামিনী। কমল সরদ সসি অহিভামিনী॥
বরুন পাস মনোজ ধনু হংসা। গজ কেহরি নিজ সুনত প্রসংসা॥৬
শ্রীফল কনক কদলি হরষাহীঁ। নেকু ন সঙ্ক সকুচ মন মাহীঁ॥
সুনু জানকী তোহি বিনু আজূ। হরষে সকল পাই জনু রাজূ॥৭
কিমি সহি জাত অনখ তোহি পাহীঁ। প্রিয়া বেগি প্রগটসি কস নাহীঁ॥
এহি বিধি খোজত বিলপত স্বামী। মনহুঁ মহা বিরহী অতি কামী॥৮
পূরনকাম রাম সুখ রাসী। মনুজচরিত কর অজ অবিনাসী॥
আগেঁ পরা গীধপতি দেখা। সুমিরত রামচরন জিন্হ রেখা॥৯

দোহা— কর সরোজ সির পরসেউ কৃপাসিন্ধু রঘুবীর।
নিরখি রাম ছবি ধাম মুখ বিগত ভঈ সব পীর॥৩০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রঘুপতি অনুজেরে আসিতে দেখিয়া। বাহ্যরূপে প্রকটেন চিন্তাপর হিয়া॥
জনক-সুতারে তুমি একক ত্যজিয়া। আসিলে হে ভ্রাতঃ! মম নির্দেশ লঙ্ঘিয়া॥১
নিশাচর-দল কত ফিরিছে কাননে। জানকী আশ্রমে নাই এই ল'য় মনে॥
লক্ষ্মণ চরণ ধরি' যুক্ত-করে তাঁ'র। কহে নাথ! দোষ কিছু নাহিক আমার॥২
অনুজ সহিত প্রভু চলিলেন সেথা। গোদাবরী-তটে ছিল আশ্রমটি যেথা॥
আশ্রম হেরিয়া রাম জানকী-বিহীন। প্রাকৃত-সমান হন বিকল ও দীন॥৩

বাংলা অর্থ—বাহিজ—বাহ্য; পেলী—উল্লঙ্ঘন করিয়া; পাঁতী—পংক্তি, সারি; অনখ—স্পর্দ্ধা; রেখা—ধ্বজা, কুলিশ আদি রাজচিহ্ন; ছবিধাম—শোভার আশ্রয়স্বরূপ; পীর—পীড়া; নেম—নিয়ম; কুন্দকলী—পদ্মের পাপড়ি; (দো—৩০)

হায়! হায়! সীতা ছিল গুণের আকর। রূপে-শীলে-গুণে পূত নিয়মাদি'পর ॥
বিবিধ প্রকারে তাঁ'রে বুঝান লক্ষ্মণ। তরু-লতা সকলেরে জিজ্ঞাসিতে যা'ন ॥৪
ওহে খগ-মৃগ! ওহে মধুকর-শ্রেণী! দেখেছ কি কেহ সীতা হরিণ-লোচনী?
খঞ্জন, কপোত, শুক আর মৃগ, মীন। মধুপ-নিকর তথা কোকিল-প্রবীণ ॥৫
কুন্দ-কলি পুষ্প তথা দাড়িম, দামিনী। কমল শরৎ-শশী আর যে নাগিনী ॥
বরুণের পাশ তথা কামধেনু হাঁস। গজ সিংহ শোনে রাম-প্রশংসা উচ্ছ্বাস ॥৬
শ্রীফল, কদলী, স্বর্ণ হরষে মগন। মনো-মাঝে কারো নাহি সঙ্কোচ কারণ ॥
শুনহে জানকী! আজি অভাবে তোমার। সবে হৃষ্ট, করে যেন রাজ্য অধিকার ॥৭
কেমনে সহিছ তোমা-প্রতি ঈর্ষা হেন। প্রিয়ে! দ্রুত দরশন দিতেছ না কেন?
খুঁজিতে খুঁজিতে হেন খেদ করে স্বামী। যেন মহা বিরহার্ত্ত, যেন অতি কামী ॥৮
পূর্ণকাম সেই রাম অতি সুখরাশি। নর-আচরণ করে অজ অবিনাশী ॥
জটায়ুরে নিপতিত দেখে পুরোভাগে। শ্রীরাম-চরণ যা'র ধ্যানে মনে জাগে ॥৯
দোহা— কর-পদ্মে শির পরশিল যবে রঘুবীর করুণা-নিধান।
নিরখি' তখন বদন-সুষমা সব পীড়া হ'ল অবসান ॥৩০॥

মূল

চৌ—তব কহ গীধ বচন ধরি ধীরা। সুনহু রাম ভঞ্জন ভব ভীরা ॥
নাথ দসানন যহ গতি কীন্হী। তেহিঁ খল জনকসুতা হরি লীন্হী ॥১
লৈ দচ্ছিন দিসি গয়উ গোসাঈং। বিলপতি অতি কুররী কী নাঈং ॥
দরস লাগি প্রভু রাখেউঁ প্রানা। চলন চহত অব কৃপা নিধানা ॥২
রাম কহা তনু রাখহু তাতা। মুখ মুসুকাই কহী তেহিঁ বাতা ॥
জাকর নাম মরত মুখ আবা। অধমউ মুকুত হোই শ্রুতি গাবা ॥৩
সো মম লোচন গোচর আগেঁ। রাখৌঁ দেহ নাথ কেহি খাঁগেঁ ॥
জল ভরি নয়ন কহহিঁ রঘুরাঈ। তাত কর্ম নিজ তেঁ গতি পাঈ ॥৪
পরহিত বস জিন্হ কে মন মাহীঁ। তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ ॥
তনু তজি তাত জাহু মম ধামা। দেউঁ কাহ তুমহ পূরনকামা ॥৫
দোহা— সীতা হরন তাত জনি কহহু পিতা সন জাই।
জৌঁ মৈঁ রাম ত কুল সহিত কহিহি দসানন আই ॥৩১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—জটায়ু ধরিয়া ধৈর্য্য কহেন বচন। ভব-ভয়-ভঞ্জন হে! করহ শ্রবণ ॥
নাথ! হেন দশা মম করে দশানন। সেই খল জানকীরে করেছে হরণ ॥১

বাংলা অর্থ—ভব ভীরা ভঞ্জন—ভব অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ভয় নাশক; কুররী—পক্ষি-বিশেষ; জৌ....তৌ—যদি....তবে; মুসকাই—স্মিতহাস্যে; খাঁগ—অভাব; (দো—৩১)

হে প্রভু! তাঁহারে ল'য়ে দক্ষিণে সে ধায়। জানকী বিলাপ করে কুররীর প্রায় ॥
দরশন লাগি' তব রাখিনু পরাণ। এক্ষণে বিদায় চাহি হে কৃপানিধান! ॥২
রাম ক'ন—কায়া তাত! রক্ষা কর পুন! হাসিয়া উত্তরে গৃধ্র কহিলেন শুন ॥
মৃত্যুকালে যাঁ'র নাম লইলে বদনে। অধমেও মুক্তি লভে বেদ যাহা ভণে ॥৩
সেই রাম রহে মম লোচন-গোচরে। হে নাথ! রাখিব দেহ কি অভাব-তরে?
বারিতে নয়ন ভরি' ক'ন রঘুপতি। নিজ-কর্ম্ম-বলে তাত! পা'বে শুভ-গতি ॥৪
পরহিত বাস করে মন-মাঝে যা'র। জগতে দুর্লভ কিছু নাহি রহে তা'র ॥
তনু ত্যজি' তাত! যাও তুমি মম ধাম। তোমারে কি দিব আমি? তুমি পূর্ণকাম ॥৫

দোহা— সীতার হরণ না কহিবে তাত! পিতৃ-পার্শ্বে করিয়া গমন।
যদি রাম হই, সংবংশে সে কথা নিজে গিয়া কহিবে রাবণ ॥৩১॥

মূল

চৌ—গীধ দেহ তজি ধরি হরি রূপা। ভূষণ বহু পট পীত অনূপা ॥
স্যাম গাত বিসাল ভুজ চারী। অস্তুতি করত নয়ন ভরি বারী ॥১

ছন্দ— জয় রাম রূপ অনূপ নির্গুন সগুন গুন প্রেরক সহী।
দসসীস বাহু প্রচণ্ড খণ্ডন চণ্ড সর মণ্ডন মহী ॥
পাথোদ গাত সরোজ মুখ রাজীব আয়ত লোচনং ॥
নিত নৌমি রামু কৃপাল বাহু বিসাল ভব ভয় মোচনং ॥১
বলমপ্রমেয়মনাদিমজমব্যক্তমেকমগোচরং।
গোবিন্দ গোপর দ্বন্দহর বিগ্যানঘন ধরনীধরং ॥
জে রাম মন্ত্র জপন্ত সন্ত অনন্ত জন মন রঞ্জনং।
নিত নৌমি রাম অকাম প্রিয় কামাদি খল দল গঞ্জনং ॥২
জেহি শ্রুতি নিরঞ্জন ব্রহ্ম ব্যাপক বিরজ অজ কহি গাবহীঁ।
করি ধ্যান গ্যান বিরাগ জোগ অনেক মুনি জেহি পাবহীঁ ॥
সো প্রগট করুনা কন্দ সোভা বৃন্দ অগ জগ মোহঈ।
মম হৃদয় পঙ্কজ ভৃঙ্গ অঙ্গ অনন্ত বহু ছবি সোহঈ ॥৩
জো অগম সুগম সুভাব নির্মল অসম সম সীতল সদা।
পস্যন্তি জং জোগী জতন করি করত মন গো বস সদা ॥
সো রাম রমা নিবাস সন্তত দাস বস ত্রিভুবন ধনী।
মম উর বসউ সো সমন সংসৃতি জাসু কীরতি পাবনী ॥৪

দোহা— অবিরল ভগতি মাগি বর গীধ গয়উ হরিধাম।
তেহি কী ক্রিয়া জথোচিত নিজ কর কীন্হী রাম ॥৩২॥

চৌ—গৃধ্র তনুত্যাগ করি' হরি-রূপ ধরে। পরে পীতবস্ত্র, দেহে অলঙ্কার ভরে ॥
শ্যাম-গাত্র সুশোভিত, ভুজ হ'ল চারি। স্তুতি করিবারে লাগে, আঁখি ভরা বারি ॥১

ছন্দ— জয় রাম-রূপ! উপমা-বিহীন নির্গুণ সগুণ মায়ার প্রেরক।
দশানন-বাহু-খণ্ডনে প্রচণ্ড চণ্ড-শর বিশ্ব-শোভন-কারক ॥
তনু মেঘ-শ্যাম কমল বদন পদ্ম-সম তব আয়ত লোচন।
নিত্য নমি তোমা' কৃপাময় তুমি ধর দীর্ঘ বাহু সংসার-মোচন ॥১

অপ্রমেয় বলে অনাদি ও অজ নিরাকার যিনি এক অগোচর,
বেদ-বাক্যে জানি ইন্দ্রিয়-অতীত বিজ্ঞান-মূরতি ধরণী-ধারক ॥
যিনি তাহাদের বাঞ্ছাপূর্ণকারী যা'রা রাম-মন্ত্র জপে নিরন্তর,
নিত্য রামে নমি অকামীর প্রিয় কামাদি-রিপুর দলন-কারক ॥২

কহি' মায়াতীত ব্রহ্ম ও ব্যাপক নির্ব্বিকার অজ যাঁরে শ্রুতি গায়।
ধ্যান তথা জ্ঞান যোগ ও বিরাগ আচরিয়া সব মুনি যাঁরে পায় ॥
প্রকটিত সেই করুণার মূল যে শোভা-আঁধার মোহে চরাচরে।
হৃৎ-কমলে মম ভৃঙ্গ তিনি যাঁ'র অঙ্গ বহু রতি-পতি শোভা ধরে ॥৩

অগম্য সুগম্য স্বভাবে নির্ম্মল অসম ও সম হিয়া স্নেহপূত।
যতন করিলে হেরে যা'রে যোগী ইন্দ্রিয়ে ও মনে করি' বশীভূত ॥
সেই রাম হ'ন জানকী-নিবাস সদা ভক্ত-বশ ত্রিভুবন-ধনী।
মম হৃদে বাস হোক্ তাঁ'র যিনি সংসার-মোচন কীরতি-পাবনী ॥৪

দোহা— অবিরল মাগি' ভক্তিরূপী বর জটায়ু চলিলা হরিধাম।
দাহ-ক্রিয়া তা'র আপনার হাতে যথোচিত সাধিলেন রাম ॥৩২॥

মূল

চৌ—কোমল চিত অতি দীনদয়ালা। কারন বিনু রঘুনাথ কৃপালা ॥
গীধ অধম খগ আমিষ ভোগী। গতি দীন্হী জো জাচত জোগী ॥১
সুনহু উমা তে লোগ অভাগী। হরি তজি হোহিঁ বিষয় অনুরাগী ॥
পুনি সীতহি খোজত দ্বৌ ভাঈ। চলে বিলোকত বন বহুতাঈ ॥২
সঙ্কুল লতা বিটপ ঘন কানন। বহু খগ মৃগ তহঁ গজ পঞ্চানন ॥
আবত পন্থ কবন্ধ নিপাতা। তেহিঁ সব কহী সাপ কৈ বাতা ॥৩

বাংলা অর্থ—সর মণ্ডন—শর যাহার ভূষণ; পাথোদ গাত—জল ভরা মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ গাত্র; অগোচর—ইন্দ্রিয়ের অগোচর; গোপর—ইন্দ্রিয়াতীত; অগ—জড়; জগ—জঙ্গম; সংসৃতি সমন—সংসার নাশক; অবিরল—অখণ্ড; (দো—৩২)

দুরবাসা মোহি দীন্হী সাপা। প্রভু পদ পেখি মিটা সো পাপা ॥
সুনু গন্ধর্ব কহউঁ মৈঁ তোহী। মোহি ন সোহাই ব্রহ্মকুল দ্রোহী ॥৪
দোহা— মন ক্রম বচন কপট তজি জো কর ভূসুর সেব।
মোহি সমেত বিরঞ্চি সিব বস তাকেঁ সব দেব ॥৩৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—চিত্তে কোমলতা অতি দীনেতে দয়াল। অকারণে রঘুনাথ সতত কৃপাল ॥
গৃধ্র নীচ খগ করে আমিষ ভোজন। যে গতি লভিল যাহা মাগে যোগিজন ॥১
শুন উমা! তা'রা সবে হতভাগ্য জন। হরি ত্যজি' করে যা'রা বিষয় ভজন ॥
পুন দু'টি ভায়ে মিলি' সন্ধানে সীতারে। দেখিতে দেখিতে চলি' বনের-মাঝারে ॥২
বহু লতা, ঘন বৃক্ষে ভরা সে কানন। খগ, মৃগ, গজ, সিংহ করে বিচরণ ॥
পথে চলিবার কালে কবন্ধে হানিলা। নিজ শাপ কথা তবে সে নিজে কহিলা ॥৩
দুর্ব্বাসা একদা মোরে প্রদানিলা শাপ। প্রভু-পদ হেরি' মম ঘুচিল সে পাপ ॥
শুন হে গন্ধর্ব্ব! তোমা' কহিনু বচন। ব্রহ্মকুল-দ্রোহী কভু মম প্রিয় ন'ন ॥৪
দোহা— কায়-মনোবাক্যে কপটতা ত্যজি' বিপ্রজনে যে জন সেবিবে।
মম সহ ব্রহ্মা, শিব আদি দেব সে জনের বশেতে রহিবে ॥৩৩॥

মূল

চৌ—সাপত তাড়ত পরুষ কহন্তা। বিপ্র পূজ্য অস গাবহিঁ সন্তা ॥
পূজিঅ বিপ্র সীল গুন হীনা। সূদ্র ন গুন গন গ্যান প্রবীনা ॥১
কহি নিজ ধর্ম তাহি সমুঝাবা। নিজ পদ প্রীতি দেখি মন ভাবা ॥
রঘুপতি চরন কমল সিরু নাঈ। গয়উ গগন আপনি গতি পাঈ ॥২
তাহি দেই গতি রাম উদারা। সবরী কেঁ আশ্রম পগু ধারা ॥
সবরী দেখি রাম গৃহঁ আএ। মুনি কে বচন সমুঝি জিয়ঁ ভাএ ॥৩
সরসিজ লোচন বাহু বিসালা। জটা মুকুট সির উর বনমালা ॥
স্যাম গৌর সুন্দর দোউ ভাঈ। সবরী পরী চরন লপটাঈ ॥৪
প্রেম মগন মুখ বচন ন আবা। পুনি পুনি পদ সরোজ সির নাবা ॥
সাদর জল লৈ চরন পখারে। পুনি সুন্দর আসন বৈঠারে ॥৫
দোহা— কন্দ মূল ফল সুরস অতি দিএ রাম কহুঁ আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খাএ বারংবার বখানি ॥৩৪॥

বাংলা অর্থ—পঞ্চানন—সিংহ; পেখি—দেখিয়া; ভূসুর—ব্রাহ্মণ; সাপ—শাপ; সোহাই—সহ্য করি; সেব—সেবা; বহুতাই—ঘনত্ব; (দো—৩৩)

বাংলা অর্থ—তাড়ত—তাড়না করে; কহন্তা—কহে; ভাবা—ভাল লাগিল; পগু ধারা—পদার্পণ করিল; জিয়ঁ—মনে; লপটাঈ পরী—লগ্ন হইলেন; পখারে—প্রক্ষালন করিলেন; আনি—আনিয়া; ভায়ে—ভাল লাগিল; (দো—৩৪)

চৌ—শাপ দেয়, রূঢ় কহে, তাড়না-তৎপর। সাধু-মতে সে বিপ্রও হ'বে পূজাপর॥
পূজ্য বিপ্র হইলেও শীল-গুণ-হীন। নহে তথা শূদ্র গুণে জ্ঞানেতে প্রবীণ॥১
বুঝা'য়ে তাহারে রাম নিজ ধর্ম্ম ক'ন। তাঁর পদে প্রীতি হরি' মনে সুখী হ'ন॥
রঘুপতি-পাদপদ্মে শির সে নমিল। নিজ-গতি লাভ করি' গগনে চলিল॥২
তা'রে গতি দিয়া তদা রাম মহাপ্রাণ। শবরী-আশ্রম প্রতি করেন প্রয়াণ॥
শবরী গৃহেতে হেরি' রাম-আগমন। হৃষ্ট হ'ল স্মরি' মনে মাতঙ্গ-বচন॥৩
পদ্ম-সম আঁখি বাহু সুবিশাল ধরে। জটা, শিরে, বনমালা ধরে বক্ষ'পরে॥
শ্যাম তথা গৌর দু'টি ভাই মনোহর। চরণে শবরী ধরি' পড়ে ধরা'পর॥৪
প্রেমেতে মগন, মুখে বাক্য নাহি সরে। পুনঃ পুনঃ পাদ-পদ্মে শির নত করে॥
সমাদরে বারি ল'য়ে পাদ প্রক্ষালিল। সুন্দর আসন পাতি' দোঁহা বসাইল॥৫

দোহা— কন্দ, মূল, ফল অতি সুরসাল রাম-তরে দিল সে আনিয়া।
প্রেমভরে রাম ভুঞ্জিলেন সব বারম্বার তাহা বাখানিয়া॥৩৪॥

মূল

চৌ—পানি জোরি আগেঁ ভই ঠাঢ়ী। প্রভুহি বিলোকি প্রীতি অতি বাঢ়ী॥
কেহি বিধি অস্তুতি করৌঁ তুম্হারী। অধম জাতি মৈঁ জড়মতি ভারী॥১
অধম তে অধম অধম অতি নারী। তিন্হ মহঁ মৈঁ মতিমন্দ অঘারী॥
কহ রঘুপতি সুনু ভামিনি বাতা। মানউঁ এক ভগতি কর নাতা॥২
জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াঈ। ধন বল পরিজন গুন চতুরাঈ॥
ভগতি হীন নর সোহই কৈসা। বিনু জল বারিদ দেখিঅ জৈসা॥৩
নবধা ভগতি কহউঁ তোহি পাহীঁ। সাবধান সুনু ধরু মন মাহীঁ॥
প্রথম ভগতি সন্তন্হ কর সঙ্গা। দূসরি রতি মম কথা প্রসঙ্গা॥৪

দোহা— গুরু পদ পঙ্কজ সেবা তীসরি ভগতি অমান।
চৌথি ভগতি মম গুন গন করই কপট তজি গান॥৩৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যুক্ত করে পুরোভাগে রহে দাঁড়াইয়া। প্রীতি ভারী বৃদ্ধি পায় প্রভুরে হেরিয়া।
কহে,—স্তুতি কেমনে বা করিব তোমারি? নীচ জাতি আমি অতি জড়-মতি নারী॥১
অধম হইতে অতি অধম যে নারী। তা'র মাঝে অতি মূঢ় আমি হে অঘারি!
রঘুপতি ক'ন নারী! শুন মম বাণী। ভক্তির সম্পর্ক আমি একমাত্র মানি॥২
জাতি, পংক্তি, কুলধর্ম্ম, গরবিতা তথা। ধন, বল, পরিজন, গুণ, চতুরতা॥
ভক্তিহীন নর জানো শোভিবে কেমন। জল বিনা মেঘমালা হেরিবে যেমন॥৩

বাংলা অর্থ—ঠাঢ়ী ভই—দণ্ডায়মান হইলেন; অঘারী—পাপনাশন; নাতা—সম্বন্ধ; তোহি পাহীঁ—তোমার পাশে; অমান—অভিমানহীন; (দো—৩৫)

নবধা ভকতি কথা কহিব তোমায়। সাবধানে মনো-মাঝে ধরি' রাখ তায় ॥
প্রথমে ভকতি সাধ সাধুজন-সঙ্গে। দ্বিতীয়ে কথাতে রতি আমার প্রসঙ্গে ॥৪

দোহা— গুরু পাদ-পদ্ম সেবাতে তৃতীয়া মনে নাহি রাখি' অভিমান।
চতুর্থী ভকতি ত্যজি' কপটতা যেবা করে মম গুণ-গান ॥৩৫॥

মূল

চৌ—মন্ত্র জাপ মম দৃঢ় বিস্বাসা। পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাসা ॥
ছঠ দম সীল বিরতি বহু করমা। নিরত নিরন্তর সজ্জন ধরমা ॥১
সাতবঁ সম মোহি ময় জগ দেখা। মোতেঁ সন্ত অধিক করি লেখা ॥
আঠবঁ জথালাভ সন্তোষা। সপনেহুঁ নহিঁ দেখই পরদোষা ॥২
নবম সরল সব সন ছলহীনা। মম ভরোস হিয় হরষ ন দীনা ॥
নব মহুঁ একউ জিন্হ কেঁ হোঈ। নারি পুরুষ সচরাচর কোঈ ॥৩
সোই অতিসয় প্রিয় ভামিনি মোরেঁ। সকল প্রকার ভগতি দৃঢ় তোরেঁ ॥
জোগি বৃন্দ দুরলভ গতি জোঈ। তো কহুঁ আজু সুলভ ভই সোঈ ॥৪
মম দরসন ফল পরম অনূপা। জীব পাব নিজ সহজ সরূপা ॥
জনকসুতা কই সুধি ভামিনী। জানহি কহু করিবরগামিনী ॥৫
পম্পা সরহি জাহু রঘুরাঈ। তহঁ হোইহি সুগ্রীব মিতাঈ ॥
সো সব কহিহি দেব রঘুবীরা। জানতহুঁ পূছহু মতিধীরা ॥৬
বার বার প্রভু পদ সিরু নাঈ। প্রেম সহিত সব কথা সুনাঈ ॥৭

ছন্দ-- কহি কথা সকল বিলোকি হরি মুখ হৃদয়ঁ পদ পঙ্কজ ধরে।
তজি জোগ পাবক দেহ হরি পদ লীন ভই জহঁ নহিঁ ফিরে ॥
নর বিবিধ কর্ম অধর্ম বহু মত সোকপ্রদ সব ত্যাগহু।
বিস্বাস করি কহ দাস তুলসী রাম পদ অনুরাগহু ॥

দোহা - জাতি হীন অঘ জন্ম মহি মুক্ত কীন্হি অসি নারি।
মহামন্দ মন সুখ চহসি ঐসে প্রভুহিঁ বিসারি ॥৩৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম-মন্ত্র জপ দৃঢ় আমাতে বিশ্বাস। পঞ্চম ভজন যাহা বেদেতে প্রকাশ ॥
ষষ্ঠ দমে শীলে কর্ম্মে বহুশ বিরতি। নিরন্তর সাধুজন আচারেতে রতি ॥১

বাংলা অর্থ—ছঠ—ষষ্ঠ ; **দম**—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ; **সাতবঁ**—সপ্তম ; **লেখা**—মান্য করিবে ; **আঠবঁ**—অষ্টম ; **তো কহুঁ**—তোমার জন্য ; **সুধি**—সংবাদ ; **করিবরগামিনী**—গজেন্দ্রগামিনী ; **মিতাঈ**—মিত্রতা ; **জোগ পাবক**—যোগাগ্নি ; **ত্যাগহু**—ত্যাগ কর ; **অনুরাগহু**—অনুরাগ কর ; **বিসারি**—বিস্মরি, ভুলিয়া ; **জাহু**—যাও ; (দো—৩৮)

সপ্তমে সকল বিশ্বে আমা-সম জ্ঞান। আমা হ'তে সাধু-জনে বেশী মান-দান॥
অষ্টমেতে যথা-লাভে অতীব সন্তোষ। স্বপ্নেও না হের যেন কভু পর-দোষ॥২
নবমে সরল সর্ব্ব-সনে ছলহীন। ভরসা আমাতে হর্ষবিষাদবিহীন॥
এই নয় মাঝে একে যা'র অধিকার। জড় ও চেতন জীবে বিশ্বের মাঝার॥৩
হে ভামিনি! সেই মম প্রেমিক ধরাতে। সকল প্রকার জানি রয়েছে তোমাতে॥
যোগিবৃন্দেও দুর্লভ যে গতি লভিতে। তাহাও সুলভ হেরি' রয়েছে তোমাতে॥৪
মম দরশন-ফল অনুপম অতি। জীব তাহা লভি' পায় স্বাভাবিকী গতি॥
জানকীর বার্ত্তা যদি জানো হে ভামিনি! কহ, কোথা রহে সেই গজেন্দ্র-গামিনী॥৫
রঘুরাজ! যাও তুমি তীরেতে পম্পার। সুগ্রীব বান্ধব সেথা হইবে তোমার॥
সে সব কহিবে জানো দেব রঘুবীর! জানো সব তবু কেন পুছ তুমি ধীর॥৬
প্রভু-পদে শির নত করি' বার বার। প্রেম-ভরে শুনাইল সব সমাচার॥৭

ছন্দ— কহি' সব কথা হেরি' হরি-মুখ পাদপদ্ম তাঁ'র হৃদয়ে ধরিয়া।
যোগানলে দহি' হরি-পদে লীন হও যেথা হ'তে না আসে ফিরিয়া॥
হে নর! বিবিধ করম ধরম বহু মত যত শোকদ ত্যজিবে।
তুলসী কহিছে—বিশ্বাস করিয়া রাম-পদ-প্রীতি হৃদয়ে ধরিবে॥

দোহা— পাপ জন্ম-ভূমি জাতিতে অধম এ' হেন নারীরে যে-জন উদ্ধারে।
ওহে মূঢ় মন! এ হেন প্রভুরে বিস্মরি' চাহিছ সুখ লভিবারে॥৩৬॥

মূল

চৌ—চলে রাম ত্যাগা বন সোউ। অতুলিত বল নর কেহরি দোউ॥
বিরহী ইব প্রভু করত বিষাদা। কহত কথা অনেক সংবাদা॥১
লছিমন দেখু বিপিন কই সোভা। দেখত কেহি কর মন নহিঁ ছোভা॥
নারি সহিত সব খগ মৃগ বৃন্দা। মানহুঁ মোরি করত হহিঁ নিন্দা॥২
হমহি দেখি মৃগ নিকর পরাহীঁ। মৃগীঁ কহহিঁ তুম্হ কহঁ ভয় নাহীঁ॥
তুম্হ আনন্দ করহু মৃগ জাএ। কঞ্চন মৃগ খোজন এ আএ॥৩
সঙ্গ লাই করিনীঁ করি লেহীঁ। মানহুঁ মোহি সিখাবনু দেহীঁ॥
সাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিঅ। ভূপ সুসেবিত বস নহিঁ লেখিঅ॥৪
রাখিঅ নারি জদপি উর মাহীঁ। জুবতী সাস্ত্র নৃপতি বস নাহীঁ॥
দেখহু তাত বসন্ত সুহাবা। প্রিয়া হীন মোহি ভয় উপজাবা॥৫

দোহা— বিরহ বিকল বলহীন মোহি জানেসি নিপট অকেল।
সহিত বিপিন মধুকর খগ মদন কীন্হ বগমেল॥৩৭ক॥
দেখি গয়উ ভ্রাতা সহিত তাসু দূত সুনি বাত।
ডেরা কীন্হেউ মনহুঁ তব কটকু হটকি মনজাত॥৩৭খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অতঃপর চলিলেন ত্যজি' সেই বন। অতুলিত বলশালী ভাই দুই জন ॥
বিরহি-সমান প্রভু করেন বিষাদ। কহেন বিবিধ কথা অনেক সংবাদ ॥১
বিপিনের শোভা কত হের হে লক্ষ্মণ! হেরিলে না ক্ষুব্ধ হয় কহ কা'র মন ॥
ভামিনী-সহিত যত খগ-মৃগবর। সকলেই যেন মম নিন্দাতে মুখর ॥২
মোরে হেরি' মৃগ যবে পলায়ন-রত। মৃগী কহে,—তুমি এবে কেন ভয়-ভীত ?॥
আনন্দ ভুঞ্জহ এবে মৃগ সাধারণ। স্বর্ণ-মৃগ তরে এরা করে অন্বেষণ ॥৩
করি করিণীরে সদা রাখিয়া সাথেতে। শিক্ষা যেন মোরে শুধু চাহিতেছে দিতে ॥
শাস্ত্র সুচিন্তিত তবু পুন তা' হেরিবে। সুসেবিত ভূপে কভু বশ না গণিবে ॥৪
হিয়া-মাঝে রাখি' তবু নারীরে রক্ষিবে। যুবতী, নৃপতি, শাস্ত্র বশীভূত কবে ?
দেখ ওহে ভ্রাতঃ! এই বসন্ত সুন্দর। প্রিয়া-বিবর্জ্জিত মোরে ভীতি-দানপর ॥৫

দোহা— বিরহ-বিকল বলহীন মোরে জানিছে এ রণে অসহায়।
মদন পক্ষীরে বনেরে অলিরে মম পিছু নিতে কয় ॥৩৭ক॥
দেখি' গেল মোরে ভ্রাতার সহিত কামদূত শুনি' বিবরণ।
শিবির রচনা করিয়াছে যেন কামদেব ল'য়ে সৈন্যগণ ॥৩৭খ॥

মূল

চৌ—বিটপ বিসাল লতা অরুঝানী। বিবিধ বিতান দিএ জনু তানী ॥
কদলি তাল বর ধুজা পতাকা। দেখি ন মোহ ধীর মন জাকা ॥১
বিবিধ ভাঁতি ফুলে তরু নানা। জনু বানৈত বনে বহু বানা ॥
কহুঁ কহুঁ সুন্দর বিটপ সুহাএ। জনু ভট বিলগ বিলগ হোই ছাএ ॥২
কূজত পিক মানহুঁ গজ মাতে। ঢেক মহোখ উঁট বিসরাতে ॥
মোর চকোর কীর বর বাজী। পারাবত মরাল সব তাজী ॥৩
তীতির লাবক পদচর জূথা। বরনি ন জাই মনোজ বরূথা ॥
রথ গিরি সিলা দুন্দুভীঁ ঝরনা। চাতক বন্দী গুন গন বরনা ॥৪
মধুকর মুখর ভেরি সহনাঈ। ত্রিবিধ বয়ারি বসীঠীঁ আঈ ॥
চতুরঙ্গিনী সেন সঙ্গ লীন্হেঁ। বিচরত সবহি চুনৌতী দীন্হেঁ ॥৫
লছিমন দেখত কাম অনীকা। রহহিঁ ধীর তিন্হ কৈ জগ লীকা ॥
এহি কেঁ এক পরম বল নারী। তেহি তেঁ উবর সুভট সোই ভারী ॥৬

দোহা— তাত তীনি অতি প্রবল খল কাম ক্রোধ অরু লোভ।
মুনি বিগ্যান ধাম মন করহিঁ নিমিষ মহুঁ ছোভ ॥৩৮-ক॥

বাংলা অর্থ—হহিঁ—ইহারা; কঞ্চন মৃগ—সোণার হরিণ; কীন্হ বগমেল—আক্রমণ করিয়াছে; ডেরা কীন্হেউ—বাস স্থাপন করিয়াছে; কটকু—সেনা; হটকি—গতিরোধ করিয়া; মনজাত—কামদেব; পরাহীঁ—পলাইতেছে; (দো—৩৭ ক-খ)

লোভ কেঁ ইচ্ছা দম্ভ বল কাম কেঁ কেবল নারি।
ক্রোধ কেঁ পরুষ বচন বল মুনিবর কহহিঁ বিচারি ॥৩৮খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বিটপী বিশাল সেথা লতাতে জড়িত। বিবিধ বিতান যেন রজ্জুতে বেষ্টিত॥
কদলী ও তাল ধ্বজা নিশান তাহার। সেই ধীর, দেখি' মুগ্ধ নহে মন যা'র ॥১
বিবিধ প্রকার ফুলে ভরা তরুগণ। তীরন্দাজ তীর-শোভী শোভিছে যেমন॥
মাঝে মাঝে মনোহর বিটপী শোভিছে। সেনা যেন ভিন্ন ভিন্ন ছাউনি রচিছে ॥২
কুজিছে কোকিল যেন মদমত্ত করী। ঢেক ও মহোক-পক্ষী—উষ্ট্র, অশ্বতরী॥
পিক, তোতা ও চকোরে শ্রেষ্ঠ অশ্ব মানি। মরাল ও পারাবতে বলী অশ্ব জানি ॥৩
তিত্তির, বটের সেথা পদাতিকগণ। কামদেব-সেনা সেথা কে করে বর্ণন॥
গিরি-শিলা-রথ সেথা দুন্দুভি ঝরণা। চাতক-চারণ করে গুণের বর্ণনা ॥৪
মধুপ-গুঞ্জন সেথা ভেরী ও সানাই। ত্রিবিধ বাতাসে যেন দূতরূপে পাই॥
চতুরঙ্গ সেনা হেন বনেতে সাজা'য়ে। সবে যেন রণ-লিপি দিতেছে পাঠা'য়ে ॥৫
হেরি' কামসেনা হেন ধৈর্য্য রহে যার। বীর ব'লে তা'রি খ্যাতি মাঝারে ধরার॥
ইহার পরম বল একমাত্র নারী। তাহা হ'তে রক্ষা যার সে সেনানী ভারী ॥৬
দোহা— ওহে তাত! জানো তিনে অতি খল কাম, ক্রোধ তা'র সহ লোভ।
জ্ঞান-নিকেতন মুনিজন-মন নিমেষে তাহেও আনে ক্ষোভ ॥৩৮ক॥
লোভ বলীয়ান্ লালসা ও দম্ভে কামে বল দেয় নারীগণ।
ক্রোধ বলীয়ান্ পরুষ-বচনে মুনিগণ বিচারিয়া ক'ন ॥৩৮খ॥

মূল

চৌ—গুনাতীত সচরাচর স্বামী। রাম উমা সব অন্তরজামী॥
কামিন্হ কৈ দীনতা দেখাঈ। ধীরন্হ কেঁ মন বিরতি দৃঢ়াঈ ॥১
ক্রোধ মনোজ লোভ মদ মায়া। ছুটহিঁ সকল রাম কীঁ দায়া॥
সো নর ইন্দ্রজাল নহিঁ ভুলা। জা পর হোই সো নট অনুকূলা ॥২
উমা কহউঁ মৈঁ অনুভব অপনা। সত হরি ভজনু জগত সব সপনা॥
পুনি প্রভু গএ সরোবর তীরা। পম্পা নাম সুভগ সম্ভীরা ॥৩

বাংলা অর্থ—অরুঝানী—লম্বমান হইয়া জড়িত; তানী—তাঁবু; বর—শ্রেষ্ঠ; মোহ—মোহিত হওয়া; বানৈত—তীরন্দাজ; বনে—রচিত হইয়াছে; ফুলে—পুষ্পিত হয়; ছায়ে—তাঁবু ফেলিয়াছে; মাতে—মদমত্ত; বিসরাতে—খচ্চর; কীর—তোতাপাখী; তাজী—আরবী ঘোড়া; তীতর—তিত্তির পাখী; জূথা—সৈন্যদল; মনোজবরূথা—কামদেবের সৈন্যদল; সহনাঈ—সানাই; বয়ারি—বায়ু; বসীঠী—দূত; সেন—সেনা; চুনৌতী—নিমন্ত্রণ পত্র; অনীকা—সেনা; লীকা—প্রতিষ্ঠা; উবর—মুক্ত হয়; ছোভ—ক্ষোভ, বিকার; মোর—ময়ূর; জাকা—যাহার; (দো—৩৮ ক-খ)

সন্ত হৃদয় জস নির্মল বারী। বাঁধে ঘাট মনোহর চারী॥
জহঁ তহঁ পিঅহিঁ বিবিধ মৃগ নীরা। জনু উদার গৃহ জাচক ভীরা ॥৪

দোহা— পুরইনি সঘন ওট জল বেগি ন পাইঅ মর্ম।
মায়াছন্ন ন দেখিঐ জৈসেঁ নির্গুন ব্রহ্ম ॥৩৯ক॥
সুখী মীন সব একরস অতি অগাধ জল মাহিঁ।
জথা ধর্মসীলন্হ কে দিন সুখ সংজুত জাহিঁ ॥৩৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ত্রিগুণ অতীত তিনি চরাচর-স্বামী। মহেশ কহেন,—উমা! রাম অন্তর্যামী॥
কামুক-জনের এই দেখা'ন দীনতা। ধীর-মনে তাহে আনে বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ॥১
ক্রোধ, কাম, লোভ তথা মদ, মায়াপাশ। রাম কৃপা হ'লে হয় সবার বিনাশ ॥
মায়া-ইন্দ্রজালে নাহি পড়ে সেই নর। সেই নট অনুকূল হ'ন যা'র 'পর ॥২
হে উমা! কহিনু তোমা' নিজ অনুভব। হরির ভজন সত্য, স্বপ্ন বিশ্বে সব॥
পুন প্রভু যা'ন তদা সরোবর-তীর। পম্পা যা'র ছিল নাম সুন্দর গম্ভীর ॥৩
সাধুর হৃদয়-সম তাহে পুত-বারি। চতুর্ভিতে মনোহর বাঁধা ঘাট চারি॥
মৃগ, পক্ষী যত সব পিয়ে সেথা নীর। উদার-ভবনে যথা যাচকের ভীড় ॥৪

দোহা— ঘন পদ্মপত্র-আবরণে ঢাকা জল নাহি বুঝা যায় রূপে।
যথা মায়াবৃত নির্গুণ ব্রহ্মের অনুভূতি না হয় স্বরূপে ॥৩৯ক॥
সুখী মীন সব একরসে ভরা সুগভীর জলে তথা চরে।
ধর্ম্মশীলগণ সব দিন যথা সুখভোগে অতিপাত করে ॥৩৯খ॥

মূল

চৌ—বিকসে সরসিজ নানা রঙ্গা। মধুর মুখর গুঞ্জত বহু ভৃঙ্গা॥
বোলত জলকুক্কুট কলহংসা। প্রভু বিলোকি জনু করত প্রসংসা ॥১
চক্রবাক বক খগ সমুদাঈ। দেখত বনঈ বরনি নহিঁ জাঈ॥
সুন্দর খগ গন গিরা সুহাঈ। জাত পথিক জনু লেত বোলাঈ ॥২
তাল সমীপ মুনিন্হ গৃহ ছাএ। চহু দিসি কানন বিটপ সুহাএ॥
চম্পক বকুল কদম্ব তমালা। পাটল পনস পরাস রসালা ॥৩
নব পল্লব কুসুমিত তরু নানা। চঞ্চরীক পটলী কর গানা॥
সীতল মন্দ সুগন্ধ সুভাউ। সন্তত বহই মনোহর বাউ ॥৪
কুহূ কুহূ কোকিল ধুনি করহীঁ। সুনি রব সরস ধ্যান মুনি টরহীঁ ॥৫

বাংলা অর্থ—**দৃঢ়াঈ**—দৃঢ় করিলেন; **মনোজ**—কাম; **ভুলা**—ভুলায়; **সত**—সত্য; **জাচক ভীরা**—প্রার্থিগণের ভীড়; **পুরইনি**—পদ্মপত্র; **ওট**—আবরণ; **বেগি**—ত্বরায়; **সঘন**—ঘনসন্নিবিষ্ট; **সংজুত**—সংযুক্ত; **মর্ম্ম**—মূল তত্ত্ব; (দো—৩৯ ক-খ)

দোহা— ফল ভারন নমি বিটপ সব রহে ভূমি নিঅর ।
পর উপকারী পুরুষ জিমি নবহিঁ সুসম্পতি পা ॥৪০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পদ্মের বিকাশ সেথা বিবিধ বরণ। বহু ভৃঙ্গ চারু-স্বরে করিছে গুঞ্জন ॥
জলের কুক্কুট আর মরাল-নিঃস্বনে। প্রশংসা করিছে যেন প্রভু দরশনে ॥১
চক্রবাক, বক তথা যত বিহঙ্গম। দেখিতে সুন্দর তাহা বর্ণিতে অক্ষম ॥
সুন্দর বচনে যেন চারু পক্ষিগণ। পথ-যাত্রী পথিকেরে করে আবাহন ॥২
সরোবর-তীরে রহে মুনির আশ্রম। চতুর্দ্দিকে বন শোভে তরু মনোরম ॥
চম্পক, বকুল তথা কদম্ব, তমাল। পারুল, পনস আর পলাশ, রসাল ॥৩
নবীন পল্লবে ভরা তরু কুসুমিত। ভ্রমর-গুঞ্জনে তাহা হয় গুঞ্জরিত ॥
শীত মন্দ সুগন্ধিত স্বভাব সুন্দর। সতত বহিছে বায়ু মনোমোহকর ॥৪
কুহু কুহু রব সেথা কোকিল করিছে। মধুর কূজনে মুনি-মন টলাইছে ॥৫
দোহা— ফলভারে নমি' তরুগণ সেথা রহে যেন ভূমি পরশিয়া।
পর-উপকারী পুরুষ যেমন নত হয় সম্পদ্ লভিয়া ॥৪০॥

মূল

চৌ—দেখি রাম অতি রুচির তলাবা। মজ্জনু কীন্হ পরম সুখ পাবা ॥
দেখী সুন্দর তরুবর ছায়া। বৈঠে অনুজ সহিত রঘুরায়া ॥১
তহঁ পুনি সকল দেব মুনি আএ। অস্তুতি করি নিজ ধাম সিধাএ ॥
বৈঠে পরম প্রসন্ন কৃপালা। কহত অনুজ সন কথা রসালা ॥২
বিরহবন্ত ভগবন্তহি দেখী। নারদ মন ভা সোচ বিসেষী ॥
মোর সাপ করি অঙ্গীকারা। সহত রাম নানা দুখ ভারা ॥৩
ঐসে প্রভুহি বিলকউঁ জাঈ। পুনি ন বনিহি অস অবসরু আঈ ॥
য়হ বিচারি নারদ কর বীনা। গএ জহাঁ প্রভু সুখ আসীনা ॥৪
গাবত রাম চরিত মৃদু বানী। প্রেম সহিত বহু ভাঁতি বখানী ॥
করত দণ্ডবত লিএ উঠাঈ। রাখে বহুত বার উর লাঈ ॥৫
স্বাগত পূঁছি নিকট বৈঠারে। লছিমন সাদর চরন পখারে ॥৬
দোহা— নানা বিধি বিনতী করি প্রভু প্রসন্ন জিয়ঁ জানি।
নারদ বোলে বচন তব জোরি সরোরুহ পানি ॥৪১॥

বাংলা অর্থ—দেখত বনই—গঠনের দৃশ্য; জাত পথিক—ভ্রাম্যমান পথিক; ছায়ে—রচনা করিয়াছিলেন; পরাস—পলাশ; রসালা—আম্র; টরহীঁ—টলিয়া যায়; নবহিঁ—নত হয়; চঞ্চরীক পটলী—ভ্রমরসমূহ; পাটল—পারুল বৃক্ষ; (দো—৪০)

চৌ—হেরি' রাম সেথা সব অতি মনোরম। মজ্জন করিয়া সুখ লভেন পরম॥
মনোরম তরু-চ্ছায়া করি' দরশন। অনুজ সহিত রাম সমাসীন হ'ন॥১
মুনি ও দেবতা সব সেথায় আসিলা। স্তুতি করি' নিজধামে ফিরিয়া চলিলা॥
সমাসীন হ'য়ে তদা প্রসন্ন কৃপাল। অনুজের সনে ক'ন কথা সুরসাল॥২
ভগবানে হেরি তদা বিরহ-পীড়িত। নারদ-মানস হয় অতীব দুঃখিত॥
চিন্তিলেন,—মম শাপ করি' অঙ্গীকার। রাম মনে সহিছেন নানা দুঃখভার॥৩
এ' হেন প্রভুর সনে আপনি মিলিব। এই অবসর পুন আর না লভিব॥
বিচারি' নারদ হেন করে ল'য়ে বীণ। সেথা যা'ন যেথা প্রভু ছিলেন আসীন॥৪
মৃদুবাণী কহি' মুনি রাম-কথা গা'ন। সপ্রেমে বহুধা তাহা করিয়া বাখান॥
প্রণাম করিতে রাম উঠাইয়া তাঁ'রে। বারে বারে ধরি' প্রেমে হৃদয়-মাঝারে॥৫
স্বাগত সম্ভাষি' দেন নিকটে আসন। লক্ষ্মণ সাদরে করে পাদ-প্রক্ষালন॥৬
দোহা— বিবিধ প্রকারে বিনতি করিয়া প্রভুরে হিয়াতে তুষ্ট জানি'।
নারদ কহেন বচন তখন যুক্ত করি' দু'টি পদ্মপাণি॥৪১॥

মূল

চৌ—সুনহু উদার সহজ রঘুনায়ক। সুন্দর অগম সুগম বর দায়ক॥
দেহু এক বর মাগউঁ স্বামী। জদ্যপি জানত অন্তরজামী॥১
জানহু মুনি তুম্হ মোর সুভাউ। জন সন কবহুঁ কি করউঁ দুরাউ॥
কবন বস্তু অসি প্রিয় মোহি লাগী। জো মুনিবর ন সকহু তুম্হ মাগী॥২
জন কহুঁ কছু অদেয় নহিঁ মোরেঁ! অস বিস্বাস তজহু জনি মোরেঁ॥
তব নারদ বোলে হরষাঈ। অস বর মাগউঁ করউঁ ঢিঠাঈ॥৩
জদ্যপি প্রভু কে নাম অনেকা। শ্রুতি কহ অধিক এক তেঁ একা॥
রাম সকল নামন্হ তে অধিকা। হোউ নাথ অঘ খগ গন বধিকা॥৪
দোহা— রাকা রজনী ভগতি তব রাম নাম সোই সোম।
অপর নাম উডগন বিমল বসহুঁ ভগত উর ব্যোম॥৪২ক॥
এবমস্তু মুনি সন কহেউ কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ।
তব নারদ মন হরষ অতি প্রভু পদ নায়উ মাথ॥৪২খ॥

বাংলা অর্থ—ন বনিহি আই—ঘটিয়া উঠিবে না; রসালা কথা—প্রীতিপূর্ণ বাক্য; পানি জোরি—হাত জোড় করিয়া; তলাবা—পুষ্করিণী; (দো—৪১)

বাংলা অর্থ—মাগী ন সকহু—চাহিতে পার না; জন কহু—সেবককে; ভোরেঁ—ভুলক্রমে; অঘ খগ—পাপরূপী পক্ষী; বধিকা—ব্যাধ; রাকা—পূর্ণিমা; উডুগণ—তারা-সমূহ; উর ব্যোম—হৃদয়রূপী আকাশ; নায়উ—নত করিলেন; দো—৪২ ক-খ)

পদ্যানুবাদ

চৌ—স্বভাব-উদার ওহে রঘুর নায়ক! অগম সুগম চারু অভীষ্ট-দায়ক॥
দাও এক বর আমি মাগিতেছি স্বামী। যদ্যপি তোমার জানা, তুমি অন্তর্যামী॥১
জানিছ হে মুনি! তুমি আমার চরিত। ভক্ত-সনে কিবা কভু রাখি লুক্কায়িত॥
হেন বস্তু কিবা বল যাহা প্রিয় মম। যাহা মুনিবর তুমি মাগিতে অক্ষম? ২
ভকতে না কিছু মম অদেয় রহিবে। এ' বিশ্বাস কভু নাহি ভ্রমেও ত্যজিবে॥
নারদ কহেন তবে হর্ষে মন ভরে। ধৃষ্টতা দেখাই এবে মাগি' হেন বরে॥৩
যদ্যপি প্রভুর নাম বিবিধ প্রকার। শ্রুতি কহে, বরীয়ান্ এক হ'তে আর॥
'রাম নাম' সব হ'তে জানি গরীয়ান্। পাপ-পক্ষি-বধ তরে হোক্ সুমহান্॥৪
দোহা— ভকতি তোমাতে পূর্ণিমা-রজনী রাম নাম তাহে শশি-সম।
আর যত নাম তারাগণ-সম শোভে তাহে ভক্ত চিত্ত-ব্যোম॥৪২ক॥
তবে তাই হোক্ কন মুনি সনে কৃপা-পারাবার রঘুবীর।
তখন নারদ অতি হৃষ্ট মনে প্রভু-পদে নত করে শির॥৪২খ॥

মূল

চৌ—অতি প্রসন্ন রঘুনাথহি জানী। পুনি নারদ বোলে মৃদু বানী॥
রাম জবহিঁ প্রেরেউ নিজ মায়া। মোহেহু মোহি সুনহু রঘুরায়া॥১
তব বিবাহ মৈঁ চাহউঁ কীন্হা। প্রভু কেহি কারন করৈ ন দীন্হা॥
সুনি মুনি তোহি কহউঁ সহরোসা। ভজহিঁ জে মোহি তজি সকল ভরোসা॥২
করউঁ সদা তিন্হ কৈ রখবারী। জিমি বালক রাখই মহতারী॥
গহ সিসু বচ্ছ অনল অহি ধাঈ। তহঁ রাখই জননী অরগাঈ॥৩
প্রৌঢ় ভএঁ তেহি সুত পর মাতা। প্রীতি করই নহিঁ পাছিলি বাতা॥
মোরেঁ প্রৌঢ় তনয় সম গ্যানী। বালক সুত সম দাস অমানী॥৪
জনহি মোর বল নিজ বল তাহী। দুহু কহঁ কাম ক্রোধ রিপু আহী॥
য়হ বিচারি পণ্ডিত মোহি ভজহীঁ। পাএহুঁ গ্যান ভগতি নহিঁ তজহীঁ॥৫
দোহা— কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিন্হ মহঁ অতি দারুন দুখদ মায়ারূপী নারি॥৪৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অতীব প্রসন্ন তদা রঘুনাথে জানি'। নারদ কহেন তাঁ'রে পুন মৃদুবাণী॥
মায়ার প্রভাব যবে করিয়া বিস্তার। শুন রঘুরাজ! মোহ সৃজিলে আমার॥১

বাংলা অর্থ—প্রেরেউ—প্রেরিত করিয়াছিলেন; মোহেহু—মোহিত করিয়াছিলেন; রখবারী—রক্ষক; রাখই অরগাঈ—আগলাইয়া রাখে; পাছিলি বাতা—পিছনের কথা; অমানী—অভিমানহীন; ধারি—সেনা; আহী—আছে; (দো—৪৩)

তখন চাহিনু আমি বিবাহ করিতে। প্রভু কোন্ হেতু তাহা না দিলে সাধিতে॥
শুন মুনি! তোমা কহি হ'য়ে আনন্দিত। যে আমারে সদা ভজে কামনা-বর্জ্জিত ॥২
আমি সদা হ'য়ে থাকি তাহার রক্ষক। মাতা যথা রক্ষা করে আপন বালক॥
অগ্নি, সর্পে ধরিবারে শিশু যদা ধায়। রক্ষা-তরে মাতা তদা তা'রে আগলায় ॥৩
প্রৌঢ় সেই সুতে রাখে প্রীতি মাতৃ-মন। মার প্রীতি কিন্তু নহে পূর্ব্বের মতন॥
সেইরূপ জ্ঞানী জন প্রৌঢ় সুত মম। মান-হীন ভক্ত হ'ন শিশু পুত্র সম ॥৪
ভক্ত বলী মম বলে, জ্ঞানী যে স্ববলে। কাম ক্রোধ রিপু দুটি দু'জনারে ছলে॥
এই মত বিচারিয়া সুধী মোরে ভজে। জ্ঞান লাভ করিয়াও ভক্তি নাহি ত্যজে।৫

দোহা— কাম-ক্রোধ-লোভ-মদাদি-রিপুরে জানো যেন মোহের সেনানী।
তার মাঝে অতি দারুণ দুখদ রহে মায়া-রূপেতে রমণী ॥৪৩॥

মূল

চৌ— সুনু মুনি,— কহ পুরান শ্রুতি সন্তা। মোহ বিপিন কহুঁ নারি বসন্তা॥
জপ তপ নেম জলাশ্রয় ঝারী। হোই গ্রীষম সোষই সব নারী ॥১
কাম ক্রোধ মদ মৎসর মেকা। ইন্হহি হরষপ্রদ বরষা একা॥
দুর্বাসনা কুমুদ সমুদাঈ। তিন্হ কহঁ সরদ সদা সুখদাঈ ॥২
ধর্ম সকল সরসীরুহ বৃন্দা। হোই হিম তিন্হহি দহই সুখ মন্দা॥
পুনি মমতা জবাস বহুতাঈ। পলুহই নারি সিসির রিতু পাঈ ॥৩
পাপ উলূক নিকর সুখকারী। নারি নিবিড় রজনী অঁধিআরী॥
বুধি বল সীল সত্য সব মীনা। বনসী সম ত্রিয় কহহিঁ প্রবীনা ॥৪

দোহা— অবগুন মূল সূলপ্রদ প্রমদা সব দুখ খানি।
তাতে কীন্হ নিবারন মুনি মৈঁ য়হ জিয়ঁ জানি ॥৪৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ— শুন মুনি কহে বেদ সাধু ও পুরাণ। মোহ-বনে যেন নারী বসন্ত সমান॥
জপ, তপ নিয়মাদি যেন জলাশয়। গ্রীষ্ম-সম নারী তাহা শুকাইয়া লয় ॥১
ক্রোধ, মদ, মৎসরতা, কাম যেন ভেক। সবারে হরষে নারী-বর্ষাঋতু এক॥
কু-বাসনা তুল্য যেন কুমুদের বন। তা'দের সুখদ নারী শরৎ যেমন ॥২
জানিবে সকল ধর্ম্ম কমল-সমান। রমণী হেমন্ত তা'র করে অবসান॥
যতেক মমতারূপী দুরালভা-বন। শীত ঋতু-সম নারী করয়ে পোষণ ॥৩

বাংলা অর্থ—মোহ বিপিন—মোহরূপী বন; ঝারী—কলসী; সোষই—শোষণ করে; সরসীরুহ—সরোজ, পদ্ম; জবাস—দুরালভা; অঁধিয়ারী—অন্ধকার ভরা; পলুহই—পোষণ করে; বনসী—বড়শি; তাতেঁ—সেই হেতু; (দো—৪৪)

পাপরূপী পেঁচা-দলে সুখদানকারী। নিবিড় আঁধার-সম যেন সব নারী ॥
বুদ্ধি, বল, শীল, সত্য সব যদি মীন। বড়শীর সম নারী কহেন প্রবীণ ॥৪

দোহা— অপগুণ-মূল বেদনাদায়ক নারী সব দুঃখ-অন্ধকার।
তাই মুনি তব বিয়ে নিবারিনু মনে ইহা করিয়া বিচার ॥৪৪॥

মূল

চৌ—সুনি রঘুপতি কে বচন সুহাএ। মুনি তন পুলক নয়ন ভরি আএ ॥
কহহু কবন প্রভু কৈ অসি রীতী। সেবক পর মমতা অরু প্রীতী ॥১
জে ন ভজহিঁ অস প্রভু ভ্রম ত্যাগী ॥ গ্যান রঙ্ক নর মন্দ অভাগী ॥
পুনি সাদর বোলে মুনি নারদ। সুনহু রাম বিগ্যান বিসারদ ॥২
সন্তন্হ কে লচ্ছন রঘুবীরা। কহহু নাথ ভব ভঞ্জন ভীরা ॥
সুনু মুনি সন্তন্হ কে গুন কহউঁ। জিন্হ তে মৈঁ উন্হ কেঁ বস রহউঁ ॥৩
ষট বিকার জিত অনঘ অকামা। অচল অকিঞ্চন সুচি সুখধামা ॥
অমিতবোধ অনীহ মিতভোগী। সত্যসার কবি কোবিদ জোগী ॥৪
সাবধান মানদ মদহীনা। ধীর ধর্ম গতি পরম প্রবীনা ॥৫

দোহা— গুনাগার সংসার দুখ রহিত বিগত সন্দেহ।
তজি মম চরন সরোজ প্রিয় তিন্হ কহুঁ দেহ ন গেহ ॥৪৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুনি' এই রঘুপতি-বাণী মনোহারী। মুনি-দেহ পুলকিত চক্ষে ভরে বারি ॥
কহ তুমি—কোন্ প্রভু ধরে হেন রীতি। ভক্ত'পরে এ' মমতা, এ'হেন পিরীতি? ১
ভুলেও যে হেন প্রভু না করে ভজন। জ্ঞানে দীন মূঢ় নর দুর্ভাগ্য সে-জন ॥
পুন সমাদরে ক'ন মুনীশ নারদ। শুনি ওহে রাম! তুমি জ্ঞান-বিশারদ ॥২
সাধুজন কি লক্ষণ ধরে রঘুনাথ। ভবভয়হারী ওহে কহ তুমি নাথ ॥
ওহে মুনি! শুন তুমি সাধুগুণ কহি। যে সব কারণে আমি তা'র বশ রহি ॥৩
ষট্‌-বিকার-জয়ী যিনি অনঘ অকাম। স্থিরচিত্ত অকিঞ্চন শুচি সুখ-ধাম ॥
অনীহ অমিত-বোধ তথা মিত-ভোগী। সত্যসন্ধ দ্রষ্টা আর সুপণ্ডিত যোগী ॥৪
সাবধান মান-দাতা তথা মদ-হীন। ভক্তি-পথে ধীরমতি পরম প্রবীণ ॥৫

দোহা— গুণের আগার ভব-দুঃখ-জয়ী নাহি যা'র কোনও সংশয়।
ত্যজিয়া আমার চরণ-আশ্রয় দেহ-গেহ যা'র প্রিয় নয় ॥৪৫॥

বাংলা অর্থ—**গ্যান রঙ্ক**—জ্ঞানের ভিখারি; **লচ্ছন**—লক্ষণ; **ভব ভীরা ভঞ্জন**—ভবভয়নাশক; **ষট বিকার জিত**—ছয় রিপু বর্জ্জিত; **অচল**—অচঞ্চল; **অনীহ**—ইচ্ছা-রহিত; **গুনাগার**—গুণধাম; **সন্তন্হকে**—সজ্জনগণের; **অসি**—এই; (দো—৪৫)

মূল

চৌ—নিজ গুন শ্রবন সুনত সকুচাহীঁ। পর গুন সুনত অধিক হরষাহীঁ॥
সম সীতল নহিঁ ত্যাগহিঁ নীতী। সরল সুভাউ সবহি সন প্রীতি॥১
জপ তপ ব্রত দম সঞ্জম নেমা। গুরু গোবিন্দ বিপ্র পদ প্রেমা॥
শ্রদ্ধা ছমা ময়ত্রী দায়া। মুদিতা মম পদ প্রীতি অমায়া॥২
বিরতি বিবেক বিনয় বিগ্যানা। বোধ জথারথ বেদ পুরানা॥
দম্ভ মান মদ করহিঁ ন কাউ। ভুলি ন দেহিঁ কুমারগ পাউ॥৩
গাবহিঁ সুনহিঁ সদা মম লীলা। হেতু রহিত পরহিত রত সীলা॥
মুনি সুনু সাধুন্হ কে গুন জেতে। কহি ন সকহিঁ সারদ শ্রুতি তেতে॥৪

ছন্দ— কহি সক ন সারদ সেষ নারদ সুনত পদ পঙ্কজ গহে।
অস দীনবন্ধু কৃপাল অপনে ভগত গুন নিজ মুখ কহে॥
সিরু নাই বারহিঁ বার চরনন্হি ব্রহ্মপুর নারদ গএ।
তে ধন্য তুলসীদাস আস বিহাই জে হরি রঁগ রঁএ॥

দোহা— রাবনারি জসু পাবন গাবহিঁ সুনহিঁ জে লোগ।
রাম ভগতি দৃঢ় পাবহিঁ বিনু বিরাগ জপ জোগ॥৪৬ক॥
দীপ সিখা সম জুবতি তন মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহি রাম তজি কাম মদ করহি সদা সতসঙ্গ॥৪৬খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নিজ গুণ শুনে' যদি হয় সঙ্কুচিত। পরগুণ শুনি' কিন্তু হয় হরষিত॥
শত্রু মিত্রে সম, নাহি ত্যজে নিজ নীতি। সরল স্বভাব রাখে সবাতে পিরীতি॥১
জপ, তপ, ব্রত, দম, সংযম ও নীতি। গুরু ও গোবিন্দে তথা ব্রাহ্মণে পিরীতি॥
শ্রদ্ধা-ক্ষমা-মৈত্রী-দয়াপর চিত্তপট। প্রসন্নতা মম পদে প্রীতি অকপট॥২
বৈরাগ্য, বিবেক তথা বিনয় বিজ্ঞান। বেদে ও পুরাণে রাখে যথাযথ জ্ঞান॥
দম্ভ, অভিমান, মদ কভু না দেখায়। ভুলিয়া কুমার্গে পদ কখন না দেয়॥৩
গায়, শুনে সর্ব্বক্ষণ মম লীলা যত। অহেতুক শুধু রহে পর-হিতে রত॥
শুন মুনি যত গুণ ধরে সাধুগণ। বাণী বেদ না পারে তা' করিতে বর্ণন॥৪

ছন্দ— কহিতে না পারে বাণী ও অনন্ত নারদ শুনিয়া চরণ ধরিলা।
দীনবন্ধু সেই নিজ ভক্ত গুণ কৃপাপরবশ নিজে উচ্চারিলা॥

বাংলা অর্থ—ত্যাগহিঁ—ত্যাগ করে; ময়ত্রী—মৈত্রী; কুমারগ—কুমার্গ; পাউ—পদ; আস—আশা; হরি রগঁ রঁএ—হরিরূপ রং দ্বারা রঞ্জিত হয়; ন হোসি—হইবে না; জনি হোসি—হইও না; নেমা—নিয়ম; জেতে—যত; (দো—৪৬)

শির নত করি'   বার বার পদে   ব্রহ্মলোক-পানে   নারদ চলিলা।
তুলসী কহিছে—ধন্য সেই জন   কামনা ত্যজি' যে   হরিতে মজিলা॥

দোহা— রাবণারি-যশ   সুপাবন গান   করে আর শুনে যত জন।
লভে রাম-ভক্তি   বৈরাগ্য ও জপ   নাহি কিছু করিলে সাধন॥৪৬ক॥
দীপশিখা-সম   যুবতীর তনু   মন সেথা না হও পতঙ্গ।
রাম!রাম ভজ   ত্যজি' কাম, মদ   অবিরত কর সাধু-সঙ্গ॥৪৬খ॥

ইতি শ্রীরামচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ-বিধ্বংসনে
বিমল-বৈরাগ্য-সম্পাদনো নাম তৃতীয় সোপানঃ সমাপ্তঃ।

সমাপি' বাইশ দিন মাস পারায়ণে।
এ দীন নমিছে এবে শ্রীরাম-চরণে॥

অরণ্যকাণ্ড সমাপ্ত

অরণ্যকাণ্ড--সারমর্ম্ম

অরণ্যকাণ্ডের প্রথমে গোস্বামী তুলসীদাস ধর্ম্মবৃক্ষের মূলস্বরূপ মোহমেঘনাশকারী পাপরূপ অন্ধকারনাশী ও আনন্দবিধানকারী শিবপ্রিয় রামকে প্রণতি নিবেদন করিতে-ছেন। যিনি জটাজুট, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, কটিতে তূণীর ধারণ করিয়া রাজপুত্র হইয়াও শ্রেষ্ঠ পথচারী হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন সেই শ্রীরাম সহ লক্ষ্মণ ও সীতার উদ্দেশ্যে প্রণতিজ্ঞাপন করিয়া গোস্বামী মহোদয় অরণ্যকাণ্ড আরম্ভ করিতেছেন; আরো বলিতেছেন রামগুণ অতি গূঢ় রহস্যময়। ইহা যথাযথ বুঝিলে সাধুগণের মনে বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয় আর ধর্ম্মহীন নাস্তিক ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হয়। ভরত অযোধ্যার দিকে ফিরিয়া গেলে রাম চিত্রকুট পরিত্যাগ করেন এবং পঞ্চবটী বনে প্রবেশ করেন।

ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত একদিন বায়সের বেশ ধারণ করিয়া রঘুপতির পরাক্রম পরিমাপ করিতে চাহিয়া সীতার চরণে চঞ্চুদ্বারা আক্রমণ করিতে চাহিলে রাম তাহার প্রতি ব্রহ্মবাণ নিক্ষেপ করিলে সেই বায়স পিতার নিকট নিজ রূপ ধরিয়া উপস্থিত হয়। ইন্দ্র তাহাকে রামদ্রোহী বলিয়া উপেক্ষা করিলেন এবং বুঝাইলেন রামদ্রোহীর পৃথিবীতে কোন স্থান নাই। তখন জয়ন্ত বিকল হইল, নারদ দেবলোকে তাহা বুঝিলেন এবং তাহাকে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কৃপাময় রাম তাহার প্রতি কৃপালু হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন, শিক্ষার প্রয়োজনে এক চক্ষু করিয়া পরাক্রমের স্বরূপ বুঝাইলেন।

রঘুপতি চিত্রকূটে থাকিয়া তাঁহার লীলা প্রকট করিতে লাগিলেন। মুনিগণের ভিড়

হইবে বুঝিয়া সকল মুনির নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রথমে রাম অত্রি-তপোবনে গমন করিলেন। প্রবীণ অত্রি সকলকে অতি স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং রামের স্তুতিতে মুখর হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ যে রামের স্বরূপ জানেন এবং অসুরগণের নিধনার্থ যে তাঁহার লীলা—তাহাও বলিলেন এবং বাস্তবিক জগতের শাশ্বত গুরুরূপে তাঁহাতে প্রণতিনত হইয়া বলিলেন,—তাঁহাতে ভক্তিনত হইয়া তাঁহার ভজনা করিলে সংসারকূপে তাহাকে পড়িতে হয় না। অত্রির যেন চিরকাল রামচরণে ভক্তি থাকে তাহ তিনি প্রার্থনা করিলেন।

সীতা ঋষিপত্নী অনসূয়ার সহিত মিলিত হইলে অনসূয়া তাঁহাকে বিবিধ বসন-ভূষণ পরাইয়া তাঁহার নিকট নারীধর্ম্ম বর্ণনা করিলেন এবং স্ত্রীর নিকট স্বামীর দান যে অপরিমেয় এবং এত দান জগতে নারীকে আর কেহ করিতে পারে না এবং পতিব্রত্যই নারীর একমাত্র ধর্ম্ম তাহা ব্যাখ্যান করিয়া চতুর্ব্বিধ পতিব্রতা নারীর শ্রেণীবিভাগ করিয়া স্ত্রীজাতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। প্রথমতঃ উত্তমা সতী স্বামিগত-প্রাণা হয়। উত্তমা সতী স্বামী বধির, দীন এমন কি অন্ধ হইলেও তাহার সেবাতেও কুণ্ঠা করে না। অন্য পুরুষের গুণাবলীর চিন্তার অবসর তাহার মনে নাই। দ্বিতীয়া শ্রেণীর সতী স্বামীতে ভ্রাতা, পিতা বা পুত্রের দৃষ্টিতে প্রীতি-পরায়ণ হয়, কুলের মান রক্ষা করিয়া চলে; তাহাকে নিকৃষ্ট সতী বলা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রী সুযোগের অভাবে সতীত্বের ভাণ করিয়া সংসারে বিচরণ করে। চতুর্থ শ্রেণীর অধমা স্ত্রী যে স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া পরপতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। হে সীতে! তুমি স্বামিধর্ম্মিণীর একমাত্র আদর্শ। তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীগণ সতীত্বধর্ম্ম পালন করিবে। সীতা অনুসূয়াকে প্রণাম করিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা গভীর বনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পথের মাঝে বিরাধ রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাম তাহাকে বধ করিলেন। রামের সংস্পর্শে আসিলে রাম তাহাকে সদ্গতি দান করিয়া স্বধামে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর শরভঙ্গের তপোবনে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিচয় দিলেন যে ব্রহ্মলোকে যাইবার মানসে যাত্রা করিয়াছিলাম কিন্তু রাম আসিবেন শুনিয়া তিনি যাত্রা স্থগিত করিয়া রামের প্রতীক্ষায় আছেন। তাঁহাকে পাইলে শরভঙ্গ চিতা রচনা করিয়া রাম নাম স্মরণ করিতে করিতে চিতারোহণ করিলেন এবং যোগাগ্নিতে দেহ ত্যাগ করিলেন। রামকৃপায় তাঁহার বৈকুণ্ঠ লাভ হইল। তিনি হরিতে লীন না হইয়া ভেদভক্তির বর চাহিয়া ভক্তির মহিমা রক্ষা করিলেন। পথে অগ্রসর হইবার কালে রাম অস্থির স্তূপ দেখিয়া তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন এবং রাক্ষসগণের কুকার্য্যের ইতিহাস প্রত্যক্ষ করিলেন এবং পণ করিলেন যে পৃথিবীকে রাক্ষসগণের হাত হইতে মুক্ত করিবেন প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা অগস্ত্যমুনির শিষ্য সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মুনি নির্ভর প্রেমে মগ্ন হইলেন। রাম তাহা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে পুলকবিহ্বল দেখিলেন। মুনি দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে রাম চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে মুনির হৃদয়ে প্রকট হইলেন। অতঃপর মুনি তাঁহাকে আশ্রমে আনিয়া নানাপ্রকারে পূজা করিলেন এবং তাঁহার স্তুতিতে মুগ্ধ

হইলেন। রাম তাঁহাকে ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ও কামনা ত্যাগ করিতে বলিলে তাঁহাকে মুনির হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণের জন্য অবস্থিতি করিতে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভু রামচন্দ্র— 'মুনি অচলা ভক্তি ও বৈরাগ্য ও গুণাবলীর অধিকারী হইবেন'—এই বর প্রদান করিলেন। সুতীক্ষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বগুরুপার্শ্বে অর্থাৎ অগস্ত্যের নিকট লইয়া গেলেন। অগস্ত্যের নিকট গিয়া রাম মুনিদ্রোহী রাক্ষসদের কি ভাবে বিনাশ করিবেন তাহারা পরামর্শ চাহিলেন ; এই জিজ্ঞাসা যে নিরর্থক তাহা অগস্ত্য রামকে বুঝাইয়া বলিলেন কারণ রাম স্বয়ং অন্তর্য্যামী তাঁহার অগোচর কোন তত্ত্ব নাই। কালও তাঁহার ভয়ে কম্পমান থাকে। অগস্ত্য তাঁহার নিকট সজ্জনসঙ্গ, ধ্রুব ভক্তি ও বৈরাগ্য কামনা করিলেন এবং সেবকের মহিমা বৃদ্ধির জন্য তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ—বলিলেন। পঞ্চবটী বনে যে দণ্ডক অরণ্য আছে তুমি সেখানে গিয়া বাস করিয়া মুনিগণকে করুণা বিতরণ করিতে থাক। সেখানে তোমরা গৃধ্ররাজ জটায়ুর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহার অদূরে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিবে—কহিলেন। সেখানে তত্ত্বকথা আলোচনায় তাঁহাদের দিন যাপিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মণ বৈরাগ্য জ্ঞান, মায়া ও ভক্তিতত্ত্ব জানিতে চাহিয়া জীব ও ঈশ্বরের ভেদতত্ত্ব বুঝিতে চাহিলেন। দিনের পর দিন এই সকল তত্ত্ব আলোচনায় তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। এই গভীর তত্ত্বকথা সংক্ষেপে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেন।

'আমার' 'তোমার' ইত্যাদিতে যে তুমি আমি বোধ তাহাই মায়া, তাহাতে সর্ব্বজীব বশ। যতদূর মন যায় এই দ্বৈতের অভিযান চলে। মায়াতে সকল সৃষ্ট হয়। মায়ার দুই ভেদ অবিদ্যা ও বিদ্যা। এই অবিদ্যাপ্রভাবে মানুষ ভবকূপে পড়ে। আর অপর মায়াতে বিদ্যার বশে গুণ থাকে এবং তাহা জগতকে রচনা করে তাহা প্রভু-প্রেরিত, তাহার আপনার বল নাই অথচ যার ফলে প্রভুকে চিনিবার শক্তি তাহার হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলে। সেখানে কোন অভিমান নাই, সেখানে এক ব্রহ্মের অনুভূতি হয়, তাহাই পরম বৈরাগ্য। মায়া, ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বে যাহার জ্ঞান নাই সেই জীব। বন্ধন-মোক্ষদাতা সর্ব্বপর মায়ার যে প্রেরক সেই শিব। ধর্ম্ম হইতে বৈরাগ্য-যোগ তাহা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে মুক্তি। যাহাতে আমি দ্রব হয় তাহার নাম ভক্তি। জ্ঞান বিজ্ঞানাদি সব ভক্তিতে লীন হয়। ভক্তির নয়প্রকার সাধন আশ্রয় করিলে রামের পরম পদ প্রাপ্তি হয়। বিপ্রপাদপদ্মে অতি প্রীতি, বেদসম্মত পথে স্বধর্ম্ম পালন, তাহাতেই বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্য হইতে রামপদে অনুরাগ জন্মে। শ্রবণাদি নয় প্রকার ভক্তি যাহার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত আমি তাহার হৃদয়ে বাস করি। সাধুসঙ্গে প্রেম, কায়মনোবাক্যে জ্ঞানের নিয়ম পালন, গুরু, পিতামাতৃ-সেবা, আমার নামগানে শরীরে রোমহর্ষ এবং বাক্যে গদগদ ভাব, কাম ও অহঙ্কারশূন্যতা যাহার আছে আমি তাহার হৃদয়ে বাস করি। এই ভাবে বৈরাগ্য, জ্ঞান, গুণ এবং নীতি ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাদের দিনের পর দিন চলিতে লাগিল।

রাবণের ভগ্নি সূর্পনখা কালসর্পরূপে একবার ভ্রমণ-প্রসঙ্গে পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল এবং রাম লক্ষ্মণের রূপ দেখিয়া কামমোহিত হইল এবং দুজনের যে কোন একজনকে স্বামিরূপে উপভোগ করিবার প্রস্তাব করিল। যখন কেহই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না তখন ক্রোধা-

ষিত হইয়া সে উগ্ররূপ প্রদর্শন করিল তাহাতে সীতা ভীত হইলেন। রামের ইঙ্গিতে লক্ষ্মণ তাহার নাসা ও কর্ণচ্ছেদ করিল। ইহাতে প্রকারান্তরে রাবণকে যুদ্ধে নিমন্ত্রণ পাঠান হইল।

নাসাকর্ণ-হীন হইয়া বিলাপ করিতে করিতে রক্তাক্ত অবস্থায় সে খর ও দূষণের নিকট গিয়া নিজ দুরবস্থার কথা এবং রামলক্ষ্মণ দুটি ভাই ও সীতার কথা বলিয়া যুদ্ধ করিতে তা'দিগকে প্ররোচিত করিল। রাক্ষসসেনাদল সজ্জিত খর-দূষণ ভয়ানক বেগে ও ক্রোধে রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিতে আসিল এবং যুদ্ধার্থ আহ্বান জানাইল। প্রবল যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধে খর, দূষণ ও রাক্ষস ত্রিশিরা নিহত হইল। রামচন্দ্রের জয় হইল। দেবতা, মনুষ্য ও মুনিগণ সুখী হইলেন। রাক্ষসের উপদ্রব হইতে তাঁহারা মুক্ত হইলেন।

রামের যুদ্ধে জয় হইলে দেবতারা পুষ্প বর্ষণ করিলেন, গগনে দুন্দুভি বাজিল এবং রামকে স্তুতি করিয়া দেবগণ নিজ নিজ বিমানে স্বগৃহে যাত্রা করিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর সূর্পনখা সকল বৃত্তান্ত আমূল রাবণের নিকট বর্ণনা করিল এবং রাম যে, সমস্ত দেশ রাক্ষসহীন করিবে তাহা বলিল এবং নিজের নাক-কাণ কাটার কথা বর্ণনা করিল। রাবণ তখন ক্রুদ্ধ হইয়া নারীহরণের সঙ্কল্প করিল, এবং মারীচের নিকট সাগরতীরে উপস্থিত হইয়া এবিষয়ে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল।

এদিকে লক্ষ্মণ ফলমূল সংগ্রহার্থে বনে গেলে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন,—এবার এক সুন্দর মানবলীলা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তুমি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা কর বলিলেন এবং সমগ্র রাক্ষসকুল নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত ছায়ারূপে এদেহে অবস্থান কর—বলিলেন। লক্ষ্মণ এব্যাপার জানিলেন না রামচন্দ্র গোপনে এই লীলাক্ষেত্র রচনা করিলেন।

রাবণ সীতা হরণার্থ মারীচের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মায়ামৃগ সাজিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিতে চাহিলে মারীচ প্রথমে পূর্ব্বের জানা রামের অমিত শক্তির পরিচয় দিয়া একার্য্য হইতে রাবণকে বিরত হইতে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে অসম্মত হইয়া তাহাকে হত্যা করিতে চাহিল। তখন মারীচ রাবণের হস্তে মৃত্যু বরণ করা অপেক্ষা রামের শরে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ শ্রেয় বিবেচনা করিল কারণ তাহাতে মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে।

দশানন আশ্রমের নিকটস্থ হইলে মারীচ কপট মৃগ-বেশে আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তখন সীতা ঐ স্বর্ণমৃগের চর্ম্ম আনিয়া দিবার জন্য রামকে প্রার্থনা জানাইলেন। রাম মৃগের পিছু ছুটিলেন। এদিকে লক্ষ্মণের নিকট সীতা আশ্রমে রহিলেন। মারীচ ছল করিয়া 'হা লক্ষ্মণ' বলিয়া চিৎকার করিলে সীতা রামচন্দ্রের বিপদ আসন্ন বুঝিয়া লক্ষ্মণকে রামের সন্ধানে পাঠাইলেন। সীতাকে আশ্রমে একাকী পাইয়া, দশানন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের বেশে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সীতার নিকট অসৎ প্রস্তাব করিয়া তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে হরণ করিয়া বিমানে চড়াইয়া আকাশপথে চলিলেন। সীতা বিলাপ করিতে করিতে রোদন-পরায়ণা হইয়া চলিতে থাকার কালে সেই বিলাপ জটায়ুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তখন খগরাজ রাবণের দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরাতলে ফেলিল এবং জানকীকে একধারে রাখিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। যুদ্ধে রাবণ জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিয়া সীতাকে রথে

লইয়া পুনরায় আকাশপথে উঠিয়া রথে চড়িয়া পলায়ন করিল। সীতা কাঁদিতে কাঁদিতে আকাশপথে যাইবার সময় বানরগণকে পথে দেখিয়া বস্ত্র ও ভূষণ কিছু নীচে নিক্ষেপ করিলেন। এদিকে রাবণ সীতাকে লইয়া অশোক বনে রক্ষা করিলেন।

রাম লক্ষ্মণকে তাঁহার সন্ধানার্থ সীতাকে ছাড়িয়া আসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্যাকুল হইয়া কহিলেন,—সীতাকে আশ্রমে একাকী রাখিয়া এভাবে আসাতে সীতার বিপদাশঙ্কা রহিয়াছে। তখন লক্ষ্মণসহ রাম গোদাবরী তটে আশ্রমে গমন করিয়া সীতাশূন্য আশ্রম দেখিলেন এবং বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সন্ধানে ফিরিতে ফিরিতে বনে জটায়ুর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। জটায়ু রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণ-বৃত্তান্ত রামের গোচর করিলেন। রামের সম্মুখে জটায়ু দেহরক্ষা করিয়া স্বর্গে গমন করিল। দেহরক্ষা কালে জটায়ু রামের স্তুতি করিয়া রামের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে তাঁহার নিকট অচলা ভক্তি বর প্রার্থনা করিয়া হরিধাম গমন করিলেন।

পরে পথে চলিতে চলিতে রামের কবন্ধ গন্ধর্ব্বের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রাম তাহাকে তীরধনুদ্বারা আহত করিয়া দুর্ব্বাসার শাপ হইতে মুক্তিদান করিলেন। গন্ধর্ব্বগণ ব্রাহ্মণের শত্রু। রাম ব্রাহ্মণগণের শত্রুনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া এই কবন্ধ বিনাশ করিয়া ব্রহ্মকুলকে রক্ষা করিলেন।

অতপর রামচন্দ্র পথে যাইতে যাইতে শবরী নামক ব্যাধপত্নী-আবাসে উপনীত হইলেন। শবরী রামচন্দ্রের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন এবং কন্দমূল-ফলদ্বারা রামলক্ষ্মণকে তৃপ্ত করিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে নবধা-ভক্তির উপদেশ দান করিলেন। প্রথম ভক্তি সৎসঙ্গ দ্বিতীয় রামকথায় অনুরাগ, তৃতীয় অভিমান বর্জ্জনপূর্ব্বক গুরুপদসেবা, চতুর্থ অবিরাম রামনাম গান, পঞ্চম ভক্তি রামনাম জপ, ষষ্ঠ সবিনয় ও বৈরাগ্যযুক্ত মনে ইন্দ্রিয় সংযম এবং সজ্জনোচিত আচরণ, সপ্তম জগতের জীবকে রামময় দৃষ্টিতে দর্শন এবং সাধু-সজ্জনকে রাম হইতেও বেশী মান দান, অষ্টম যথালাভে মনের সন্তোষ এবং নবম সকলের প্রতি অকপট ব্যবহার ও সুখদুঃখে স্পৃহাশূন্য হইয়া ভগবানে বিশ্বাস রক্ষা। এই ভাবে নবধা ভক্তির উপদেশ দিয়া তাঁহাকে সীতার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শবরী পম্পাতীরে সুগ্রীবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সুগ্রীব তাঁহাদিগকে সকল কহিবেন—বলিলেন।

অতঃপর সেই বন ত্যাগ করিয়া রাম বিরহকাতর হইয়া লক্ষ্মণসহ বনান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং ভাবিলেন,—পশু-পক্ষী, মৃগ বৃক্ষ-লতা সকলকে দেখিতেছেন এবং তাহাদিগকে কামদেবের সেনা বলিয়া মনে করিতেছেন। এই কামদূতের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কাম, ক্রোধ ও লোভ হইতে মুক্ত হইবে তাহা তিনি লক্ষ্মণকে বুঝাইলেন। রামের দয়াতে যে এই তিন শত্রুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহাও বলিলেন। পম্পাতীরে বসিয়া পম্পার জল দেখিয়া তাহা সাধুর হৃদয়ের ন্যায় নির্ম্মল বলিয়া বর্ণনা করিলেন। পদ্মপত্রে ঢাকা সেই জলের মর্ম্ম যেমন সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝা যায় না মায়াবৃত জীব তেমনি নির্গুণ ব্রহ্মের স্বাদ

পায় না। সেখানে মুনিগণ আসিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে তত্ত্বকথা প্রসঙ্গতঃ বহু আলাপ করিলেন।

নারদও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া রামকে প্রণাম করিলেন এবং মৃদুভাবে রামনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহার পদধৌত করিয়া দিলেন। নারদ তখন রামের নিকট তাঁহার পূর্ব্বধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিতে বলিলেন। নারদ রামকে প্রসন্ন দেখিয়া বলিলেন,—এক সময় মায়াকে প্রেরণ করিয়া আমার মন বিমোহিত করিয়াছিলে, আমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল তুমি তাহাতে বাধা দিয়াছিলে তাহার কারণ কি বর্ণনা কর। তখন রাম বলিলেন—সকল ভরসা ত্যাগ করিয়া যে আমায় ভজনা করে, আমি তাহাকে রক্ষা করি, মাতা যেমন করিয়া শিশুকে রক্ষা করে। শিশু অগ্নি ধরিতে গেলে মা তাহাকে রক্ষা করেন। পৌঢ় পুত্রে মাতার আর তেমন স্নেহ থাকে না। আমার ভক্তগণ শিশু-তনয় সম। ভক্ত আমার বলে বলীয়ান্। জ্ঞানীদের বল নিজেদের। কামক্রোধাদি রিপু সকলের থাকে। পণ্ডিতগণ এজন্য আমার ভজনাই করেন। ভক্তিকে জ্ঞান ছাড়ে না। কাম, ক্রোধ, লোভ ও অহঙ্কার ইহারা মোহের বিপুল বাহিনী। স্ত্রীজাতি তাহার মাঝে দুঃখদায়িনী মায়া-স্বরূপিণী। মোহরূপী মানস-বনকে ফলফুলে বিকসিত করিতে স্ত্রীজাতি হইল বসন্তঋতুর সমান। জপ, পুরুষের তপ. নিয়মাদিরূপ জলকে শোষণ করিতে গ্রীষ্ম হইল যেন স্ত্রীজাতি। কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যরূপে হর্ষপ্রদান করিতে বর্ষাঋতুর ভেক হইল স্ত্রীজাতি। বিষয়ভোগে যে নিম্নস্তরের সুখ তাহা শরৎকালের পদ্মপত্রের মত অল্পকালে শুষ্ক হয়, স্ত্রীজাতি হইতে এই স্বল্পস্থায়ী সুখ আসে। শিশিরের জলে যে দুরালভা পত্রের সৃষ্টি হয় তাহা নারী হইতে মমতাবিকাশরূপে শিশিরঋতুর সমাগমে হয়। পাপরূপী পেচকের রাত্রি যেমন সুখদাতা স্ত্রীজাতি হইতে সুখের রাত্রি পুরুষের তেমনি হয়। বুদ্ধি, বল, শীল সত্যরূপ মৎস্য স্ত্রীজাতিরূপ বড়শী দ্বারা বশীভূত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ জাগতিক সুখকে এই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। নারীজাতির সংস্পর্শে আসিয়া জাগতিক সুখ এইরূপ দুঃখপ্রদ হয় বলিয়া তোমার বিবাহে বাধা দিতে চাহিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার নারদ, সজ্জনের গুণ কেমন জানিতে চাহিলে রাম বলিলেন,—যে ব্যক্তি নিজ গুণ শ্রবণে সঙ্কুচিত হয়, পরের গুণ শুনিলে হৃষ্ট হয়, নীতি ত্যাগ করে না, যে সরল স্বভাব ও সকলের সঙ্গে প্রীতি রাখে, যে জপ, তপ, ব্রত, দম, সংযম ও নিয়ম পালনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, হরি ও গুরুপদে প্রীতি রাখে, শ্রদ্ধা, ক্ষমা. মৈত্রী ও জীবে দয়া রাখে, ভগবানে অকপট প্রীতি রাখে, বৈরাগ্য, বিবেক, বিনয় ও ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ হয়, দম্ভ, মান, মদাদির বশ হয় না, কুমার্গে পা দেয় না, ভগবানের লীলা-কীর্ত্তন করে ও পরহিত ব্রতী হয় এমন লোকই প্রকৃত সজ্জন। নারী দীপশিখার মত, মন যেন সেথা পতঙ্গ না হয়। রামকে ভজনা করিতে থাকিয়া সাধুসঙ্গ করিয়া কাম ও অহঙ্কার ত্যাগই সাধুজনের পরম আদর্শ।

অরণ্যকাণ্ড সারমর্ম্ম সমাপ্ত

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানক বল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস—৬ষ্ঠ খণ্ড

চতুর্থ সোপান—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

শ্লোক

কুন্দেন্দীবরসুন্দরাবাতবলৌ াবঙ
শোভাঢ্যৌ বরধন্বিনৌ শ্রুতিনুতৌ গোবিপ্রবৃন্দপ্রিয়ৌ।
মায়ামনুষরূপিণৌ রঘুবরৌ সদ্ধর্মবর্মৌ হিতৌ
সীতান্বেষণতৎপরৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌ তৌ হি নঃ॥১

ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমলপ্রধ্বংসনং চাব্যয়ং
শ্রীমচ্ছম্ভুমুখেন্দুসুন্দরবরে সংশোভিতং সর্বদা।
সংসারাময়ভেষজং সুখকরং শ্রীজানকীজীবনং
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতম্॥২

সোরঠা— মুক্তি জন্ম মহি জানি গ্যান খানি অঘ হানি কর।
জহঁ বস সম্ভু ভবানি সো কাসী সেইঅ কস ন॥
জরত সকল সুর বৃন্দ বিষম গরল জেহিঁ পান কিয়।
তেহি ন ভজসি মন মন্দ কো কৃপাল সঙ্কর সরিস॥

পদ্যানুবাদ

কুন্দ ইন্দীবর-সম চারু শক্তিধর। বিজ্ঞান আবাস যেন দু'টি ভ্রাতৃবর॥
শোভাময় ধনুর্ধর বেদ অনুসারী। গো-ব্রাহ্মণবৃন্দে যাঁ'রা সদা প্রিয়কারী॥
মায়াতে মানুষরূপী দুই রঘুবর। সদ্ধর্ম্ম-রক্ষক শুভ কার্য্যেতে তৎপর॥
সীতা-অন্বেষণ-রত দু'টি পথচারী। মো'সবার হ'ন যেন ভক্তিদানকারী॥১
ব্রহ্ম পরাবর হ'তে উদ্ভব অব্যয়। কলিমল-রাশি যাহে বিধ্বংসিত হয়॥
শম্ভু মুখচন্দ্রে যিনি সদা শোভমান। সংসার ব্যাধির নাশে ভেষজ-সমান॥
আনন্দ-প্রদানকারী জানকী-জীবন। সেই রাম নামামৃতে ধন্য কৃতিজন॥২

বাংলা অর্থ—ইন্দীবর—নীলপদ্ম; শোভাঢ্য—শোভাযুক্ত; শ্রুতিনুত—বেদদ্বারা পূজিত; সদ্ধর্ম্মবর্ম্ম—শ্রেষ্ঠধর্ম্মের কবচস্বরূপ; পথিগত—পথচারী; ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভব—বেদস্বরূপ সমুদ্রমন্থন হইতে উদ্ভূত; শ্রীমচ্ছম্ভু মুখেন্দুসুন্দরবরে—শিবের সুন্দর মুখ-চন্দ্রে সর্ব্বদা শোভমান; হিতৌ—হিতকারী ব্যক্তিদ্বয়; (শ্লোক ১-২)

সো— মুক্তি-জন্ম-স্থল জ্ঞানের আকর অঘহানি-কর কাশীরে জানিয়া।
যেথা নিবসেন উমা মহেশ্বর সেই কাশী কেন না সেবিবে গিয়া॥
যে বিষম বিষে দহে সুরগণ সেই বিষ যিনি করিলেন পান।
তাঁ'রে না ভজিলি ওরে মূঢ় মন! কে কৃপাল বল শম্ভুর সমান?

মূল

চৌ—আগেঁ চলে বহুরি রঘুরায়া। রিষ্যমূক পর্বত নিঅরায়া॥
তহঁ রহ সহিত সহিত সুগ্রীবা। আবত দেখি অতুল বল সীঁবা॥১
অতি সভীত কহ সুনু হনুমানা। পুরুষ জুগল বল রূপ নিধানা॥
ধরি বটু রূপ দেখু তৈঁ জাঈ। কহেসু জানি জিয়ঁ সয়ন বুঝাঈ॥২
পঠএ বালি হোহিঁ মন মৈলা। ভাগৌঁ তুরত তজৌঁ য়হ সৈলা॥
বিপ্র রূপ ধরি কপি তহঁ গয়উ। মাথ নাই পূছত অস ভয়উ॥৩
কো তুম্হ স্যামল গৌর সরীরা। ছত্রী রূপ ফিরহু বন বীরা॥
কঠিন ভূমি কোমল পদ গামী! কবন হেতু বিচরহু বন স্বামী॥৪
মৃদুল মনোহর সুন্দর গাতা। সহত দুসহ বন আতপ বাতা॥
কী তুম্হ তীনি দেব মহঁ কোউ। নর নারায়ন কী তুম্হ দোউ॥৫

দোহা— জগ কারন তারন ভব ভঞ্জন ধরনী ভার।
কা তুম্হ অখিল ভুবন পতি লীন্হ মনুজ অবতার॥১

পদ্যানুবাদ

চৌ—রঘুরাজ পুন আগে করেন গমন। ঋষ্যমূক-গিরি-পার্শ্বে উপনীত হ'ন॥
সুগ্রীব সচিব-সহ সেথায় আছিল। অনুপম শক্তিধরে আসিতে দেখিল॥১
অতি ভীত ভীত কহে শুন হনুমান! পুরুষ-যুগল বল-রূপের নিধান॥
ব্রহ্মচারী রূপ ধরি' দোঁহারে দেখিবে। মন বুঝি' ঈসারাতে মোরে কহি' দিবে।২
মলিন মানসে বালি যদি বা পাঠায়। এই শৈল ত্যজি' মোরা পালাব ত্বরায়॥
বিপ্ররূপ ধরি' কপি তথায় চলিল। শির নমি' হেন কথা পুছিতে লাগিল॥৩
কে বট তোমরা গৌর-শ্যামল শরীর? ক্ষত্র-বেশ ধরি' বনে ফির দু'টি বীর॥
দোঁহার কোমল পদ, সুকঠিন ভূমি। কেন স্বামী হেন বনে বিচরিছ তুমি? ৪

(বাংলা অর্থ—মুক্তি জন্ম মহি—মুক্তির জন্মভূমি; অঘ হানি কর—পাপনাশকারী; সেইঅ—সেবিত হইবে; জরত—জ্বালাইয়াছিল; আবত দেখি—আসিতে দেখিয়া; সীঁবা—সীমা; দেখু—দেখ; সয়ন বুঝাঈ—ইসারা করিয়া বুঝাইবে; পঠএ হোহিঁ—প্রেরিত হয়; মন মৈলা—মলিন মনবিশিষ্ট; ভাগৌঁ—পলাইব; পুছত ভয়উ—পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত) হইল; অস—এই ভাবে; ছত্রীরূপ—ক্ষত্রিয়বেশে; সহত—সহিতেছ; ভব তারন—পৃথিবীর দুঃখ দূরকারক; ভার ভঞ্জন—ভারনাশকারী; দো—১)

অতীব কোমল চারু মনোরম কায়। দুঃসহ এ' বন-বায়ু-তাপ বুঝি তায় ॥
তোমরা কি ত্রিমুরতি মাঝে কোন জন? অথবা কি উভয়েতে নর-নারায়ণ? ৫
দোহা— ধরার কারণ সংসার তারণ নাশিবারে ধরণীর ভার।
তুমি কি অখিল ভুবনের পতি এসেছ মানব অবতার? ॥১॥

মূল

চৌ—কোসলেস দসরথ কে জাএ। হম পিতু বচন মানি বন আএ ॥
নাম রাম লছিমন দোউ ভাঈ। সঙ্গ নারি সুকুমারি সুহাঈ ॥১
ইহাঁ হরী নিসিচর বৈদেহী। বিপ্র ফিরহিঁ হম খোজত তেহী ॥
আপন চরিত কহা হম গাঈ। কহহু বিপ্র নিজ কথা বুঝাঈ ॥২
প্রভু পহিচানি পরেউ গহি চরনা। সো সুখ উমা জাই নহিঁ বরনা ॥
পুলকিত তন মুখ অব ন বচনা। দেখত রুচির বেষ কৈ রচনা ॥৩
পুনি ধীরজু ধরি অস্তুতি কীন্হী। হরষ হৃদয়ঁ নিজ নাথহি চীন্হী ॥
মোর ন্যাউ মৈঁ পূছা সাঈ। তুম্হ পূছহু কস নর কী নাঈ ॥৪
তব মায়া বস ফিরউঁ ভুলানা। তা তে মৈঁ নহিঁ প্রভু পহিচানা ॥৫
দোহা— একু মৈঁ মন্দ মোহবস কুটিল হৃদয় অগ্যান।
পুনি প্রভু মোহি বিসারেউ দীনবন্ধু ভগবান ॥২

পদ্যানুবাদ

চৌ—কোশলেস-দশরথ-সূনু দুই জন। পিতৃসত্য পালিবারে এসেছি কানন ॥
দুই ভাই লক্ষ্মণ ও রাম নাম-ধারী। সুন্দরী রমণী ছিল সঙ্গে সুকুমারী ॥১
হরিয়াছে বৈদেহীরে হেথা নিশাচর। হে বিপ্র! তাহারে মোরা খুঁজিতে তৎপর ॥
আপন চরিত মোরা করিনু বর্ণন। নিজ বার্ত্তা বুঝাইয়া কহ হে ব্রাহ্মণ! ॥২
প্রভু-পরিচয় পেয়ে ধরিল চরণ। সে সুখ হে উমা! কভু না যায় বর্ণন ॥
তনু পুলকিত, মুখে না আসে বচন। চারু বেশ সজ্জা তদা করি' দরশন ॥৩
ধীরতা ধরিয়া পুন স্তুতিপর হয়। হৃষ্ট হিয়া নিজ নাথে চিনিয়া সে লয় ॥
আমি যে পুছিনু তোমা' ন্যায়-অনুকূল। তুমি কেন জিজ্ঞাসিছ মানুষের তুল ॥৪
তব মায়াবশে ভ্রম ঘিরিল আমারে। সেই হেতু প্রভু তোমা নারি চিনিবারে ॥৫
দোহা— একে মন্দ মতি তাহে মোহবশ হৃদে ভরা ক্রূরতা, অজ্ঞান ॥
পুন প্রভু মোরে ভুলাইয়া দিলে ওহে দীনবন্ধু ভগবান্! ২॥

বাংলা অর্থ—জাএ—পুত্র; হরী—হরণ করিয়াছে; বুঝাই কহহু—বুঝাইয়া বল; পহিচানি—বুঝিতে পারিয়া; পরেউ—পড়িলেন, রচনা—সজ্জা; চীন্হী—চিনিলেন; ন্যাউ—ন্যায় (যুক্তি); সাঈ—স্বামী; কস—কেমনে; ভুলানা—ভ্রান্ত; বিসারেউ—বিস্মরিলে, ভুলিয়া গেলে; নহিঁ পহিচানা—চিনিতে পারি নাই; (দো—২)

মূল

চৌ—জদপি নাথ বহু অবগুন মোরেঁ। সেবক প্রভুহি পরৈ জনি মোরেঁ॥
নাথ জীব তব মায়াঁ মোহা। সো নিস্তরই তুম্হারেহিঁ ছোহা ॥১
তা পর মৈঁ রঘুবীর দোহাঈ। জানউঁ নহিঁ কছু ভজন উপাঈ॥
সেবক সুত পতি মাতু ভরোসে। রহই অসোচ বনই প্রভু পোসেঁ ॥২
অস কহি পরেউ চরন অকুলাঈ। নিজ তনু প্রগটি প্রীতি উর ছাঈ॥
তব রঘুপতি উঠাই উর লাবা। নিজ লোচন জল সীঞ্চি জুড়াবা ॥৩
সুনু কপি জিয়ঁ মানসি জনা ঊনা। তৈঁ মম প্রিয় লছিমন তে দূনা॥
সমদরসী মোহি কহ সব কোউ। সেবক প্রিয় অনন্য গতি সোউ ॥৪

দোহা— সো অনন্য জাকেঁ অসি মতি ন টরই হনুমন্ত।
মৈঁ সেবক সচরাচর রূপ স্বামি ভগবন্ত ॥৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যদ্যপি হে নাথ! আমি গুণহীন অতি। বিরূপতা নাহি ধর সেবকের প্রতি॥
ওহে নাথ! জীব তব মায়াতে মোহিত। তরাও তাহারে তুমি, যাহে তুমি প্রীত ॥১
তাই কহি রঘুবীরে তোমার দোহাই। ভজন উপায় কিছু মোর জানা নাই॥
জননী পুত্রের, প্রভু ভৃত্যের ভরসা। রয়েছি নিশ্চিন্ত আমি প্রভু মোর আশা ॥২
হেন কহি' পায়ে পড়ে আকুল হইয়া। নিজ তনু ধরি' হৃদে প্রেম প্রকাশিয়া॥
রঘুপতি তুলি' তা'রে হৃদয়ে লইয়া। নিজ আঁখি-বারি সিঞ্চি' দিলা ভাসাইয়া ॥৩
আপনারে ক্ষুদ্র কভু না কর চিন্তন। লক্ষ্মণ হ'তেও তুমি বেশী প্রিয়জন॥
সমদর্শী বলি' মোরে সর্ব্বজন কহে। যে ভক্ত অনন্য-গতি, সেই প্রিয় রহে ॥৪

দোহা— সে হবে অনন্য যা'র হেন মতি নাহি টলে ওহে হনুমান্!
আমি ত সেবক, এই চরাচর পৃথিবী-রূপেতে ভগবান্ ॥৩

মূল

চৌ—দেখি পবনসুত পতি অনুকূলা। হৃদয়ঁ হরষ বীতী সব সূলা॥
নাথ সৈল পর কপিপতি রহঈ। সো সুগ্রীব দাস তব অহঈ ॥১
তেহি সন নাথ মযত্রী কীজে। দীন জানি তেহি অভয় করীজে॥
সো সীতা কর খোজ করাইহি। জহঁ তহঁ মরকট কোটি পঠাইহি ॥২
এহি বিধি সকল কথা সমুঝাঈ। লিএ দুঔ জন পীঠি চঢ়াঈ॥
জব সুগ্রীবঁ রাম কহুঁ দেখা। অতিসয় জন্ম ধন্য করি লেখা ॥৩

বাংলা অর্থ—ভোরেঁ পরৈ—বিস্মৃতিতে পড়ে; মোহা—মোহগ্রস্ত আছে; নিস্তরই—নিস্তার পায়; ছোহা—কৃপা; অসোচ—নিশ্চিন্ত; পোসেঁ বনই—পোষণ করিতে সৃষ্ট হইয়াছে; অকুলাই—আকুলভাবে; প্রগটি—প্রকট করিলে; সীচি—সীঞ্চিত করিয়া; ঊনা—ন্যূন, ছোট; দূনা—দ্বিগুণ; ন টরই—টলে না; ঊনা—ছোট; (দো—৩)

সাদর মিলেউ নাই পদ মাথা। ভেঁটেউ অনুজ সহিত রঘুনাথা ॥
কপি কর মন বিচার এহি রীতী। করিহহিঁ বিধি মো সন এ প্রীতী ॥৪

দোহা— তব হনুমন্ত উভয় দিসি কী সব কথা সুনাই।
পাবক সাখী দেই করি জোরী প্রীতি দৃঢ়াই ॥৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—প্রভু অনুকূল যবে হেরে হনুমান। হিয়াতে হরষ জাগে দুঃখ অবসান ॥
ওহে নাথ ! শৈল'পরে কপি-পতি স্থান। নামেতে সুগ্রীব তা'রে কর দাস-জ্ঞান ॥১
তা'র সনে নাথ তুমি মিত্রতা স্থাপিবে। দীন জানি' তা'রে তুমি অভয় করিবে ॥
সে করাতে পারে জানো সীতা-অন্বেষণ। যেথা সেথা করি' কোটি বানর প্রেরণ ॥২
হেন মতে সব কথা কহি' বুঝাইল। দু'জনারে ল'য়ে তথা পৃষ্ঠে চড়াইল ॥
সুগ্রীব যখন রামে করে দরশন। নিজ জন্ম ধন্য বলি' করিল চিন্তন ॥৩
মিলিল সে হ'য়ে নত শির সমাদরে। সাক্ষাৎ করিল ভাই-সহ রঘুবরে।
কপি মনে পুনঃ পুনঃ করে এ' বিচার। করিবেন প্রভু সখ্য সহ কি আমার ? ॥৪

দোহা— তবে হনুমান দুইটি পক্ষের সব কথা করান শ্রবণ।
অগ্নি সাক্ষী রাখি' দু'য়ে মিলালেন দৃঢ় করি' পিরীতি বন্ধন ॥৪॥

মূল

চৌ—কীন্হি প্রীতি কছু বীচ ন রাখা। লছিমন রাম চরিত সব ভাষা ॥
কহ সুগ্রীব নয়ন ভরি বারী। মিলিহি নাথ মিথিলেস কুমারী ॥১
মন্ত্রিন্হ সহিত ইহাঁ এক বারা। বৈঠ রহেউঁ মৈঁ করত বিচারা ॥
গগন পন্থ দেখী মৈঁ জাতা। পরবস পরী বহুত বিলপাতা ॥২
রাম রাম হা রাম পুকারী। হমহি দেখি দীন্হেউ পট ডারী ॥
মাগা রাম তুরত তেহিঁ দীন্হা। পট উর লাই সোচ অতি কীন্হা ॥৩
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুবীরা। তজহু সোচ মন আনহু ধীরা ॥
সব প্রকার করিহউঁ সেবকাঈ। জেহি বিধি মিলিহি জানকী আঈ ॥৪

দোহ— সখা বচন সুনি হঁরষে কৃপাসিন্ধু বলসীঁব।
কারন কবন বসহু বন মোহি কহহু সুগ্রীব ॥৫

বাংলা অর্থ—বীতী—দূর হইল ; কীজে—করুন ; করীজে—করিবেন ; করাইহি—করাইবে ; দুও—দুই ; লেখা—গণ্য করিলেন ; সাঁখী—সাক্ষী ; জোরী—যুড়িলেন (নিষ্পাদন করিলেন) ; পীঠি—পৃষ্ঠ ; ময়ত্রী—মৈত্রী ; (দো—৪)

বাংলা অর্থ—সুনাই কী—শুনাইয়া দিলেন ; ভাষা—বলিলেন ; পরবশ পরী—শত্রুবশে পতিত ; পুকারী—চিৎকার করিলেন ; আঈ—আসিয়া ; (দো—৫)

চৌ—দোঁহাতে প্রকটে প্রীতি ভেদ না আছিল। লক্ষ্মণ রামের কথা সকল বর্ণিল ॥
সুগ্রাব কহিল তবে আঁখি-ভরা বারি। মিলিবে হে নাথ! জানো জনক-কুমারী ॥১
সচিব সহিত আমি হেথা একবার। সমাসীন ছিনু যবে করিতে বিচার ॥
তাঁহারে আকাশ-পথে হেরিনু যাইতে। অরির অধীনে পড়ি' বহু বিলপিতে ।২
'হা রাম' 'হা রাম' ধ্বনি করি' উচ্চারণ। হেরি' আমা প্রতি বস্ত্র করেন ক্ষেপণ ॥
শ্রীরাম চাহিলে বস্ত্র দিলা ত্বরা করি'। রাখেন শোকার্ত্ত রাম বস্ত্র বক্ষে ধরি' ॥৩
সুগ্রীব কহেন ওহে শুন রঘুবীর! চিন্তা ত্যাগ করি' মন করহ সুস্থির ॥
করিব ভৃত্যের কার্য্য সকল প্রকার। যাহা যাহা প্রয়োজন সীতা মিলিবার ॥৪
দোহা— তাহা শুনি' ক'ন অতি শক্তিমান্ কৃপাসিন্ধু হরষিত মনে।
বল কি কারণে হে সুগ্রীব! তুমি নিবাস করিছ এই বনে? ।৫॥

মূল

চৌ—নাথ বালি অরু মৈঁ দ্বৌ ভাঈ। প্রীত রহী কছু বরনি ন জাঈ ॥
ময়সুত মায়াবী তেহি নাউঁ। আবা সো প্রভু হমরেঁ গাউঁ ॥১
অর্ধ রাতি পুর দ্বার পুকারা। বালী রিপু বল সহৈ ন পারা ॥
ধাবা বালি দেখি সো ভাগা। মৈঁ পুনি গয়উঁ বন্ধু সঁগ লাগা ॥২
গিরিবর গুহাঁ পৈঠ সো জাঈ। তব বালীঁ মোহি কহা বুঝাঈ ॥
পরিখেসু মোহি এক পখবারা। নহিঁ আবৌঁ তব জানেসু মারা ॥৩
মাস দিবস তহঁ রহেউঁ খরারী। নিসরী রুধির ধার তহঁ ভারী ॥
বালি হতেসি মোহি মারিহি আঈ। সিলা দেই তহঁ চলেউঁ পরাঈ ॥৪
মন্ত্রিন্হ পুর দেখা বিনু সাঈ। দীন্হেউ মোহি রাজ বরিআঈ ॥
বালী তাহি মারি গৃহ আবা। দেখি মোহি জিয়ঁ ভেদ বঢ়াবা ॥৫
রিপু সম মোহি মারেসি অতি ভারী। হরি লীন্হেসি সর্বসু অরু নারী ॥
তাকেঁ ভয় রঘুবীর কৃপালা। সকল ভুবন মৈঁ ফিরেউঁ বিহালা ॥৬
ইহাঁ সাপ বস আবত নাহীঁ। তদপি সভীত রহউঁ মন মাহীঁ ॥
সুনি সেবক দুখ দীনদয়ালা। ফরকি উঠীঁ দ্বৈ ভুজা বিসালা ॥৭
দোহা— সুনু সুগ্রীব মারিহউঁ বালিহি একহিঁ বান।
ব্রহ্ম রুদ্র সরনাগত গএঁ ন উবরিহিঁ প্রান ॥৬॥

বাংলা অর্থ—নাউ—নাম; গাউঁ—গ্রাম; সহৈ ন পারা—সহিতে পারিলেন না; বন্ধু—ভাই; গুহাঁ পৈঠ—গুহাভ্যন্তরে; পখবারা—পক্ষকাল; নিসরী—নির্গত হইল; পরাই—পলাইয়া; বরিআঈ—জোর করিয়া; ভেদ—বিরোধ; সর্বসু—সর্ব্বস্ব; বিহালা—বিহ্বল; সাপ—শাপ; ফরকি উঠী—লাফাইয়া উঠিল; ন উবরিহিঁ—বাঁচিবে না; পরিখেসু—পরীক্ষা করিবে; মারা—নিহত; (দো—৬)

চৌ—হে প্রভু! আমি ও বালি দু'টি মোরা ভাই। হেন প্রীতি পরস্পর কেমনে জানাই॥
মায়াবী নামেতে এক ময়-সুত ছিল। একদা সে আমাদের গ্রামেতে আসিল॥১
অর্দ্ধরাত্রে পুরদ্বার ভরিল চিৎকারে। রিপুর শকতি বালি সহিবারে নারে॥
মায়াবী পালায় হেরি' বালি-আগমন। আমিও ভায়ের সাথে করিনু গমন॥২
গিরিবর গহ্বরে সে প্রবেশ করিল। বালী ভবে হেন মোরে বুঝাইয়া দিল॥
কাল জানো এক পক্ষ মম পরীক্ষার। না ফিরিব যদি জানো মরণ আমার॥৩
মাস কাল রহি' সেথা হে রাম খরারি! রক্তধারা সেথা হেরি' বহে ভয়ঙ্করী॥
চিন্তি বালি মৃত, মোরে করিবে হনন। শিলা গুহা-মুখে রাখি' করি পলায়ন॥৪
রাজাহীন রাজ্য যদা মন্ত্রিগণে হেরে। জোর করি' রাজ্যদান করিলা আমারে॥
শত্রু নাশি' বালি যদা গৃহেতে ফিরিলা। হেরি' মোরে রাজাসনে শত্রুভাবে নিলা॥৫
প্রহার করিল রিপুসম মোরে ভারী। সর্ব্বস্ব হরিয়া নিল আর নিল নারী॥
তার ভয়ে হে কৃপাল শুন রঘুনাথ। সকল ভুবন ফিরি হইয়া অনাথ॥৬
শাপবশে হেথা সেই আসিতে না পায়। তথাপি সভয় মনে রয়েছি হেথায়॥
শুনিয়া সেবক-দুখ সে দীন-দয়াল। উত্তোলিয়া কহে নিজ দু'বাহু বিশাল॥৭
দোহা— শুনহে সুগ্রীব মারিয়া ফেলিব বালিরে হানিয়া এক বাণ।
ব্রহ্মা, রুদ্র যদি শরণ মাগিবে তবু না রহিবে তা'র প্রাণ॥৬॥

মূল

চৌ—জে ন মিত্র দুখ হোহিঁ দুখারী। তিন্হহি বিলোকত পাতক ভারী॥
নিজ দুখ গিরি সম রজ করি জানা। মিত্রক দুখ রজ মেরু সমানা॥১
জিন্হ কেঁ অসি মতি সহজ ন আঈ। তে সঠ কত হঠি করত মিতাঈ॥
কুপথ নিবারি সুপন্থ চলাবা। গুন প্রগটৈ অবগুনন্হি দুরাবা॥২
দেত লেত মন সঙ্ক ন ধরঈ। বল অনুমান সদা হিত করঈ॥
বিপতি কাল কর সতগুন নেহা। শ্রুতি কহ সন্ত মিত্র গুন এহা॥৩
আগেঁ কহ মৃদু বচন বনাঈ। পাছেঁ অনহিত মন কুটিলাঈ॥
জা কর চিত অহি গতি সম ভাঈ। অস কুমিত্র পরিহরেহিঁ ভলাই॥৪
সেবক সঠ নৃপ কৃপন কুনারী। কপটী মিত্র সূল সম চারী॥
সখা সোচ ত্যাগহু বল মোরেঁ। সব বিধি ঘটব কাজ মৈঁ তোরেঁ॥৫
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুবীরা। বালি মহাবল অতি রনধীরা॥
দুন্দুভি অস্থি তাল দেখরাএ। বিনু প্রয়াস রঘুনাথ ঢহাএ॥৬
দেখি অমিত বল বাঢ়ী প্রীতী। বালি বধব ইন্হ ভই পরতীতী॥
বার বার নাবই পদ সীসা। প্রভুহি জানি মন হরষ কপীসা॥৭

উপজা জ্ঞান বচন তব বোলা। নাথ কৃপাঁ মম ভয়উ অলোলা॥
সুখ সম্পতি পরিবার বড়াঈ। সব পরিহরি করিহউঁ সেবকাঈ॥৮
এ সব রাম ভগতি কে বাধক। কহহিঁ সন্ত তব পদ অবরাধক॥
সক্র মিত্র সুখ দুখ জগ মাহীঁ। মায়াকৃত পরমারথ নাহীঁ॥৯
বালি পরম হিত জাসু প্রসাদা। মিলেহু রাম তুম্হ সমন বিষাদা॥
সপনেঁ জেহি সন হোই লরাঈ। জাগেঁ সমুঝত মন সকুচাঈ॥১০
অব প্রভু কৃপা করহু এহি ভাঁতী। সব তজি ভজনু করৌঁ দিন রাতী॥
সুনি বিরাগ সংজুত কপি বানী। বোলে বিহঁসি রামু ধনুপানী॥১১
জো কছু কহেহু সত্য সত্য সব সোঈ। সখা বচন মম মৃষা ন হোঈ॥
নট মরকট ইব সবহি নচাবত। রামু খগেস বেদ অস গবত॥১২
লৈ সুগ্রীব সঙ্গ রঘুনাথা। চলে চাপ সায়ক গহি হাথা॥
তব রঘুপতি সুগ্রীব পঠাবা। গর্জেসি জাই নিকট বল পাবা॥১৩
সুনত বালি ক্রোধাতুর ধাবা। গহি কর চরন নারি সমুঝাবা॥
সুনু পতি জিন্হহি মিলেউ সুগ্রীবা। তে দ্বৌ বন্ধু তেজ বল সীঁবা॥১৪
কোসলেস সুত লছিমন রামা। কালহু জীতি সকহিঁ সংগ্রামা॥১৫

দোহা— কহ বালী সুনু ভীরু প্রিয় সমদরসী রঘুনাথ।
জৌঁ কদাচি মোহি মারহিঁ তৌ পুনি হোউঁ সনাথ॥৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যা'রা মিত্র-দুখে নাহি দুখে ভ'রে যায়। তাহারে হেরিলে ভারী পাতক পৌঁছায়॥
নিজ দুঃখ গিরি-সম ধূলিতুল জানো। ধূলি-সম মিত্র দুঃখ মেরু-সম মানো॥১
যে না ল'ভে হেন মতি আপন স্বভাবে। হেন শঠ হঠ মিত্রে কিবা ফল পাবে?
কুপথ নিবারি মিত্রে সুপথে লইবে। অগুণ লুকা'য়ে মিত্রগুণ প্রখ্যাপিবে॥২
আদানে প্রদানে মনে শঙ্কা নাহি ধরে। নিজ বল অনুসারে সদা হিত করে॥
বিপত্তি কালেতে শতগুণ স্নেহ'পর। শ্রুতি ক'ন সাধুমিত্র হেন গুণ-ধর॥৩
পুরোভাগে কহে মৃদু করিয়া রচনা। পিছুতে অহিত কথা মনে কু রপনা॥
যা'র মন সর্পগতি-সম অসমান। হেন দুষ্ট মিত্র ত্যাগে কর শুভজ্ঞান॥৪

বাংলা অর্থ—রজ—ধূলা; কত—কেন; হঠি—হঠতাপূর্বক; প্রগট—প্রকাশ করে; দেত লেত—দেনা পাওনা; সন্ত মিত্র—শ্রেষ্ঠ মিত্র; আগেঁ—সামনে; অনহিত—অহিত কুনারী—কুলটা; তোরে—তোমার; দুন্দুভি—রাক্ষসবিশেষ; ঢহাএ—ধ্বংশ করিয়াছে; পরতীতী—প্রতীতি; নাবই—নত করিল; অলোলা—স্থির; বড়াঈ—অহংকার; অবরাধক—আরাধনাকারী; সমন বিষাদা—বিষাদনাশকারী; সকুচাই—সঙ্কুচিত হয়; মৃষা—মিথ্যা; গর্জেসি—গর্জন করিল; সনাথ হোউঁ—পরমপদ পাইব; (দো—৭)

কৃপণ, নৃপতি শঠ, সেবিকা কু-নারী। কপটী যে মিত্র এই শূল-সম চারি॥
সখা! চিন্তা ত্যজি কর মম বলে ভর। সর্ব্বথা সাধিব কাজ তব শুভকর॥৫
সুগ্রীব কহেন শুন ওহে রঘুবীর! বালী মহাবলী তথা অতি রণধীর॥
দুন্দুভির অস্থি, তাল বৃক্ষ দেখাইল। অনায়াসে রঘুনাথ তাহা হটাইল।৬
অমিত শকতি হেরি' বাড়িল পিরীতি। বালি বধ ধ্রুব ইথে জন্মিল প্রতীতি॥
বার বার তাঁর পদে শির নত করে। প্রভু জানি' কপিবর মন হর্ষে ভরে॥৭
জ্ঞান উপজিলে তদা কহেন বচন। নাথের কৃপাতে এবে স্থির হ'ল মন॥
পরিজন, সুখ তথা ধন, অহঙ্কার। সব ত্যজি' সেবি তোমা বাসনা আমার॥৮
এ' সকলে জানি রাম! ভগতি-বাধক। কহে সাধু,—যা'রা তব পদ-আরাধক॥
ধরা-মাঝে সুখ, দুঃখ, শক্র, মিত্রগণ। নহে কভু সত্য—সব মায়ার সৃজন॥৯
বালিরে পরম বন্ধু ইথে লই মানি'। দুঃখহর রামে যোগ তার হেতু জানি॥
স্বপনে তাহার সনে যুদ্ধ যদি করি। জাগিলে যাইবে মন সঙ্কোচেতে ভরি'॥১০
এবে প্রভো কৃপা কর এ'হেন প্রকারে। সব ত্যজি' দিন রাতি ভজিব তোমারে॥
শুনিয়া বিরাগপূত কপিবর-বাণী। হাসিয়া কহেন তা'রে রাম ধনুষ্পাণি॥১১
যা' কিছু কহিলে তুমি সব সত্য জানি। ওহে সখা! মিথ্যা নাহি হ'বে মম বাণী॥
হে খগ! ভুষুণ্ডি কহে,—বেদে কয় যথা। বানরে নাচায় নট রাম সবে তথা॥১২
সুগ্রীবে লইয়া সাথে চলে রঘুনাথ। ধনুক সায়ক তথা ল'য়ে নিজ হাত।
সুগ্রীবে বালির পার্শ্বে রাম পাঠাইলা। রামবলে বলী হ'য়ে সুগ্রীব গর্জ্জিলা॥১৩
গর্জ্জন শুনিয়া বালী ক্রোধাতুর ধায়। করে, পদে ধরি' পত্নী তাহারে বুঝায়॥
শুন পতি! যাঁ'র সনে সুগ্রীব মিলেছে। তেজ-বলে অসীম সে দু'ভায়ে রয়েছে॥১৪
কোশলেশ-সুত দুই লক্ষ্মণ ও রাম। কৃতান্তে জিনিতে নারে করিয়া সংগ্রাম॥১৫

দোহা— বালি কহে শুন ওহে ভীরু প্রিয়ে! সমদর্শী নিজে রঘুনাথ।
যদি কভু মোরে হানিবেন তিনি পরলোকে হইব সনাথ॥৭॥

মূল

চৌ—অস কহি চলা মহা অভিমানী। তৃন সমান সুগ্রীবহি জানী॥
ভিরে উভৌ বালী অতি তর্জা। মুঠিকা মারি মহাধুনি গর্জা॥১
তব সুগ্রীব বিকল হোই ভাগা। মুষ্টি প্রহার বজ্র সমা লাগা॥
মৈঁ জো কহা রঘুবীর কৃপালা। বন্ধু ন হোই মোর য়হ কালা॥২
একরূপ তুম্হ ভ্রাতা দোউ। তেহি ভ্রম তেঁ নহিঁ মারেউঁ সোউ॥
কর পরসা সুগ্রীব সরীরা। তনু ভা কুলিস গঈ সব পীরা॥৩
মেলী কণ্ঠ সুমন কৈ মালা। পঠবা পুনি বল দেই বিসালা॥
পুনি নানা বিধি ভঈ লরাঈ। বিপট ওট দেখহিঁ রঘুরাঈ॥৪

দোহা— বহু ছল বল সুগ্রীব কর হিয়ঁ হারা ভয় মানি।
মারা বালি রাম তব হৃদয় মাঝ সর তানি ॥৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—এহেন কহিয়া চলে মহা অভিমানী। তৃণের সমান যেন সুগ্রীবেরে মানি'॥
দু'জনা মিলিলে বালি করিল তর্জ্জন। মুষ্ট্যাঘাত করি' করে ভীষণ গর্জ্জন ॥১
সুগ্রীব বিকল হ'য়ে করে পলায়ন। মুষ্ট্যাঘাত লাগে যেন অশনি-পতন ॥
আমি যে কহিনু আগে রাঘব কৃপাল! বালি মম ভাই নহে এরে জেনো কাল ॥২
দুই ভাই তোমরা যে সম দরশন। তাই ভ্রমে পড়ি' তা'রে না মারি তখন ॥
সুগ্রীব-শরীর রাম করে পরশিলা। তনু বজ্র-সম হ'ল পীড়া না রহিলা ৩
পুষ্পমাল্য কণ্ঠে দিয়া ভুষিত করিলা। পুন ভূরি বল দিয়া রণে পাঠাইলা ॥
লড়াই চলিল নানারূপে পুনরায়। বৃক্ষ-অন্তরালে রহি' হেরে রাম-রায় ॥৪
দোহা— বহু ছল বল সুগ্রীব সাধিয়া ভয় মানি' হৃদয়ে হারিলা।
বালিরে হানিতে বক্ষঃস্থলে রাম লক্ষ্য করি' শর নিক্ষেপিলা ॥৮॥

মূল

চৌ—পরা বিকল মহি সর কে লাগেঁ। পুনি উঠি বৈঠ দেখি প্রভু আগেঁ॥
স্যাম গাত সির জটা বনাএঁ। অরুন নয়ন সর চাপ চঢ়াএঁ ॥১
পুনি পুনি চিতই চরন চিত দীন্হা। সুফল জন্ম মানা প্রভু চীন্হা ॥
হৃদয়ঁ প্রীতি মুখ বচন কঠোরা। বোলা চিতই রাম কী ওরা ॥২
ধর্ম হেতু অবতরেহু গোসাঈ। মারেহু মোহি ব্যাধ কী নাঈ ॥
মৈঁ বৈরী সুগ্রীব পিআরা। অবগুন কবন নাথ মোহি মারা ॥৩
অনুজ বধূ ভগিনী সুত নারী। সুনু সঠ কন্যা সম এ চারী ॥
ইন্হহি কুদৃষ্টি বিলোকই জোঈ। তাহি বধেঁ কছু পাপ ন হোঈ ॥৪
মূঢ় তোহি অতিসয় অভিমানা। নারি সিখাবন করসি ন কানা ॥
মম ভুজ বল আশ্রিত তেহি জানী। মারা চহসি অধম অভিমানী ॥৫
দোহা— সুনহু রাম স্বামী সন চল ন চাতুরী মোরি।
প্রভু অজহূঁ মৈঁ পাপী অন্তকাল গতি তোরি ॥৯॥

বাংলা অর্থ—ভিরে—ভিড়িলেন, মিলিলেন ; তর্জা—তর্জ্জন করিলেন ; মুঠিকা—ঘুসি ; ভ্রম তেঁ—ভ্রম হেতু ; পরসা—স্পর্শ করিল ; মেলী—পরাইলেন ; ওট—আড়াল ; হারা—হারিয়া গেলেন ; তানি—লক্ষ্য করিলেন ; গর্জা—গর্জ্জন করিলন ; (দো:—৮)

বাংলা অর্থ—চিতই—দেখিলেন ; ওরা—দিকে ; অবতরেহু—অবতাররূপে আসিয়াছেন ; তাহি—তাহার ; শিখাবন—শিক্ষাদান ; চল ন—চলে না ; গতি—শরণাগতি ; মোরি—আমার ; অজহূঁ—আজও ; (দো—৯)

চৌ—ধরাতে বিকল পড়ে সে শর লাগিয়া। পুন উঠে বসি' আগে প্রভুরে হেরিয়া॥
শ্যাম কলেবর শির জটাতে শোভিত। রক্ত-আঁখি করে শর ধনুকে রোপিত॥১
পুনঃ পুনঃ হেরি' পদে চিত্ত সমর্পিল। সার্থক জনম মানি' প্রভুরে চিনিল॥
হৃদয়েতে প্রীতি,—মুখে কঠোর বচন। রাম পানে হেরি' বাক্য করে উচ্চারণ॥২
ধর্ম্ম-হেতু ওহে প্রভু! তব অবতার। ব্যাধ-সম হেতু কিবা শর হানিবার॥
সুগ্রীবে সুহৃদ মোরে বৈরী মানি' নিলে। কোন্ দোষে বল নাথ আমারে
হানিলে?॥৩
রাম ক'ন,—ভ্রাতৃবধূ, ভগ্নি স্নুষা আর। নিজ কন্যা-সম শঠ! সমান এ' চার॥
এ' সকলে কু-দৃষ্টিতে যা'রা বিলোকিবে। তা'র বধে কিছু পাপ নাহি পরশিবে॥৩
মূঢ়! তোর আছে জানি ভারী অভিমান। পত্নীর শিক্ষাতে তুই নাহি দিলি কান॥
মম বাহু-বলাশ্রিত রহে তা'রে জানি'। মারিতে চাহিস্ নীচ
অতি অভিমানী?॥৫
দোহা— ওহে রাম শুন প্রভুর সহিত চলেনাকো আমার চাতুরা।
প্রভু! কহ কিসে আমি পাপী রহি শেষক্ষণে তব বাণে মরি?॥৯॥

মূল

চৌ—সুনত রাম অতি কোমল বানী। বালী সীস পরসেউ নিজ পানী॥
অচল করৌঁ তনু রাখহু প্রানা। বালি কহা সুনু কৃপানিধানা।১
জন্ম জন্ম মুনি জতনু করাহীঁ। অন্ত রাম কহি আবত নাহীঁ॥
জাসু নাম বল সঙ্কর কাসী। দেত সবহি সম গতি অবিনাসী॥২
মম লোচন গোচর সোই আবা। বহুরি কি প্রভু অস বনিহি বনাবা॥৩
ছন্দ— সো নয়ন গোচর জাসু গুন নিত নেতি কহি শ্রুতি গাবহীঁ।
জিতি পবন মন গো নিরস করি মুনি ধ্যান কবহুঁক পাবহীঁ॥
মোহি জানি অতি অভিমান বস প্রভু কহেউ রাখু সরীরহী।
অস কবন সঠ হঠি কাটি সুরতরু বারি করিহি ববূরহী॥১
অব নাথ করি করুনা বিলোকহু দেহু জো বর মাগউঁ।
জেহিঁ জোনি জন্মৌঁ কর্ম বস তহঁ রাম পদ অনুরাগউঁ॥
য়হ তনয় মম সম বিনয় বল কল্যানপ্রদ প্রভু লীজিঐ।
গহি বাঁহ সুর নর নাহ আপন দাস অঙ্গদ কীজিঐ॥২
দোহা— রাম চরন দৃঢ় প্রীতি করি বালি কীন্হ তনু ত্যাগ।
সুমন মাল কিমি কণ্ঠ তে গিরত ন জানই নাগ॥১০॥

বাংলা অর্থ—পরসেউ—স্পর্শ করিলেন; বনিহি—সংযোগ; বনাবা—আসিবে; পবন—প্রাণবায়ু; গো—ইন্দ্রিয়; নিরস—বিষয়-রস-বঞ্চিত; কবহুঁক—কভু; হঠি—হঠতা-

চৌ—যবে রাম শুনিলেন তা'র মৃদুবাণী। পরশিয়া ক'ন বালি-শিরে রাখি' পাণি॥
অচল করিব তনু রাখহে পরাণ। বালি কহে শুন ওহে কৃপার নিধান!॥১
জনম জনম কত করিয়া যতন। অন্তে 'রাম-নাম' নিতে নারে মুনিজন॥
যে নামে বলী হ'লে কাশীতে শঙ্কর। অবিনাশী পরগতি দেন সর্ব্ব'পর॥২
সেই রাম পুরোভাগে নয়ন-রঞ্জন। কভু কি হইবে কারো হেন শুভক্ষণ?॥৩

ছন্দ— তিনি আঁখি'পর যাঁ'র গুণে নিত্য 'নেতি নেতি' কহি' শ্রুতি গান গায়।
জিনি' প্রাণ মন ইন্দ্রিয়ার্থ ত্যজি' মুনি ধ্যানে যাঁ'রে কদাচিত পায়॥
মোরে জানি' অতি অভিমান-বশ প্রভু কহ মোরে স্বদেহ রাখিতে।
হেন জড় কেবা হঠ বশ চাহে কাটি' সুরতরু বব্বুলে রোপিতে?॥১
এবে নাথ! তুমি করুণা দেখা'য়ে দাও বর তাহা আমি যা'মাগিব।
যে যোনিতে জন্ম হ'বে কর্ম্মবশে সেথা রাম-পদে পিরীতি রাখিব॥
এ' মম তনয় বিনয়ে ও বলে হে প্রভু! শুভদ সমান আমার।
সুর-নর-নাথ! নিজ দাস কর বাহু ধরি' এই অঙ্গদে এবার॥২

দোহা— রামের চরণে দৃঢ় প্রীতি ধরি' বালি করে ত্যাগ নিজ কায়।
পুষ্পমাল্য যথা করি-গ্রীবা হ'তে খসে যদি নাহি টের পায়॥১০॥

মূল

চৌ—রাম বালি নিজ ধাম পাঠাবা। নগর লোগ সব ব্যাকুল ধাবা॥
নানা বিধি বিলাপ কর তারা। ছুটে কেস ন দেহ সঁভারা॥১
তারা বিকল দেখি রঘুরায়া। দীন্হ গ্যান হরি লীন্হী মায়া॥
ছিতি জল পাবক গগন সমীরা। পঞ্চ রচিত অতি অধম সরীরা॥২
প্রগট সো তনু তব আগেঁ সোবা। জীব নিত্য কেহি লগি তুম্হ রোবা॥
উপজা গ্যান চরন তব লাগী। লীন্হেসি পরম ভগতি বর মাগী॥৩
উমা দারু জোষিত কী নাঈ। সবহি নচাবত রামু গোসাঈ॥
তব সুগ্রীবহি আয়সু দীন্হা। মৃতক কর্ম বিধিবত সব কীন্হা॥৪
রাম কহা অনুজহি সমুঝাঈ। রাজ দেহু সুগ্রীবহি জাঈ॥
রঘুপতি চরন নাই করি মাথা। চলে সকল প্রেরিত রঘুনাথা॥৫

দোহা— লছিমন তুরত বোলাএ পুরজন বিপ্র সমাজ।
রাজু দীন্হ সুগ্রীব কহঁ অঙ্গদ জুবরাজ॥১১॥

পূর্ব্বক; বব্বুরহী বারি—বাবলাগাছের বাগান; জনমৌঁ—জন্মিব; অনুরাগউঁ—অনুরাগ রাখিব; লীজিয়ে—স্বীকার করুন; সুমন মাল—ফুলের মালা; (দো—১০)

বাংলা অর্থ—ছুটে কেস—আলুলায়িত কেশ; মায়া—অজ্ঞান; আগেঁ—সামনে;

চৌ—বালিরে করেন রাম স্বধামে প্রেরণ। ব্যাকুলিত দেখিবারে ধায় পুরজন॥
পত্নী 'তারা' নানারূপে লাগে বিলপিতে। আলু-থালু কেশ নাহি পারে সম্বরিতে॥১
বিকল তারারে রাম যখন হেরেন। জ্ঞান দান করি' তা'রে অজ্ঞান নাশেন॥
ক্ষিতি, জল তথা অগ্নি, গগন, সমীর। পঞ্চভূতে রচা এই ভঙ্গুর শরীর॥২
প্রকট সে তনু রহে তোমার পুরত। জীব নিত্য কেন তবে ক্রন্দন-নিরত?
জ্ঞান উপজিলে 'তারা' পদে লগ্ন হ'ন। পরাভক্তি-বর রাম হ'তে মাগি' ল'ন।৩
শিব ক'ন—উমা! সম কাঠের পুত্তলি। রাম প্রভু সবাকারে নাচাতে কুশলী॥
তখন সুগ্রীবে করি নির্দ্দেশ প্রদান। শেষকৃত্য বিধিবৎ করেন বিধান॥৪
রাম অনুজেরে দেন সব বুঝাইয়া। সুগ্রীবেরে রাজ্য দান কর তুমি গিয়া॥
রঘুপতি-পদে সবে শির নত করে। সর্ব্বজন রঘুনাথ-মত অনুসরে।৫
দোহা— লক্ষ্মণ সত্বর পুরজনে ডাকি' আবাহিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজ।
রাজ্যভার দিলা সুগ্রীবের 'পরে অঙ্গদে করিলা যুবরাজ॥১১॥

মূল

চৌ—উমা রাম সম হিত জগ মাহীঁ। গুরু পিতু মাতু বন্ধু প্রভু নাহীঁ॥
সুর নর মুনি সব কৈ যহ রীতী। স্বারথ লাগি করহিঁ সব প্রীতী॥১
বালি ত্রাস ব্যাকুল দিন রাতী। তন বহু ব্রন চিন্তাঁ জর ছাতী॥
সোই সুগ্রীব কীন্হ কপি রাউ। অতি কৃপাল রঘুবীর সুভাউ॥২
জানতহুঁ অস প্রভু পরিহরহীঁ। কাহে ন বিপতি জাল নর পরহীঁ॥
পুনি সুগ্রীবহি লীন্হ বোলাঈ। বহু প্রকার নৃপনীতি সিখাঈ॥৩
কহ প্রভু সুনু সুগ্রীব হরীসা। পুর ন জাউঁ দস চারি বরীসা॥
গত গ্রীষম বরষা রিতু আঈ। রহিহউঁ নিকট সৈল পর ছাঈ॥৪
অঙ্গদ সহিত করহু তুম্হ রাজূ। সন্তত হৃদয়ঁ ধরেহু মম কাজূ॥
জব সুগ্রীব ভবন ফিরি আএ। রামু প্রবরষন গিরি পর ছাএ॥৫
দোহা— প্রথমহিঁ দেবন্হ গিরি গুহা রাখেউ রুচির বনাই।
রাম কৃপানিধি কছু দিন বাস করহিঁগে আই॥১২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম-সম হিতকারী হে উমা! ধরায়। গুরু, পিতা, মাতা, বন্ধু, প্রভু কে কোথায়?
সুর, নর, মুনি সব ধরে এই রীতি। স্বার্থ-তরে সর্ব্বজন করিছে পিরীতি॥১

সোবা—শায়িত; রোবা—কাঁদিতেছ; তব—তখন; তব—তোমার; দারু জোষিত—কাঠের স্ত্রীমূর্ত্তি (পুতুলী); রাজু—রাজ্য; নাই—সমান; (দো—১১)

বাংলা অর্থ—জর—জ্বালাইতেছিল; কাহে—কেন; হরীসা—বানরপতি; বরীসা—বর্ষ; ছাই রহিহউঁ—টকিয়া রহিব; করহিঁগে—করিবেন; (দো—১২)

বালির তরাসে ভীত অহর্নিশ চরে। বক্ষঃক্ষত তনু, হিয়া উদ্বেগেতে ভ'রে ॥
সুগ্রীবে করেন রাম কপি-রাজ্য দান। রঘুবীর স্বভাবতঃ অতি কৃপাবান্ ॥২
জানি' হেন প্রভুরে যে জন পরিহরে। অবশ্য বিপত্তি-জালে সেই জন পড়ে ॥
পুন সুগ্রীবেরে তিনি আবাহিয়া ল'ন। বহুবিধি নৃপ-নীতি দিলেন শিক্ষণ ॥৩
প্রভু ক'ন, কপিপতি! করহ শ্রবণ। চৌদ্দ বর্ষ পুরে নাহি করিব গমন ॥
গ্রীষ্ম চলি' গেল এবে বর্ষা-আগমন। সমীপেতে শৈল'পরে রহিব এখন ॥৪
অঙ্গদ সহিত এবে লহ রাজভার। রবে ধ্যানপর সদা কাজেতে আমার ॥
যখন সুগ্রীব ফিরে আপন ভবন। রাম তদা চলে যথা গিরি প্রস্রবণ ॥৫
দোহা— আসি' দেবগণ একটী গুহারে রাখি' দিলা রুচির করিয়া।
রাম কৃপানিধি যাহে নিবসেন কিছু দিন সেথায় আসিয়া ॥১২॥

মূল

চৌ—সুন্দর বন কুসুমিত অতি সোভা। গুঞ্জত মধুপ নিকর মধু লোভা ॥
কন্দ মূল ফল পত্র সুহাএ। ভএ বহুত জব তে প্রভু আএ ॥১
দেখি মনোহর সৈল অনূপা। রহে তহঁ অনুজ সহিত সুরভূপা ॥
মধুকর খগ মৃগ তনু ধরি দেবা। করহিঁ সিদ্ধ মুনি প্রভু কৈ সেবা ॥২
মঙ্গলরূপ ভয়উ বন তব তে। কীন্হ নিবাস রমাপতি জব তে ॥
ফটিক সিলা অতি সুভ্র সুহাঈ। সুখ আসীন তহাঁ দ্বৌ ভাঈ ॥৩
কহত অনুজ সন কথা অনেকা। ভগতি বিরতি নৃপনীতি বিবেকা ॥
বরষা কাল মেঘ নভ ছাএ। গরজত লাগত পরম সুহাএ ॥৪
দোহা— লছিমন দেখু মোর গন নাচত বারিদ পেখি।
গৃহী বিরতি রত হরষ জস বিষ্ণুভগত কহুঁ দেখি ॥১৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শোভে ভূরি কুসুমিত সুন্দর কানন। মধুকর মধুলোভে করয়ে গুঞ্জন ॥
কন্দ, মূল, ফল, পত্র জন্মে সুশোভন। যবে হ'তে হ'ল সেথা প্রভু-আগমন ॥১
হেরি সেথা চারুশৈল দৃশ্য অতুলন। রঘুনাথ রহিলেন অনুজের সন ॥
খগ, মৃগ, মধুকর তনু ধরি' দেবে। সিদ্ধ মুনিগণ-সহ প্রভু রামে সেবে ॥২
শুভমূর্ত্তি সেই হ'তে ধরে সেই বন। যবে হ'তে শ্রীরামের সেথা আগমন ॥
ফটিক পর্ব্বত শুভ্র অতি মনোহর। সুখাসীন র'ন সেথা দুই ভ্রাতৃবর ॥৩
অনুজের সনে কথা কহেন অনেক। ভকতি ও নৃপনীতি, বৈরাগ্য, বিবেক ॥
বরষা কালের মেঘে আকাশ ছাইল। অতীব সুন্দর ভাবে গর্জ্জিতে লাগিল ॥৪

বাংলা অর্থ—সুরভূপা—দেবগণের সম্রাট্ (শ্রীরামচন্দ্র); মোর গন—ময়ূরের দল; জস—যেমন; পেখি—দেখিয়া; বিরতি রত—বৈরাগ্যে অনুরক্ত; (দো—১৩)

দোহা— হে লক্ষ্মণ ! হের ময়ূর কেমন বারিদে হেরিয়া নৃত্য করে।
বৈরাগ্য নিরত গৃহী জন যথা বৈষ্ণবে হেরিয়া হর্ষে ভরে ॥১৩॥

মূল

চৌ—ঘন ঘমণ্ড নভ গরজত ঘোরা। প্রিয়া হীন ডরপত মন মোরা ॥
দামিনী দমক রহ ন ঘন মাহীঁ। খল কৈ প্রীতি জথা থীর নাহীঁ ॥১
বরষহিঁ জলদ ভূমি নিঅরাএঁ। জথা নবহিঁ বুধ বিদ্যা পাএঁ ॥
বুঁদ অঘাত সহহিঁ গিরি কৈসেঁ। খল কে বচন সন্ত সহ জৈসেঁ ॥২
ছুদ্র নদীঁ ভরি চলীঁ তোরাঈ। জস থোরেহুঁ ধন খল ইতরাঈ ॥
ভূমি পরত ভা ঢাবর পানী। জনু জীবহি মায়া লপটানী ॥৩
সমিটি সমিটি জল ভরহিঁ তলাবা। জিমি সদগুন সজ্জন পহিঁ আবা ॥
সরিতা জল জলনিধি মহুঁ জাঈ। হোই অচল জিমি জিব হরি পাঈ ॥৪
দোহা— হরিত ভূমি তৃন সঙ্কুল সমুঝি পরহিঁ নহিঁ পন্থ।
জিমি পাখণ্ড বাদ তেঁ গুপ্ত হোহিঁ সদগ্রন্থ ॥১৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—আকাশে গর্জ্জন করে মেঘ ঘর্ ঘর্। প্রিয়াহীন ভয়ভীত আমার অন্তর ॥
না রহে দামিনী-ছটা মেঘের ভিতরে। খলের পিরীতি যথা স্থিরতা না ধরে ॥১
ভূ-সমীপে আসি' মেঘ করে বরিষণ। বিদ্বান্ করয়ে যথা নম্রতা ধারণ ॥
খলের বচন যথা সহে সাধুজন। বর্ষার আঘাত গিরি সহিছে তেমন ॥২
ক্ষুদ্র নদী জলে ভরি' তীর ছাড়ি' চলে। অল্প ধন অশিষ্টতা দেয় যথা খলে ॥
মাটি পেয়ে জল তথা ঘোলা হ'য়ে যায়। মায়া যথা জীবগণে বদ্ধ করি' দেয় ॥৩
বিন্দু বিন্দু বারি-ধারা ভুবন ভরায়। একে একে গুণরাশি সজ্জনে পৌঁছায় ॥
সরিতের জল যথা পৌঁছায় সাগরে। হরি লভি' জীব যথা মুক্তিলাভ করে ॥৪
দোহা— হরিদ্বর্ণ তৃণে ভূমি গেলে ভ'রে পথ সেথা দেখা নাহি যায় ॥
পাষণ্ডের মত প্রচারিত হ'লে সদ্-গ্রন্থ যথা লোপ পায় ॥১৪॥

মূল

চৌ—দাদুর ধুনি চহু দিসা সুহাঈ। বেদ পঢ়হিঁ জনু বটু সমুদাঈ ॥
নব পল্লব ভএ বিটপ অনেকা। সাধক মন জস মিলেঁ বিবেকা ॥১
অর্ক জবাস পাত বিনু ভয়উ। জস সুরাজ খল উদ্যম গয়উ ॥
খোজত কতহুঁ মিলই নহিঁ ধূরী। করই ক্রোধ জিমি ধরমহি দূরী ॥২

বাংলা অর্থ—ঘন ঘমণ্ড—মেঘের গুরুতা ; **ডরপত**—ভয় পাইতেছে ; **দমক**—দ্যুতি ; **নবহিঁ**—নত হয় ; **অঘাত**—আঘাত ; **সহ**—সহ্য করে ; **তোরাঈ**—ভাঙ্গিয়া ; **ইতরাঈ**—দুষ্ট আচরণ করে ; **ঢাবর**—ময়লা ; **লপটানী**—আবরণ করে ; **সমিটি**—সঞ্চিত হইয়া ; **সমুঝি পরহি**—বুঝিতে পারা যায় ; **ভা**—হয় ; **পাখণ্ড**—**পাষণ্ড** ; (দো—১৪)

সসি সম্পন্ন সোহ মহি কৈসী। উপকারী কৈ সম্পতি জৈসী॥
নিসি তম ঘন খদ্যোত বিরাজা। জনু দম্ভিন্হ কর মিলা সমাজা॥৩
মহাবৃষ্টি চলি ফূটি কিআরী। জিমি স্বতন্ত্র ভএঁ বিগরহিঁ নারী॥
কৃষী নিরাবহিঁ চতুর কিসানা। জিমি বুধ তজহিঁ মোহ মদ মানা॥৪
দেখিঅত চক্রবাক খগ নাহীঁ। কলিহি পাই জিমি ধর্ম পরাহীঁ॥
উষর বরষই তৃন নহিঁ জামা। জিমি হরিজন হিয়ঁ উপজ ন কামা॥৫
বিবিধ জন্তু সঙ্কুল মহি ভ্রাজা। প্রজা বাঢ় জিমি পাই সুরাজা॥
জহঁ তহঁ রহে পথিক থকি নানা। জিমি ইন্দ্রিয় গন উপজেঁ গ্যানা॥৬

দোহা— কবহুঁ প্রবল বহ মারুত জহঁ তহঁ মেঘ বিলাহিঁ॥
জিমি কপূত কে উপজেঁ কুল সদ্ধর্ম নসাহিঁ॥১৫ক॥
কবহু দিবস মহঁ নিবিড় তম কবহুঁক প্রগট পতঙ্গ।
বিনসই উপজই গ্যান জিমি পাই কুসঙ্গ সুসঙ্গ॥১৫খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভেক-শব্দে চারিদিক্ মুখর হইল। ব্রহ্মচারী-কণ্ঠে যেন বেদ উচ্চারিল॥
তরুগণ নবশাখে হ'ল সুসজ্জিত। সাধকের মন যথা জ্ঞানে নিমজ্জিত॥১
আকন্দ ও দুরালভা হ'ল পত্রহীন। সাধু-রাজ্য যথা রহে দুর্জ্জন-বিহীন॥
খুঁজিলেও কোন স্থানে ধূলি নাহি মেলে। ধর্ম্ম যথা দূরে যায় ক্রোধান্বিত হ'লে॥২
শস্যে ভরা মহী এবে শোভিল কেমন। পর-উপকারী জনে সম্পদ্ যেমন॥
রাতে ভরা অন্ধকারে খদ্যোত বিরাজে। দাম্ভিক-সমূহ যেন মিশিল সমাজে।৩
প্রবল বর্ষণে তথা আলি ভেঙ্গে যায়। স্বতন্ত্র হইলে নারী যথা বিগড়ায়॥
চতুর কৃষক দেয় শস্যেতে নিড়ান। বুধগণ ত্যজে যথা মোহ-মদ-মান॥৪
চক্রবাক বর্ষাকালে দেখা নাহি যায়। কলিকাল লভি' যথা ধরম পালায়॥
উষর ভূমিতে বর্ষা-তৃণ না জন্মায়। হরিভক্তে যথা কাম দেখা নাহি যায়॥৫
বিবিধ প্রাণীতে ধরা তথা শোভা পায়। সুরাজার প্রজা-বৃদ্ধি যথা দেখা যায়॥
যেথা সেথা শ্রান্ত পান্থ বিশ্রাম লভয়। ইন্দ্রিয় যেমন স্থির জ্ঞান-লাভে হয়॥৬
দোহা— কোথাও প্রবল পবন বহিছে যেথা সেথা বারিদ বিলীন।
কুপুত্র জনম কুলে সম্ভবিলে কুলধর্ম্ম হ'য়ে যায় লীন॥১৫ক॥

বাংলা অর্থ—দাদুর—ভেক ; জবাস—দুরালভা ; কতহুঁ—কোথাও ; সসি—শস্য ; দম্ভিন্হ কর—দম্ভ-মত্তগণের ; ফূটি চলি—নষ্ট হইয়াছে ; কিআরী—ক্ষেতের মাদা ; নিরাবহিঁ—ঘাসে নিড়ান দিতেছে ; নাহীঁ দেখিয়ত—দৃষ্ট হয় না ; পরাহীঁ—পলায় , জামা—জন্মে ; ভ্রাজা—শোভা পায় ; বাঢ়—বৃদ্ধি ; থকি—ক্লান্ত হইয়া ; বিলাহি —বিলীন হয় ; কপূত—কুপুত্র ; বিনসই—বিনষ্ট হয় ; (দো—১৫ ক-খ)

কভু দিন মাঝে নিবিড় আঁধার কথনো বা রবির প্রকাশ।
সাধু-সঙ্গে যথা উপজয়ে জ্ঞান সঙ্গে তাহার যথা নাশ।।১৫খ।।

মূল

চৌ—বরষা বিগত সরদ রিতু আঈ। লছিমন দেখহু পরম সুহাঈ॥
ফুলেঁ কাস সকল মহি ছাঈ। জনু বরষাঁ কৃত প্রগট বুঢ়াঈ॥১
উদিত অগস্তি পন্থ জল সোষা। জিমি লোভহি সোষই সন্তোষা॥
সরিতা সর নির্মল জল সোহা। সন্ত হৃদয় জস গত মদ মোহা॥২
রস রস সূখ সরিত সর পানী। মমতা ত্যাগ করহিঁ জিমি গ্যানী॥
জানি সরদ রিতু খঞ্জন আএ। পাই সময় জিমি সুকৃত সুহাএ॥৩
পঙ্ক ন রেনু সোহ অসি ধরনী। নীতি নিপুন নৃপ কৈ জসি করনী॥
জল সঙ্কোচ বিকল ভই মীনা। অবুধ কুটুম্বী জিমি ধনহীনা॥৪
বিনু ঘন নির্মল সোহ অকাসা। হরিজন ইব পরিহরি সব আসা॥
কহুঁ কহুঁ বৃষ্টি সারদী থোরী। কোউ এক পাব ভগতি জিমি মোরী॥৫

দোহা— চলে হরষি তজি নগর নৃপ তাপস বনিক ভিখারি।
জিমি হরিভগতি পাই শ্রম তজহিঁ আশ্রমী চারি॥১৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বর্ষা শেষে এবে হ'ল শরদাগমন। অতি মনোহর ঋতু শোভে হে লক্ষ্মণ!
কাস শ্বেত শীর্ষে সব ছাইয়া ফেলিছে। বর্ষার বার্দ্ধকে তাহে নিজে প্রকটিছে॥১
উদিল অগস্ত্য পথে জল শুকাইল। লোভ যেন সন্তোষেরে শোষণ করিল॥
নদী-সর-জল শোভে মল তেয়াগিয়া। মদ-মোহ ত্যজি' শোভে যথা সাধু-হিয়া॥২
নদী-সর-জল ক্রমে শুকাইতে লাগে। জ্ঞানি-মন যথা হয় মমতার ত্যাগে॥
জানিয়া শরৎ ঋতু খঞ্জন আসিল। সময় লভিয়া যেন পুণ্য প্রকটিল॥৩
ধরণী হইল ধূলি-কর্দ্দম-বর্জ্জিত। নীতি-জ্ঞানি-নৃপ যথা সাধে প্রজাহিত॥
জলের শোষণে হয় বিকলিত মীন। অপণ্ডিত বহু পোষ্য যথা ধনহীন॥৪
বিনা মেঘে মলহান শোভিল আকাশ। ভক্তজন পরিহরে যেন সব আশ॥
স্থানে স্থানে শারদীয় স্বল্প বরিষণ। যথা মম ভক্তি লভে দুই এক জন॥৫

দোহা— চলে হরষিত ত্যজিয়া নগর নৃপ মুনি আর বণিক্ ভিখারি।
যেমন লভিয়া হরিতে ভকতি ত্যজয়ে করম যার আশ্রমী চারি॥১৬॥

বাংলা অর্থ—ফুলেঁ কাস—কাসতৃণের শ্বেতবর্ণ পক্বশীর্ষ; বুঢ়াঈ—বার্দ্ধক্য; সোষা—শুকাইতেছে; সোহা—শোভা পায়; সূখ—শুকাইতেছে, পঙ্ক—কর্দম; কুটুম্বী—গৃহস্থ; সারদী—শরৎকালীন; আশ্রমী চারি—চতুর্থাশ্রমী; শ্রম—কর্ম; (দো—১৬)

মূল

চৌ—সুখী মীন জে নীর অগাধা। জিমি হরি সরন ন একউ বাধা ॥
ফ লে কমল সোহ সর কৈসা। নির্গুন ব্রহ্ম সগুন ভএঁ জৈসা ॥১
গুঞ্জত মধুকর মুখর অনূপা। সুন্দর খগ রব নানা রূপা ॥
চক্রবাক মন দুখ নিসি পেখী। জিমি দুর্জন পর সম্পতি দেখী ॥২
চাতক রটত তৃষা অতি ওহী। জিমি সুখ লহই ন সঙ্করদ্রোহী ॥
সরদাতপ নিসি সসি অপহরঈ। সন্ত দরস জিমি পাতক টরঈ ॥৩
দেখি ইন্দু চকোর সমুদাঈ। চিতবহিঁ জিমি হরিজন হরি পাঈ ॥
মসক দংস বীতে হিম ত্রাসা। জিমি দ্বিজ দ্রোহ কিএঁ কুল নাসা ॥৪

দোহা— ভূমি জীব সঙ্কুল রহে গএ সরদ রিতু পাই।
সদগুর মিলেঁ জাহিঁ জিমি সংসয় ভ্রম সমুদাই ॥১৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সে সুখী যে মীন রহে অগাধ বারিতে। অবাধ সে হয় যা'র শরণ হরিতে ॥
পুষ্পিত কমলে সর শোভয়ে কেমন। হইলে নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ যেমন ॥১
অনুপম মুখরিত মধুপ-গুঞ্জন। নানারূপ মনোহর উঠে খগ-স্বন ॥
রাত্রি হেরি' চক্রবাক-মনে দুঃখ ভারী। দুর্জনের যথা পর-ঐশ্বর্য্য নেহারি' ॥২
চাতক চীৎকার ভারী তৃষ্ণা রহে তা'র। শিব-দ্রোহি-মনে রহে দুখ দুর্নিবার ॥
নিশি-শশী অপহরে শারদ-উত্তাপ। সাধু-দরশনে যথা পাতকের পাপ ॥৩
শশী হেরি' চকোরেরা যেমন তাকায়। ভকত তাচরে যথা যদি হরি পায় ॥
মরিল মশকদংশ হিমের তরাসে। যথা দ্বিজদ্রোহি সাধি' নিজ কুল নাশে ॥৪

দোহা— বর্ষা-জীব যত আছিল ধরাতে শরতে সবার হইল বিনাশ।
মানস-সংশয় যথা দূরে যায় গুরুর করুণা পাইলে প্রকাশ ॥১৭॥

মূল

চৌ—বরষা গত নির্মল রিতু আঈ। সুধি ন তাত সীতা কৈ পাঈ ॥
এক বার কৈসেহুঁ সুধি জানৌঁ। কালহু জীতি নিমিষ মহুঁ আনৌঁ ॥১
কতহুঁ রহউ জৌঁ জীবতি হোঈ। তাত জতন করি আনউঁ সোঈ ॥
সুগ্রীবহুঁ সুধি মোরি বিসারী। পাবা রাজ কোস পুর নারী ॥২
জেহিঁ সায়ক মারা মৈঁ বালী। তেহিঁ সর হতৌঁ মূঢ় কহঁ কালী ॥
জাসু কৃপাঁ ছুটহিঁ মদ মোহা। তা কহুঁ উমা কি সপনেহুঁ কোহা ॥৩

বাংলা অর্থ—ফ লেঁ—বিকসিত হইলে ; ভএঁ—হইলে ; পেখী—দেখিয়া ; অপহরই—অপহরণ করে ; টরই—নাশ করে ; চিতবহিঁ—এক দৃষ্টে দেখে ; দংস—ডাশ ; বীতে—নষ্ট হইয়াছে ; ভূমি—পৃথিবী ; জাহিঁ—চলিয়া যায় ; (দো—১)

জানহি য়হ চরিত্র মুনি গ্যানী। জিন্হ রঘুবীর চরন রতি মানী॥
লছিমন ক্রোধবন্ত প্রভু জানা। ধনুষ চঢ়াই গহে কর বানা॥৪
দোহা— তব অনুজহি সমুঝাবা রঘুপতি করুনা সীঁব।
ভয় দেখাই লৈ আবহু তাত সখা সুগ্রীব॥১৮।

পদ্যানুবাদ

চৌ—বর্ষা অন্তে নিরমল শরৎ আসিল। ওহে ভ্রাতঃ! সীতা-বার্ত্তা কিছু না মিলিল
কোন পথ ধরি' যদি জানিতে পারিব। কালে জিনি' নিমেষেতে তাহারে আনিব॥১
যেথা থাক্ যদি রহে তাহার জীবন। আনিব তাহারে ভ্রাতঃ! করিয়া যতন॥
সুগ্রীবও বার্ত্তা মম গেল বিস্মরিয়া। রাজ্য, কোষ, পুর নারী আপনি লভিয়া।২
যে বাণ আঘাতে বালি লভিল মরণ। সেই শরে কাল মূঢ়ে করিব হনন॥
যাঁ'র কৃপা হ'লে মোহ, মদ টুটে যায়। হে উমা! স্বপনে ক্রোধ তাহে কি বর্ত্তায়? ৩
জানে এ রহস্য-লীলা সেই মুনি জ্ঞানী। রঘুবীর-পদে রতি যিনি ল'ন মানি'॥
লক্ষ্মণ প্রভুরে যবে হেরে ক্রোধবান্। ধনুকে চড়ান তিনি হাতে ল'য়ে বাণ॥৪
দোহা— তখন অনুজে বুঝাইয়া ক'ন রঘুপতি করুণা-নিধান।
ভয় দেখাইয়া ল'য়ে এসো ভ্রাতঃ! সুগ্রীব যে বান্ধব-প্রধান॥১৮॥

মূল

চৌ—ইহাঁ পবনসুত হৃদয়ঁ বিচারা। রাম কাজু সুগ্রীবঁ বিসারা॥
নিকট জাই চরনন্হি সিরু নাবা। চারিহু বিধি তেহি কহি সমুঝাবা॥১
সুনি সুগ্রীবঁ পরম ভয় মানা। বিষয়ঁ মোর হরি লীন্হেউ গ্যানা॥
অব মারুতসুত দূত সমূহা। পঠবহু জহঁ তহঁ বানর জূহা॥২
কহহু পাখ মহুঁ আব ন জোঈ। মোরেঁ কর তা কর বধ হোঈ॥
তব হনুমন্ত বোলাএ দূতা। সব কর করি সনমান বহূতা॥৩
ভয় অরু প্রীতি নীতি দেখরাই। চলে সকল চরনন্হি সির নাঈ॥
এহি অবসর লছিমন পুর আএ। ক্রোধ দেখি জহঁ তহঁ কপি ধাএ।৪
দোহা— ধনুষ চঢ়াই কহা তব জারি করউঁ পুর ছার।
ব্যাকুল নগর দেখি তব আয়উ বালিকুমার॥১৯॥

বাংলা অর্থ—সুধি—সংবাদ; জীতি—জয় করিয়া; কতহুঁ—কোথাও; বিসারী—বিস্মৃত হইয়াছে; হতৌ—হত্যা করিব; কালী—কল্য; কোহা—ক্রোধ; মানা—মান্য করেন; চঢ়াই—চড়াইয়া; লৈ আবহু—লইয়া আইস; (দো—১৮)

বাংলা অর্থ—চারিহু বিধি—চার প্রকার নীতি (সাম, দান, ভেদ, দণ্ড); হরি লীন্হেউ—হরণ করিয়া লইয়াছে; জূহা—যূথ, দল; পাখ—পক্ষ; দেখরাঈ—দেখাইলেন; জারি—জ্বালাইয়া; ছার—ভস্ম; সব কর—সকলের; (দো—১৯)

চৌ—হেথা রহি' হনুমান হৃদয়ে চিন্তিল। সুগ্রীব রামের কাজ নিজে বিস্মরিল॥
সুগ্রীব-সমীপে পদে মস্তক নমিল। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড তা'রে বুঝাইল॥১
শুনিয়া সুগ্রীব মনে অতি ভীত হয়। মনে চিন্তে—তার জ্ঞান হরেছে বিষয়॥
কহে হনুমান! তুমি ডাকি' দূতগণ। বানরগণের কাছে করহ প্রেরণ॥২
কহি' দাও পক্ষকালে না ফিরে যে জন। মম হস্তে তার জানো হইবে নিধন॥
তবে হনুমান সব দূতে আবাহিল। সবাকারে বহুমান প্রদান করিল॥৩
ভয়, প্রীতি তথা নীতি সবারে দেখায়। পদে শির নমি' সবে যথাস্থানে ধায়॥
এই অবসরে পুরে আসিল লক্ষ্মণ। ক্রোধ হেরি' যথা তথা ধায় কপিগণ॥৪
দোহা— ধনুক উঁচায়ে কহেন লক্ষ্মণ জ্বালায়ে করিব পুরী ক্ষার।
নাগরিকগণে হেরিয়া ব্যাকুল উপনীত বালীর কুমার॥১৯॥

মূল

চৌ—চরন নাই সিরু বিনতী কীন্হী। লছিমন অভয় বাঁহ তেহি দীন্হী॥
ক্রোধবন্ত লছিমন সুনি কানা। কহ কপীস অতি ভয়ঁ অকুলানা॥১
সুনু হনুমন্ত সঙ্গ লৈ তারা। করি বিনতী সমুঝাউ কুমারা॥
তারা সহিত জাই হনুমানা। চরন বন্দি প্রভু সুজস বখানা॥২
করি বিনতী মন্দির লৈ আএ। চরন পখারি পলঙ্গ বৈঠাএ॥
তব কপীস চরনন্হি সিরু নাবা। গহি ভুজ লছিমন কণ্ঠ লগাবা॥৩
নাথ বিষয় সম মদ কছু নাহীঁ। মুনি মন মোহ করই ছন মাহীঁ॥
সুনত বিনীত বচন সুখ পাবা। লছিমন তেহি বহুবিধি সমুঝাবা॥৪
পবন তনয় সব কথা সুনাঈ। জেহি বিধি গএ দূত সমুদাঈ॥৫
দোহা— হরষি চলে সুগ্রীব তব অঙ্গদাদি কপি সাথ॥
রামানুজ আগেঁ করি আএ জহঁ রঘুনাথ॥২০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—চরণে নমিয়া শির বিনতি করিল। লক্ষ্মণ অভয়-বাহু তবে প্রসারিল॥
লক্ষ্মণেরে ক্রুদ্ধ শুনি' আপনার কানে। আকুল সুগ্রীব কহে সভয়-পরাণে॥১
শুন হনুমান! সাথে লইয়া তারারে। বিনতি করিয়া তুমি বুঝাও কুমারে॥
তারার সহিত তবে যায় হনুমান। প্রভু-পাদ বন্দি' করে সুযশ-বাখান॥২
বিনতি করিয়া তাঁ'রে আনিল অন্দরে। বসায় প্রক্ষালি' পদ পালঙ্ক-উপরে॥
তখন লক্ষ্মণ-পদে কপীশ নমিল॥ লক্ষ্মণ বাহুতে ধরি' কণ্ঠ'পরে নিলা॥৩

বাংলা অর্থ—বাঁহ দীন্হী—বাহু উঠাইয়া দিলেন; মন্দির—অন্দরমহল; পলঙ্গ—পালঙ্ক; রামানুজ—লক্ষ্মণ; আগেঁ—অগ্রভাগে; (দো—২০)

হে নাথ! বিষয়-সম কিছু নাই মদ। মুনি-মনে আনে দুঃখ মোহের বিপদ॥
শুনিয়া বিনীত বাণী সুখ লভি' মনে। লক্ষ্মণ বুঝা'ন তারে বিবিধ বচনে॥৪
পবন-তনয় তাঁ'রে সকল শুনায়। যে ভাবে গিয়াছে যত দূত সমুদায়॥৫
দোহা— হরষি' চলিল সুগ্রীব তখন অঙ্গদাদি কপি ল'য়ে সাথ।
লক্ষ্মণে লইয়া নিজ পুরোভাগে বিরাজেন যেথা রঘুনাথ॥২০॥

মূল

চৌ—নাই চরন সিরু কহ কর জোরী। নাথ মোহি কছু নাহিন খোরী॥
অতিসয় প্রবল দেব তব মায়া। ছুটই রাম করহু জৌঁ দায়া॥১
বিসয় বস্য সুর নর মুনি স্বামী। মৈঁ পাবঁর পসু কপি অতি কামী॥
নারি নয়ন সর জাহি ন লাগা। ঘোর ক্রোধ তম নিসি জো জাগা॥২
লোভ পাঁস জেহিঁ গর ন বঁধায়া। সো নর তুম্হ সমান রঘুরায়া॥
য়হ গুন সাধন তেঁ নহিঁ হোঈ। তুম্হরী কৃপাঁ পাব কোই কোঈ॥৩
তব রঘুপতি বোলে মুসুকাঈ। তুম্হ প্রিয় মোহি ভরত জিমি ভাঈ॥
অব সোই জতনু করহু মন লাঈ। জেহি বিধি সীতা কৈ সুধি পাঈ॥৪
দোহা— এহি বিধি হোত বতকহী আএ বানর জূথ।
নানা বরন সকল দিসি দেখিঅ কীস বরূথ॥২১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম-পদে নমি' শির কহে যুক্ত করে। হে নাথ! না দাও তুমি দোষ মম 'পরে
ওহে দেব! জানি তব মায়া অতিশয়। দয়া যদি কর তাহা অপগত হয়॥১
নর, সুর, মুনি—স্বামী! বিষয়-বিবশ আমি ত পামর পশু অতি কামবশ॥
যাহে নাহি বিঁধে নারী-নয়নের শরে। ঘোর ক্রোধ-নিশা-তম যারে না আবরে॥
লোভ-পাশে যার কণ্ঠ রুদ্ধ নাহি রয়। সেজন হে রঘুনাথ! তব তুল্য হয়॥
সাধন করিয়া হেন গুণ নাহি পায়। কেহ কেহ লভে তাহা তোমার কৃপায়॥৩
রঘুপতি ক'ন তবে হাসিয়া তাহারে। ভরত-সমান প্রিয় মানিনু তোমারে॥
করিবে যতন এবে অতি মন দিয়া। সীতার সংবাদ যাহে যাইবে মিলিয়া॥৪
দোহা— বানরেরা আসে সেথা সব যবে কথাবার্ত্তা চলে হেনমতে।
নানাবর্ণ কপি উদা চারিভিতে পড়ে তাঁ'র নিজ দৃষ্টি-পথে॥২১॥

মূল

চৌ—বানর কটক উমা মৈঁ দেখা। সো মূরুখ জো করন চহ লেখা॥
আই রাম পদ নাবহিঁ মাথা। নিরখি বদনু সব হোহিঁ সনাথা॥১

বাংলা অর্থ—খোরী—দোষ; পাবর—পামর; পাঁস—পাশ (জাল); গর—গলদেশ; বতকহী—কথাবার্ত্তা; হোত—চলিতে থাকিলে; জূথ—যূথ, দল; কীস বরূথ—বানরের দল; সাধন তেঁ—সাধনা হইতে; পাব—পায়; (দো—২১)

অস কপি এক ন সেনা মাহীঁ। রাম কুসল জেহি পূছী নাহীঁ ॥
যহ কছু নহিঁ প্রভু কই অধিকাঈ। বিশ্বরূপ ব্যাপক রঘুরাঈ ॥২
ঠাঢ়ে জহঁ তহঁ আয়সু পাঈ। কহ সুগ্রীব সবহি সমুঝাঈ ॥
রাম কাজু অরু মোর নিহোরা। বানর জুথ জাহু চহুঁ ওরা ॥৩
জনকসুতা কহুঁ খোজহু জাঈ। মাস দিবস মহঁ আএহু ভাঈ ॥
অবধি মেটি জো বিনু সুধি পাএঁ। আবই বনিহি সো মোহি মরাএঁ ॥৪
দোহা— বচন সুনত সব বানর জহঁ তহঁ চলে তুরন্ত।
তব সুগ্রীবঁ বোলাএ অঙ্গদ নল হনুমন্ত ॥২২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শিব কন,—উমা! হেরি' বানর-কটক। সে মূর্খ,—যে চাহে হ'তে সংখ্যার গণক
আসি' রাম-পদে সবে মস্তক নমিল। নিরখি' বদন সবে কৃতার্থ গণিল ॥১
কপি-সেনা মাঝে হেন কেহ নাহি ছিলা। কুশল বারতা রাম যা'রে না পুছিলা ॥
প্রভু কাছে ইহা বড় বেশী কথা নহে। বিশ্বরূপ-ব্যাপক যে রঘুরাজ রহে ॥২
দাঁড়াইল যথা তথা আদেশ লভিয়া। সুগ্রীব সবারে ক'ন সব বুঝাইয়া ॥
এই মম অনুরোধ তথা রাম-কাজ। হে বানর-যূথ! যাও চতুর্ভিতে আজ ॥৩
সীতার সন্ধান সবে করিয়া আসিবে। এক মাস মধ্যে ভাই! অবশ্য ফিরিবে ॥
বার্ত্তা বিনা অবধির পরে যে ফিরিবে। মোর হাতে তার মৃত্যু নিশ্চয় জানিবে ॥৪
দোহা— আদেশ শুনিয়া বানর সকলে ত্বরা করি' গেল নানা স্থানে।
সুগ্রীব তখন আহ্বান করিল অঙ্গদ, নল ও হনুমানে ॥২২॥

মূল

চৌ—সুনহু নীল অঙ্গদ হনুমানা। জামবন্ত মতিধীর সুজানা ॥
সকল সুভট মিলি দচ্ছিন জাহূ। সীতা সুধি পূঁছেহু সব কাহূ ॥১
মন ক্রম বচন সো জতন বিচারেহু। রামচন্দ্র কর কাজু সঁবারেহু ॥
ভানু পীঠি সেইঅ উর আগী। স্বামিহি সর্ব ভাব ছল ত্যাগী ॥২
তজি মায়া সেইঅ পরলোকা। মিটহিঁ সকল ভবসম্ভব সোকা ॥
দেহ ধরে কর যহ ফলু ভাই। ভজিঅ রাম সব কাম বিহাঈ ॥৩
সোই গুনগ্য সোঈ বড় ভাগী। জো রঘুবীর চরন অনুরাগী ॥
আয়সু মাগি চরন সিরু নাঈ। চলে হরষি সুমিরত রঘুরাঈ ॥৪
পাছেঁ পবন তনয় সিরু নাবা। জানি কাজ প্রভু নিকট বোলাবা ॥
পরসা সীস সরোরুহ পানী। কর মুদ্রিকা দীন্হি জন জানী ॥৫

বাংলা অর্থ—কটক—সেনা; লেখা—গণনা; পূছী নাহীঁ—জিজ্ঞাসা করে নাই; নিহোরা—অনুরোধ; অবধি—(সময়) সীমা; মেটি—অতীত হইলে; মরাএঁ বনিহি—হত্যা করাইব; সুধি—সংবাদ; ঠাঢ়ে—দাঁড়াইল; (দো—২২)

বহু প্রকার সীতহি সমুঝাএহু। কহি বল বিরহ বেগি তুম্হ আএহু ॥
হনুমত জনম সুফল করি মানা। চলেউ হৃদয়ঁ ধরি কৃপানিধানা ॥৬
জদ্যপি প্রভু জানত সব বাতা। রাজনীতি রাখত সুরত্রাতা ॥৭
দোহা— চলে সকল বন খোজত সরিতা সর গিরি খোহ।
রাম কাজ লয়লীন মন বিসরা তন কর ছোহ ॥২৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ওহে নীল! হে অঙ্গদ! ওহে হনুমান! ধীর-মতি মহাজ্ঞানী ওহে জাম্ববান!
সকল সুসেনা মিলি' দক্ষিণে যাইবে। সীতার বারতা সবে সবারে পুছিবে ॥১
কায়-মনো-বাক্যে সেই উপায় করিবে। শ্রীরামের কার্য্য যাহে নিষ্পন্ন হইবে ॥
পৃষ্ঠে রৌদ্র-সেবা অগ্নি-সেবা পুরোভাগে। স্বামি-সেবা সর্ব্বভাবে সর্ব্বছল-ত্যাগে ॥২
সেবিবে ত্যজিয়া মায়া সবে পরলোক। মিটে যাবে সর্ব্বভাবে ভবজাত শোক ॥
দেহ ধরি' এই তত্ত্ব জানো সর্ব্বজনা। ত্যজি' সর্ব্ব কাম কর রামের ভজনা ॥৩
সেই গুণগ্রাহী, সেই বড় ভাগ্যবান্। রঘুবীর-পদে যেই অনুরাগবান্ ॥
আদেশ লভিয়া পদে শির নত করি'। চলে সবে হরষিত রঘুরাজে স্মরি' ॥৪
পবন-তনয় পিছু মস্তক নমিলা। কার্য্য বিচারিয়া প্রভু নিকটে ডাকিলা ॥
পদ্ম-পাণি দিয়া তা'র শির পরশিলা। ভক্ত জানি' অঙ্গুরীয় প্রদান করিলা ॥৫
নানারূপে জানকীরে তুমি বুঝাইয়ো। বল ও বিরহ কহি' সত্বর ফিরিও ॥
হনুমান নিজ জন্ম সফল মানিলা। করুণানিধানে হৃদে ধরিয়া চলিলা ॥৬
যদ্যপি আপনি প্রভু সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাতা। পালিলেন রাজনীতি সুরগণত্রাতা ॥
দোহা— সকলে চলিল খুঁজিতে কন্দর-নদী-সর-ভূধর-বারতা।
রাম-কাজে মন করিয়া বিলীন ভুলে কথা, নিজ কলেবর ॥২৩॥

মূল

চৌ—কতহুঁ হোই নিসিচর সৈঁ ভেটা। প্রান লেহিঁ এক এক চপেটা ॥
বহু প্রকার গিরি কানন হেরহিঁ। কোউ মুনি মিলই তাহি সব ঘেরহিঁ ॥১
লাগি তৃষা অতিসয় অকুলানে। মিলই ন জল ঘন গহন ভুলানে ॥
মন হনুমান কীন্হ অনুমানা। মরন চহত সব বিনু জল পানা।২
চঢ়ি গিরি সিখর চহুঁ দিসি দেখা। ভূমি বিবর এক কৌতুক পেখা ॥
চক্রবাক বক হংস উড়াহীঁ। বহুতক খগ প্রবিসহিঁ তেহি মাহীঁ ॥৩

বাংলা অর্থ—সঁবারেহু—সামলাইয়া লও; পীঠি—পৃষ্ঠ ভাগে; আগী—অগ্নি; ধরে কর—ধরিবার; পাছে — পশ্চাতে; পরসা — স্পর্শ করিলেন; মুদ্রিকা — আংটি; বিরহ—(প্রেমজনিত) বিরহ কথা; সুফল—সফল; খোহ—পর্ব্বত কন্দর; ছোহ—মমতা; বিসরা—ত্যাগ করিলেন; রাখত—রক্ষা করিলেন; (দো—২৩)

গিরি তে উতরি পবনসুত আবা। সব কহুঁ লৈ সোই বিবর দেখাবা ॥
আগেঁ কৈ হনুমন্তহি লীন্‌হা। পৈঠে বিবর বিলম্ব ন কীন্‌হা ॥৪

দোহা— দীখ জাই উপবন বর সর বিগসিত বহু কঞ্জ।
মন্দির এক রুচির তহঁ বৈঠি নারি তপ পুঞ্জ ॥২৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কোথা কোন নিশাচরে হইলে মিলন। এক চড়ে করে তার পরাণ হরণ ॥
বিবিধ প্রকারে গিরি কাননে ভ্রমিল। মিলে যদি মুনি তাঁরে পুছিতে ঘিরিল ॥১
তৃষা-ভরে যদি কেহ আকুল হইল। বিনা জল, ঘন বন-পথ ভুলাইল ॥
মনে মনে হনুমান করে অনুমান। বুঝিনু সবার মৃত্যু বিনা জলপান ॥২
পর্ব্বত-শিখরে চড়ি' হেরে চারিভিতে। ভূগর্ভে কৌতুক এক পাইল দেখিতে ॥
চক্রবাক, বক, হংস উড়িয়া চলিছে। বহু বিহঙ্গম সেথা প্রবেশ লভিছে ॥৩
হনুমান অবতরি' পর্ব্বত হইতে। সবাকারে সে বিবর লাগে দেখাইতে ॥
তবে সবে হনুমানে লয় পুরোভাগে। বিলম্ব না করি' সেথা প্রবেশিতে লাগে ॥৪

দোহা— গিয়া দেখে সেথা চারু উপবন সরোবর কমল-শোভিত।
সুন্দর মন্দিরে সেথা হেরে এক তপস্বিনী নারী অবস্থিত ॥২৪॥

মূল

চৌ—দূরি তে তাহি সবন্‌হি সিরু নাবা। পূছেঁ নিজ বৃত্তান্ত সুনাবা ॥
তেহিঁ তব কহা করহু জল পানা। খাহু সুরস সুন্দর ফল নানা ॥১
মজ্জনু কীন্‌হ মধুর ফল খাএ। তাসু নিকট পুনি সব চলি আএ ॥
তেহিঁ সব আপনি কথা সুনাঈ। মৈঁ অব জাব জহাঁ রঘুরাঈ ॥২
মূদহু নয়ন বিবর তজি জাহূ। পৈহহু সীতহি জনি পছিতাহূ ॥
নয়ন মূদি পুনি দেখহিঁ বীরা। ঠাঢ়ে সকল সিন্ধু কেঁ তীরা ॥৩
সো পুনি গঈ জহাঁ রঘুনাথা। জাই কমল পদ নাএসি মাথা ॥
নানা ভাঁতি বিনয় তেহিঁ কীন্‌হীঁ। অনপায়নী ভগতি প্রভু দীন্‌হীঁ ॥৪

দোহা— বদরীবন কহুঁ সো গঈ প্রভু অগ্যা ধরি সীস।
উর ধরি রাম চরন জুগ জে বন্দত অজ ঈস ॥২৫॥

বাংলা অর্থ—ভেটা হোই—মিলিল ; চপেটা—চাপড় ; ঘেরহিঁ—বেষ্টন করিল ; গহন বন ; পেখা—দেখিলেন ; লৈ—লইয়া ; পৈঠে—প্রবেশ করিল ; কঞ্জ—পদ্ম ; (দো—২৪)

বাংলা অর্থ—খাহু—খাও ; দূরি তে—দূর হইতে ; মূদিহু—মুদ্রিত কর ; পৈহহু—পাইবে ; নাএসি—নত করিলেন ; অনপায়নী—ঐকান্তিকী ; অজ—ব্রহ্মা ; ঈস—মহেশ ; জনি পছিতাহূ—নিরাশ হইবে না ; (দো—২৫)

আজি সবাকারে আমি করিব ভক্ষণ। বহুদিন ভোজ্য বিনা আসন্ন মরণ॥
উদর ভরিয়া ভোজ কভু না মিলিল। একেবারে বহু মাত্রা বিধি আনি' দিল॥২
গৃধ্র-বাণী কানে শুনি' সবে ভয়ে ভীত। চিন্তে মো'সবার মৃত্যু এবে সুনিশ্চিত॥
কপি সব উঠি' তদা গৃধ্রেরে হেরিল। জাম্ববান-মনে চিন্তা বিশেষ উদিল॥৩
অঙ্গদে কহেন তবে মানসে বিচারি'। জটায়ুর তুল্য বিশ্বে কারেও না হেরি॥
রাম-কার্য্য সাধিবারে করি' তনু-ত্যাগ। হরিধামে স্থান লভে সেই মহাভাগ॥৪
সম্পাতি সে বাণী শুনি' ভরে হর্ষ-শোকে। কপিগণে পায় ভয় আসিলে নিকটে॥
অভয় প্রদান করি' যখন পুছিলা। তাঁহারে সকল কথা তা'রা শুনাইলা।৫
ভ্রা তার করম শোনে সম্পাতি যখন। রামের মহিমা ভূরি করিল বর্ণন॥৬
দোহা – লয়ে যাও মোরে পারাবার-তটে দিব আমি তিলাঞ্জলি তা'র।
লবে যদি মম বচন সহায় খোঁজ মিলি' যাইবে সীতার॥২৭॥

মূল

চৌ—অনুজ ক্রিয়া করি সাগর তীরা। কহি নিজ কথা সুনহু কপি বীরা॥
হম দ্বৌ বন্ধু প্রথম তরুনাঈ। গগন গএ রবি নিকট উড়াঈ॥১
তেজ ন সহি সক সো ফিরি আবা। মৈঁ অভিমানী রবি নিঅরাবা॥
জরে পঙ্খ অতি তেজ অপারা। পরেউঁ ভূমি করি ঘোর চিকারা॥২
মুনি এক নাম চন্দ্রমা ওহী। লাগী দয়া দেখি করি মোহী॥
বহু প্রকার তেহিঁ গ্যান সুনাবা। দেহ জনিত অভিমান ছড়াবা॥৩
ত্রেতা ব্রহ্মা মনুজ তনু ধরিহী। তাসু নারি নিসিচর পতি হরিহী॥
তাসু খোজ পঠইহি প্রভু দূতা। তিন্হহি মিলেঁ তৈঁ হোব পুনীতা॥৪
জমিহহিঁ পঙ্খ করসি জনি চিন্তা। তিন্হহি দেখাই দেহেসু তৈঁ সীতা॥
মুনি কই গিরা সত্য ভই আজূ। সুনি মম বচন করহু প্রভু কাজূ।৫
গিরি ত্রিকূট ঊপর বস লঙ্কা। তহঁ রহ রাবন সহজ অসঙ্কা॥
তহঁ অসোক উপবন জহঁ রহঈ। সীতা বৈঠি সোচ রত অহঈ॥৬
দোহা— মৈঁ দেখউঁ তুম্হ নাহীঁ গীধহি দৃষ্টি অপার।
বূঢ় ভয়উঁ ন ত করতেউঁ কছুক সহায় তুম্হার॥২৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অনুজের শ্রাদ্ধক্রিয়া করি' সমাপন। সম্পাতি কহেন ওহে! শুন কপিগণ॥
একদা শৈশব কালে মোরা দুই ভাই। নভোমাঝে রবি যেথা, সেথা চলি' যাই॥১

বাংলা অর্থ—উড়াঈ গয়ে—উড়িয়া গিয়াছিলাম; জরে—জ্বলিয়া গিয়াছিল; ওহী—সেখানে; লাগী—হইল; ঠইহি—পাঠাইবে; তৈঁ—তুমি; হোব—হইবে; জমিহহিঁ—জন্মাইবে; বূঢ়—বৃদ্ধ; ন ত—না হইলে; করতেউঁ—করিতাম; (দো—২৮)

তেজ না সহিতে পারি' ফিরে এ'ল ভাই। আমি কিন্তু অভিমানী রবি-পার্শ্বে যাই॥
অপার তেজেতে মম পাখা জ্ব'লে যায়। চিৎকার করিয়া ঘোর পড়িনু ধরায় ॥২
চন্দ্রমা নামেতে মুনি আছিলা সেথায়। মোরে হেরি' দয়া তাঁর উপজে হিয়ায় ॥
বহুবিধ জ্ঞান-কথা আমারে শুনান। তাহাতে টুটিল মম দেহ-অভিমান ॥৩
ত্রেতা যুগে ব্রহ্ম নর-শরীর ধরিবে। নিশাচর-পতি তাঁ'র পত্নীকে হরিবে ॥
তাঁ'র খোঁজে পাঠাবেন প্রভু দূত যবে। তা'র সনে মিলি' তুমি নিজে পূত হবে ॥৪
পক্ষ তব জন্মি' যাবে চিন্তা না করিবে। সীতার সন্ধান তুমি তারে কহি' দিবে ॥
সেই মুনি-জন-বাক্য সত্য হ'ল আজ। আমার বচন শুনি' কর প্রভু-কাজ ॥৫
ত্রিকূট পর্ব্বত'পরে লঙ্কা রাজ্য রহে। রাবণ নির্ভয়ে সেথা জীবন নির্বহে ॥
সেথা রহে জানো এক অশোক কানন। সীতা সমাসীনা তথা চিন্তাতে মগন ॥৬

দোহা— আমি হেরি' তাহা তোমরা না হের দৃষ্টিশক্তি গৃধ্রের অপার।
বৃদ্ধ না হইলে করিতাম কিছু সহায়তা তোমা'সবাকার ॥২৮॥

মূল

চৌ—জো নাঘই সত জোজন সাগর। করই সো রাম কাজ মতি আগর ॥
মোহি বিলোকি ধরহু মন ধীরা। রাম কৃপাঁ কস ভয়উ সরীরা ॥১
পাপিউ জা কর নাম সুমিরহীঁ। অতি অপার ভবসাগর তরহীঁ ॥
তাসু দূত তুম্হ তজি কদরাঈ। রাম হৃদয়ঁ ধরি করহু উপাঈ ॥২
অস কহি গরুড় গীধ জব গয়উ। তিন্হ কেঁ মন অতি বিসময় ভয়উ ॥
নিজ নিজ বল সব কাহূঁ ভাষা। পার জাই কর সংসয় রাখা ॥৩
জরঠ ভয়উঁ অব কহই রিছেসা। নহিঁ তন রহা প্রথম বল লেসা ॥
জবহিঁ ত্রিবিক্রম ভএ খরারী। তব মৈ তরুন রহেউঁ বল ভারী ॥৪

দোহা— বলি বা ধত প্রভু বাঢ়েউ সো তনু বরনি ন জাই।
উভয় ঘরী মহঁ দীন্হী সাত প্রদচ্ছিন ধাই ॥২৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যে লঙ্ঘে যোজন শত সমুদ্র অপার। রাম কাজ সাধিবে সে বুদ্ধির আধার ॥
মোরে বিলোকিয়া ধর মনের ধীরতা। রাম-কৃপা দিল হেন দেহে সুঠামতা ॥১
পাপিগণ যাঁ'র নাম করিয়া স্মরণ। অপার এ' ভবসিন্ধু করে উত্তরণ ॥
তোমরা তাঁহার দূত ত্যজহ ভীরুতা। রামে হৃদে ধরি' পাল কর্ম্মে কুশলতা ॥২

বাংলা অর্থ—নাঘই—লাফ দিয়া পার হইবে; **মতি আগর**—মতির আগার (বুদ্ধির আগার), বুদ্ধিমান্; **কদরাঈ**—কাপুরুষতা; **জরঠ**—বৃদ্ধ; **রিছেসা**—ঋক্ষেশ, জাম্ববান; **ত্রিবিক্রম**—বামন; **বাঢ়েউ**—বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন; **ঘরী মহঁ**—ঘণ্টা মধ্যে; **ধাই**—দৌড়িয়া; **পাপিউ**—পাপীও; **খরারী**—শ্রীরাম; (দো—২৯)

চৌ– দূর হ'তে তাঁরে সবে প্রণাম করিল। জিজ্ঞাসিলে নিজ কথা সব শুনাইল ॥
জলপান কর সবে তিনি তবে ক'ন। সুরসাল ফল নানা করহ ভক্ষণ ॥১
স্নান সারি' মিষ্টফল করিল ভক্ষণ। তাঁর কাছে পুন সবে করে আগমন॥
তিনি সব নিজ কথা সবারে শুনান। ক'ন—যাব যেথা রাম করে অবস্থান ॥২
বিবর ত্যজহ কর মুদিত নয়ান। দুখ নাহি, পাবে সবে সীতার সন্ধান॥
মুদিয়া নয়ন পুন দেখে উন্মোচিয়া। পারাবার-তীরে সবে আছে দাঁড়াইয়া ॥৩
তিনি পুন যা'ন যেথা র'ন রঘুনাথ। পাদ-পদ্মে মিলিলেন করি' প্রণিপাত ॥
বিবিধ প্রকারে তিনি করেন বিনতি। প্রভু তা'রে দানিলেন অচলা ভকতি ॥৪
দোহা— বদরিকাশ্রম 'স্বয়ংপ্রভা' যা'ন প্রভু আজ্ঞা ধরি' শির'পর।
বক্ষেতে ধরিয়া রাম-পাদযুগ যাঁ'রে পূজে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ॥২৫॥

মূল

চৌ—ইহাঁ বিচারহিঁ কপি মন মাহীঁ। বীতী অবধি কাজ কছু নাহীঁ ॥
সব মিলি কহহিঁ পরস্পর বাতা। বিনু সুধি লএঁ করব কা ভ্রাতা ॥১
কহ অঙ্গদ লোচন ভরি বারী। দুহুঁ প্রকার ভই মৃত্যু হমারী ॥
ইহাঁ ন সুধি সীতা কৈ পাঈ। উহাঁ গএঁ মারিহি কপিরাঈ ॥২
পিতা বধে পর মারত মোহী। রাখা রাম নিহোর ন ওহী ॥
পুনি পুনি অঙ্গদ কহ সব পাহীঁ। মরন ভয়উ কছু সংসয় নাহীঁ ॥৩
অঙ্গদ বচন সুনত কপি বীরা। বোলি ন সকহিঁ নয়ন বহ নীরা ॥
ছন এক সোচ মগন হোই রহে। পুনি অস বচন কহত সব ভএ ॥৪
হম সীতা কৈ সুধি লীন্হেঁ বিনা। নহিঁ জৈহৈঁ জুবরাজ প্রবীনা ॥
অস কহি লবন সিন্ধু তট জাঈ। বৈঠে কপি সব দর্ভ ডসাঈ ॥৫
জামবন্ত অঙ্গদ দুখ দেখী। কহীঁ কথা উপদেস বিসেষী ॥
তাত রাম কহুঁ নর জনি মানহু। নির্গুন ব্রহ্ম অজিত অজ জানহু ॥৬
হম সব সেবক অতি বড়ভাগী। সন্তত সগুন ব্রহ্ম অনুরাগী ॥৭
দোহা— নিজ ইচ্ছাঁ প্রভু অবতরই সুর মহি গো দ্বিজ লাগি।
সগুন উপাসক সঙ্গ তহঁ রহহিঁ মোচ্ছ সব ত্যাগি ॥২৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কপিগণ বিচারিল হেন মনোমাঝ। কাল সীমা সমতীত নাহি হ'ল কাজ ॥
পরস্পরে আলোচনা করে কপিগণে। সীতা-বার্তা নাহি ল'য়ে ফিরি বা কেমনে ॥১

বাংলা অর্থ—**কপিরাঈ**—কপিরাজ (সুগ্রীব); **সোচ**—চিন্তা; **নহি জৈঁহৈ**—যাইব না; **ডসাই**—বিছাইয়া; **অজিত**—অজেয়; **অজমোচ্ছ**—অজন্মা; **সব ত্যাগি**—সালোক্য সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সাযুজ্যরূপী মোক্ষ ত্যাগ করিয়া; (দো—২৬)

অঙ্গদ কহেন তদা আঁখি ভরি' বারি। দুই দিকে হ'বে জানি মরণ আমারি ॥
কিছু নাহি মিলে বার্ত্তা সীতার সন্ধানে। সেথা যদি ফিরে যাই কপিরাজ স্থানে ॥১
পিতারে হানিয়া মোরে চাহিল বধিতে। তার কৃপা নহে, রাম চাহিল রক্ষিতে ॥
অঙ্গদ পুকারি' পুন সবাকারে কয়। মরণ আমার ধ্রুব নাহিক সংশয় ॥৩
অঙ্গদ-বচন শুনে যত কপিবীর। কহিতে না পারে কিছু চোক্ষে ভরে নীর ॥
ক্ষণেক সকলে তদা চিন্তামগ্ন রয়। পুন সর্ব্বজনে মিলি' হেন কথা কয় ॥৪
সীতার বারতা যদি মোরা না লভিব। হে প্রবীণ যুবরাজ! কভু না ফিরিব ॥
হেন কহি' সিন্ধু-তটে গেল পঁহুছিয়া। কপি যত বসে সেথা কুশ বিছাইয়া ॥৫
জাম্ববান অঙ্গদের দুখ যবে হেরে। কহে উপদেশ-কথা বিশেষ বিস্তারে ॥
তাত! রঘুনাথে কভু নর নাহি মানো। অজেয় নিগুর্ণ ব্রহ্ম অজ বলি' জানো ॥৬
আমরা সেবক যত বড় ভাগ্যধর। সতত সগুণ ব্রহ্মে অনুরাগ'পর ॥৭

দোহা— নিজ ইচ্ছামত প্রভু অবতরে দেব-ধরা-গো-ব্রাহ্মণ-তরে।
সগুণ সেবক হ'য়ে সঙ্গে রহে মোক্ষ-সুখ সবে ত্যাগ করে ॥২৬॥

মূল

চৌ—এহি বিধি কথা কহহিঁ বহু ভাঁতী। গিরি কন্দরাঁ সুনী সম্পাতী ॥
বাহের হোই দেখি বহু কীসা। মোহি অহার দীন্হ জগদীসা ॥১
আজু সবহি কহঁ ভচ্ছন করউঁ। দিন বহু চলে অহার বিনু মরউঁ ॥
কবহুঁ ন মিল ভরি উদর অহারা। আজু দীন্হ বিধি একহিঁ বারা ॥২
ডরপে গীধ বচন সুনি কানা। অব ভা মরন সত্য হম জানা ॥
কপি সব উঠে গীধ কহঁ দেখী। জামবন্ত মন সোচ বিসেষী ॥৩
কহ অঙ্গদ বিচারি মন মাহীঁ। ধন্য জটায়ু সম কোউ নাহীঁ ॥
রাম কাজ কারন তনু ত্যাগী। হরি পুর গয়উ পরম বড়ভাগী ॥৪
সুনি খগ হরষ সোক জুত বানী। আবা নিকট কপিন্হ ভয় মানী ॥
তিন্হহি অভয় করি পূছেসি জাঈ। কথা সকল তিন্হ তাহি সুনাঈ ॥৫
সুনি সম্পাতি বন্ধু কৈ করনী। রঘুপতি মহিমা বহুবিধি বরনী ॥৬

দোহা— মোহি লৈ জাহু সিন্ধুতট দেউঁ তিলাঞ্জলি তাহি।
বচন সহাই করবি মৈঁ পৈহহু খোজহু জাহি ॥২৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেন মতে নানা কথা কহিতে লাগিল। গিরির কন্দরে রহি' সম্পাতি শুনিল
বাহির হইয়া হেরে অসংখ্য বানর। চিন্তে মম তরে ভোজ্য প্রেষিল ঈশ্বর ॥১

বাংলা অর্থ—সুনী—শুনিলেন ; কীসা—বানর ; সবহি কহ—সকলকে ; ডরপে—ভয় পাইলেন ; সহাই—সাহায্যে ; পৈহহু—পাইবে ; আবা—আসিলেন ; (দো—২৭)

ভুষুণ্ডি গরুড়ে কহে—গৃধ্র কহি' গেল। কপিগণ মনে কিন্তু বিস্ময় মানিল॥
নিজ নিজ বল সবে সবারে কহিল। কেমনে যাইবে পারে সংশয় জাগিল॥৩
জরাগ্রস্ত এবে আমি—কহে জাম্ববান। দেহে এবে নাহি শক্তি যুবার সমান॥
খরারি হলেন যদা নিজে ত্রিবিক্রম। তরুণ আছিনু তদা ছিল পরাক্রম॥৪
দোহা— বলির বাঁধনে বাড়ে প্রভু-তনু শক্তি নাহি যাহা বর্ণিবার।
দুই দণ্ডে তাঁরে ধাবমান হ'য়ে প্রদক্ষিণ করি সাতবার॥২৯॥

মূল

চৌ—অঙ্গদ কহই জাউ মৈঁ পারা। জিয়ঁ সংসয় কছু ফিরতী বারা॥
জামবন্ত কহ তুম্হ সব লায়ক। পঠইঅ কিমি সবহী কর নায়ক॥১
কহই রীছপতি সুনু হনুমানা। কা চুপ সাধি রহেউ বলবানা॥
পবন তনয় বল পবন সমানা। বুদ্ধি বিবেক বিগ্যান নিধানা॥২
কবন সো কাজ কঠিন জগ মাহী। জো নহি হোই তাত তুম্হ পাহী॥
রাম কাজ লগি তব অবতারা। সুনতহি ভয়উ পর্বতাকারা॥৩
কনক বরন তন তেজ বিরাজা। মানহু অপর গিরিন্হ কর রাজা॥
সিংহনাদ করি বারহিঁ বারা। লীলহিঁ নাঘউঁ জলনিধি খারা॥৪
সহিত সহায় রাবনহি মারী। আনউঁ ইহাঁ ত্রিকূট উপারী॥
জামবন্ত মৈঁ পূছউঁ তোহী। উচিত সিখাবনু দীজহু মোহী॥৫
এতনা করহু তাত তুম্হ জাঈ। সীতহি দেখি কহহু সুধি আঈ॥
তব নিজ ভুজ বল রাজিবনৈনা। কৌতুক লাগি সঙ্গ কপি সেনা॥৬

ছন্দ— কপি সেন সঙ্গ সঁঘারি নিসিচর রামু সীতহি আনি হৈঁ।
ত্রৈলোক পাবন সুজসু সুর মুনি নারদাদি বখানি হৈঁ॥
জো সুনত গাবত কহত সমুঝত পরমপদ নর পাবঈ।
রঘুবীর পদ পাথোজ মধুকর দাস তুলসী গাবঈ॥

দোহা— ভব ভেষজ রঘুনাথ জসু সুনহি জে নর অরু নারি।
তিন্হ কর সকল মনোরথ সিদ্ধ করহি ত্রিসিরারি॥৩০ক॥

সোরঠা— নীলোৎপল তন স্যাম কাম কোটি সোভা অধিক।
সুনিঅ তাসু গুন গ্রাম জাসু নাম অঘ খগ বধিক॥৩০খ॥

বাংলা অর্থ—ফিরতি বারা—ফিরিবার সময়; **পঠইঅ**—প্রেরিত হইবে; **কা**—কি (প্রশ্নার্থক); **চুপ সাধি**—চুপ করিয়া; **তুম্হ পাহী**—তোমার নিকটে; **লীলহি**—অনায়াসে; **উপারী**—উপড়াইয়া; **দীজহু**—দিউন; **সুধি**—সংবাদ; **সঁঘারি**—সংহার করিয়া; **পাদ পাথোজ**—পাদপদ্ম; **ত্রিসিরারি**—শ্রীরামচন্দ্র; **অঘ খগ বধিক**—পাপরূপী পক্ষীনাশে ব্যাধস্বরূপ; **পদ পাথোজ**—পাদপদ্ম; (দো—৩০ ক-খ)

চৌ —অঙ্গদ কহিছে—আমি সিন্ধু উত্তরিব। সংশয় জাগিছে মনে কভু কি ফিরিব?
জাম্ববন্ত কহে তুমি পটুতম ভাই। সবার নায়ক তোমা' কেমনে পাঠাই ॥১
ঋক্ষপতি কহে,—ওহে শুন হনুমান। চুপ করি' রহ কেন হ'য়ে বলবান॥
পবন-তনয় বলে পবন-সমান। বুদ্ধি ও বিবেকধারী বিজ্ঞান-নিধান ॥২
হেন কোন কাজ নাহি হেরি' ধরামাঝ। সাধিতে শকতি তব নাহি সেই কাজ॥
রাম-কার্য্যের তরে জানো তব অবতার। শুনিতে শুনিতে হ'ল পর্ব্বত-আকার ॥৩
কনক বরণ তনু ভূরি-তেজোধর। শোভে যেন অন্য এক গিরিরাজবর॥
সিংহনাদ করিয়া সে কহে বার বার। অনায়াসে তরি' যাব ক্ষীর-পারাবার ॥৪
সহায়-সহিত আমি রাবণে মারিয়া। আনিব ত্রিকূটগিরি হেথা উপাড়িয়া॥
ওহে জাম্ববান্! আমি জিজ্ঞাসি তোমায়। যথোচিত শিক্ষা তুমি দাও হে আমায়॥৫
ওহে তাত! তুমি গিয়া সাধ এই কাজ। সীতারে হেরিয়া বার্ত্তা ল'য়ে এস আজ॥
রাম সব সাধিবেন নিজ ভুজ-বলে। কপি-সেনা সঙ্গে ল'য়ে কৌতুকের ছলে।৬
ছন্দ— কপি-সেনা সঙ্গে হানি' নিশাচরে সীতারে শ্রীরাম করিলে উদ্ধার।
নারদাদি মুনি স্তব করিবেন ত্রৈলোক্য পাবন সুযশ-প্রচার॥
যে শুনে, যে গাহে, যে কহে, যে বুঝে সে পরম-পদ, সে নর লভিবে॥
রঘুবীর-পদ কমলে মধুপ তুলসীদাস তা' গাহিয়া যাইবে॥
দোহা— সংসার-ভেষজ রঘুনাথ-যশ শুনে যাহা নর আর নারী।
তা'দের সকল মনোরথ সিদ্ধ করেন আপনি ত্রিশিরারি ॥৩০ক॥
সোরঠা— তনু নীলোৎপল শ্যামল বরণ কোটি কামাধিক মনঃ-অভিরাম।
তাঁ'র নাম গাও, যে নাম নাশিবে পাপ-বিহঙ্গম ব্যাধের সমান ॥৩০খ

সমাপি' তেইশ দিন মাস পারায়ণে।
এ দীন শরণ মাগে শ্রীরাম-চরণে ॥

শ্রীমদ্রামচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ-বিধ্বংসনে।
চতুর্থ সোপানঃ সমাপ্তঃ।

সারমর্ম—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

গোস্বামী তুলসীদাস সীতা অন্বেষণে রত পথচারী ধর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্রহিতকারী বেদানুমত ধর্ম্মপালনকারী শ্রীরামচন্দ্রের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করিয়া ভবরোগ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন। রাক্ষসগণের অত্যাচারবিষয়ে জর্জ্জরিত দেবগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া যিনি হলাহল পান করিয়াছিলেন সেই শিবের ন্যায় দয়ালু যিনি রামচন্দ্রের ভজনে নিরত সেই শিবকে কোন্ মূঢ় না ভজনা করে।

চলিবার পথে রঘুপতি রাম ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট উপনীত হইলে সুগ্রীব, হনুমান তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের অপরূপ রূপের বর্ণনা করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল পরে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। রাম আপনাদের সকল পরিচয় প্রদান করিয়া রাক্ষস-কর্ত্তৃক সীতাহরণের কথা পরিচয় যথোচিতভাবে দিলেন। রামও তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহিলে তাহারা সবিনয়ে পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রভু বলিয়া বুঝিয়া তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিল। তাহাদের অনন্য ভক্তি দেখিয়া রঘুপতি তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নিজ দাসরূপে লক্ষ্মণ অপেক্ষা অধিকতর ভক্তিমান্ বলিয়া বুঝিলেন। পবননন্দন হনুমান প্রভুকে অনুকূল দেখিয়া সুগ্রীবের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়া তাহার সাহায্যে জানকীর সন্ধানে তৎপর হইবার আবেদন জানাইলেন। সুগ্রীব রামচন্দ্রের আচরণে মুগ্ধ হইলে অগ্নিসাক্ষী করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেম এবং বৈদেহীর সন্ধান তিনি করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিলেন। সুগ্রীব যে রাবণকে সীতা হরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন তাহার পরিচয়ও প্রদান করিলেন। সুগ্রীবকে দেখিয়া সীতা তাঁহার বস্ত্র বিলাপ করিতে করিতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহাও সুগ্রীব বলিলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র সুগ্রীব কেন সেই বনে বাস করিতেছে তাহার নিগূঢ় কারণ জানিতে চাহিলে সুগ্রীব তাঁহার নিকটে নিজ সংকটের কথা পরিচয় প্রসঙ্গে বালির সহিত বিবাদের সমগ্র ইতিহাস পরিচয় প্রদান করিলেন। সুগ্রীবের দুঃখে রামচন্দ্র অভিভূত হইলেন এবং বালিকে বধ করিয়া তাঁহার মিত্রতার অকৃত্রিম পরিচয় দিবেন বলিয়া স্বীকারও করিলেন।

পরস্পরের সহিত বন্ধুতার বন্ধনকে দৃঢ় করিয়া সুগ্রীব-ভ্রাতা বালির উদ্দেশে দুটি ভাই চলিলেন। সুগ্রীবের সহিত বালির যুদ্ধ আরম্ভ হইল সেই যুদ্ধে রামের সাহায্যে সুগ্রীব বলী হইয়া বালিবধে প্রস্তুত হইলেন তবে ভীত সুগ্রীব কিছু সংশয়ান্বিত হইলেন। রঘুপতি বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া বালিকে বধ করিলেন। রাম বালিকে বধ করিলে রাম কেন ব্যাধের মত হত্যা করিলেন এই প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন তখন রাম প্রত্যুত্তরে কহিলেন— অনুজের পত্নী, ভগ্নি, পুত্রবধূ ও কন্যার প্রতি কুদৃষ্টিপাতে চাহিলে যে পাপ হয়, সে পাপের শাস্তিস্বরূপে তোমাকে বধ করিয়াছি। তুমি অনুজের স্ত্রীকে হরণ করিয়া সেই অনুজকে হত্যা করিতে চাহিতেছ। তখন বালি শ্রীরামচরণে আত্মনিবেদন করিয়া রামপদে মতি প্রার্থনা করিয়া মৃত্যুকালে নিজপুত্র অঙ্গদকে রামহস্তে অর্পণ করিয়া বালি দেহত্যাগ করিল। তখন বালির স্ত্রী তারা বিলাপ করিতে করিতে রামচরণে আত্মনিবেদন করিলে রাম তাহাকে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান প্রদান করিলেন। রামচরণে তারা ভক্তিবর মাগিয়া লইল। বালির মৃতদেহের সৎকারান্তে সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেককার্য্য রামের নির্দ্দেশে নিষ্পন্ন হইল। অঙ্গদকে যুবরাজ করা হইল।

অতঃপর রাম সুগ্রীবকে রাজনীতিতত্ত্ব শিখাইয়া লক্ষ্মণসহ গভীর বনে প্রবেশ করিতে চাহিলেন এবং অঙ্গদকে সুগ্রীবের সহকারী লইয়া সুষ্ঠুরূপে রাজাপালন করিতে বলিলেন।

তখন নিদারুণ বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়াছে। বহু প্রসঙ্গ লইয়া রাম সেই বনে লক্ষ্মণকে রাজনীতি, ভক্তি, বৈরাগ্য ও বিবেকতত্ত্ব শুনাইয়া দিনপাত করিয়া সীতার জন্য বিলাপ করিয়া বর্ষাকাল অতীত করিয়া বর্ষার অন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রকৃতির গতিবিধির সহিত মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার যে অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য তাহা রামচন্দ্রের বর্ষাবর্ণনা প্রসঙ্গে যেমন তথ্যপূর্ণ তেমন জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যমূলক উপদেশে পরিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপে তাহার কতিপয় মাত্র এখানে লেখা হইতেছে। পাঠকগণ একটু চেষ্টা করিলে রামের প্রত্যেক উপদেশে ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বহু গূঢ় রহস্য এই অংশ পাঠে জানিতে পারিবেন।

বিদ্যুৎ যেমন মেঘের মধ্যে চমক দিয়া স্থান ত্যাগ করে তেমনি খললোকের প্রীতি ক্ষণস্থায়ী ; ভূমির নিকটতর হইয়া যেমন মেঘ বর্ষণ করে তেমনি সুবিদ্যা পাইলে সুধীজন নত হয়। পর্ব্বত যেমন বৃষ্টির বিন্দু সহ্য করে, সাধুব্যক্তি তেমনি খলের বাক্য সহ্য করে। ক্ষুদ্র নদী জলে ভরিয়া কুল ছাড়াইয়া চলিতে থাকে খলের কিছু ধন হইলেই সে চঞ্চল হইয়া উঠে। নদীর জল সাগরে প্রবেশ করিলে যেমন স্থিরগতি হয় জীব ঈশ্বর পাইলেই তেমনি স্থিরমতি হয়। বর্ষাকালে ঊষর ভূমিতে যেমন তৃণ জন্মায় না তেমনি সজ্জনের চিত্তে কামের উদ্রেক হয় না। প্রবল বায়ু বহিলে যেমন মেঘ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় তেমনি কুপুত্রদ্বারা কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। সূর্য্যোদয়ে যেমন ক্ষেত্র শুষ্ক হইতে থাকে তেমনি সন্তোষ উপস্থিত হইলে লোভ থাকে না। গভীর নদী সরোবরের জল যেমন নির্ম্মল মোহ মদশূন্য সাধুর হৃদয়ক্ষেত্র তেমনি নির্ম্মল। ধূলি কর্দ্দম শূন্য ধরণী যেমন মনোজ্ঞ রাজার রাজত্বও তেমনি সুন্দর। মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশ যেমনি শোভা পায় হরিভক্ত ব্যক্তি আশা ত্যাগ করিতে শিখিলে তেমনি শোভা পায়। সুখী মীন যেমন গভীর জলে নিশ্চিন্ত থাকে সেইরূপ যে হরির আশ্রয় পাইয়াছে সেও নিশ্চিন্ত থাকে। চক্রবাক রাত্রি আসিলে মনে মনে যেরূপ দুঃখ বোধ করে খলের মন পরের সম্পত্তি দেখিলে তেমনি দুঃখ বোধ করে। তৃষ্ণাকাতর চাতকের দুঃখের শেষ হইতে চায় না তেমনি শিবদ্রোহীর সুখ কখনও আসিতে চায় না। বর্ষা ও শরৎ ঋতুর প্রাকৃতিক দৃশ্যের উদাহরণ দিয়া রাম লক্ষ্মণকে অনেক ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতিতত্ত্বের শিক্ষা দিলেন। অতঃপর শরতের আগমনে সীতার কথা রামের মনে দুঃখের বেদনা আনিতে লাগিল। রাম কি ভাবে সীতার সন্ধান পাইবেন সে বিষয় লক্ষ্মণের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাম বলিলেন সুগ্রীব রাজ্য, ধন ও নারী পাইয়া আমাকে যে কথা দিয়াছিল তাহা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে। সেকারণ তাহাকে শাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তখন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন গ্রহণ করিলে রাম লক্ষ্মণকে ভয় দেখাইয়া সুগ্রীবকে আনয়ন করিতে বলিলেন এবং সর্ব্বত্র বানরদল পাঠাইয়া সীতার সংবাদ আনার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন। তখন লক্ষ্মণ তদনুরূপ কার্য্য করিলে সুগ্রীব ও বালি-পুত্র অঙ্গদ হনুমান সকলকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরণ করিয়া সীতার সংবাদ লইবার ব্যবস্থা

করিতে উদ্যোগী হইলেন। সুগ্রীব অঙ্গদাদি কপিগণকে লইয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলে রাম সকলকে বুঝাইয়া যাহাতে শীঘ্র সীতা সন্ধান কার্য্য শেষ হয় তাহা করিতে বলিলেন। কপিগণ সীতার সন্ধানে চারিদিকে চলিল এবং এক মাস মধ্যে না ফিরিলে সুগ্রীব আর কাহাকেও জীবিত রাখিবে না বলিয়া দিলেন।

সুগ্রীব নল, অঙ্গদ ও কপিগণকে রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রামের আদেশ লইয়া যাত্রা করিতে বলিলে সকলে রামের নিকট উপস্থিত হইল। রাম হনুমানকে শ্রেষ্ঠ ভক্ত জানিয়া তাহার কাছে নিজ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ প্রদান করিয়া সীতাকে পাইলে পরিচয় দিয়া সেই অঙ্গুষ্ঠ রামদূত বলিয়া পরিচয়স্বরূপ প্রদান করিতে বলিলেন।

অতঃপর বহু গিরি, নদী, বন, উপবন বহুসন্ধান করিয়া সাগরতীরে এক তপস্বিনী নারীকে তাহারা দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট সীতার সন্ধান করিলে সেই নারী রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সীতার সন্ধান না পাওয়াতে কপিগণ অতিমাত্র ব্যস্ত হইতে লাগিল। এদিকে একমাস অবধি পার হইয়া যাইতেছে তাহাতে সুগ্রীবের কথা মনে করিয়া সকলে অতিমাত্র শঙ্কিত হইল। স্বয়ংপ্রভানাম্নী সেই তপস্বিনী রামের দর্শন লাভ করিয়া বদরিকাশ্রমে যাত্রা করিলেন এবং সীতার সন্ধান মিলিবে এরূপ কথাও বলি-লেন। যখন কপিগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন তখন তাহারা সম্পাতি নামক জটায়ুর অগ্রজ এক গৃধ্রকে দেখিতে পাইল। সম্পাতি তাহাদের আলোচনা শুনিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া জটায়ুর সমাচার জিজ্ঞাসা করিল। তাহাদের নিকট জটায়ুর সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া রঘুনাথের অপার মহিমা বর্ণনা করিলেন। সম্পাতি জটায়ুর উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে তিলাঞ্জলি দান করিলেন। সম্পাতিকে এই কার্য্যে সহায়তা করিলে সম্পাতি সীতার সন্ধান দিবেন বলিলেন। সম্পাতি নিজের ইতিবৃত্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিল এবং রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা তিনি চন্দ্রমা নামক এক মুনির নিকট পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন। এই রামচন্দ্রের পত্নীকে হরণ করিবে এক রাক্ষস। আর রামচন্দ্রের পত্নীর সন্ধানে যে দূত তিনি পাঠাইবেন তাহাকে দেখিলে সম্পাতি পবিত্র হইবে এবং তাহাকে সীতার সন্ধান দিবার জন্য সেই মুনি আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই কার্য্য আজ নিষ্পন্ন হইল। সীতাকে লঙ্কার উপর ত্রিকূট পর্ব্বতে রাবণ অশোক বনে রাখিয়া দিয়াছে সে কথা সম্পাতি রামদূত হনুমানের নিকট প্রকাশ করিলেন। সম্পাতির অপার দৃষ্টিশক্তি দ্বারা তিনি তাহা দেখিতে পাইতেছেন সুতরাং লঙ্কা পার হইয়া সেখানে পৌঁছিতে পারিলে সীতার সন্ধান পাওয়া যাইবে। আরও সম্পাতি সেই মুনির নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন তাহার কথাও বলিলেন যে রাম এই সংবাদ তোমাদের নিকট অবগত হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণকে হত্যা করিয়া সীতারে আনিবেন, এবং নারদাদি মুনি রামের সুযশ ত্রিলোকে গাহিতে থাকি-বেন। তখন হনুমান বিরাট্ দেহ ধারণ করিয়া লবণ সমুদ্র পার হইয়া সীতার সন্ধানে যাত্রা করিল। রামের কার্য্য করিতে যে হনুমান অবতীর্ণ তাহাও সম্পাতি তাহাকে বলিলেন।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সারমর্ম্ম সমাপ্ত

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকী-বল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস

পঞ্চম সোপান—সুন্দরকাণ্ড

শ্লোক

শান্তং শাশ্বতমপ্রমেয়মনঘং নির্বাণশান্তিপ্রদং
ব্রহ্মাশম্ভুফণীন্দ্রসেব্যমনিশং বেদান্তবেদ্যং বিভুম্।
রামাখ্যং জগদীশ্বরং সুরগুরুং মায়ামনুষ্যং হরিং
বন্দেঽহং করুণাকরং রঘুবরং ভূপালচূড়ামণিম্ ॥১

নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসং চ ॥২

অতুলিতবলধামং হেমশৈলাভদেহং দনুজবনকৃশানুং জ্ঞানিনামগ্রগণ্যম্।
সকলগুণনিধানং বানরাণামধীশং রঘুপতিপ্রিয়ভক্তং বাতজাতং নমামি ॥৩

পদ্যানুবাদ

শ্লোক— শান্ত সনাতন প্রমাণ অতীত পাপহীন যিনি মোক্ষ শান্তিদাতা।
ব্রহ্মাশম্ভু-শেষ-সেবিত সতত বেদান্তের বেদ্য সর্ব্বব্যাপী ধাতা ॥
রাম যাঁ'র নাম জগৎ-ঈশ্বর মায়াদেহধারী সুরগুরু হরি।
করুণা-আকর রঘুকুল নাথ নৃপচূড়ামণি-পদে নতি করি ॥১

স্পৃহা আন নাই ওহে রঘুপতি! হৃৎকন্দরে তুমি নিবসহ জানি।
বিশ্ব-চরাচর-অন্তরাত্মা তুমি সত্য কহিলাম ইহা ধ্রুব মানি।
ওহে রঘুবর! ভক্তি যা' অচলা দিবে তুমি মোরে কৃপা করে।
কাম-আদি দোষ বিবর্জ্জিত তাহা হোক্ এই দীন মন'পরে ॥২

বল-ধাম তনু স্বর্ণগিরি-সম দৈত্যবনে অগ্নি-সম জ্ঞানাধারে।
সর্ব্বগুণাধার কপীশে নমিনু রামপ্রিয় সেই পবন-কুমারে ॥৩

মূল

চৌ—জামবন্ত কে বচন সুহাএ। সুনি হনুমন্ত হৃদয় অতি ভাএ ॥
তব লগি মোহি পরিখেহু তুম্হ ভাঈ। সহি দুখ কন্দ মূল ফল খাঈ ॥১
জব লগি আবৌঁ সীতহি দেখী। হোইহি কাজু মোহি হরষ বিসেষী ॥
য়হ কহি নাই সবন্হি কহুঁ মাথা। চলেউ হরষি হিয়ঁ ধরি রঘুনাথা ॥২
সিন্ধু তীর এক ভূধর সুন্দর। কৌতুক কূদি চঢ়েউ তা উপর ॥
বার বার রঘুবীর সঁভারী। তরকেউ পবনতনয় বল ভারী ॥৩

জেহি গিরি চরন দেই হনুমন্তা। চলেউ সো গা পাতাল তুরন্তা॥
জিমি অমোঘ রঘুপতি কর বানা। এহী ভাঁতি চলেউ হনুমানা॥৪
জলনিধি রঘুপতি দূত বিচারী॥ তৈঁ মৈনাক হোহি শ্রমহারী॥৫
দোহা— হনূমান তেহি পরসা কর পুনি কীন্হ প্রনাম।
রাম কাজু কীন্হেঁ বিনু মোহি কহাঁ বিশ্রাম॥১॥

চৌ—শুনি' তবে জাম্ববান-বাণী মনোহর। হনুমান হিয়া হয় অতি প্রীতি'পর॥
মোর লাগি' পথ চাহি রহ ততক্ষণ। দুঃখ সহি' কন্দ, ফল করিয়া ভক্ষণ॥১
যতক্ষণ নাহি ফিরি সীতারে হেরিয়া। কাজ সিদ্ধ ধ্রুব মনে হরষ বুঝিয়া॥
ইহা কহি' সবাকারে নমিয়া চলিলা। হৃষ্ট মনে রঘুনাথে হৃদয়ে স্মরিলা॥২
সিন্ধু-তীরে ছিল এক ভূধর সুন্দর। কৌতুকে লাফা'য়ে পড়ে তাহার উপর॥
বার বার রঘুবীরে স্মরণ করিয়া। সবেগে পবন-সূনু উঠিল গর্জ্জিয়া॥৩
হনুমান যে পর্ব্বতে চরণ চাপিল। ত্বরিত পাতাল-তলে তাহা প্রবেশিল॥
যেমন অমোঘ হয় রঘুপতি-বাণ। তেমনি চলিল যেন বীর-হনুমান॥৪
রঘুপতি-দূত বলি' তাহারে বিচারি'। বারিধি মৈনাকে কয়—'হও শ্রমহারী'॥৫
দোহা— হনুমান তাঁ'রে পরশিল আর পুন পুন করিল প্রণাম।
রাম-কার্য্যে সিদ্ধি লাভ না করিয়া লভি বল কেমনে বিশ্রাম ?॥১॥

মূল

চৌ—জাত পবনসুত দেবন্হ দেখা। জানৈঁ কহুঁ বল বুদ্ধি বিসেষা॥
সুরসা নাম অহিন্হ কৈ মাতা। পঠইন্হি আই কহী তেহিঁ বাতা॥১
আজু সুরন্হ মোহি দীন্হ অহারা। সুনত বচন কহ পবনকুমারা॥
রাম কাজু করি ফিরি মৈঁ আবৌঁ। সীতা কই সুধি প্রভুহি সুনাবৌঁ॥২
তব তব বদন পৈঠিহউঁ আঈ। সত্য কহউঁ মোহি জান দে মাঈ॥
কবনেহুঁ জতন দেই নহিঁ জানা। গ্রসসি ন মোহি কহেউ হনুমানা॥৩
জোজন ভরি তেহিঁ বদনু পসারা। কপি তনু কীন্হ দুগুন বিস্তারা॥
সোরহ জোজন মুখ তেহিঁ ঠয়উ। তুরত পবনসুত বত্তিস ভয়উ॥৪
জস জস সুরসা বদনু বঢ়াবা। তাসু দূন কপি রূপ দেখাবা॥
সত জোজন তেহিঁ আনন কীন্হা। অতি লঘু রূপ পবনসুত লীন্হা॥৫

বাংলা অর্থ—অনঘ—নিষ্পাপ; দনুজবন কৃশানু—দৈত্যরূপ বনের অগ্নিস্বরূপ; বাতজাতং—পবননন্দনকে; ভাএ—ভাল লাগিল; পরিখেহি—পথ পর্য্যবেক্ষণ কর; হোইহি—হইবে; সবন্হি কহুঁ—সকলকে; কৌতুক—অনায়াস; কূদি—লাফ দিয়া; চলেউগা—চলিয়া গেল; পরসা—স্পর্শ; তরকেউ—গর্জ্জন করিল; (দো—১)

বদন পইঠি পুনি বাহের আবা। মাগা বিদা তাহি সিরু নাবা॥
মোহি সুন্দর জেহি লাগি পঠাবা। বুঝি বল মরমু তোর মৈঁ পাবা॥৬

দোহা— রাম কাজু সবু করিহহু তুম্হ বল বুদ্ধি নিধান।
আসিষ দেই গঈ সো হরষি চলেউ হনুমান॥২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—দেবগণ বায়ু-সুতে চলিতে হেরিল। বল, বুদ্ধি-মাত্রা তা'র জানিতে চলিল॥
সুরসা নামেতে সর্প-মাতারে প্রেষিল। সর্পমাতা সেথা আসি' বচন পুছিল।১
দেবতা প্রেষিল আজ আমার আহার। শুনি' এই বাণী কহে পবন-কুমার॥
রাম কাজ সিদ্ধ করি' প্রথমে ফিরিব। প্রভুরে সীতার কথা তথা শুনাইব॥২
পরে তব মুখে চাই প্রবেশ করিতে। ওহে মাতঃ! দাও এবে আমারে চলিতে॥
কোন মতে যবে তা'রে দেতে নাহি দিল। হনুমান তবে তা'রে গ্রাসিতে কহিল॥৩
যোজন ভরিয়া তার বদন প্রসার। কপিতনু করে তার দ্বিগুণ বিস্তার॥
ষোড়শ যোজন সেই মুখ ব্যাদানিল। ত্বরিত পবন-সুত বত্রিশ হইল॥৪
যেমনি সুরসা তার বদন বাড়ায়। দ্বিগুণ কপির রূপ তেমন দেখায়॥
বিস্তারে যোজন শত যখন আনন। বায়ু-পুত্র লঘুতম হইল তখন॥৫
বদনে প্রবেশি পুনঃ বাহিরে আসিল। বিদায় মাগিয়া তারে মস্তক নমিল॥
যা'র লাগি' পাঠাইলা মোরে দেবগণ। বুদ্ধি, বল, মর্ম্ম তার বুঝিনু এখন॥৬

দোহা— রাম কাজ সব করহ সাধন তুমি বল বুদ্ধির নিধান।
আশীর্ব্বাদ নিয়া বিদায় লইলা হরষিত চলে হনুমান॥২॥

মূল

চৌ—নিসিচরি এক সিন্ধু মহুঁ রহঈ। করি মায়া নভু কে খগ গহঈ॥
জীব জন্তু জে গগন উড়াহীঁ। জল বিলোকি তিন্হ কৈ পরিছাহীঁ॥১
গহই ছাহঁ সক সো ন উড়াঈ। এহি বিধি সদা গগনচর খাঈ॥
সোই ছল হনুমান কহঁ কীন্হা। তাসু কপটু কপি তুরতহিঁ চীন্হা॥২
তাহি মারি মারুতসুত বীরা। বারিধি পার গযউ মতিধীরা॥
তহাঁ জাই দেখী বন সোভা। গুঞ্জত চঞ্চরীক মধু লোভা॥৩
নানা তরু ফল ফুল সুহাএ। খগ মৃগ বৃন্দ দেখি মন ভাএ॥
সৈল বিসাল দেখি এক আগেঁ। তা পর ধাই চঢ়েউ ভয় ত্যাগেঁ॥৪

বাংলা অর্থ—জাত দেখা—যাইতে দেখিল; জানৈঁ কহুঁ—জানিবার জন্য; পঠইন্হি—পাঠাইলেন; সুনাবৌঁ—শুনাইব; পৈঠিহউঁ—প্রবেশ করিব; জান দে—যাইতে দাও; ন গ্রসসি—খাইবে না; পসারা—প্রসার (বিস্তার) করিল; সোরহ—ষোল; ঠয়উ—বিস্তার করিল; তোর—তোমার; কুদি—লাফ দিয়া; (দো—২)

উমা ন কছু কপি কৈ অধিকাঈ। প্রভু প্রতাপ জো কালহিঁ খাঈ ॥
গিরি পর চঢ়ি লঙ্কা তেহিঁ দেখী। কহি ন জাই অতি দুর্গ বিসেষী ॥৫
অতি উতঙ্গ জলনিধি চহু পাসা। কনক কোট কর পরম প্রকাসা ॥৬

ছন্দ— কনক কোট বিচিত্র মনি কৃত সুন্দরায়তনা ঘনা।
চউহট্ট হট্ট সুবট্ট বীথীঁ চারু পুর বহু বিধি বনা ॥
গজ বাজি খচ্চর নিকর পদচর রথ বরূথন্হি কো গনৈ।
বহুরূপ নিসিচর জুথ অতিবল সেন বরনত নহিঁ বনৈ ॥১
বন বাগ উপবন বাটিকা সর কূপ বাপীঁ সোহহীঁ।
নর নাগ সুর গন্ধর্ব কন্যা রূপ মুনি মন মোহহীঁ ॥
কহুঁ মাল দেহ বিসাল সৈল সমান অতিবল গর্জহীঁ।
নানা অখারেন্হ ভিরহিঁ বহুবিধি এক একন্হ তর্জহীঁ ॥২
করি জতন ভট কোটিন্হ বিকট তন নগর চহুঁ দিসি রচ্ছহীঁ।
কহুঁ মহিষ মানুষ ধেনু খর অজ খল নিসাচর ভচ্ছহীঁ ॥
এহি লাগি তুলসীদাস ইন্হ কী কথা কছু এক হৈ কহী।
রঘুবীর সর তীরথ সরীরন্হি ত্যাগি গতি পৈহহিঁ সহী ॥৩

দোহা - পুর রখবারে দেখি বহু কপি মন কীন্হ বিচার।
অতি লঘু রূপ ধরৌঁ নিসি নগর করৌঁ পইসার ॥৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—এক নিশাচরী ছিল সিন্ধুর মাঝারে। নভচরী পক্ষী ধরে মায়ার বিস্তারে ॥
জীব জন্তু যত সব গগনে উড়িত। তা'সবার প্রতিবিম্ব জলেতে হেরিত ॥১
ছায়া যদি ধরে তবে উড়িতে নারিত। হেন মতে নভচরে ভোজন করিত ॥
সেই ছল হনুমানে যদা বিস্তারিল। তা'র কপটতা কপি ত্বরাতে চিনিল ॥২
তাহারে মারিয়া তদা পবননন্দন। সিন্ধু-পারে ধীরমতি করিল গমন ॥
সেথা চারু বন-শোভা দেখিতে পাইল। মধুলোভে অলিদলে গুঞ্জিতে শুনিল ॥৩
নানা তরু, ফল, ফুল সুন্দর শোভিত। খগ-মৃগবৃন্দে হেরি' মানস মোহিত ॥
বিশাল পর্ব্বত হেরি' তার পুরোভাগে। তদুপরি ধে'য়ে চড়ে ভয় পরিত্যাগে ॥৪
উমা! ইথে অধিকতা না হের কপিতে। প্রভুর প্রতাপে পারে কালে সে গ্রাসিতে
গিরি'পরে চড়ি' লঙ্কা দেখিতে পাইল। বর্ণনা-অতীত সেথা মহাদুর্গ ছিল ॥৫

বাংলা অর্থ—পরিছাহীঁ—ছায়া; গগগনচর—পক্ষী; দেখী—দেখিলেন; চঞ্চরীক—ভ্রমর; উতঙ্গ—উচ্চ, উত্তুঙ্গ; কোট—পরিখা; চউহট্ট—চৌরাস্তা; হট্ট—বাজার, হাট; সুবট্ট—সুন্দর রাস্তা; বীথীঁ—গলি; বরূথনহি—দলসমূহ; বাটিকা—পুষ্পবাটিকা; মাল—মল্ল, যোদ্ধা; অখারেন্হ—আখড়া, আড্ডা; ভিরহিঁ—ভিড়ে, মিলিত হয়; সহী—নিশ্চয়; পইসার—প্রবেশ; পৈহহিঁ—পাইবে; (দো—৩)

সোনার প্রাচীর সেথা পরম প্রকাশ। সু-উচ্চ সাগর-ঘেরা যা'র চারিপাশ ॥৬

ছন্দ— কনক-প্রাচীর মণিতে খচিত বিচিত্র ভবন সুন্দর সজ্জিত।
চৌরাস্তা, বাজার, মনোহর পথ সুন্দর নগর বহুধা রচিত ॥
গজ-বাজি-রাজি তথা অশ্বতর, পদাতিক, রথ সংখ্যা করা দায়।
বিবিধ আকার নিশাচর যূথ অতিবলী সেনা বর্ণনে না যায় ॥১
বন উপবন বাগ ও বাটিকা, সর, কূপ, বাপী সেথায় শোভিত।
নর, নাগ, সুর, গন্ধর্ব্ব-কুমারী রূপে করে মুনি-মন বিমোহিত ॥
কোথা মল্ল-দেহ শৈল-সম ভারী অতি বলীয়ান্ গর্জ্জিতে লাগিছে।
নানা আখড়াতে মিলি' বহুবিধ একে অন্য জনে তর্জ্জন করিছে ॥২
যত্নে কোটি সেনা বিকট আকার পুর-চতুর্দ্দিকে করিছে রক্ষণ।
খল রাক্ষসেরা অজ, ধেনু, খর, মহিষ, মানুষ করিছে ভক্ষণ ॥
ইহার লাগিয়া এ' তুলসীদাস অল্প কিছু ভাষি' করিছে বর্ণন।
রাম-শর-তীর্থে তনু ত্যজি' সখে! পরম পদেতে লভিবে আসন ॥৩

দোহা— পুরের রক্ষক-সংখ্যা বেশী হেরি' কপি মনে করিল বিচার।
অতি লঘু-রূপে নিশাকালে পুরে প্রবেশিতে মানস তাহার ॥৩॥

মূল

চৌ - মসক সমান রূপ কপি ধরী। লঙ্কহি চলেউ সুমিরি নরহরী ॥
নাম লঙ্কিনী এক নিসিচরী। সো কহ চলেসি মোহি নিঁদরী ॥১
জানেহি নহীঁ মরমু সঠ মোরা। মোর অহার জহাঁ লগি চোরা ॥
মুঠিকা এক মহা কপি হনী। রুধির বমত ধরনীঁ ঢনমনী ॥২
পুনি সম্ভারি উঠী সো লঙ্কা। জোরি পানি কর বিনয় সসঙ্কা ॥
জব রাবনহি ব্রহ্ম বর দীন্হা। চলত বিরঞ্চি কহা মোহি চীন্হা ॥৩
বিকল হোসি তৈঁ কপি কেঁ মারে। তব জানেসু নিসিচর সংঘারে ॥
তাত মোর অতি পুন্য বহূতা। দেখেউঁ নয়ন রাম কর দূতা ॥৪

দোহা— তাত স্বর্গ অপবর্গ সুখ ধরিঅ তুলা এক অঙ্গ।
তুল ন তাহি সকল মিলি জো সুখ লব সতসঙ্গ ॥৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ - কপি রূপ ধরে যেন মশক সমান। নরহরি স্মরি' করে লঙ্কাতে প্রয়াণ।
লঙ্কিনী নামেতে এক ছিল নিশাচরী। সে কয় কোথা যাও মোরে অনাদরি' ॥১

বাংলা অর্থ—মসক—মশা; নিঁদরি—নিরাদর (অগ্রাহ্য) করিয়া; জহাঁ লগি—যেই হউক; মুঠিকা—মুষ্ট্যাঘাত; ঢনমনী—লুটাইয়া পড়িল; চীন্হা কহা—পরিচয় করিয়া কহিয়াছিলেন; সংঘারে—নষ্ট হইবে; তুলা—তুলাদণ্ড; লব—ক্ষণমাত্র; (দো—৪)

ওর শঠ ! জানিলি না মরম আমার। যেথা চোর পাব তারে করিব আহার॥
মহাকপি মুষ্ট্যাঘাত হানে এক তায়। সে রক্ত বমন করি' ধরাতে লুটায়॥২
লঙ্কিনী সামালি' পুন হইয়া উত্থিত। যুক্ত করে সবিনয়ে কহে সশঙ্কিত॥
রাবণেরে ব্রহ্মা যবে বর দিয়া যা'ন। আমারে চিনিয়া তিনি এ' কথা শুনান॥৩
কপির আঘাতে যবে হইবে বিকল। তবে জেনো হত হ'বে নিশাচরদল॥
তাত ! মোর জানি' অতি বড় পুণ্যবল। রাম-দূতে হেরি' করি নয়ন সফল॥৪
দোহা— স্বর্গ-মোক্ষ-সুখ ধর যদি তাত ! একাধারে রয় তুলাদণ্ড'পরে।
তুলনা না হয় সবে মিলি' তা'য় যে সুখ ক্ষণিক সাধুসঙ্গ ক'রে॥৪॥

মূল

চৌ—প্রবিসি নগর কীজে সব কাজা। হৃদয়ঁ রাখি কোসলপুর রাজা॥
গরল সুধা রিপু করহিঁ মিতাঈ। গোপদ সিন্ধু অনল সিতলাঈ॥১
গরুড় সুমেরু রেনু সম তাহী। রাম কৃপা করি চিতবা জাহী॥
অতি লঘু রূপ ধরেউ হনুমানা। পৈঠা নগর সুমিরি ভগবানা॥২
মন্দির মন্দির প্রতি করি সোধা। দেখে জহঁ তহঁ অগনিত জোধা॥
গয়উ দসানন মন্দির মাহীঁ। অতি বিচিত্র কহি জাত সো নাহীঁ॥৩
সয়ন কিএঁ দেখা কপি তেহী। মন্দির মহুঁ ন দীখি বৈদেহী॥
ভবন এক পুনি দীখ সুহাবা। হরি মন্দির তহঁ ভিন্ন বনাবা॥৪
দোহা— রামায়ুধ অঙ্কিত গৃহ সোভা বরনি ন জাই।
নব তুলসীকা বৃন্দ তহঁ দেখি হরষ কপিরাই।৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নগরে প্রবেশি' তুমি সাধ সব কাজ। হৃদয়-মাঝারে রাখি' কোশলের রাজ॥
বিষ সুধা-সম রিপু করিবে মিত্রতা। বারিধি গোষ্পদ হবে অনলে শীতলতা॥১
হে গরুড় ! ধূলি-সম সুমেরু তাহার। রাম দরশন ভাগ্যে মিলেছে যাহার॥
অতি লঘুরূপ তদা ধরে হনুমান। পুরে প্রবেশিল স্মরি' রাম ভগবান্।২
গৃহে গৃহে প্রবেশিয়া করিল সন্ধান। হেরিল অসংখ্য যোদ্ধা করে অবস্থান॥
দশানন গৃহে কপি প্রবেশ করিল। বিচিত্র তাহার দৃশ্য বর্ণিতে নারিল।৩
কপি তা'রে হেরে সেথা রয়েছে শয়ান। কোন গৃহে নাহি মিলে বৈদেহী-সন্ধান॥
পুন এক গৃহে দেখে অতি সুশোভিত। হরির মন্দির সেথা পৃথক্ রচিত॥৪
দোহা— রাম ধনুর্ব্বাণে অঙ্কিত সে গৃহে শোভা তার না যায় বর্ণনে।
নব তুলসীর বন তথা হেরি' কপিরাজ হরষিত মনে॥৫॥

বাংলা অর্থ—মিতাঈ—মিত্রতা; গোপদ—গোষ্পদ, ক্ষুদ্র গরুর ক্ষুরতুল্য গর্ত; সিতলাঈ—শীতলতা; চিতবা—দেখেন; পৈঠা—প্রবেশ করিলেন; সোধা—সন্ধান; দীখি—দেখিলেন; নাহি কহি জাত—কহা যায় না; (দো—৫)

মূল

চৌ—লঙ্কা নিসিচর নিকর নিবাসা। ইহাঁ কহাঁ সজ্জন কর বাসা॥
মন মহুঁ তরক করৈঁ কপি লাগা। তেহীঁ সময় বিভীষনু জাগা॥১
রাম রাম তেহিঁ সুমিরন কীন্হা। হৃদয় হরষ কপি সজ্জন চীন্হা॥
এহি সন হঠি করিহউঁ পহিচানী। সাধু তে হোই ন কারজ হানী॥২
বিপ্র রূপ ধরি বচন সুনাএ। সুনত বিভীষন উঠি তহঁ আএ॥
করি প্রনাম পূঁছী কুসলাঈ। বিপ্র কহহু নিজ কথা বুঝাঈ॥৩
কী তুম্হ হরি দাসন্হ মহঁ কোঈ। মোরেঁ হৃদয় প্রীতি অতি হোঈ॥
কী তুম্হ রামু দীন অনুরাগী। আয়হু মোহি করন বড়ভাগী॥৪

দোহা— তব হনুমন্ত কহী সব রাম কথা নিজ নাম।
সুনত জুগল তন পুলক মন মগন সুমিরি গুন গ্রাম॥৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—লঙ্কা জানি নিশাচর নিকর নিবাস। কেমনে সম্ভব হেথা সজ্জনের বাস॥
মনো-মাঝে হেন তর্ক কপিরাজ করে। হেন কালে বিভীষণ আপনি জাগরে॥১
রাম নাম যবে সেই করে উচ্চারণ। হিয়া হরষিত কপি চিনিল সজ্জন॥
নির্ভয়ে ইহার সনে চিন্তে পরিচয়। সাধু হ'তে কভু নাহি কার্য্যহানি হয়॥২
বিপ্ররূপ ধরি' কপি বাণী শুনাইলা। শুনি' বিভীষণ উঠি' তথায় আসিলা॥
প্রণাম করিয়া তা'রে পুছে কুশলতা। ওহে বিপ্র! বুঝাইয়া কহ নিজ কথা॥৩
হরিভক্ত মাঝে কিগো তুমি একজন? মম হিয়া তাহে অতি পিরীতি-মগন॥
তুমি বুঝি নিজে রাম দীনে অনুরাগী। করিতে এসেছ মোরে সৌভাগ্যের ভাগী॥৪

দোহা— তবে হনুমান সকল কহিল রাম-কথা তথা নিজ নাম।
শুনি' দু'জনার তনুতে পুলক মনে স্মরি' রাম-গুণগ্রাম॥৬

মূল

চৌ—সুনহু পবনসুত রহনি হমারী। জিমি দসনন্হি মহুঁ জীভ বিচারী॥
তাত কবহুঁ মোহি জানি অনাথা। করিহহিঁ কৃপা ভানুকুল নাথা॥১
তামস তনু কছু সাধন নাহীঁ। প্রীতি ন পদ সরোজ মন মাহীঁ॥
অব মোহি ভা ভরোস হনুমন্তা। বিনু হরিকৃপা মিলহিঁ নহিঁ সন্তা॥২
জৌঁ রঘুবীর অনুগ্রহ কীন্হা। তৌ তুম্হ মোহি দরসু হঠি দীন্হা॥
সুনহু বিভীষন প্রভু কৈ রীতী। করহিঁ সদা সেবক পর প্রীতী॥৩
কহহু কবন মৈঁ পরম কুলীনা। কপি চঞ্চল সবহীঁ বিধি হীনা॥
প্রাত লেই জো নাম হমারা। তেহি দিন তাহি ন মিলৈ অহারা॥৪

বাংলা অর্থ—তরক—তর্ক; হঠি—হঠাৎ করিয়া; হরি দাসন্হ মহঁ—হরিভক্তগণের মধ্যে; বড়ভাগী করন—কৃতার্থ করিতে; পহিচানী—পরিচয়; (দো—৬)

দোহা— অস মৈঁ অধম সখা সুনু মোহূ পর রঘুবীর।
কীন্হী কৃপা সুমিরি গুন ভরে বিলোচন নীর ॥৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন হে পবন-সুত ! যে দশা আমার। দন্ত-রাজি-মাঝে যথা জিহ্বার বিস্তার
ওহে তাত ! কভু মোরে জানিয়া অনাথ। কৃপালু হবেন না কি রবি-কুলনাথ ? ১
তামস শরীর তাহে সাধন-বর্জ্জিত। তাঁ'র পাদ-পদ্মে প্রীতি না রাখে এ' চিত ॥
এবে কিন্তু আশা রাখি ওহে হনুমন্ ! হরি-কৃপা বিনা নহে সাধু-সমাগম ॥২
রাম কৃপাপর ধ্রুব এবে মমো'পরি। তাই দিলে দরশন নিজে ইচ্ছা করি' ॥
কপি কন—বিভীষণ শুন প্রভু-রীতি। রাম রক্ষে তা'রে যার ভক্ত'পরে প্রীতি ॥৩
কহত আমি বা কোন্ পরম কুলীন। চঞ্চলতা মম গুণ সর্ব্ববিধি-হীন ॥
প্রাতঃকালে নাম কেহ লইলে আমার। সেই দিন তা'র নাহি মিলিবে আহার ॥৪
দোহা— শুন আমি হেন নীচ সখা তাঁর কৃপা'পর তবু রঘুবীর।
হেনমতে স্মরি' রাম গুণগ্রাম দু'টি আঁখি ভরে তা'র নীর ॥৭

মূল

চৌ—জানতহুঁ অস স্বামী বিসারী। ফিরহিঁ তে কাহে ন হোহিঁ দুখারী ॥
এহি বিধি কহত রাম গুন গ্রামা। পাবা অনির্বাচ্য বিশ্রামা ॥১
পুনি সব কথা বিভীষন কহী। জেহি বিধি জনকসুতা তহঁ রহী ॥
তব হনুমন্ত কহা সুনু ভ্রাতা। দেখী চহউঁ জানকী মাতা ॥২
জুগুতি বিভীষন সকল সুনাঈ। চলেউ পবনসুত বিদা করাঈ ॥
করি সোই রূপ গয়উ পুনি তহবাঁ। বন অসোক সীতা রহ জহবাঁ ॥৩
দেখি মনহি মহুঁ কীন্হ প্রনামা। বৈঠেহি বীতি জাত নিসি জামা ॥
কৃস তনু সীস জটা এক বেনী। জপতি হৃদয়ঁ রঘুপতি গুন শ্রেনী ॥৪
দোহা— নিজ পদ নয়ন দিএঁ মন রাম পদ কমল লীন।
পরম দুখী ভা পবনসুত দেখি জানকী দীন ॥৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—জানিয়া এহেন স্বামী যে জন ভুলিবে। বিষয় তাহারে কেন দুঃখ নাহি দিবে ?
হেন মতে কহে যদা রাম-গুণগ্রাম। লভে কপি বাক্যাতীত মানস-বিশ্রাম ॥১

বাংলা অর্থ—রহনি—স্থিতি, অবস্থা ; দসনন্হি মহঁ—দন্তগণের মধ্যে ; বিচারী—বেচারা ; কবন—কোন্ ; ভরোস—ভরসা, আশ ; (দো—৭)

বাংলা অর্থ—বিসারী—ভুলিয়া ; ফিরহিঁ—চলাফেরা করে ; অনির্ব্বাচ্য—অনির্ব্বচনীয় ; জুগুতি—যুক্তি, উপায় ; বিদা করাঈ—বিদায় লইয়া ; তহবাঁ—সেথায় ; জহবাঁ—যেথায় ; বীতি জাত—চলিয়া গেল ; জামা—যাম, প্রহর ; বেনী—বেণী ; (দো—৮)

পুন সব কথা তবে কহে বিভীষণ। জনকের সুতা সেথা রয়েছে যেমন ॥
তদা হনুমান কহে শুন ওহে ভ্রাতা! দেখিবারে চাই কোথা মম সীতা মাতা ॥২
বিভীষণ শুনাইলা সকল উপায়। চলিলা পবন-সুত লইয়া বিদায় ॥
পূর্ব্বরূপ ধরি' পুন সেথায় চলিলা। অশোক কাননে যেথা জানকী আছিলা ॥৩
দেখি' মনে মনে তাঁরে করিল প্রণাম। বসি' তাঁর চ'লে গেল নিশি চারি যাম ॥
শিরে জটা এক বেণী কৃশ তাঁর কায়া। মনে মনে জপে রাম-গুণ রাম-জায়া ॥৪
দোহা— নিজ পদ-পানে নয়ন রাখিয়া মন রাম পাদ-পদ্মে লীন।
অতি দুখ পা'ন পবন তনয় দেখি' নিজে জানকীরে দীন।৮॥

মূল

চৌ— তরু পল্লব মহুঁ রহা লুকাঈ। করই বিচার করৌঁ কা ভাঈ ॥
তেহি অবসর রাবনু তহঁ আবা। সঙ্গ নারি বহু কিএঁ বনাবা।১
বহু বিধি খল সীতহি সমুঝাবা। সাম দান ভয় ভেদ দেখাবা ॥
কহ রাবনু সুনু সুমুখি সয়ানী। মন্দোদরী আদি সব রানী ॥২
তব অনুচরীঁ করউঁ পন মোরা। এক বার বিলোকু মম ওরা ॥
তৃন ধরি ওট কহতি বৈদেহী। সুমিরি অবধপতি পরম সনেহী ॥৩
সুনু দসমুখ খদ্যোত প্রকাসা। কবহুঁ কি নলিনী করই বিকাসা ॥
অস মন সমুঝু কহতি জানকী। খল সুধি নহিঁ রঘুবীর বান কী ॥৪
সঠ সূনেঁ হরি আনেহি মোহী। অধম নিলজ্জ লাজ নহিঁ তোহী ।৫
দোহা— আপুহি সুনি খদ্যোত সম রামহি ভানু সমান।
পরুষ বচন সুনি কাঢ়ি অসি বোলা অতি খিসিআন ॥৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তরুর পল্লব মাঝে আপনি লুকায়। বিচারিলা—দুঃখ-নাশে কি আছে উপায়?
সেই অবসরে তথা আসিল রাবণ। বহু সাজ-সজ্জা তার সঙ্গে নারীগণ ॥১
বিবিধ প্রকারে খল সীতারে বুঝায়। সাম-দান-ভয়-ভেদ তাঁহারে দেখায় ॥
সুমুখি চতুরা! শুন, কহিল রাবণ। মন্দোদরী আদি যত শ্রেষ্ঠ রাণীগণ ॥২
তব অনুচরী করি—এই মম পণ। একবার মোর পানে কর বিলোকন ॥
বৈদেহী সম্মুখে তৃণ আবরণ ধরি'। ক'ন—অতি স্নেহশীল রঘুনাথে স্মরি' ॥৩
শুন ওহে দশানন! খদ্যোত-প্রকাশ। করিতে পারিবে কভু নলিনী-বিকাশ?
সীতা ক'ন—মনে যেন রাখ এই জ্ঞান। খল-জন-দর্প নাশে রঘুবীর-বাণ ॥৪
একাকিনী পেয়ে মোরে হরিয়া আনিলি। অধম নিলাজ কিছু লাজ না ধরিলি ॥৫

বাংলা অর্থ—বানাবা কিএঁ—সুসজ্জিত হইয়া; সয়ানী—বুদ্ধিমতী; ওরা—দিক্; ওট—আবরণ-স্বরূপ; খদ্যোত প্রকাস—জোনাকির আলো-তুল্য; সমুঝু—বুঝিবে; সুধি—সংবাদ; কাঢ়ি—উন্মুক্ত করিয়া; খিসিআন—ক্রুদ্ধ; সুনু—শোন; (দো—৯)

দোহা— নিজেরে শুনিয়া খদ্যোত-সমান রঘুবীরে রবির সমান।
ক্রূর-বাক্য শুনি' কোষ-মুক্ত অসি কহে বাক্য অতি ক্রোধবান্ ॥৯॥

মূল

চৌ—সীতা তৈঁ মম কৃত অপমানা। কটিহউঁ তব সির কঠিন কৃপানা॥
নাহিঁ ত সপদি মানু মম বানী। সুমুখি হোতি ন ত জীবন হানী ॥১
স্যাম সরোজ দাম সম সুন্দর। প্রভু ভুজ করি কর সম দসকন্ধর॥
সো ভুজ কণ্ঠ কি তব অসি ঘোরা। সুনু সঠ অস প্রবান পন মোরা ॥২
চন্দ্রহাস হরু মম পরিতাপং। রঘুপতি বিরহ অনল সঞ্জাতং॥
সীতল নিসিত বহসি বর ধারা। কহ সীতা হরু মম দুখ ভারা ॥৩
সুনত বচন পুনি মারন ধাবা। ময়তনয়াঁ কহি নীতি বুঝাবা॥
কহেসি সকল নিসিচরিন্হ বোলাঈ। সীতহি বহু বিধি ত্রাসহু জাঈ ॥৪
মাস দিবস মহুঁ কহা ন মানা। তৌ মৈঁ মারবি কাঢ়ি কৃপানা ॥৫
দোহা— ভবন গয়উ দসকন্ধর ইহাঁ পিসাচিনি বৃন্দ।
সীতহি ত্রাস দেখাবহিঁ ধরহিঁ রূপ বহু মন্দ ॥১০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সীতা মোরে জর্জ্জরিলে হেন অপমানে। কাটিব তোমার শির কঠিন কৃপাণে॥
নহে ত' এখনি তুমি মানো মম বাণী। না মানিলে হে সুমুখি! তব প্রাণ-হানি ॥১
শ্যামল সরোজ-মাল্য-সমান সুন্দর। প্রভু-ভুজ হে রাবণ। সম করি-কর॥
সেই ভুজ কণ্ঠে কিম্বা তব অসি ঘোর। শুন শঠ! এই স্থির পণ জেনো মোর ॥২
ওহে তরবারি! হর পরিতাপ মম। রামের বিরহ যেন অনলের সম॥
শীতল শাণিত জানি তব ক্ষুরধার। কহে সীতা—তুমি হর মম দুখভার ॥৩
শুনিয়া রাবণ পুন মারিতে ধাইল। মন্দোদরী নীতি কহি' তারে বুঝাইল॥
রাক্ষসীগণেরে ডাকি' দশানন কয়। তোমরা সীতারে গিয়া দেখাইবে ভয় ॥৪
এক মাস মাঝে যদি কথা নাহি মানে। তা'হলে তাহারে আমি বধিব কৃপাণে ॥৫
দোহা— চলিল ভবন তদা দশানন রহে সেথা পিশাচিনী-দলে।
ভয় দেখাইতে লাগিল সীতারে বহুরূপ ধরিয়া সকলে ॥১০॥

মূল

চৌ—ত্রিজটা নাম রাচ্ছসী একা। রাম চরন রতি নিপুন বিবেকা॥
সবন্হৌ বোলি সুনাএসি সপনা। সীতহি সেই করহু হিত অপনা ॥১

বাংলা অর্থ—সপদি—এইক্ষণ; মানু—মান্য কর; স্যাম—শ্যামবর্ণ; সরোজ দাম—পদ্মমাল্য; করি কর—হস্তিশুণ্ড; প্রবান—প্রমাণ; চন্দ্রহাস—তরবারি; নিসিত—শাণ দেওয়া; ধারা—ধার; ময়তনয়া—ময়দানবের পুত্রী (মন্দোদরী); কহা—কথা; কাঢ়ি—উন্মুক্ত করিয়া; হরু—হরণ কর; হোতি—হইবে; (দো—১০)

সপনেঁ বানর লঙ্কা জারী। জাতুধান সেনা সব মারী॥
খর আরূঢ় নগন দসসীসা। মুণ্ডিত সির খণ্ডিত ভুজ বীসা ॥২
এহি বিধি সো দচ্ছিন দিসি জাঈ। লঙ্কা মনহুঁ বিভীষন পাঈ ॥
নগর ফিরি রঘুবীর দোহাঈ। তব প্রভু সীতা বোলি পঠাঈ ॥৩
য়হ সপনা মৈঁ কহউঁ পুকারী। হোইহি সত্য গএঁ দিন চারী ॥
তাসু বচন সুনি তে সব ডরীঁ। জনকসুতা কে চরনন্হি পরীঁ ॥৪

দোহা— জহঁ তহঁ গঈ সকল তব সীতা কর মন সোচ।
মাস দিবস বীতেঁ মোহি মারিহি নিসিচর পোচ॥১১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ত্রিজটা নামেতে ছিল এক নিশাচরী। বিচারে নিপুণ রাম-পদে নতি ভারি।
সবারে ডাকিয়া নিজ শুনায় স্বপন। সীতা সেবি' কর সবে স্বশুভ-সাধন ॥১
স্বপ্নে হেরে—কপি এক লঙ্কা জ্বালাইল। নিশাচর সেনা যত সবারে হানিল ॥
গর্দ্দভে আরুঢ় লগ্ন রহে দশশির। কুড়িটি খণ্ডিত বাহু মুণ্ডিত সে শির ॥২
হেন মতে যমপুরে করে সে গমন। লঙ্কারাজ্য অধিকার করে বিভীষণ ॥
রঘুবীর গুণ-গানে নগর ভরিল। প্রভু জানকীরে যেন ডাকিতে কহিল ॥৩
এই স্বপ্ন সত্য আমি কহিনু ঘোষিয়া। দু'চার দিবস মাঝে যাইবে ফলিয়া ॥
তাহার বচন শুনি' সবে ভয় পায়। নত করে শির সবে জানকীর পায় ॥৪

দোহা— ত্যজিল সেস্থান সকলে যখন চিন্তা'পর হয় জানকীর মন—
এক মাস কাল গত হ'লে পরে নিশাচর মোরে করিবে হনন ॥১১॥

মূল

চৌ—ত্রিজটা সন বোলীঁ কর জোরী। মাতু বিপতি সঙ্গিনি তৈঁ মোরী ॥
তজৌঁ দেহ করু বেগি উপাঈ। দুসহ বিরহু অব নহিঁ সহি জাঈ ॥১
আনি কাঠ রচু চিতা বনাঈ। মাতু অনল পুনি দেহি লগাঈ ॥
সত্য করহি মম প্রীতি সয়ানী। সুনৈ কো শ্রবন সূল'সম বানী ॥২
সুনত বচন পদ গহিঁ সমুঝাএসি। প্রভু প্রতাপ বল সুজসু সুনাএসি ॥
নিসি ন অনল মিল সুনু সুকুমারী। অস কহি সো নিজ ভবন সিধারী ॥৩
কহ সীতা বিধি ভা প্রতিকূলা। মিলিহি ন পাবঁক মিটিহি ন সূলা ॥
দেখিঅত প্রগট গগন অঙ্গারা। অবনি ন আবত একউ তারা ॥৪
পাবকময় সসি স্রবত ন আগী। মানহুঁ মোহি জানি হতভাগী ॥
সুনহি বিনয় মম বিটপ অসোকা। সত্য নাম করু হরু মম সোকা ॥৫

বাংলা অর্থ—বোলি—ডাকিয়া; **সপনা**—স্বপ্ন; **সেই**—সেবা করিয়া; **জারী**—পোড়াইয়া দিয়াছে; **জাতুধান**—রাক্ষস (যাতুধান); **নগন**—নগ্ন; **খর**—গর্দ্দভ; **দচ্ছিন দিসি**—যমপুরের দিকে; **দোহাঈ**—জয়; **ডরীঁ**—ভয় পাইল; **পোচ**—হীন; (দো—১১)

নূতন কিসলয় অনল সমানা। দেহি অগিনি জনি করহি নিদানা॥
দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। সো ছন কপিহি কলপ সম বীতা॥৬
দোহা— কপি করি হৃদয় বিচার দীন্‌হি মুদ্রিকা ডারি তব।
জনু অসোক অঙ্গার দীন্‌হ হরষি উঠি কর গহেউ॥১২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যুক্ত করে ক'ন সীতা ত্রিজটার সনে। বিপৎ-সঙ্গিনী মোরে জানো তুমি মনে
তনু ত্যজিবার ত্বরা করহ উপায়। দুঃসহ বিরহ এবে সহা নাহি যায়॥১
কাষ্ঠ আনি' নিজ হস্তে রচ তুমি চিতা। বহ্নি জ্বালাইয়া মাতঃ! দাহ কর সীতা॥
হে চতুরে! তাই কর যাহে প্রীতি মম। কে বল শুনিবে রাবণ-বাণী শূল-সম? ২
কথা শুনি' পদে ধরি' তাঁরে বুঝাইল। প্রভুর প্রতাপ-যশ-শক্তি শুনাইল॥
হে সীতে! নিশিথে অগ্নি পাইব কোথায়? ইহা কহি স্বভবনে সোজা চলি' যায়॥৩
সীতা ক'ন এবে বিধি হ'ন প্রতিকূল। মিলিবে না অগ্নি তাই মিটিবে না শূল॥
আকাশে জ্বলিছে তারা! অঙ্গার যেমন। ধরাতে একটি তারা না দেখি এখন॥৪
অগ্নিময় শশী তবু অগ্নি নাহি ক্ষরে। হতভাগ্য জানি' মোরে এহেন আচরে॥
শুনহ বিনতি মম হে তরু অশোক! তব নাম সত্য করো হর মম শোক॥৫
নূতন যে কিশলয় তাহা অগ্নি-সম। অগ্নি মোরে দাও,—দুখ না দিও চরম॥
পরম বিরহাকুল হেরে সে সীতায়। দুঃখ-ক্ষণ হনু-কাছে কল্প-সম যায়॥৬
দোহা— কপি মনে মনে করিয়া বিচার অঙ্গুরী নিক্ষেপ করিল তখন॥
অশোক অঙ্গার দান করে যেন সীতা হরষিতা করিল গ্রহণ॥১২॥

মূল

চৌ—তব দেখী মুদ্রিকা মনোহর। রাম নাম অঙ্কিত অতি সুন্দর॥
চকিত চিতব মুদরী পহিচানী। হরষ বিষাদ হৃদয় অকুলানী॥১
জীতি কো সকই অজয় রঘুরাঈ। মায়া তেঁ অসি রচি নহিঁ জাঈ॥
সীতা মন বিচার কর নানা। মধুর বচন বোলেউ হনুমানা॥২
রামচন্দ্র গুন বরনৈঁ লাগা। সুনতহিঁ সীতা কর দুখ ভাগা॥
লাগীঁ সুনৈঁ শ্রবন মন লাঈ। আদিহু তেঁ সব কথা সুনাঈ॥
শ্রবনামৃত জেহিঁ কথা সুহাঈ। কহী সো প্রগট হোতি কিন ভাঈ॥
তব হনুমন্ত নিকট চলি গয়উ। ফিরি বৈঠীঁ মন বিসময় ভয়উ॥৪
রাম দূত মৈঁ মাতু জানকী। সত্য সপথ করুনানিধান কী॥
য়হ মুদ্রিকা মাতু মৈঁ আনী। দীন্‌হি রাম তুম্‌হ কহঁ সহিদানী॥৫

বাংলা অর্থ—রচু—রচনা কর; তৈঁ—তুমি; করু—কর; করহি—কর; সমুঝা-এসি—বুঝাইলেন; সিধারী—চলিয়া গেলেন; দেখিয়ত—দেখা যাইতেছে; নিদানা—শেষ সীমা; মুদ্রিকা—আংটি; ডারি—ফেলিয়া; কিসলয়—কচি পাতা; (দো—১২)

নর বানরহি সঙ্গ কহু কৈসেঁ। কহী কথা ভই সঙ্গতি জৈসেঁ ॥৬

দোহা— কপি কে বচন সপ্রেম সুনি উপজা মন বিশ্বাস।
জানা মন ক্রম বচন য়হ কৃপাসিন্ধু কর দাস ॥১৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অঙ্গুরী হেরেন সীতা অতি মনোহর। রাম নাম বিভূষিত অতীব সুন্দর ॥
চকিত অঙ্গুরী হেরি' বুঝে পরিচয়। হরষে বিষাদে হিয়া আকুলিত হয় ॥১
কে জিনিতে পারে বল অজেয় রাঘব? মায়াতে রচিত নাহি তাঁর অবয়ব ॥
নানা কথা বিচারিছে জানকীর মন। হনুমান কয় তবে মধুর বচন ॥২
রামচন্দ্র-গুণ-গাঁথা করিল বর্ণন। শুনিয়া সীতার দুখ হইল মোচন ॥
শুনিতে লাগিল সব কান, মন দিয়া। আদি হ'তে সব কথা দিল শুনাইয়া ॥৩
কানে সুধা-সম চারু শুনি' কথা যা'র। হে ভ্রাতঃ! এস না কেন সম্মুখে আমার?
হনুমান্ তবে তাঁ'র নিকটে চলিলা। মুখ ফিরি' বসি' সীতা বিস্ময় মানিলা ॥৪
হে মাতঃ জানকী! মোরে রাম-দূত জানো। করুণা-নিধান-নামে দিব্য লই মানো
এই অঙ্গুরীয় মাতঃ! আনীত আমার। শ্রীরামের দান ইহা স্বাক্ষর তাঁহার।৫
একত্র বানর-নর কহত কেমনে। তাহা কহি এবে শুন মিলন যেমনে ॥৬

দোহা— উপজিল শুনি' মনেতে বিশ্বাস প্রেম-ভরা হনুর বচন।
জানি' নিল তা'রে কায়-মনো-বাক্যে কৃপাসিন্ধু-ভক্ত একজন ॥১৩॥

মূল

চৌ—হরিজন জানি প্রীতি অতি গাঢ়ী। সজল নয়ন পুলকাবলি বাঢ়ী ॥
বূড়ত বিরহ জলধি হনুমানা। ভয়হু তাত মো কহুঁ জলজানা ॥১
অব কহু কুসল জাউঁ বলিহারী। অনুজ সহিত সুখ ভবন খরারী ॥
কোমলচিত কৃপাল রঘুরাঈ। কপি কেহি হেতু ধরী নিঠুরাঈ ॥২
সহজ বানি সেবক সুখদায়ক। কবহুঁক সুরতি করত রঘুনায়ক ॥
কবহুঁ নয়ন মম সীতল তাতা। হোইহহিঁ নিরখি স্যাম মৃদু গাতা ॥৩
বচনু ন আব নয়ন ভরে বারী। অহহ নাথ হৌঁ নিপট বিসারী ॥
দেখি পরম বিরহাকুল সীতা। বোলা কপি মৃদু বচন বিনীতা ॥৪
মাতু কুসল প্রভু অনুজ সমেতা। তব দুখ দুখী সুকৃপা নিকেতা ॥
জনি জননী মানহু জিয়ঁ ঊনা। তুম্হ তে প্রেমু রাম কেঁ দূনা ॥৫

বাংলা অর্থ—মুদরী—আংটি; পহিচানা—চিনিলেন; অকুলানী—আকুল; অসি—এইরূপ; ভাগা—চলিয়া গেল; আদিহু তেঁ—প্রথম হইতে; কিন—কেন না; ফিরি বৈঠী—মুখ ফিরাইয়া বসিলেন; সহিদানী—স্বাক্ষর বা পরিচয়; কহী—বলিলেন; উপজা—জন্মিল; সঙ্গতি—মিলন; দেখিয়ত—দৃষ্ট হইতেছে; (দো—১৩)

দোহা— রঘুপতি কর সন্দেসু অব সুনু জননী ধরি ধীর।
অস কহি কপি গদগদ ভয়উ ভরে বিলোচন নীর ॥১৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হরিজন জানি' প্রীতি গভীর হইল। আঁখি জলে ভ'রে দেহে পুলক ভাতিল ॥
বিরহ-সাগরে আমি হ'লে মজ্জমান। তুমি জলযান-সম তাত! হনুমান্ ॥১
বালাই যাউক, কহ কুশল বচন। সানুজ খরারি যিনি আনন্দ-ভবন ॥
কৃপাময় রঘুরাজ চিত্তে কোমলতা। কি হেতু ধরেন কপি কহ নিষ্ঠুরতা ॥২
স্বভাবতঃ ভকতের আনন্দ-দায়ক। কভু কি স্মরেন মোরে রঘুর নায়ক?
কভু তাত! মম আঁখি হ'বে কি শীতল? হেরিব কি সে মুরতি শ্যামল-কোমল?৩
কথা নাহি সরে বারি ভরিল নয়ন। ওহে নাথ! একবার না কর স্মরণ ॥
পরম বিরহাকুল হেরিয়া সীতারে ॥ মৃদুবাণী কপি কহে সবিনয়ে তাঁ'রে ॥৪
হে মাতঃ! কুশলী প্রভু অনুজের সন। তব দুখে দুখী র'ন কৃপানিকেতন ॥
হে জননি! হৃদয়েতে গ্লানি নাহি মানো। তোমা'-চেয়ে রাম-প্রেম বহুগুণ জানো॥৫
দোহা— রাঘব বারতা এবে শুন তুমি হে জননি! ধীরতা ধরিয়া।
গদ গদ কণ্ঠে ইহা কহে কপি,—আঁখি গেল বারিতে ভরিয়া ॥১৪॥

মূল

চৌ—কহেউ রাম বিয়োগ তব সীতা। মো কহুঁ সকল ভএ বিপরীতা ॥
নব তরু কিসলয় মনহুঁ কৃসানূ। কালনিসা সম নিসি সসি ভানূ ॥১
কুবলয় বিপিন কুন্ত বন সরিসা। বারিদ তপত তেল জনু বরিসা ॥
জে হিত রহে করত তেই পীরা। উরগ স্বাস সম ত্রিবিধ সমীরা ॥২
কহেহূ তেঁ কছু দুখ ঘটি হোঈ। কাহি কহৌঁ য়হ জান ন কোঈ ॥
তত্ত্ব প্রেম কর মম অরু তোরা। জানত প্রিয়া একু মনু মোরা ॥৩
সো মনু সদা রহত তোহি পাহীঁ। জানু প্রীতি রসু এতনেহি মাহীঁ ॥
প্রভু সন্দেসু সুনত বৈদেহী। মগন প্রেম তন সুধি নহিঁ তেহী ॥৪
কহ কপি হৃদয়ঁ ধীরু ধরু মাতা। সুমিরু রাম সেবক সুখদাতা ॥
উর আনহু রঘুপতি প্রভুতাঈ। সুনি মম বচন তজহু কদরাঈ ॥৫
দোহা— নিসিচর নিকর পতঙ্গ সম রঘুপতি বান কৃসানু।
জননী হৃদয়ঁ ধীর ধরু জরে নিসাচর জানু ॥১৫॥

বাংলা অর্থ—হরিজন—ভগবানের সেবক; বূড়ত—মজ্জমান; মো কহুঁ—আমার কাছে; জলজানা—জলযান, জাহাজ; নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা; সুরতি করত—স্মরণ করেন; অহহ নাথ—হা নাথ! নিপট—একেবারে; বিসারী হৌঁ—বিস্মৃত হইলে? সুকৃপা নিকেতা—করুণাধাম (রামচন্দ্র); দূনা—দ্বিগুণ; ঊনা—দীনতা; (দোঃ—১৪)

চৌ—রাম কহে এবে হেরি' সীতার বিরহে। আমা সবাকার সব বিপরীত রহে॥
নব-তরু-কিশলয় ভরে অগ্নিচ্ছবি। কাল নিশা-সম রাত্রি শশী যেন রবি॥১
পদ্মের কাননে বুঝি ভল্লুকের বন। তপ্ত তৈল মেঘ যেন করে বরিষণ॥
যেই হিতকারী এবে পীড়াদায়ী হয়। ত্রিবিধ সমীর সর্পশ্বাস-সম বয়॥২
প্রকাশ করিলে দুঃখ কিছু ক'মে যায়। কা'র কাছে জানাবার স্থান বা কোথায়?
তোমার আমার প্রেম কে বল বাখানে? জানো প্রিয়া মম মন একা তাহে জানে॥৩
তোমার নিকট সদা রহে সেই মন। ইহাতে প্রেমের মর্ম্ম বুঝহ কেমন॥
প্রভুর বারতা যবে বৈদেহী শুনিলা। প্রেমেতে মগন তনু-বোধ না রহিলা॥৪
কপি কহে হিয়া-মাঝে ধৈর্য্য ধর মাতা। স্মর রামে যিনি হ'ন ভক্তে সুখদাতা॥
হৃদয়েতে স্মর রঘুরাজের প্রভুতা। আমার বচন শুনি' ত্যজ কাতরতা।৫

দোহা— রাক্ষস-নিকর পতঙ্গ-সমান রাম-বাণ অগ্নি-সম মানো।
হে মাতঃ! হিয়াতে ধীরতা ধরিবে দগ্ধ হবে নিশাচর জানো॥১৫॥

মূল

চৌ—জৌঁ রঘুবীর হোতি সুধি পাঈ। করতে নহিঁ বিলম্বু রঘুরাঈ॥
রাম বান রবি উএঁ জানকী। তম বরূথ কহঁ জাতুধান কী॥১
অবহিঁ মাতু মৈঁ জাউঁ লবাঈ। প্রভু আয়সু নহিঁ রাম দোহাঈ॥
কছুক দিবস জননী ধরু ধীরা। কপিন্হ সহিত অইহহিঁ রঘুবীরা॥২
নিসিচর মারি তোহি লৈ জৈহহিঁ। তিহুঁ পুর নারদাদি জসু গৈহহিঁ॥
হৈঁ সুত কপি সব তুম্হহি সমানা। জাতুধান অতি ভট বলবানা॥৩
মোরেঁ হৃদয় পরম সন্দেহা। সুনি কপি প্রগট কীন্হি নিজ দেহা॥
কনক ভূধরাকার সরীরা। সমর ভয়ঙ্কর অতিবল বীরা॥৪
সীতা মন ভরোস তব ভয়উ। পুনি লঘু রূপ পবনসুত লয়উ॥৫

দোহা— সুনু মাতা সাখামৃগ নহিঁ বল বুদ্ধি বিসাল।
প্রভু প্রতাপ তেঁ গরুড়হি খাই পরম লঘু ব্যাল॥১৬॥

বাংলা অর্থ—মনহুঁ—মনে কর; কুবলয় বিপিন—কমল বন; কুন্ত—ভল্লুক; তপত—উত্তপ্ত; পীরা—পীড়া; স্বাস—শ্বাস; কহেহূ তে—বলিয়া প্রকাশ করিলে; ঘটি হোঈ—কমিয়া যায়; কাহি—কাহাকে; জানু—জানো; তন সুধি—দেহের কথা; সুমিরু—স্মরণ কর; কদরাই—ভীরুতা; জরে—জ্বলিয়া যাবে (ধ্বংস হবে); (দো—১৫)

বাংলা অর্থ—পাঈ হোতি—পাইতেন; করতে—করিতেন; উএঁ—উদিত হইলে; লবাঈ জাউঁ—লইয়া যাই; অইহহিঁ—আসিবেন; লৈ জৈহহিঁ—লইয়া যাইবেন; গৈহহিঁ—গাহিবেন; সাখামৃগ—বানর; ব্যাল—সর্প; খাই—খায়; (দো—১৬)

চৌ—রঘুবীরে বার্ত্তা এই যদি বা পোঁছিত। এ'কাল বিলম্ব তাঁ'র কভু না ঘটিত॥
রাম-বাণ রবি যদি হইত উদিত। নিশাচর-তম হেথা নিশ্চয় নাশিত॥১
মম ইচ্ছা এখনই তোমা ল'য়ে যাই। রামের দোহাই কহি— প্রভু-আজ্ঞা নাই॥
কিছু দিন হে জননি! ধৈর্য্য ধরি' রহ। পোঁছিবেন শীঘ্র রাম কপিগণ-সহ॥২
তোমা' ল'য়ে যাইবেন মারি' রক্ষোদল। নারদাদি রাম-যশ গাবেন-মঙ্গল॥
হে সুত! কপি'ও সব তোমার সমান। নিশাচর ভারী যোদ্ধা সেনা বলবান্॥৩
আমার হৃদয়ে রহে পরম সন্দেহ। কপি শুনি' সুপ্রকট করে নিজ দেহ॥
সুমেরু পর্ব্বত-সম তাহার শরীর। সমরে সে ভীতিপ্রদ অতি বলী বীর॥৪
জানকীর মনে আশা হইল তখন। পুন লঘুরূপ কপি করিলা ধারণ॥৫
দোহা— শুন হে জননি! শাখা-মৃগগণে বল-বুদ্ধি বেশী নাহি ধরে।
প্রভুর প্রতাপে পারে অতি লঘু সাপেও গরুড়ে ভক্ষিবারে॥১৬॥

মূল

চৌ—মন সন্তোস সুনত কপি বানী। ভগতি প্রতাপ তেজ বল সানী॥
আসিষ দীন্হি রামপ্রিয় জানা। হোহু তাত বল সীল নিধানা॥১
অজর অমর গুননিধি সুত হোহূ। করহুঁ বহুত রঘুনায়ক ছোহূ॥
করহু কৃপা প্রভু অস সুনি কানা। নির্ভর প্রেম মগন হনুমানা॥২
বার বার নাএসি পদ সীসা। বোলা বচন জোরি কর কীসা॥
অব কৃতকৃত্য ভয়উঁ মৈঁ মাতা। আসিষ তব অমোঘ বিখ্যাতা॥৩
সুনহু মাতু মোহি অতিসয় ভূখা। লাগি দেখি সুন্দর ফল রূখা॥
সুনু সুত করহিঁ বিপিন রখবারী। পরম সুভট রজনীচর ভারী॥৪
তিন্হ কর ভয় মাতা মোহি নাহীঁ। জোঁ তুম্হ সুখ মানহু মন মাহীঁ॥৫
দোহা— দেখি বুদ্ধি বল নিপুন কপি কহেউ জানকীঁ জাহু।
রঘুপতি চরন হৃদয়ঁ ধরি তাত মধুর ফল খাহু॥১৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভকতি-প্রতাপ-তেজ-বল-ভরা বাণী। কপি মুখে শুনি 'সীতা সুখ মন মানি'॥
রাম-দূত জানি' করে আশিস্ প্রদান। হও বৎস! তুমি বল শীলের নিধান॥১
গুণনিধি সুত হও অজর অমর। রঘুনাথ তোমা'পরে হোন্ কৃপাপর॥
প্রভু কৃপা করিবেন করিয়া শ্রবণ। হনুমান্ অতি প্রেমে হইলা মগন॥২

বাংলা অর্থ—হোহু—হও; নাএসি—নত করিলেন; কর জোরি—হাত যোড় করিয়া; ভূখা—ক্ষুধা; লাগি—লাগিল; তিন্হ কর—তাহাদের; জাহু—যাও; খাহু—খাও; কীসা—হনুমান; রখবারী—রক্ষক; (দো—১৭)

বার বার তাঁর পদে শির নত করে। কহিলা বচন পুন তাঁরে যুক্ত করে ॥
এবে কৃতকৃত্য আমি হইলাম মাতঃ! তোমার আশিস্ জানি অমোঘ বিখ্যাত ।৩
শুন মাতঃ! ক্ষুধা মম লাগে অতিশয়। হেরি চারু ফলবান বিটপি-নিচয় ॥
শুন সুত! রক্ষিগণ রহে বন-মাঝ। নিশাচর শুনি' পুন ভারী যুদ্ধ-বাজ ।৪
তাহা হ'তে ভয় মাতঃ! নাহিক আমার। যদি তুমি সুখ মান মনের মাঝার ।৫

দোহা— দেখি' বুদ্ধি বল কপি-নিপুণতা কহিলা জানকী—তুমি যাও।
রঘুপতি-পদ হৃদয়ে ধরিয়া হে তাত! মধুর ফল খাও ।১৭।

মূল

চৌ—চলেউ নাই সিরু পৈঠেউ বাগা। ফল খাএসি তরু তোরেঁ লাগা ॥
রহে তহাঁ বহু ভট রখবারে। কছু মারেসি কছু জাই পুকারে ।১
নাথ এক আবা কপি ভারী। তেহিঁ অসোক বাটিকা উজারী ॥
খায়েসি ফল অরু বিটপ উপারে। রচ্ছক মর্দি মর্দি মহি ডারে ।২
সুনি রাবন পঠএ ভট নানা। তিন্‌হহি দেখি গর্জেউ হনুমানা ॥
সব রজনীচর কপি সঁঘারে। গএ পুকারত কছু অধমারে ।৩
পুনি পঠয়উ তেহিঁ অচ্ছকুমারা। চলা সঙ্গ লৈ সুভট অপারা ॥
আবত দেখি বিটপ গহি তর্জা। তাহি নিপাতি মহাধুনি গর্জা ।৪

দোহা— কছু মারেসি কছু মর্দেসি কছু মিলএসি ধরি ধুরি।
কছু পুনি জাই পুকারে প্রভু মর্কট বল ভুরি ।১৮।

পদ্যানুবাদ

চৌ—শির নত করি' চলি' বনে প্রবেশিল। ফল ভুঞ্জি' তরু-শাখা ভাঙ্গিতে লাগিল
সেনানী-রক্ষক সেথা অনেক আছিল। কিছু মরে কিছু গিয়া সমাচার দিল ।১
নাথ! এক আসিয়াছে কপি অতি ভারী। অশোক বাটিকা সেই দিতেছে উজাড়ি
ফল খায় আর বৃক্ষ উপাড়িয়া দেয়। রক্ষকে মর্দ্দন করি' ফেলিছে ধরায় ।২
বহু সেনা পাঠাইল শুনিয়া রাবণ। হেরি' সবে হনুমান করিল গর্জ্জন ॥
নিশাচর-দলে কপি সংহার করিল। কিছু অর্দ্ধমৃত তা'রা ফুকারি ধাইল ।৩
প্রেষিল রাবণ অক্ষনামক কুমার। সে চলিল সঙ্গে ল'য়ে সেনানী অপার ॥
তোর হেরি' বৃক্ষ তুলি' করিলা তর্জ্জন। মারি' তারে মহাশব্দে করিলা গর্জ্জন ॥

দোহা— কাহারে মারিল কাহারে মর্দ্দিল লুটাইল কা'রে ধূলি'পর।
কেহ বা ফুকারে হে প্রভু! জানিবে মর্কটেরে অতি শক্তিধর ।১৮।

বাংলা অর্থ—পৈঠেউ—প্রবেশ করিল; বাগা—বাগিচা, ফলফুলের বন; পুকারে—চীৎকার করিয়া বলিল; উজারী—উজাড় (ধ্বংস) করিল; উপারে—উপড়াইয়া দিল; অধমারে—আধমরা; তর্জা—তর্জ্জন করিল; নিপাতি—নিপাত (ধ্বংস) করিয়া; ধুরি মিল এসি—মাটিতে মিশাইয়া দিল; অচ্ছকুমারা—অক্ষয় কুমার (রাবণপুত্র); (দো—১৮)

মূল

চৌ—সুনি সুত বধ লঙ্কেস রিসানা। পঠএসি মেঘনাদ বলবানা ॥
মারসি জনি সুত বাঁধেসি তাহী। দেখিঅ কপিহি কহাঁ কর আহী ॥১
চলা ইন্দ্রজিত অতুলিত জোধা। বন্ধু নিধন সুনি উপজা ক্রোধ ॥
কপি দেখা দারুন ভট আবা। কটকটাই গর্জা অরু ধাবা ॥২
অতি বিসাল তরু এক উপারা। বিরথ কীন্হ লঙ্কেস কুমারা ॥
রহে মহাভট তাকে সঙ্গা। গহি গহি কপি মর্দই নিজ অঙ্গা ॥৩
তিন্হহি নিপাতি তাহি সন বাজা। ভিরে জুগল মানহুঁ গজরাজা ॥
মুঠিকা মারি চঢ়া তরু জাঈ। তাহি এক ছন মুরুছা আঈ ॥৪
উঠি বহোরি কীন্হসি বহু মায়া। জীতি ন জাই প্রভঞ্জন জায়া ॥৫
দোহা— ব্রহ্ম অস্ত্র তেহি সাঁধা কপি মন কীন্হ বিচার।
জৌঁ ন ব্রহ্মসর মানউঁ মহিমা মিটই অপার ॥১৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সুত-বধে অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে দশানন। মহাবলী মেঘনাদে করিলা প্রেরণ ॥
হে পুত্র! প্রাণে না মারি' বাঁধি আন তায়। কপিরে দেখিব, তা'র আবাস কোথায়?
ইন্দ্রজিৎ যোদ্ধা চলে তুল্য নাহি যা'র। ভ্রাতৃহত্যা শুনি' ক্রোধ উপজিল তা'র ॥
কপি হেরে ভারী যোদ্ধা এসেছে সেথায়। নিদারুণ গরজিয়া তা'র পানে ধায় ॥২
অতীব বিশাল তরু একটী উপাড়ে। লঙ্কেশ তনয়-রথ ভাঙ্গিল প্রহারে ॥
আর মহাভট যত ছিল তার সঙ্গে। ধরিয়া ধরিয়া তারে পিষে নিজ অঙ্গে ॥৩
সবাকারে হানি' করে যুদ্ধ তা'র সন। যেন দু'টি গজরাজ যুদ্ধেতে লগন ॥
মুষ্ট্যাঘাত করি' কপি চড়ে বৃক্ষ'পরে। মূর্চ্ছা অভিভূত যেন হল ক্ষণতরে ॥৪
উঠি' পুন বহুবিধি মায়া বিরচিল। পবন তনয়ে কিন্তু জিনিতে নারিল ॥৫
দোহা— ব্রহ্ম অস্ত্র তারে করিল সন্ধান কপি মনে করিল বিচার।
যদি ব্রহ্মশরে করি অবহেলা টুটে তার মহিমা অপার ॥১৯॥

মূল

চৌ—ব্রহ্মবান কপি কহুঁ তেহিঁ মারা। পরতিহুঁ বার কটকু সংঘারা ॥
তেহিঁ দেখা কপি মুরুছিত ভয়উ। নাগপাস বান্ধেসি লৈ গয়উ ॥১
জাসু নাম জপি সুনহু ভবানী। ভব বন্ধন কাটহিঁ নর গ্যানী ॥
তাসু দূত কি বন্ধ তরু আবা। প্রভু কারজ লগি কপিহিঁ বন্ধাবা ॥২

বাংলা অর্থ—রিসানা—ক্রুদ্ধ হইল, আহী—আছিল; কটকটাই—কঠোর ধ্বনি করিয়া; বিরথ—রথ শূন্য; মর্দাই—মর্দ্দন করিল; বাজা—যুদ্ধ করিল; ভিরে—মিলিত হইয়াছে; মুঠিকা—মুষ্ট্যাঘাত; এক ছন—এক মুহূর্ত্তে; প্রভঞ্জন জায়া—পবননন্দন (হনুমান); সাঁধা—সন্ধান করিল; মিটই—বুঝা যাইবে; মুরুছা—মূর্চ্ছা; (দো—১৯)

কপি বন্ধন সুনি নিসিচর ধাএ। কৌতুক লাগি সভাঁ সব আএ॥
দসমুখ সভা দীখি কপি জাঈ। কহি ন জাই কছু অতি প্রভুতাঈ ॥৩
কর জোরেঁ সুর দিসিপ বিনীতা। ভৃকুটি বিলোকত সকল সভীতা॥
দেখি প্রতাপ ন কপি মন সঙ্কা। জিমি অহিগন মহুঁ গরুড় অসঙ্কা ॥৪
দোহা— কপিহি বিলোকি দসানন বিহসা কহি দুর্বাদ।
সুত বধ সুরতি কীন্হি পুনি উপজা হৃদয়ঁ বিষাদ ॥২০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মবাণ কপিরে হানিল। কপি পড়িবার কালে সৈন্য সংহারিল॥
মূর্চ্ছিত হইতে যদা কপিরে হেরিল। তারে নাগপাশে বাঁধি লইয়া চলিল ॥১
শুন উমা! যার নাম জপের কারণ। জ্ঞানবান্ নর কাটে ভবের বন্ধন॥
তাঁ'র দূতে বন্ধন কে পারিবে করিতে? প্রভু-কাজে দেয় কপি আপনা বাঁধিতে ॥২
কপির বন্ধন শুনি' দশানন ধায়। কৌতুকে সভায় সবে আসিয়া পৌঁছায়॥
রাবণ সভাতে আসি' হেরিল বানরে। রাবণ-ঐশ্বর্য্য ভুরি কে বর্ণিতে পারে? ॥৩
যুক্ত করে দিক্‌পাল দেবতা বিনীত। রাবণ-ভ্রুকুটি হেরে হয়ে ভয়ে ভীত॥
তাহা হেরি' কপি মনে ভয় নাহি হয়। অহিগণ-মাঝে যথা গরুড় নির্ভয় ॥৪
দোহা— কপিরে বিলোকি' দশানন হাসি' কটু বাণী তাহারে কহিল।
সুত-বধ স্মরি' হৃদয়-মাঝারে পুন ত'ার ক্রোধ উপজিল ॥২০॥

মূল

চৌ—কহ লঙ্কেস কবন তৈঁ কীসা। কেহি কেঁ বল ঘালেহি বন খীসা॥
কী ধৌঁ শ্রবন সুনেহি নহিঁ মোহী। দেখউঁ অসি অসঙ্ক সঠ তোহী ॥১
মারে নিসিচর কেহিঁ অপরাধা। কহু সঠ তোহি ন প্রান কই বাধা॥
সুনু রাবন ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া। পাই জাসু বল বিরচতি মায়া ২
জাকেঁ বল বিরঞ্চি হরি ঈসা। পালত সৃজত হরত দসসীসা॥
জা বল সীস ধরত সহসানন। অণ্ডকোস সমেত গিরি কানন ॥৩
ধরই জো বিবিধ দেহ সুরত্রাতা। তুম্হ সে সঠন্হ সিখাবনু দাতা॥
হর কোদণ্ড কঠিন জেহিঁ ভঞ্জা। তেহি সমেত নৃপ দল মদ গঞ্জা ॥৪
খর দুষন ত্রিসিরা অরু বালী। বধে সকল অতুলিত বলসালী ॥৫
দোহা— জাকে বল লবলেস তেঁ জিতেহু চরাচর ঝারি।
তাসু দূত মৈঁ জা করি হরি আনেহু প্রিয় নারি ॥২১॥

বাংলা অর্থ—পরতিহুঁ বার—পড়িবার সময়; কাটহিঁ—কাটিয়া যায়; বঁধাবা—বন্ধন করিল; দিশিপ—দিক্‌পাল; বিহসা—হাস্য করিল; দুর্বাদ—কটুবাক্য; সুরতি কিন্হ—স্মরণ করিলেন; ভৃকুটি—ভ্রূকুটি; কটকু—সৈন্য; দো—২০)

চৌ—লঙ্কেশ কহিল কপি কোথা' তোর স্থান? উজাড়িস বন কা'র বলে বলীয়ান্‌?
মোর কথা আজো নাহি করিলি শ্রবণ। তোরে যে নিঃশঙ্ক ধূর্ত্ত হেরিনু এখন ॥১
হানিলি কি দোষে তুই নিশাচরগণ? বল শঠ! তাহে তব না লব পরাণ ॥
শুন হে রাবণ! এই বিশ্ব চরাচর। মায়াবলে যাঁর সৃষ্ট আমি তাঁর চর ॥২

হনুমানের উক্তি

যাঁর বলে বলী'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। পালে সৃজে তথা নাশে ওহে নিশাচর ॥
যাঁ'র বলে শিরে ধরে সহস্র আনন। ব্রহ্মাণ্ড সমেত যত গিরি ও কানন ॥৩
যিনি বহু কায়া ধরি' হন সুর-ত্রাতা। তোর মত শঠ-জনে যিনি শিক্ষাদাতা ॥
কঠিন মহেশ-ধনু যিনি ভগ্নকারী। সেই সাথে নৃপদল-অভিমান-হারী ॥৪
ত্রিশিরা, দূষণ, খর তথা বলী বালী। সবারে নাশেন যিনি অতি বলশালী ॥৫
দোহা— বল লবলেশ যাঁহা হ'তে লভি' জিনিলি সকল চরাচর।
যাঁ'র প্রিয় নারী হরিয়া আনিলি আমারে জানিস তাঁ'র চর ॥২১॥

মূল

চৌ—জানউঁ মৈঁ তুম্হারি প্রভুতাঈ। সহসবাহু সন পরী লরাঈ ॥
সমর বালি সন করি জসু পাবা। সুনি কপি বচন বিহসি বিহরাবা ॥১
খায়উঁ ফল প্রভু লাগী ভূঁখা। কপি সুভাব তেঁ তোরেউঁ রূখা ॥
সব কেঁ দেহ পরম প্রিয় স্বামী। মারহিঁ মোহি কুমারগ গামী ॥২
জিন্হ মোহি মারা তে মৈঁ মারে। তেহি পর বাঁধেউ তনয় তুম্হারে ॥
মোহি ন কছু বাঁধে কই লাজা। কীন্হ চহউঁ নিজ প্রভু কর কাজা ॥৩
বিনতী করউঁ জোরি কর রাবন। সুনহু মান তজি মোর সিখাবন ॥
দেখহু তুম্হ নিজ কুলহি বিচারী। ভ্রম তজি ভজহু ভগত ভয় হারী ॥৪
জাকেঁ ডর অতি কাল ডেরাঈ। জো সুর অসুর চরাচর খাঈ ॥
তাসোঁ বয়রু কবহুঁ নহিঁ কীজৈ। মোরে কহেঁ জানকী দীজৈ ॥৫
দোহা— প্রনতপাল রঘুনায়ক করুনা সিন্ধু খরারি।
গএঁ সরন প্রভু রাখিহৈঁ তব অপরাধ বিসারি ॥২২॥

বাংলা অর্থ—কবন—কে; ধোঁ—কিংবা; বাধা—ভয়; নিকায়া—সমূহ (জীব); সহসানন—অনন্তদেব; অণ্ডকোস—ব্রহ্মাণ্ড; গঞ্জা—চূর্ণ করিয়াছে; খারি—খরশত্রু; জিতেহু—জয় করিয়াছ; তুম্হ সে—তোমা সদৃশ; (দো—২১)

বাংলা অর্থ—সহসবাহু—ইন্দ্র; বিহরাবা—উড়াইয়া দিল; তোরেউঁ—ভাঙ্গিয়াছি; কুমারগ—কুমার্গ; কীন্হ চহউঁ—করিতে চাহি; ডেরাঈ—ভয় পায়; বয়রু—বৈরিতা; গএ সরন—শরণ লইলে; বিসারি—ভুলিয়া; খাঈ—খায়; (দো—২২)

চৌ—তোমার প্রভাব মম ভাল জানা রয়। ইন্দ্র-সনে আছে তব যুদ্ধে পরিচয় ॥
বালি সনে যুদ্ধে তোর সুযশ হইল। কপি-বাক্যে হাসিয়া সে ঢলিয়া পড়িল ॥১
প্রভু-কাজে ক্ষুধাতুর তাই ফল খাই। বানর-স্বভাবে বৃক্ষ ভাঙ্গিবারে চাই ॥
সবাকার নিজ দেহ প্রিয় রক্ষঃ-স্বামী! আমারে মারিছে সেই যে কুমার্গ-গামী ॥২
যে আমারে মারিয়াছে মারিয়াছি তা'য়। তব পুত্র তা'র পরে বেঁধেছে আমায় ॥
আমারে বাঁধিলে তাহে নাহি মম লাজ। আমি চাই সাধিবারে নিজ-প্রভু কাজ ॥৩
যুক্ত-করে সবিনয়ে কহি হে রাবণ! মান ত্যজি' মম শিক্ষা করহ গ্রহণ ॥
তুমি নিজ কুল-কথা দেখহ বিচারি'। ভ্রম ত্যজি ভজ সেই ভক্ত-ভয়হারী ॥৪
কাল যাহা হ'তে অতি ভয়-ভীত হ'ন। সুরাসুর চরাচর যাঁহার ভোজন ॥
তাঁহার সহিত কভু না কর বৈরিতা। মোর কথামত তুমি প্রত্যর্পিবে সীতা ॥৫
দোহা— প্রণত-পালক রঘুর নায়ক দয়া-সিন্ধু যিনি খর-অরি।
শরণ লইলে রাখিবেন তিনি অপরাধ তোমার বিস্মরি' ॥২২॥

মূল

চৌ—রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহূ। লঙ্কা অচল রাজু তুম্হ করহূ ॥
রিষি পুলস্তি জসু বিমলময়ঙ্কা। তেহি সসি মহুঁ জনি হোহু কলঙ্কা ॥২
রাম নাম বিনু গিরা ন সোহা। দেখু বিচারি ত্যাগি মদ মোহা ॥
বসন হীন নহিঁ সোহ সুরারী। সব ভুষন ভুষিত বর নারী ॥২
রাম বিমুখ সম্পতি প্রভুতাঈ। জাই রহী পাঈ বিনু পাঈ ॥
সজল মূল জিন্হ সরিতন্হ নাহীঁ। বরষি গএঁ পুনি তবহিঁ সুখাহীঁ ॥৩
সুনু দসকণ্ঠ কহউঁ পন রোপী। বিমুখ রাম ত্রাতা নহিঁ কোপী ॥
সঙ্কর সহস বিষ্ণু অজ তোহী। সকহিঁ ন রাখি রাম কর দ্রোহী ॥৪
দোহা— মোহমূল বহু সূল প্রদ ত্যাগহু তম অভিমান।
ভজহু রাম রঘুনায়ক কৃপা সিন্ধু ভগবান ॥২৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম পাদ-পদ্ম কর হৃদয়ে ধারণ। চির-স্থির লঙ্কা-রাজ্য করহ পালন ॥
বিমল পুলস্ত্য-যশ শশধর হেন। তাহাতে কলঙ্ক তুমি হইওনা যেন ॥১
রাম নাম বিনা বাণী শোভা নাহি পায়। মদ-মোহ ত্যজি' হের বিচারিয়া তায় ॥
হে সুরারি! বর-নারী বস্ত্র-বিবর্জ্জিতা। শোভা নাহি পায় হ'লে ভূষণে ভূষিতা ॥২
যে রাম-বিমুখ তা'র ঐশ্বর্য্য, সম্মান। নষ্ট-প্রায়, প্রাপ্তি তা'র অপ্রাপ্তি সমান ॥
যে তটিনী-উৎসে নাহি বহে জল-ধারা। বর্ষা অন্ত হ'লে পরে শুকাইবে তা'রা ॥৩

বাংলা অর্থ—ময়ঙ্কা—চন্দ্র; সুখহীঁ—শুকাইয়া যায়; পন রোপী—শপথ করিয়া; ন সকহিঁ—পারে না; কোপী—কেহও; সহস—সহস্র; (দো—২৩)

শুন ওহে দশানন ! কহি রাখি' পণ। রাম-দ্বেষি-জনে ত্রাতা নাহি কোন জন ॥
সহস্র শঙ্কর, বিষ্ণু, ব্রহ্মাও তোমারে। রাম-দ্রোহী বলি' নাহি রক্ষিবারে পারে ॥৪
দোহা— মোহের আকর বহুব্যথা-দায়ী ত্যজ তুমি তম, অভিমান।
ভজিবে শ্রীরামে রঘুকুল-নাথে যিনি কৃপাসিন্ধু ভগবান্ ॥২৩॥

মূল

চৌ—জদপি কহী কপি অতি হিত বানী। ভগতি বিবেক বিরতি নয় সানী ॥
বোলা বিহসি মহা অভিমানী। মিলা হমহি কপি গুর বড় গ্যানী ॥১
মৃত্যু নিকট আঈ খল তোহী। লাগেসি অধম সিখাবন মোহী ॥
উলটা হোইহি কহ হনুমানা। মতিভ্রম তোর প্রগট মৈঁ জানা ॥২
সুনি কপি বচন বহুত খিসিআনা। বেগি ন হরহু মূঢ় কর প্রানা ॥
সুনত নিসাচর মারন ধাএ। সচিবন্হ সহিত বিভীষনু আএ ॥৩
নাই সীস করি বিনয় বহূতা। নীতি বিরোধ ন মারিঅ দূতা ॥
আন দণ্ড কছু করিঅ গোসাঁঈ। সবহীঁ কহা মন্ত্র ভল ভাঈ ॥৪
সুনত বিহসি বোলা দসকন্ধর। অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠইঅ বন্দর ॥৫
দোহা— কপি কেঁ মমতা পূঁছ পর সবহিঁ কহউঁ সমুঝাই।
তেল বোরি পট বাঁধি পুনি পাবক দেহু লগাই ॥২৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যদ্যপি কহিল কপি কথা অতি হিত। ভকতি-বিবেক-নীতি-বৈরাগ্য-জড়িত ॥
হাসিয়া কহিল তাহে মহা অভিমানী। মিলিল আমার কপি-গুরু বড় জ্ঞানী ॥১
এবে খল ! হেরি' তোর নিকট মরণ। রে অধম ! তাই মোরে শিখাস এমন ॥
হনুমান্ কহে এর হবে বিপরীত। বুঝিতেছি মতিভ্রম তোর উপস্থিত ॥২
কপি-বাণী শুনি' কহে উদ্ধত রাবণ। কহে বেগে এ' মূঢ়েরে করহ হনন ॥
শুনি' নিশাচর তারে মারিতে ধাইলা। মন্ত্রী-সহ বিভীষণ সেথায় আসিলা ॥৩
শির নমি' কহে বহু দেখায়ে বিনয়। দূতের হননে নীতি-বিরোধিতা হয় ॥
অন্য দণ্ডদান কিছু গোঁসাই করিবে। সবে কয়,— এই কথা উত্তম জানিবে ॥৪
শুনিয়া হাসিয়া তবে কহে দশানন। অঙ্গ ভঙ্গ করি' তারে করহ প্রেরণ ৫
দোহা— কপির মমতা পুচ্ছ'পরে রহে রাবণ সবারে বুঝাইল।
বস্ত্রে তৈল দিয়া পুচ্ছ'পরে বাঁধি' আগুন ধরাতে কহি' দিল ॥২৪॥

মূল

চৌ—পূঁছহীন বানর তহঁ জাইহি। তব সঠ নিজ নাথহি লই আইহি ॥
জিন্হ কৈ কীন্হিসি বহুত বড়াঈ। দেখউঁ মৈঁ তিন্হ কৈ প্রভুতাঈ ॥১

বাংলা অর্থ—নয়—নীতি; গুরু—গুরু; খিসিআনা—ক্রুদ্ধ হইল; প্রগট—প্রত্যক্ষ; ভল—ভাল; পূঁছ—পুচ্ছ, লেজ; বোরি—ডুবাইয়া; পট—বস্ত্র; (চৌ—১৪)

বচন সুনত কপি মন মুসুকানা। ভই সহায় সারদ মৈঁ জানা॥
জাতুধান সুনি রাবন বচনা। লাগে রচৈঁ মূঢ় সোই রচনা॥২
রহা ন নগর বসন ঘৃত তেলা। বাঢ়ী পূঁছ কীন্হ কপি খেলা॥
কৌতুক কহঁ আএ পুরবাসী। মারহিঁ চরন করহিঁ বহু হাঁসী॥৩
বাজহিঁ ঢোল দেহিঁ সব তারী। নগর ফেরি পুনি পূঁছ প্রজারী॥
পাবক জরত দেখি হনুমন্তা। ভয়উ পরম লঘুরূপ তুরন্তা॥৪
নিবুকি চঢ়েউ কপি কনক অটারীঁ। ভঈ সভীত নিসাচর নারীঁ।৫
দোহা— হরি প্রেরিত তেহি অবসর চলে মরুত উনচাস।
অট্টহাস করি গর্জা কপি বঢ়ি লাগ অকাস॥২৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পুচ্ছ-বিরহিত কপি তথায় যাইবে। তবে শঠ নিজ-নাথে লইয়া আসিবে॥
প্রভুত বড়াই কপি করিয়াছে যার। দেখি' লব কত শক্তি রহিয়াছে তা'র॥১
স্মিত-হাস্য করে হনু শুনিয়া বচন। সারদা সহায় হ'ল জানিনু এখন॥
রাক্ষসেরা শুনে যবে রাবণ-বচন। সে কার্য্য সাধিতে লাগে সেই মূঢ়গণ॥২
বস্ত্র, ঘৃত তথা তৈল পুরে না রহিল। পুচ্ছ বাড়াইয়া কপি কৌতুক করিল॥
মজা দেখিবারে আসে যত পুরবাসী। পদাঘাত করে আর করে হাসাহাসি॥৩
ঢোল বাজাইয়া সবে হাতে তালি দিল। নগরে ঘুরায়ে পুন পুচ্ছ প্রজ্বালিল॥
হনুমান হেরে যবে আগুন জ্বলিতে। অতি ক্ষুদ্র রূপ ধরে তখন ত্বরিতে॥৪
বন্ধন মোচিয়া কপি স্বর্ণ-গৃহে চড়ে। ভয়ে ভীত হ'ল সব নারী-নিশাচরে।৫
দোহা— হরির প্রেরিত সেই অবসরে বায়ু বহে একোনপঞ্চাশ।
আকাশ-প্রমাণ কপি-দেহ বাড়ে গর্জ্জিয়া করিল অট্ট-হাস॥২৫॥

মূল

চৌ—দেহ বিসাল পরম হরুআঈ। মন্দির তেঁ মন্দির চঢ় ধাঈ॥
জরই নগর ভা লোগ বিহালা। ঝপট লপট বহু কোটি করালা॥১
তাত মাতু হা সুনিঅ পুকারা। এহিঁ অবসর কো হমহি উবারা॥
হম জো কহা য়হ কপি নহিঁ হোঈ। বানর রূপ ধরেঁ সুর কোঈ॥২
সাধু অবগ্যা কর ফলু ঐসা। জরই নগর অনাথ কর জৈসা॥
জারা নগরু নিমিষ এক মাহীঁ। এক বিভীষন কর গৃহ নাহীঁ॥৩
তা কর দূত অনল জেহিঁ সিরিজা। জরা ন সো তেহি কারন গিরিজা॥
উলটি পলটি লঙ্কা সব জারী। কূদি পরা পুনি সিন্ধু মঝারী॥৪

বাংলা অর্থ—সারদ—সারদা, সরস্বতী; তারী - করতালি; প্রজারী—আগুন জ্বালাইয়া দিল; নিবুকি—বন্ধনমুক্ত হইয়া; অটারী—ঝুলান বারান্দা; উনচাস—উনপঞ্চাশ; বাঢ়ি—বাড়াইয়া; জরত—জ্বলিতে; আইহি—আসিবে; (দো—২৫)

দোহা— পূঁছ বুঝাই খোই শ্রম ধরি লঘু রূপ বহোরি।
জনকসুতা কেঁ আগেঁ ঠাঢ় ভয়উ কর জোরি ॥২৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—দেহ সুবিশাল খুব লঘুতা লভিল। গৃহ হ'তে গৃহান্তরে ধাইয়া চলিল ॥
নগর জ্বলিল লোকে হইল বেহাল। লণ্ড ভণ্ড করে কোটি আগুন করাল ॥১
হায় তাত! হায় মাতঃ! শুন এই চিৎকার। এ সময়ে আমাদের কে করে উদ্ধার?
আমি ত কহিনু নহে কপি এই জন। কোন দেব কপি-রূপ করেছে ধারণ ॥২
সাধুরে অবজ্ঞা করি' এমন ফলিল। অনাথের পুরী যেন জ্বলিতে লাগিল ॥
একটী নিমিষ-মাঝে লঙ্কা জ্বলি' গেল। বিভীষণ-গৃহ কিন্তু নাহিক জ্বলিল ॥৩
তাঁর দূত কপি যার অনল স্বজন। হে গিরিজা! সে না জ্বলে তাহার কারণ ॥
উলটি পালটি লঙ্কাপুরী জ্বালাইল। পরে সিন্ধু-মাঝে কপি ঝাঁপা'য়ে পড়িল ॥৪

দোহা— আগুন নিভায়ে শ্রম দূর করি' নিজ লঘু-রূপ হনু ধরি।
জনক-সুতার পুরোভাগে আসি দাঁড়াইল জোড় হাত করি' ॥২৬॥

মূল

চৌ—মাতু মোহি দীজে কছু চীন্হা। জৈসেঁ রঘুনায়ক মোহি দীন্হা ॥
চূড়ামনি উতারি তব দয়উ। হরষ সমেত পবনসুত লয়উ ॥১
কহেহু তাত অস মোর প্রনামা। সব প্রকার প্রভু পূরনকামা ॥
দীন দয়াল বিরিদু সম্ভারী। হরহু নাথ মম সঙ্কট ভারী ॥২
তাত সক্রসুত কথা সুনাএহু। বান প্রতাপ প্রভুহি সমুঝাএহু ॥
মাস দিবস মহুঁ নাথু ন আবা। তৌ পুনি মোহি জিঅত নহিঁ পাবা ॥৩
কহু কপি কেহি বিধি রাখৌঁ প্রানা। তুম্হহূ তাত কহত অব জানা ॥
তোহি দেখি সীতলি ভই ছাতী। পুনি মো কহুঁ সোই দিনু সো রাতী ॥৪

দোহা— জনকসুতহি সমুঝাই করি বহু বিধি ধীরজু দীন্হ।
চরন কমল সিরু নাই কপি গবনু রাম পহিঁ কীন্হ ॥২৭॥

বাংলা অর্থ—হরু আই—হাল্কা; ধাই—চলিল; জরই—জ্বলিল; বিহালা—বিহ্বল; লপট—শিখা; ঝপট—আক্রমণ; উবারা—বাঁচাইবে; সিরিজা—সৃজন করিয়াছিলেন; জরা ন—জ্বলিল না; জারী—জ্বালাইলে; কুদি—লাফ দিয়া; বুঝাই—আগুন নিবাইয়া; খোই—দূর করিয়া; ঠাঢ়—দণ্ডায়মান; মঝারী—মধ্যে; (দো—২৬)

বাংলা অর্থ—চীটলা—চিহ্ন, পরিচয়; দয়উ—দিলেন; পূরনকামা—পূর্ণকাম; বিরিদু—যশ; সক্রসুত—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত; জিয়ত—জীবন্ত; ছাতী—হৃদয়; সমুঝাই করি—বুঝাইয়া; সুনাএহু—শুনাইবে; সমুঝাএহু—বুঝাইবে; (দো—২৭)

চৌ—সীতা মাতঃ! মোরে কিছু দাও অভিজ্ঞান। যেমন রাঘব মোরে করিলেন দান
চূড়ামণি উন্মোচিয়া জানকী তখন। দিলেন সানন্দে, হনু করিল গ্রহণ ॥১
হে বৎস! প্রভুরে মম জানাবে প্রণাম। সকল প্রকারে জানি' প্রভু পূর্ণকাম ॥
দীনেতে দয়াল তিনি পণ-রক্ষাকারী। সঙ্কট হইতে মম হ'ন ত্রাণকারী ॥২
বৎস! জয়ন্তের কথা তাঁ'রে শুনাইবে। রাবণের প্রতাপ তাঁ'রে ভাল বুঝাইবে ॥
এক মাস মাঝে যদি না আসেন রাম। তার পরে না থাকিবে আর সীতা-প্রাণ ॥৩
কেমনে রাখিব বল পরাণ ধরিয়া। তুমি ত' কহিছ বৎস! যাইবে চলিয়া ॥
তোমা' হেরি' মম প্রাণ শীতল আছিল। যথা দিন রাতি তথা হইতে চলিল ॥৪
দোহা— জনক সুতারে বহু বুঝাইয়া হৃদে ধৈর্য্য ধরিতে বলিয়া।
চরণ-কমলে শির নমি' কপি রাম-পার্শ্বে গেল সে চলিয়া ॥২৭॥

মূল

চৌ—চলত মহাধুনি গর্জেসি ভারী। গর্ভ স্রবহিঁ সুনি নিসিচর নারী ॥
নাঘি সিন্ধু এহি পারহি আবা। সবদ কিলিকিলা কপিন্‌হ সুনাবা ॥১
হরষে সব বিলোকি হনুমানা। নূতন জন্ম কপিন্‌হ তব জানা ॥
মুখ প্রসন্ন তন তেজ বিরাজা। কিন্‌হেসি রামচন্দ্র কর কাজা ॥২
মিলে সকল অতি ভএ সুখারী। তলফত মীন পাব জিমি বারী ॥
চলে হরষি রঘুনায়ক পাসা। পূঁছত কহত নবল ইতিহাসা ॥৩
তব মধুবন ভীতর সব আএ। অঙ্গদ সম্মত মধু ফল খাএ ॥
রখবারে জব বরজন লাগে। মুষ্টি প্রহার হনত সব ভাগে ॥৪
দোহা— জাই পুকারে তে সব বন উজার জুবরাজ।
সুনি সুগ্রীব হরষ কপি করি আএ প্রভু কাজ ॥২৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যাত্রাকালে মহাশব্দে উঠিল গর্জিয়া। নিশাচরী-গর্ভস্রাব ঘটে তা' শুনিয়া ॥
সিন্ধু-পার হ'য়ে যবে এ' পারে আসিল। কপিগণে "কিল কিল" শব্দ শুনাইল ॥১
হরষিত হ'ল সবে হেরি' হনুমানে। নব-জন্ম লাভ ইথে কপিগণ মানে ॥
বদনে আনন্দ, দেহে তেজের বিকাশ। রামকার্য্য সাধি' আসে শ্রীরামের পাশ ॥২
সবে মিলি' হ'ল তবে প্রমুদিত ভারী। জল যেন লভে মীন ছটফটকারী ॥
হরষিত চলে কপি রঘুনাথ-পাশ। পুছিলে কহিল নব নব ইতিহাস ॥৩

বাংলা অর্থ—নাঘি—লাফ দিয়া; কিলিকিলা—হর্ষধ্বনি; তলফত—ধড়ফড় করিতেছে এমন; নবল—নূতন; বরজন লাগে—তাড়া করিল; উজার—ধ্বংস করিতেছে; হনত—আঘাত করিলে; ভাগে- পলাইল; সুনি—শুনিয়া; (দো—২৮)

মধুবন-মাঝ তারা মিলিল সকলে। অঙ্গদের মতে ফল ভুঞ্জে দলে দলে॥
রক্ষকেরা নিবারণ করিলে আসিয়ে। মুষ্ট্যাঘাতে হানি' দিল তাড়িয়ে সবারে॥ ৪
দোহা— ডাকি' বলে গিয়া তাহারা সকলে উজাড়িছে বন যুবরাজ।
শুনিয়া সুগ্রীব ভুরি হরষিত কপিরা করেছে প্রভু-কাজ॥২৮॥

মূল

চৌ—জৌঁ ন হোতি সীতা সুধি পাঈ। মধুবন কে ফল সকহিঁ কি খাঈ॥
এহি বিধি মন বিচার কর রাজা। আই গএ কপি সহিত সমাজা॥১
আই সবন্হি নাবা পদ সীসা। মিলেউ সবন্হি অতি প্রেম কপীসা॥
পূঁছী কুসল কুসল পদ দেখী। রাম কৃপাঁ ভা কাজু বিসেষী॥২
নাথ কাজু কীন্হেউ হনুমানা। রাখে সকল কপিন্হ কে প্রানা॥
সুনি সুগ্রীব বহুরি তেহি মিলেউ। কপিন্হ সহিত রঘুপতি পহিঁ চলেউ॥৩
রাম কপিন্হ জব আবত দেখা। কিএঁ কাজু মন হরষ বিসেষা॥
ফটিক সিলা বৈঠে দ্বৌ ভাঈ। পরে সকল কপি চরনন্হি জাঈ॥৪
দোহা— প্রীতি সহিত সব ভেটে রঘুপতি করুনা পুঞ্জ।
পূঁছী কুসল নাথ অব কুসল দেখি পদ কঞ্জ॥২৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সীতার সংবাদ যদি তা'রা না লভিত। মধু-বনে ফল কভু ভুঞ্জিতে নারিত॥
হেনমতে মনে মনে রাজা বিচারিলা। সদলে বানরগণ ফিরিয়া আসিলা॥১
সকলে সুগ্রীব-পদে মস্তক নমিল। সুগ্রীব সবারে প্রেমে কুশল পুছিল॥
তব পদ-কৃপাবলে কুশলী সকল। রাম-কৃপাবলে কাজ বিশেষ সফল॥২
ওহে নাথ! কাজ সব সাধে হনুমান। তাহে রক্ষা পায় সব কপির পরাণ॥
শুনিয়া সুগ্রীব পুন তার সনে মিলে। কপিগণ-সহ রঘুপতি-পার্শ্বে চলে॥৩
রাম যবে কপিগণে আসিতে হেরিলা। কার্য্য-সিদ্ধি জানি' মনে হরষ জাগিলা॥
দু'ভায়ে বসিতে হেরি' মণি-শিলা'পরে। সব কপি মিলি' দোঁহা-পদে নতি করে॥৪
দোহা— পিরীতি সহিত সকলে মিলিল রামে যিনি' করুণা-আকর।
পুছিলে সকলে কহিল কুশল এবে হেরি' চরণ তোমার॥২৯॥

মূল

চৌ—জামবন্ত কহ সুনু রঘুরায়া। জা পর নাথ করহু তুম্হ দায়া॥
তাহি সদা সুভ কুসল নিরন্তর। সুর নর মুনি প্রসন্ন তা উপর॥১
সোই বিজঈ বিনঈ গুন সাগর। তাসু সুজসু ত্রৈলোক উজাগর॥
প্রভু কীঁ কৃপা ভয়উ সবু কাজূ। জন্ম হমার সুফল ভা আজূ॥২

বাংলা অর্থ—সীসা নাবা—মস্তক নত করিল, চরনন্হি পরে—পদে প্রণিপাত করিল; পদ কঞ্জ—চরণ-কমল; ভেটে—সাক্ষাৎ করে; (দো—২৯)

নাথ পবনসুত কীন্‌হি জো করনী। সহসহুঁ মুখ ন জাই সো বরনী॥
পবনতনয় কে চরিত সুহাএ। জামবন্ত রঘুপতিহি সুনাএ।।৩
সুনত কৃপানিধি মন অতি ভাএ। পুনি হনুমান হরষি হিয়ঁ লাএ॥
কহহু তাত কেহি ভাঁতি জানকী। রহতি করতি রচ্ছা স্বপ্রান কী॥৪
দোহা— নাম পাহরু দিবস নিসি ধ্যান তুম্‌হার কপাট।
লোচন নিজ পদ জন্ত্রিত জাহিঁ প্রান কেহিঁ বাট।।৩০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন রঘুরাজ! তুমি কহে জাম্ববান্। যা'র 'পরে নাথ! তুমি রহ দয়াবান্॥
তাহার কুশল সদা শুভ নিরন্তর। সুর, নর, মুনি তুষ্ট রহে তা'র 'পর॥১
বিজয়ী বিনয়ী সেই গুণের আধার। ত্রিলোকে সুযশ তা'র হইবে প্রচার॥
প্রভু-কৃপা-বলে-বলী সাধি' সব কাজ। সার্থক জনম মম হ'ল দেখি আজ॥২
নাথ! হনুমান যাহা করিল সাধন। সহস্র বদনে তাহা না যায় বর্ণন॥
পবন-তনয়-কার্য্য অতীব সুন্দর। জাম্ববান্ রঘুনাথে কহে অতঃপর॥৩
শুনি' কৃপানিধি-মনে উত্তম লাগিলা। হনুমানে হৃষ্ট-মনে বুকেতে ধরিলা॥
কহ তাত! সীতা রহে কেমন প্রকার। কিরূপে করিছে রক্ষা জীবন তাহার॥৪
দোহা— রক্ষা করে তব নাম দিবারাতি ধ্যানের কপাটে বদ্ধ-দ্বার।
নিজ-পদ-তলে নিরুদ্ধ নয়ন প্রাণ যাবে কোন পথে তাঁ'র?॥৩০॥

মূল

চৌ—চলত মোহি চূড়ামনি দীন্‌হী। রঘুপতি হৃদয়ঁ লাই সোই লীন্‌হী॥
নাথ জুগল লোচন ভরি বারী। বচন কহে কছু জনককুমারী।১
অনুজ সমেত গহেহু প্রভু চরনা। দীন বন্ধু প্রনতারতি হরনা॥
মন ক্রম বচন চরন অনুরাগী। কেহিঁ অপরাধ নাথ হৌঁ ত্যাগী।২
অবগুন এক মোর মৈঁ মানা। বিছুরত প্রান ন কীন্‌হ পয়ানা॥
নাথ সো নয়নন্‌হি কো অপরাধা। নিসরত প্রান করহিঁ হঠি বাধা।৩
বিরহ অগিনি তনু তূল সমীরা। স্বাস জরই ছন মাহিঁ সরীরা॥
নয়ন স্রবহিঁ জলু নিজ হিত লাগী। জরৈঁ ন পাব দেহ বিরহাগী॥৪
সীতা কৈ অতি বিপতি বিসালা। বিনহিঁ কহেঁ ভলি দীনদয়ালা॥৫
দোহা— নিমিষ নিমিষ করুনানিধি জাহিঁ কলপ সম বীতি।
বেগি চলিঅ প্রভু আনিঅ ভুজ বল খল দল জীতি॥৩১॥

বাংলা অর্থ—বিজঈ—বিজয়ী; উজাগর—উজ্জ্বল হইল; লাএ—লাগাইলেন; পাহরু—পাহারাদার; কপাট—দরজা; জন্ত্রিত—যন্ত্রিত, তালাবদ্ধ; বাট—পথ; সহসহুঁ—সহস্র; জা পর—যাহার উপর; ভা—হইল; (দো—৩০)

চৌ—সীতা-দত্ত চূড়ামণি করিয়া গ্রহণ। কপি হেরে রামে তাহা করিতে চুম্বন॥
দু'নয়নে ওহে নাথ! ভরি' গেল বারি। কহিলেন কিছু মোরে জনক-কুমারী॥১
সানুজ প্রভুর তুমি ধরিবে চরণ। দীনবন্ধু নত-জনে আর্ত্তিবিনাশন॥
কায়-মনো-বাক্যে রাখি' পদে অনুরাগ। কোন্ দোষে প্রভু মোরে করিলেন ত্যাগ?
এক অপরাধ মম লইনু মানিয়া। প্রভুর বিরহে প্রাণ না গেল চলিয়া॥
সেই অপরাধ নাথ করেছে নয়ান। পরাণ ত্যজিতে মোরে করে বাধা দান॥৩
বিরহ-আগুন-সম শ্বাস যে পবন। তনু-তুলা জালাবারে লাগে অনুক্ষণ॥
নয়ন ক্ষরিছে জল স্বহিত-সাধিতে। বিরহ-অনল দেহে নারে জ্বালাইতে॥৪
জনক-সুতার সেই বিপদ বিশাল। না কহিলে ভাল হয় হে দীন-দয়াল!॥৫
দোহা— প্রতিটি নিমেষ হে করুণানিধি! কল্প-সম তাঁ'র যেতেছে চলিয়া।
ত্বরা চল প্রভু সীতারে আনিতে বীর্য্যবলে তব রাক্ষসে জিনিয়া॥৩১॥

মূল

চৌ—সুনি সীতা দুখ প্রভু সুখ অয়না। ভরি আএ জল রাজিব নয়না॥
বচন কায়ঁ মন মম গতি জাহী। সপনেহুঁ বুঝিঅ বিপতি কি তাহী॥১
কহ হনুমন্ত বিপতি প্রভু সোঈ। জব তব সুমিরন ভজন ন হোঈ॥
কেতিক বাত প্রভু জাতুধান কী। রিপুহি জীতি আনিবী জানকী॥২
সুনু কপি তোহি সমান উপকারী। নহি কোউ সুর নর মুনি তনুধারী॥
প্রতি উপকার করৌঁ কা তোরা। সনমুখ হোই ন সকত মন মোরা॥৩
সুনু সুত তোহি উরিন মৈঁ নাহীঁ। দেখেউঁ করি বিচার মন মাহীঁ॥
পুনি পুনি কপিহি চিতব সুরত্রাতা। লোচন নীর পুলক অতি গাতা॥৪
দোহা— সুনি প্রভু বচন বিলোকি মুখ গাত হরষি হনুমন্ত।
চরন পরেউ প্রেমাকুল ত্রাহি ত্রাহি ভগবন্ত॥৩২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুনি' সীতা-দুখ প্রভু সুখের আশ্রয়। পদ্ম-চক্ষু ভ'রি জলে ক'ন সে সময়॥
কায়-মনো-বাক্যে যা'র আমাতেই গতি। বুঝিবে স্বপনে তা'র নাহিক বিপত্তি॥১
হনুমান কহে—প্রভু! বিপত্তি তখন। যদি নাহি হেরি তব স্মরণ ভজন॥
রাক্ষসদলের কথা কত কি বলিব। রিপু জিনি' জানকীরে নিশ্চয় আনিব॥২
ওহে কপি! শুন তোমা'-সম উপকারী। নাহি কেহ সুর-নর-মুনি-তনুধারী॥
প্রতিদান কিবা বল করিব তাহার? সম্মুখে না যেতে পারে মানস আমার॥৩

বাংলা অর্থ—প্রনতারতি হরনা—প্রণতের দুঃখহরণকারী; হোঁ—হইলাম; বিছুরত—ছাড়িয়াও, পয়ানা—প্রস্থান, ত্যাগ; তুল—তুলা; বিনহিঁ কহেঁ—না বলিলেই; বীতি জাহি—চলিয়া যাইতেছে; জীতি—জিনিয়া, জয় করিয়া; (দো—৩১)

শুন সুত! তব ঋণ নহে শুধিবার। বুঝি মনে হেনমতে করিয়া বিচার ॥
পুনঃ পুনঃ সুর-ত্রাতা হেরে কপিবরে। পুলক হইল গাত্রে আঁখি নীরে ভ'রে ॥৪
দোহা— শুনি' প্রভু-বাণী হেরি' তাঁ'র তনু হনুমান্ হরষিত হ'ন।
চরণে পড়িয়া প্রেমাকুল হিয়া ভগবন্! "ত্রাহি" "ত্রাহি"—ক'ন ॥৩২॥

মূল

চৌ—বার বার প্রভু চহই উঠাবা। প্রেম মগন তেহি উঠব ন ভাবা ॥
প্রভু কর পঙ্কজ কপি কেঁ সীসা। সুমিরি সো দসা মগন গৌরীসা ॥১
সাবধান মন করি পুনি সঙ্কর। লাগে কহন কথা অতি সুন্দর ॥
কপি উঠাই প্রভু হৃদয়ঁ লগাবা। কর গহি পরম নিকট বৈঠাবা ॥২
কহু কপি রাবন পালিত লঙ্কা। কেহি বিধি দহেউ দুর্গ অতি বঙ্কা ॥
প্রভু প্রসন্ন জানা হনুমানা। বোলা বচন বিগত অভিমানা ॥৩
সাখামৃগ কৈ বড়ি মনুসাঈ। সাখা তেঁ সাখা পর জাঈ ॥
নাঘি সিন্ধু হাটকপুর জারা। নিসিচর গন বধি বিপিন উজারা ॥৪
সো সব তব প্রতাপ রঘুরাঈ। নাথ ন কছু মোরি প্রভুতাঈ ॥৫
দোহা— তা কহুঁ প্রভু কছু অগম নহিঁ জা পর তুম্হ অনুকূল।
তব প্রভাবঁ বড়বানলহি জারি সকই খলু তুল ॥৩৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বার বার প্রভু তা'রে উঠাতে চাহিলা। প্রেম-মগ্ন উঠিবারে ভাল না লাগিল।
প্রভু কর-পদ্ম রহে কপি-শির'পরে। সে দশা স্মরিয়া প্রেম ভরিল শঙ্করে ॥১
পুন অবহিত মনে তখন শঙ্কর। কহিতে লাগেন কথা অতীব সুন্দর ॥
হনুরে উঠা'য়ে প্রভু হৃদয়ে লাগা'ন। তা'রে করে ধরি' অতি নিকটে বসান ॥২
কহ কপি যে লঙ্কারে পালিছে রাবণ। তার বক্র দুর্গ কর কেমনে দহন ॥
প্রভুরে প্রসন্ন জানে যবে হনুমান্। কহিল বচন তাঁ'রে ত্যজি' অভিমান ॥৩
শাখামৃগগণে জানো হেন শক্তিধর। শাখা হ'তে যে'তে পারে তা'রা শাখান্তর ॥
লাফ দিয়া সিন্ধু তরি' স্বর্ণপুরে জ্বালে। নিশাচরগণে বধি কানন উজাড়ে ॥৪
হে রাম! সকলি তব প্রতাপ-কারণ। আমার প্রভাব নাথ! না কর গণন ॥৫
দোহা— তা'র কিছু প্রভু অগম্য না রহে যা'র'পরে তুমি হও দয়াবান্।
বাড়ব অগ্নিরে তুলা যে দহিবে তোমার প্রভাব হেন শক্তিমান্ ॥৩৩॥

বাংলা অর্থ—সুখ অয়না—সুখের আশ্রয়; বুঝিঅ—বুঝা যায়; উরিন—অঋণী; চিতব—দেখিলেন; হরষি—হর্ষিত হইল; জাতুধান—রাক্ষস; (দো—৩২)

বাংলা অর্থ—মগন—প্রেমমগ্ন; অতি বঙ্কা—বক্রভাবাপন্ন; মনুসাঈ—মনুষ্যত্ব (পুরুষার্থ); নাঘি—লাফ দিয়া; বধি—বধ করিয়া; অগম—অলভ্য; বড়বানলহি—দাবাগ্নিকে; জারি সকই—জ্বালাইতে পারে; কছু—কিছু; (দো—৩৩)

মূল

চৌ—নাথ ভগতি অতি সুখদায়নী। দেহু কৃপা করি অনপায়নী॥
সুনি প্রভু পরম সরল কপি বানী। এবমস্তু তব কহেউ ভবানী॥১
উমা রাম সুভাউ জেহিঁ জানা। তাহি ভজনু তজি ভাব ন আনা॥
য়হ সংবাদ জাসু উর আবা। রঘুপতি চরন ভগতি সোই পাবা॥২
সুনি প্রভু বচন কহহিঁ কপিবৃন্দা। জয় জয় জয় কৃপাল সুখকন্দা॥
তব রঘুপতি কপিপতিহি বোলাবা। কহা চলৈঁ কর করহু বনাবা॥৩
অব বিলম্বু কেহি কারন কীজে। তুরত কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীজে॥
কৌতুক দেখি সুমন বহু বরষী। নভ তেঁ ভবন চলে সুর হরষী॥৪

দোহা— কপিপতি বেগি বোলাএ আএ জূথপ জূথ।
নানা বরন অতুল বল বানর ভালু বরূথ॥৩৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তোমাতে ভকতি নাথ! অতি সুখদায়ী। দাও কৃপা করি' সেই ভক্তি অনপায়ী
অতীব সরল সত্য শুনি' কপি-বাণী। প্রভু ক'ন—"এবমস্তু"—শুনহ ভবানী॥১
রামের স্বভাবে উমা যা'র আছে জ্ঞান। তাঁহার ভজন ত্যজি' ভজেনা সে আন॥
এই তত্ত্ব যেই জন মন-মাঝে ধরে। রামের চরণে ভক্তি সেই লাভ করে॥২
শুনিয়া প্রভুর বাণী কপিগণ কহে,—সুখের নিদান "জয় জয় কৃপাল হে"!
রাম ক'ন সুগ্রীবেরে করিয়া আহ্বান। যাহা করিবার এবে করহ বিধান॥৩
এখন বিলম্ব কর কিসের কারণে? যাত্রা-তরে আজ্ঞা দাও ত্বরা কপিগণে॥
কৌতুক বুঝিয়া দেবে পুষ্প বরষিল। হৃষ্ট সুর নভ হ'তে স্বলোকে চলিল॥৪

দোহা— কপিপতি ত্বরা ডাকিয়া পাঠাল সেনানী আসিল মহারথী।
বিবিধ বরণ ঋক্ষ ও বানর যারা ধরে অমিত শকতি॥৩৪॥

মূল

চৌ—প্রভু পদ পঙ্কজ নাবহিঁ সীসা। গর্জহিঁ ভালু মহাবল কীসা॥
দেখী রাম সকল কপি সেনা। চিতই কৃপা করি রাজিব নৈনা।১
রাম কৃপা বল পাই কপিন্দা। ভএ পচ্ছজুত মনহুঁ গিরিন্দা॥
হরষি রাম তব কীন্হ পয়ানা। সগুন ভএ সুন্দর সুভ নানা॥২
জাসু সকল মঙ্গলময় কীতী। তাসু পয়ান সগুন য়হ নীতী॥
প্রভু পয়ান জানা বৈদেহীঁ। ফরকি বাম অঙ্গ জনু কহি দেহীঁ॥৩

বাংলা অর্থ—অনপায়নী—অনপায়িনী, নিশ্চল; **ভাব ন**—ভাল লাগে না; **কপিপতিহিঁ**—সুগ্রীবকে; **কীজে**—করা হইতেছে; **দীজে**—দেওয়া হউক; **কৌতুক**—লীলা; **জূথপ জুথ**—সেনাপতিদল; **বরূথ**—সমূহ; **সুখ কন্দা**—আনন্দের মূল; (দো—৩৪)

জোই জোই সগুন জানকিহি হোঈ। অসগুন ভয়উ রাবনহি সোঈ ॥
চলা কটকু কো বরনৈ পারা। গর্জহিঁ বানর ভালু অপারা ॥৪
নখ আয়ুধ গিরি পাদপধারী। চলে গগন মহি ইচ্ছাচারী ॥
কেহরিনাদ ভালু কপি করহীঁ। ডগমগাহিঁ দিগ্‌গজ চিক্করহীঁ ॥৫

ছন্দ— চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ ডোল মহি গিরি লোল সাগর খরভরে।
মন হরষ সভ গন্ধর্ব সুর মুনি নাগ কিন্নর দুখ টরে ॥
কটকটহিঁ মর্কট বিকট ভট বহু কোটি কোটিন্‌হ ধাবহীঁ।
জয় রাম প্রবল প্রতাপ কোসলনাথ গুন গন গাবহীঁ ॥১

সহি সক ন ভার উদার অহিপতি বার বারহি মোহঈ।
গহ দসন পুনি পুনি কমঠ পৃষ্ঠ কঠোর সো কিমি সোহঈ ॥
রঘুবীর রুচির প্রয়ান প্রস্থিতি জানি পরম সুহাবনী।
জনু কমঠ খর্পর সর্পরাজ সো লিখত অবিচল পাবনী ॥২

দোহা— এহি বিধি জাই কৃপানিধি উতরে সাগর তীর।
জহঁ তহঁ লগে খান ফল ভালু বিপুল কপি বীর ॥৩৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—প্রভু পাদ-পদ্মে শির নমিত করিয়া। মহাবলী ঋক্ষ কপি উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
কপি-সেনা দলে রাম করেন দর্শন। কৃপা'পর সবা'পরে রাজীব-লোচন ॥১
রাম-কৃপা বলে বলী বানরের দল। হ'ল পক্ষ-যুত যেন পর্ব্বত সকল ॥
রাম হরষিত তদা করেন প্রয়াণ। সুন্দর মঙ্গল চিহ্ন হয় দৃশ্যমান ॥২
যাঁ'র কীর্ত্তি সবাকারে করে শুভ-দান। হেন শুভ চিহ্ন ধ'রে তাহার প্রয়াণ ॥
প্রভু আগমন সীতা জানিতে পারিলা। বাম অঙ্গ স্পন্দি' তাহা যেন কহি' দিলা ॥৩
শুভ চিহ্ন যা' হইল জানকী-নিকটে। অশুভ-সূচক তাহা রাবণে প্রকটে ॥
সেনা চলে শক্তি নাহি কারো বর্ণিবার। গর্জ্জিল বানর, ঋক্ষ সংখ্যাতে অপার ॥৪
নখায়ুধ গিরি-তরু হাতে ধরি' নিল। আকাশ, ভূতল, পথে যথেচ্ছ চলিল ॥
ঋক্ষ, কপি করে যেন কেশরি-গর্জ্জন। বিচলিত হয় তাহে দিগ্‌গজগণ ॥৫
ছন্দ— দিগ্‌গজ-গর্জ্জে, পৃথিবী দুলিল, পর্ব্বত টলিল, সিন্ধু উছলিল।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর সুর-মুনি-নাগ দুখ অবসানে মনে হরষিল ॥

বাংলা অর্থ—কপিন্দা—কপীন্দ্র ; সগুন—শকুনি, চিহ্ন ; কীতী—কীর্ত্তি ; ফরকি—স্পন্দিত হইয়া ; ডগমগাহি—বিচলিত হইল; ; চিক্করহীঁ—চীৎকার করিলেন ; ডোল—কাঁপিল ; লোল—চঞ্চল ; খরভরে—তরঙ্গায়িত ; টরে—দূর হইল, টলিল ; কটকটহি—বিকৃত শব্দ করে ; মোহই—মোহগ্রস্ত হয় ; গহ—গ্রহণ করিলেন ; কমঠ খর্পর—কচ্ছপপৃষ্ঠ ; খান লাগে—খাইতে লাগিল ; প্রস্থিতি—পরিস্থিতি ; (দো—৩৫)

ধ্বনিল বিকট যত কপি-ভট কোটি কোটি দলে ধাবিত হইল।
"জয় জয় রাম প্রবল প্রতাপ" কহি' রাম-গুণ গাহিতে লাগিল ॥১
উদার বাসুকি না সহিতে পারি ভার বারে বারে যেন মূর্চ্ছা যায়।
দন্তের দংশনে কূর্ম্মপৃষ্ঠে যেন সুকঠিন তাহা ভাল দেখা যায় ॥
চারু-রঘুবীর যাত্রা-পরিস্থিতি জানিতে পারিয়া অতি সুশোভন।
কচ্ছপের পৃষ্ঠে সর্পরাজ তাহা লিখিয়া রাখিলা অতীব পাবন ॥২

দোহা— হেন মতে চলি' কৃপানিধি রাম পাইলেন পারাবার-তীর।
পথে যেথা সেথা ভূরি ফল খেয়ে চলে ঋক্ষ তথা কপি-বীর ॥৩৫॥

মূল

চৌ—উহাঁ নিসাচর রহহি সসঙ্কা। জব তেঁ জারি গয়উ কপি লঙ্কা ॥
নিজ নিজ গৃহঁ সব করহিঁ বিচারা। নহিঁ নিসিচর কুল কের উবারা ॥১
জাসু দূত বল বরনি ন জাঈ ॥ তেহি আএঁ পুর কবন ভলাঈ ॥
দূতিন্হ সন সুনি পুরজন বানী। মন্দোদরী অধিক অকুলানী ॥২
রহসি জোরি কর পতি পগ লাগী। বোলী বচন নীতি রস পাগী ॥
কন্ত করষ হরি সন পরিহরহূ। মোর কহা অতি হিত হিয়ঁ ধরহূ ॥৩
সমুঝত জাসু দূত কই করনী। স্রবহিঁ গর্ভ রজনীচর ঘরনী ॥
তাসু নারি নিজ সচিব বোলাঈ। পঠবহু কন্ত জো চহহু ভলাঈ ॥৪
তব কুল কমল বিপিন দুখদাঈ। সীতা সীত নিসা সম আঈ ॥
সুনহু নাথ সীতা বিনু দীন্হেঁ। হিত ন তুম্হার সম্ভু অজ কীন্হেঁ ॥৫

দোহা— রাম বান অহি গন সরিস নিকর নিসাচর ভেক।
জব লগি গ্রসত ন তব লগি জতনু করহু তজি টেক ॥৩৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সেই ক্ষণ হ'তে রক্ষঃ-দল ভীত রহে। যবে হ'তে কপি গিয়া লঙ্কারাজ্য দহে ॥
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল বিচার। রাক্ষস-কুলের আর নাহিক উদ্ধার ॥১
যাহার দূতের বল বর্ণনা-অতীত। রক্ষা নাহি স্বয়ং সেই হ'লে উপনীত ॥
পুরজন মুখে শুনি' সেই দূত-কথা। মন্দোদরী সমধিক মনে পা'ন ব্যথা ॥২
যুক্ত করে রহি' পতি পদ-প্রান্ত ধরি'। নীতি-রসে ভরা বাণী ক'ন মন্দোদরী ॥
হরি-সনে বিরোধিতা তুমি পরিহর। মোর কথা হিত মানি' মন-মাঝে ধর ॥৩
যাঁহার দূতের কীর্ত্তি-বারতা শুনিয়া। গর্ভস্রাব করে যত নিশাচর-জায়া ॥
সচিবে ডাকিয়া তাঁ'র নারীরে পাঠাও। প্রাণনাথ! তুমি যদি নিজ-শুভ চাও ॥৪

বাংলা অর্থ—জারি—জ্বালিয়া; উবরা—উদ্ধার; দূতিন্হ—দূতগণের; পগ—পদ; পাগী—পূর্ণ; কন্ত—কান্ত, হে স্বামিন্; করষ—বিরোধ; ঘরনী—স্ত্রী; পঠবহু—পাঠাও; অজ—ব্রহ্মা; জব লগি—যতক্ষণ; টেক—ঔদ্ধত্য; ভলাঈ—মঙ্গল; (দো—৩৬)

তব কুল-পদ্ম-বনে দুখ-দান-তরে। শীত-নিশা-সম সীতা আসিয়াছে ঘরে॥
ফিরায়ে না দাও যদি এহেন সীতারে। ব্রহ্মা-শিব তব হিত সাধিতে না পারে ॥৫
দোহা— রাম-বাণে অহি নিশাচরে ভেক হেন মতে সবারে তুলিবে।
যাহে নাহি গ্রাসে তাই কর তুমি জিদ্ ত্যজি' যতন করিবে ॥৩৬॥

মূল

চৌ—শ্রবন সুনী সঠ তা করি বানী। বিহসা জগত বিদিত অভিমানী॥
সভয় সুভাউ নারি কর সাচা। মঙ্গল মহুঁ ভয় মন অতি কাচা॥১
জৌঁ আবই মর্কট কটকাঈ। জিঅহিঁ বিচারে নিসিচর খাঈ॥
কম্পহিঁ লোকপ জাকীঁ ত্রাসা। তাসু নারী সভীত বড়ি হাসা॥২
অস কহি বিহসি তাহি উর লাঈ। চলেউ সভাঁ মমতা অধিকাঈ॥
মন্দোদরী হৃদয়ঁ কর চিন্তা। ভয়উ কন্ত পর বিধি বিপরীতা॥৩
বৈঠেউ সভাঁ খবরি অসি পাঈ। সিন্ধু পার সেনা সব আঈ॥
বূঝেসি সচিব উচিত মত কহহূ। তে সব হঁসে মষ্ট করি রহহূ॥৪
জিতেহু সুরাসুর তব শ্রম নাহীঁ। নর বানর কেহি লেখে মাহীঁ॥৫
দোহা— সচিব বৈদ গুর তীনি জৌঁ প্রিয় বোলহিঁ ভয় আস।
রাজ ধর্ম তন তীনি কর হোই বেগিহীঁ নাস ॥৩৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শ্রবণে রাবণ শঠ শুনি' তা'র বাণী। হাসি' উঠে বিশ্বখ্যাত ঘোর অভিমানী॥
রমণীর স্বভাব ভীরু ইহা সত্য বটে। শুভ-মাঝে হীনবল মানসে প্রকটে॥১
কপি-সেনা যদি হেথা আসিয়া পড়িবে। বেচারা রাক্ষসগণ খাইয়া বাঁচিবে॥
যা'র ভয়ে লোকপাল সতত কম্পিত। হাসি' পায় শুনি' তা'র রাণী এত ভীত॥২
ইহা কহি' হাসি' তারে বক্ষে আলিঙ্গিলা। সভা-পানে চলি' তারে স্নেহ প্রদর্শিলা॥
মন্দোদরী মন-মাঝে হেন চিন্তা করে। বিধি বাম হ'ল এবে মম পতি' পরে॥৩
সভায় বসিলে পরে সংবাদ পাইল। সিন্ধু-পারে সেনা সব আসিয়া পৌঁছিল॥
"ভাল যুক্তি দাও" তিনি ক'ন মন্ত্রিদলে। চুপ রহ ভাল চিন্তি বলিল সকলে—॥৪
"বিনা শ্রমে সুরাসুরে যে পারে জিনিতে। নর ও বানরে কভু সে যাবে মানিতে?"
দোহা— মন্ত্রী, বৈদ্য, গুরু এই তিনে যদি প্রিয় কহে ভয়ের লাগিয়া।
রাজ্য, দেহ, ধর্ম্ম এই তিন ধ্বংস ত্বরা হ'বে লইবে জানিয়া ॥৩৭॥

বাংলা অর্থ—তা করি—তাহার; কাচা—কাঁচা, অপক্ক; জি অহিঁ—বাঁচিবে; ভয়উ—হইয়াছেন; বুঝেসি—বুঝিবে; কেহে লেখে—কোন্ হিসাবে; মাহী—মধ্যে; আস—আকাঙ্ক্ষা, আশা; মষ্ট করি—চুপ করিয়া; দো—৩৭)

মূল

চৌ—সোই রাবন কহুঁ বনী সহাঈ। অস্তুতি করহিঁ সুনাই সুনাঈ॥
অবসর জানি বিভীষনু আবা। ভ্রাতা চরন সীসু তেহিঁ নাবা॥১
পুনি সিরু নাই বৈঠ নিজ আসন। বোলা বচন পাই অনুসাসন॥
জৌ কৃপাল পূঁছিহু মোহি বাতা। মতি অনুরূপ কহউঁ হিত তাতা॥২
জো আপন চাহৈ কল্যানা। সুজসু সুমতি সুভ গতি সুখ নানা॥
সো পরনারি লিলার গোসাঈ। তজউ চউথি কে চন্দ কি নাঈ॥৩
চৌদহ ভুবন এক পতি হোঈ। ভূতদ্রোহ তিষ্টই নহিঁ সোঈ॥
গুন সাগর নাগর নর জোউ। অলপ লোভ ভল কহই ন কোউ॥৪
দোহা— কাম ক্রোধ মদ লোভ সব নাথ নরক কে পন্থ।
সব পরিহরি রঘুবীরহি ভজহু ভজহিঁ জেহি সন্ত॥৩৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সমর্থিলা রাবণেরে সচিব প্রধান। যিনি স্তুতিপর হ'য়ে বচন শুনান॥
অবসর জানি' সেথা আসে বিভীষণ। শির নত করে স্পর্শে ভ্রাতার চরণ॥১
পুন শির নমি' নিল আপন আসন। আদেশ লভিয়া লাগে কহিতে বচন॥
কহি দাদা! এবে যাহা মম অনুমত। ক্ষুদ্র-বুদ্ধি আমি শুন যা' শাস্ত্র-সঙ্গত॥২
যদি এবে চাহ তুমি শুভ নিজতরে। সুমতি সুগতি সুখ বিবিধ প্রকারে॥
হে অগ্রজ! পর-নারী বদন-দর্শন। চতুর্থী চন্দ্রমা-সম ত্যজহ এখন॥৩
হইলেও চতুর্দ্দশ ভুবনের পতি। জীবমাত্রে বৈরী করি নাহি লভে স্থিতি॥
হইলেও সুচতুর গুণের আলয়। অল্প মাত্র লোভ কেহ ভাল নাহি কয়॥৪
দোহা— কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ ওহে নাথ! নরকের পথ মুক্ত করে।
সব পরিহরি' রঘুবীরে ভজ সাধু যাঁরে ভজে সদা-তরে॥৩৮॥

মূল

চৌ—তাত রাম নহিঁ নর ভূপালা। ভুবনেস্বর কালহু কর কালা॥
ব্রহ্ম অনাময় অজ ভগবন্তা। ব্যাপক অজিত অনাদি অনন্তা॥১
গো দ্বিজ ধেনু দেব হিতকারী। কৃপা সিন্ধু মানুষ তনুধারী॥
জন রঞ্জন ভঞ্জন খল ব্রাতা। বেদ ধর্ম্ম রচ্ছক সুনু ভ্রাতা॥২
তাহি বয়রু তজি নাইঅ মাথা। প্রনতারতি ভঞ্জন রঘুনাথা॥
দেহু নাথ প্রভু কহুঁ বৈদেহী। ভজহু রাম বিনু হেতু সনেহী॥৩

বাংলা অর্থ—বনী—রচিত হইয়াছে; সীস—শির; পূঁছিহু—জিজ্ঞাসা করিতেছে; লিলার—ললাট, ভাগ্য; চউথি—চতুর্থী; নাঈ—সদৃশ; তিষ্ঠই নহি—তিষ্ঠিতে পারে না; নাগর—চতুর; চউথি কে চন্দ—নষ্ট চন্দ্র (অশুভজ্ঞাপক); (দো—৩৮)

সরন গএँ প্রভু তাহু ন ত্যাগা। বিস্ব দ্রোহ কৃত অঘ জেহি লাগা ॥
জাসু নাম ত্রয় তাপ নসাবন। সোই প্রভু প্রগট সমুঝু জিয়ঁ রাবন ॥৪
দোহা— বার বার পদ লাগউঁ বিনয় করউঁ দসসীস।
পরিহরি মান মোহ মদ ভজহু কোসলাধীস ॥৩৯ক॥
মুনি পুলস্তি নিজ সিষ্য সন কহি পঠঈ য়হ বাত।
তুরত সো মৈঁ প্রভু সন কহী পাই সুঅবসরু তাত ॥৩৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হে অগ্রজ! রাম নহে মানুষ-ভূপাল। ভুবন-ঈশ্বর যিনি কালেরও কাল ॥
অজ ভগবান যিনি ব্রহ্ম অনাময়। অজেয় অনাদি ব্যাপী অন্ত নাহি রয় ॥১
পৃথিবী-ব্রাহ্মণ-ধেনু-দেব-হিতকারী। কৃপা-পারাবার যিনি নর-তনু-ধারী ॥
ভক্তপ্রিয় দুঃখনাশী খল-নাশকারী। শুন দাদা! তিনি হ'ন বেদধর্ম্মাচারী ॥২
শত্রুতা ত্যজিয়া রামে নত কর শির। ভক্ত-দুঃখনাশী বলি' জেনো রঘুবীর ॥
হে নাথ! প্রভুরে করি' সীতা প্রত্যর্পণ। কৃপা-পারাবার রামে করিবে ভজন ॥৩
বিশ্বদ্রোহ আচরি' যে পাপের ভাজন। না ত্যজেন প্রভু সেও লইলে শরণ ॥
যাঁ'র নাম ক'রে তাপত্রয়-বিনাশন। সে প্রভু প্রকট ভ্রাতঃ! বুঝ নিজ মন ॥৪
দোহা— বার বার পদে নতি করি' আমি সবিনয়ে কহি দশানন।
পরিহরি' মান-মোহ-মদ কর রঘুনাথ-চরণ-ভজন ॥৩৯ক॥
পুলস্ত্য সে কথা নিজ শিষ্য-মুখে ক'রেছেন আপনি জ্ঞাপন।
উপযুক্ত এবে অবসর লভি' ত্বরা তোমা' করি নিবেদন ॥৩৯খ॥

মূল

চৌ—মাল্যবন্ত অতি সচিব সয়ানা। তাসু বচন সুনি অতি সুখ মানা ॥
তাত অনুজ তব নীতি বিভূষন। সো উর ধরহু জো কহত বিভীষন ॥১
রিপু উতকরষ কহত সঠ দোউ। দূরি ন করহু ইহাঁ হই কোউ ॥
মাল্যবন্ত গৃহ গয়উ বহোরী। কহই বিভীষনু পুনি কর জোরী ॥২
সুমতি কুমতি সব কেঁ উর রহহীঁ। নাথ পুরান নিগম অস কহহীঁ ॥
জহাঁ সুমতি তহঁ সম্পতি নানা। জহাঁ কুমতি তহঁ বিপতি নিদানা ॥৩
তব উর কুমতি বসী বিপরীতা। হিত অনহিত মানহু রিপু প্রীতা ॥
কালরাতি নিসিচর কুল কেরী। তেহি সীতা পর প্রীতি ঘনেরী ॥৪
দোহা— তাত চরন গহি মাগউঁ রাখহু মোর দুলার।
সীতা দেহু রাম কহুঁ অহিত ন হোই তুম্হার ॥৪০॥

বাংলা অর্থ—খল ভ্রাতা—দুষ্টসমূহ; প্রনতারতি—ভক্তের দুঃখ; তাহু—তাহাকে; ত্যাগা ন—ত্যাগ করে না; নসাবন—নাশকারী; জিয়ঁ—হৃদয়ে; (দো—৩৯)

চৌ—সুবুদ্ধি সচিব অতি নামে মাল্যবান্। সেই কথা শুনি' মনে করি' সুখজ্ঞান—
ক'ন,—'তাত! ভ্রাতা তব নীতি-পরায়ণ। ভাল মনে মানো যাহা কহে বিভীষণ' ॥১
'রিপুরে প্রশংসে এই শঠ দুই জন। কে আছ তাড়াও দু'য়ে'--কহিল রাবণ॥
মাল্যবান্ সেথা হ'তে গৃহে চলি' যায়। বিভীষণ যুক্ত করে ক'ন পুনরায়॥২
সুমতি, কুমতি হৃদে সবাকার রহে। হে নাথ! পুরাণ, বেদ এই কথা কহে॥
যেথায় সুমতি সেথা সম্পদের স্থান। কুমতি যেথায় সেথা বিপত্তি-নিদান॥৩
কুমতি হিয়াতে তব বসে বিপরীত। অহিতে গণিছ হিত, শত্রুকে সুহৃদ॥
কাল-রাত্রি নিশাচর-কুলেতে আসিল। তাই তব পর-স্ত্রীতে আসক্তি বাড়িল॥৪
দোহা— তব পদ ধরি' মাগি এই তাত! রাখো রাখো মম এ' মিনতি।
রঘুনাথে দাও সীতারে ফিরায়ে যাহে ধ্রুব পাবে রাম-প্রীতি॥৪০॥

মূল

চৌ—বুধ পুরান শ্রুতি সন্মত বানী। কহী বিভীষন নীতি বখানী॥
সুনত দসানন উঠা রিসাঈ। খল তোহি নিকট মৃত্যু অব আঈ॥১
জিঅসি সদা সঠ মোর জিআবা। রিপু কর পচ্ছ মূঢ় তোহী ভাবা॥
কহসি ন খল অস কো জগ মাহীঁ। ভুজ বল জাহি জিতা মৈ নাহীঁ॥২
মম পুর বসি তপসিন্হ পর প্রীতী। সঠ মিলু জাই তিন্হহি কহু নীতী॥
অস কহি কীন্হেসি চরন প্রহারা। অনুজ গহে পদ বারহিঁ বারা॥৩
উমা সন্ত কই ইহই বড়াঈ। মন্দ করত জো করই ভলাঈ॥
তুম্হ পিতু সরিস ভলেহিঁ মোহি মারা। রামু ভজেঁ হিত নাথ তুম্হারা॥৪
সচিব সঙ্গ লৈ নভ পথ গয়উ। সবহি সুনাই কহত অস ভয়উ॥৫
দোহা— রামু সত্যসঙ্কল্প প্রভু সভা কালবস তোরি।
মৈঁ রঘুবীর সরন অব জাউঁ দেহু জনি খোরি॥৪১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পণ্ডিত-পুরাণ-শ্রুতি-সন্মত যে বাণী। বিভীষণ সেই নীতি কহেন বাখানি'॥
শুনি' ক্রোধান্বিত হ'য়ে কহে দশানন। বুঝিনু মরণ তব আগত এখন॥১
বাঁচা'য়ে রেখেছি তাই আছিস জীবিত। শত্রু-পক্ষ গুণ-গানে সদা তুই প্রীত॥
খল! তুই বস্ দেখি জগৎ-মাঝারে। কেবা আছে ভুজ-বলে জিনি' নাই যা'রে? ২

বাংলা অর্থ—উতকরষ—উৎকর্ষ, গুণ; বসী—বসিয়াছে; প্রীতা—মিত্র; ঘনেরী—গাঢ়; তুলার—আ'বদার; মাগেউঁ—মাগিতেছি; রাম কহুঁ—রামকে; (দো—৪০)

বাংলা অর্থ—কহী—কহিলেন; রিসাঈ—ক্রুদ্ধ; জিআবা—ভরণ পোষণ; জিতা নাহীঁ—জয় করি নাই; মিলু—মিলিত হও; খোরি—দোষ; জাই—যাইয়া; (দো—৪১)

মম পুরে বাস করি' মুনি'পরে প্রীতি। যাও ধূর্ত্ত! তা'সবারে শিখাইবে নীতি ॥
ইহা কহি' পদাঘাত হানিল ভ্রাতারে। বিভীষণ ধরে তাঁর পদ বারে বারে ॥৩
শিব ক'ন,—উমা! সাধুর মহত্ত্ব-প্রমাণ। অনিষ্ট যে করে তার সাধেন কল্যাণ ॥
তুমি পিতৃ-সম শুভ তব পদাঘাত। কিন্তু তব শুভ যদি রামে ভজ নাথ! ৪
বিভীষণ মন্ত্রী-সহ নভ-পথ নিল। সভারে শুনা'য়ে হেন কহিতে লাগিল।৫
দোহা— সত্যসন্ধ রাম তিনি প্রভু হ'ন সভাসদ তব কালবশ হেন।
রামের শরণ আমি এবে ল'ব দোষ নাহি দিও মম'পরে যেন ॥৪১॥

মূল

চৌ—অস কহি চলা বিভীষনু জবহীঁ। আয়ুহীন ভএ সব তবহীঁ ॥
সাধু অবগ্যা তুরত ভবানী। কর কল্যান অখিল কৈ হানী ॥১
রাবন জবহিঁ বিভীষন ত্যাগা। ভয়উ বিভব বিনু তবহিঁ অভাগা ॥
চলেউ হরষি রঘুনায়ক পাহীঁ। করত মনোরথ বহু মন মাহীঁ ॥২
দেখিহউঁ জাই চরন জল জাতা। অরুন মৃদুল সেবক সুখদাতা ॥
জে পদ পরসি তরী রিষিনারী। দণ্ডক কানন পাবনকারী ॥৩
জে পদ জনকসুতাঁ উর লাএ। কপট কুরঙ্গ সঙ্গ ধর ধাএ ॥
হর উর সর সরোজ পদ জেঈ। অহীভাগ্য মৈঁ দেখিহউঁ তেঈ ॥৪
দোহা— জিন্হ পায়ন্হ কে পাদুকন্হি ভরতু রহে মন লাই।
তে পদ আজু বিলোকিহউঁ ইন্হ নয়নন্হি অব জাই ॥৪২॥

চৌ—হেন কথা কহি' যবে চলে বিভীষণ। সকল রাক্ষস তবে গণিল মরণ ॥
সাধুর অবজ্ঞা যেথা ঘটিবে ভবানী! দ্রুত সেথা সকলের হ'বে শুভ-হানি ॥১
বিভীষণ যবে ত্যাগ করিল রাবণ। ভাগ্য-বিত্ত-হীন তিনি হইতে তখন ॥
হর্ষে চলে বিভীষণ রঘুনাথ-পাশ। মনের মাঝারে রাখি' বহুবিধ আশ ॥২
যাইয়া হেরিবে সেথা কমল-চরণ। ভক্ত সুখ-দাতা মৃদু অরুণ-বরণ ॥
যে পদ পরশি' ঋষি-রমণী তরিল। দণ্ডক বনেরে যাহা পবিত্র করিল ॥৩
যে পদ জনক-সুতা বক্ষ'পরে পায়। কপট কুরঙ্গ-পিছু যে চরণ ধায় ॥
হর-হৃদি-সরোবরে পদ্ম যে চরণ। বড় ভাগ্য তাহা আজি হবে দরশন ॥৪
দোহা— যে পদ-পাদুকা লইয়া ভরত রহে তাহে মন লাগাইয়া।
সে পদ-যুগল নিরখিবে আজি তা'র দু'টি নয়ন ভরিয়া ॥৪২॥

বাংলা অর্থ—কর—করে; মনোরথ করত—অভিপ্রায় করিয়া; চরন জল জাতা—পাদপদ্ম; তরী—মুক্তিলাভ করিয়াছেন; পায়ন্হ কে—পদের; তে পদ—সেই পদ; পাহীঁ—পার্শ্বে; অবগ্যা—অবজ্ঞা; (দো—৪২)

মূল

চৌ—এহি বিধি করত সপ্রেম বিচারা। আয়উ সপদি সিন্ধু এহিঁ পারা॥
কপিন্হ বিভীষন্মু আবত দেখা। জানা কোউ রিপু দূত বিষেসা॥১
তাহি রাখি কপীস পহিঁ আএ। সমাচার সব তাহি সুনাএ॥
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ। আবা মিলন দসানন ভাঈ॥২
কহ প্রভু সখা বূঝিঐ কাহা। কহই কপীস সুনহু নরনাহা॥
জানি ন জাই নিসাচর মায়া। কামরূপ কেহি কারন আয়া॥৩
ভেদ হমার লেন সঠ আবা। রাখিঅ বাঁধি মোহি অস ভাবা॥
সখা নীতি তুম্হ নীকি বিচারী। মম পন সরনাগত ভয়হারী॥৪

দোহা— সরনাগত কহুঁ জে তজহিঁ নিজ অনহিত অনুমানি।
তে নর পাবঁর পাপময় তিন্হহি বিলোকত হানি॥৪৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ— করিতে করিতে হেন সপ্রেম বিচার। আসিয়া পৌঁছিল দ্রুত সিন্ধুর এ' পার
কপিগণ বিভীষণে আসিতে হেরিয়া। চিন্তে,—কোন রিপু-দূত পড়িল আসিয়া॥১
রাক্ষস কপীশ-পার্শ্বে করি' আগমন। সকল সংবাদ তা'রে করে নিবেদন॥
সুগ্রীব কহিল রামে! শুনহ বচন। সাক্ষাৎ করিতে এবে আসে বিভীষণ॥২
প্রভু ক'ন,—ওহে সখা! বুঝিলে কেমন? "শুন নর-নাথ" বলি' কপীশ্বর ক'ন॥
কামরূপী রক্ষোগণ-মায়া বুঝা ভার। আসিছে কি জানি' কেন, কি কারণ তা'র?৩
শঠ বুঝি, আসে গুপ্ত তথ্য জানিবারে। মম মনে ভাল লাগে বাঁধি' রাখি তা'রে॥
সখা তব নীতি ভাল মনেতে বিচারি'। পণ মম আশ্রিতের হই ভয়হারী॥৪
প্রভুর বচন শুনি' হর্ষে হনুমান্। আশ্রিত-বৎসল বলি' জানি' ভগবান্॥৫

দোহা— শরণ-আগতে জে জন ত্যজিবে নিজ অমঙ্গল অনুমানি'।
সে নর পামর তথা পাপময় ঘটে তা'র দরশনে হানি॥৪৩॥

মূল

চৌ—কোটি বিপ্র বধ লাগহিঁ জাহূ। আএঁ সরন তজউঁ নহি তাহূ॥
সনমুখ জীব মোহি জবহীঁ। জন্ম কোটি অঘ নাসহিঁ তবহীঁ॥১
পাপবন্ত কর সহজ সুভাউ। ভজনু মোর তেহি ভাব ন কাউ॥
জৌঁ পৈ দুষ্টহৃদয় সোই হোঈ। মোরেঁ সনমুখ আব কি সোঈ॥২
নির্মল মন জন সো মোহি পাবা। মোহি কপট ছল ছিদ্র ন ভাবা॥
ভেদ লেন পঠবা দসসীসা। তবহুঁ ন কছু ভয় হানি কপীসা॥৩

বাংলা অর্থ—সপদি—তৎক্ষণাৎ; বূঝিয়ৈ—বুঝিয়াছ; কামরূপ—ইচ্ছামত পরিবর্ত্তনশীল রূপ; ভেদ—মনের কথা; ভাবা—ভাল লাগে; নীকি—ভাল ভাবে; হরষ—হর্ষিত হন; বিলোকত—দেখিলে; বচ্ছল—বৎসল; (দো—৪৩)

জগ মহু সখা নিসাচর জেতে। লছিমনু হনই নিমিষ মহুঁ তেতে॥
জৌ সভীত আবা সরনাঈ। রখিহউঁ তাহি প্রান কী নাঈ॥৪
দোহা— উভয় ভাঁতি তেহি আনহু হাঁসি কহ কৃপানিকেত।
জয় কৃপাল কহি কপি চলে অঙ্গদ হনূ সমেত॥৪৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কোটি বিপ্রবধ-পাপ লাগিয়ে যে জনে। তা'রে নাহি ত্যজি কভু আসিলে শরণে॥
জীব যদি আসে কভু সম্মুখে আমার। কোটি জন্ম গত পাপ নাশিব তাহার॥১
সহজ স্বভাব এই ধরে পাপী জন। ভাল নাহি লাগে তা'র আমারে ভজন॥
দুষ্ট অভিসন্ধি মনে যে জন ধরিবে। সে কি বল কভু মম সম্মুখে আসিবে? ২
নির্মল যাহার মন সেই মোরে পায়। ক্রূর, ছলী, ছিদ্রান্বেষী না লভে আমায়॥
ভেদ জানিবারে যদি রাবণ পাঠায়। ভয় কিবা? হানি কিছু নাহি গণি তায়॥৩
ধরা-মাঝে ওহে সখা! যত নিশাচর। লক্ষ্মণ সবারে হানে নিমেষ-ভিতর॥
ভয়-ভীত আসি' যদি লয় সে শরণ। প্রাণ-সম তা'রে আমি করিব রক্ষণ॥৪
দোহা— যে ভাবে আসুক আনিবে তাহারে হাসি' ক'ন কৃপার নিধান।
"জয় হে কৃপাল!" ইহা কহি' চলে সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান॥৪৪॥

মূল

চৌ—সাদর তেহি আগেঁ করি বানর। চলে জহাঁ রঘুপতি করুনাকর॥
দূরিহি তে দেখে দ্বৌ ভ্রাতা। নয়নানন্দ দান কে দাতা॥১
বহুরি রাম ছবিধাম বিলোকী। রহেউ ঠটুকি একটক পল রোকী॥
ভুজ প্রলম্ব কঞ্জারুন লোচন। স্যামল গাত প্রনত ভয় মোচন॥২
সিংঘ কন্ধ আয়ত উর সোহা। আনন অমিত মদন মন মোহা॥
নয়ন নীর পুলকিত অতি গাতা। মন ধরি ধীর কহী মৃদু বাতা॥৩
নাথ দসানন কর মৈঁ ভ্রাতা। নিসিচর বংস জনম সুরত্রাতা॥
সহজ পাপপ্রিয় তামস দেহা। জথা উলূকহি তম পর নেহা॥৪
দোহা— শ্রবন সুজসু সুনি আয়উঁ প্রভু ভঞ্জন ভব ভীর।
ত্রাহি ত্রাহি আরতি হরন সরন সুখদ রঘুবীর॥৪৫॥

বাংলা অর্থ—লাগহিঁ—লগ্ন হয়, নাসহি—নষ্ট হয়; সরনাই—শরণ; ছলছিদ্র—ছলনার লেশ; জৌ পৈঁ…তৌ পৈঁ—যদি….তবে; (দো—৪৪)

বাংলা অর্থ— দূরিহি তে—দূর হইতে; ঠটুকি—স্তব্ধ হইয়া; একটক—একদৃষ্টে; পল—পলক; রোকী—বন্ধ করিয়া; প্রলম্ব—দীর্ঘ; কঞ্জারুন—লাল পদ্ম; ধীর—ধৈর্য্য; উলূকহি—পেচকের নিকট; ভব ভীর—জন্মমরণ জন্য ভয়; আরতি—আর্তি; (দো—৪৫)

চৌ—সাদরে তাহারে অগ্রে লইয়া বানর। চলে যেথা রঘুপতি করুণা-আকর॥
দূর হ'তে বিভীষণে হেরে' দুই ভ্রাতা। তাঁহারা দু'য়ে যে সর্ব্ব-আঁখি-সুখ-দাতা॥১
পুন রামে ছবিধামে হেরিতে লাগিয়া। অপলকে একদৃষ্টে রহে দাঁড়াইয়া॥
দীর্ঘ-বাহু পদ্ম-সম অরুণ-লোচন। শ্যাম-তনু ভক্ত-জন-ভয়-বিমোচন॥২
সিংহ-স্কন্ধ বক্ষ-পট বিস্তৃত শোভন। কামদেব-তুল্য মুখ মানস-মোহন॥
তনুতে পুলক, বারি ভরিল নয়নে। তাঁ'রে ক'ন বিভীষণ ধৈর্য্য ধরি' মনে॥৩
ওহে নাথ! মোরে জান দশানন-ভ্রাতা। জনম রাক্ষস-কুলে, ওহে সুর-ত্রাতা॥
স্বাভাবিক পাপপ্রিয় তামসিক দেহ। যেমন উলূক ধরে তম 'পরে স্নেহ॥৪
দোহা— কানে শুনি' যশ অসিয়াছি আমি তুমি প্রভু ভয়-বিমোচন!
তুমি তা'রে রাখ আর্ত্তহারী রাম! যে চাহিবে তোমার শরণ।৪৫॥

মূল

চৌ—অস কহি করত দণ্ডবত দেখা। তুরত উঠে প্রভু হরষ বিসেষা।
দীন বচন সুনি প্রভু মন ভাবা। ভুজ বিসাল গহি হৃদয়ঁ লগাবা॥১
অনুজ সহিত মিলি ঢিগ বৈঠারী। বোলে বচন ভগত ভয় হারী॥
কহু লঙ্কেস সহিত পরিবারা। কুসল কুঠাহর বাস তুম্হারা॥২
খল মণ্ডলীঁ বসহু দীনু রাতী। সখা ধর্ম নিবহই কেহি ভাঁতি॥
মৈঁ জানউঁ তুম্হারি সব রীতি। অতি নয় নিপুন ন ভাব অনীতী॥৩
বরু ভল বাস নরক কর তাতা। দুষ্ট সঙ্গ জনি দেই বিধাতা॥
অব পদ দেখি কুসল রঘুরায়া। জৌঁ তুম্হ কীন্হি জানি জন দায়া॥৪
দোহা— তব লগি কুসল ন জীব কহুঁ সপনেহুঁ মন বিশ্রাম।
জব লগি ভজত ন রাম কহুঁ সোক ধাম তজি কাম।৪৬

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেন কহি' দণ্ডবৎ হইতে দেখিয়া। ত্বরা প্রভু উঠিলেন হরষিত হিয়া॥
দীন-বাণী শুনি' প্রভু-চিত্ত হরষিত। বিশাল বাহুতে করি' তাঁ'রে আলিঙ্গিত॥১
সানুজ মিলিত হ'য়ে নিকটে বসান্। ভক্ত-ভয়-হারী তাঁ'রে বচন শুনান॥
কুশলী রহত তুমি সহ পরিবার? কুস্থানে বুঝিনু আমি বসতি তোমার॥২
দিন রাতি বাস কর খলগণ-মাঝ। কেমনে সাধিছ সখা! তব ধর্ম্ম-কাজ?
আমার হ'য়েছে জানা তব সব রীতি। নীতিতে নিপুণ তুমি না চিন্ত অনীতি॥৩

বাংলা অর্থ—ঢিগ—পার্শ্বে; বৈঠারী—বসাইলেন; কুঠাহর—কুস্থান; নিবহই—নির্ব্বাহ কর; ন ভাব—ভাল লাগে না; জন জানি—সেবক জানিয়া; দায়া—দায়; তব লগি—ততক্ষণ; জব লগি—যতক্ষণ; (দো—৪৮)

বরং নরকে বাস ভাল গণি মনে। ধাতা যেন থাকিতে না দেন দুষ্ট-সনে॥
রাম! তব পদ হেরি' কুশলী এখন। ভক্ত জানি' হ'লে তুমি দয়া-পরায়ণ॥৪
দোহা— ততকাল নহে জীবের কুশল মনে নাহি স্বপনে বিশ্রাম।
যাবৎ না করে রামের ভজন তেয়াগিয়া শোক-দাতা-কাম॥৪৬॥

মূল

চৌ—তব লগি হৃদয়ঁ বসত খল নানা। লোভ মোহ মচ্ছর মদ মানা॥
জব লগি উর ন বসত রঘুনাথা। ধরেঁ চাপ সায়ক কটি ভাথা॥১
মমতা তরুন তমী অঁধিআরী। রাগ দ্বেষ উলূক সুখকারী॥
তব লগি বসতি জীব মন মাহীঁ। জব লগি প্রভু প্রতাপ রবি নাহী॥২
অব মৈঁ কুসল মিটে ভয় ভারে। দেখি রাম পদ কমল তুম্হারে॥
তুম্হ কৃপাল জা পর অনুকূলা। তাহি ন ব্যাপ ত্রিবিধ ভব সূলা॥৩
মৈঁ নিসিচর অতি অধম সুভাউ। সুভ আচরনু কীন্হ নহিঁ কাউ॥
জাসু রূপ মুনি ধ্যান ন আবা। তেহিঁ প্রভু হরষি হৃদয়ঁ মোহি লাবা॥৪
দোহা— অহো ভাগ্য মম অমিত অতি রাম কৃপা সুখ পুঞ্জ।
দেখেউঁ নয়ন বিরঞ্চি সিব সেব্য জুগল পদ কঞ্জ॥৪৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তাবৎ মনুষ্য-হিয়া খলতা-নিধান। লোভ-মোহ মাৎসরতা ধরে মদ-মান॥
যাবৎ হৃদয়ে নাহি বসে রঘুবীর। ধরি' চাপ বাণ তথা কটিতে তূণীর॥১
মমতারে জানো অমা-রাত্রি-অন্ধকার। রাগ-দ্বেষ-উলূকের তাহা সুখাধার॥
তাবৎ জীবের মনে রহে তাহা স্থিত। যাবৎ না প্রভু-তেজো-রবি সমুদিত॥২
এবে ত' কুশলী আমি মিটে ভয়-ভার। চরণ-কমল রাম! হেরিয়া তোমার॥
হে কৃপাল! যা'র 'পরে তুমি অনুকূল। তা'রে নাহি স্পর্শে ভব-ত্রিতাপ-ত্রিশূল॥৩
হীন নিশাচর আমি স্বভাব-কারণ। কভু কা'রে না দেখানু শুভ-আচরণ॥
যাঁ'র রূপ মুনি ধ্যানে না পারে আনিতে। সে-প্রভু হৃদয়ে ধ'রে মোরে হৃষ্ট চিতে॥৪
দোহা— অহো ভাগ্য মম অতীব অসীম ওহে রাম! তুমি কৃপাসুখাধার।
নয়নে হেরিনু পাদ-পদ্ম-যুগ শিব-ব্রহ্মা সেবে যে' পদ তোমার॥৪৭॥

মূল

চৌ—সুনহু সখা নিজ কহউঁ সুভাউ। জান ভুসুণ্ডি সম্ভু গিরিজাউ॥
জৌঁ নর হোই চরাচর দ্রোহী। আবৈ সভয় সরন তকি মোহী॥১

বাংলা অর্থ—মচ্ছর—মাৎসর্য্য; ভাথা—তূণীর; তরুন তমী—অমাবস্যা রাত্রি; ভারে—ভারী; ন ব্যাপ—ব্যাপ্ত হয় না; সূলা—যন্ত্রণা; লাবা—লইয়াছেন; পদ কঞ্জ—পাদ-পদ্ম; অঁধিয়ারী—অন্ধকার; (দো—৪৭)

তজি মদ মোহ কপট ছল নানা। করউঁ সত্ত তেহি সাধু সমানা ॥
জননী জনক বন্ধু সুত দারা। তনু ধনু ভবন সুহৃদ পরিবারা ॥২
সব কৈ মমতা তাগ বটোরী। মম পদ মনহি বাঁধ বরি ডোরী ॥
সমদরসী ইচ্ছা কছু নাহীঁ। হরষ সোক ভয় নহিঁ মন মাহীঁ ॥৩
অস সজ্জন মম উর বস কৈসেঁ। লোভী হৃদয়ঁ বসই ধনু জৈসেঁ ॥
তুম্হ সারিখে সন্ত প্রিয় মোরেঁ। ধরউঁ দেহ নহিঁ আন নিহোরে ॥৪

দোহা— সগুন উপাসক পরহিত নিরত নীতি দৃঢ় নেম।
তে নর প্রান সমান মম জিন্হ কেঁ দ্বিজ পদ প্রেম ॥৪৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নিজের স্বভাব কহি' শুন বন্ধুবর! ইহা জানে ভুষুণ্ডি ও গিরিজা-শঙ্কর ॥
চরাচর-শত্রু যদি হয় কোন জন। সভয়ে লইতে আসে আমার শরণ ॥১
ত্যাগ করে মোহ, মদ, ছল কপটতা। সত্ত তারে দিই জেনো সাধুর সমতা ॥
জননী, জনক, বন্ধু তথা সুত, দার। দেহ, ধন, গৃহ তথা মিত্র-পরিবার ॥২
সবার মমতা-সূত্র একতা করিয়া। মম পদে মন বাঁধে প্রেম-রজ্জু দিয়া ॥
সমদর্শী হয়, নিজ ইচ্ছা নাহি ধরে। হর্ষ, শোক, ভয় ত্যজে সে তা'র অন্তরে ॥৩
হেন সাধু মম হৃদে নিবসে তেমন। লোভীর হৃদয়ে বাস ধনের যেমন ॥
তোমার সদৃশ সাধু মম প্রিয়জন। অন্য কারো তরে দেহ না করি ধারণ ॥৪

দোহা— সগুণ সাধক পরহিতে রত নিয়ম পালিতে দৃঢ়-নীতি ধরে।
সেই জন মম পরাণ-সমান পিরীতি যাহার রহে বিপ্র 'পরে ॥৪৮॥

মূল

চৌ স্নু লঙ্কেস সকল গুন তোরেঁ। তাতেঁ তুম্হ অতিসয় প্রিয় মোরেঁ ॥
রাম বচন সুনি বানর জূথা। সকল কহহিঁ জয় কৃপা বরূথা ॥১
সুনত বিভীষনু প্রভু কৈ বানী। নহিঁ অঘাত শ্রবনামৃত জানী ॥
পদ অম্বুজ গহি বারহিঁ বারা। হৃদয়ঁ সমাত ন প্রেমু অপারা ॥২
সুনহু দেব সচরাচর স্বামী। প্রনতপাল উর অন্তরজামী ॥
উর কছু প্রথম বাসনা রহী। প্রভু পদ প্রীতি সরিত সো বহী ॥৩
অব কৃপাল নিজ ভগতি পাবনী। দেহু সদা সিব মন ভাবনী ॥
এবমস্তু কহি প্রভু রনধীরা। মাগা তুরত সিন্ধু কর নীরা ॥৪
জদপি সখা তব ইচ্ছা নাহীঁ। মোর দরসু অমোঘ জগ মাহীঁ ॥
অস কহি রাম তিলক তেহি সারা। সুমন বৃষ্টি নভ ভঈ অপারা ॥৫

বাংলা অর্থ—মোহী তকি—আমাকে লক্ষ্য করিয়া; তাগ—তাগা; বটোরী—বাঁধিয়া; ডোরী বরি—দড়ি জড়াইয়া; ধনু—ধন; সরিখে—সদৃশ; নিহোরেঁ—করুণা; নেম—নিয়ম; জান—জানে; আবৈ—আসিবে; (দো—৪৮)

দোহা— রাবন ক্রোধ অনল নিজ স্বাস সমীর প্রচণ্ড।
জরত বিভীষনু রাখেউ দীন্হেউ রাজু অখণ্ড ॥৪৯ক॥
জো সম্পতি সিব রাবনহি দীন্হি দিএঁ দস মাথ।
সোই সম্পদা বিভীষনহি সকুচি দীন্হি রঘুনাথ ॥৪৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন হে লঙ্কেশ! তুমি এই গুণাধার। তাই তুমি প্রিয়তম অতীব আমার ॥
শুনিয়া বানর-সঙ্ঘ রামের বচন। "জয় কৃপাধার" সবে করে উচ্চারণ ॥১
শুনিতে প্রভুর বাণী সুধা-সম গণে। বিভীষণ তৃপ্তি-সীমা না লভে শ্রবণে ॥
চরণ-কমল তাঁ'র ধরে বার বার। হৃদয়ে ধরে না তা'র ভকতি অপার ॥২
কহে শুন ওহে দেব! চরাচর-স্বামী! প্রণত-পালক তুমি সর্ব্ব-অন্তর্যামী ॥
হিয়া-মাঝে যে বাসনা কিছু মম ছিল। প্রভু-পদ-প্রীতি-নদী তাহা ভাসাইল ॥৩
শঙ্কর-মানসপ্রিয় যেই ভক্তিধন। সেই ভক্তি চাহি যাহা মানস-পাবন ॥
"এবমস্তু" কহিলেন প্রভু রণধীর। ত্বরা করি' মাগিলেন পারাবার-নীর ॥৪
যদ্যপি হে সখা! ইথে ইচ্ছা না তোমার। ব্যর্থ না দর্শন মম জগৎ-মাঝার ॥
ইহা কহি' রাজটীকা দেন তা'রে রাম। আকাশে হইল বহু পুষ্প-বরিষণ ॥৫
দোহা— রাবণের ক্রোধ অনল-সমান নিজ শ্বাস-সমীর প্রচণ্ড—
দহে বিভীষণে, রক্ষা করে প্রভু দানি' তা'রে রাজত্ব অখণ্ড ॥৪৯ক॥
যে সব সম্পদ্ আপনি শঙ্কর উপহার দানিল রাবণে।
সেই সব কিছু সঙ্কুচিত হ'য়ে রঘুবীর দিলা বিভীষণে ॥৪৯খ॥

মূল

চৌ—অস প্রভু ছাড়ি ভজহিঁ জে আনা। তে নর পসু বিনু পূঁছ বিষানা ॥
নিজ জন জানি তাহি অপনাবা। প্রভু সুভাব কপি কুল মন ভাবা ॥১
পুনি সর্বগ্য সর্ব উর বাসী। সর্বরূপ সব রহিত উদাসী ॥
বোলে বচন নীতি প্রতিপালক। কারন মনুজ কুল ঘালক ॥২
সুনু কপীস লঙ্কাপতি বীরা। কেহি বিধি তরিঅ জলধি গম্ভীরা ॥
সঙ্কুল মকর উরগ ঝষ জাতী। অতি অগাধ দুস্তর সব ভাঁতী ॥৩
কহ লঙ্কেস সুনহু রঘুনায়ক। কোটি সিন্ধু সোষক তব সায়ক ॥
জদ্যপি তদপি নীতি অসি গাঈ। বিনয় করিঅ সাগর সন জাঈ ॥৪
দোহা— প্রভু তুম্হার কুলগুর জলধি কহিহি উপায় বিচারি।
বিনু প্রয়াস সাগর তরিহি সকল ভালু কপি ধারি ॥৫০॥

বাংলা অর্থ—কৃপাবরূথা—কৃপাসমূহের আধার; নহিঁ অঘাত—তৃপ্তির শেষ হয় না; সমাত ন—ধরে না (উপছিয়া যায়); বহী—বহিয়া গেল; মন ভাবনী—মনের প্রিয়; অমোঘ—অব্যর্থ, বৃথা যায় না; সকুচি—সঙ্কুচিত হইয়া; (দো—৪৯ ক, খ)

চৌ—হেন প্রভু ত্যজি' যেই ভজিবেক আন্। সে যে পশু—বিবর্জ্জিত পুচ্ছ ও বিষাণ
ভক্ত জানি' বিভীষণে করেন আপন। প্রভুর স্বভাব প্রিয় মানে কপিগণ ॥১
যিনি সর্ব্বজ্ঞাতা, সর্ব্ব-হৃদয়-নিবাসী। সর্ব্বরূপে স্থিত, সর্ব্বরহিত, উদাসী ॥
কহিলেন বাণী সেই নীতির রক্ষক। নর-অবতার রক্ষঃকুলের ঘাতক ॥২
শুন হে কপীশ! ওহে লঙ্কাপতি বীর! কোন্ বিধি ধরি' তরি জলধি গম্ভীর ॥
মকর সর্পাদি সেথা বিবিধ প্রকার। দুস্তর অগাধ সিন্ধু দুর্গম অপার ॥৩
লঙ্কেশ কহেন—শুন হে রঘুনায়ক! কোটি সিন্ধু শুষ্ক করে তোমার সায়ক ॥
তবুও করম-নীতি এই তত্ত্ব কয়। সাগর-সমীপে গিয়া করহ বিনয় ॥৪
দোহা— প্রভু! সিন্ধু তব পূর্ব্ব কুল-গুরু পুছ, পথ কহিবে তাহার।
অনায়াসে সবে তরিবে সাগর ঋক্ষ কপি পৌঁছিবে ওপার ॥৫০॥

মূল

চৌ—সখা কহী তুম্হ নীকি উপাঈ। করিঅ দৈব জৌঁ হোই সহাঈ ॥
মন্ত্র ন য়হ লছিমন মন ভাবা। রাম বচন সুনি অতি দুখ পাবা ॥১
নাথ দৈব কর কবন ভরোসা। সোষিঅ সিন্ধু করিঅ মন রোসা ॥
কাদর মন কহুঁ এক অধারা। দৈব দৈব আলসী পুকারা ॥২
সুনত বিহসি বোলে রঘুবীরা। ঐসেহিঁ করব ধরহু মন ধীরা ॥
অস কহি প্রভু অনুজহি সমুঝাঈ। সিন্ধু সমীপ গএ রঘুরাঈ ॥৩
প্রথম প্রনাম কীন্হ সিরু নাঈ। বৈঠে পুনি তট দর্ভ ডসাঈ ॥
জবহিঁ বিভীষন প্রভু পহিঁ আএ। পাছেঁ রাবন দূত পঠাএ ॥৪
দোহা— সকল চরিত তিন্হ দেখে ধরেঁ কপট কপি দেহ।
প্রভু গুন হৃদয়ঁ সরাহহিঁ সরনাগত পর নেহ ॥৫১॥

পত্তানুবাদ

চৌ—রাম ক'ন,—সখা! কহ উত্তম উপায়। করিব তাহাই, দৈব হবেন সহায় ॥
এ'কথা ভাল না লাগে লক্ষ্মণের মনে। অতি দুঃখ পান তিনি রামের বচনে ॥১
নাথ দৈব'পরে কেন ভরসা করিবে? রোষ করি' বারিধিরে শুষিয়া লইবে ॥
দৈব হ'ল কাপুরুষ-মনের আধার। "দৈব দৈব" করি' করে অলসে চীৎকার ॥২

বাংলা অর্থ—পূঁছ—পুচ্ছ; বিষানা—শৃঙ্গ; অপনাবা—আপনার করিয়া লইলেন; কারন মনুজ—কৃপাকারণ মনুষ্যদেহধারী; ঘালক—ঘাতক; ঝষ—সমুদ্রজাত প্রাণী; গাঈ—গীত আছে; ধারি—সৈন্য; ভালু—ভল্লুক; তরিঅ—তরিব; (দো—৫০)

বাংলা অর্থ—কহী—কহিয়াছ; করিঅ—করা হউক; সোষিঅ—শোষিত হউক; কাদর—কাপুরুষ; পুকারা—উচ্চারণ করে; করব—করিব; ডসাঈ—বিছাইয়া; কপট—মায়াবী; সরাহহিঁ—প্রশংসা করিল; নীকি—উত্তম; (দো—৫১)

শুনি' হাসি' রঘুমণি কহেন "হে ভাই"। ধৈর্য্য ধর মনে, আমি করিব তাহাই ॥
হেন কথা কহি' প্রভু অনুজে বুঝা'ন। সিন্ধুর সমীপে নিজে রঘুনাথ যা'ন ॥৩
প্রথমে প্রণাম করি' মস্তক নমিয়া। বসিলেন সিন্ধু-তটে কুশ বিছাইয়া ॥
বিভীষণ প্রভু-পার্শ্বে আসিলা যখন। পিছু পিছু দূত এক প্রেষিল রাবণ ॥৪

দোহা— সকল চরিত সে দূত হেরিল বেশেতে ধরে সে কপি-দেহ।
প্রভু-গুণ হেরি' হৃদয়ে প্রশংসে শরণ-আগতে তাঁ'র স্নেহ ॥৫১॥

মূল

চৌ—প্রগট বখানহিঁ রাম সুভাউ। অতি সপ্রেম গা বিসরি দুরাউ ॥
রিপু কে দূত কপিন্‌হ তব জানে। সকল বাঁধি কপীস পহিঁ আনে ॥১
কহ সুগ্রীব সুনহু সব বানর। অঙ্গ ভঙ্গ করি পঠবহু নিসিচর ॥
সুনি সুগ্রীব বচন কপি ধাএ। বাঁধি কটক চহু পাস ফিরাএ ॥২
বহু প্রকার মারন কপি লাগে। দীন পুকারত তদপি ন ত্যাগে ॥
জো হমার হর নাসা কানা। তেহি কোসলাধীস কৈ আনা ॥৩
সুনি লছিমন সব নিকট বোলাএ। দয়া লাগি হঁসি তুরত ছোড়াএ ॥
রাবন কর দীজহু য়হ পাতী। লছিমন বচন বাচু কুলঘাতী ॥৪

দোহা— কহেহু মুখাগর মূঢ় সন মম সন্দেসু উদার।
সীতা দেই মিলহু ন ত আবা কালু তুম্‌হার ॥৫২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রামের প্রশংসাবাদ প্রকাশ্যে করিল। প্রেম-ভ'রে কপটতা নিজে বিস্মরিল ॥
রিপু-দূত বলি' যবে বুঝে কপিগণ। সুগ্রীব-সমীপে আনে বাঁধিয়া তখন ॥১
কহেন সুগ্রীব শুন যত কপিগণ। নিশাচর-অঙ্গ টুটি' করহ প্রেরণ ॥
সুগ্রীব-বচন শুনি' কপিগণ ধায়। দূতে বাঁধি চারিভিতে লইয়া ঘুরায় ॥২
কপিগণ তা'র অঙ্গে প্রহার করিল। কাতর চীৎকার করে তবু না ছাড়িল ॥
না কাটিবে নাক কান কহি সবাকারে। রামের দোহাই আমি দিতেছি সবারে ॥৩
লক্ষ্মণ শুনিয়া সবে নিকটে ডাকিল। দয়াবশে হাস্য করি' ত্বরা ছাড়ি' দিল ॥
কহে—রাবণেরে গিয়া এই পত্র দাও। লক্ষ্মণ-বারতা কুল-ঘাতকে জানাও ॥৪

দোহা— মুখেও বলিও সে মূঢ় রাবণে মম এই বারতা উদার।
সীতা প্রত্যর্পিয়া সন্ধি না করিলে সমাগত মরণ তোমার ॥৫২॥

বাংলা অর্থ—দুরাউ—(পাপকার্য্য এখানে কপট বেশ); **গা বিসরি**—বিস্মৃত হইলেন; **পঠবহু**—পাঠাও; **চহু**—চারি; **তদপি**—তথাপি; **দীজহু**—দিবে; **পাতী**—পত্র (সংবাদ); **মুখাগর**—মুখের উপর; **বাচু**—বলিবে; **সন্দেসু**—বার্ত্তা; (দো—৫২)

মূল

চৌ—তুরত নাই লছিমন পদ মাথা। চলে দূত বরনত গুন গাথা॥
কহত রাম জসু লঙ্কা আএ। রাবন চরন সীস তিন্হ নাএ॥১
বিহসি দসানন পূঁছী বাতা। কহসি ন সুক আপনি কুসলাতা॥
পুনি কহু খবরি বিভীষন কেরী। জাহি মৃত্যু আঈ অতি নেরী॥২
করত রাজ লঙ্কা সঠ ত্যাগী। হোইহি জব কর কীট অভাগী॥
পুনি কহু ভালু কীস কটকাঈ। কঠিন কাল প্রেরিত চলি আঈ॥৩
জিন্হ কে জীবন কর রখবারা। ভয়উ মৃদুল চিত সিন্ধু বিচারা॥
কহু তপসিন্হ কৈ বাত বহোরী। জিন্হ কে হৃদয়ঁ ত্রাস অতি মোরী॥৪
দোহা— কী ভই ভেঁট কি ফিরি গএ শ্রবন সুজসু সুনি মোর।
কহসি ন রিপু দল তেজ বল বহুত চকিত চিত তোর॥৫৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—লক্ষ্মণের পদে ত্বরা নত করি' মাথা। দূত চলে বাখানিয়া তাঁ'র গুণ-গাথা॥
রাম-যশ কহি' তবে লঙ্কাতে পৌঁছিল। রাবণ-চরণে আসি' মস্তক নমিল।১
দশানন হাসি' তা'রে পুছিলা বচন। হে শুক! কুশল নাহি কহ কি কারণ?
বিভীষণ-বার্ত্তা পুন কহত এখন। অতি সন্নিকটে যা'র এসেছে মরণ॥২
লঙ্কার রাজত্ব ছাড়ি' মূর্খ পলাইল। অভাগা যবের ঘুণ হইতে চলিল॥
ঋক্ষ-কপি-সৈন্যদের কহ বিবরণ। যাহাদের ক্রূর কাল করিল প্রেরণ॥৩
যাহাদের জীবনের এক রক্ষাকারী। হ'য়েছে মৃদুল-চিত্ত সাগর বেচারী॥
আর কহ বিবরণ সব তাপসের। জাগ্রত আমাতে ভয় হৃদয়ে যা'দের॥৪
দোহা— সাক্ষাৎ হ'ল কি? ফিরে গেছে নাকি? কানে শুনি' সুযশ আমার॥
নাহি কহ তুমি রিপু তেজ বল চিত্ত হেরি' চকিত তোমার॥৫৩॥

মূল

চৌ—নাথ কৃপা করি পূঁছেহু জৈসেঁ। মানহু কহা ক্রোধ তজি তৈসেঁ॥
মিলা জাই জব অনুজ তুম্হারা। জাতহিঁ রাম তিলক তেহি সারা॥২
রাবন দূত হমহি সুনি কানা। কপিন্হ বাঁধি দীন্হেঁ দুখ নানা॥
শ্রবন নাসিকা কাটৈঁ লাগে। রাম সপথ দীন্হেঁ হম ত্যাগে॥২
পূঁছিহু নাথ রাম কটকাঈ। বদন কোটি সত বরনি ন জাঈ॥
নানা বরন ভালু কপি ধারী। বিকটানন বিসাল ভয়কারী॥৩

বাংলা অর্থ—বিচারা—বেচারা; পুছিহু—জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; হতেউ—হত্যা করিয়াছিল; কীস—বানর; খবরি—সংবাদ, খবর; নেরী—নিকট; কটকাই—সেনা; ত্যাগী—ত্যাগ করিয়াছে; বিভীষন কেরী—বিভীষণের; (দো—৫৩)

জেহিঁ পুর দহেউ হতেউ সুত তোরা। সকল কপিন্হ মহঁ তেহি বলু থোরা
অমিত নাম ভট কঠিন করালা। অমিত নাগ বল বিপুল বিসালা ॥৪
দোহা— দ্বিবিদ ময়ন্দ নীল নল অঙ্গদ গদ বিকটাসি।
দধিমুখ কেহরি নিসট সঠ জামবন্ত বলরাসি ॥৫৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ওহে নাথ! কৃপা করি' পুছিলে যেমন। মানি' লও ক্রোধ ত্যজি' কহিব তেমন
পৌঁছিলা যখন সেথা বিভীষণ গিয়া। রাম তা'রে রাজটীকা দেন পরাইয়া ॥১
রাবণের দূত আমি করিয়া শ্রবণ। নানা দুঃখ দিল মোরে বাঁধি' কপিগণ ॥
শ্রবণ, নাসিকা মম কাটিতে চাহিল। রামের দোহাই দিতে তখন ছাড়িল ॥২
রাম-সেনা-কথা নাথ! পুছিছ আমারে। শত কোটি মুখে কেহ বর্ণিতে তা'নারে ॥
ঋক্ষ-কপি-সেনা যত বহু বর্ণধারী। বিশাল বিকটানন ভয়দানকারী ॥৩
যে মারিল তব সুতে, দহিল নগরে। কপি-মাঝে সেই কিছু কম বল ধরে ॥
সেনানী অসংখ্য নামে কঠিন করাল। বহু-হস্তি-বল-ধর বিপুল বিশাল ॥৪
দোহা— দ্বিবিদ, ময়ন্দ, গদ ও অঙ্গদ নীল, নল, বিকটাস্য আর।
কেশরী, নিশঠ, দধিমুখ, শঠ, জাম্ববান সবে বলাধার ॥৫৪॥

মূল

চৌ—এ কপি সব সুগ্রীব সমানা। ইন্হ সম কোটিন্হ গনই কো নানা ॥
রাম কৃপাঁ অতুলিত বল তিন্হহীঁ। তৃন সমান ত্রৈলোকহি গনহীঁ ॥১
অস মৈঁ সুনা শ্রবন দসকন্ধর। পদুম অঠারহ জূথপ বন্দর ॥
নাথ কটক মহঁ সো কপি নাহীঁ ॥ জো ন তুম্হহি জীতৈ রন মাহীঁ ॥২
পরম ক্রোধ মীজহিঁ সব হাথা। আয়সু পৈ ন দেহিঁ রঘুনাথা ॥
সোষহিঁ সিন্ধু সহিত ঝষ ব্যালা। পূরহিঁ ন ত ভরি কুধর বিসালা ॥৩
মর্দি গর্দ মিলবহিঁ দসসীসা ॥ ঐসেই বচন কহহিঁ সব কীসা ॥
গর্জহি তর্জহিঁ সহজ অসঙ্কা। মানহুঁ গ্রসন চহত হহিঁ লঙ্কা ।৪
দোহা— সহজ সূর কপি ভালু সব পুনি সির পর প্রভু রাম।
রাবন কাল কোটি কহুঁ জীতি সকহিঁ সংগ্রাম ॥৫৫॥

বাংলা অর্থ—কহা—কথা; জাতহিঁ—গেলেই; সারা—সম্পন্ন করিয়াছে; ত্যাগে—ত্যাগ করিয়াছে; কটকাঈ—সেনা; ধারী—সেনা; ভট—সেনা; (দো—৫৪)

বাংলা অর্থ—কো গনই—কে গণনা করিবে; পদুম—পদ্ম, ১০ কোটি; মীজহিঁ হাথা—হাতে হাত ঘষিতে লাগিল; পৈ—কিন্তু; ঝষ—সমুদ্রজাত প্রাণী; ব্যালা—সর্পাদি; মর্দি—মর্দ্দিত করিয়া; গর্দ—ধূলা; জীতি সকহি—জয় করিতে পারিবে; ন ত—নতুবা; কুধর—ভূধর, পর্ব্বত; পূরহিঁ—পূর্ণ করিব; (দো—৫৫)

চৌ—সুগ্রীব-সমান বীর এই কপিগণ। বহু কোটি হ'বে তা'রা কে করে গণন ?
রাম-কৃপাবলে বল অতুলিত ধরে। তিন-লোক তা'রা তৃণ-সম জ্ঞান করে ॥১
স্বকর্ণে শুনিনু আমি ওহে দশানন! অষ্টাদশ পদ্ম কপি-সেনাপতিগণ ॥
হেন কপি নাহি কেহ সেনার ভিতরে। তোমারে জিনিতে যেই না পারে সমরে ॥২
অতি ক্রোধে সবে তা'রা ঘষিতেছে হাত, আদেশ লভিতে—তা' না দেন রঘুনাথ ॥
মীন সর্প-সহ সিন্ধু ফেলিবে শুষিয়া। অথবা বিশাল শৈলে দিবে ভরাইয়া ॥৩
রাবণে মর্দ্দন করি' মিলাব ধূলিতে। সব কপি হেন কথা লাগিছে কহিতে ॥
সকলে নির্ভীক-ভাবে তর্জ্জিছে, গর্জ্জিছে। যেন লঙ্কারাজ্য সবে গিলিতে চাহিছে ॥৪

দোহ— স্বাভাবিক বীর ঋক্ষ কপি সব শির'পরে র'ন প্রভু রাম।
হে রাবণ! তা'রা কোটি যম জয়ে শক্তি ধরে করিয়া সংগ্রাম ॥৫৫॥

মূল

চৌ—রাম তেজ বল বুধি বিপুলাঈ। সেষ সহস সত সকহিঁ ন গাঈ ॥
সক সর এক সোষি সত সাগর। তব ভ্রাতহি পূঁছেউ নয় নাগর ॥১
তাসু বচন সুনি সাগর পাহীঁ। মাগত পন্থ কৃপা মন মাহীঁ ॥
সুনত বচন বিহসা দসসীসা। জৌঁ অসি মতি সহায় কৃত কীসা ॥২
সহজ ভীরু কর বচন দৃঢ়াঈ। সাগর সন ঠানী মচলাঈ ॥
মূঢ় মৃষা কা করসি বড়াঈ। রিপু বল বুদ্ধি থাহ মৈঁ পাঈ ॥৩
সচিব সভীত বিভীষন জাকেঁ। বিজয় বিভুতি কহাঁ জগ তাকেঁ ॥
সুনি খল বচন দূত রিস বাঢ়ী। সময় বিচারি পত্রিকা কাঢ়ী ॥৪
রামানুজ দীন্হা য়হ পাতী। নাথ বচাই জুড়াবহু ছাতী ॥
বিহসি বাম কর লীন্হা রাবন। সচিব বোলি সঠ লাগ বচাবন ! ৫

দোহা— বাতন্হ মনসি রিঝাই সঠ জনি ঘালসি কুল খীস।
রাম বিরোধ ন উবরসি সরন বিষ্ণু অজ ঈস ॥৫৬ক॥
কী তজি মান অনুজ ইব প্রভু পদ পঙ্কজ ভৃঙ্গ।
হোহি কি রাম সরানল খল কুল সহিত পতঙ্গ ॥৫৬খ॥

বাংলা অর্থ—সক—পারে; নয় নাগর—নীতি নিপুণ; সাগর পাহী—সাগরের কাছে; দৃঢ়াঈ—গুরুত্ব; মচলাঈ ঠানী—প্রার্থনা করিতেছে; থাঈ—গভীরতা; রিস—ক্রোধ; বাঢ়ী—বাড়িল; কাঢ়ী—বাহির করিল; রামানুজ—রামের ছোট ভাই; পাতী—পত্র; বচাবন লাগ—বর্ণনা করিতে লাগিল; রিঝাই—চিন্তা করিয়া; ঘালসি—হত্যা করিবে; উবরসি—রক্ষা করিবে; অজ—ব্রহ্মা; (দো—৫৬ ক, খ)

চৌ—বিপুল রামের তেজ, বুদ্ধি ও বিক্রম। সহস্র অনন্ত নাগ কহিতে অক্ষম॥
শতেক সাগর-শোষে এক শর যাঁ'র। নীতিতে নিপুণ পুছে ভ্রাতারে তোমার॥১
তা'র বাক্য শুনি' রাম সিন্ধু-তীরে যা'ন। কৃপা-ভরা-মন হেতু পথ তিনি চা'ন॥
শুনি' বাক্য তা'র হাসি' কহে দশানন। হেন বুদ্ধি তা'ই সঙ্গে নিল কপিগণ॥২
স্বভাবতঃ কাপুরুষ বচনে, বিশ্বাসে। প্ররোচিত করিবারে যায় সিন্ধু-পাশে॥
ওরে মূর্খ! মিথ্যা তুই করিস বড়াই। রিপু-বল-বুদ্ধি ইথে মাপিবারে পাই॥৩
কাপুরুষ বিভীষণ সচিব যাহার, বিজয়, বিভূতি কোথা জগতে তাহার?
খল-বাক্য শুনি' দূতে ক্রোধ উপজিল। কাল বিচারিয়া পত্র বাহির করিল॥৪
রামানুজ দিলা তোমা এই যে লিখন। হে নাথ! পড়িয়া তব জুড়াইবে মন॥
হাসি' বাম-করে তাহা লইয়া রাবণ। মন্ত্রী ডাকি' শঠ তাহা পড়ায় তখন॥৫

দোহা— এই বাক্য শুনি' মনেরে বুঝায়ে কুল-নাশ কভু না করিবে।
রামদ্রোহী হ'য়ে রক্ষা নাহি পাবে স্মরিলেও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবে॥৫৬ক॥
ত্যজি' অভিমান বিভীষণ-সম প্রভু পাদ-পদ্মে হ'বে ভৃঙ্গ॥
নতুবা দহিবে খল! শরানলে কুল-সহ যেমন পতঙ্গ॥৫৬খ॥

মূল

চৌ—সুনত সভয় মন মুখ মুসুকাঈ। কহত দসানন সবহি সুনাঈ॥
ভূমি পরা কর গহত অকাসা। লঘু তাপস কর বাগ বিলাসা॥১
কহ সুক নাথ সত্য সব বানী। সমুঝহু ছাড়ি প্রকৃতি অভিমানী॥
সুনহু বচন মম পরিহরি ক্রোধা। নাথ রাম সন সন তজহু বিরোধা॥২
অতি কোমল রঘুবীর সুভাউ। জদ্যপি অখিল লোক কর রাউ॥
মিলত কৃপা তুম্হ পর প্রভু করিহি। উর অপরাধ ন একউ ধরিহী॥৩
জনকসুতা রঘুনাথহি দীজে। এতনা কহা মোর প্রভু কীজে॥
জব তেহি কহা দেন বৈদেহী। চরন প্রহার কীন্হ সঠ তেহী॥৪
নাই চরন সিরু চলা সো তহাঁ। কৃপাসিন্ধু রঘুনায়ক জহাঁ॥
করি প্রনামু নিজ কথা সুনাঈ। রাম কৃপাঁ আপনি গতি পাঈ॥৫
রিষি অগস্তি কীঁ সাপ ভবানী। রাছস ভয়উ রহা মুনি গ্যানী॥
বন্দি রাম পদ বারহিঁ বারা। মুনি নিজ আশ্রম কহুঁ পগু ধারা॥৬

দোহা— বিনয় ন মানত জলধি জড় গএ তীনি দিন বীতি।
বোলে রাম সকোপ তব ভয় বিনু হোই ন প্রীতি॥৫৭॥

বাংলা অর্থ—সুক—দূত; দীজে—দিউন; কীজে—রক্ষা করুন; পগু ধারা—পদার্পণ করিল; বীতি গয়ে—চলিয়া গেল; কহা—কথা; কহা—বলিল; (দো—৫৭)

চৌ—শুনি' মুখে হাসে কিন্তু ভয়ভীত মন। সবাকারে শুনাইয়া কহে দশানন॥
ভূমি'পরে পড়ি' যথা ধরয়ে আকাশ। সেই মত লক্ষ্মণের বচন-বিলাস॥১
শুক কহে—নাথ! পত্রে লিখা সব বাণী। বুঝিয়া প্রকৃতি নিজ ত্যজ অভিমানী॥
শুনহে বচন মম পরিহরি' ক্রোধ। প্রভু রাম-সনে তুমি ত্যজহ বিরোধ॥২
শ্রীরাম ধরেন শীল স্বভাব সুন্দর। যত্তপি অখিল বিশ্ব ন্যস্ত তাঁ'র 'পর॥
তিনি কৃপা করিবেন তোমা' দরশনে। অপরাধ একটিও না রাখিয়া মনে॥৩
জানকীরে রাম-হস্তে কর প্রত্যর্পণ। শোন মোর কথা, ত্যজি' পাপ-অভিমান॥
সীতারে ফিরিয়া দিতে কহে যে যখন। পদাঘাত করে শঠ তাহারে তখন॥৪
চরণে নমিয়া তা'রে তথায় চলিলা। কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ যেথায় আছিলা॥
করিয়া প্রণাম তাঁ'রে সব শুনাইল। রাম-কৃপাবলে মুনি-স্বরূপ লভিল॥৫
অগস্ত্য ঋষির শাপে শুন হে ভবানি! রাক্ষস-রূপেতে জন্ম ল'ভে এই জ্ঞানী॥
বার বার রাম-পদে করিয়া বন্দন। আপন আশ্রমে পুন করেন গমন॥৬

দোহা— বিনতি না মানে জড় পারাবার তিন দিন হইল অতীত।
রাম ক'ন তবে অতি কোপ-ভরে ভয় বিনা নাহি হবে প্রীত॥৫৭॥

মূল

চৌ—লছিমন বান সরাসন আনূ। সোষৌঁ বারিধি বিসিখ কৃসানূ॥
সঠ সন বিনয় কুটিল সন প্রীতি। সহজ কৃপন সন সুন্দর নীতি॥১
মমতা রত সন গ্যান কহানী। অতি লোভী সন বিরতি বখানী॥
ক্রোধিহি সম কামিহি হরি কথা। ঊসর বীজ বএঁ ফল জথা॥২
অস কহি রঘুপতি চাপ চঢ়াবা। য়হ মত লছিমন কে মন ভাবা॥
সন্ধানেউ প্রভু বিসিখ করালা। উঠী উদধি উর অন্তর জ্বালা॥৩
মকর উরগ ঝষ গন অকুলানে। জরত জন্তু জলনিধি জব জানে॥
কনক থার ভরি মনি গন নানা। বিপ্র রূপ আয়উ তজি মানা॥৪

দোহা— কাটেহিঁ পই কদরী ফরই কোটি জতন কোউ সীঞ্চ।
বিনয় ন মান খগেস সুনু ডাটেহিঁ পই নব নীচ॥৫৮॥

বাংলা অর্থ—আনূ—আনয়ন কর; সোষৌঁ—শুষ্ক করিব; বিসিখ কৃসানূ—অগ্নিবাণ; কহানী—কথা; বিরতি বখানী—বৈরাগ্যের ব্যাখ্যান; বএঁ—বপন করিলে; জ্বালা উঠী—জ্বলিয়া উঠিল; অকুলানে—আকুল হইল; জরত—দগ্ধ করিতে; জানে—গেলেন; কাটেহিঁ পই—কাটিলে পর; ফরই—ফল দেয়; সীঁচ—সিঞ্চন করে; ডাটেহি পই—শাসন করিলে পরে; নব—নত হয়; থার—থালা; (দো—৫৮)

চৌ—হে লক্ষ্মণ! আন তুমি বাণ শরাসন। অগ্নিবাণে করি' এবে বারিধি শোষণ॥
মিনতি শঠের সাথে, ক্রূর-সহ প্রীতি। সহজ কৃপণ প্রতি উদারতা নীতি,— ॥১
মমতা-নিরত-সনে জ্ঞান আলোচন, বৈরাগ্য-ব্যাখ্যান তথা অতি লোভী-সন॥
ক্রোধি-জনে শম, কামী জনে হরি-কথা। ঊষর ভূমিতে বীজ বুনি' ফল যথা ॥২
ইহা কহি' রঘুপতি চাপ চড়াইলা। এ'মত লক্ষ্মণ-মনে উত্তম লাগিলা॥
অগ্নিবাণ প্রভু নিজে করেন সন্ধান। সমুদ্রের বক্ষে হ'লে শিখার উত্থান ॥৩
মকর, উরগ, মৎস্য হ'ল আকুলিত। জ্বলে প্রাণিগণ, সিন্ধু হলেন বিদিত॥
সোণার থালাতে ভরি' মণি নানাবিধ। ত্যজি অভিমান বিপ্ররূপে উপনীত ॥৪
দোহা— কাটি দাও যদি রম্ভাতরু ফলে কোটি যত্নে সিঞ্চিলে তা' নয়॥
বিনতি না মানে নীচ হে খগেশ! তাড়নাতে সেই নত হয় ॥৫৮॥

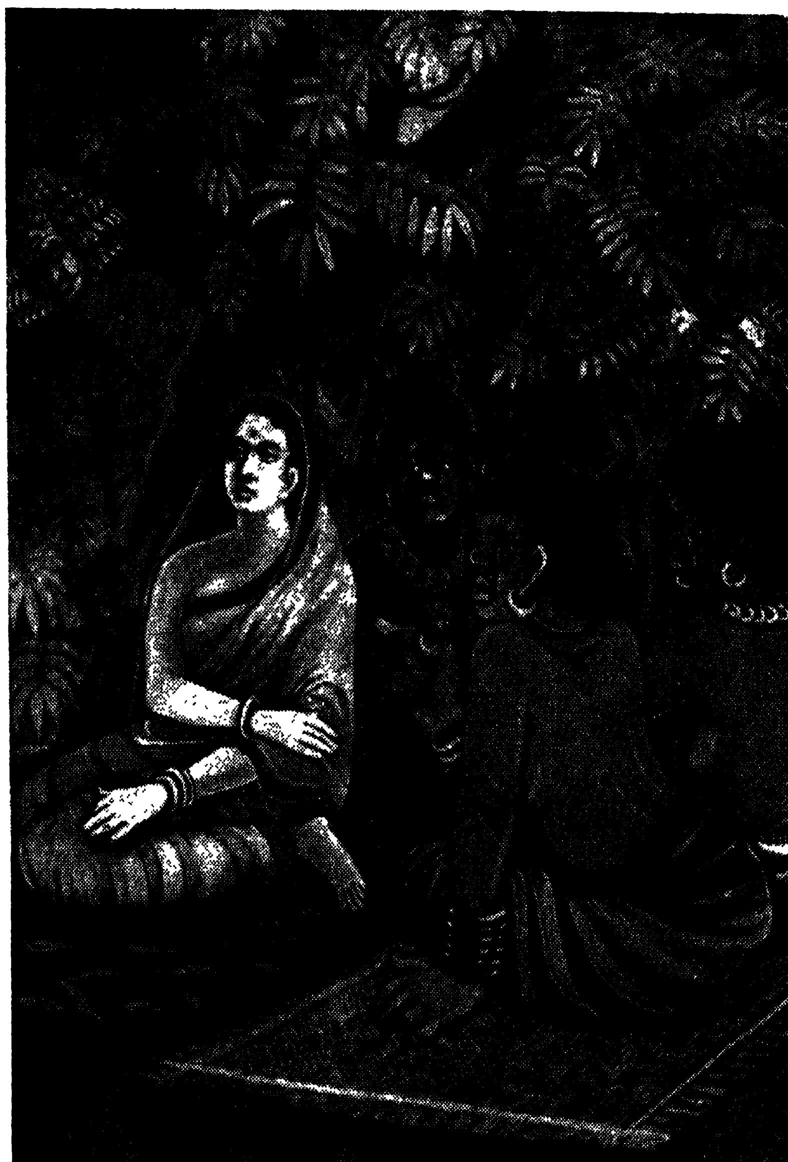
মূল

চৌ—সভয় সিন্ধু গহি পদ প্রভু কেরে। ছমহু নাথ সব অবগুন মেরে॥
গগন সমীর অনল জল ধরনী। ইন্হ কই নাথ সহজ জড় করনী ॥১
তব প্রেরিত মায়াঁ উপজাএ। সৃষ্টি হেতু সব গ্রন্থনি গাএ॥
প্রভু আয়সু জেহি কহঁ জস অহঈ। সো তেহি ভাঁতি রহেঁ সুখ লহঈ ॥২
প্রভু ভল কীন্হ মোহি সিখ দীন্হী। মরজাদা পুনি তুম্হরী কীন্হী॥
ঢোল গবাঁর সূদ্র পসু নারী। সকল তাড়না কে অধিকারী ॥৩
প্রভু প্রতাপ মৈঁ জাব সুখাঈ। উতরিহি কটকু ন মোরি বড়াঈ॥
প্রভু অগ্যা অপেল শ্রুতি গাঈ। করৌঁ সো বেগি জো তুম্হহি সোহাঈ ॥৪
দোহা— সুনত বিনীত বচন অতি কহ কৃপাল মুসুকাই।
জেহি বিধি উতরৈ কপি কটকু তাত সো কহহু উপাই ॥৫৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সভয়ে বারিধি কহে প্রভু-পদে ধরি'। অগুণ আমার নাথ লও ক্ষমা করি'॥
আকাশাগ্নি-সমীরণ জল ভ'রা ধরা। সবাকার কাজ নাথ! জড়তাতে ভরা ॥১
তোমার প্রেরিত মায়া সবারে সৃজিছে। সৃষ্টি-হেতু, সবগ্রন্থ এ'কথা গাহিছে॥
প্রভু-আজ্ঞা যা'র 'পরে যেমন হইবে। সে তথা পালিয়া তাহা আনন্দ লভিবে ॥২
মোরে শিক্ষা দিয়া প্রভু ভালই ক'রেছ। স্বভাবের সীমা পুন তুমি ত' সৃজেছ॥
নির্ব্বোধ চণ্ডাল, শূদ্র, পশু তথা নারী। তাড়না লভিতে এরা যোগ্য অধিকারী ॥৩
প্রভুর প্রতাপে আমি যাইব শুকা'য়ে। সেনা পার হ'য়ে যা'বে মোরে না বাড়ায়ে
প্রভু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য বেদে তাহা গায়। তোমার যা' লাগে ভাল পালিব ত্বরায়॥৪

বাংলা অর্থ—গ্রন্থনি—পুস্তক, সুখাঈ জাব—শুকাইয়া যাইব; বড়াঈ—গর্ব্ব; অপেল—অনুলঙ্ঘনীয়; মুসুকাই—স্মিতহাস্য করিল; গবাঁর—উদ্ধত; (দো—৫৯)।



চলিল ভবন   তদা দশানন   রহে সেথা পিশাচিনীদলে।
ভয় দেখাইতে   লাগিল সীতারে   বহুরূপ ধরিয়া সকলে॥

সুন্দর কাণ্ড—দোহা-১০

দোহা— শুনি' তা'র অতি বিনীত বচন কৃপাময় মৃদু হাসি' ক'ন।
যা'হে পার হয় কপি-সেনা তাত! সে উপায় কর নিরূপণ ॥৫৯॥

মূল

চৌ—নাথ নীল নল কপি দ্বৌ ভাঈ। লরিকাঈ রিষি আসিষ পাঈ ॥
তিন্হ কেঁ পরস কিএঁ গিরি ভারে। তরিহহিঁ জলধি প্রতাপ তুম্হারে ॥১
মৈঁ পুনি উর ধরি প্রভু প্রভুতাঈ। করিহউঁ বল অনুমান সহাঈ ॥
এহি বিধি নাথ পয়োধি বঁধাইঅ। জেহিঁ য়হ সুজসু লোক তিহুঁ গাইঅ ॥২
এহিঁ সর মম উত্তর তট বাসী। হতহু নাথ খল নর অঘ রাসী ॥
সুনি কৃপাল সাগর মন পীরা। তুরতহিঁ হরী রাম রনধীরা ॥৩
দেখি রাম বল পৌরুষ ভারী। হরষি পয়োনিধি ভয়উ সুখারী ॥
সকল চরিত কহি প্রভুহি সুনাবা। চরন বন্দি পাথোধি সিধাবা ॥৪
ছন্দ— নিজ ভবন গবনেউ সিন্ধু শ্রীরঘুপতিহি য়হ মত ভায়উ।
য়হ চরিত কলি মলহর জথামতি দাস তুলসী গায়উ ॥
সুখ ভবন সংসয় সমন দবন বিষাদ রঘুপতি গুন গনা।
তজি সকল আস ভরোস গাবহি সুনহি সন্তত সঠ মনা ॥
দোহা— সকল সুমঙ্গল দায়ক রঘুনায়ক গুন গান।
সাদর সুনহিঁ তে তরহিঁ ভব সিন্ধু বিনা জলজান ॥৬০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নাথ! দুই ভাই কপি নীল তথা নল। লভে বাল্যকালে ঋষি-আশীর্ব্বাদ-বল।
স্পর্শিলে তাহারা গিরি আসে সিন্ধু'পর। তোমার প্রতাপ সেথা এমনি বিস্তর ॥১
হিয়াতে ধরিয়া পুন প্রভু-প্রভুতায়। নিজ বল-অনুসারে হইব সহায় ॥
হেনমতে নাথ! তুমি সিন্ধু বাঁধি দিবে। যাহে তিন-লোকে তব সুযশ গাহিবে ॥২
সেই খল পাপিগণে হান এই শরে। আমার উত্তর-তটে যা'রা বাস করে ॥
সাগরের মনঃপীড়া শ্রীরাম শুনিয়া। দয়াল সে প্রভু ব্যথা দিলেন হরিয়া ॥৩
দেখি' রাম-বল তথা ভারী পুরাক্রম। হৃষ্ট পয়োনিধি সুখ লভিলা পরম ॥
সকল চরিত সখা প্রভুরে শুনান। পাদ বন্দি' পয়োনিধি করেন প্রয়াণ ॥৪
ছন্দ— সিন্ধু চলি' যান আপন ভবন তা'র কথা রামে ভারী প্রীতি দেয়।
এ'হেন চরিত কলি-মল-হর তুলসীদাস তা' যথামতি গায় ॥
সুখ নিকেতন সংশয়-শমন বিষাদ-নাশন রামগুণ-গ্রাম।
ত্যজিয়া সকল আশা ও ভরসা শঠ মন! কর রামগুণ গান ॥

বাংলা অর্থ—লরিকাই—বাল্যকালে; বল অনুমান—বলানুসারে; বধাইঅ—বন্ধন করিবে; হতহু—হত্যা করিবে; পাথোধি—সমুদ্র; ভায়উ—ভাল লাগিল; (দো—৬০)

দোহা— সুমঙ্গল যত সব আনি' দিবে রঘুনাথ-গুণগ্রামগান।
ভক্তিতে যে শুনে সেই ত'রে যায় ভবসিন্ধু বিনা জলযান ॥৬০॥

সমাপি' চব্বিশ দিন মাস পারায়ণে।
সঁপিতে চাহিনু মন শ্রীরাম-চরণে ॥

শ্রীমদ্ রামচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ-বিধ্বংসনে।
পঞ্চম সোপানঃ সমাপ্তঃ।

সুন্দরকাণ্ড—সারমর্ম

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে বানরগণ সমুদ্রতটে গমন করিয়া মনে সন্দিহান হইল যে, গোণা দিন চলিয়া যাইতেছে অথচ সীতার সন্ধান মিলিতেছে না এমতাবস্থায় বালিপুত্র যুবরাজ অঙ্গদ অনুরূপভাবে খেদ করিতেছে তখন জাম্ববান অঙ্গদকে নানাপ্রকারে রামের অপার মহিমার কথা কহিয়া বলিলেন যে রামের কৃপায় সকল সুসম্পন্ন হইবে চিন্তিত হইবার কারণ নাই। জাম্ববানের এই সান্ত্বনাবাণী গিরিকন্দরে থাকিয়া গৃধ্র সম্পাতির কর্ণে প্রবেশ করিল। শকুনি সম্পাতি কপিদের আলোচনা শুনিয়া ভাবিলেন,—তাহার প্রচুর খাদ্য আজ উপস্থিত। অনেক দিন উপবাসী থাকার পরে এত বানরের আগমনে তাহার ভোজ্য ভালই হইবে। সম্পাতিকে দেখিয়া অঙ্গদ বলিলেন,—সম্পাতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ুর ন্যায় ধন্য কে আছে? রামের পরম উপকারী জটায়ু দেহরক্ষা করিয়াছে। সেই রামের কাজের জন্য তাহারা যে সমবেত হইয়াছে তাহা সম্পাতিকে তাহারা জানাইল। তখন সম্পাতি রামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বানরগণকে তাহাকে সাগরতীরে লইয়া যাইতে কহিল এবং তিনিও আপনার পূর্ব্ব ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে কহিলেন,—জটায়ু ও সম্পাতি আমরা দুই ভাই। প্রথম যৌবনে সূর্য্যের কাছে যাই। অভিমানভরে সূর্য্যতেজের সমীপস্থ হইয়া আমার পক্ষ দগ্ধ হয় তখন আমি মাটিতে পড়িয়া যাই এবং দগ্ধ-পক্ষ হইয়া এখানে আছি। সে সময় চন্দ্রমা নামে এক মুনির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে অনেক জ্ঞানের উপদেশ দান করিয়া জানাইয়া দিলেন যে ত্রেতাযুগে ব্রহ্ম মানুষরূপ ধারণ করিবেন। রাবণ তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিবেন। তখন রামচন্দ্র সীতার সন্ধানে যে চর পাঠাইবেন সেই চর-সংস্পর্শে তোমার পক্ষ পুনর্ব্বার ফিরিয়া পাবে। সীতার সন্ধান সেই চরগণকে আমাকে দিতে হবে। সেই মুনির কথা বুঝি আজ সত্য হইতে চলিয়াছে। শকুনের দৃষ্টি দিয়া আমি ত্রিকূট পর্ব্বতের উপরে শোকাকুলা সীতাকে দেখিতে পাইতেছি। আমার এই পক্ষ দেখিয়া আমার অপার মহিমার কথা তোমরা নিশ্চয় বুঝিতেছ। তোমরা ত তাঁহার দূত, তোমরা যত্ন করিলে সীতার সন্ধান পাইবে। সম্পাতি এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। বানরগণ বিস্মিত হইল। জাম্ববান বৃদ্ধত্ব হেতু বলহীন হইয়াছে বলিয়া যাইতে সক্ষম হইবেন না এবং হনুমানকে উৎসাহিত

করিয়া তাহাকে সাগর পারে যাইতে কহিলেন। রামের কার্য্য সাধন করিবার জন্য হনু-মানের জন্ম। তখন জাম্ববান ও অঙ্গদের নির্দ্দেশক্রমে হনুমান সাগর পারে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। এইখানেই সুন্দর কাণ্ডের প্রারম্ভ।

পবননন্দন পবনের ন্যায় বল ধারণ করিয়া রঘুনাথের নাম স্মরণ করিয়া বীরদর্পে সাগর পারে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। মৈনাক পর্ব্বতকে প্রণাম করিয়া স্বকার্য্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাহার যাত্রাকালে দেবতারা হনুমানের বল পরীক্ষার জন্য নাগমাতা সুরসাকে পাঠাইলেন। সুরসা হনুমান-সমীপে আসিয়া তাহার সুন্দর আহার্য্য উপস্থিত বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিল। হনুমান বলিল—প্রভুকাজ সম্পন্ন করিয়া ফিরিবার কালে তোমার আহার্য্য হইব এখন তুমি ছাড়িয়া দও। সুরসা তাহার প্রভুভক্তি ও বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সমুদ্র-মধ্যে এক রাক্ষসী মায়াবিস্তার করিয়া যত জীব জন্তু সাগর পার হইত সকলকে ধরিয়া আহার করিত। হনুমান তাহাকে বধ করিয়া সমুদ্র পারে উপনীত হইল। লঙ্কার সুন্দর কাননাদি দর্শন করিয়া হনুমান পর্ব্বতের উপর উঠিয়া লঙ্কা দর্শন করিল। সে সেখানে বহু বীরের সমাবেশ প্রহরীদলও দেখিল। রাত্রিতে লঘুরূপ ধারণ করিয়া পুরপ্রবেশ করিতে মনঃস্থ করিল। সে বহু পুরগৃহ দর্শন করিয়াও সীতার সন্ধান পাইল না। তবে অন্যত্র এক হরিমন্দির দেখিতে পাইল। সেখানে এক সাধু ও তুলসীবৃক্ষ দেখিয়া তাঁহার পরিচয় জানিতে চাহিল। তখন হরিভক্ত বিভীষণ আত্মপরিচয় দিলেন। তাঁহার কাছে হনুমান সীতা কোথায় কি ভাবে আছেন জানিতে পারিল। বিভীষণের নিকট সীতার সন্ধান পাইয়া হনুমান অশোকবনে সীতা যেখানে আছেন সেখানে পৌঁছিয়া সীতাকে মনে মনে প্রণাম করিল এবং সীতাকে তৎকালীন জটাময়ী বেণীবদ্ধা রামপদে নিবিষ্টচিত্তা শোকতুরা দেখিতে পাইল।

হনুমান যখন এই দৃশ্য দেখিতেছিল তখন দশানন আসিয়া সীতাকে নানা প্রলোভন, ভয় ও ভেদনীতি দ্বারা সীতাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলে সীতা কঠোর ভাষায় রাবণকে তিরস্কারপূর্ণ বাক্য বলিলেন তখন রাবণ রাক্ষসীদিগকে ডাকিয়া বলিল,—তোমরা নানাপ্রকারে সীতাকে ভয় দেখাও এবং এক মাসের মধ্যে আমার কথামত না চলিলে তাহাকে তরবারির আঘাতে কাটিয়া ফেলিব জানাইবে। রাক্ষসীরা তাহা করিল; তন্মধ্যে ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী ছিল। তাহার রামচরণে মতি ছিল সে সীতাকে সেবা করিতে সকলকে উপদেশ দিল; এবং বলিল,—স্বপ্নে সে দেখিয়াছে রাবণের ধ্বংস অনিবার্য্য। অতঃপর ত্রিজটার অনুকূল মনোভাব দেখিয়া তাহাকে একটি চিতা সাজাইয়া সীতা আত্মাহুতি দিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ জানাইল। ত্রিজটা আগুনের অভাব জ্ঞাপন করিয়া বিদায় লইল। সে সময় হনুমান রামপ্রদত্ত আংটি সীতার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। সীতা আংটি রামনামাঙ্কিত দেখিয়া চকিত হইলেন। তখন হনুমান রামগুণ বর্ণনা আরম্ভ করিল। হনুমান অতঃপর রামদূত বলিয়া পরিচয় দিয়া সীতা-সমীপে উপস্থিত হইল। সীতা রাম-লক্ষ্মণের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাম সীতা-সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করেন একথা সীতা জানিতে চাহিলে হনুমান রামের সীতার

জন্য গভীর মর্ম্মবেদনার কথা জানাইল এবং রামের অপেক্ষায় কিছু দিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল। রাক্ষসদিগকে হনন করিয়া তিনি আপনাকে লইয়া যাইবেন বলিল। সীতা কপিসৈন্যসহ হনুমানের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইলে হনুমান কপিসৈন্যের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় প্রদান করিল এবং তখন হনুমান সীতাকে প্রণাম করিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া বাগান উজাড় করিয়া বাগানের ফল খাইতে লাগিল। রাবণ তখন স্বপুত্র অক্ষয় কুমারকে পাঠাইলেন। হনুমান অক্ষয়কুমারকে মারিয়া বহু রাক্ষসকেও মারিয়া ফেলিল তখন রাবণ প্রবল যোদ্ধা ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে পাঠাইলেন। হনুমান এক বিশাল গাছদ্বারা মেঘনাদের রথ চুরমার করিল। মেঘনাদ হনুমানকে কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিল না। অতঃপর মেঘনাদ হনুমানের উপর ব্রহ্মবাণ ছুড়িল। মেঘনাদ হনুমানকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিল এবং রাবণের কাছে নিয়া গেল। রাবণ এই শক্তিশালী হনুমানের পরিচয় চাহিলে হনুমান্ রামের অসীম বীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়া সে যে তাঁহার দূত তাহার পরিচয় দিল এবং রাবণের কুকীর্ত্তির পরিচয়ও সঙ্গে সঙ্গে দিল এবং সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়া লঙ্কায় রাজত্ব কর, এবং তোমার পূর্ব্বপুরুষ পুলস্তের যশে কলঙ্কারোপ করিও না; সর্ব্বপ্রকার অভিমান ত্যাগ করিয়া রঘুনায়কের ভজনাই তোমার একমাত্র পথ। ইহাতে রাবণ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানকে মারিতে ছুটিলে বিভীষণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন যে প্রবল প্রতাপশালী রামের দূতকে মারিলে অনর্থ ঘটিবে। রাবণ তাহা না শুনিয়া হনুমানের লেজে ঘৃত তৈল বস্ত্রাদি দাহ্য পদার্থ জড়াইয়া তাহাতে আগুন লাগাইল। সেই আগুনে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিল। অতঃপর হনুমান সমুদ্রে পড়িয়া লেজের আগুন নিবাইয়া হাত জোড় করিয়া সীতার নিকট দাঁড়াইয়া কিছু চিহ্ন চাহিল, সীতা চূড়ামণি দিয়া হনুমানকে রামের নিকট উপনীত হইয়া সকল বলিতে কহিলেন এবং এক মাসের মধ্যে না আসিলে সীতাকে জীবিত দেখা যাইবে না এ সংবাদ পৌঁছাইতে বলিলেন। হনুমান সিন্ধু পার হইয়া কপিগণের নিকট আগমন সংবাদ পাঠাইল। হনুমানকে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইল এবং হনুমানসহ সকলে রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল পথে আনন্দে অঙ্গদের মধুবন উজাড় করিয়া সানন্দে রামের নিকট লঙ্কার সকল পরিচয় প্রদান করিল। রাম হনুমানের কাজের ভূরি প্রশংসা করিলেন। ঋক্ষও বানরসেনাগণ একত্রিত করিয়া যুদ্ধার্থ চলিতে থাকিয়া সাগরতীরে উপস্থিত হইল। ওদিকে হনুমানের কার্য্যকলাপে রাক্ষসকুল শঙ্কিত হইল। রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীও অধিক ব্যাকুল হইয়া স্বামীকে অনুরোধ করিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। পরে সংবাদ আসিল সৈন্যগণ সিন্ধু পার হইয়াছে। মন্ত্রিগণের কথাতেও রাবণ কর্ণপাত করিলেন না। এসময়ে বিভীষণ আসিয়া বিশেষভাবে রাবণকে বিনিবৃত্ত করিতে চাহিলেন। রাম যে শরণাগতের পরম বন্ধু একথা রাবণকে বহুবার বুঝাইলেন কিন্তু রাবণ অটল। মাল্যবন্ত নামে এক বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী বিভীষণের সহিত একমত হইয়া রাবণকে অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন এবং বিভীষণ যে সত্যসন্ধ রামের

সহিত মিলিত হইতে চলিয়াছেন তাহা রাবণকে জানাইয়া দিলেন। বিভীষণ রাবণকে ত্যাগ করিলে বাস্তবিক রাবণ তাঁহার বিভব হারাইলেন। বিভীষণ রাবণের নিকট হইতে বিদায় হইয়া রামের নিকট আসিলে রামের অনুচরগণ বিভীষণকে আশ্রয় না দিবার কথাই বুঝাইল কিন্তু শরণাগত-পালক রাম বিভীষণকে পরম ভক্ত জানিয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। বিভীষণ রামের সমীপে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে রাম তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আশ্রয় দিলেন। বিভীষণ তাহাতে পরম সৌভাগ্য মানিয়া লইলেন এবং তাঁহার বহুগুণের প্রশংসায় মুখর হইলেন। বানরের দলও তাঁহাকে আপনার করিয়া লইল। রাম বিভীষণকে রাজতিলক পরাইয়া দিলেন।

বিভীষণ রামের আশ্রয় লইলে রাবণ শুক নামে এক দূত পাঠাইল। সে কপট বানরের বেশ ধারণ করিয়া রামের নিকট আসিল কিন্তু রামের গুণাবলী বিশেষতঃ শরণাগতের প্রতি দয়া দেখিয়া রামের প্রশংসায় মুখর হইল। বানরেরা তাহাকে শত্রুর দূত বুঝিয়া সুগ্রীবের নিকট আনিল এবং তাহার নাক, কাণ কাটিয়া ছাড়িয়া দিবে এই কথা বলিল। লক্ষ্মণ তাহাকে কপিগণের হাত হইতে ছাড়াইয়া দিলেন এবং সীতাকে ছাড়িয়া দিয়া যুদ্ধ হইতে রাবণ যেন বিরত হয় সেই কথা রাবণকে বলিতে কহিলেন। শুক লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিয়া পত্রসহ বিদায় লইয়া রাবণের চরণে প্রণাম জানাইল। রাবণ সকল সংবাদ জানিতে চাহিলেন, বিশেষতঃ বিভীষণের সংবাদ জানিতে চাহিলেন। রাবণের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মণ লিখিয়াছেন,—ক্রোধ করিয়া কুলনাশ করিবে না। রামের সহিত বিরোধ করিয়া তোমার উদ্ধার নাই। কেবল জানকীকে ফিরাইয়া রামের শরণাগত হইলে সকল বিরোধের অবসান হইবে। শুক এই মতের সমর্থন জানাইলে রাবণ তাহাকে পদাঘাত করেন। তখন সেও রামের আশ্রয় লইতে চলিল। রাম সমুদ্রতীরে আসিয়া সমুদ্রের নিকট বিনতি করিয়া কপিগণের সহিত সমুদ্রপার হইতে চাহিলেন। সমুদ্র সে বিনতিকে অগ্রাহ্য করিলে রাম ধনুকে জ্যা রোপণ করিয়া সমুদ্রকে জোর করিয়া বশীভূত করিতে চাহিলেন। তাড়নাতে সমুদ্র বশীভূত হইলেন এবং রামের পাদ-বন্দনা করিয়া নিজ ত্রুটি স্বীকার করিয়া প্রভুর শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়া সেই তাড়না যে শিক্ষার জন্য প্রভু প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং প্রভুর আদেশে সমুদ্রের কিছু স্থান জলবর্জ্জিত হইলে সৈন্যগণ পার হইতে পারিবেন সমুদ্র বলিয়া দিলেন। সমুদ্রের বিনীতবাক্যে প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন এবং কি উপায়ে সৈন্যগণ সমুদ্র পার হইবে জানিতে চাহিলেন। সমুদ্র কহিল,—নল ও নীল নামে দুইটি বানর আছে তাহারা স্পর্শমাত্র করিলে পর্ব্বতকে সমুদ্রে ফেলিতে পারে। তাহাদের ক্ষমতার প্রভাবে সমুদ্র বাঁধা সহজসাধ্য হইবে। সমুদ্রও সে স্থান জলবর্জ্জিত করিয়া নিজের বন্ধনে প্রভুর সহায় হইলেন। রামের সৈন্যবল দেখিয়া সমুদ্র সুখী হইল। সকল চরিত কথা প্রভুকে শুনাইয়া প্রভুপাদ বন্দনা করিয়া সমুদ্র চলিয়া গেল।

পরিশিষ্ট

শ্রীরামচরিতমানস ব্যাকরণ

বিষয় প্রবেশ (১ম খণ্ড)

ভাষা—ভাষা হইল এমন এক প্রকার সাধন যাহাদ্বারা আমরা আমাদের মনের ভাবসমূহ কিংবা বিচারধারা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারি। লিখিতভাবে এবং মৌখিক ভাবে এই দুই প্রকারে তাহা সম্ভব। সুতরাং 'কথিত ভাষা' এবং 'লিখিত ভাষা' এই দুইটী বাক্য প্রয়োগ করিয়া তাহা আমরা শিক্ষা করিয়া থাকি। রামচরিতমানসে এই দুইএর সমন্বয় আছে। কারণ গোস্বামী মহোদয় সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য হয় এমন এক ভাষা কল্পনা করিয়াছিলেন অথবা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে তাহা তাঁহার লেখনীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

ব্যাকরণ—যে কোন ভাষার একটা স্থির রূপ আছে তাহা একটা বাঁধাধরা নিয়ম আশ্রয় করিয়া লিখিত বা কথিত হয়। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ভাষার ত্রুটি। ফলে ব্যাকরণ দ্বারা এই নিয়মের ত্রুটি দেখান প্রয়োজন। বিনা ব্যাকরণে ঐ ভাষার জ্ঞানলাভ করা কঠিন। (বি-আ-কৃ+অনট্) অথবা ভালরূপে বিশ্লেষণ হইল ব্যাকরণ শব্দের ধাতুগত অর্থ। সুতরাং শুদ্ধভাবে বলা, লেখা এবং পড়ার জন্য ব্যাকরণ-জ্ঞানের অপরিহার্য্যতা আছেই। রামচরিত মানসের ভাষা বিশুদ্ধ হিন্দি নহে আবার ইহাকে কোন একটি প্রাদেশিক কথ্য ভাষা বলিলে ভুল করা হইবে। অথচ ইহার সহিত হিন্দিভাষার সংযোগ নাই একথা বলিলেও ভুল হইবে। সুতরাং প্রচলিত হিন্দিভাষার সহিত ইহার সামঞ্জস্য বা পার্থক্য কোথায়, তাহা না জানিলে পাঠককে একটু অসুবিধায় পড়িতে হয়। বাক্যসমূহের মিলনেই ভাষা। শব্দ যেমন একাধিক অক্ষরদ্বারা, ভাষাও তেমনি একাধিক শব্দদ্বারা অর্থ প্রকাশক হয়। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ বলিতে ১) বর্ণবিভাগ, ২) শব্দবিভাগ ৩) বাক্যবিভাগ এই তিন এর সমন্বয়।

সংস্কৃত ভাষার অনুরূপভাবে যেমন বাংলা বা হিন্দী ভাষার বর্ণমালা গ্রথিত রামচরিতমানসে তাহাই আছে। প্রধানতঃ ব্রজভাষা মিশ্রিত অওয়াধী ভাষা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রদেশের কথ্য ভাষার অংশ ইহাতে বিশেষভাবে বিক্ষিপ্ত এবং সংস্কৃত শব্দে স্বর বা ব্যঞ্জন বর্ণের সংযোগ বা বিয়োগ এমন বিচিত্রভাবে করা আছে যে সেই সূত্রসমূহে কিছুটা প্রবিষ্ট না হইলে মূল বুঝা অনেক সময় দুষ্কর হয়। ফলে ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা স্বতঃই প্রয়োজন হইয়া পড়িল। ব্যাকরণ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলে অবশ্য এই ভাষার ব্যাকরণ জ্ঞান কঠিন হয় না তবুও বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা জানার প্রয়োজনেই আলোচনার ক্ষেত্র। বিশেষতঃ উচ্চারণ স্থান সম্বন্ধে বঙ্গীয় পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের বেশী প্রয়োজন আছে। গোস্বামী মহোদয় উত্তর প্রদেশের অধিবাসী সুতরাং তাঁহার মাতৃভাষা মুখ্যতঃ হিন্দী। হিন্দী ভাষার উচ্চারণভঙ্গি মুখ্যতঃ তুলসীরামায়ণে বা রামচরিতমানসে অনুসৃত হইয়াছে। সংস্কৃতের অনুবর্ত্তনে হিন্দী বা বাংলা ভাষা উচ্চারিত হইলেও হিন্দী উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য এখানে জানা বেশী প্রয়োজন। কারণ এই গ্রন্থে অব্যয়, বিভক্তি, শব্দগঠন অনেকস্থলে হিন্দির মত।

হিন্দী ব্যাকরণে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য—মাত্রাজ্ঞান প্রথম প্রয়োজন। হ্রস্বস্বর এক মাত্রা দীর্ঘস্বর দুই মাত্রা, ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্রা। সংস্কৃতের ন্যায় বাংলা বা হিন্দীতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন-বর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বর একরূপ কিংবা মাত্রাযুক্ত উচ্চারণও একরূপ। ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণের উচ্চারণকালে জিহ্বাদ্বারা কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ আদি স্পর্শদ্বারা বর্ণের উচ্চারণ স্থানটি নিরূপিত হয় এজন্য এবর্ণগুলি স্পর্শবর্ণ নামে পরিচিত। য, র, ল, ব অন্তঃস্থবর্ণ উচ্চারণে স্বরবর্ণ ও স্পর্শবর্ণের মাঝামাঝি। স্বরবর্ণ উচ্চারণে কোন অন্য বর্ণের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। সংঘর্ষ দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ শ, ষ, স, হ উষ্মবর্ণ। নাসিকা ব্যবহার দ্বারা উচ্চারিত বর্ণ স্পর্শবর্ণ বটে তবে অনুনাসিকও বটে।

হিন্দী লিখিত ভাষা **अंग**—অঙ্গ, **मंद**—মন্দ, **रंग**—রঙ্গ, **अंचल**—অঞ্চল; হিন্দীতে অনু-স্বারের সাহায্যে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) উচ্চারিত হয়। চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিক বটে। হিন্দীতে **ऐ** এবং **औ** এর উচ্চারণ বাংলাতে যায় এর এবং অও এর মত। **कैसा**—ক্যায়সা **औरत**—অওরত। হিন্দীতে শব্দের অন্তস্থিত অকারের উচ্চারণ হয় না তবে তুলসীরামায়ণের উচ্চারণে তাহার প্রয়োজন আছে। **ग** এর উচ্চারণ অড় এর মত। হিন্দীতে বর্গীয় **ब** এর উচ্চারণ বাংলা ব এর মত কিন্তু অন্তঃস্থ ব এর উচ্চারণ ওয়া যেমন **दरवान**—দরওয়ান। হিন্দীতে বাংলার ন্যায় য নাই। উচ্চারণ দ্বারা অন্তঃস্থ বর্ণ য, র, ল, ব বুঝিয়া লইতে হইব। সুতরাং য এর উচ্চারণ বাংলায় ইয় বা য় এর মত যেমন **गाय, हाय** (গায়, হায়) হিন্দীতে শ, ষ, স তিনটি অক্ষরের উচ্চারণ বুঝিতে তালু, মূর্দ্ধা ও দন্তে জিহ্বা স্পর্শ করাইয়া উচ্চারণ করিতে হইবে। চ যে স্থান হইতে উচ্চারিত হয় শ এর উচ্চারণ স্থান তাহাই হইবে ইংরাজী sh এর মত। ষ এর উচ্চারণ বাংলা খ এর মত এবং 'স' 'ছ' এর মত উচ্চারিত হয়। হিন্দীতে যুক্তাক্ষরের প্রত্যেক অক্ষর সংস্কৃতের মত উচ্চারণীয় যথা—পদ্‌ম, বৃক্‌ষ, লক্‌ষমণ (পদ্ম বৃক্ষ, লক্ষ্মণ)। ক্রিয়ার তিন অক্ষরের শব্দে মধ্যবর্ণের উচ্চারণ হসন্তযুক্ত শব্দের মত—লিখনা (লিখ্‌না), পড়না (পড়্‌না), করনা (কর্‌না); ক্রিয়ার চারি অক্ষরের শব্দের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ণে আকার যুক্ত থাকিলে দ্বিতীয় বর্ণের অকার উচ্চারিত হয় কিন্তু তৃতীয় বর্ণের অকার হসন্ত অকারের ন্যায় উচ্চারিত হয় উতরনা—(উতর্‌না) রামচরিতমানস পাঠক মুখ্যতঃ উচ্চারণ জন্য হিন্দীর অনুবর্ত্তন করিবেন—

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণনামুরঃ কণ্ঠ শিরস্তথা জিহ্বমূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠতালু চ॥

বর্ণের উচ্চারণস্থান আট। উরঃ, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা, জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ ও তালু। উরঃস্থ শ্বাস-নালী হইতে স্বরের উদ্ভব বলিয়া উহাকেও একটি স্থান বলিয়া সংস্কৃতে গণ্য করা হইয়াছে। ফুসফুসাগত উদান বায়ুই উচ্চারণ কার্য্যের মুখ্য সহায়ক। উদান বায়ুর স্থান উরঃ (কণ্ঠনিম্নভাগ)।

অ, ক বর্গ, হ—কণ্ঠ্যবর্ণ; ই, চ বর্গ, য, শ—তালব্য; ঋ, ট বর্গ, র, ষ—মূর্দ্ধণ্য, ৯, ত বর্গ, ল, স—দন্ত্য; উ, প বর্গ, উপাধ্মানীয় ক ওষ্ঠ্য। হিন্দীতে ৯ বর্ণের ব্যবহার নাই। এ ছাড়া কণ্ঠ তালব্য এ, ঐ, কণ্ঠোষ্ঠ্য ও ঔ, দন্তোষ্ঠ বর্গীয় ব (ব) য, র, ল. ব অন্তঃস্থ বর্ণ।

উচ্চারণ বিষয়ে সুবিধা ও কণ্ঠের কষ্ট লাঘব জন্য গোস্বামী মহাশয় নিজস্ব পথ ধরিয়াছেন

এমন কি প্রচলিত হিন্দী ভাষার অনুবর্তনও অনেক স্থলে করেন নাই ফলে তাঁহার ভাষা'তে নানাপ্রকার বর্ণাশুদ্ধি দেখা যাইবে এবং ভুল বানান বলিয়া বোধ হইবে কিন্তু এই বর্ণাশুদ্ধি তাঁহার ইচ্ছাকৃত। উচ্চারণে গানের সুর আনিবার জন্য এবং সহজভাবে সুর রক্ষার প্রয়োজনে এই সকল পার্থক্য। আর ফলে পাঠেরও এমন বৈচিত্র্য যে কোন দুইটি রামচরিতমানসে একরূপ পাঠও বড় দেখা যায় না। প্রতিলিপিলেখক তাঁহার ইচ্ছামত পাঠ অল্পাধিক পরিবর্তন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করিলাম।

গোস্বামীর-ভাষা	মূল শব্দ	গোস্বামীর-ভাষা	মূল শব্দ	গোস্বামীর-ভাষা	মূল শব্দ
সিব	শিব	রঘুবীর	রঘুবীর	বিগসিত	বিকসিত
সঙ্কর	শঙ্কর	অপছরা	অপ্সরা	ভগতি	ভক্তি
দরসন	দর্শন	হরষজুত	হর্ষযুত	অবরাই	আম্ররাশি
যথারথ	যথার্থ	বিজোগ	বিয়োগ	গয়ন্দ্র	গজেন্দ্র
রামু	রাম	ভাবী	ভাবী	বসিষ্ট	বশিষ্ঠ
জসু	যশ	অবসি	অবশ্য	সোরহ	ষোড়শ
অসংকা	আশঙ্কা	মায়াবী	মায়াবী	ভুআল	ভূপাল
আসিরবাদ	আশীর্ব্বাদ	ত্রিজগ	তির্য্যক	লাহ	লাভ
মুনীসা	মুনীশ	গুপুত	গুপ্ত	ভুই	ভূমি
কৃষী	কৃষি	তৃপিত, তিরপিত	তৃপ্ত	কুঅর	কুমার
রাহু	বাহু	মুকুতা	মুক্তা	গবন	গমন
ময়ত্রী, মইত্রী	মৈত্রী	অরঘ	অর্ঘ	হিয়	হৃদয়
বয়স	বৈশ্য	লক্থন	লক্ষণ	ৰিভিচারি	ব্যাভিচারী
ছয়ল, সয়ল	শৈল	লচ্ছন	লক্ষণ	ত্রিসিরা	ত্রিশিরা
সয়ন	সৈন্য	জনয়ত্রী	জনয়িতা	মূর, মূরি	মূল
নৈন	নয়ন	রিধি	ঋদ্ধি	সরসই	সরস্বতী
বৈন	বচন	প্রগট	প্রকট	সাঁস	শ্বাস
জোবন	যৌবন	দছিন	দক্ষিণ	সরবস	সর্ব্বস্ব
বনিতা	বনিতা	কাগ	কাক	সচিউ	সচিব
সংজোগ	সংযোগ	বগ	বক	সানুকূল	অনুকূল

বর্ত্তমানে হিন্দী ভাষার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনিবার প্রয়াস হইতেছে কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে তুলসীদাসের যুগে বিভিন্ন আঞ্চলিক হিন্দীভাষার মধ্যে বহু পার্থক্য ছিল। গোস্বামী মহোদয় একস্থানে বসিয়া সমগ্র পুস্তক রচনা করেন নাই। প্রতিলিপি লেখকগণও এক স্থানের ছিলেন না সুতরাং রামচরিতমানসে পাঠের ভিন্নতা স্বাভাবিক। তা ছাড়া বিভিন্ন কাণ্ড বিভিন্নরূপ। যেমন অকারান্ত শব্দের উকারান্তরূপে ব্যবহার বালকাণ্ডে একরূপ অযোধ্যাকাণ্ডে অন্যরূপ। সময়, উপায়, বিসময়, হৃদয় আদি শব্দের প্রথমা ও দ্বিতীয়া

বিভক্তির একবচনে অযোধ্যাকাণ্ডে সমউ, উপাউ, বিসমউ, হৃদউ আছে। বালকাণ্ডে এইরূপ নাই। অতীতকালের রূপেও পার্থক্য দেখা যায়। অযোধ্যাকাণ্ডে করনা, জানা, হোনা, খানা প্রভৃতি ক্রিয়ার অতীতকালে কীন্হেউ, গয়উ; ভয়উ, খায়উ দেখা যায় অন্য কাণ্ডে কিয়ো বা কর্যো, গয়ো, ভয়ো, খায়ো প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয়। কোন ক্ষেত্রে তৎকালিক অওয়াধী ভাষা কোন ক্ষেত্রে তৎকালিক ব্রজভাষা। প্রচলিত বাংলাভাষার সহিত মৈথিলী ভাষার যথেষ্ট সামঞ্জস্য তৎকালে ছিল। ফলে বাংলাভাষারও ব্যবহার দেখা যায় তৎকালিক মৈথিলীভাষার ব্যবহার তিনি করিয়াছেন। রাজপুতনার প্রচলিত শব্দের ব্যবহারও তাঁহার পুস্তকে আছে যথা লোগ লুগাই (স্ত্রী-পুরুষ)।

মাত্রিক ছন্দে চতুষ্পদী (চৌপাই) ও দোহা, সোরঠা ও ছন্দগীতিকা। লিখিত। ছন্দগুলিতে মাত্রার সামঞ্জস্য বিধান করিতে ইচ্ছামত স্বরবর্ণের সংযোগবিয়োগ সাধন করিয়াছেন যেজন্য সংস্কৃত শব্দের বিকৃত বানান প্রয়োজন হইয়াছে। শ্রুতিমধুরতা রক্ষার প্রয়োজনে এবং সুরে গান করিতে গাতার কষ্ট না হয় তার জন্য তালু ও মূর্দ্ধাগত বর্ণকে দন্ত্যরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। তালব্য শ কে স রূপে ব্যবহার তাঁহার ইচ্ছামত। মূর্দ্ধণ্য ষ কে খ রূপে উচ্চারণ ব্যবস্থা আছে। বর্গীয় ব কে অন্তঃস্থ ব রূপে পরিণত করিবার ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রে আছে কারণ বর্গীয় ব স্পৃষ্ট এবং অন্তঃস্থ ব ঈষৎ স্পৃষ্ট। ক হইতে ম স্পৃষ্ট (জিহ্বাস্পৃষ্ট) য, র, ল, ব ঈষৎ জিহ্বাস্পৃষ্ট অর্থাৎ অল্পকষ্টে উচ্চারিত এইরূপ শ, ষ, স ও হ ঈষৎ বিবৃত (ঘর্ষণ কম হয়) স্বরবর্ণের উচ্চারণ বিবৃত, ঘর্ষণ থাকে না। এইরূপ বর্গের তৃতীয় অক্ষর যথা গ জ ড ব চতুর্থ অক্ষর ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, স্বরবর্ণ, এবং য, র, ল, ব অক্ষরের শব্দের প্রয়োগ বেশী (ঘোষপ্রযত্ন) ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ইত্যাদি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষর (অঘোষপ্রযত্ন)। সুতরাং গানের সুরের সমতা রক্ষার প্রয়োজনে বর্ণ-পরিবর্ত্তন কবির পক্ষে স্থান বিশেষে প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া বর্ণাশুদ্ধি। ফলকে ফলু বলিলে রামকে রামু বলিলে শেষে ওষ্ঠবর্ণ হয় ফলে উচ্চারণ খুব সহজসাধ্য হয় কিন্তু ফল বা রাম কথাতে কণ্ঠ্যবর্ণ শেষে থাকাতে গায়কের কষ্ট অধিক হয়। সুতরাং ভাবাবেগকে গানের সুরে আনিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করিবার প্রয়োজনে এই সকল পরিবর্ত্তন গোস্বামী মহোদয়ের ইচ্ছাকৃত। তাছাড়া মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধির প্রয়োজনে হ্রস্বস্বরকে দীর্ঘ করা বা দীর্ঘস্বরকে হ্রস্ব করা প্রভৃতি সকল ব্যতিক্রম ছন্দের প্রয়োজনে হইয়াছে। সুতরাং পাঠক মূল পড়িবার সময় স্বরের সংযোগ বিয়োগ দৃষ্টিকে মনে রাখিবেন অর্থবোধ সুগম হইবে।



স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণের আটটি উচ্চারণ স্থান

ছন্দ—চৌপাই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬ মাত্রা থাকে আর এই ১৬ মাত্রার শেষ তিনটি মাত্রা (হ্রস্ব, দীর্ঘ, হ্রস্ব) জগণ অথবা (দীর্ঘ, দীর্ঘ, হ্রস্ব) তগণ থাকিলে শ্রুতিকটু হয় গোস্বামী মহাশয় গানের সুবিধার প্রয়োজনে শ্রুতিমধুরতাকে পুরোভাগে রাখিতে চাহিয়াছেন।

দোহা ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে ১৩ মাত্রা দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে ১১ মাত্রা থাকিবে বিষম পাদের আদিতে জগণ থাকিবে না। সমপাদের অন্তে হ্রস্ব মাত্রার প্রয়োজন। **সোরঠা ছন্দ** দোহার উল্টা অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় চরণে ১১ মাত্রা। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে ১৩ মাত্রা। অপর একটি ছন্দ হরিগীতিকা বা ছন্দ নামে তুলসীরামায়ণে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক পদে ১৬ মাত্রার বিরামে ১২ মাত্রার ব্যবস্থায় এই মোট ২৮ মাত্রা। অন্তে ক্রমশঃ এক লঘু ও এক গুরুবর্ণ হয়।

শব্দের রূপান্তর

উচ্চারণের সুবিধার জন্য গোস্বামী মহোদয় সংস্কৃত শব্দ ও প্রাকৃত শব্দকেও ভাঙ্গিয়া গড়িয়া ভাষাগঠন করিয়াছিলেন যাহাতে সাধারণ পাঠক ইহার অর্থবোধ করিতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্থ করিয়া সে ভাষাকে আত্মস্থ করিতে পারে।

১) যেমন সংস্কৃত 'অস্' ধাতু বাংলাতে 'হয়' অর্থবাচক গোস্বামী তাহা **'অহই'**, **'অহহি'** **'অহহু'** **'অছত'** আদি ব্যবহার করিয়াছেন। অ লোপ করিলে হৈ, হহি ইত্যাদি দ্বারা মূলের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া শব্দ রচনা করা হইয়াছে।

২) শিংশপাস্থলে সিংসুপা, অঞ্জলি স্থলে অঞ্জুলি সফল স্থলে সুফল। তালব্য বর্ণকে দন্ত্য করিলে কণ্ঠ্যবর্ণকে ওষ্ঠ্যবর্ণ করিলে উচ্চারণ সৌকর্য্য স্বতঃই আসিয়া যায়।

৩) স্নান; নহানা, নাওয়া প্রভৃতি স্নান বাচক শব্দে অ যোগ করিয়া অস্নান অনহবানা করিয়াছেন স্তুতি শব্দকে অস্তুতি করিয়াছেন কণ্ঠ্যবর্ণের সহিত দন্ত্যবর্ণের সামঞ্জস্য করিয়া লোক ব্যবহারের কথাকে গুরুত্বদান করিয়াছেন।

৪) প্রভুতাকে প্রভুতাই, সজগে (দণ্ড) কে সজাই, রজা (আজ্ঞা) কে রজাই মনোহরতাকে মনোহরতাই প্রভৃতি ক্ষেত্রে যোগ করিয়া কণ্ঠ্য ও তালব্যবর্ণের মিলন দ্বারা উচ্চারণকে স্পষ্টতর করিয়াছেন।

৫) আশীর্ব্বাদকে আসিরবাদ, আজ্ঞাকে অগ্যা, ঈশ্বরকে ইস্বর, আশঙ্কাকে অসংকা, করিয়া তালব্যবর্ণকে দন্ত্যবর্ণদ্বারা উচ্চারণ সৌকর্য্য সাধন করিয়াছেন।

৬) অনপায়িনীকে অনপায়নী মোহিনী মোহনী বরদায়িনীকে বরদায়নী বাহিনীকে বাহনী প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইকার স্থানে অকার করিয়াছেন। তালব্যবর্ণ অপেক্ষা কণ্ঠ্যবর্ণ অনায়াসে উচ্চারিত হয়। এইরূপ জনয়িত্রী ভবিতব্যতা প্রভৃতি স্থানে ইকারের লোপ করা হইয়াছে।

৭) উল্লাস শব্দকে হুলাস করিয়া কণ্ঠ্যধ্বনির সংযোগ করিয়া ওষ্ঠ্য শব্দকে ধ্বনিযুক্ত করিয়াছেন।

৮) কৃপালুকে কৃপাল, উডুগণকে উড়গণ, ভীরুকে ভীর, কুধাতুকে কুধাত, করিয়াছেন;

কুপুত্রকে কপূত, অনুকূলকে অনকূল, গুরুকে গুর প্রভৃতিক্ষেত্রে উকার লোপ করিয়া অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষা করিয়াছেন। ভুষুণ্ডি স্থানে ভুসুণ্ডি, ভুসুণ্ডা শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। তালব্যস্থানে দন্ত্যবর্ণের প্রয়োগ অকারস্থানে উকার তাঁহার বহুস্থানে দেখা যায়।

৯) পুরোহিতকে উপরোহিত উপানহকে পানহী অথবা পনহীঁ, উকে হঠাইয়া পূর্ব্বনিপাত করিয়াছেন আবার উকারের লোপও করিয়াছেন।

১০) তৃণকে তিন, নিকৃষ্টকে নিকিষ্ট, শৃঙ্গারকে সিঙ্গার, দৃষ্টকে দীঠা, দৃঢ়াইকে দিঢ়াঈ, প্রাবৃটকে প্রবিট, পৃষ্ঠকে পীঠি করিয়া ঋ স্থানে ই বা ঈ করিয়া মূর্দ্ধণ্য বর্ণকে তালব্য করিয়া উচ্চারণক্লেশ লাঘব করিয়াছেন।

১১) কর্ত্তাকে করতার, ভর্ত্তাকে ভরতার দ্বারা মাত্রার বৃদ্ধি করিয়াছেন।

১২) মাতৃকে মাতু, পিতৃকে পিতু, মৃতকে মুএ করিয়া ঋ স্থানে উ দ্বারা মূর্দ্ধণ্যবর্ণ স্থানে ওষ্ঠ্যবর্ণ করিয়া উচ্চারণ-কষ্টের লাঘব করিয়াছেন।

১৩) বৃদ্ধকে বিরিধ, সৃজাকে সিরিজা, ঋদ্ধিকে রিধি, ঋকারের অর্থাৎ মূর্দ্ধণ্য বর্ণের পরিবর্ত্তে তালব্যবর্ণ সৃষ্টি করিয়া শব্দের ধ্বনি রক্ষা করিয়াছেন।

১৪) নিরাদর করিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে 'নিদরি', 'নিকটবর্ত্তী করিয়াছে' অর্থ প্রকাশ করিতে 'নিয়রায়া' করিয়া ভাষাকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

১৫) মাত্রাবৃদ্ধির প্রয়োজনে বা হ্রাসের প্রয়োজনে বড়েরে (বড়) ঘনেরে (ঘনভাবে), বহুতেরে দুখারে সুখারে প্রভৃতি শব্দের দ্বারা ধ্বনি ও অর্থসঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন।

১৬) সূপকারকে সুআর, দ্যূতকারকে জুআরী করিয়া মাত্রাসংক্ষেপ করিয়াছেন।

১৭) কাককে কাগ, বককে বগ, প্রকটকে প্রগট, যুক্তিকে জুগুতি, ভক্তিকে ভগতি দ্বারা ধ্বনি পরিবর্ত্তন করিয়া যুক্তাক্ষরকে সহজে উচ্চার্য্য করিয়াছেন।

১৮) দক্ষিণকে দহিন করিয়া সহজে উচ্চার্য্য করিয়াছেন।

১৯) বাংলার মত লক্ষকে লাখ, অক্ষিকে আখিঁ, মক্ষীকে মাখী, করিয়াছেন। ঋক্ষকে রীক্ষকে রীছ করিয়া উচারণের সুবিধা করিয়াছেন।

২০) সমাজুকে সমাউ, আম্ররাজিকে অঁবরাঈ, রাজুকে রাউ সংযোগকে সংজোউ করিয়া কণ্ঠ্য বা তালব্য বর্ণ পরিহার করিয়াছেন।

২১) মৃগাঙ্ক স্থানে মযঙ্ক, দুগ্ধ স্থানে দুধ, দগ্ধ স্থানে দাঢ়া করিয়া উচ্চারণসৌকার্য্য সাধন করা হইয়াছে।

২২) অগ্নিকে আগি, আগিনি করিয়া মাত্রার বৃদ্ধি বা হ্রাস করিয়াছেন।

২৩) পর্য্যঙ্ককে সংক্ষিপ্ত আকারে পলঁগ, রিক্তকে রীতা, রক্ত (অনুরক্ত) কে রাতা করিয়া সহজে উচ্চার্য্য করিয়াছেন।

২৪) মুখ স্থানে মুহ করিয়া উচ্চারণস্থান ঠিক রাখা হইয়াছে।

২৫) হ স্থানে ঘ, ঘ স্থানে হ করা হইয়াছে। শ্লাঘ স্থানে সরাহনা (প্রশংসা করা) সিংহাসন স্থানে সিংঘাসন, সিংহকে সিংঘ, নহুষকে নঘুষ করা হইয়াছে।

২৬) চ স্থানে য় যথা লোচন স্থানে লোয়ন, বচন স্থানে বয়ন কথন বৈন।

২৭) রাজ স্থানে রায়, গজ স্থানে গয়, গজেন্দ্র স্থানে গয়ন্দ।

২৮) দন্তকে দাঁত, পঞ্চকে পাঁচ বাংলার মত রাজ্ঞীকে রাণী।

২৯) জ্ঞান স্থানে জান, সজ্ঞান স্থানে সয়ান (বাংলাতে সেয়ানা) অজ্ঞান স্থানে অয়ান।

৩০) কাগজকে কাগদ উর্দুর মত।

৩১) ললাটকে লিলার, পুষ্পবাটী কে ফুলওয়ারী, কোটিকে কোরি, উৎপাটকে উপার করিয়া ট স্থানে র করা হইয়াছে।

৩২) ঠকে ড যথা পঠ, পড়া আবার ঠ স্থানে ট যথা বসিষ্ট, বিষ্ঠাকে বিষ্টা, কুষ্ঠকে কুষ্ট, তিষ্ঠতিকে তিষ্টই, পাপিষ্ঠাকে পাপিষ্ট করা হইয়াছে।

৩৩) পড়িয়া যাওয়া (পত্ ধাতু) পড়াকে পরা, পীড়াকে পীরা, গরুড়কে গরুর করিয়া হইয়াছে সৌকর্য্যসাধন করা।

৩৪) কর্ণধার কড়হার, পর্ণ স্থানে পনে, কর্ণ স্থানে কান, জীর্ণ স্থানে জুন করা হইয়াছে।

৩৫) কদাচিৎ এর, ৎ লোপ করিয়া এবং কদাচি, পঞ্চাশৎকে পচাশ করা হইয়াছে।

৩৬) অমৃতকে অমিঅ, সুতকে সুঅ, সরস্বতীকে সরসই, বাতুলকে বাউর, পীতকে পিঅর, হরিতকে (হরিঅর) পরে হরিয়ালী।

৩৭) ত স্থানে কথন দ কথন য় যথা কাতরকে কাদর কোন স্থানে কায়র শত স্থানে সয় মাত স্থানে মায়, শীতল স্থানে সিয়র, সীতা স্থানে সীয়া হইয়াছে।

৩৮) ত্ কারের লোপ যথা চিৎকার স্থানে চিক্কার অথবা চিকার, (উৎ-খা) উৎখাত স্থানে উখরনা।

৩৯) ত্ এর পূর্ব্বে য র এর লোপ যথা আহিবত্য (সৌভাগ্য,—সধবা, অবস্থাজ্ঞাপক) অহিবাত, মৃত্যুকে মীচু, সত্যকে সাঁচ করা হইয়াছে।

৪০) পদান্ত থ স্থানে হ যথা নাথ স্থানে নাহ, কথ্ স্থানে কহনা, গাথা স্থানে গাহা, শপথ স্থানে সৌহঁ, যূথ স্থানে জুহ করা হইয়াছে।

৪১) পদান্ত দএর লোপ করিয়া স্বরমাত্র দেওয়া হইয়াছে হৃদয় (হৃৎ) হিয়উ, হিয়, প্রসাদ স্থানে পসাউ, প্রস্বেদ হইতে পসেউ, আদেশ হইতে আয়সু ভেদ হইতে ভেউ, পাদ হইতে পাউ।

৪২) দ্য স্থানে জ যথা দ্যুত স্থানে জুআ অদ্য স্থানে আজ আবার কেবল দ স্থানে জ যথা শ্বাপদ স্থানে সাউজ।

৪৩) দএর য থাকিলে ড হইয়াছে যথা দৃষ্টি স্থানে ডীঠি হইয়াছে।

৪৪) দ স্থানে র আদেশ যথা একদশ হইতে গ্যারহ দ্বাদশ হইতে বারহ এইরূপ তেরহ পংদ্রহ, সতরহ, অঠারহ হইয়াছে।

৪৫) স্থানবিশেষে দএর লোপ করা হইয়াছে যথা সদৃশকে সরিস বা সারিখা, ঋদ্ধিকে রিধি, সিদ্ধিকে সিধি।

৪৬) মাত্রাবৃদ্ধির প্রয়োজনে দ সংযোগ করা হইয়াছে যেমন ক্ষুধিতকে ক্ষুদ্ধিত।

৪৭) কোন স্থানে দ এর পরিবর্ত্তে গ প্রয়োগ করা হইয়াছে যথা পদকে পগ।

৪৮) ধ স্থানে হ করা হইয়াছে কর্ণধারকে কড়হার, পুত্রবধূকে পুতোহূ, ক্রোধকে কোহ

৪৯) পদস্থ ন স্থানে ম করা হইয়াছে স্থানকে ঠাম।

৫০) অন্যকে আন রূপে ব্যবহার বাংলাতে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই অনুসারে পুন্যকে পুন করা হইয়াছে।

৫১) সংক্ষিপ্ততার প্রয়োজনে প লোপ করা হইয়াছে শৃঙ্গবেরপুরকে সিগবৌর, জনকপুরকে জনকৌর, জনকোরা শব্দকে জনকপুরবাসী অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে।

৫২) প এর লোপ ভূপালকে ভূআল।

৫৩) প স্থানে ব এর ব্যবহার ; 'বপ্' ধাতু ববা (বায়া) শপথ স্থানে সৌঁহ (সবথ) সপত্নীকে সবতি (সৌত) অপরকে অবর (ঔর) কাষ্ঠপাত্রকে কঠবত (কঠৌতা) ভাদ্রপদকে ভাদব (ভাদৌ) এখানে অন্তিম দ কারের লোপ করা হইয়াছে।

৫৪) প্ত স্থানে ত্ত করা হইয়াছে; সপ্ততি সত্তরি (সত্তর), সপ্ত সত্ত হইয়া পরে সাত হইয়াছে।

৫৫) ফ স্থানে হ আদেশ ; মুক্তাফলকে মুকতাহল।

৫৬) বর্গীয় ব স্থানে ভ ; সব স্থানে সভ।

৫৭) পদান্তের লাভকে লাহ, সৌভাগ্যকে সোহাগ, শুভ্ ধাতু হইতে 'সোহনা' লভ্ ধাতু হইতে 'লহনা' সৃষ্টি হইয়াছে।

৫৮) বাংলার অনুরূপভাবে মধ্যকে মাঝ, সন্ধ্যাকে সাঁঝ।

৫৯) বাংলার অনুরূপভাবে ভূমিকে ভুই ; এই আদর্শে নামকে নাউঁ. স্থানকে ঠাউঁ, গ্রামকে গাউঁ, কুমারকে কুঅঁর অথবা কুআঁর।

৬০) ম স্থানে অন্তঃস্থ ব আদেশ ; নম্ ধাতু হইতে নবনা, প্রমান হইতে প্রবান, রমন হইতে রবন, গমন হইতে গবন, দমন হইতে দবন, শ্যামকর্ণ হইতে স্যাবকরন ইত্যাদি। মকে অনুনাসিকরূপে ব্যবহার যথা—পামরকে পাবঁর, আম্ররাজিকে অঁবরাঈ, সমদর্শীকে সঁবদরসী, শ্যামলকে সঁবরো, ভ্রমরকে ভঁবর, ভ্রম ধাতুকে ভঁবনো, সপ্তমকে সাতবঁ, অষ্টমকে আঠবঁ, আচমনকে অঁচবনা।

৬১) ব স্থানে ম যথা—যবনকে জমন, যবনিকাকে জমনিকা। ব্রজভাষামত চাবলকে চামর

৬২ ম স্থানে বর্গীয় ব যথা—আম্রকে আব।

৬৩) 'ম' ও 'হ' এই অক্ষর একত্র হইলে 'ভ' এর ব্যবহার যথা—মহানসকে ভানস, ব্রাহ্মণকে বাভন, জৃম্ভ (হাই তোলা) জমুহানা।

৬৪) মধ্যবর্ত্তী অথবা পদান্ত য এর লোপ করিয়া উহার সংশ্লিষ্ট স্বরবর্ণ মাত্র ব্যবহার করা হইয়াছে যথা—যাতনাময়ীকে জাতনামঈ, বিষয়ীকে বিষঈ, কৈকয়ীকে কৈকেঈ, বায়ুকে বাউ, পীযূষকে পীউষ।

৬৫) কোন স্থানে 'য' কে ই করা হইয়াছে যথা—সহায়কে সহাই, রঘুরায়কে রঘুরাঈ রায়কে মাঈ, সমুদায়কে সমুদাঈ, বিষয়ককে বিষইক।

৬৬) ব্যঞ্জনবর্ণসহ য সংযুক্তবর্ণ হইয়া য এর লোপ যথা—স্যান্দনকে সন্দন, অন্যত্রকে অনত, জ্যোতিঃকে জোতি. মাণিক্যকে মাণিক, শ্যামলকে সাঁবরী, শ্যামবর্ণকে সাবকরণ।

৬৭) কখনও য স্থানে ই আদেশ করা হইয়াছে অবশ্য স্থানে অবসি, ব্যঞ্জন স্থানে বিঞ্জন অসাধ্যকে অসাধি, সস্য (শস্য) কে সসি, বিকটাস্যকে বিকটাসি, সত্যভাবকে সতিভাউ ব্যাভিচারীকে বিভিচারী ইত্যাদি।

৬৮) পদান্ত য এর পরবর্ত্তী ই কারকে দীর্ঘ করিয়া যকে লোপ করা হইয়াছে স্ত্রী স্থানে তিয় পরে যকারের লোপ করিয়া তী, পিয়কে পী, হিয়কে হী, সুনিয়কে সুনী এবং পাইয়কে পাঈ করা হইয়াছে।

৬৯) 'র' এর সহিত কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগক্ষেত্রে 'র' এর লোপ করা হইয়াছে প্রাণকে পন, ত্রিয় (স্ত্রী) তিয়, প্রিয়কে পিয়, প্রেমকে পেম, প্রয়াগকে পয়াগ, প্রয়াণকে পয়ান অন্যত্রকে অন্যত, গাত্রকে গাত, রাত্রিকে রাতি, ত্রিসিরাকে তিসিরা, ত্রিভুবনকে তিভুবন, দ্রোহকে দোহ, ক্রোধকে কোহ করা হইয়াছে।

৭০) শব্দের মধ্যভাগে র্ অথবা অর্ সংযোগ করা হইয়াছে যথা—শাপকে শ্রাপ অথবা সরাপ, কোটিকে করোরী, দিখাবাকে দেখবায়া, ভী (ভয়) কে ভীর। কখনও পদান্ত ব লোপ হয়; ক্ষণভঙ্গুরকে ছনভঙ্গু করা হইয়াছে।

৭১) কোন স্থানে পদান্ত র্ লোপ করিয়া স্বরমাত্র স্বরূপে বা পরিবর্ত্তিত করিয়া রাখা হইয়াছে। 'করি' কে কৈ, পরিকে পৈ, ফুলওয়ালীকে ফুলবাঈ। গোরক্ষপুরে প্রচলিত হিন্দি করকে স্থানে কৈকে আজও বলে।

৭২) র্ ও ল্ অভেদ ধরিয়া কালীকে কারী, কদলীকে কদরী, ফলকে ফর, ফলাহারকে ফরহার, মুলকে মুবি, ধুলিকে ধূরি, অস্ত্রাবলীকে অস্তাবরী, জলকে জর, গলকে গর (গল-দেশ), শীতলকে সিঅর, শ্লাঘকে সরাহনা ইত্যাদি করা হইয়াছে।

৭৩) সার্দ্ধসপ্তকে সাঢ়সাতী, বর্ত্তিকে বাতী, কীর্ত্তিকে কীতী, সর্ব্বকে সব, কার্য্যকে কাজ, বর্ত্মকে বাট, খর্পরকে খপ্পর, তির্য্যককে ত্রিজগ, পর্য্যস্তকে প্রজস্ত, কর্ম্মকে ক্রম ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'র' এর লোপ বা রূপান্তরিত করা হইয়াছে।

৭৪) রকে স্থানান্তরিত করণ যথা—মূর্খকে মুরুখ, পূর্ব্বকে পুরুব বা পূরব করিয়া প্রয়োগ করা হইয়াছে এইভাবে বর্ষকে বরিস, বর্জ্জনকে বরিজনা ইত্যাদি।

৭৫) ল স্থানে ন যথা—পলাস স্থানে পনাস, লজ্জ ধাতু লাঘনা ইহার বিপরীত যথা—নৌকা স্থানে নৌকা।

৭৬) ব এর পূর্ব্বে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগ থাকিলে ব স্থানে উ অথবা ও করা হইয়াছে। স্বভাব স্থানে সুভাউ, ত্বরিত স্থানে তুরিত, স্বতন্ত্র স্থানে সুতন্ত্র, ত্বরাবতী স্থানে তুরাবতী, শ্বশুর স্থানে সসুর, পার্শ্ব স্থানে পাস, তেজস্বী স্থানে তেজসী, সর্ব্বস্ব স্থানে সরবস।

৭৭) কখন ব এর লোপ যথা—ভুবন হইতে ভুঅন।

৭৮) পদান্ত ব এর লোপ যথা—দেবকে দেউ, সচিবকে সচিউ, ভাবকে ভাউ।

৭৯) শ এর পূর্ব্ববর্ত্তী ব লোপ এবং পশ্চাতে রেফ লোপ করিয়া হ্রস্বকে দীর্ঘ করিয়া সহজে উচ্চারণ ব্যবস্থা করা হইয়াছে শ্বশ্রূকে সাসু।

৮০) ষ এর সহিত ট্ এর সংযোগক্ষেত্রে ট কে ঠ করা হইয়াছে; দৃষ্ট হইতে দীঠা, অষ্ট হইতে আঠ, নষ্ট হইতে নাঠা, পৃষ্ঠ হইতে পীঠি, ষষ্টি হইতে সাঠি, মুষ্টি হইতে মূঠী।

৮১) ষ স্থানে স উচ্চারণের সুবিধার জন্য যেখানে সেখানে করা হইয়াছে। যথা ষষ্টি স্থানে সাঠি, ষোড়শ হইতে সোরহ, তুষার হইতে তুসার এইরূপ দোষ, রোষ, শেষ, মনুষ্যত্ব, আশীষ ইত্যাদি স্থানে দোস, রোস, সেস, মনুসাই, অসীস, তৃস্না ইত্যাদি।

৮২) 'হস্ত' শব্দের স এর লোপ ও পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হইয়া হাথ, 'অস্ত হোনা' হইতে অথৈনা হইয়াছে। স্থির হইতে থির, স্থিতি হইতে থিতি, স্থপতি হইতে থপতি, স্থাপয়স্তি হইতে থাপহি ইত্যাদি।

৮৩) স স্থানে ছ এর ব্যবহার বহুস্থানে দেখা যায় উৎসঙ্গ কে উছঙ্গ, উৎসাহকে উছাহ, মৎসরকে মচ্ছর, বৎসকে বচ্ছ, অপ্সরাকে অপছরা করা হইয়াছে। অস্ ধাতু হইতে অছত এই কৃদন্ত করা হইয়াছে।

৮৪) কোন কোন স্থানে ছন্দের প্রয়োজনে 'স' শব্দের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা—প্রেমকে সপ্রেম, চেতনকে সচেতন, অবকাশকে সাবকাস, অনুকূলকে সানুকূল, ভীতকে সভীত, (শক্ ধাতু) সকে উ সসকে উ করা হইয়াছে।

৮৫) শ, ষ ও স স্থানে হ যথা—দশকে দহ, বিংশতিকে (বীস) কে বীহ, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, অষ্টাদশ স্থানে এগারহ, বারহ, তেরহ, চৌদহ, অঠারহ ইত্যাদি কেশরিকে কেহরি, স্না ধাতু হইতে অন্হানা, নহানা, নিষ্কাম হইতে নিহকাম।

৮৬) শব্দের আদি ও অন্ত হ লোপ করিয়া স্বরমাত্র রাখা হইয়াছে হৃষ্টপুষ্টকে রিষ্টপুষ্ট, মোহিত হুঙ্গী কে মোঙ্গী।

৮৭) হলন্ত শব্দকে অকার যোগ করিয়া ব্যবহার বহুস্থানে গোস্বামী মহোদয় করিয়াছেন পূষন্‌কে (সূর্য্য) পুষন, প্রাবৃট্‌কে প্রাবিট, উপনিষৎকে উপনিষদ, হনুমতকে হনুমন্ত, হিমবৎ কে হিমবন্ত।

৮৮) স্বরবর্ণের যোগ বিয়োগদ্বারা যুক্তাক্ষরকে বর্জ্জন করিবার পদ্ধতি তিনি বহুস্থানে করিয়াছেন। যুক্তিকে যুকুতি, ভক্তিকে ভগতি, মুক্তিকে মুকুতি, শত্রুঘ্নকে শত্রঘুন, লক্ষ্মণকে লছিমন, যাজ্ঞবল্ক্যকে জাগবলিক, ব্যাধিকে বিআধি, দ্বারকে দুয়ার, বাহুকে বাহিন, পুণ্য শ্লোককে পুণ্যসিলোক প্রভৃতি এই সকল পরিবর্ত্তনক্ষেত্রে উচ্চারণ স্থানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে থ স্থানে ই, ব স্থানে উ ইত্যাদি।

শব্দের রূপান্তর সূত্র বুঝিলে এই গ্রন্থের বহু সংস্কৃত শব্দের রূপান্তরিত রূপ সূত্র অধিগত করিলে গোস্বামী মহাশয়ের মূল ভাষাকে বোঝা সহজসাধ্য হয়।

রামচরিতমানস ভাষা-প্রবেশ

শব্দবিচার (ETYMOLOGY) ২য় খণ্ড

বিশেষ্যপদ—১) ব্যক্তিবাচক (proper) ২) জাতিবাচক (common) ৩) সমুদয়-বাচক (collective) ৪) ভাববাচক (abstract)। তন্মধ্যে জাতিবাচক বিশেষ্যপদে গোস্বামী মহোদয় চন্দ্রবিন্দু ইচ্ছামত যোগ করিয়াছেন কোন ক্ষেত্রে যোগ করেন নাই। চৌপাই ছন্দের শেষ পদে থাকিলে হ্রস্বকে দীর্ঘ আবার অকারান্ত শব্দের উকারও যোগ করিয়াছেন ইচ্ছামত। ব্যক্তিবাচক ও জাতিবাচক বিশেষ্য সম্বন্ধে গোস্বামী মহোদয়ের এই বিশেষত্ব দেখা যায়। যথা—রামসখাঁ, ফলু, রামু, রজনী প্রভৃতি। ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের সংস্কৃত কবিগণের মত (proper noun) বিশেষণ শব্দদ্বারা পরিচয় প্রদান করা গোস্বামী মহোদয়ের অপর বিশেষত্ব। রাবণকে দসসীস, দসকণ্ঠ, দসমাথ, দসমৌলি, দশমুখ, দশকন্ধর দসানন; এইরূপ জানকীকে জনকসুতা, বৈদেহী, মিথিলেসকুমারী আদি; মেঘনাদকে ঘননাদ, বারিদনাদ, ইন্দ্রজিত আদি; শ্রীরামকে রাবণারি, খরারি, রঘুপতি, রঘুকুলকেতু, রঘুরাই, রঘুবীর; এইরূপ শত্রুঘ্নকে রিপুসূদন, শত্রুঘুন, রিপুদবন,; কামদেবকে মনোজ, বারিচরকেতু মনোভব, জলচরকেতু ইত্যাদি।

সমুদয় বাচক শব্দের প্রকাশ জন্য ভুবন, নিকায়, গন, সমুহ, বরূথ, সমাজ, পরিবার ইত্যাদি শব্দের যোগ।

ভাববাচক শব্দের প্রয়োগ জন্য সংস্কৃতে যেমন ত্ব, তা, য প্রভৃতি প্রকাশ ব্যবস্থা গোস্বামী মহোদয়ের শব্দের পশ্চাতে 'আই' 'পন' 'প' 'ই' 'অ' 'পৌ' 'ঈ' প্রভৃতির যোগ; যথা—মিত হইতে মিতাই, বলী হইতে বরিআই, বড় হইতে বড়াই, ভাল হইতে ভলাই, নীচ হইতে নিচাই, কাদর (কাপুরুষ) হইতে কদরাই, কুটিল হইতে কুটিলাই, বিধবা হইতে বিধবপন, সয়ান হইতে সয়ানপ, ভাই হইতে ভায়প, সমর্থ হইতে সামথ, পুরুষ হইতে পৌরুষ, আপন হইতে অপনপৌ। আবার এই শব্দসমুহ চৌপাই এর শেষের অক্ষর হইলে তাহা হ্রস্বস্থানে দীর্ঘ করা হয় যেমন কুটিলাই স্থলে কুটিলাঈ, রহন হইতে রহনি বা রহনী (স্থিতি)।

লিঙ্গ—হিন্দীভাষার ন্যায় গোস্বামী মহোদয়ের লিঙ্গবিচারেও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। যথা—সাপ (শাপ) বরূথ, দল, বপু, উর, মোহ, পরিহাস, ইতিহাস, উপহাস, পরিতোষ, প্রস্ন (প্রশ্ন), দেহ, বৈন (বচন), নিমেষ, অধার (আধার) প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। আবার অনুসাসন, ইতিহাস, মনোরথ, ভয় প্রভৃতি পুংলিঙ্গে ব্যবহার। সংস্কৃত বা হিন্দী কোন ভাষার নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই। ফলে লিঙ্গ অনুযায়ী ক্রিয়া—যথা পরিহাস কীন্হি, মোরি অনুসাসন, প্রস্ন কীন্হিউ, মনোরথ পুরউবি, ভগতি কি সাধন প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ আবার ভগতিকে সাধন, মনোরথ পুরউব প্রস্ন কীনহেউ প্রভৃতি পুংলিঙ্গ। কোন কোন ক্রিয়াপদে লিঙ্গ বিচার আছে কোন ক্ষেত্রে নাই। অকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ ক্রিয়াকে ইকারান্ত করা হইয়াছে

যথা—বয়ারকে (বৈরিতা) বয়ারি, জরকে জরি, পরিছনকে পবিছনি, পীঠকে পীঠি, খৌরকে (দোষ) খৌরি, মূলকে মূরি, খবরকে খবরি, সীপকে (মুক্তা) সীপি প্রভৃতি।

প প্রত্যয় যোগে ভাববাচক যথা ভায়প (ভ্রাতৃত্ব) সয়ানপ (সেয়ানা ভাব, চতুরতা) আদি।

পন ও অন প্রত্যয়যোগে পুংলিঙ্গ যথা বিধবপন (বৈধব্য) সিখাবন (শিক্ষা)।

অকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যথা তুল (তুলা), তরঙ্গ, পটতর (উপমা, অনীক (সেনা), পরিহাস, সোপান, সপথ (শপথ), গন্ধ, শ্রম, দাম (রজ্জু) চিবুক প্রভৃতি।

উকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ তাহার উকার অনেক স্থলে লোপ করা হইয়াছে যথা—তনুকে তন, গুরুকে গুর, ধাতুকে ধাত, আয়ুকে আই বা আয় প্রভৃতি।

বচন—দুই প্রকার বচন হিন্দীভাষার ন্যায় গোস্বামী মহোদয় ব্যবহার করিয়াছেন। বহুবচন—নিমেষ হইতে নিমেষে, দেখা হইতে দেখেঁ, করবরেঁ (বিপত্তিসমূহ) বাজন হইতে বাজনে, পাহুন (অতিথি) হইতে পাহুনে, রিষি (ঋষি) হইতে রিষয়, বধাবা (বধাই, ধন্যবাদ) হইতে বধাএ। কেবল অনুনাসিক সংযোগে বহুবচন যথা নদীঁ, নারীঁ ইত্যাদি

সম্বোধনের বহুবচনে হু শব্দের প্রয়োগ যথা ভাইহু, সঠহু (শঠগণ)।

হি শব্দযোগে দ্বিতীয়া বা চতুর্থী বিভক্তির একবচন—যথা রামহি, গুরহি, কৌসিলহি, সভহি, রাজহি, হরিহি, কামহি, প্রভুহি, বধুহি প্রভুহি।

তৃতীয়া বা সপ্তমী এক বচনে হিঁ অনুনাসিক যথা—মনসহিঁ, মনহিঁ, সপনেঁ, সুভায়ঁ (স্বভাবে) কৌসিলাঁ, লরিকাঈঁ (লড়কপনমে, বাল্যকালে) বরিআঈ (বলক্রমে), সেবাঁ (সেবাতে) পায়ঁ (পায়ের উপর), সখাঁ, সেবাঁ, ভোরেঁ (ভুলক্রমে) ইত্যাদি।

প্রথমাকে ছাড়িয়া অন্য সকল বিভক্তির উভয় লিঙ্গে বহুবচনে প্রয়োগ যথা—দ্বিজন্হ, বালকন্হি, মাতন্হ চরনন, দেবন্হ, মুনিন্হ, আঁখিন্হ, সাসুন্হ (শাশুড়িগণ), তরুন্হ, কমলনি। নিত্য বহুবচন যথা—সমাচার, প্রান (প্রাণ)।

কারক—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ ছয়টি কারক। এতদ্ব্যতীত ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধহীন কারক সম্বন্ধ ও সম্বোধন। কর্ত্তাতে একবচনে প্রথমা বিভক্তি নাই। আবার শব্দের শেষে সংযোগ উ যথা—রাম বা রামু কর্ত্তাতে বহুবচনে প্রয়োগের কথা বচনের প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্ম্মকারকে 'হি' যোগ করা হয় যথা সীতহি, সভহি, রাজহি। তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তিতে হিঁ বা অনুনাসিক যোগ করিয়া হয় যথা মনসহিঁ, মনহিঁ কিংবা রায়ঁ হিয়ঁ ইত্যাদি। ব্রজভাষা এবং অওয়াধি ভাষায় এই নিয়মের ব্যতিক্রম থাকাতে গোস্বামী মহাশয় দুই স্থানে স্থানিক দু প্রকার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জন্য অওয়াধির চরন্নহি ব্রজভাষায় চরননি, গোপালহি কে গোপালৈ, গোপালহ। শব্দের সহিত কহুঁ, কাহীঁ কিংবা কো অব্যয়যোগে দ্বিতীয়া বা চতুর্থী করা হইয়াছে যথা—রাম কহুঁ, রাম কো; চতুর্থীতে লগি লগেঁ ইত্যাদি যোগ করা হইয়াছে। তৃতীয়ার একবচনে তেঁ, সৈঁ সোঁ, সন, পহিঁ করি প্রভৃতি অব্যয় যোগ করা হইয়াছে। পঞ্চমী বিভক্তিতে তেঁ, সৈঁ, সোঁ চাহি প্রভৃতি অব্যয় সংযোগ। ষষ্ঠীতে কর, কের, কা, করি, কেরি, কৈ, কী, কে ইত্যাদি

অব্যয়ের সংযোগ যথা রঘুপতি করি দাসী, রঘুপতি কৈ করনী। সপ্তমীতে অন্তিমবর্ণকে অনু-নাসিক করা হইয়াছে, কখন হিঁ যোগ করা আছে। কখন মধ্য, পহিঁ পাহী, পর, উপর, উপরি, মাঝ, মাঝারী, মহিঁ, মহুঁ ইত্যাদি সংযোগ করা হইয়াছে কখন বিশেষ্যের পূর্ববর্তী বিশেষণে বিভক্তির যোগও আছে। 'সব কেঁউর' অর্থে সকলের হৃদয়কে বুঝান হইয়াছে। কখন বা বহুবচনে কেবলমাত্র নহ, নহি, ন, নি প্রত্যয় করা হইয়াছে। সংস্কৃত শব্দে কেবল উচ্চারণস্থান পরিবর্তন করিয়া বিভক্তিশূন্য বহু শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

সর্ব্বনাম—১) ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম ২) প্রশ্নবাচক সর্ব্বনাম ৩) সম্বন্ধবাচক সর্ব্বনাম ৪) সঙ্কেতবাচক সর্ব্বনাম ৫) অন্য প্রকার সর্ব্বনাম আছে। উত্তম পুরুষের সর্ব্বনাম যথা মৈঁ, হম মধ্যম পুরুষ যথা তু, তৈঁ, তুম্‌হ অন্য পুরুষ যথা সো, তে প্রভৃতি ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম।

বিভিন্ন বিভক্তিতে একবচনে ও বহুবচনে উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ এবং অন্য পুরুষে সংযোগ বিয়োগ কিছু কিছু করা আছে।

	উত্তম		মধ্যম		অন্য	
১)	মে	হম	তুঁ, তৈঁ	তুম্‌হ	সো, বহ	তে
২)	মোহি	হমহি	তোহি	তুম্‌হহি	তাহি, তেহি	তিনহহি
৩)	মেঁ	হমতেঁ	তো, তৈঁ, সোঁ	তুম্‌হ, তৈঁ, সোঁ	তেহি, তেহঁ	তিন্‌হ
৪)	মোহি	হমহি	তোহি	তুমহহি, তুম্‌হ কহুঁ	তেহি, তেহঁ	তিন্‌হ, তিন্‌হ তেঁ
৫)	মো তেঁ, সৈঁ	হমতেঁ, সৈঁ	তেঁ, তো, সৈঁ	তুম্‌হতেঁ, সৈঁ	তাহি, তেহি	তিন্‌হহি
)	মম, মোহি, হমহি, হমার		তোহি তব, তোরা	তুম্‌হারে	তা, তে	তিন্‌হ তেঁ
			তোরী, তেরী, তোর			
৭)	মৈ, মহঁ		তোপর, তুম্‌হ পর			

প্রশ্নবাচক সর্ব্বনাম		সম্বন্ধবাচক		সঙ্কেতবাচক সর্ব্বনাম	
কো	কো	জো	জো, জে	য়হ	য়ে, এ
কেহি	কিন্‌হ	জো, জাহি, জেহি	জিন্‌হহি	এহি	ইন্‌হহি
কেহিঁ, কোহতেঁ	কিন্‌হতেঁ	জাহি, জেহি	জিন্‌হ তেঁ	এহি তেঁ	ইন্‌হ তেঁ
কেহি	কিন্‌হ	জাহি, জেহি	জিন্‌হ হি	এহি	ইন্‌হহি
কেহিঁতে	কিন্‌হ তেঁ	জা তেঁ	জিন্‌হতেঁ	এহি তেঁ	ইন্‌হ তেঁ
কিসু, কের, করি	কিন্‌হ কর	জিসু, জাসু	জিন্‌হ কর	এহি কর	ইন্‌হ কর
কেহিঁ	কিন্‌হ পর	জেহি, জামহঁ	জিন্‌হ মহঁ	এহিঁ, মো	ইন্‌হহি, মো

বিশেষণ—কয়েকটি বিশেষণ শব্দ একবচন, বহুবচন ও সাদৃশ্যবাচক যথা—

পুং	স্ত্রী	পুং	স্ত্রী
সুহাবন	সুহাবনি	পাছিল	পাছিলি
বিবিধ	বিবিধি	সীতল	সীতলি
আগিল	আগলি	পাবন	পাবনি

অস ঐসা, জস জৈসা, তস তৈসা,
জৈসে তৈসে সরিস, সমান, সরিখা
সী—যথা—সুধা সী ; সো—যথা—মুখ সো

সংখ্যাবাচক—ছহ , দোউ, দুই, জুগ, চার, তীন, চারিদস (চৌদ্দ), আড়াই, (পঞ্চবিস—পচিশ), এক শব্দস্থানে একু, দো, দুই, জুগ (দুই), তীনি (তিন), চারি, ত্রয় (তিন অর্থে) ছহ (ছয়) ছ যথা—ছয় রস) নব সপ্ত (ষোল) পঞ্চবীস (পঁচিশ), দোউ, দেনেউ, দুনউ, (দুই) চারিউ, চারেয্য (ব্রজভাষানুসার) উভয়, জুগল, (যুগল), জোরী, জোটা প্রভৃতি সংস্কৃতের কিছু বিকৃত শব্দপ্রয়োগ করা হইয়াছে মৈথিলী বা ব্রজভাষার প্রয়োগও ক্ষেত্রবিশেষে করা হইয়াছে।

পরিমাণবাচক—এতা (এতনা), জেতা (জেতনা), তেতা, কছুক, কছু এক, কেউ এক, কেতিক, কেতা।

প্রায়বাচক—পচাসক (প্রায় পঞ্চাশ), সাত এক (প্রায় সাত). ছসাতক (ছয় সাত) দুই চারিক (দুই চার)।

অন্যবাচক—আন (অন্য), অপর, অবর, ঔর (আর)।

ক্রিয়ার বিশেষণ অব্যয় (Adverb)

গোস্বামী মহোদয় পুস্তকে যে ক্রিয়াবিশেষণ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা অব্যয়ও বটে কারণ তাহার রূপান্তর নাই। তাহা পাচ প্রকার শব্দ—

১। **স্থানবাচক**—যথা—ইহাঁ, উহাঁ, জহাঁ, জহঁ, তহবাঁ, জহবাঁ, কহাঁ, আগে পাছেঁ বাহের, কতহুঁ, কহুঁ (এখানে, ওখানে, যেখানে সেখানে, তথায় যথায়, কোথায়, সম্মুখে, পিছনে, বাহিরে, কোথায় ও কাছেযথাক্রমে) সমীপ, নিকট, সর্ব্বত্র প্রভৃতি প্রচলিত শব্দও আছে। উত (ঐধারে), দুরি (দূরে), দাহিনে (দক্ষিণে) বাঁয় (বামে) প্রভৃতি।

২। **কালবাচক** (ক) যথা আজু (আজ) কালি (কল্য) জব জব (যখন যখন) তব তব (তখন তখন) তহিআ (তখন) অবাহ (এখনি) তবহী (তখনই) তবহুঁ (তখনও) কবহুঁ (কখনও) কবহুঁক (কভুও) পুনি (পুন) বহুরি, ফিরি বহোরী (পুনবায়)।

খ) **অবধিবচক** যথা—সদা, নিরন্তর, সন্তত, সকৃত (একবার) কেবল, অন্ত (অন্তে) ওর (আর) সর্ব্বদা, চির (দীর্ঘকাল)।

৩) **আবৃত্তিবাচক**—বার বার, দিন প্রতি (প্রত্যহ)।

৪। **পরিমাণবাচক**—বহু, অতি, সুঠি (সুন্দররূপে) নিপট (অতিমাত্র) নির্ভর (গভীর ভাবে) অতিসয় (অতিশয়) কছুক, কছু (কিছু) ইত্যাদি।

৫। **রীতিবাচক**—ঐসেঁ, কৈসেঁ, তৈসেঁ (তেমন) জৈসেঁ (যেমন) যথা তথা, অনায়াস, সহসা, ব্যর্থ, বৃথা, ইমি (এমনি) জিমি (যেমনি) কিমি (কেমন) কোঁ (কেন) অস (এমন) জস (যেমন) হঠি (হঠতাপূর্ব্বক) সন্নিধি (নিকট) অবসি (অবশ্য) সহী (নিশ্চয়াত্মক) পরি, পৈ, তৌ, জৌ, তৈ (যদি তবে) ফুর (সত্য) জথারথু (যথার্থ) সাঁচেহু (সত্য) ন, নহি, নাহি, জনি (না) কি, কিন, কত (কেন) তহহিঁ, তহই (তথায়) দুরহি তেঁ (দুর হইতে) নিতহিঁ (নিত্য) অবহুঁ (এখনও) সোই (ঐ) চারিউ (চারি) দোউ (দুই) তীনিউ (তিন)।

সম্বন্ধসূচক অব্যয় (Preposition)

সমেত (সহিত) সরিখে (সদৃশ) বিনু (বিনা) মঝারী (মধ্যে) পাছে (পিছনে) উপর, অন্তর

আগেঁ, ওর (দিকে), করি (পূর্ব্বক), কারন, লাগি (জন্য অনুসারে, অনুহারি (অনুসারে), সহিত, প্রজন্ত (পর্য্যন্ত), ভরি মাঘ (মাঘমাস পর্য্যন্ত), জহঁ লগি (যে পর্য্যন্ত)।

সমুচ্চয়বোধক অব্যয় (conjunction)—

অরু, অথবা, কিংবা বা, কি, নতরু (নতুবা). নাহি, ন, তৌ (নহিলে), বরু (বরং), পরন্তু, কিন্তু, জৌঁ তৌ (যদি তবে) জগুপি (যদি), তদপি (তথাপি), মানহু (মনে কর)।

বিস্ময়াদিবোধক অব্যয় (Interjection)—

জয়তি, জয় জয়, অহহ (হর্ষবোধক) হা, অহহ, রক্ষ, ত্রাহি ত্রাহি, পাহি পাহি হে বিধি (হায় হায় !), আহ, দইঅ (হা দৈব) ভলেহি (ভালই), অস্তু (হাঁ), ধিগ্ (ধিক্) ইত্যাদি।

ক্রিয়াসমূহের রূপ

সংস্কৃত ভাষাতে যেরূপ তিঙন্ত এবং কৃদন্ত শব্দ সেইরূপ রামচরিতমানসে ক্রিয়ার দুই রূপ দেখা যায়। তিঙন্ত ক্রিয়াসমূহের কর্ত্তা প্রথমা বিভক্তিতে আছে আর কাল ও বচনের ভেদও আছে। সংস্কৃতে যেমন তিঙন্ত ক্রিয়ার লিঙ্গভেদ নাই গোস্বামী মহোদয়েরও তদ্রূপ। কিন্তু কৃদন্তের লিঙ্গভেদ গোস্বামী মহোদয় কখন কখন করিয়াছেন। জানা (যাওয়া) জাতীয় শব্দের সংযোগ দ্বারা কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগ করিয়াছেন যথা 'মারে জৈহহিঁ' শব্দে মারা হইবে ইত্যাদি। মূল ক্রিয়াকে কৃদন্তরূপে পরিণত করিয়া তাহার সহিত অস্ ধাতু অর্থাৎ হওয়া ক্রিয়ার রূপ সংযোগ বাংলার মত 'বলা হইল', 'করা হইল', 'জানা হইল' ইত্যাদি প্রকাশ করিতে 'কহত হউঁ' 'করত হহিঁ' জানত হহু ইত্যাদি বর্ত্তমান কালের ব্যবহার করিয়াছেন। তাছাড়া এক এক ধাতুর রূপ কতকটা সংস্কৃতের অনুরূপ যথা—

	একবচন	কহ্ ধাতু (বলা)	বহুবচন
প্রথম পুরুষ	কহই, কহ, কহত, কহতি		কহহিঁ, কহত
মধ্যম পুরুষ	কহসি, কহহি		কহহু
উত্তম পুরুষ	কহউঁ		কহহিঁ কহত

এই ভাবে কৃদন্ত রূপকে তিঙন্ত রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।

ভূতকাল

	একবচন		বহুবচন
প্রথম পুরুষ—	কহেসি, কহিসি	(স্ত্রীং)	কহেন্হি, কহিন্হি
মধ্যম পুরুষ—	কহেহি, কহিহি		কহেহু, কহিহু
উত্তম পুরুষ—	কহেউঁ, কহয্যো, কাহউঁ (স্ত্রীং)		কহেন্হি, কহিন্হি

ভবিষ্যৎকাল

	একবচন	বহুবচন
প্রথম পুরুষ—	কহি, কহিহি	কহহিংগে
ব্রজভাষা —	কহৈগো, কহইগো	কহিহহিঁ
মধ্যম পুরুষ—	কহিহসি, কহইগো	কহিহহু, কহহুগে
উত্তম পুরুষ—	কহিহউঁ, কহউঁগো	কহিহহিঁ, কহহিঁগে

দেওয়া ও লওয়া অর্থে দেহউ, লেহউ

কহি হঁসি—কহিলেন
টুট—ভাঙ্গিয়া গেল
জপ—জপে
দেখ—দেখিলেন
পাব—পাইলেন

পাব—পাইলেন
পৈঠ—প্রবেশ করিলেন
জাত রহেউ—যাইতেছিলেন
জপত রহেউ—জপিতেছিলেন
চলি গয়উ—চলিয়া গেল

ছুই গয়উ—ছুইলে
লৈ গয়উ—লইয়া গেল
পূছত ভয়উ—জিজ্ঞাসা করিলেন
কহন লিয়—কহিতে লাগিলেন

বিধিলিঙ্ বা আজ্ঞা-জ্ঞাপক কাল	একবচন	বহুবচন	হেতাহেতুমৎ ভূত একবচন	বহুবচন
প্রথম পু—	কহউ, কহৌ, কহৈ	কহহু, কহহিঁ	কহত, কহতি কহিহৈ	কহত
মধ্যম পু—	কহি, কহু, কহহি	কহহু	কহতো	কহতেহু
উত্তম পু—	কহৌ		কহতেউ, কহতেঁ্যা	কহতে

প্রেরণার্থক্রিয়া

দেখাবহিঁ—দেখাইব
বনাবহিঁ—তৈয়ার করাইব
দেখাউ—দেখাই

নামধাতু

ডোরিআনা—রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিলেন
বিলগানা—পৃথক হইলেন
নিঅরানা—নিকটবর্ত্তী হইলেন

সাধারণ ক্রিয়া—

পারা—সকনা শব্দকে অন্য ক্রিয়ার সহিত যোগ করিয়া ব্যবহার করা হয়। নিম্নলিখিত ক্রিয়া পৃথক্‌ভাবে অন্য ক্রিয়ার সহিত সংযোগ করা হয়। যথা—উঠনা (উঠিলেন), দেনা (দিলেন) পানা (পাইলেন), বননা (রচনা করিলেন), রহনা (রহিলেন), লগানা (লগ্ন হইলেন), লেনা (লইলেন), সকনা (পারিলেন), হোনা (হইল)।

সংযুক্তক্রিয়া—

তোরে লাগা—ভাঙ্গিতে লাগিলেন
জানা দেই—যাইতে দিলেন
দেখন পায়ে—দেখিতে পাইলেন
করন চহউ—করিতে চাহিলাম
সুনৈ চাহহু—শুনিতে চাহিতেছ
জানা চহহিঁ—জানিতে চাহিতেছ
ভয়উ ছারা—ক্ষারে (ভস্মে) পরিণত হইল
কহি ন সক—কহিতে পারিলেন না
কহন ন পারহি—কহিতে পারিলেন না

কীনহ চহৈ—করিতে চাহিয়াছিলেন
দেখী চহউ—দেখিতে চাহিয়াছিলেন
বিসরি গা—ভুলিয়া গেলেন
লিখি গা—লিখিলেন
উঠি বৈঠ—উঠিয়া বসিলেন
হঁকারী লিএ—চীৎকারে ডাকিলেন
কহি দীনহ—কহিয়া দিলেন
সমুঝি পরই—বুঝিতে পারিলেন
রাখি ন সকই—রাখিতে পারিলেন না

বিশেষ্য ক্রিয়া

বিশেষ্যপদকে সমাপিকা ক্রিয়া রূপে ব্যবহার করা গোস্বামী মহোদয়ের এক বৈশিষ্ট্য। ইংরাজী ভাষাতে বিশেষ্য পদকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহার দ্বারা যেভাবে ভাষার পুষ্টি সাধিত হইয়াছে গোস্বামী মহোদয়ও সেই ভাবে তাঁহার ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। যথা—সনমানে সম্মান করিলেন; ভাষা—বলিলেন; নিবাহু—নির্ব্বাহ করে; বিহারু—বিহার করে; প্রকাসা—প্রকাশিত হইয়াছে; বাখানা—ব্যাখ্যা করিয়াছে।

বাচ্যভেদ

রামচরিতমানসে কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য ও ভাববাচ্যের সমাপিক ক্রিয়া ভাষাবর্ণনা প্রসঙ্গে করা হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে ধাতুর সহিত একবচনে 'ইঅ' স্ত্রীলিঙ্গে 'ইঅতি' বহুবচনে 'ইঅত' অথবা ইঅহঁ ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা চহিঅ—চাওয়া হয়, দেখিঅতি—(স্ত্রী) দেখা যায়, সরাহিয়ত—প্রশংসিত হয়; সুনিঅ—শোনা যায়; দেখিঅহি—দেখা যাইবে; কোন ক্ষেত্রে 'ইঅ' স্থানে 'ইএ' অথবা 'ইঐ' যোগ হয় যথা করিএ, করিঐ, কীজৈ করা হয়, জীজৈ (জীবিত করা যায়) দীজৈ (দেওয়া হয়) বখানী জাই (ব্যাখ্যা করা যায়);

ভবিষ্যৎ কালের রূপ যথা—পাউব (পাওয়া যাইবে), ছমিব (ক্ষমা করা যাইবে), জানিবী (জানা যাইবে) (স্ত্রী), করবি—করা যাইবে (স্ত্রী) কৃদন্ত।

অসমাপিকা ক্রিয়া—বিচারি (বিচার করিয়া), করি (করিয়া), দেখি (দেখিয়া), সুনি (শুনিয়া), রাখি (রাখিয়া), ভরি (ভরিয়া), সমুঝি (বুঝিয়া), উঠাই (উঠাইয়া), সুমিরী (স্মরণ করিয়া), ডাসি (বিছাইয়া), উঘারি (খুলিয়া), খাই (খাইয়া), নাই (নত করিয়া), জাই (গিয়া) বিহাই (বি—হা+য অর্থাৎ ত্যাগ করিয়া) ইত্যাদি।

ক্রিয়ার্থক সংজ্ঞা—জিঅব (জীবন), মরব (মরণ), রবনি (স্থিতি), জরই (ভস্মীভূতকরণ) হোনেউ (হইবার মত), রিসানে (ক্রোধভাব)।

কর্ত্তৃবাচক সংজ্ঞা—ধাবন (দৌড়াইতে যোগ্য ব্যক্তি), লজাবন (লজ্জাদাতা), নসাবন (নাশকর্ত্তা), দেখনিহারে (দর্শক), রখবারে (রক্ষক), হোনিহারা (ভবিতব্যব্যক্তি), মরনিহার (মরিবার যোগ্য ব্যক্তি) প্রভৃতি নিহার প্রত্যয়ান্ত ব্যক্তিবাচক শব্দ।

বর্ত্তমানকালিক কৃদন্ত—আবত জানি (আসিতেছে জানিয়া), মরতী বারা (মরণের সময়), রোদতি রোদতি (কাঁদিতে কাঁদিতে, বলিতে বলিতে), মন ভাবতো (মনে ভাল লাগিলে)।

ভূতকালিক কৃদন্ত—সকর্ম্মক ক্রিয়ার পূর্ব্বে বা অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ত্তৃবাচ্যে যথা—মারা (মারিল), লীন্হ (লইল), কীন্হ (করিল), অকুলানী (আকুল হইল), সকানা (শঙ্কিত হইল)।

অসমাপ্তিবোধক কৃদন্ত—বীতেঁ (শেষ হইলে), গএঁ (চলিয়া গেলে), পরেঁ (পড়িয়া গেলে)।

বর্ত্তমানকালিক কৃদন্ত—দেখত (দেখিতে দেখিতে), জানতহুঁ (জানিলেও)।

রামচরিতমানস—সপ্তম খণ্ড

সমগ্র লঙ্কাকাণ্ড

প্রণেতা ও প্রকাশক
কবিরাজ

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য

গোস্বামী তুলসীদাসবিরচিত মানস মূল, (বঙ্গাক্ষরে), শব্দার্থ, সারমর্ম্ম,
ছন্দে বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সহ প্রকাশিত ও

৪১১, হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেনস্থ
লিখন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত
১৩৭০ বঙ্গাব্দে ২৬শে শ্রাবণ সোমবার জন্মাষ্টমী দিবসে প্রকাশিত
চিরঞ্জীব স্মৃতি-মন্দির
'রামদাসকুটীর' ২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন (গড়িয়া),
কলিকাতা-৪৭

বিনম্র নিবেদন

ভগবৎকৃপায় সপ্তম খণ্ড রামচরিতমানস প্রকাশিত হইল। প্রকাশন-ব্যবস্থা দ্রুততর করা হইয়াছে। সপ্তম খণ্ডে পুস্তক সমাপ্তি ঘটিল না। ৮ম খণ্ডে পুস্তক সমাপ্ত হইবে। সারমর্ম পৃথক্ ভাবে না লিখিয়া পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হইল। প্রাচীন ভারতের মানচিত্র দেওয়া হইল। পাঠকগণ, রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযানের চিত্র ইহাতে স্পষ্টতর দেখিবেন। গোস্বামী মহোদয় বাল্মীকি রামায়ণের করুণতম দৃশ্য 'সীতাবর্জ্জন' রামচরিতমানসে পরিহার করিয়াছেন। রামচরিত্রের গুণাতীত রূপের কঠোরতম বৈশিষ্ট্য সীতাবর্জ্জনে নিহিত। রামচন্দ্রের অযোধ্যাত্যাগের ন্যায় ইহা এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। তাহার চিত্র এই পুস্তকের ভূমিকাংশে বর্ণনা প্রসঙ্গে দেওয়া হইল। ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ডের ভ্রম সংশোধনলিপি এই পুস্তকের পরিশিষ্টাংশে দেওয়া হইল। সাবধানতাসত্ত্বেও কিছু ভ্রম রহিয়া গিয়াছে।

যাঁহারা একসঙ্গে আটখণ্ড পুস্তক লইবেন তাঁহারা ২১৲ টাকা মূল্যে পাইবেন। মাত্র অষ্টম খণ্ড মুদ্রণকালে ৬ মাসের জন্য এই সুবিধা দেওয়া হইতেছে। ৭ম খণ্ডের শেষে যে নির্দ্দেশপত্র সংযোজিত আছে তাহা ২১৲ টাকার রসিদসহ কেবল প্রধান কার্য্যালয়ে পাঠাইলে উক্ত পুস্তক বিনামূল্যে প্রেরণ করা হইবে অর্থাৎ ৮ম খণ্ডের মূল্য লাগিবে না। সব টাকা অগ্রিম প্রদেয়।

বার্দ্ধক্যে আত্মতৃপ্তির প্রয়োজনে এই পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। মহাকবি কৃত্তিবাসবংশধর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বর্ত্তমানে স্বর্গত—বিদ্যাসাগর বাটি কলিকাতা) মহাশয়ের উৎসাহে এই পুস্তকের মুদ্রণকার্য্যে উৎসাহিত হই। পাঁচ শতমুদ্রা তিনি অযাচিতভাবে দান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার সুযোগ্য পুত্রদ্বয় শস্তুচন্দ্র ও সমরেশ ৪০০৲ দিয়াছেন। প্রথম দুই খণ্ড মুদ্রিত হইবার পর আবেদনান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবিষয়ক গবেষণামন্ত্রী মহোদয় অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহুমায়ুন কবীর মহোদয়ের অনুমোদনে কেন্দ্রীয় সরকার হইতে দুই দফাতে ৭৮০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আট খণ্ড মুদ্রণ ব্যয় প্রায় ২০০০০৲ টাকা। ফলে শেষখণ্ড মুদ্রণে অর্থকৃচ্ছ্রতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অবিলম্বে গ্রাহক হইয়া কুতূহলী ভক্তগণ মুদ্রণকার্য্যে সহায়ক হইলে অনুগৃহীত হইব।

গ্রন্থখানি সুধী, ভক্ত ও মনীষি-সমাজে যে প্রশংসা লাভ করিয়াছে তাহা গোস্বামী মহোদয়ের লেখনীবৈশিষ্ট্যে সম্ভব হইয়াছে। ভারতের বাহিরে বর্ত্তমান সভ্যজগতেও পুস্তকখানি অন্যতম শ্রেষ্ঠ-গ্রন্থরূপে সমাদৃত। যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকা ইহাকে বাংলাভাষায় উচ্চাংগ সংস্করণ বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ সংস্করণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক ধর্ম্মগ্রন্থ ও সমাজশিক্ষার্থ মহাকাব্য গ্রন্থরূপে (ডি, পি, আই, Director of Public Instruction, West Bengal) পাঠাগার ও বিদ্যালয় লাইব্রেরীতে রক্ষার্থ অনুমোদিত হইয়াছে। ইতি বিনীত প্রকাশক।

প্রাপ্তিস্থান—

কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য
অধ্যক্ষ, প্রাকৃতিক আয়ুর্বেদমন্দির
২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন (গড়িয়া),
কলিকাতা- ৭

মহেশ লাইব্রেরী ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়

চিরঞ্জীব ঔষধালয়,
অধ্যক্ষ, কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য
১৭০।১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
বহুবাজার, কলিকাতা-১২

গ্রন্থকার-লিখিত তুলসীরামায়ণ সম্বন্ধে অভিমতের সংক্ষিপ্ত সারমর্ম

সজ্জন পাঠকসমাজ এই পুস্তকপাঠে পরম উপকৃত হইবেন। ৩।৪ বার পাঠ করিয়াও পুনঃ পাঠের প্রবল আকাঙ্ক্ষা শান্ত হয় নাই। বাঙালী ও হিন্দুস্থানী পাঠকগণের সংস্কৃতিগত দৃঢ় ঐক্য সাধনের ইহা পরম সহায়ক। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্কদর্শনতীর্থ, (মহামহোপাধ্যায়)

আমার মানস-কল্পনায় এরূপ একখানি পুস্তক রচনার অভিপ্রায় ছিল। এ পুস্তকে সে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। আমি বিশ্বাস করি যে এ গ্রন্থপাঠে কেবল যে সুধীবর্গই উপকৃত হইবেন তাহা নহে, আপামর জনসাধারণের মধ্যে ইহার সুখ-প্রচার সহজ হইবে বলিয়া সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীগোপীনাথ শাস্ত্রী, এম. এ., পি. আর. এস., ডি. লিট্ (অধ্যক্ষ সংস্কৃত কলেজ)

অনুবাদক ভূমিকায় যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন বর্ত্তমানে বহু সংস্কারবহুল সমাজে তাহার উপযোগিতা আছে। পুস্তকখানি বাংলা ভাষার এক অতুলা সম্পদ্। অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগত। এই গ্রন্থপাঠে তুলসীদাসী রামায়ণের অপূর্ব্ব রসসম্পদ্ আস্বাদন করা এবং হিন্দী শিক্ষা করা উভয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। —শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম. এ

সম্পাদক মহাশয় এ পুস্তক প্রকাশনে বিপুল পরিশ্রম করিয়াছেন। তুলসীদাস রামায়ণের সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ড খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়া তিনি বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এ পুস্তকখানিতে তুলসীরামায়ণের সকল জ্ঞাতব্যই আছে, কিছু বাকী নাই। মূল, পদ্যানুবাদ, সারমর্ম্ম, শব্দার্থ, টীকা, টিপ্পনী ও পরিশিষ্ট-ভূমিকাদি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা ১।১১।৫৯

পুস্তকখানি পড়িয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছি ও গ্রন্থকারকে ৫০৲ মুদ্রাদি ব্যয় নির্ব্বাহার্থে প্রদান করিয়া আমার পূর্ব্বপুরুষ বাংলা-রামায়ণ-প্রণেতা কৃত্তিবাস-মহোদয়ের স্মৃতি তর্পণ করিতেছি। —শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর বাটী, কলিকাতা ১৪।৯।৫৮

ভারতীয় প্রাদেশিক সাহিত্যের একখানি বিশিষ্ট গ্রন্থকে বাঙ্গালী জনসাধারণের সহজ-বোধ্য করিবার এই সাধু প্রচেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য। ইহা সুধী পাঠক-সমাজের বিশেষতঃ ধার্ম্মিক ভক্তের পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় গ্রন্থ।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী, এম. এ., অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

"Ramcharitamanasa" of Tulshidas is an epoch-making book in the history of Indian Culture and occupies a very high place in the Indian hearts. It is not written in pure Hindi The language of the book is a mixture of various spoken languages prevalent in different parts of India ......It is difficult to appreciate the book who are not acquainted with Awadhi, Rohilkhandi, Bhojapuri, and Brajabuli dialects. Language problem was a great obstacle to the Bengali-knowing people for appreciating the book. The learned author has removed all possible obstacles by his lucid explanation in all points. He will be long remembered for this monumental work.

Asutosh Sastri, (M.A., P.R.S., Ph.D.)
Asutosh Professor and Head of the Dept. of Sanskrit Calcutta University.



বাল্মীকি-আশ্রমে লক্ষ্মণ-কর্তৃক সীতা-বর্জ্জন ।

রথ দূরে চ'লে যায়, চ'লে গেল দেবর লক্ষ্মণ ।
উন্মাদিনী-সম সীতা অভিভূতা করেন ক্রন্দন ॥

ভূমিকা—রামচরিতমানস

রামায়ণের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা মহর্ষি বাল্মীকি

রামায়ণের মূল দ্রষ্টা ও স্রষ্টা মহর্ষি বাল্মীকির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই। ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য যে গৌরবমণ্ডিত তাহা পৃথিবীর সকল সভ্য দেশ বা সভ্যজাতি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন। যাহা এই ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল বার্তা বহন করিয়া আনিতেছে তাহার প্রথম জ্ঞানের উৎস বেদ, দর্শন ও উপনিষৎ। তাহার পরেই রামায়ণ ও মহাভারতের স্থান। ইহারা পরবর্ত্তী কালের পুরাণ, কাব্য ও সাহিত্যস্রষ্টা। সেই যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সকল কবির ও সাহিত্যিকের আলোচনার বিষয়বস্তু যোগাইতে ও মানুষের জীবনকে মধুর ও মহীয়ান্ করিতে শেষোক্ত পুস্তকদ্বয়ের তুলনা নাই বলিলে চলে। প্রাচীন ভারতের দুই অতিমানব শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশের ভূমিকাতে যে বিরাট্ ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছেন ভারতমনীষা সেই ঐতিহ্যের নিকটবর্ত্তী না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ঐতিহ্যকে আপনার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হয়। যুগে যুগে তাহা কিঞ্চিৎ মলিন হইলেও ভারতমনীষা তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠার কল্পনা রাখে। রামরাজ্যের স্বপ্ন ও কর্ম্মযোগের আদর্শ ভারতের জনমন হইতে কোন দিন বিলুপ্ত হয় না। সমাজজীবনে ও ব্যক্তিচরিত্র গঠনে রামায়ণ স্রষ্টার দান যেমন অসীম রামায়ণ দ্রষ্টার জ্ঞানবিকাশের সূত্রও তেমনি বহুমুখী। সেই জন্য সকল জ্ঞানী, গুণী হইতে সাধারণ জনতারও মনের উপর দ্রষ্টা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত অতিমানবদ্বয় ভারতে ভগবানের অবতাররূপে পূজিত হন। দুষ্টের দমন করিয়া শিষ্টের পালন ও অধ্যাত্মভিত্তিক সমাজগঠনই তাঁহাদের জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহাদের যে অতিমানবত্বের পরিচয় আছে তাহাই সমাজশিক্ষার বা ব্যক্তিশিক্ষার প্রধান উপজীব্য। তাঁহারা ছিলেন যুগাবতার।

তাঁহাদের চরিত্র বিশ্লেষণে স্রষ্টার ও দ্রষ্টার দৃষ্টিদ্বারা আমরা রামচরিত্রের স্বরূপ অনুধাবন করিতে পারি। বিশ্বাত্মা ভগবানের নিকট আকুল প্রার্থনাতে এইরূপ মহামানবের আবির্ভাব বা সৃষ্টি ঘটে। যাঁহাকে দেখা যায় না, যাঁহাকে কল্পনা-দৃষ্টি দিয়া চিন্তা করিতে হয় সেই প্রভু ও আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। রাম না জন্মিতে রামায়ণ সৃষ্টির কথা একটা কিংবদন্তী হইয়া আছে। মহর্ষি বাল্মীকির মানসক্ষেত্রে যে রামের চরিত্র ছিল তাঁহার সাধনাতে তিনি মূর্ত্তিমান হইয়া মানুষের মধ্যে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সমাজচেতনাকে আদর্শভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে মানবতার এক আদর্শমূর্ত্তির আবাহন মহর্ষি বাল্মীকি করিয়াছিলেন যিনি হইবেন বিশ্বকর্ম্মা এবং বিশ্বাত্মা যাঁহা হইতে বিশ্বের সকল কিছুর উৎপত্তি হইবে। তিনি যেমন সকল গুণের আধার হইবেন তেমনি কোন গুণ তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না তিনি এমনও হইবেন। সৃষ্টি ও ধ্বংসে তাঁহার থাকিবে সমান অধিকার। তিনি সনাতন অর্থাৎ সর্ব্বকালের আদর্শ নরদেব। তিনি সর্ব্বময়, তিনি সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের আধার আর তিনি হইবেন বিদ্যা ও

তপস্যার মূর্তি। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইবেন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আসক্তি প্রয়োজনমত তাঁহা হইতে বিলুপ্ত হইবে। তিনি দেবতার দেবতা, আবার সাধারণ মানুষের মত মানুষও বটে। দেবতার ভোগ তাঁহাতে যেমন থাকিবে সর্ব্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারেও তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না। মহর্ষি বাল্মীকির ধ্যানচক্ষুতে আবির্ভূত এই মানুষটিকে আমাদের মধ্যে আনিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া অনুরূপ পরিবেশে তাঁহার প্রতীক্ষায় ছিলেন তাই ইক্ষাকু বংশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। দশরথের গৃহে তাঁহাকে আনয়নের প্রয়োজনে দশরথও সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন আর সেই সাধনাকে সার্থক করিতে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন হইল। যজ্ঞের হোতা হইবেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি। আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী মুনিকে আনিবার যে বর্ণনা মহর্ষি প্রদান করিয়াছেন তাহার এক বিশেষত্ব আছে। মহর্ষির চিত্তক্ষেত্রে সেই কল্পনার চিত্র অঙ্কনে ঋষ্যশৃঙ্গকে যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের 'উপেক্ষিতা'তে নূতন ভঙ্গিতে তাহাও এক অপূর্ব রূপ লইয়াছে। স্রষ্টা ও দ্রষ্টার দৃষ্টিকে মানসক্ষেত্রে প্রসারিত করিবার নৈপুণ্যের যে বিচিত্রতা তাহাতেই সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে যে দেবতামূর্ত্তি এক উপেক্ষিতা বারাঙ্গনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই মহান্ দেবতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দশরথ-মনে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল তাহাতেই রামচন্দ্র নররূপ পরিগ্রহ করিয়া জীবের ও জগতের কল্যাণে মানুষের মধ্যে আসিয়াছিলেন। উপেক্ষিতা বারনারী যে দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির মধ্যে দেবতার মূর্ত্তরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যজ্ঞেশ্বর সেই মূর্ত্তি লইয়া দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে জন্মিলেন। মধুর পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজনে দ্রষ্টা মহর্ষি বাল্মীকির মানসক্ষেত্রে যে সৃষ্টির কল্পনা ছিল তাহাই রূপ পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। এমন করিয়া আদর্শ সন্তানের সৃষ্টি ঋষিমনের পবিত্রতার ও জনকল্যাণ মূর্ত্তির পরিচয় দেয়। সুতরাং রামায়ণের স্রষ্টা ও দ্রষ্টার মনের মানুষ শ্রীরামচন্দ্র। তাই রামের জন্মের পূর্ব্বে রামায়ণ সৃষ্টি হইয়া যায়। এমন করিয়া মনু ও শতরূপার মিলিত ইচ্ছাতে পুত্ররূপে ভগবান অবতীর্ণ হইলেন, ইহা গোস্বামী মহোদয় রামচরিতমানসে উল্লেখ করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণের এই উপাখ্যান এবং রামচরিতমানসের উপাখ্যানে মানুষের কল্যাণে ভগবানের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ভগবানের নিকট সমাজের কল্যাণকামীর আকুল আকুতির অপেক্ষা রাখে। চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অদ্বৈতাচার্য্যের আকুল প্রার্থনার কথা এই ঐতিহাসিক যুগেও সুবিদিত। সুধী ও মনীষিগণের শীর্ষস্থানীয়গণ আজ যেমন আদর্শপুরুষের প্রয়োজন অনুভব করেন, পূর্ব্বে মুনিঋষিগণেরও তেমনি ছিল, যুগে যুগে তেমনি হয়। আদর্শ পুরুষকে পুরোভাগে রক্ষা করিয়া সমাজসৃষ্টির কথা মহর্ষি বাল্মীকি চিন্তা করিয়াছিলেন। ভগবান স্বয়ং আসিয়া সেই কার্য্য সিদ্ধ করুন ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র ধ্যেয় বিষয়। তিনি যে পুরুষের অনুধ্যান করিয়াছেন, তিনি কোথায় তাঁহার কথা জানিতে চাহিয়া তিনি ত্রিভুবন পর্য্যটনকারী মহর্ষি নারদের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। নারদ তখন ইক্ষাকুবংশীয় দশরথপুত্র রামের পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহার কার্য্যাবলীর মধ্যে যে সমস্ত আপাত—অসামঞ্জস্য

দেখা যায় পরবর্ত্তী কালের মনীষিগণ তাহার ব্যাখ্যান করিয়া সেই মহাপুরুষের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করেন।

রামচরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিতে বলিতেছেন—

বজ্র হ'তে দৃঢ় তুমি পুষ্প হ'তে মৃদুতর।
বর্ণিতে চাহিনু তোমা' লোকোত্তর রঘুবর ॥
কে বর্ণিবে সে পুরুষে লেখনী না দেখা যায়?
কবি কি বর্ণিবে তা'রে সেই দৃষ্টি কেবা পায়?

সকল যুগের সাহিত্যিক বা কবি সেই বিরাট্ পুরুষ বিশ্বাত্মার মধ্যে ধ্যাননেত্রে যে গুণ বা দোষ দেখিতে পান বা তাঁহার অন্তরাত্মার প্রতিবিম্ব যেভাবে তাঁহার আত্মাতে প্রতিভাত হয়—তাহা একরূপ হয় না তাই পুরাণকার বা লেখকগণের বর্ণনায় পার্থক্য কিছু ঘটে যায়। জন্য বাল্মীকি রামায়ণ (মহর্ষি বাল্মীকি রচিত), অধ্যাত্ম রামায়ণ (মহর্ষি ব্যাসদেব বা ব্যাসশিষ্য রচিত), যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (মহর্ষি ব্যাসদেব বা তচ্ছিষ্য রচিত), রামচরিতমানস (গোস্বামী তুলসীদাস রচিত), রচনায় রামচরিত বিশ্লেষণে পার্থক্য দেখা যায়। কবিগণ সেই বিশ্বাত্মাকে আপনার মধ্যে অনুভব করিয়া বা আবাহন করিয়া তাঁহার কালোপযোগী বিশ্লেষণ করেন। তাহার জন্য এ সকল পুস্তকের বর্ণনাগত পার্থক্য কিছু না কিছু রহিয়া যায়। তাই বলিয়া রাম যে কল্পনার বিষয়বস্তু নয় তাহা তাঁহারা জানেন। শরৎসাহিত্যের নাটকচরিত্রের ন্যায় কিম্বা বঙ্কিমচন্দ্র, সেক্সপিয়ার বা রবীন্দ্রনাথের নাটকচরিত্রের ন্যায় তাহা অবাস্তব বলিয়া কেহ মনে করেন না। সমাজচরিত্রের বিশ্লেষণাত্মক কাল্পনিক চিত্র বলিয়া সীতারাম চরিত্র বা কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে একথা কেহ মনে করেন না।

যে কুলে বা ক্ষেত্রে রামবীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল সে ক্ষেত্রের বর্ণনায় কবিবর কালিদাস বলিতেছেন—

বাল্য যায় বিদ্যাভ্যাসে যৌবন বিষয় ল'য়ে।
মুনিবৃত্তি বার্দ্ধক্যে বা তনু ত্যজে যোগাশ্রয়ে ॥
বর্ণি হেন রঘুকুলে সেথা রামরত্ন জ্বলে।
ভাবাচ্ছটা কতটুকু বর্ণিব কোন্ ভাষা ব'লে?

সেই রামের সহধর্ম্মিণী সীতার গুণপনার বা বনচর কপিঋক্ষ বা হনুমানের গুণপনার বৈশিষ্ট্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত। গুণপরিচয়প্রসঙ্গে বিভিন্ন রূপকের কল্পনা কবি-বর্ণনার বিষয়বস্তু হইলেও কপি-ঋক্ষ-রাক্ষস কেবল এক বিশিষ্ট আকৃতির বা প্রকৃতির মানব ভিন্ন অন্য জীব নয়। মহর্ষি বাল্মীকি যেন মহাপুরুষের সন্ধান জানিয়াও কূটনীতিজ্ঞ নারদের নিকট হইতে সে মহাপুরুষের সন্ধান জানিতে চাহিতেছেন। যিনি পৃথিবীর ভারসাম্য বিধান করিবেন—

দেখেছ কি একাধারে হেন কোন বীরবর? ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, বীর্য্য, শ্রী, জ্ঞান ও যশোধর ॥
গুণিবর্য্য মর্ত্ত্যধামে খ্যাতি যার অনুপম। ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ পালে সত্য তথা শম দম ॥

আচারে উঁহার অতি সর্ব্বভূতহিত-সার। বদান্য ও মহাশূর, রূপসীমা নাহি যার॥
জিতক্রোধ, ধৃতিমান্, অসূয়াদি-বিবর্জ্জিত। ক্রোধ যদি হয় তাঁর দেবতাও হন ভীত॥
ত্রিলোক-রক্ষণশক্তি রাখে হেন শক্তিধর। প্রজাহিতে সদা রত কহ কে সে গুণধর?
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যাঁরে একক আশ্রয় করে। হে নারদ! দেখেছ কি সে দুর্লভ নরবরে?

বাল্মীকি রামায়ণে যাহা বাল্মীকি-নারদ সংবাদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে তাহা শ্রীরাম-বশিষ্ঠ সংবাদ, অধ্যাত্মরামায়ণে তাহা শিব-ভবানী সংবাদ, রামচরিতমানসে তাহা ভূষুণ্ডী-গরুড় সংবাদ বা উমা-শিব সংবাদ। রামচরিতমানসে সীতাবর্জ্জন বা লক্ষ্মণবর্জ্জন পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার রামায়ণের অঙ্গহানি হয় নাই। কালোপযোগী মর্য্যাদা বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এক যুগের মানুষের জীবনের বহু বৈচিত্র্য সংহত হইয়াছে এক এক রামায়ণে। সকল যুগের সকল মানুষের নীতির সংগ্রামে যে গুণসমূহের সাধনা মানুষ করিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়—ইহকাল ও পরকালে সমান ফলপ্রদ সেই নীতির প্রত্যক্ষ পরিচয়মাত্র এই মহামানব প্রদান করিয়াছেন। প্রচণ্ড প্রয়াস, চূড়ান্ত সংগ্রাম, অগ্নিপরীক্ষা, নিদারুণ শোকে ধৈর্য্যসীমা রক্ষা, চরম আত্মত্যাগ এবং তাহাতে পরম পরিতৃপ্তিবোধ একাধারে সমাবিষ্ট হইয়া সমাজরক্ষা ও সমাজশৃঙ্খলা সৃষ্টির সূত্রের সন্ধানে যে মহাপুরুষ বাল্মীকি এই অভিনব মানবকে দেখিয়াছেন ও সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে শতকোটি প্রণাম নিবেদন করি। আজও সমাজ তাঁহাকে দেখিতে চায়। অগত্যা ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখমোচনে তাঁহার নাম হইতেই পরম ও চরম তৃপ্তি বোধ করে। তাহাতেই সৎসঙ্গের আনন্দ উপভোগ করে। অথবা রামভক্তকে আশ্রয় করিয়া মুক্তিপথের পথিক হয়।

তাঁহার পরবর্ত্তী বহু শতাব্দী পরে মহর্ষি ব্যাস ও ব্যাসশিষ্যগণ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বা অধ্যাত্ম রামায়ণে যে অন্তর্দৃষ্টি দিয়া বহু রামায়ণ ও পুরাণাদি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও প্রণতি জানাই। রামচরিত্রের সামগ্রিক বিশ্লেষণই ভারতের সামগ্রিক ঐতিহ্য।

রামায়ণের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা গোস্বামী তুলসীদাস

গোস্বামী মহোদয় গুরুমুখে রামায়ণ শ্রবণ করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন লিখিয়াছেন। তাঁহার গুরু মহর্ষি বাল্মীকি ও মহর্ষি ব্যাসাদি লিখিত বহু রামায়ণকে আশ্রয় করিয়া শিষ্যপ্রবরের নিকট যে ঘটনা কহিয়াছিলেন তাহাকে উপজীব্য করিয়া গোস্বামী মহোদয় রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। গোস্বামী মহোদয়ের 'শিবভবানী' অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে এবং তাঁহার 'কাকভুষণ্ডী ও গরুড়' যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত। শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় মহর্ষি বেদব্যাস অথবা তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং মহর্ষিগণ বিশ্বাত্মাকে নিজের আত্মার মধ্যে আবাহন করিয়া মানসচক্ষুতে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন তাহা এবং তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরাগত প্রবচন মহাত্মা তুলসীদাসকে রামায়ণ সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। সুতরাং গোস্বামী মহোদয়ের প্রকল্পিত শিবভবানী বিবাহে রূপক কতটুকু তাহা দেখিবার অবসর পাঠকের হইবে না কিন্তু তাহার শিক্ষণীয়


গোস্বামী তুলসীদাস
রামচরিতমানস

অংশ রামচরিত্রকে বুঝিবার যে পরম সহায়ক তাহা গম্ভীর পাঠকমাত্র অনুভব করিতেছেন। গুণাতীত শিব স্বয়ং রামভক্ত তিনি তাহা উমাকে বলিতেছেন কিন্তু উমা তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। দীর্ঘ তপস্যার পরে উমা তাহা অনুভব করিলেন সুতরাং তুলসীর রামচরিত্র বুঝিতে শিবভবানী তত্ত্বের আলোচনা গোস্বামি-রচিত রামায়ণে এক অতি রমণীয় চিত্র। গুণাতীত রামকে তুলসীরামায়ণের শিবভবানী তত্ত্বে বুঝা যাইবে। সুতরাং শ্রীরাম-তত্ত্বকে বুঝাইবার প্রয়োজনে মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ ও তুলসীরামায়ণে আপাত-পার্থক্য থাকিলেও বাস্তব পার্থক্য নাই। রামচরিত্র দৃষ্টি ও রামচরিত্র সৃষ্টির এই অন্তর্নিহিত ঐক্যকে বুঝিলে বাল্মীকি রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও তুলসী রামায়ণে কোন পার্থক্য দেখা যাইবে না।

সীতার অগ্নিপরীক্ষাংশে বাল্মীকি রামায়ণের সহিত তুলসী রামায়ণের বর্ণনায় যে পার্থক্য আছে তাহাও পাঠকের নিকট বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। রামচন্দ্র দণ্ডকবনে সীতাকে রাখিয়া যখন স্বর্ণমৃগের সন্ধানে যাইবেন, তাহার পূর্ব্বে বলিলেন,—ব্রতপালনকারিণী সুশীলে! শুন, আমি ললিত নরলীলা করিব। তুমি আগুনের মধ্যে বাস কর আমি এবার রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়া আসি। এই কথা বলিলে সীতা প্রভুর চরণ হৃদয়ে রাখিয়া আগুনে প্রবেশ করিলেন, এব্যাপার লক্ষ্মণ জানিলেন না। এই রহস্য দুর্ভেদ্য রূপকে আবৃত তাহা কে অস্বীকার করিবে। রামচন্দ্র রাক্ষসকুল নাশ করিবেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সীতাকে সঙ্গে লইয়া তাহা যে সম্ভব নয় এবং সীতাকে উপলক্ষ করিয়া যে যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে তাহা তাঁহার অজানা ছিল না। সুতরাং সীতাকে অগ্নির মধ্যে রাখিলেন। আর লক্ষ্মণকে তিরস্কার না করিলে লক্ষ্মণ হইতে সীতা বিচ্ছিন্ন হইবেন না সুতরাং সীতার মধ্যে মানুষোচিত যে বিভ্রম আসিবে তাহাই লক্ষ্মণ হইতে সীতার বিচ্ছিন্নতার কারণ হইবে ইহাও সীতার নারীলীলা। রাম নরলীলা করিতে স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ছুটিলেন আর সীতা নারীলীলা করিয়া লক্ষ্মণকে গৃহছাড়া করিলেন আর রাবণের কবলগত হইয়া সীতার অগ্নিপ্রবেশ হইল। এই অগ্নিপরীক্ষার জন্য সীতা প্রথম হইতে অপ্রস্তুত ছিলেন না। ধর্ম্মজ্ঞানে সীতা যে রামের আদেশ পালন করিবেন তাহার প্রতিশ্রুতি তিনি বনগমনের প্রাক্কালে দিয়াছিলেন। যখন গোস্বামী মহোদয় বনযাত্রার পূর্ব্বের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন তখন কঠোর বনবাস কষ্ট সহ্য করিতে সীতা সক্ষম হইবেন না একথা রামচন্দ্র সীতাকে বলিলে সীতা উত্তরে বলিতেছেন—

বিচিত্র কহিলে নাথ! তুমি বনযোগ্য। তপস্যা কি তব তরে মম তরে ভোগ্য॥
কহিতে কহিতে সীতা বিকলিত ভারী। বিচ্ছেদের কথা শুনি' আঁখি ভরে বারি॥

গোস্বামী মহোদয় অনসূয়া-সীতা সংবাদে অরণ্যকাণ্ডে সতী স্ত্রীর ভেদ-বর্ণনায় বলিয়াছেন—

অত্যুত্তম পতিব্রতা শুধু স্বামী জানে। স্বপনেও অন্য জনে মনে নাহি আনে॥
মধ্যমা সে দেখিবে সে পরপতি হেন। ভ্রাতা, পিতা, পুত্র-সম সেই জন যেন॥
ধর্ম্ম বিচারিয়া শুধু কুলে যে রহিবে। নিকৃষ্টা বলিয়া তাঁরে সকলে গণিবে॥
অবসর নাহি পেয়ে পতিব্রতা মানে। তাহারে অধমা বলি' সর্ব্বজনে জানে॥

এক এক অভিমানবের পরিপ্রেক্ষিতে যে অপূর্ব্ব পরিবেশ সৃষ্টি হয় কবি তাঁহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া যাহা সৃষ্টি করেন তাহাতে সকল যুগের সমাজ পবিত্র হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাজনীতি যখন বিপরীত পথে চলে কবির দৃষ্টি অমৃতের সন্ধানে তখন শ্রীরামচন্দ্রের আত্মার দিকে চাহিয়া রামায়ণ সৃষ্টি করেন। যুগে যুগে রামচন্দ্রকে আবাহন করিয়া তাঁহারা যাহা সৃষ্টি করেন তাহা মানুষের অন্তরে যে জাগরণ আনে তাহাই হইল রামায়ণের ঐতিহ্যগত শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

—তারি পদে মানী সঁপিয়াছে মান,
ধনী সঁপিয়াছে ধন, বীর সঁপিয়াছে আত্মপ্রাণ,
তাহারি উদ্দেশে কবি বিরচিয়া লক্ষ লক্ষ গান
ছড়াইছে দেশে দেশে। শুধু জানি, তাহারি মহান্
গম্ভীর মঙ্গলধ্বনি শুনা যায় সমুদ্রে সমীরে;
তাহারি অঞ্চল প্রান্ত লুটাইছে নীলাম্বর ঘিরে;

....

তাহারে অন্তরে রাখি'
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
সুখে দুঃখে ধৈর্য্য ধরি' বিরলে মুছিয়া অশ্রুআঁখি
প্রতি দিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি'
সুখী করি সর্ব্বজনে।

গোস্বামী তুলসীদাস এই যুগের প্রয়োজনে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগে যে রামায়ণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণের কতটা সামঞ্জস্য বা পার্থক্য তাহা মূল কথা নয় তাঁহার শিক্ষাই সেই কালের শিক্ষা। বাল্মীকির শিক্ষার পুরাতনত্ব গোস্বামী রামায়ণে কালোপযোগী হইয়াছে পরিবর্ত্তিত হয় নাই। শ্রদ্ধাভরে পঞ্চদশ শতকের সেই রামায়ণের দ্রষ্টা ও স্রষ্টা গোস্বামী মহোদয়কে অভিবাদন জানাই।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আজ শিক্ষায় দীক্ষায় বস্তুতান্ত্রিকতা, সর্ব্বক্ষেত্রে নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধগত জটিলতা অথবা মনুষ্যত্বের বাহ্য সৌজন্য বা আবরণমাত্রে সামাজিক স্থিতি, তথাকথিত বহুবিঘোষিত দরিদ্রনারায়ণ সেবার নামে দারিদ্র্যের প্রতি উপেক্ষার লাঞ্ছনা, ধনতান্ত্রিকতার সর্ব্বতোমুখী সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি, সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাসব্যসনাদি, স্বাধীনতার নামে যুবকযুবতীর মধ্যে অবাধ মিলনের প্রশ্রয়ে সামাজিক দুর্নীতির বাহুল্য, সর্ব্বস্তরে ধর্ম্মহীনতার উদগ্র মূর্ত্তি, আহার বিহারে অসংযম ও যথেচ্ছাচারিতা, দারিদ্র্যকে বর্জন করিয়া আবাহনের অক্ষমতা, ভোগাসক্তি, অতিমাত্র বিলাসাসক্তি প্রভৃতি যে দুর্নীতি বহুবিধ পরায়ণতা সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে সর্ব্বপ্রকারের মধুরতা হইতে সমাজ যেন বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে। আজ তুলসীরামায়ণের প্রয়োজনীতা কেবল বাড়ে

নাই নূতন রামায়ণ দ্রষ্টা ও স্রষ্টার প্রয়োজন যেন অত্যধিক অনুভব করিতেছি। সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল জটিলতার সমাধান করিতে যে অধ্যাত্মবিপ্লবের প্রয়োজন তাহা রামায়ণের নবতম দ্রষ্টা ও স্রষ্টার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে! অকিঞ্চন রামভক্ত এই কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে। আমরা সেই অকপট রামভক্তের প্রতীক্ষায় রহিলাম। দেশ আজ সেই রামরাজ্যের প্রার্থী, যেখানে সর্ব্বস্তরে মধুরতা সমানভাবে সকলে উপভোগ করিতে পারে তাহার মূল তত্ত্ব অর্থপ্রাচুর্য্যে নয় বা বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্যদেশের অনুকরণে নয় তাহা আছে ভারতীয় ঐতিহ্যের কালোপযোগী প্রবর্ত্তনে। রামায়ণ আমাদিগকে সেই শিক্ষাই দিয়াছে। বাল্মীকির যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত যে বহু রামায়ণের বহু বৈচিত্র্য তাহা তত্ত্বগত নহে উপাখ্যানগত। রামায়ণের এই শিক্ষার মূল সূত্রকে বুঝিতে চাহিলে উপাখ্যানবৈচিত্র্যের সমালোচনাকে দূরে রাখিয়া তত্ত্বকে আপনার করিয়া লইতে হইবে। এখানেই রামায়ণের সার্থকতা। রাম বা কৃষ্ণ সকল যুগে আসেন না। কিন্তু রামভক্ত বা কৃষ্ণভক্ত সকল যুগের শিক্ষক হইতে পারেন। অধ্যাত্মবিপ্লব বলিতে সমাজের সকল স্তরে সৎনীতি ও ধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন। রামাশ্রয়ী নীতিরক্ষক তথা রামায়ণদ্রষ্টা ও রামায়ণস্রষ্টা সেই নীতিসূত্র প্রবর্ত্তন করেন। গোস্বামী মহোদয় বালকাণ্ডের ভূমিকাতে এবং বিভিন্ন নায়কের মুখে যে নীতিশিক্ষার সূত্রসমূহ সমাবেশ করিয়াছেন তাহার সহিত সকল রামায়ণের অথবা মূল রামায়ণের সামঞ্জস্যের প্রশ্ন অপেক্ষা সমাজচিত্রের একটা বিশ্লেষণ এবং রামতত্ত্বকে আত্মস্থ করিবার যে ব্যবস্থা তাহাতেই রামায়ণের সার্থকতা। রাম ও রামপরিবেশের মাধ্যমে তাহা আমরা আত্মস্থ করি—ইহাই ত রামায়ণের শিক্ষা। রামায়ণের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা সেই শিক্ষা সমাজকে দেন।

মূল বাল্মীকি রামায়ণে সমাজশৃঙ্খলা ভঙ্গকারী শূদ্রের তপশ্চর্য্যাকে রাম নিন্দিত করিয়া তাহাকে হত্যা করিতেছেন। অধ্যাত্মরামায়ণে রাম গুহকচণ্ডালকে আলিঙ্গন করিয়া পাতিত্যের দোষ হইতে মুক্তি দিতেছেন আবার তুলসীরামায়ণে গুহককে আলিঙ্গন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ, ভরত সকলে ধন্য হইতেছেন। আর রাজর্ষি জনক ও গুরু বশিষ্ঠ সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে ভরপুর হইতেছেন। রামচরিত্রের এই অন্তর্নিহিত শিক্ষাসূত্র রামায়ণের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা প্রদান করিয়া থাকেন। সমাজ উন্নয়নের এই শিক্ষা সমাজের শ্রেষ্ঠগণ প্রদান করিলেই শিক্ষা সার্থক হয়। বিপ্রপূজা, দেবদ্বিজে ভক্তিসূত্রের মূল কথা এই শিক্ষা ও নীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং তাহার প্রতি যথোচিত মর্য্যাদাদান। রামচরিতমানস সেই শিক্ষাদানের কালোপযোগী গ্রন্থ। মানব চরিত্রের সামগ্রিক বিশ্লেষণ এই পুস্তকে আছে।

রামচরিতমানস সপ্তম খণ্ড লঙ্কাকাণ্ড

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকী-বল্লভো বিজয়তে

রামচরিতমানস—সপ্তম খণ্ড

ষষ্ঠ সোপান—লঙ্কাকাণ্ড

শ্লোক

রামং কামারিসেব্যং ভবভয়হরণং কালমত্তেভসিংহং
যোগীন্দ্রং জ্ঞানগম্যং গুণনিধিমজিতং নির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
মায়াতীতং সুরেশং খলবধনিরতং ব্রহ্মবৃন্দৈকদেবং
বন্দে কন্দাবদাতং সরসিজনয়নং দেবমুর্বীশরূপম্ ॥১
শঙ্খেন্দ্বাভমতীবসুন্দরতনুং শার্দূলচর্মাম্বরং
কালব্যালকরালভূষণধরং গঙ্গাশশাঙ্কপ্রিয়ম্
কাশীশং কলিকল্মষৌঘশমনং কল্যাণকল্পদ্রুমং
নৌমীড্যং গিরিজাপতিং গুণনিধিং কন্দর্পহং শঙ্করম্ ॥২
যো দদাতি সতাং শম্ভুঃ কৈবল্যমপি দুর্লভম্।
খলানাং দণ্ডকৃদ্‌যোঽসৌ শঙ্করঃ শং তনোতু মে ॥৩

দোহা— লব নিমেষ পরমানু জুগ বরষ কলপ সর চণ্ড।
ভজসি ন মন তেহি রাম কো কালু জাসু কোদণ্ড ॥

সোরঠা— সিন্ধু বচন সুনি রাম সচিব বোলি প্রভু অস কহেউ।
অব বিলম্বু কেহি কাম করহু সেতু উতরৈ কটকু ॥
সুনহু ভানুকুল কেতু জামবন্ত কর জোরি কহ।
নাথ নাম তব সেতু নর চঢ়ি ভবসাগর তরহি ॥

পদ্যানুবাদ

শিবসেব্য রাম ভবভয় নাশে যথা মত্ত হস্তী নাশে মৃগরাজে।
জ্ঞানগম্য যোগী অজেয় নির্গুণ গুণজ বিকার যাহে না বিরাজে ॥
এহেন সুরেশ খলবধরত যিনি মায়াতীত ব্রাহ্মণ-রক্ষক।
বারিদ-শ্যামল রাজীব-নয়ন বন্দিলাম তাঁকে পৃথিবী-ধারক ॥১
শঙ্খচন্দ্র-সম অতি চারু-তনু ব্যাঘ্রচর্ম্মে যাঁর বসন রচিছে,
কালব্যাল যাঁর করাল-ভূষণ গঙ্গা-ইন্দু যাঁ'র তনুতে শোভিছে।
কাশীপতি কলি-পাপৌঘ-শমন শুভদানে যিনি কল্পবৃক্ষ-সম।
নমিলাম হেন গিরিজা-পতিরে গুণনিধি যিনি মদন-ধ্বংসন ॥২
দুর্লভ কৈবল্য-দাতা শম্ভু সাধুজনে। সর্ব্বশুভদাতা সিদ্ধ দুষ্টের দমনে ॥৩

দোহা— মুহূর্ত্ত, নিমেষ, পরমাণু, যুগ, বর্ষ, কল্প যাঁর চণ্ড-বাণ।
কেন নাহি ভজ হে মন! তাঁহারে কাল যাঁর ধনুক সমান ॥

সোরঠা— সিন্ধু-বাক্য শুনি' মন্ত্রীরে ডাকিয়া প্রভু রাম তা'রে হেন ক'ন।
এবে দেরী কেন সেতু রচ সেনা পায়ে যাহে করে উত্তরণ ॥

মূল

চৌ—যহ লঘু জলধি তরত কতি বারা। অস সুনি পুনি কহ পবনকুমারা ॥
প্রভু প্রতাপ বড়বানল ভারী। সোষেউ প্রথম পয়োনিধি বারী ॥১
তব রিপু নারি রুদন জল ধারা। ভরেউ বহোরি ভয়উ তেহিঁ খারা ॥
সুনি অতি উকুতি পবনসুত কেরী। হরষে কপি রঘুপতি তন হেরী ॥২
জামবন্ত বোলে দোউ ভাঈ। নল নীলহি সব কথা সুনাঈ ॥
রাম প্রতাপ সুমিরি মন মাহীঁ। করহু সেতু প্রয়াস কছু নাহীঁ ॥৩
বোলি লিএ কপি নিকর বহোরী। সকল সুনহু বিনতী কছু মোরী ॥
রাম চরন পঙ্কজ উর ধরহু। কৌতুক এক ভালু কপি করহু ॥৪
ধাবহু মর্কট বিকট বরূথা। আনহু বিটপ গিরিন্হ কে জুথা ॥
সুনি কপি ভালু চলে করি হুহা। জয় রঘুবীর প্রতাপ সমূহা ॥৫

দোহা— অতি উতঙ্গ গিরি পাদপ লীলহিঁ লেহিঁ উঠাই।
আনি দেহিঁ নল নীলহি রচহিঁ তে সেতু বনাই ॥১॥

পদ্যানুবাদ

হনুমানের অত্যুক্তি

চৌ—তরিতে এ' লঘু সিন্ধু লাগে কতক্ষণ। ইহা শুনি' ক'ন পুন পবন-নন্দন
প্রভুর প্রতাপ যেন বড়বা-অনল। প্রথমে শোষিল তাহা পয়োনিধি-জল ॥১
রিপু-নারী অশ্রুবারি তখন বর্ষিল। সিন্ধু ভরি' গেল যেন ক্ষার উপজিল ॥
অঞ্জনা-নন্দন-বাণী শুনিয়া তখন ॥ রাম-পানে হেরি' কপিদলে হৃষ্ট হ'ন ॥২
জাম্ববান্ দুই ভা'য়ে আনেন ডাকিয়া। নল নীলে সব হেন ক'ন শুনাইয়া—
"রামের প্রতাপ দোঁহা স্মরি' মনে মনে। নির্ম্মাণ করহ সেতু বিনা পরিশ্রমে" ॥৩
কপিগণে পুন ডাকি তথায় আনিলা। সবারে মিনতি করি' সব শুনাইলা—
"রাম পাদ-পদ্ম সবে হিয়া 'পরে ধর। ঋক্ষ, কপি মিলি' সবে এক মজা কর ॥
ধেয়ে যাও হে বিকট কপিঋক্ষদল। উপাড়িয়া আন গিরি, বিটপ সকল ॥"
শুনি' কপি, ঋক্ষ ধায় করিয়া হুঙ্কার। হুঙ্কারিয়া 'রাম জয়' শক্তির আধার ॥৫

দোহা— অতি উচ্চ গিরি পাদপে উঠা'য়ে অনায়াসে সেথায় আনিল।
নল, নীল দোঁহা সে সকলে ল'য়ে সেতু এক রচনা করিল ॥১॥

চৌ—সৈল বিসাল আনি কপি দেহীঁ। কন্দুক ইব নল নীল তে লেহীঁ॥
দেখি সেতু অতি সুন্দর রচনা। বিহসি কৃপানিধি বোলে বচনা॥১
পরম রম্য উত্তম যহ ধরনী। মহিমা অমিত জাই নহিঁ বরনী॥
করিহউঁ ইহাঁ সম্ভু থাপনা। মোরে হৃদয়ঁ পরম কলপনা॥২
সুনি কপীস বহু দূত পঠাএ। মুনিবর সকল বোলি লৈ আএ॥
লিঙ্গ থাপি বিধিবত করি পূজা। সিব সমান প্রিয় মোহি ন দূজা॥৩
সিব দ্রোহী মম ভগত কহাবা। সো নর সপনেহুঁ মোহি ন পাবা॥
সঙ্কর বিমুখ ভগতি চহ মোরী। সো নারকী মূঢ় মতি থোরী॥৪

দোহা— সঙ্করপ্রিয় মম দ্রোহী সিব দ্রোহী মম দাস।
তে নর করহিঁ কলপ ভরি ঘোর নরক মহুঁ বাস॥২॥

পদ্যানুবাদ

রামের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা

চৌ—বিশাল পর্ব্বত আনি' কপিগণ দেয়। নল, নীল লয় তাহা কন্দুকের প্রায়॥
হেরিয়া সুন্দর সেই সেতুর গঠন। হাসি' কৃপানিধি প্রভু বলেন বচন—
"পরম সুন্দর ভূমি চারু দরশনে। অমিত মহিমা তা'র না যায় বর্ণনে॥
হেথায় করিতে চাহি শিবের স্থাপন। হৃদয়ে কল্পনা এই করিনু পোষণ"॥২
শুনিয়া সুগ্রীব বহু দূত পাঠাইল। সব মুনিবরে তা'রা ডাকিয়া আনিল॥
লিঙ্গ স্থাপি' যথাবিধি করিয়া পূজন। কন—শিব-সম প্রিয় নাহি কোন জন॥৩
শিবদ্রোহী যদি মম ভকত কহিবে। সেই নর স্বপনেও মোরে না লভিবে॥
শিবে বাম কিন্তু রাখে আমাতে ভকতি। সে নারকী মূঢ়, ধ্রুব ধরে অল্পমতি॥৪

দোহা— শিবে ভক্তিমান্ রামদ্রোহী যদি কিংবা শিবদ্রোহী কহে মম দাস।
এহেন মানব কল্পকাল ধরি' করে জেনো ঘোর নরকেতে বাস॥২

মূল

চৌ—জে রামেস্বর দরসনু করিহহিঁ। তে তনু তজি মম লোক সিধরিহহিঁ॥
জো গঙ্গাজলু আনি চঢ়াইহি। সো সাজুজ্য মুক্তি নর পাইহি॥১
হোই অকাম জো ছল তজি সেইহি। ভগতি মোরি তেহি সঙ্কর দেইহি॥
মম কৃত সেতু জো দরসনু করিহী। সো বিনু শ্রম ভবসাগর তরিহী॥২
রাম বচন সব কে জিয় ভাএ। মুনিবর নিজ নিজ আশ্রম আএ॥
গিরিজা রঘুপতি কৈ যহ রীতী। সন্তত করহিঁ প্রনত পর প্রীতী॥৩
বাঁধা সেতু নীল নল নাগর। রাম কৃপাঁ জসু ভয়উ উজাগর॥
বুড়হিঁ আনহিঁ বোরহিঁ জেঈ। ভএ উপল বোহিত সম তেঈ॥৪
মহিমা যহ ন জলধি কই বরনী। পাহন গুন ন কপিন্হ কই করনী॥৫

দোহা— শ্রী রঘুবীর প্রতাপ তে সিন্ধু তরে পাষান।
তে মতিমন্দ জে রাম তজি ভজহিঁ জাই প্রভু আন ॥৩॥

পদ্যানুবাদ

সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ-ফল

চৌ—রামেশ্বর পুণ্যতীর্থ দরশন যা'র। তনু ত্যজি' মম লোকে স্থান হবে তা'র॥
গঙ্গাজল এর 'পরে যে জন চড়ায়। সাযুজ্য মুকুতি জানো সেই জন পায় ॥১
ছল ত্যজি' নিষ্কাম যে সেবে রামেশ্বর। আমাতে ভকতি তা'রে দিবেন শঙ্কর॥
মৎকৃত সেতুও যেবা দরশন করে। বিনাশ্রমে ভব-সিন্ধু সে জন উতরে ॥২
রাম-বাক্য সবাকার উত্তম লাগিল। মুনিগণ নিজ নিজ আশ্রমে ফিরিল॥
শিব ক'ন—হে পার্ব্বতি! ইহা ভক্তি-নীতি। ভক্ত'পরে সদা রাম রাখেন পিরীতি॥৩
সুচতুর নীল নল সেতু বিরচিল। রাম-কৃপা-যশ তাহে ভূরি প্রকটিল॥
যে পাথর নিজে ডুবে ডুবায় অপরে। সে পাথর নৌকা-সম ভাসে সিন্ধু'পরে ॥৪
নহে ইহা সাগরের, নহে পাথরের। অথবা কার্য্যে ও গুণে নহে বানরের ॥৫
দোহা— রামের প্রতাপে পারাবার 'পরে পাষাণ হইল ভাসমান।
হীন-মতি যা'রা তা'রা রামে ত্যজি' ভজিবারে চায় প্রভু আন্ ॥৩॥

মূল

চৌ—বাঁধি সেতু অতি সুদৃঢ় বনাবা। দেখি কৃপানিধি কে মন ভাবা॥
চলী সেন কছু বরনি ন জাঈ। গর্জহিঁ মর্কট ভট সমুদাঈ ॥১
সেতুবন্ধ ঢিগ চঢ়ি রঘুরাঈ। চিতব কৃপাল সিন্ধু বহুতাঈ॥
দেখন কহুঁ প্রভু করুনা কন্দা। প্রগট ভএ সব জলচর বৃন্দা ॥২
মকর নক্র নানা ঝষ ব্যালা। সত জোজন তন পরম বিসালা॥
অইসেউ এক তিন্হহি জে খাহীঁ। একন্হ কেঁ ডর তেপি ডেরাহীঁ ॥৩

বাংলা অর্থ—কামারিসেব্য—শিবদ্বারা সেবিত; কালমত্তেভসিংহ—কালপ্রভাবিত মত্ত হস্তীর পক্ষে সিংহস্বরূপ; কন্দাবদাত—জলভরা মেঘের ন্যায় শ্যাম; উর্ব্বীশ—পৃথিবীপতি; ঈড্য—স্তুত্য, পূজ্য; কালব্যাল—কালসর্প; কামহ—কামদেবকে ভস্মকারী; শম্—মঙ্গল; কোদণ্ড—ধনুক; চণ্ড—প্রচণ্ড; বোলি—ডাকিয়া; উতরেঁ—পার হইবে; লব—নিমেষের অংশ; সর—শর; কেহি কাম—কোন কাজের জন্য; খারা—ক্ষার, লবণাক্ত; উকুতি—উক্তি; বরুথা, জুথা—সমূহ; কতি বারা—কতটুকু সময়; শোষেউ—শুষিয়া লইয়াছে; হূহা করি—ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া; উতঙ্গ—উত্তুঙ্গ, উচ্চ; উঠায় লেহি—উঠাইয়া লয়; থাপনা—স্থাপন; লৈ আএ—লইয়া আসিল; দুজা—দ্বিতীয়; কহাবা—কহিবে; সিধরিহহিঁ—সোজাসুজি আসিবে; পাইহি—পাইবে; নাগর—চতুর; উজাগার ভয়উ—(ব্যাপ্ত হইল) উজ্জ্বল হইল; বোরহি—ডুবাইল; বোহিত—জাহাজ; পাহন—পাষাণ; তরে—ভাসে; বূড়হিঁ—ডুবিল; (দো—১-৩)

প্রভুহি বিলোকহিঁ টরহিঁ ন টারে। মন হরষিত সব ভএ সুখারে॥
তিন্হ কীঁ ওট ন দেখিঅ বারী। মগন ভএ হরি রূপ নিহারী॥৪
চলা কটকু প্রভু আয়সু পাঈ। কো কহি সক কপি দল বিপুলাঈ॥৫

দোহা— সেতুবন্ধ ভই ভীর অতি কপি নভ পন্থ উড়াহিঁ।
অপর জলচরন্হি উপর চঢ়ি চঢ়ি পারহি জাহিঁ॥৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সেতুবন্ধ করি' যাহা দৃঢ় বিরচিল। কৃপানিধি মনে তাই উত্তম লাগিল॥
সেথা সেনা হেন চলে নারিনু বর্ণিতে। বানর সেনানীদল লাগিল গর্জ্জিতে॥১
উঠিয়া হেরিলা রাম পারাবার-তীর। সিন্ধু-সিমা হেরিলেন কৃপাল সে বীর॥
করুণা-কেতন-প্রভু-দর্শন-কারণ। প্রকট হইল সেথা জলচরগণ॥২
মকর ও নক্র নানা মৎস্য তথা ব্যাল। শতেক যোজন তনু পরম বিশাল॥
এক জাতি আসে হেন তা'সবারে খায়। সেও ভয় পায় হেন আছিল তথায়॥৩
প্রভুরে দর্শন করে সরালে না সরে। মনে হরষিত সবে সুখে হিয়া ভরে॥
তা'দের আড়ালে বারি নাহি দেখা গেল। হরি-রূপ হেরি' সবে সকল ভুলিল॥৪
প্রভুর আদেশ লভি' সেনাদল চলে। কে বর্ণিবে বল সংখ্যা কত কপিদলে॥৫

দোহা— সেতুবন্ধ 'পরে কপি-ভীড় ভারী নভে কেহ উড়িয়া চলিল।
কেহ বা চড়িয়া জলচর-পৃষ্ঠে সিন্ধু পারে আসিয়া পৌঁছিল॥৪॥

মূল

চৌ—অস কৌতুক বিলোকি দ্বৌ ভাঈ। বিহঁসি চলে কৃপাল রঘুরাঈ॥
সেন সহিত উতরে রঘুবীরা। কহি ন জাই কপি জূথপ ভীরা॥১
সিন্ধু পার প্রভু ডেরা কীন্হা। সকল কপিন্হ কহুঁ আয়সু দীন্হা॥
খাহু জাই ফল মূল সুহাএ। সুনত ভালু কপি জহঁ তহঁ ধাএ॥২
সব তরু ফরে রাম হিত লাগী। রিতু অরু কুরিতু কাল গতি ত্যাগী॥
খাহিঁ মধুর ফল বিটপ হলাবহিঁ। লঙ্কা সনমুখ সিখর চলাবহিঁ॥৩
জহঁ কহুঁ ফিরত নিসাচর পাবহিঁ। ঘেরি সকল বহু নাচ নচাবহিঁ॥
দসনন্হি কাটি নাসিকা কানা। কহি প্রভু সুজসু দেহিঁ তব জানা॥৪
জিন্হ কর নাসা কান নিপাতা। তিন্হ রাবনহি কহী সব বাতা॥
সুনত শ্রবন বারিধি বন্ধানা। দসমুখ বোলি উঠা অকুলানা॥৫

দোহা— বাঁধ্যো বননিধি নীরনিধি জলধি সিন্ধু বারীস।
সত্য তোয়নিধি কম্পতি উদধি পয়োধি নদীস॥৫॥

বাংলা অর্থ—তিগ—কিনারা; ঝষ—মৎস্য; ঐসেউ—এইরূপ; তিন্হকীঁ—তাহার ওট—আবরণ, আড়াল; যূথপ—দলপতি; ডেরা—বাসস্থান; শিখর—পাথর; দসনন্হি—দাঁতদ্বারা; নিপাতা—নিপাত (নাশ) করিল; নদীস, বারীস—সমুদ্র; (দো—৪-৫)

চৌ—এহেন কৌতুক যাহা দু'ভাই হেরিলা। হাসি মুখে হেরি' দোঁহা সিন্ধু উত্তরিলা
সেনা-সহ রঘুনাথ পারে উত্তরিলা। কপিদলে সংখ্যা কেহ বর্ণিতে নারিলা ॥১
সিন্ধু-পারে প্রভু রাম ছাউনি রচিলা। সকল কপিরে ডাকি' এই আজ্ঞা দিলা—
"ফল মূল সুরসাল করহ ভোজন।" ঋক্ষ, কপি শুনি' তথা করিল গমন ॥২
সব তরু ফলবান্ রাম-হিত-তরে। সুঋতু কুঋতু ভেদ কলি ত্যাগ করে ॥
খেয়ে মিষ্ট ফল, তরু হেলাতে লাগিল। লঙ্কার সম্মুখে গিরি-শিখর ছুড়িল ॥৩
যেথা সেথা নিশাচরে হেরিল ফিরিতে। সবে ঘিরি' লাগে তারে যা' ইচ্ছা করাতে
অতঃপর দন্তে কাটি' তার নাক কাণ। যেতেছিল শুনাইয়া প্রভু-যশোগান ॥৪
দোহা— চিন্তে দশানন—বদ্ধ নীরনিধি তথা জলধি, সিন্ধু, বারীশ!
সত্য তবে বাঁধা বারিধি উদধি তোয়নিধি পয়োধি নদীশ ॥৫

মূল

চৌ—নিজ বিকলতা বিচারি বহোরী। বিহঁসি গয়উ গৃহ করি ভয় ভোরী ॥
মন্দোদরীঁ সুন্যো প্রভু আয়ো। কৌতুকহীঁ পাথোধি বঁধায়ো ॥১
কর গহি পতিহি ভবন নিজ আনী। বোলী পরম মনোহর বানী ॥
চরন নাই সিরু অঞ্চলু রোপা। সুনহু বচন পিয় পরিহরি কোপা ॥২
নাথ বয়রু কীজে তাহী সোঁ। বুধি বল সকিঅ জীতি জাহী সোঁ ॥
তুম্হহি রঘুপতিহি অন্তর কৈসা। খলু খদ্যোত দিনকরহি জৈসা ॥৩
অতিবল মধু কৈটভ জেহিঁ মারে। মহাবীর দিতিসুত সঙ্ঘারে ॥
জেহিঁ বলি বাঁধি সহস ভুজ মারা। সোই অবতরেউ হরন মহি ভারা ॥৪
তাসু বিরোধ ন কীজিঅ নাথা। কাল করম জিব জাকেঁ হাথা ॥৫
দোহা— রামহি সৌঁপি জানকী নাই কমল পদ মাথ।
সুত কহুঁ রাজ সমর্পি বন জাই ভজিঅ রঘুনাথ ॥৬॥

পদ্যানুবাদ

রাবণকে মন্দোদরীর সুপরামর্শদান

চৌ—রাবণ বৈকল্য নিজ বহু বিচারিয়া। হাসিয়া গেলেন গৃহে ডরকে ভুলিয়া ॥
মন্দোদরী শুনিলেন প্রভু সমাগত। কৌতুক মিটাতে তাঁ'র সেতু বিরচিত ॥১
পতিরে ধরিয়া করে নিজ ঘরে আনি'। কহিলেন তাঁ'রে অতি মনোহারী বাণী ॥
চরণে নমিয়া শির অঞ্চল বিছান। হে প্রিয়! ত্যজহ কোপ—এ' বাণী শুনা'ন ॥২
বুদ্ধি-বলে যারে তুমি জিনিতে পারিবে। তাহার সহিত নাথ! শত্রুতা সাধিবে ॥
তোমাতে ও রঘুনাথে অন্তর কেমন। জোনাকিতে দিবাকরে প্রভেদ যেমন ॥৩
মধু ও কৈটভ যিনি করেন নিধন। বীর দিতি-সুতে যিনি করেন হনন ॥
হানেন সহস্র-ভুজে বাঁধেন বলিরে। তাঁ'র অবতার মহী-ভার হরিবারে ॥৪

বিরোধ তাঁহার সনে ত্যজিবে হে নাথ ! কাল, ধর্ম্ম, জীব'পরে রহে যাঁ'র হাত ॥৫
দোহা— রঘুনাথে তুমি জানকীরে সঁপি' পাদপদ্মে তাঁ'র শির করি' নত।
আপনার সুতে রাজ্য সমর্পিয়া বনে চলি' রামে ভজিবে নিরত ॥৬॥

মূল

চৌ—নাথ দীনদয়াল রঘুরাঈ। বাঘউ সনমুখ গএঁ ন খাঈ॥
চাহিঅ করন সো সব করি বীতে। তুম্হ সুর অসুর চরাচর জীতে ॥১
সন্ত কহহিঁ অসি নীতি দসানন। চৌথেঁপন জাইহি নৃপ কানন॥
তাসু ভজনু কীজিঅ তহঁ ভর্তা। জো কর্তা পালক সংহর্তা ॥২
সোই রঘুবীর প্রনত অনুরাগী। ভজহু নাথ মমতা সব ত্যাগী॥
মুনিবর জতনু করহিঁ জেহি লাগী। ভূপ রাজু তজি হোহিঁ বিরাগী ॥৩
সোই কোসলাধীস রঘুরায়া। আয়উ করন তোহি পর দায়া॥
জৌঁ পিয় মানহু মোর সিখাবন। সুজসু হোই তিহুঁ পুর অতি পাবন ॥৪
দোহা— অস কহি নয়ন নীর ভরি গহি পদ কম্পিত গাত।
নাথ ভজহু রঘুনাথহি অচল হোই অহিবাত ॥৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নাথ ! রঘুরাজ দীনে কৃপাপরায়ণ। ব্যাঘ্রেও শরণ নিলে না করে ভক্ষণ॥
যা' করিতে চেয়েছিলে এবে সমাপিত। চরাচর সুরাসুরে ক'রেছ নির্জিত ॥১
সাধুগণে কহে এই নীতি দশানন! চতুর্থ আশ্রমে যাবে রাজা নিজে বন॥
হে স্বামী ! তাঁহারে তুমি করিবে ভজন। যিনি সৃষ্টি, ধ্বংস তথা পালন-কারণ ॥২
সেই রামে, ভক্তে যিনি স্নেহ-পরায়ণ। মায়া ত্যজি' তুমি নাথ ! করহ ভজন॥
যাঁ'র লাগি' মুনিবর যত্ন'পর হয়। ভূপ রাজ্য ত্যজি' করে বৈরাগ্য-আশ্রয় ॥৩
কোশলের অধিপতি সেই রঘুপতি। আসিলেন দেখাইতে কৃপা তব প্রতি॥
যদি প্রিয় ! এই শিক্ষা তুমি মানি' ল'বে। ত্রিভুবনে তব কৃত যশ প্রচারিবে—
দোহা— কহি' তাঁ'র আঁখি জলেতে ভরিল ধরি' পদ কাঁপে তনু তা'র।
হে নাথ ! ভজিবে রঘুনাথ-পদ স্থির র'বে এয়োতি আমার ॥৭॥

মূল

চৌ—তব রাবন ময়সুতা উঠাঈ। কহৈ লাগ খল নিজ প্রভুতাঈ॥
সুনু তৈঁ প্রিয়া বৃথা ভয় মানা। জগ জোধা কো মোহি সমানা ॥১
বরুন কুবের পবন জম কালা। ভুজ বল জিতেউঁ সকল দিগপালা॥
দেব দনুজ নর সব বস মোরেঁ। কবন হেতু উপজা ভয় তোরেঁ ॥২
নানা বিধি তেহি কহেসি বুঝাঈ। সভাঁ বহোরি বৈঠ সো জাঈ॥
মন্দোদরীঁ হৃদয়ঁ অস জানা। কাল বস্য উপজা অভিমানা ॥৩

সভাঁ আই মন্ত্রিন্হ তেহিঁ বূঝা। করব কবন বিধি রিপু সৈঁ জুঝা ॥
কহহিঁ সচিব সুনু নিসিচর নাহা। বার বার প্রভু পূছহু কাহা ॥৪
কহহু কবন ভয় করিঅ বিচারা। নর কপি ভালু অহার হমারা ॥৫
দোহা— সব কে বচন শ্রবন সুনি কহ প্রহস্ত কর জোরি।
নীতি বিরোধ ন করিঅ প্রভু মন্ত্রিন্হ মতি অতি থোরি ॥৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ--স্বীয় পত্নী-রত্নে ধরি' রাবণ উঠা'ন। খল করে তবে স্বীয় প্রভুতা ব্যাখ্যান ॥
শুন প্রিয়ে! তুমি বৃথা করিতেছ ভয়। বিশ্বে আমা-সম যোদ্ধা কেহ নাহি রয় ॥১
বরুণ, কুবের, বায়ু, যমরাজ, কাল। ভুজ-বলে জিনি আমি সব দিক্‌পাল ॥
দেব, দৈত্য, নর সব বশেতে আমার। কোন্ হেতু বল ভয় উপজে তোমার ॥২
বিবিধ প্রকারে তা'রে বুঝা'য়ে কহিল। রাবণ সভাস্থ হ'য়ে পুনশ্চ বসিল ॥
মন্দোদরী মনে ইহা জানিয়া লইল। কালবশে অভিমান তাহে উপজিল ॥৩
সভা-মাঝে মন্ত্রিগণে পুছিল রাবণ। কহত কেমনে করি রিপু-সহ রণ ?
নিশাচর-নাথ শুন—কহে মন্ত্রিগণ। কেন প্রভু বার বার এ' প্রশ্ন এখন ? ৪
কহ কোন্ ভয় মনে করিছ বিচার। নর-কপি-ঋক্ষ ভোজ্য আমা সবাকার ॥৫
দোহা— সবার বচন শ্রবণে শুনিয়া কহিল প্রহস্ত যুক্ত করে।
নীতি হীন কাজ না করিবে প্রভু, মন্ত্রিগণ অল্প বুদ্ধি ধরে ॥৮॥

মূল

চৌ—কহহিঁ সচিব সঠ ঠকুরসোহাতী। নাথ ন পূর আব এহি ভাঁতী ॥
বারিধি নাঘি এক কপি আবা। তাসু চরিত মন মহুঁ সবু গাবা ॥১
ছুধা ন রহী তুম্হহি তব কাহূ। জারত নগরু কস ন ধরি খাহূ ॥
সুনত নীক আগেঁ দুখ পাবা। সচিবন অস মত প্রভুহি সুনাবা ॥২
জেহিঁ বারীস বঁধায়উ হেলা। উতরেউ সেন সমেত সুবেলা ॥
সো ভনু মনুজ খাব হম ভাঈ। বচন কহহিঁ সব গাল ফুলাঈ ॥৩
তাত বচন মম সুনু অতি আদর। জনি মন গুনহু মোহি করি কাদর ॥
প্রিয় বানী জে সুনহিঁ জে কহহীঁ। ঐসে নর নিকায় জগ অহহীঁ ॥৪
বচন পরম হিত সুনত কঠোরে। সুনহিঁ জে কহহিঁ তে নর প্রভু থোরে ॥
প্রথম বসীঠ পঠউ সুনু নীতি। সীতা দেই করহু পুনি প্রীতী ॥৫

বাংলা অর্থ—কৌতুকহীঁ—অনায়াসে; অঞ্চলু—কাপড়ের আঁচল; রোপা—বিছাইল; পাথোধি—সমুদ্র; জীতি সকিয়—জয় করিতে পারে; করন চাহিয়—করিতে চাও; চৌথেপন—চতুর্থাশ্রম কালে; দায়া—দয়া; তিহুঁপুর—তিন লোক; অহিবাত—এয়োতি; বূঝা—জিজ্ঞাসা করিল; নিকায়—নিচয়, সমূহ; (দো—৭-৮)

দোহা— নারি পাই ফিরি জাহিঁ জৌঁ তৌ ন বঢ়াইঅ রারি।
নাহিঁ ত সনমুখ সমর মহি তাত করিঅ হঠি মারি ॥৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তোষামুদী-বাক্য কহে কপট সচিবে। তা'র মতে কাজ নাথ! নাহিক সাধিবে
সিন্ধু পার হ'য়ে আসে একটী বানরে। তা'র কাজ সবে জানে অন্তরে অন্তরে।১
তখন কি কাহারও ক্ষুধা নাহি ছিল? নগর জ্বলিলে কেন তা'রে না খাইল॥
যে মত শুনায় এবে প্রভুরে সচিবে। শুনিতে তা' ভাল বটে পিছু দুখ দিবে ॥২
অনায়াসে সেই জন সমুদ্র বাঁধিল। সেনা-সহ সদলে সে আসি' উত্তরিল॥
তাহারে মানুষ বল, কহ খাব তা'রে। ফুলাইয়া গণ্ড বাক্য শুনাও সবারে ॥৩
মম বাক্য শুন তাত! করি' সমাদর। ভীরু তা'রে গণি' নাহি কর হতাদর॥
প্রিয় বাক্য যা'রা কহে মধুর শুনায়। হেন নর ধরামাঝে বহু দেখা যায় ॥৪
শুনিতে কঠোর অতি হিত যে বচন। যে শুনে যে কয়, হেন রহে স্বল্প জন॥
প্রথমে পাঠাও দূত এই এই সার কথা। সীতারে ফিরায়ে পুন করহ মিত্রতা ॥৫
দোহা— নারীরে লভিয়া ফিরে যদি যান তবে নাহি যুদ্ধ বাড়াইবে।
নহিলে হে তাত! সম্মুখ সমরে জোর করি' সব বিনাশিবে ॥৭॥

মূল

চৌ—য়হ মত জৌঁ মানহু প্রভু মোরা। উভয় প্রকার সুজসু জগ তোরা॥
সুত সন কহ দসকণ্ঠ রিসাঈ। অসি মতি সঠ কেহিঁ তোহি সিখাঈ ॥১
অবহীঁ তে উর সংসয় হোঈ। বেনুমূল সুত ভয়হু ঘমোঈ॥
সুনি পিতু গিরা পরুষ অতি ঘোরা। চলা ভবন কহি বচন কঠোরা ॥২
হিত মত তোহি ন লাগত কৈসেঁ। কাল বিবস কহুঁ ভেষজ জৈসেঁ॥
সন্ধ্যা সময় জানি দসসীসা। ভবন চলেউ নিরখত ভুজ বীসা ॥৩
লঙ্কা সিখর উপর আগারা। অতি বিচিত্র তহঁ হোই অখারা॥
বৈঠ জাই তেহিঁ মন্দির রাবন। লাগে কিন্নর গুন গন গাবন ॥৪
বাজহিঁ তাল পখাউজ বীনা। নৃত্য করহিঁ অপছরা প্রবীনা ॥৫
দোহা— সুনাসীর সত সরিস সো সন্তত করই বিলাস।
পরম প্রবল রিপু সীস পর তদ্যপি সোচ ন ত্রাস ॥১০॥

বাংলা অর্থ—ময়সুতা—মন্দোদরী; উপজা—জন্মিল; বুঝাই—বুঝাইয়া; জুঝা করব—যুদ্ধ করিবে; ঠকুরসোহাতী—প্রভুর ভাল লাগে এমন; নাঘি—লঙ্ঘন করিয়া; জারত—জ্বালাইলে; গুনহু—গণ্য করিবে; নর নিকায়—মনুষ্যগণ মধ্যে; বসীঠ—দূত; জৌঁ তৌ—যদি তবে; রারি—বিবাদ; মারি করিয়—যুদ্ধ কর, মারকাট কর; (দো—৮-৯)

চৌ—এই মত যদি প্রভো! মানো হে আমার। সুযশ হইবে তব উভয় প্রকার॥
দশানন ক্রোধে নিজ তনয়ে কহিল। হেন মতি শঠ তোরে কেবা শিক্ষা দিল? ১
এবে তব হিয়া-মাঝে বুঝিনু সংশয়। বেণু-মূলে হেরি স্তুত! ঘাস-জন্ম হয়॥
পিতার বচন শুনি' রূঢ় অতি ঘোর। গৃহে চলি' গেল কহি' বচন কঠোর॥২
হিত মত মন্দ মনে লাগিবে তেমন। মৃত্যু-বশ জনে লাগে ভেষজ যেমন॥
সন্ধ্যা সমাগত জানি' তবে দশানন। বিশ ভুজ নিরখে সে চলিতে ভবন॥৩
লঙ্কার শিখর'পরে করে অবস্থান। অতীব বিচিত্র এক আখড়ার স্থান॥
সেই স্থানে গিয়া যবে রাবণ বসিল। কিন্নর তাহার গুণ গাহিতে লাগিল।৪
করতাল, পাখোয়াজ, বীণা ঝঙ্কারিল। নিপুণ অপ্সরাগণ নৃত্যেতে মাতিল।৫
দোহা— শত ইন্দ্র-সম ভুঞ্জে যে সতত যাবতীয় ভোগ ও বিলাস।
পরম প্রবল রিপু শির'পরে তবু তা'র না চিন্তা, না ত্রাস॥১০

মূল

চৌ—ইহাঁ সুবেল সৈল রঘুবীরা। উতরে সেন সহিত অতি ভীরা॥
সিখর এক উতঙ্গ অতি দেখী। পরম রম্য সম সুভ্র বিসেষী॥১
তহঁ তরু কিসলয় সুমন সুহাএ। লছিমন রচি নিজ হাথ ডসাএ॥
তা পর রুচির মৃদুল মৃগছালা। তেহিঁ আসন আসীন কৃপালা।২
প্রভু কৃত সীস কপীস উছঙ্গা। বাম দহিন দিসি চাপ নিষঙ্গা॥
দুহুঁ কর কমল সুধারত বানা। কহ লঙ্কেস মন্ত্র লগি কানা।৩
বড়ভাগী অঙ্গদ হনুমানা। চরন কমল চাপত বিধি নানা॥
প্রভু পাছেঁ লছিমন বীরাসন। কটি নিষঙ্গ কর বান সরাসন॥৪
দোহা— এহি বিধি কৃপা রূপ গুন ধাম রামু আসীন।
ধন্য তে নর এহিঁ ধ্যান জে রহত সদা লয়লীন॥১১ক।
পূরব দিসা বিলোকি প্রভু দেখা উদিতময়ঙ্ক।
কহত সবহি দেখহু সসিহি মৃগপতি সরিস অসঙ্ক॥১১খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সুবেল পর্ব্বতে যেথা নিজে রঘুবীর। উত্তরিলা সেনা-সহ, সেথা হ'ল ভীড়॥
পর্ব্বত শিখর তাহা উচ্চ সমতল। অতীব সুন্দর শুভ্র কিরণে উজ্জ্বল॥১

বাংলা অর্থ—গিরা—বাক্য; অখারা—আখড়া, আড্ডা; পখাউজ—পাখোয়াজ; সুনাসীর—ইন্দ্র; সীসপর—মস্তকের উপর; উতঙ্গ—উচ্চ, উত্তুঙ্গ; কিসলয়—কোমল পত্র; উছঙ্গ—উৎসঙ্গ, ক্রোড়; চাপনিষঙ্গা—তীরধনু; সুধারত—নিক্ষেপোযোগী করিতে-ছিলেন; চরন চাপত—পদসেবা করিতেছিল; পাছে—পশ্চাতে; লয়লীন—বিশেষ মগ্ন; ময়ঙ্ক—চন্দ্র; মৃগপতি—সিংহ; সরিস—সদৃশ; (দো—১১ক-১১খ)

সেথা তরু কিসলয় তথা পুষ্প-ভারে। লক্ষ্মণ আপন হাতে আসন বিস্তারে॥
তার 'পরে চারু মৃগচর্ম্ম বিছা'লেন। সে আসনে সমাসীন কৃপাল হ'লেন॥২
কপীশ্বর-ক্রোড়-দেশে ছিল প্রভু-শির। বাম দিকে ধনু তাঁর, দক্ষিণে তূণীর॥
দুই কর-পদ্মে তাঁ'র সুশাণিত বাণ। বিভীষণ কাণে কিরে মন্ত্রণা প্রদান॥৩
অঙ্গদ ও হনুমান বড় ভাগ্য ক'রে। পাদ-পদ্ম সেবে তাঁ'র বিবিধ প্রকারে॥
প্রভু-পিছু বীরাসনে আসীন লক্ষ্মণ। কটিতে তূণীর, করে বাণ শরাসন।৪
দোহা— এ'হেন প্রকারে রাম সমাসীন রূপ-গুণ-কৃপার আকর।
ধন্য সেই নর, যে তাঁহার ধ্যানে রহে ভক্তি-মগ্ন নিরন্তর।১১ক॥
পূর্ব্বদিক্‌পানে প্রভু বিলোকিয়া হেরিলেন চন্দ্রমা উদিত।
কহেন সবারে শশিপানে দেখ, মৃগরাজ-সম অশঙ্কিত॥১১খ॥

মূল

চৌ—পূরব দিসি গিরিগুহা নিবাসী। পরম প্রতাপ তেজ বল রাসী॥
মত্ত নাগ তম কুম্ভ বিদারী। সসি কেসরী গগন বন চারী॥১
বিথুরে নভ মুকুতাহল তারা। নিসি সুন্দরী কের সিঙ্গারা॥
কহ প্রভু সসি মহুঁ মেচকতাঈ। কহহু কাহ নিজ নিজ মতি ভাঈ॥২
কহ সুগ্রীব সুনহু রঘুরাঈ। সসি মহুঁ প্রগট ভুমি কৈ ঝাঁঈ॥
মারেউ রাহু সসিহি কহ কোঈ। উর মহঁ পরী স্যামতা সোঈ।৩
কোউ কহ জব বিধি রতি মুখ কীন্‌হা। সার ভাগ সসি কর হরি লীন্‌হা॥
ছিদ্র সো প্রগট ইন্দু উর মাহীঁ। তেহি মগ দেখিঅ নভ পরিছাহীঁ॥৪
প্রভু কহ গরল বন্ধু সসি কেরা। অতি প্রিয় নিজ উর দীন্‌হ বসেরা॥
বিষ সংজুত কর নিকর পসারী। জারত বিরহবন্ত নর নারী।৫
দোহা— কহ হনুমন্ত সুনহু প্রভু সসি তুম্‌হার প্রিয় দাস।
তব মূরতি বিধু উর বসতি সোই স্যামতা অভাস॥১২ক॥
পবন তনয় কে বচন সুনি বিহঁসে রামু সুজান।
দচ্ছিন দিসি অবলোকি প্রভু বোলে কৃপা নিধান॥১২খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পূর্ব্বদিক 'পরে রহি পর্ব্বত কন্দরে। পরম প্রতাপী তথা তেজ, বল ধ'রে॥
নিশারূপী করি-শির করি' বিদারণ। শশি-সিংহ নভোবনে করে বিচরণ।১

বাংলা অর্থ—বিথুরে—ব্যাপ্ত হইয়াছে; মুকুতাহল—মুক্তাসদৃশ; ঝাঁঈ—ছায়া; স্যামতা—শ্যামবর্ণতা (কাল চিহ্ন); মগ—মার্গ, পথ; পরিছাহীঁ—ছায়া; বসেরা—বাসস্থান; পসারী—প্রসারিয়া, বিস্তার করিয়া; জারত—জ্বালা দেয়; অভাস—আভাস; সুন্দরী কের—সুন্দরী স্ত্রীর; সিঙ্গারা—সুসজ্জা; (দো—১২ক-১২খ)

তারা-রূপী মুক্তাফল আকাশে বিস্তারে। নিশি-নারী শোভ-মানা যেন অলঙ্কারে॥
প্রভু ক'ন শশী-মাঝে কৃষ্ণবর্ণ যাহা। নিজ নিজ মতি-মত ব্যাখ্যা কর তাহা॥২
সুগ্রীব কহেন রাম! করুন শ্রবণ। শশী-মাঝে ধরা-ছায়া করি নিরীক্ষণ॥
কেহ কহে, রাহু যদা শশীরে হেরিল। তাহে শশী হিয়া-মাঝে কালিমা ধরিল॥৩
কেহ কহে রচিবারে রতির আনন। চন্দ্রের সারাংশ ব্রহ্মা করেন হরণ॥
চন্দ্রমার বক্ষঃস্থলে সেই ছিদ্র রয়। আকাশ-নীলিমা তাহে প্রকাশিত হয়।৪
প্রভু ক'ন—হলাহল চন্দ্রমার ভাই। অতি প্রিয় বলি' তা'রে বুকে দিল ঠাঁই॥
সে কারণে বিষযুত কর প্রসারিয়া। বিরহী জনেরে দেয় বেদনা আনিয়া।৫
দোহা— হনুমান কহে—"শুন প্রভু তুমি চন্দ্রমা তোমার প্রিয় দাস।
তাহার হিয়াতে তোমার মূরতি তাই সেথা শ্যামতা প্রকাশ"॥১২ক
পবন-তনয়-বচন শুনিয়া হাসিলেন রাম জ্ঞানবান্।
দক্ষিণ দিকেতে প্রভু নেহারিয়া কহিলেন কৃপার নিধান॥১২খ॥

মূল

চৌ—দেখু বিভীষন দচ্ছিন আসা। ঘন ঘমণ্ড দামিনী বিলাসা॥
মধুর মধুর গরজই ঘন ঘোরা। হোই বৃষ্টি জনি উপল কঠোরা ১
কহত বিভীষন সুনহু কৃপালা। হোই ন তড়িত ন বারিদ মালা॥
লঙ্কা সিখর উপর আগারা। তহঁ দসকন্ধর দেখ অখারা।২
ছত্র মেঘডম্বর সির ধারী। সোই জনু জলদ ঘটা অতি কারী॥
মন্দোদরী শ্রবন তাটঙ্কা। সোই প্রভু জনু দামিনী দমঙ্কা॥৩
বাজহিঁ তাল মৃদঙ্গ অনূপা। সোই রব মধুর সুনহু সুরভূপা॥
প্রভু মুসুকান সমুঝি অভিমানা। চাপ চঢ়াই বান সন্ধানা॥৪
দোহা— ছত্র মুকুট তাটঙ্ক তব হতে একহীঁ বান।
সব কেঁ দেখত মহি পরে মরমু ন কোউ জান॥১৩ক
অস কৌতুক করি রাম সর প্রবিসেউ আই নিষঙ্গ।
রাবন সভা সসঙ্ক সব দেখি মহা রসভঙ্গ॥১৩খ॥

রাবণ-সভাশোভা বর্ণনা ও রাম-বাণের শক্তি

চৌ—দক্ষিণ দিকেতে হের চাহি' বিভীষণ। জলবাহি-মধ্যে ওই বিদ্যুৎ-কম্পন॥
মধুর মৃদু ও ঘোর মেঘের গর্জ্জন। বুঝি বৃষ্টি-সহ হবে শিলা-বরিষণ।১
কহে বিভীষণ, "শুন প্রভো! দয়াময়। সেথা নাহি মেঘ কিংবা দামিনী না রয়॥
লঙ্কার শিখর 'পরে রহে যে ভবন। আখড়া হেরিছে সেথা বসি' দশানন॥২
মেঘ-সজ্জা-অনুরূপ ছত্র শির'পরে। তাহে যেন মেঘ-ঘটা শোভিছে অম্বরে॥
মন্দোদরী-কর্ণফুল-অলঙ্কার-আভা। তাহে প্রভু চমকিছে দামিনীর শোভা॥৩

বাজে করতাল তথা চারু পাখোয়াজ। সুর-নৃপ! সেথা শুন মধুর আওয়াজ॥
স্মিতহাসে প্রভু বুঝি' সেই অহঙ্কার। চড়া'লেন বাণ দিয়া ধনুকে টঙ্কার॥৪
দোহা— ছত্রের মুকুট তথা কর্ণফুল এক বাণে কাটিয়া পাড়িল।
সবার সম্মুখে ভূতলের'পরে মর্ম্ম-কথা কেহ না জানিল॥১৩ক॥
এহেন কৌতুক করি' রাম-শর প্রবেশিল তূণীরে আসিয়া।
দশানন-সভা সশঙ্ক হইল মহারসভঙ্গ নিরখিয়া॥১৩খ॥

মূল

চৌ—কম্প ন ভূমি ন মরুত বিসেষা। অস্ত্র শস্ত্র কছু নয়ন ন দেখা॥
সোচহিঁ সব নিজ হৃদয় মঝারী। অসগুন ভয়উ ভয়ঙ্কর ভারী॥১
দসমুখ দেখি সভা ভয় পাঈ। বিহসি বচন কহা জুগুতি বনাঈ॥
সিরউ গিরে সন্তত সুভ জাহী। মুকুট পরে কস অসগুন তাহী॥২
সয়ন করহু নিজ নিজ গৃহ জাঈ। গবনে ভবন সকল সির নাঈ॥
মন্দোদরী সোচ উর বসেউ। জব তে শ্রবনপূর মহি খসেউ॥৩
সজল নয়ন কহ জুগ কর জোরী। সুনহু প্রানপতি বিনতী মোরী॥
কন্ত রাম বিরোধ পরিহরহূ। জানি মনুজ জনি হঠ মন ধরহূ॥৪
দোহা— বিশ্বরূপ রঘুবংস মনি করহু বচন বিস্বাসু।
লোক কল্পনা বেদ কর অঙ্গ অঙ্গ প্রতি জাসু॥১৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভূমিকম্প বায়ুবেগ কেহ না বুঝিল। অস্ত্র-শস্ত্র আঁখি'পরে কিছু না দেখিল॥
সবে নিজ হিয়া-মাঝে হ'ল চিন্তাপর। অলক্ষণ ঘ'টে গেল অতি ভয়ঙ্কর॥১
দশানন সভাজনে হেরি' ভয়ভীত। হাসিয়া বচন ক'ন যুক্তি-সমন্বিত॥
মাথা খসিলেও সদা শুভ হয় যা'র। কেমনে মুকুট খসা অলক্ষণ তা'র॥২
শয়ন করহ সবে নিজ ঘরে গিয়া। নিজ গৃহে চলে সবে মস্তক নমিয়া॥
মন্দোদরী-হিয়া কিন্তু চিন্তাতে ভরিল। যখন কাণের ফুল ভূতলে খসিল॥
যুক্ত-করে ক'ন রাণী সজল নয়ন। শুন প্রাণপতি! মম বিনীত বচন॥
রামের সহিত বৈর পরিহার কর। নররূপী জানি' তাঁ'রে হঠতা না ধর॥
দোহা— রঘুবংশ-মণি বিশ্বরূপ তিনি এ' বচনে করহ বিশ্বাস।
প্রতি অঙ্গ যাঁর এক এক বিশ্ব—বেদ ইহা করিলা প্রকাশ॥১৪

বাংলা অর্থ—আসা—আশা, দিক্; ঘন ঘমণ্ড—মেঘের ঘোর ঘটা; মেঘডম্বর—মেঘের আড়ম্বর; কারী—কৃষ্ণবর্ণ; তাটঙ্কা—কর্ণালঙ্কার (দীপ্তি); মুসুকানা—স্মিতহাস্য করিলেন; সন্ধানা—সন্ধান করিলেন; ন জান—জানে না; নিষঙ্গ—তূণীর; অসগুন—শকুনি, দুশ্চিহ্ন; গবান—গমন করিল; শ্রবনপূর—কাণের ফুল; (দো—১৩-১৪)

মূল

চৌ—পদ পাতাল সীস অজ ধামা। অপর লোক অঁগ অঁগ বিশ্রামা॥
ভৃকুটি বিলাস ভয়ঙ্কর কালা। নয়ন দিবাকর কচ ঘন মালা॥১
জাসু ঘ্রান অশ্বিনীকুমারা। নিসি অরু দিবস নিমেষ অপারা॥
শ্রবন দিসা দস বেদ বখানী। মারুত স্বাস নিগম নিজ বানী॥২
অধর লোভ জম দসন করালা। মায়া হাস বাহু দিগপালা॥
আনন অনল অম্বুপতি জীহা। উতপতি পালন প্রলয় সমীহা॥৩
রোম রাজি অষ্টাদস ভারা। অস্থি সৈল সরিতা নস জারা॥
উদর উদধি অধগো জাতনা। জগময় প্রভু কা বহু কলপনা॥৪

দোহা— অহঙ্কার সিব বুদ্ধি অজ মন সসি চিত্ত মহান।
মনুজ বাস সচরাচর রূপ রাম ভগবান॥১৫ক॥
অস বিচারি সুনু প্রানপতি প্রভু সন বয়রু বিহাই।
প্রীতি করহু রঘুবীর পদ মম অহিবাত ন জাই॥১৫খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—চরণে পাতাল যাঁ'র, শিরে ব্রহ্ম-ধাম। অন্য লোক অন্য অঙ্গে করিছে বিশ্রাম
ভ্রূকুটি-বিলাস যাঁ'র কাল ভয়ঙ্কর। কেশ যাঁ'র মেঘ-মালা আঁখি দিবাকর॥১
যাঁ'র ঘ্রাণ জানি' লও অশ্বিনী-কুমার। নিশি ও দিবস যাঁ'র নিমেষ অপার॥
কর্ণ দশদিক্ যাঁ'র, বেদেতে বাখানে। বায়ু শ্বাস লোকে বেদ যাঁ'র বাণী মানে।২
ওষ্ঠাধর লোভ, যম দশন করাল। মায়া হাস্য বাহু যাঁর সম-দিক্‌পাল॥
অনল আনন যাঁর বরুণ রসনা। সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁর করম-সাধনা॥৩
অষ্টাদশ বনস্পতি রোম-রাজি যাঁর। শৈল অস্থি নদী শিরা-সমূহ নাসার॥
উদর উদধি, নিম্ন ইন্দ্রিয় নরক। বিশ্বময় প্রভু যেন অনন্ত-রূপক।৪

দোহা— অহং যাঁর শিব, বুদ্ধি ব্রহ্মা মন শশী চিত্ত মহান্-সমান।
নর-দেহে বাস চরাচর রূপ সর্ব্বরূপে রাম ভগবান্॥১৫ক॥
ইহা বিচারিয়া শুন প্রাণপতি! প্রভু-সনে বৈরতা ত্যজিবে।
পিরীতি রাখিবে রঘুবর-পদে তাহে মম এয়োতি থাকিবে॥১৫খ॥

মূল

চৌ—বিহঁসা নারি বচন সুনি কানা। অহো মোহ মহিমা বলবানা॥
নারি সুভাউ সত্য সব কহহীঁ। অবগুন আঠ সদা উর রহহীঁ॥১
সাহস অনৃত চপলতা মায়া। ভয় অবিবেক অসৌচ অদায়া॥
রিপু কর রূপ সকল তৈঁ গাবা। অতি বিসাল ভয় মোহি সুনাবা॥২
সো সব প্রিয়া সহজ বস মোরেঁ। সমুঝি পরা প্রসাদ অব তোরেঁ॥
জানিউঁ প্রিয়া তোরি চতুরাঈ। এহি বিধি কহহু মোরি প্রভুতাঈ॥৩

তব বতকহী গূঢ় মৃগলোচনি। সমুঝত সুখদ সুনত ভয় মোচনি॥
মন্দোদরী মন মহুঁ অস ঠয়উ। পিয়হি কাল বস মতিভ্রম ভয়উ।৪
দোহা— এহি বিধি করত বিনোদ বহু প্রাত প্রগট দসকন্ধ।
সহজ অসঙ্ক লঙ্কপতি সভাঁ গয়উ মদ অন্ধ॥১৬ক॥
সোরঠা— ফূলই ফরই ন বেত জদপি সুধা বরষহিঁ জলদ।
মূরুখ হৃদয় ন চেত জৌঁ গুর মিলহিঁ বিরঞ্চি সম॥১৬খ॥

(পদ্যানুবাদ) মন্দোদরীর শুভ-বাক্যে রাবণের কুব্যাখ্যান

চৌ—নারী-বাক্য কর্ণে শুনি' রাবণ হাসিল। মোহের মহিমা বড় বহুধা বর্ণিল॥
নারীর স্বভাব বটে সর্ব্বজনে কহে। আট অপগুণ তা'র হিয়ামাঝে রহে॥১
হঠতা ও মিথ্যা কথা, মায়া, চপলতা। অবিবেক, অশুচিতা, ভয়, নিষ্ঠুরতা॥
শত্রু ধরে যত রূপ সকল কহিলে। অতি ভয় তাহা হ'তে মোরে শুনাইলে।২
সর্ব্ব বিশ্ব স্বভাবতঃ মম বশীভূত। তোমার প্রসাদে সব মম অধিগত॥
জানিনু হে প্রিয়ে! তব বুদ্ধি-চতুরতা। হেনমতে কহ তুমি আমার প্রভুতা॥৩
তব কথা গূঢ় জানি' হে মৃগ-নয়নী! বুঝি' সুখ দেয় শুনি' ভয়-বিমোচনী॥
মন্দোদরী মনো-মাঝে এই স্থির করে। কাল-বশে স্বামী মম মতিভ্রমে পড়ে।৪
দোহা— হেনমতে তা'রে বহুধা বুঝায়ে দশানন রাতি পোহাতে পোহাতে।
স্বভাব নিঃশঙ্ক লঙ্কার নৃপতি পঁহুছিলা আসি মদান্ধ সভাতে॥১৬ক॥
ফলিত পুষ্পিত না হয় বেতস যদি মেঘ করে সুধা বরিষণ।
অজ্ঞানি-হৃদয়ে না জাগে চেতনা গুরু মিলে যদি বিরিঞ্চি-সমান॥১৬খ

মূল

চৌ—ইহাঁ প্রাত জাগে রঘুরাঈ। পূছা মত সব সচিব বোলাঈ॥
কহহু বেগি কা করিঅ উপাঈ। জামবন্ত কহ পদ সিরু নাঈ॥১
সুনু সর্বগ্য সকল উর বাসী। বুধি বল তেজ ধর্ম গুন রাসী॥
মন্ত্র কহউঁ নিজ মতি অনুসারা। দূত পঠাইঅ বালিকুমারা॥২
নীক মন্ত্র সব কে মন মানা। অঙ্গদ সন কহ কৃপানিধানা॥
বালিতনয় বুধি বল গুনধামা। লঙ্কা জাহু তাত মম কামা॥৩

বাংলা অর্থ—অজধামা—ব্রহ্মলোক; কচ—কেশ; নিমেষ—চক্ষুর উন্মীলন নিমীলন কাল; অধর—নিম্নোষ্ঠ; অম্বুপতি—বরুণদেব; সমীহা—প্রচেষ্টা; ভারা—(বনস্পতি) সমূহ; জারা—জাল; অধগো—অধঃ অবস্থিত ইন্দ্রিয়াদি; জাতনা—নরক যন্ত্রণা; সচরাচর—স্থাবর জঙ্গম সহ; অবগুন—অপকৃষ্ট গুণ; অসৌচ—অপবিত্রতা; সমুঝি পরা—বুঝিতে পারিয়াছি; বতকহী—কথা; সমুঝত—বুঝিলে; ঠয়উ—স্থির করিল; ফুলই—ফুল দান করে; ফরই—ফলবান্ হয়; মূরুখ—মূর্খ; বিরঞ্চি—ব্রহ্মা; (দো—১৫-১৬)

বহুত বুঝাই তুমহহি কা কহউঁ। পরম চতুর মৈঁ জানত অহউঁ ॥
কাজু হমার তাসু হিত হোঈ। রিপু সন করেহু বতকহী সোঈ ॥৪
দোহা— প্রভু অগ্যা ধরি সীস চরন বন্দি অঙ্গদ উঠেউ।
সোই গুন সাগর ঈস রাম কৃপা জা পর করহু ॥১৭ক॥
স্বয়ংসিদ্ধ সব কাজ নাথ মোহি আদরু দিয়উ।
অস বিচারি জুবরাজ তন পুলকিত হরষিত হিয়উ ॥১৭খ॥

পদ্যানুবাদ

অঙ্গদকে রাবণ-সভায় দূতরূপে প্রেরণ

চৌ—প্রাতঃকালে রঘুরাজ হইয়া জাগ্রত। সকল সচিবে ডাকি', পুছিলেন মত ॥
কহ ত্বরা কি উপায় করিব বিধান। পদে শির নত করি' কহে জাম্ববান্ ॥১
শুন হে সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বহিয়া-বাসকারী। বুদ্ধি, বল, তেজ, ধর্ম্ম, গুণরাশিধারী ॥
মন্ত্রণা কহিনু নিজ মতি-অনুসারে। দূত পাঠাইয়া দাও বালির কুমারে ॥২
উত্তম মন্ত্রণা ইহা সকলে মানিলা। অঙ্গদে করুণানিধি বচন কহিলা ॥
হে বালি-তনয়! বুদ্ধি-বল-গুণধাম। লঙ্কা যাও পুরাইতে মম মনস্কাম ॥৩
অধিক বুঝা'য়ে কিবা কহিব তোমায়। বহু চতুরতা তুমি ধর জানি তায় ॥
মম কাজ সিদ্ধে তার কল্যাণ সাধন। হেন কথা কহ তুমি যেন রিপু-সন ॥৪
দোহা— প্রভুর আদেশ মস্তকে ধরিয়া বন্দিয়া চরণ অঙ্গদ উঠিল।
সে গুণ-সাগর যা'র'পরে প্রভু কৃপাপর হ'ন ইহা সে কহিল ॥১৭ক॥
স্বয়ংসিদ্ধ তব সব কাজ নাথ! কেবল আমারে দিতেছ প্রশ্রয়।
ইহা বিচারিয়া যুবরাজ-তনু পুলকে মগন, হিয়া হরষয় ॥১৭খ॥

মূল

চৌ—বন্দি চরন উর ধরি প্রভুতাঈ। অঙ্গদ চলেউ সবহি সিরু নাঈ ॥
প্রভু প্রতাপ উর সহজ অসঙ্কা। রন বাঁকুরা বালিসুত বঙ্কা ॥১
পুর পৈঠত রাবন কর বেটা। খেলত রহা সো হোই গৈ ভেটা ॥
বাতহি বাত করষ বঢ়ি আঈ। জুগল অতুল বল পুনি তরুনাঈ ॥২
তেহি অঙ্গদ কহুঁ লাত উঠাঈ। গহি পদ পটকেউ ভূমি ভবাঁঈ ॥
নিসিচর নিকর দেখি ভট ভারী। জহঁ তহঁ চলে ন সকহিঁ পুকারী ॥৩
এক এক সন মরমু ন কহহীঁ। সমুঝি তাসু বধ চুপ করি রহহীঁ ॥
ভয়উ কোলাহল নগর মঝারী। আবা কপি লঙ্কা জেহিঁ জারী ॥৪
অব ধৌঁ কহা করিহি করতারা। অতি সভীত সব করহিঁ বিচারা ॥
বিনু পূছেঁ মগু দেহিঁ দিখাঈ। জেহি বিলোক সোই জাই সুখাঈ ॥৫
দোহা— গয়উ সভা দরবার তব সুমিরি রাম পদ কঞ্জ।
সিংহ ঠবনি ইত উত চিতব ধীর বীর বল পুঞ্জ ॥১৮॥

চৌ—বন্দে যবে প্রভু তা'রে হিয়াতে ধরিলা। মস্তক নমিয়া তবে অঙ্গদ চলিলা॥
প্রভুর প্রতাপে হিয়া যা'র শঙ্কাহীন। এহেন কুশলী রণে অঙ্গদ প্রবীণ॥১
পুরে যে'য়ে কপি হেরে রাবণ-নন্দন। ক্রীড়ারত তা'র সনে হইল মিলন॥
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব দোঁহার বাড়িল। তরুণ অমিত বলী দুই জন ছিল॥২
রাক্ষস অঙ্গদ'পরে লাথি উঠাইল। পদে ধরি' ভূমি'পরে অঙ্গদ ফেলিল॥
রাক্ষসেরা হেরে যবে তা'রে যোদ্ধা ভারী। যেথা সেথা ধেয়ে চলে ফুকারিতে নারি'॥৩
এক আনে মর্ম্ম-কথা কেহ না কহিল। রক্ষো-বধ ধ্রুব জানি' নির্ব্বাক্ হইল॥
পুর-মাঝে কোলাহল উত্থিত হইল। চিন্তে—সেই কপি আসে যে লঙ্কা জ্বালিল॥৪
অতীব সভীত সবে করিল বিচার। বিধির বিধি না জানি হয় কি প্রকার॥
পুছিবার আগে সবে পথ দেখাইল। যার পানে হেরে তার মুখ শুকাইল॥৫
দোহা— সভা-দরবারে তবে উপনীত রাম-পদ-কমল স্মরিয়া।
সিংহ-গতি চলে বীর ধীর বলী চারিদিকে চাহিতে থাকিয়া॥১৮॥

মূল

চৌ—তুরত নিসাচর এক পঠাবা। সমাচার রাবনহি জনাবা॥
সুনত বিহঁসি বোলা দসসীসা। আনহু বোলি কহাঁ কর কীসা॥১
আয়সু পাই দূত বহু ধাএ। কপিকুঞ্জরহি বোলি লৈ আএ॥
অঙ্গদ দীখ দসানন বৈসেঁ। সহিত প্রান কজ্জলগিরি জৈসেঁ॥২
ভুজা বিটপ সির সৃঙ্গ সমানা। রোমাবলী লতা জনু নানা॥
মুখ নাসিকা নয়ন অরু কানা। গিরি কন্দরা খোহ অনুমানা॥৩
গয়উ সভাঁ মন নেকু ন মুরা। বালিতনয় অতিবল বাঁকুরা॥
উঠে সভাসদ কপি কহুঁ দেখী। রাবন উর ভা ক্রোধ বিসেষী॥৪
দোহা— জথা মত্ত গজ জূথ মহুঁ পঞ্চানন চলি জাই।
রাম প্রতাপ সুমিরি মন বৈঠ সভাঁ সিরু নাই॥১৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ত্বরা এক নিশাচরে সেথা পাঠাইল। রাবণেরে সমাচার সে জানা'য়ে দিল॥
শুনিয়া হাসিয়া তবে কহে দশানন। কোথাকার কপি ডাকি' কর আনয়ন॥১

বাংলা অর্থ—**জানত অহউঁ**—জ্ঞাত আছি; **বতকহীঁ**—কথাবার্ত্তা; **রন বাঁকুরা**—রণনিপুণ; **বঙ্কা**—নির্ভয়; **ভেটা**—সাক্ষাৎ; **করষ**—বিবাদ; **লাত**—লাথি; **পটকেউ**—আছাড় মারিল; **ভুমি ভবাঁঈ**—ভূমিসাৎ করিয়া; **জারী**—জ্বালাইয়াছে; **করতারা**—বিধাতা; **কাহু ধোঁ**—কি না (whether or); **সুখাঈ জাই**—শুকাইয়া গেল; **ঠবনি**—পদক্ষেপ; **কাহু**—১ক; **পদ কঞ্জ**—পদকমল; **মগু**—মার্গ; (দো—১৭-১৮)

আজ্ঞা লভি' বহু দূত তার পানে ধায়। ডাকি' সে বানর-বীরে আনিল সেথায় ॥
অঙ্গদ হেরিল সেথা আসীন রাবণ। সজীব কজ্জলগিরি দেখায় যেমন ॥২
ভুজ বৃক্ষ-সম শির শৃঙ্গের সমান। রোমাবলী যেন তার লতার বিতান ॥
মুখ ও নাসিকা তথা আঁখি আর কান। পর্ব্বত-কন্দর-খাদ হয় অনুমান ॥৩
সভাতে উন্মুক্ত মন নাহি গেল টলি'। বালির তনয় সেই ছিল অতি বলী ॥
কপি হেরি' সভাসদে উঠিতে দেখিয়া। অতি ক্রোধে ভরি' গেল দশানন-হিয়া ॥৪
দোহা— মত্ত গজ-যূথ-মাঝে সিংহ যথা অশঙ্কিত ধাবমান হয়।
রামের প্রতাপ মনে স্মরি' কপি শির নমি' সভাসীন রয় ॥১৯॥

মূল

চৌ—কহ দসকণ্ঠ কবন তৈঁ বন্দর। মৈঁ রঘুবীর দূত দসকন্ধর ॥
মম জনকহি তোহি রহী মিতাঈ। তব হিত কারন আয়উঁ ভাঈ ॥১
উত্তম কুল পুলস্তি কর নাতী। সিব বিরঞ্চি পূজেহু বহু ভাঁতী ॥
বর পায়হু কীন্হেহু সব কাজা। জীতেহু লোকপাল সব রাজা ॥২
নৃপ অভিমান মোহ বস কিংবা। হরি আনিহু সীতা জগদংবা ॥
অব সুভ কহা সুনহু তুম্হ মোরা। সব অপরাধ ছমিহি প্রভু তোরা ॥৩
দসন গহহু তৃন কণ্ঠ কুঠারী। পরিজন সহিত সঙ্গ নিজ নারী ॥
সাদর জনকসুতা করি আগেঁ। এহি বিধি চলহু সকল ভয় ত্যাগেঁ ॥৪
দোহা— প্রনতপাল রঘুবংসমনি ত্রাহি ত্রাহি অব মোহি।
আরত গিরা সুনত প্রভু অভয় করৈগো তোহি ॥২০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—দশানন কহে—কেন তব আগমন? আমি রঘুবীর দূত জানো দশানন ॥
পিতার মিত্রতা ছিল জানি তব সন। হেথা উপস্থিত তব মঙ্গল-কারণ ॥১
শুভ-কুলে জন্ম তব পুলস্ত্যের নাতি। পূজিয়াছ শিব ব্রহ্মা যত দেব-জাতি ॥
বর লাভ করিয়াছ সিদ্ধ বহু কাজে। জিনিলে সকল তুমি লোকপালরাজে ॥২
নৃপ-অভিমানী হ'য়ে মোহ-বশে কিম্বা। হরিয়া আনিলে তুমি সীতা জগদম্বা ॥
তব শুভ কহি তোমা' শুনহ এবার। মম প্রভু সব দোষ ক্ষমিবে তোমার ॥৩
দাঁতে তৃণ ধরি' কণ্ঠে লইয়া কুঠারি। পরিজন-সহ ল'য়ে সঙ্গে নিজ নারী ॥
সাদরে সীতারে ল'য়ে সর্ব্ব-পুরোভাগে। যথা কহি বলো এবে সর্ব্ব-ভয়-ত্যাগে ॥৪
দোহা— কহ—'ভক্ত-পাল! রঘুবংশমণি! "ত্রাহি" "ত্রাহি" এখন আমারে।'
আর্ত্তি-ভরা বাণী শুনিলে সে প্রভু দানিবেন অভয় তোমারে ॥২০॥

বাংলা অর্থ—কপিকুঞ্জরহি—কপিশ্রেষ্ঠকে; কজ্জলগিরি—কাল পাহাড়; শৃঙ্গ—(পর্ব্বত) শৃঙ্গ; খোহ—গহ্বর; নেকু—অল্প; মুরা—অসদ্ভাব; পঞ্চানন—সিংহ; কবন তৈঁ—কে তুই; দসন—দশন, দাঁত; দশকন্ধর—দশানন; (দো—১৯-২০)

মূল

চৌ—রে কপিপোত বোলু সম্ভারী। মূঢ় ন জানেহি মোহি সুরারী॥
কহু নিজ নাম জনক কর ভাঈ। কেহি নাতেঁ মানিঐ মিতাঈ॥১
অঙ্গদ নাম বালি কর বেটা। তাসোঁ কবহু ভঈ হী ভেটা॥
অঙ্গদ বচন সুনত সকুচানা। রহা বালি বানর মৈঁ জানা।২
অঙ্গদ তহীঁ বালি কর বালক। উপজেহু বংস অনল কুল ঘালকা॥
গর্ভ ন গয়হু ব্যর্থ তুম্হ জায়হু। নিজ মুখ তাপস দূত কহায়হু॥৩
অব কহু কুসল বালি কহঁ অহঈ। বিহঁসি বচন তব অঙ্গদ কহঈ॥
দিন দস গএঁ বালি পহিঁ জাঈ। ব ঝেহু কুসল সখা উর লাঈ॥৪
রাম বিরোধ কুসল জসি হোঈ। সো সব তোহি সুনাইহি সোঈ॥
সুনু সঠ ভেদ হোই মন তাকেঁ। শ্রীরঘুবীর হৃদয় নহিঁ জাকেঁ।৫

দোহা— হম কুল ঘালক সত্য তুম্হ কুল পালক দসসীস।
অন্ধউ বধির ন অস কহহিঁ নয়ন কান তব বীস॥২১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কপি-পুত্র! তুমি মুখ সামালিয়া বলো। সুরারি বলিয়া মোরে না জানিছ ভালো॥
নিজ নাম কহি' ভাই পিতৃ-নাম কহ। কোন্ বলে বন্ধুত্বের তুমি দাবী চাহ?১
অঙ্গদ আমার নাম বালির তনয়। তার সনে কি হে তব ছিল পরিচয়?
অঙ্গদ-বচনে রক্ষঃ হয় সঙ্কুচিত। কহে—কপি! বালি-সনে ছিনু পরিচিত॥২
অঙ্গদ! তুমি কি সেই বালির বালক? কুলাঙ্গার-সম বটে কুলের ঘাতক॥
গর্ভনাশ না হইল বৃথা জনমিলে। আপনি তাপস-দূত পরিচয় দিলে॥৩
কহত কুশল, এবে বালি কোথা রহে? হাসিয়া অঙ্গদ তা'রে তবে এই কহে—
"দিন দশ মাঝে তুমি বালি-পার্শ্ব গিয়া। কুশল বুঝিবে সখা-হিয়া আলিঙ্গিয়া"।৪
রাম-সহ বিসম্বাদে তাঁহার কুশল। তিনি তোমা' শুনাবেন তখনি সকল॥
শুন শঠ! ভেদ-বুদ্ধি মনে আসে তা'র। রঘুবীর হিয়া-মাঝে নাহি রহে যা'র।৫

দোহা— ওহে দশানন! কুলঘাতী আমি তুমি হ'লে বুঝি কুলের পালক?
অন্ধ ও বধির কেহ নাহি কবে তুমি ত বিশ চক্ষু-কর্ণধারক॥২১॥

মূল

চৌ—সিব বিরঞ্চি সুর মুনি সমুদাঈ। চাহত জাসু চরন সেবকাঈ॥
তাসু দূত হোই হম কুল বোরা। অইসিহুঁ মতি উর বিহর ন তোরা॥১
সুনি কঠোর বানী কপি কেরী। কহত দসানন নয়ন তরেরী॥
খল তব কঠিন বচন সব সহউঁ। নীতি ধর্ম মৈঁ জানত অহউঁ॥২

কহ কপি ধর্মসীলতা তোরী। হমহুঁ সুনী কৃত পর ত্রিয় চোরী॥
দেখী নয়ন দূত রখবারী। বূড়ি ন মরহু ধর্ম ব্রতধারী॥৩
কান নাক বিনু ভগিনী নিহারী। ছমা কীন্হি তুম্হ ধর্ম বিচারী॥
ধর্মসীলতা তব জগ জাগী। পাবা দরসু হমহুঁ বড়ভাগী॥৪

দোহা— জনি জল্পসি জড় জন্তু কপি সঠ বিলোকু মম বাহু।
লোকপাল বল বিপুল সসি গ্রসন হেতু সব রাহু॥২২ক॥
পুনি নভ সর মম কর নিকর কমলন্হি পর করি বাস।
সোভত ভয়উ মরাল ইব সম্ভু সহিত কৈলাস॥২২খ॥

পদ্যানুবাদ

রাবণ-অঙ্গদ সংবাদ

চৌ—শিব, ব্রহ্মা, সুর মুনি আদি সর্ব্বজন। সেবিতে চাহেন যাঁর যুগল চরণ॥
তাঁর দূত আমি যদি কুল-ধ্বংসকারী। তব হিয়া না বিদরে হেন মতিধারী? ১
কপীশ-কঠোর-বাণী শুনি' দশানন। নয়ন বাঁকায়ে তা'রে কহেন বচন॥
পরুষ-বচন তব হে খল! সহিনু। নীতি-ধর্ম্ম-জ্ঞান আমি যেহেতু ধরিনু॥২
কপি ক'ন—জানি তোমা' অতি ধর্ম্মাচারী। শুনি তুমি হরিয়াছ সতী পর-নারী॥
স্বচক্ষে হেরিনু যথা দূত-রক্ষাকারী। কেন না ডুবিয়া মর ধর্ম্ম-ব্রতচারী? ৩
কর্ত্তিত-নাসিকা-কর্ণ নিজ ভগ্নি হেরি'। ক্ষমা করিয়াছ তুমি ধরম বিচারি'॥
ধরম-শীলতা তব জানে জগজ্জন। বড় ভাগ্য করি' পাই তোমা' দরশন॥৪

দোহা— বৃথা বাক্য ত্যজি' মূর্খ কপি শঠ! হের এবে মম বলী বাহু।
লোকপাল-বল-বিপুল-শশীরে গ্রাসিবার তরে ইহা রাহু॥২২ক॥
পুন নভ-সরে পদ্ম-সম মম বাহু দু'টি, যার'পরে বাসে।
শোভমান হ'ন মহেশ্বর সহিত মরালের সম কৈলাসে॥২২খ॥

মূল

চৌ—তুম্হরে কটক মাঝ সুনু অঙ্গদ। মো সন ভিরিহি কবন জোধা বদ॥
তব প্রভু নারি বিরহঁ বলহীনা। অনুজ তাসু দুখ দুখী মলীনা॥১
তুম্হ সুগ্রীব কুলদ্রুম দোউ। অনুজ হমার ভীরু অতি সোউ॥
জামবন্ত মন্ত্রী অতি বূঢ়া। সো কি হোই অব সমরারূঢ়া॥২
সিল্পি কর্ম জানহিঁ নল নীলা। হৈ কপি এক মহা বলসীলা॥
আবা প্রথম নগরু জেহিঁ জারা। সুনত বচন কহ বালিকুমারা॥৩

বাংলা অর্থ—কপি পোত—কপিপুত্র, বানর; বোলু—বল্; নাতে—আত্মীয়তা; উপজেহু—জন্মাইয়াছ; ঘাল—ঘাতক; কহায়হু—কহিলে; বুঝেহু—জিজ্ঞাসা করিবে; বোরা—ডুবাইয়া দিয়াছি; বিহর—বিদীর্ণ হয়; তরেরী—বাঁকাইয়া; বূড়ি—ডুবিয়া; সোভত ভয়উ—শোভমান হইল; জনি জল্পসি—বক্‌বক্ করো না; (দো—২১-২২ ক, খ)

সত্য বচন কহু নিসিচর নাহা। সাঁচেহুঁ কীস কীন্‌হ পুর দাহা॥
রাবন নগর অল্প কপি দহঈ। শুনি অস বচন সত্য কো কহঈ॥৪
জো অতি সুভট সরাহেহু রাবন। সো সুগ্রীব কের লঘু ধাবন॥
চলত বহুত সো বীর ন হোঈ। পঠবা খবরি লেন হম সোঈ॥৫

দোহা— সত্য নগরু কপি জারেউ বিনু প্রভু আয়সু পাই।
ফিরি ন গয়উ সুগ্রীব পহিঁ তেহিঁ ভয় রহা লুকাই॥২৩ক॥
সত্য কহহি দসকণ্ঠ সব মোহি ন সুনি কছু কোহ।
কোউ ন হমারেঁ কটক অস তো সন লরত জো সোহ॥২৩খ॥
প্রীতি বিরোধ সমান সন করিঅ নীতি অসি আহি।
জোঁ মৃগপতি বধ মেড়ুকন্‌হি ভল কি কহই কোউ তাহি॥২৩গ॥
জদ্যপি লঘুতা রাম কহুঁ তোহি বধেঁ বড় দোষ।
তদপি কঠিন দসকণ্ঠ সুনু ছত্র জাতি কর রোষ॥২৩ঘ॥
বক্র উক্তি ধনু বচন সর হৃদয় দহেউ রিপু কীস।
প্রতিউত্তর সড়সিন্‌হ মনহু কাঢ়ত ভট দসসীস॥২৩ঙ॥
হঁসি বোলেউ দসমৌলি তব কপি কর বড় গুন এক।
জো প্রতিপালই তাসু হিত করই উপায় অনেক॥২৩চ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হে অঙ্গদ! শুন হেন যোদ্ধা কোন্ জন? তব সেনাদলে যেই যুঝে মম সন?
নারীর বিরহে তব প্রভু বলহীন। দুঃখিত অনুজ তা'র দুখেতে মলিন॥১
তুমি ও সুগ্রীব দোঁহা নদী-কূল-তরু। আমার অনুজ, সে ত অতিশয় ভীরু॥
অতি বৃদ্ধ মন্ত্রী হ'ন নিজে জাম্ববান্। সে কি কভু হ'তে পারে যুদ্ধে আগুয়ান?২
শিল্প-কর্য্যে শুধু পটু জেনো নল নীল। তবে এক কপি আছে, মহাবলশীল॥
যে প্রথম পুরে আসি' লঙ্কা জ্বালাইল। বালির কুমার শুনি' তখন কহিল॥৩
নিশাচর-নাথ! কহ প্রকৃত বচন। সত্যই কি করে কপি নগর দহন॥
বিরাট্ রাবণ-পুরী ক্ষুদ্র কপি দহে। এই কথা বলো কেবা সত্য বলি' কহে॥৪
যাহারে সুযোদ্ধা বলি' প্রশংস রাবণ! সুগ্রীবের দূত সেই অতি সাধারণ॥
সে পারে দৌড়া'তে বটে বীর নাহি হয়। তাহারে পাঠাই আমি নিতে পরিচয়॥৫

দোহা— সত্য বটে শুনি' পুর জ্বালাইল প্রভু-আজ্ঞা নাহিক লভিয়া।
তাই নাহি ফিরে সুগ্রীবের পাশ তার ভয়ে রহে লুকাইয়া॥২৩ক॥
সত্য কহ সব দশানন বটে নাহি মম রোষ কিছু ইথে।
মম সেনা-মাঝে হেন কেহ নাই তব সনে সমর্থ যুঝিতে॥২৩খ॥
"প্রীতি ও বিরোধ সমানে সমানে এই নীতি সর্ব্বজনে জানে।
মৃগপতি যদি ভেকে করে বধ তাহা ভাল কেহ নাহি মানে॥২৩গ॥

যদ্যপি লঘুতা হইবে রামের তোমার নিধনে বড় দোষ।
তথাপি শুন ওহে দশানন! ক্ষত্রিয়ের দুর্নিবার রোষ ॥২৩ঘ॥

বক্রোক্তি-ধনুকে জুড়ি' বাক্য-বাণ রিপু-হৃদে অঙ্গদ হানিল।
সাঁড়াশী সমান প্রত্যুত্তর দিয়া দশানন তাহা আকর্ষিল ॥২৩ঙ॥

হাসিয়া কহেন দশানন তবে বানরেরা এক গুণ ধরে।
যে পালিবে তারে বিবিধ প্রকারে নানা ভাবে তা'র শুভ করে ॥২৩চ॥

মূল

চৌ—ধন্য কীস জো নিজ প্রভু কাজা। জহঁ তহঁ নাচই পরিহরি লাজা ॥
নাচি কূদি করি লোগ রিঝাঈ। পতি হিত করই ধর্ম নিপুনাঈ ॥১
অঙ্গদ স্বামিভক্ত তব জাতী। প্রভু গুন কস ন কহসি এহি ভাঁতী ॥
মৈঁ গুন গাহক পরম সুজানা। তব কটু রটনি করউঁ নহিঁ কানা ॥২
কহ কপি তব গুন গাহকতাঈ। সত্য পবনসুত মোহি সুনাঈ ॥
বন বিধংসি সুত বধি পুর জারা। তদপি ন তেহিঁ কছু কৃত অপকারা ॥৩
সোই বিচারি তব প্রকৃতি সুহাঈ। দসকন্ধর মৈঁ কীন্হি ঢিঠাঈ ॥
দেখেউঁ আই জো কছু কপি ভাষা। তুম্হরেঁ লাজ ন রোষ ন মাখা ॥৪
জৌঁ অসি মতি পিতু খাএ কীসা। কহি অস বচন হঁসা দসসীসা ॥
পিতহি খাই খাতেউঁ পুনি তোহী। অবহীঁ সমুঝি পরা কছু মোহী ॥৫
বালি বিমল জস ভাজন জানী। হতউঁ ন তোহি অধম অভিমানী ॥
কহু রাবন রাবন জগ কেতে। মৈঁ নিজ শ্রবন সুনে সুনু জেতে ॥৬
বলিহি জিতন এক গয়উ পতালা। রাখেউ বাঁধি সিসুন্হ হয়সালা ॥
খেলহিঁ বালক মারহিঁ জাঈ। দয়া লাগি বলি দীন্হ ছোড়াঈ ॥৭
এক বহোরি সহস ভুজ দেখা। ধাই ধরা জিমি জন্তু বিসেষা ॥
কৌতুক লাগি ভবন লৈ আবা। সো পুলস্তি মুনি জাই ছোড়াবা ॥৮

দোহা— এক কহতি মোহি সকুচ অতি রহা বালি কীঁ কাঁখ।
ইন্হ মহুঁ রাবন তৈঁ কবন সত্য বদহি তজি মাখ ॥২৪॥

বাংলা অর্থ—**ভিরিহি**—ভিড়িবে ; **সরাহেহু**—প্রশংসা করিলে ; **ধাবন**—ধাবমান দূত ; **খবরি**—সংবাদ ; **তেহিঁ**—সেই ; **কোহ**—ক্রোধ ; **তো সন**—তোমার সঙ্গে ; **সোহ**—শোভা পায় ; **আছি**—আছে ; **মেড়ুকন্হি**—ভেককে ; **সড়সিন্হ**—সাঁড়াশি দ্বারা ; **কাঢ়ত**—কাড়িয়া বাহির করিল ; **রিঝাই করি**—সন্তুষ্ট করিয়া ; **রটনি**—রটনা, বৃথা বাক্য ; **গুন গাহকতাঈ**—গুণগ্রাহকতা ; **সমুঝি পরা**—বুঝিতে পারিয়াছি ; **লড়ত সোহ**—যুদ্ধ করিতে শোভা পায় ; **কাঁখ**—কোলে ; **মাখ**—ক্রোধ ; (দো—২৩-২৪)

চৌ—ধন্য কপি বটে সাধে নিজ প্রভু-কাজ। যেথা সেথা নৃত্য করে পরিহরি' লাজ
নাচিয়া কুঁদিয়া সদা তুষিবে জনতা। প্রভু-হিতে দেখাইবে স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠতা ॥১
হে অঙ্গদ ! প্রভু-ভক্ত ! তব জাতি জানি। প্রভু-গুণ কহ তাই এহেন বাখানি' ॥
গুণগ্রাহী ধরি আমি সবিশেষ জ্ঞান। তব মিথ্যা রটনাতে নাহি দেই কান ॥২
কন কপি—তব গুণ-গ্রাহিতা-প্রমাণ। পূর্ব্বেই পবন-সুত আমারে শুনান ॥
সুতে বধি' তব বন নগর জ্বালায়। তথাপি অনর্থ কিছু তোমা' না ঘটায় ॥৩
বিচারিয়া তব সেই প্রকৃতি সুন্দর। প্রগল্ভতা আচরিনু হে দশ-কন্ধর ॥
কপি-বাক্য সব সত্য স্বচক্ষে হেরিনু। লাজ, রোষ, গর্ব্ব তব নাই তা' মানিনু ॥৪
"হেন মতি ধর তাই খাইলে পিতারে"। রাবণ হাসিয়া হেন কহিলা তাহারে ॥
পিতারে ভক্ষিয়া পুন খাইতাম তোরে। কিন্তু এবে অন্য কিছু আছে বুঝিবারে ॥৫
বালির বিমল-কীর্ত্তি নিদর্শন জানি'। হানি নাই তোরে তুই হীন অভিমানী ॥
ধরাতে রাবণ কত ? বল্ ত রাবণ ! আমি শুনিয়াছি যত কর্ রে শ্রবণ—
বলিরে জিনিতে এক চলিল পাতালে। শিশুগণ বাঁধি' রাখে তা'রে অশ্বশালে ॥
শিশু-দল তা'রে ল'য়ে খেলে আর মারে। সদয় হইয়া বলি ছেড়ে দিল তা'রে ॥৭
সহস্র-বাহু হেরিলা অপর রাবণ। ভাবিয়া অপূর্ব্ব জন্তু করিল ধারণ ॥
কৌতুকের তরে তা'রে গৃহে ল'য়ে যায়। পশ্চাৎ পুলস্ত্য-মুনি তাহারে ছাড়ায় ॥৮
দোহা— একজন কথা কহিতে সঙ্কোচি বালির বগলে স্থিতি যা'র।
এ' সবার মধ্যে তুই কেবা হোস্ সত্য বল্ ত্যজি' অহঙ্কার ॥২৪॥

মূল

চৌ—সুনু সঠ সোই রাবন বলসীলা। হরগিরি জান জাসু ভুজ লীলা ॥
জান উমাপতি জাসু সুরাঈ। পূজেউঁ জেহি সির সুমন চঢ়াঈ ॥১
সির সরোজ নিজ করন্হি উতারী। পূজেউঁ অমিত বার ত্রিপুরারী ॥
ভুজ বিক্রম জানহিঁ দিগপালা। সঠ অজহূঁ জিন্হ কেঁ উর সালা ॥২
জানহিঁ দিগ্‌গজ উর কঠিনাঈ। জব জব ভিরউঁ জাই বরিআঈ ॥
জিন্হ কে দসন করাল ন ফূটে। উর লাগত মূলক ইব টূটে ॥৩
জাসু চলত ডোলতি ইমি ধরনী। চঢ়ত মত্ত গজ জিমি লঘু তরনী ॥
সোই রাবন জগ বিদিত প্রতাপী। সুনেহি ন শ্রবন অলীক প্রলাপী ॥৪
দোহা— তেহি রাবন কহঁ লঘু কহসি নর কর করসি বখান ॥
রে কপি বর্বর খর্ব খল অব জানা তব গ্যান ॥২৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শোন ধূর্ত্ত ! আমি সে রাবণ বলবান্। কৈলাসে আছয়ে যা'র বলের প্রমাণ ॥
উমাপতি-সুবিদিত বারত্ব আমার। স্বশিরঃ-কুসুম দিয়া পূজা করি তাঁ'র ॥১

শিরপদ্ম নিজ হস্তে করিয়া কর্ত্তন। বহুবার শিবে আমি করেছি অর্চ্চন॥
দিক্‌পালগণ জানে আমার বিক্রম। আজিও তা'দের হৃদে বিদ্ধ শূলোপম॥২
দিগ্‌গজেরা জানে মম ছাতির বিক্রম। যখন তা'দের সনে করেছি সংগ্রাম॥
গজদন্ত তা'র মোর বুকে না ফুটিয়া। নরম মূলার মত গিয়াছে টুটিয়া॥৩
মত্ত গজ আরোহণে ক্ষুদ্র তরী-সম। আমার গমনে দোলে ধরণী বিষম॥
যে রাবণ ধরা-মাঝে বিখ্যাত প্রতাপী। শোননি কি কানে কভু অলীক প্রলাপী? ৪
দোহা— সেই রাবণের লঘুতা বর্ণিয়া নর-শক্তি করিস্ বাখান।
রে কপি বর্ব্বর! অতি ক্ষুদ্র খল জানিলাম তোর কত জ্ঞান॥২৫॥

মূল

চৌ—সুনি অঙ্গদ সকোপ কহ বানী। বোলু সঁভারি অধম অভিমানী॥
সহসবাহু ভুজ গহন অপারা। দহন অনল সম জাসু কুঠারা॥১
জাসু পরসু সাগর খর ধারা। বূড়ে নৃপ অগনিত বহু বারা॥
তাসু গর্ব জেহি দেখত ভাগা। সো নর কোঁ দসসীস অভাগা।২
রাম মনুজ কস রে সঠ বঙ্গা। ধন্বী কামু নদী পুনি গঙ্গা॥
পসু সুরধেনু কল্পতরু রূখা। অন্ন দান অরু রস পীযূষা॥৩
বৈনতেয় খগ অহি সহসানন। চিন্তামনি পুনি উপল দসানন॥
সুনু মতিমন্দ লোক বৈকুণ্ঠা। লাভ কি রঘুপতি ভগতি অকুণ্ঠা॥৪
দোহা— সেন সহিত তব মান মথি বন উজারি পুর জারি।
কস রে সঠ হনুমান কপি গয়উ জো তব সুত মারি॥২৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অঙ্গদ শুনিয়া ক'ন কোপ-ভরা-বাণী। সামালিয়া কথা বল্ হীন অভিমানী॥
সহস্রবাহুর ভুজ-কানন অপার। অগ্নি-সম দহিয়াছে যাহার কুঠার॥১
পরশু-সাগর-খর-ধারা-স্রোতে যাঁ'র। ডুবিল অসংখ্য নৃপ একবিংশবার॥
যাঁ'রে হেরি' তাঁর গর্ব্ব হয় বিচূর্ণন। সে কেমনে নর ওরে অভাগা রাবণ! ২
ওরে মূর্খ শঠ! রাম মনুষ্য কেমন! মদন কি ধন্বী? গঙ্গা নদী সাধারণ?
কামধেনু পশু, তরু কল্পতরু কিবা? সুধা কিবা রস? অন্নে দান কহে কেবা? ৩
গরুড় কি পাখা? শেষ সাপ সাধারণ? চিন্তামণি কিরে যে সে প্রস্তর? রাবণ!
শোন্ মূঢ়! বৈকুণ্ঠ কি যে সে লোক পায়! রাম-ভক্তি সাধারণ? মূঢ়ে লভে তায়?৪

বাংলা অর্থ—হরগিরি—কৈলাস পর্ব্বত; সুরাঈ—শূরত্ব; করন্হি—হাত দ্বারা; সালা—শালসম বিদ্ধ; ন ফুটে—বিদ্ধ হয় নাই; রূখা—বৃক্ষ; মথি—মথিত করিয়া; গালা মারসি—বাক্যব্যয় করিতেছ; পরজরা—আরো জ্বলিয়া উঠিল; সক্রারি—ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ; ঝারি—সম্পূর্ণভাবে; জোরি—যুড়িয়া; নাঘহিঁ—উত্তীর্ণ হয়; ভরাবা—ভরাইয়াছে; বসীঠ—দূত; হুনে—হোম করিয়াছে; (দো—২৫—)

দোহা— সেনা-সহ তব মান নাশি' বন উজাড়িয়া নগর দহিয়া।
বীর-পুত্রে তব বধি' চলি' গেল হনু কপি কেমন করিয়া? ॥২৬॥

মূল

চৌ—সুনু রাবন পরিহরি চতুরাঈ। ভজসি ন কৃপাসিন্ধু রঘুরাঈ॥
জৌঁ খল ভএসি রাম কর দ্রোহী। ব্রহ্ম রুদ্র সক রাখি ন তোহী ॥১
মূঢ় বৃথা জনি মারসি গালা। রাম বয়র অস হোইহি হালা॥
তব সির নিকর কপিন্‌হ কে আগেঁ। পরিহহিঁ ধরনি রাম সর লাগেঁ ॥২
তে তব সির কন্দুক সম নানা। খেলিহহিঁ ভালু কীস চৌগানা॥
জবহিঁ সমর কোপিহি রঘুনায়ক। ছুটিহহিঁ অতি করাল বহু সায়ক ॥৩
তব কি চলিহি অস গাল তুম্‌হারা। অস বিচারি ভজু রাম উদারা॥
সুনত বচন রাবন পরজরা। জরত মহানল জনু ঘৃত পরা ॥৪

দোহা— কুম্ভকরন অস বন্ধু মম সুত প্রসিদ্ধ সক্রারি।
মোর পরাক্রম নহিঁ সুনেহি জিতেউঁ চরাচর ঝারি ॥২৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পরিহরি' চতুরতা শুন হে রাবণ। কৃপাসিন্ধু রামে যদি না কর ভজন॥
যদি খল! রামদ্রোহী হইতে চাহিবে। ব্রহ্মা, রুদ্র আদি তোমা' রাখিতে নারিবে॥
ওরে মূঢ়! বৃথা নাহি গাল বাজাইবে। রাম-সহ বৈরী-ভাবে দুর্দশা লভিবে॥
রাম-শরে তব শির হইবে খণ্ডিত। কপি-অগ্রে ধরাতলে হইবে লুণ্ঠিত ॥২
যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হবে যবে রঘুর নায়ক। ছুটিবে করাল অতি বিবিধ সায়ক॥
তব শির হ'বে জেনো কন্দুক সমান। কপি-ঋক্ষ তাহা ল'য়ে খেলিবে চৌগান॥
তখন কি বাক্‌চাতুর্য্যে রবে হেন মদ। ইহা বিচারিয়া ভজ রাঘবের পদ॥
এহেন কথাতে আরো রাবণ জ্বলিল। মহানলে যেন কেহ ঘৃতাহুতি দিল ॥৪

দোহা— কুম্ভকর্ণ হেন জানো মম ভাই, পুত্র বিশ্বশ্রুত ইন্দ্রজিৎ।
পরাক্রম মম তবু শুনা নাই, ত্রিভুবন আমা'দ্বারা জিত ॥২৭॥

মূল

চৌ—সঠ সাখামৃগ জোরি সহাঈ। বাঁধা সিন্ধু ইহই প্রভুতাঈ॥
নাঘহিঁ খগ অনেক বারীসা। সূর ন হোহিঁ তে সুনু সব কীসা ॥১
মম ভুজ সাগর বল জল পূরা। জহঁ বূড়ে বহু সুর নর সূরা॥
বীস পয়োধি অগাধ অপারা। কো অস বীর জো পাইহি পারা ॥২
দিগপালন্‌হ মৈঁ নীর ভরাবা। ভূপ সুজস খল মোহি সুনাবা॥
জৌঁ পৈ সমর সুভট তব নাথা। পুনি পুনি কহসি জাসু গুন গাথা ॥৩
তৌ বসীঠ পঠবত কেহি কাজা। রিপু সন প্রীতি করত নহিঁ লাজা॥
হরগিরি মথন নিরখু মম বাহু। পুনি সঠ কপি নিজ প্রভুহি সরাহু ॥৪

দোহা— সূর কবন রাবন সরিস স্বকর কাটি জেহিঁ সীস।
হুনে অনল অতি হরষ বহু বার সাখি গৌরীস ॥২৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ওরে শঠ! বানরের লইয়া শরণ। সিন্ধুর বন্ধনে রাম-প্রতাপ এমন?
কত পাখী করে নিত্য সমুদ্র-লঙ্ঘন। তাহাদের বীর বলি' কে করে গণন? ১
মম এক ভুজ-সিন্ধু শক্তি-জলে ভরে। যাহাতে ডুবিল বহু বীর, সুর, নরে।
বিংশতি এ' ভুজ-সিন্ধু অগাধ অপার। কেবা হেন বীর যেই, পেয়ে যাবে পার ॥২
দিক্‌পালগণ সবে বহে মম জল। আমারে রামের যশ শুনাইছিস্ খল!
তোর প্রভু যদি যোদ্ধা সমরে নিপুণ। পুনঃ পুনঃ শুনাইলি যা'র বহু গুণ ॥৩
তবে দূত পাঠাইল লাগি' কোন্ কাজ। রিপু-সনে প্রীতি করে নাহি তা'র লাজ?
ত্যাখ, মম বাহু মথে কৈলাশ-ভূধর। পরে নিজ প্রভু-গুণ গাহিবি বানর! ৪
দোহা— কোন্ বীর বল্ রাবণ-সমান শির কাটে স্বহস্তে তাহার।
দেয় হোমানলে বহু বার হর্ষে সাক্ষী তা'র নিজে মহেশ্বর ॥২৮॥

মূল

চৌ—জরত বিলোকেউঁ জবহিঁ কপালা। বিধি কে লিখে অঙ্ক নিজ ভালা ॥
নর কেঁ কর আপন বধ বাঁচী। হঁসেউঁ জানি বিধি গিরা অসাঁচী ॥১
সোউ মন সমুঝি ত্রাস নহিঁ মোরেঁ। লিখা বিরঞ্চি জরঠ মতি ভোরেঁ ॥
আন বীর বল সঠ মম আগেঁ। পুনি পুনি কহসি লাজ পরিত্যাগেঁ ॥২
কহ অঙ্গদ সলজ্জ জগ মাহীঁ। রাবন তোহি সমান কোউ নাহীঁ ॥
লাজবন্ত তব সহজ সুভাউ। নিজ মুখ নিজ গুন কহসি ন কাউ ॥৩
সির অরু সৈল কথা চিত রহী। তাতে বার বীস তৈঁ কহী ॥
সো ভুজবল রাখেহু উর ঘালী। জীতেহু সহসবাহু বলি বালী ॥৪
সুনু মতিমন্দ দেহি অব পূরা। কাটেঁ সীস কি হোইঅ সূরা ॥
ইন্দ্রজালি কহুঁ কহিঅ ন বীরা। কাটই নিজ কর সকল সরীরা ॥৫
দোহা— জরহিঁ পতঙ্গ মোহ বস ভার বহহিঁ খর বৃন্দ।
তে নহিঁ সূর কহাবহিঁ সমুঝি দেখু মতিমন্দ ॥২৯॥

চৌ—জ্বলিতে হেরিনু বটে আমার কপালে। বিধির বিধান লিখা হেন মম ভালে
'নর-হস্তে বধ তব'—মিথ্যা সে লিখন। বিধি-বাণী মিথ্যা জানি' হাসিনু তখন ॥১

বাংলা অর্থ—রাখি সক—রাখিতে পারে; গালা মারসি—গালবাজি করিবে; পরিহহি—পড়িবে; চৌগানা খেলিহহিঁ—ডাণ্ডাগুলি খেলিবে; বারীসা—সমুদ্র; জোরি—একত্র করিয়া; পূরা—পূর্ণ; বুড়ে—ডুবিয়া যায়; জৌঁ পৈ....তৌ—যদি.... তবে; হরগিরি—কৈলাস পর্ব্বত; বসীঠ—দূত; (দো—২৭-২৮)

তাহা মনে জানি' তবু ত্রাস নাহি মম। বার্দ্ধক্যে বিরিঞ্চি হেন করে মতিভ্রম ॥
অন্য বীর-বল শঠ! বুঝি এতক্ষণ। লাজ ত্যজি' করেছিস বহুধা বর্ণন ॥২
কপি কহে—লজ্জাশীল জগৎ-মাঝারে। দশানন তোর তুল্য দেখি নাই কা'রে ॥
সহজ স্বভাবে হেরি তোরে লজ্জাবান্। স্বমুখে স্বগুণ কভু না করিস্ বাখান ॥৩
'শির কাটি' 'শৈল তুলি' অভিমানী মন। বিশবার তাই শুধু করিছে কীর্ত্তন ॥
সেই ভুজবল হৃদে করিলি সঞ্চয়। কার্ত্তবীর্য্য, বলি, বালী যা'রে করে জয় ॥৪
শোন্ মন্দমতি এবে, দে দেখি উত্তর। শির কাটি' কেবা কোথা হয় বীরবর?
যাদুকর-জনে কেহ কহিবে না বীর। নিজ করে সে ত কাটে সকল শরীর ॥৫
দোহা— পতঙ্গ পুড়িছে মোহেতে বিবশ খর-বৃন্দ বহি' চলে ভার।
তা'সবারে বীর কহা যায় কভু বুঝি দেখ মূঢ়! এইবার ॥২৯॥

মূল

চৌ—অব জনি বতবঢ়াব খল করহী। সুনু মম বচন মান পরিহরহী ॥
দসমুখ মৈঁ ন বসীঠীঁ আয়উঁ। অস বিচারি রঘুবীর পঠায়উঁ ॥১
বার বার অস কহই কৃপালা। নহিঁ গজারি জসু বধেঁ স্রকালা ॥
মন মহুঁ সমুঝি বচন প্রভু কেরে। সহেউঁ কঠোর বচন সঠ তেরে ॥২
নাহিঁ ত করি মুখ ভঞ্জন তোরা। লৈ জাতেউঁ সীতহি বরজোরা ॥
জানেউঁ তব বল অধম সুরারী। সূনেঁ হরি আনিহি পরনারী ॥৩
তৈঁ নিসিচর পতি গর্ব বহূতা। মৈঁ রঘুপতি সেবক কর দূতা ॥
জৌঁ ন রাম অপমানহি ডরউঁ। তোহি দেখত অস কৌতুক করউঁ ॥৪
দোহা— তোহি পটকি মহি সেন হতি চৌপট করি তব গাউঁ।
তব জুবতিন্হ সমেত সঠ জনকসুতহি লৈ জাউঁ ॥৩০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হে খল! এখন কথা নাহি বাড়াইবে। আমার বচন শুনি' মান না পুষিবে ॥
দূত-রূপে দশানন! না আসি এস্থান। হেন বিচারিয়া রাম আমারে পাঠান ॥১
বার বার মোরে ইহা কহেন কৃপাল। সিংহ যশ নাহি লভে বধিলে শৃগাল ॥
প্রভু-বাণী মন-মাঝে বিচার করিয়া। তব রূঢ় বাক্য সব ল'য়েছি সহিয়া ॥২
নতুবা তোমার মুখ দিতাম টুটিয়া। জোর করি' যাইতাম সীতারে লইয়া ॥
তব বল জানা আছে হে পাপী সুরারি! হরিয়া আনিলি কিনা অসহায়া নারী ॥৩

বাংলা অর্থ—বাঁচী—বাঁচাইয়া; অসাঁচী—অসত্য; জরঠ—বৃদ্ধ; ভোরেঁ—ভ্রান্ত; তাতেঁ—সেই হেতু; ঘালী রাখেহু—লুকাইয়া রাখিয়াছ; জনি বতবঢ়াব করহী—বেশী কথা বলিবে না; বসীঠী—দূত; স্রকালা—শৃগাল; ভঞ্জন করি—ভাঙিয়া; বরজোরা—বলপূর্ব্বক; সুরারী—রাক্ষস; পটকি—আঘাতদ্বারা পরাজিত করিয়া; হতি—হনন করিয়া; চৌপট—ধ্বংস, তছনছ; সূনে—একাকী পাইয়া; (দো—২৯-৩০)

রক্ষঃপতি-গর্ব্বে ভরা মত্ত তব মন। রাঘব-সেবক দূত আমি এক জন ॥
রাম-অপমানে যদি না থাকিত ভয়। মজা এক করিতাম এবে তোর 'পর ॥৪
দোহা— তোরে নিপাতিয়া সেনাদলে হানি'. ছারখার করি' লঙ্কাপুরী।
চলিয়া যেতাম জানকীকে ল'য়ে সঙ্গে নিতাম তোর মন্দোদরী ॥৩০॥

মূল

চৌ—জৌঁ অস করৌঁ তদপি ন বড়াঈ। মুএহি বধেঁ নহিঁ কছু মনুসাঈ ॥
কৌল কামবস কৃপিন বিমূঢ়া। অতি দরিদ্র অজসী অতি বূঢ়া ॥১
সদা রোগবস সন্তত ক্রোধী। বিষ্ণু বিমুখ শ্রুতি সন্ত বিরোধী ॥
তনু পোষক নিন্দক অঘ খানী। জীবত সব সম চৌদহ প্রানী ॥২
অস বিচারি খল বধউঁ ন তোহী। অব জনি রিস উপজাবসি মোহী ॥
সুনি সকোপ কহ নিসিচর নাথা। অধর দসন দসি মীজত হাথা ॥৩
রে কপি অধম মরন অব চহসী। ছোটে বদন বাত বড়ি কহসী ॥
কটু জল্পসি জড় কপি বল জাকেঁ। বল প্রতাপ বুধি তেজ ন তাকেঁ ॥৪
দোহা— অগুন অমান জানি তেহি দীন্হ পিতা বনবাস।
সো দুখ অরু জুবতী বিরহ পুনি নিসি দিন মম ত্রাস ॥৩১ক॥
জিন্হ কে বল কর গর্ব তোহি অইসে মনুজ অনেক।
খাহিঁ নিসাচর দিবস নিসি মূঢ় সমুঝু তজি টেক ॥৩১খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যদি করি হেন তাহে নাহিক বড়াই। মৃতেরে মারিলে কোন বাহাদুরী নাই ॥
ধন-মত্ত, কাম-বশ, বিমূঢ়, কৃপণ। যশহীন, বিত্তহীন, অতি বৃদ্ধ-জন ॥১
সদা-রোগ-বশ, তথা সর্ব্বদাই ক্রোধী। বিষ্ণুতে বিমুখ, বেদে, সাধুতে বিরোধী ॥
নিন্দে যেই পালকেরে আর পাপী মন—জীবিতেও শব-সম এই চৌদ্দ জন ॥২
হেন বিচারিয়া খল! না বধিনু তোরে। ক্রোধপর না হবি তুই যেন, তার তরে ॥
শুনিয়া সকোপে কহে নিশাচর-নাথ। দাঁতে ওষ্ঠাধর চাপি' ঘসি' হাতে হাত।৩
রে কপি! অধম বুঝি মরণ মাগিস্। ছোট মুখে বড় কথা কহিতে লাগিস্ ॥
জড় কপি! কটু কহিস্ বল পেয়ে যা'র। বল বুদ্ধি শক্তি তেজ কিছু নাহি তা'র ॥৪
দোহা— জানিয়া অযোগ্য গুণহীন তাই পিতা রামে দিল বনবাস।
সেই দুখ তথা যুবতী-বিরহ ভুঞ্জে আর আমা হ'তে ত্রাস ॥৩১ক॥
যা'র বলে গর্ব্ব রহে তব ভারী ওহে মূঢ়! হেন বহু নর।
নিশাচর খায় দিন রাতি মূর্খ! বুঝে দ্যাখ্ হ'য়ে চিন্তা-পর ॥৩১খ॥

মূল

চৌ—জব তেহিঁ কীন্হি রাম কৈ নিন্দা। ক্রোধবন্ত অতি ভয়উ কপিন্দা ॥
হরি হর নিন্দা সুনই জো কানা। হোই পাপ গোঘাত সমানা ॥১

কটকটান কপিকুঞ্জর ভারী। দুহু ভুজদণ্ড তমকি মহি মারী ॥
ডোলত ধরনি সভাসদ খসে। চলে ভাজি ভয় মারুত গ্রসে ॥২
গিরত সঁভারি উঠা দসকন্ধর। ভূতল পরে মুকুট অতি সুন্দর ॥
আবত মুকুট দেখি কপি ভাগে। দীনহীঁ লূক পরন বিধি লাগে ॥
কছু তেহিঁ লৈ নিজ সিরন্হি সঁবারে। কছু অঙ্গদ প্রভু পাস পবারে ॥৩
কী রাবন করি কোপ চলাএ। কুলিস চারি আবত অতি ধাএ ॥৪
কহ প্রভু হঁসি জনি হৃদয়ঁ ডেরাহু। লূক ন অসনি কেতু নহিঁ রাহু ॥
এ কিরীট দসকন্ধর কেরে। আবত বালিতনয় কে প্রেরে ॥৫

দোহা— তরকি পবনসুত কর গহে আনি ধরে প্রভু পাস।
কৌতুক দেখহিঁ ভালু কপি দিনকর সরিস প্রকাস ॥৩২ক॥
উহাঁ সকোপি দসানন সব সন কহত রিসাই।
ধরহু কপিহি ধরি মারহু সুনি অঙ্গদ মুসুকাই ॥৩২খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রামে নিন্দাবাদ যবে রাবণ করিল। কপি-রাজ তাহে অতি ক্রোধিত হইল ॥
হরি-হরে নিন্দাবাক্য শুনে যা'র কান। তা'র পাপ-মাত্রা হয় গোহত্যা-সমান ॥১
কপিবর কট্‌কট্‌ মহাশব্দ করে ॥ সজোরে দুইটী বাহু হানি' মহীপরে ॥
মহী দোলে, সভাসদলে পলাইল। ভূতে যেন সবাকারে তখন গ্রাসিল ॥২
পড়িতে পড়িতে উঠে সামালি' রাবণ। ভূতলে পড়িল তা'র মুকুট শোভন ॥
তা'র কিছু রাখি' দিল নিজ শির'পরে। ছুড়িল কিছুটা তা'র প্রভু লক্ষ্য ক'রে ॥৩
মুকুট ছুড়িতে হেরি' কপিরা পালায়। হে বিধাতঃ! দিনে বুঝি উল্কা খ'সে যায় ॥
দশানন কোপ-ভরে বুঝি কি চালায়। চারিটি কুলীশ তাই অতি বেগে ধায় ॥৪
প্রভু হাসি' ক'ন—ইথে না রাখিবে ভয়। উল্কা বা অশনি কিংবা কেতু, রাহু নয় ॥
দশানন শিরে জেনো এ কিরীট রয়। ছুড়িয়া ফেলেছে তাহা বালির তনয় ॥৫

দোহা— পবন-তনয় লম্ফ দিয়া ধরি' আনি' রাখে তাহা প্রভু-পাশ।
কৌতুক দেখিছে ঋক্ষ, কপিগণ সূর্য্য-সম তাহার প্রকাশ ॥৩২ক॥
ক্রুদ্ধ দশানন সেথা সবাকারে ক্রোধ-ভরা কহিল বচন।
কপিরে ধরিয়া ফেলিবে মারিয়া শুনি' হাসে অঙ্গদ তখন ॥৩২খ॥

বাংলা অর্থ—মুএহি—মৃতকে ; কৃপিন—কৃপণ ; অঘ খানী—পাপের খনি (মহা-পাপী) ; সব—শব ; দসন দসি—দাঁত চাপিয়া ; মীজত হাথা—হাতে হাত মর্দ্দন করিল ; অইসে—এইরূপ ; টেক—জিদ ; কপিন্দা—কপীন্দ্র (অঙ্গদ) ; কটকটান—বিশেষ শব্দ করিল ; তমকি—জোরপূর্ব্বক ; ভাজি চলে—পলায়ন করিল ; লূক পরন—উল্কা পতন ; প্রেরে—প্রেরিত হইলে ; তরকি—লাফ দিয়া ; প্রকাস—জ্যোতি ; রিসাই—ক্রোধিত হইয়া ; মুসুকাই—স্মিতহাস্য করিলেন ; কোল—ধনমত্ত ; (দো—৩১-৩২)

মূল

চৌ—এহি বিধি বেগি সুভট সব ধাবহু। খাহু ভালু কপি জহঁ জহঁ পাবহু॥
মর্কটহীন করহু মহি জাঈ। জিঅত ধরহু তাপস দ্বৌ ভাঈ॥১
পুনি সকোপ বোলেউ জুবরাজা। গাল বজাবত তোহি ন লাজা॥
মরু গর কাটি নিলজ কুলঘাতী। বল বিলোকি বিহরতি নহিঁ ছাতী॥২
রে ত্রিয় চোর কুমারগ গামী। খল মল রাসি মন্দমতি কামী॥
সন্যপাত জল্পসি দুর্বাদা। ভএসি কালবস খল মনুজাদা॥৩
য়াকো ফলু পাবহিগো আগেঁ। বানর ভালু চপেটন্হি লাগেঁ॥
রামু মনুজ বোলত অসি বানী। গিরহিঁ ন তব রসনা অভিমানী॥৪
গিরিহহিঁ রসনা সংসয় নাহীঁ। সিরন্হি সমেত সমর মহি মাহীঁ ৫

দোহা— সো নর কোঁ দসকন্ধ বালি বধ্যো জেহিঁ এক সর।
বীসহুঁ লোচন অন্ধ ধিগ তব জন্ম কুজাতি জড়॥৩৩ক॥
তব সোনিত কীঁ প্যাস তৃষিত রাম সায়ক নিকর।
ত জউঁ তোহি তেহি ত্রাস কটু জল্পক নিসিচর অধম॥৩৩খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কহেন রাবণ—ত্বরা যোদ্ধা সবে ধাও। ঋক্ষ-কপি খেয়ে ফেল যেথা সেথা পাও
ধরারে মর্কট-হীন এখনি করিবে। রাম ও লক্ষ্মণ দু'য়ে জীবিত আনিবে॥১
পুন কোপ-ভরা-বাণী বলে যুবরাজ। শুধু গালবাজি তোর নাহি কিছু লাজ॥
হে নিলাজ! গলা কাটি' মর্ কুলঘাতী। হেরি মম বল তোর না বিদরে ছাতি॥২
পরদার-অপহারী কুমার্গ-বিহারী! খল! পাপরাশি তুই মূঢ় কামচারী॥
সন্নিপাত-দোষ-ঘোরে প্রলাপ কহিলি। কাল-বশে নর-ভোজী রক্ষো-জন্ম নিলি।৩
যা'র ফল সুনিশ্চিত লভিবি এখন। ঋক্ষ ও বানর-দল চপেটে যখন॥
রামেরে মনুষ্য-জ্ঞানে কহিলি যে বাণী। তাতেও না খসে তোর জিহ্বা অভিমানী॥৪
রসনা খসিবে তাহে নাহিক সংশয়। শির-সহ ধরা-পৃষ্ঠে লুটাবে নিশ্চয়।৫

দোহা— ওহে দশানন! তিনি কি মানুষ? বালিরে বধেন যিনি এক শরে।
বিশ চক্ষু ধ'রে অন্ধ, ধিক্ তোরে জন্ম নিলি রাক্ষসের ঘরে॥৩৩ক॥
তোর শোণিতের পিপাসা-তৃষিত রাঘবের সায়ক-নিকর॥
তোরে ছাড়ি' দিনু তা'র লাগি' ত্রাসে কটুভাষী হীন নিশাচর!॥৩৩খ

মূল

চৌ—মৈঁ তব দসন তোরিবে লায়ক। আয়সু মোহি ন দীন্হ রঘুনায়ক॥
অসি রিস হোতি দসউ মুখ তোরৌঁ। লঙ্কা গহি সমুদ্র মহঁ বোরৌঁ॥১
গূলরি ফল সমান তব লঙ্কা। বসহু মধ্য তুম্হ জন্তু অসঙ্কা॥
মৈঁ বানর ফল খাত ন বারা। আয়সু দীন্হ ন রাম উদারা॥২

জুগুতি সুনত রাবন মুসুকাঈ। মূঢ় সিখিহি কহঁ বহুত-ঝুঠাঈ ॥
বালি ন কবহুঁ গাল অস মারা। মিলি তপসিন্হ তৈঁ ভএসি লবারা ॥৩
সাঁচেহুঁ মৈঁ লবার ভুজ বীহা। জৌঁ ন উপারিউঁ তব দস জীহা ॥
সমুঝি রাম প্রতাপ কপি কোপা। সভা মাঝ পন করি পদ রোপা ॥৪
জৌঁ মম চরন সকসি সঠ টারী। ফিরহিঁ রামু সীতা মৈঁ হারী ॥
সুনহু সুভট সব কহ দসসীসা। পদ গহি ধরনি পছারহু কীসা ॥৫
ইন্দ্রজীত আদিক বলবানা। হরষি উঠে জহঁ তহঁ ভট নানা ॥
ঝপটহিঁ করি বল বিপুল উপাঈ। পদ ন টরই বৈঠহিঁ সিরু নাঈ ॥৬
পুনি উঠি ঝপটহিঁ সুর আরাতী। টরই ন কীস চরন এহি ভাঁতি ॥
পুরুষ কুজোগী জিমি উরগারী। মোহ বিটপ নহিঁ সকহিঁ উপারী ॥৭

দোহা— কোটিন্হ মেঘনাদ সম সুভট উঠে হরষাই।
ঝপটহিঁ টরৈ ন কপি চরন পুনি বৈঠহিঁ সির নাই ॥৩৪ক॥
ভূমি ন ছাঁড়ত কপি চরন দেখত রিপু মদ ভাগ।
কোটি বিঘ্ন তে সন্ত কর মন জিমি নীতি ন ত্যাগ ॥৩৪খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তোর দন্তরাজি আমি পারি টুটিবারে। কিন্তু আজ্ঞা রঘুনাথ না দানিলা মোরে
হেন ক্রোধ হয় দেই মুণ্ড উপাড়িয়া। লঙ্কা ল'য়ে সিন্ধু-মাঝে দেই ডুবাইয়া ॥১
উডুম্বর ফল-সম তোর লঙ্কা জানি। শঙ্কাহীন কীট-সম তব বাসভূমি ॥
বাধা নাই কপি আমি যদি ফল খাই। উদার রাঘব কিন্তু আজ্ঞা দেন নাই ॥২
শুনি' যুক্তি দশানন হাসি' কথা কয়। ওরে মূঢ়! বহু মিথ্যা শিখিলি কোথায়?
বালিও না কভু মোরে দিল হেন গালি। তপস্বীর সনে মিলি' মিথ্যাবাদী হ'লি ॥৩

বাংলা অর্থ—মরু—মৃত্যুবরণ কর; নহিঁ বিদরহি—ফাটিয়া যাইতেছে না; মল রাশি—পাপে ভরা; সন্যপাত—সন্নিপাত জ্বর (ত্রিদোষকুপিত জ্বর); মনুজাদা—মনুষ্য-ভক্ষণকারী (রাক্ষস); চপেটন্হি লাগে—চপেটাঘাত করিলে; গিরহিঁ ন—খসিয়া যাইতেছে না; গিরিহহি—পড়িতে হইবে; বধ্য—হত হইয়াছিল; জল্পক—বাক্য উচ্চারণ-কারী; তোরিবে লায়ক—ভাঙ্গিবার যোগ্য; তোরৌঁ—ভাঙ্গিয়া দিব; বোরৌঁ—ডুবাইয়া দিব; গুলরি ফল—ডুমুর ফল; ন বারা—সময় লাগে না; ঝুঠাঈ—মিথ্যা কথা; লবারা—মিথ্যাবাদী; বীহা—বিশ; কোপা—কোপ করিল; রোপা—স্থাপন করিল; টারী সকসি—হঠাইতে পারিবি; হারী—হার মানিলাম; পছারহু—আছাড় দাও; ঝপটহিঁ—নাড়াইতে লাগিল; টরই ন—টলাইতে পারিল না; কুজোগী—বিষয়ী; উপারী সকহিঁ—উপড়াইতে পারে; ভাগ—চলিয়া গেল; ন ত্যাগ—ত্যাগ করে না; পাবহিগো—পাইবে; নিঅরানা—নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; (দো—৩৩-৩৪ ক, খ)

আমি মিথ্যাবাদী সত্য বিংশ-ভুজধারী! যদি তব দশ জিহ্বা উপাড়িতে নারি ॥
রামের প্রতাপ স্মরি' কপীশ কুপিল। সভা-মাঝে পণ করি' চরণ গাড়িল ॥৪
যদি মম পদ কেহ হঠা'তে পারিবে। সীতারে হারিব রাম গৃহেতে ফিরিবে ॥
ডাকিয়া সুযোদ্ধ গণে কহিল রাবণ। ভূতলে আছাড়ি' মারো ধরিয়া চরণ ॥৫
ইন্দ্রজিৎ আদি যত যোদ্ধা বলবান্। যেথা সেথা হরষিত করিল উত্থান ॥
বিপুল উপায়ে, বলে যুঝিল তখন। শির নমি' বসে কপি অটল চরণ ॥৬
রাক্ষসেরা উঠি' তা'রে করে আক্রমণ। কিন্তু না টলাতে পারে কপির চরণ ॥
ভুষুণ্ডী গরুড়ে কয়—বিষয়ী যেমন। মোহ-তরু উপাড়িতে না পারে কখন ॥৭

দোহা— কোটি কোটি যোদ্ধা মেঘনাদ-সম হরষিত হইয়া ধাইল।
আক্রমিল তা'রে পদ নাহি টলে শির নমি' বসিয়া পড়িল ॥৩৪ক॥
ভূমি না ছাড়িল কপির চরণ হেরি' রিপু-গর্ব্ব বিনাশিল।
কোটি বিঘ্ন হ'তে সাধুজন-মন যথা নীতি নাহিক ত্যজিল ॥৩৪খ॥

মূল

চৌ—কপি বল দেখি সকল হিয়ঁ হারে। উঠা আপু কপি কেঁ পরচারে ॥
গহত চরন কহ বালিকুমারা। মম পদ গহেঁ ন তোর উবারা ॥১
গহসি ন রাম চরন সঠ জাঈ। সুনত ফিরা মন অতি সকুচাঈ ॥
ভয়উ তেজহত শ্রী সব গঈ। মধ্য দিবস জিমি সসি সোহঈ ॥২
সিঙ্ঘাসন বৈঠেউ সির নাঈ। মানহুঁ সম্পতি সকল গঁবাঈ ॥
জগদাতমা প্রানপতি রামা। তাসু বিমুখ কিমি লহ বিশ্রামা ॥৩
উমা রাম কী ভৃকুটি বিলাসা। হোই বিস্ব পুনি পাবই নাসা ॥
তৃন তে কুলিস কুলিস তৃন করঈ। তাসু দূত পন কহু কিমি টরঈ ॥৪
পুনি কপি কহী নীতি বিধি নানা। মান ন তাহি কালু নিঅরানা ॥
রিপু মদ মথি প্রভু সুজসু সুনায়ো। য়হ কপি চল্যো বালি নৃপ জায়ো ॥৫
হতৌঁ ন খেত খেলাই খেলাঈ। তোহি অবহিঁ কা করৌঁ বড়াঈ ॥
প্রথমহিঁ তাসু তনয় কপি মারা। সো সুনি রাবন ভয়উ দুখারা ।৬
জাতুধান অঙ্গদ পন দেখী। ভয় ব্যাকুল সব ভএ বিসেষী ॥৭

দোহা— রিপু বল ধরষি হরষি কপি বালিতনয় বল পুঞ্জ।
পুলক সরীর নয়ন জল গহে রাম পদ কঞ্জ ॥৩৫ক॥
সাঁঝ জানি দসকন্ধর ভবন গয়উ বিলখাই।
মন্দোদরীঁ রাবনহি বহুরি কহা সমুঝাই ॥৩৫খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কপি-বল হেরি' সবে হারে মনে মনে। রাবণ উঠিল শুনি' কপির ঘোষণে ॥
চরণ ধরিলে কহে বালির কুমার। মম পদে ধরি' তোর না হবে উদ্ধার ॥১

হে শঠ ! কেন না ধরিস্ রামের চরণ। শুনিয়া ফিরিল অতি সঙ্কুচিত মন ॥
বিনষ্ট হইল শ্রী সকল তাহার। দিবা-মধ্যভাগে যথা শোভা চন্দ্রমার ॥২
সিংহাসনে বসিল সে শির করি' নত। মানো তা'র সব ধন যেন অপহৃত ॥
জগতের আত্মা যিনি প্রাণাধার রাম। তাঁহাতে বিমুখ পাবে কেমনে বিশ্রাম ॥৩
শিব ক'ন উমা ! রাম-ভ্রুভঙ্গি-বিলাসে। বিশ্ব-সৃষ্টি করে তথা সর্ব্ব বিশ্ব নাশে ॥
কুলিশেরে তৃণ করে বজ্র-সম তৃণে। তাঁহার দূতের গণ টলিবে কেমনে ॥৪
পুন কপি বহু নীতি করিল প্রচার। না মানে রাবণ, কাল সন্নিকট তা'র ॥
রিপু-মদ মথি' প্রভু-যশ শুনাইল। কহি' শেষে বালি-পুত্র বিদায় লইল—
খেলায়ে খেলায়ে যাবৎ যুদ্ধে না মারিব। তাবৎ বৃথাই তোরে বড়াই দেখাব ॥
প্রথমে তাহার সুতে বানর মারিল। তা' শুনি, রাবণ পুন দুঃখিত হইল ॥৬
প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অঙ্গদের শর। ভয়েতে ব্যাকুল হ'ল যত নিশাচর ॥৭

দোহা— ধর্ষি রিপু-বল হর্ষিত অঙ্গদ, বলধাম বালির তনয়।
শরীরে পুলক আঁখি-ভরা বারি রাম-পদে লইয়া আশ্রয় ॥৩৫ক॥
সন্ধ্যা সমাগত জানি' দশানন শূন্য-চিত্তে ভবনে চলিল।
মন্দোদরী তবে দশাননে পুন বুঝাইয়া কহিতে লাগিল ॥৩৫খ॥

মূল

চৌ—কন্ত সমুঝি মন তজহু কুমতিহী। সোহ ন সমর তুম্হহি রঘুপতিহী ॥
রামানুজ লঘু রেখ খচাঈ। সোউ নহিঁ নাঘেহু অসি মনুসাঈ ॥১
পিয় তুম্হ তাহি জিতব সংগ্রামা। জাকে দূত কের য়হ কামা ॥
কৌতুক সিন্ধু নাঘি তব লঙ্কা। আয়উ কপি কেহরী অসঙ্কা ॥২
রখবারে হতি বিপিন উজারা। দেখত তোহি অচ্ছ তেহিঁ মারা ॥
জারি সকল পুর কীন্হেসি ছারা। কহাঁ রহা বল গর্ব তুম্হারা ॥৩
অব পতি মৃষা গাল জনি মারহু। মোর কহা কছু হৃদয়ঁ বিচারহু ॥
পতি রঘুপতিহি নৃপতি জনি মানহু। অগ জগ নাথ অতুলবল জানহু ॥৪
বান প্রতাপ জান মারীচা। তাসু কহা নহিঁ মানেহি নীচা ॥
জনক সভাঁ অগনিত ভূপালা। রহে তুম্হউ বল অতুল বিসালা ॥৫
ভঞ্জি ধনুষ জানকী বিআহী। তব সংগ্রাম জিতেহু কিন তাহী ॥
সুরপতি সুত জানই বল থোরা। রাখা জিঅত আঁখি গহি ফোরা ॥৬
সূপনখা কৈ গতি তুম্হ দেখী। তদপি হৃদয়ঁ নহিঁ লাজ বিসেষী ॥৭

দোহা— বধি বিরাধ খর দূষনহি লীলাঁ হত্যো কবন্ধ।
বালি এক সর মার্‍যো তেহি জানহু দসকন্ধর ॥৩৬॥

বাংলা অর্থ—হারে—হারিয়া গেল ; পরচারে—প্রচারে (হুঙ্কারে) ; উবারা—উদ্ধার ; সোহঈ—শোভা পায় ; গবাঈ—ধ্বংস হইয়াছে ; নাসা—নাশ ; কহু—বল ; নিঅরানা

চৌ—হে কান্ত! বিচারি' মনে কুমতি ত্যজিবে। যুদ্ধে রঘুপতি-সনে কভু না জিনিবে
তদনুজ লঘু-রেখা একদা দানিলা। এহেন পৌরুষ তব লঙ্ঘিতে নারিলা ॥১
হে প্রিয়! সমরে চাহ তাহারে জিনিতে। যা'র দূত পারে হেন করম সাধিতে ॥
কৌতুকে সাগর লঙ্ঘি' তোমার লঙ্কাতে। অশঙ্কিত কপি-সিংহ পেরেছে পৌঁছিতে
দ্বারীরে হানিয়া তব কানন উজাড়ে। তোমার সম্মুখে নাশে অক্ষয়-কুমারে ॥
সব পুর জ্বালাইয়া করে ছারখার। কোথায় রহিল বলো গরব তোমার ।৩
এবে প্রিয়! মিথ্যা গর্ব্ব তুমি না করিবে। হিয়া-মাঝে মোর কথা কিছু বিচারিবে॥
রঘুপতি—নরপতি ইহা নাহি মানো। চরাচর-নাথ তিনি অতি বলী জানো ॥৪
বাণের প্রতাপ তাঁ'র জানিল মারীচ। তাঁ'র কথা না মানিলে বুঝি' তা'রে নীচ ॥
জনক-সভাতে ছিল অসংখ্য ভূপাল। তুমি সেথা ছিলে বলে অতুল-বিশাল ।৫
ধনুর্ভঙ্গ-ফলে যবে হয় সীতা-লাভ। সেকালে না করিলে ত' যুদ্ধের প্রস্তাব ॥
তা'র বলে ইন্দ্র-সুতে কিছু ছিল জ্ঞান। করি' আঁখি উৎপাটিত রাখিল জীবন ॥৬
সূর্পনখা-দশা তব সুবিদিত ছিল। তথাপি হৃদয়ে লজ্জা নাহিক আসিল ॥৭
দোহা— বধিয়া বিরাধে খরদূষণেরে লীলাচ্ছলে হানিল কবন্ধ।
এক শরে বধ বালির সাধিলা বুঝি' লও ওহে দশস্কন্ধ! ॥৩৬।

মূল

চৌ—জেহিঁ জলনাথ বঁধায়উ হেলা। উতরে প্রভু দল সহিত সুবেলা ॥
কারুনীক দিনকর কুল কেতু। দূত পঠায়উ তব হিত হেতু ॥১
সভা মাঝ জেহিঁ তব বল মথা। করি বরূথ মহুঁ মৃগপতি জথা ॥
অঙ্গদ হনুমত অনুচর জাকে। রন বাঁকুরে বীর অতি বাঁকে ॥২
তেহি কহঁ পিয় পুনি পুনি নর কহহূ। মুধা মান মমতা মদ বহহূ ॥
অহহ কন্ত কৃত রাম বিরোধা। কাল বিবস মন উপজ ন বোধা ॥৩
কাল দণ্ড গহি কাহু ন মারা। হরই ধর্ম বল বুদ্ধি বিচারা ॥
নিকট কাল জেহি আবত সাঈ। তেহি ভ্রম হোই তুম্হারিহি নাঈ ॥৪
দোহা— দুই সুত মরে দহেউ পুর অজহুঁ পূর পিয় দেহু।
কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ ভজি নাথ বিমল জসু লেহু ॥৩৭॥

—নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; চল্যো—চলিল; নৃপ জায়ো—নৃপপুত্র (বালিরাজ-পুত্র অঙ্গদ); খেত—ক্ষেত্র (রণক্ষেত্র); দুখারা—দুঃখী; বিলখাই—উদাস হইয়া; খচাই—টানিয়াছিল; নাঘেহু—লাফ দিয়া পার হইয়াছ; হতি—হত্যা করিয়া; অচ্ছ—অক্ষয়কুমার (রাবণ-পুত্র); গাল মারহু—বাক্যব্যয় করিবে; বিআহী—বিবাহ করিল; কিম—(প্রশ্নার্থক) কেন না; সুরপতি সুত—ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত; হত্যো—হনন করিলেন; (দো—৩৫-৩৬)

চৌ—যে অপার পারাবার হেলায় বাঁধিলা। সেনা-সহ সুবেলে যে প্রভু উত্তরিলা
সে প্রভু করুণাময় রবিকুল-কেতু। দূতেরে প্রেষিল জানো তব হিত-হেতু ॥১
সভা-মাঝে তব বল মথিত তেমন। করি-দল'পরে সিংহ আচরে যেমন ॥
অঙ্গদ ও হনুমান যা'র অনুচর। জটিল সংগ্রামে বীর কূট-নীতি-পর ॥২
হে প্রিয়! তাহারে কর তুচ্ছ নর জ্ঞান। গর্ব্ব-মোহ-মদ-মত্ত তোমার পরাণ ॥
হায় কান্ত! সেই রামে বিরোধ সাধিলে। কাল-বশে মন-মাঝে বোধ না আনিলে॥৩
কাল দণ্ড ধরি' মারে না কাহারে। হরে বল, বুদ্ধি তথা ধরম-বিচারে ॥
ওহে স্বামী! যা'র মৃত্যু নিকটে আগত। মতি-ভ্রম আসে জেনো তা'র তোমা'মত॥৪
দোহা— দু'টী পুত্র গেল নগর দহিল এবে কর ভ্রান্তি সংশোধন।
কৃপাসিন্ধু রামে ভজি' প্রিয় নাথ! শুভ্র যশ করহ অর্জ্জন ॥৩৭॥

মূল

চৌ—নারি বচন সুনি বিসিখ সমানা। সভাঁ গয়উ উঠি হোত বিহানা ॥
বৈঠ জাই সিংঘাসন ফূলী। অতি অভিমান ত্রাস সব ভূলী ॥১
ইহাঁ রাম অঙ্গদহি বোলাবা। আই চরন পঙ্কজ সিরু নাবা ॥
অতি আদর সমীপ বৈঠারী। বোলে বিহঁসি কৃপাল খরারী ॥২
বালিতনয় কৌতুক অতি মোহী। তাত সত্য কহু পূছউঁ তোহী ॥
রাবনু জাতুধান কুল টীকা। ভুজ বল অতুল জাসু জগ লীকা ॥৩
তাসু মুকুট তুম্হ চারি চলাএ। কহহু তাত কবনী বিধি পাএ॥
সুনু সর্বগ্য প্রনত সুখকারী। মুকুট ন হোহিঁ ভূপ গুন চারী ॥৪
সাম দাম অরু দণ্ড বিভেদা! নৃপ উর বসহিঁ নাথ কহ বেদা ॥
নীতি ধর্ম কে চরন সুহাএ। অস জিয়ঁ জানি নাথ পহিঁ আএ ॥৫
দোহা— ধর্মহীন প্রভু পদ বিমুখ কাল বিবস দসসীস।
তেহি পরিহরি গুন আএ সুনহু কোসলাধীস ॥৩৮ক॥
পরম চতুরতা শ্রবন সুনি বিহঁসে রামু উদার।
সমাচার পুনি সব কহে গঢ় কে বালিকুমার ॥৩৮খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নারীর বচন শুনি' তীক্ষ্ণ শর-সম। প্রভাতে রাবণ করে সভায় গমন ॥
স্ফীত হ'য়ে বসিলেন সিংহাসন'পরে। সব ত্রাস ভুলি' যা'ন অভিমান-ভরে ॥১

বাংলা অর্থ—জলনাথ—সমুদ্র; উতরে—পার হইলেন; মথা—মথিত করিয়াছিল; করি বরূথ—হস্তীর দল; রন বাঁকুরে—জটিল যুদ্ধে; বাঁকে বীর—চতুর বীর; মুধা—বৃথা; অহহ—হায়!; সাঁই—স্বামী; নাঈ—মত; পূর—পূর্তি, সমাপ্তি; (দো—৩৭)

অঙ্গদে ডাকা'ন রাম সুবেল-শিখরে। অঙ্গদ আসিয়া পদে শির নত করে॥
অতীব আদরে দিয়া সমীপে আসন। কৃপাল রাঘব তা'রে স্মিতহাস্যে ক'ন॥২
হে বালি-তনয়! জাগে মম কৌতুহল। পুছি' তোমা' সত্য তাত! কহত সকল॥
রক্ষঃকুল-রত্ন ব'লে রাবণ বিদিত। জগতে যাহার খ্যাতি, বল অতুলিত॥৩
চারিটি মুকুট তা'র তুমি নিক্ষেপিলে। কহ তাত! কি প্রকারে সে সব লভিলে?
শুন ওহে সর্ব্বজ্ঞানী! ভক্তে সুখকারী! তাহা ত' মুকুট নহে ভুপ-গুণ চারি।৪
চারি তত্ত্ব সাম, দান, দণ্ড ও বিভেদ। নৃপ-হৃদে নিবসিবে—ক'ন ইহা বেদ॥
নীতি-ধর্ম্মে এই চারি সুন্দর চরণ। মনে জানি' প্রভু-পার্শ্বে করে আগমন॥৫

দোহা— বিধর্ম্মী বিমুখ প্রভু-পদে আর কাল-বশ হেরি দশানন।
তাই তা'রে ত্যজি' হে কোশলাধীশ! তব পার্শ্বে করে আগমন॥৩৮ক

সুষ্ঠু চতুরতা শ্রবণে শুনিয়া হাসিলেন রাঘব উদার।
পুন সব কহে লঙ্কা-সমাচার যথা হেরে বালির কুমার॥৩৮খ

মূল

চৌ—রিপু কে সমাচার জব পাএ। রাম সচিব সব নিকট বোলাএ॥
লঙ্কা বাঁকে চারি দুআরা। কেহি বিধি লাগিঅ করহু বিচারা॥১
তব কপীস রিচ্ছেস বিভীষন। সুমিরি হৃদয়ঁ দিনকর কুল ভূষন॥
করি বিচার তিন্হ মন্ত্র দৃঢ়াবা। চারি অনী কপি কটকু বনাবা॥২
জথাজোগ সেনাপতি কীন্হে। জূথপ সকল বোলি তব লীন্হে॥
প্রভু প্রতাপ কহি সব সমুঝাএ। সুনি কপি সিংঘনাদ করি ধাএ॥৩
হরষিত রাম চরন সির নাবহিঁ। গহি গিরি সিখর বীর সব ধাবহিঁ॥
গর্জহিঁ তর্জহিঁ ভালু কপীসা। জয় রঘুবীর কোসলাধীসা॥৪
জানত পরম দুর্গ অতি লঙ্কা। প্রভু প্রতাপ কপি চলে অসঙ্কা॥
ঘটাটোপ করি চহুঁ দিসি ঘেরী। মুখহিঁ নিসান বজাবহিঁ ভেরী॥৫

দোহা— জয়তি রাম জয় লছিমন জয় কপীস সুগ্রীব।
গর্জহিঁ সিংঘনাদ কপি ভালু মহা বল সীঁব॥৩৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাবণের সমাচার সব যবে পান। রঘুনাথ মন্ত্রিগণে নিকটে ডাকা'ন॥
লঙ্কাতে রহি'ছে চারি বিকট দুয়ার। কি ভাবে তা' আক্রমিবে করহ বিচার॥১
সুগ্রীব ও জাম্ববান্ তথা বিভীষণ। স্মরে মনে দিনকর-কুলের ভূষণ॥
তিন জনে বিচারিয়া কার্য্য নিরূপিলা। কপি-সেনা চারি দলে বিভাগ করিলা॥২
যথাযোগ্য সেনাপতি করি' নির্ব্বাচন। তা'সবারে ডাকাইয়া আনিলা তখন॥
প্রভুর প্রতাপ কহি' সব বুঝাইল। শুনি' কপি সিংহনাদ করিয়া ধাইল॥৩

হরষিত রাম-পদে মস্তক নমিল। গিরি-শিরে চড়ি' সব সেনানী ধাইল ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ঋক্ষ ও কপীশ। কহি'—"জয় রঘুবীর কোশল-অধীশ" ॥৪
লঙ্কার পরম দুর্গ দুর্ভেদ্য জানিয়া। প্রভুর প্রতাপে যায় অশঙ্ক চলিয়া ॥
মেঘ-জাল-সম ঘিরি' তাহে চতুর্ভিতে। মুখেতে দামামা, ভেরী লাগায় ধ্বনিতে ॥৫
দোহা— "জয় রঘুনাথ, জয় রামানুজ জয়তু সুগ্রীব কপিবর"।
সিংহনাদে গর্জ্জে কপি-ঋক্ষ-দলে যাহারা অসীম বলধর ॥৩৯॥

মূল

চৌ—লঙ্কাঁ ভয়উ কোলাহল ভারী। সুনা দসানন অতি অহঁকারী ॥
দেখহু বনরন্হ কেরি ঢিঠাঈ। বিহঁসি নিসাচর সেন বোলাঈ ॥১
আএ কীস কাল কে প্রেরে। ছুধাবন্ত সব নিসাচর মেরে ॥
অস কহি অট্টহাস সঠ কীন্হা। গৃহ বৈঠেঁ অহার বিধি দীন্হা ॥২
সুভট সকল চারিহুঁ দিসি জাহূ। ধরি ধরি ভালু কীস সব খাহূ ॥
উমা রাখনহি অস অভিমানা। জিমি টিট্টিম খগ সুত উতানা ॥৩
চলে নিসাচর আয়সু মাগী। গহি কর ভিণ্ডিপাল বর সাঁগী ॥
তোমর মুদ্গর পরসু প্রচণ্ডা। সূল কৃপাল পরিঘ গিরিখণ্ডা ॥৪
জিমি অরুনোপল নিকর নিহারী। ধাবহিঁ সঠ খগ মাংস অহারী ॥
চোঞ্চ ভঙ্গ দুখ তিন্হহি ন সুঝা। তিমি ধাএ মনুজাদ অবুঝা ॥৫
দোহা— নানায়ুধ সর চাপ ধর জাতুধান বল বীর।
কোট কঁগূরন্হি চঢ়ি গএ কোটি কোটি রনধীর ॥৪০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—লঙ্কাতে উত্থিত হয় কোলাহল ভারী। তাহা শুনে দশানন অতি অহঙ্কারী ॥
বানরের প্রগল্‌ভতা যখন হেরিল। হাসি' রক্ষসেনা-দলে তখন ডাকিল ॥১
কালের প্রেরিত হেরি এ'সব বানর। ক্ষুধিত রয়ে'ছে মম যত নিশাচর ॥
অট্টহাস্য হাসি' শঠ তখন কহিল॥ ঘরে বসি' বিধি এবে খাদ্য মিলাইল ॥২
সুযোদ্ধা যাহারা হেথা চারিভিতে যাও। ঋক্ষ-কপিদলে ধরি' সবাকারে খাও ॥
হে উমা! রাবণ ধরে হেন অভিমান। টিট্টিভ যেমন করে শয়ন উত্তান ॥৩

বাংলা অর্থ—বিসিখ—বাণ; বিহান হোত—সকাল হইলে; ফূলী—গর্ব্বিত; কৌতুক—কৌতূহল; লীকা—বিখ্যাত; চলাএ—স্থানচ্যুত করিয়াছ; গঢ়—গড়খাই (চতুষ্পার্শ্বে জলবেষ্টিত স্থান); বাঁকে—বক্রভাবাপন্ন; লাগিঅ—আক্রমণ করিবে; রিচ্ছপ—ঋক্ষপতি; দৃঢ়াবা—দৃঢ়নিশ্চয় করিল; অনী—সেনাদল; বোলি লীন্হে—ডাকাইয়া আনিলেন; গহি—গ্রহণ করিয়া; ঘটাটোপ করি—মেঘের ন্যায় আড়ম্বর করিয়া; ঘেরী—ঘিরিয়া ফেলিল; সীঁব—সীমা; (দো—৩৮-৩৯)

নিশাচর চলে যত আদেশ মাগিয়া। শ্রেষ্ঠ বরশা ভিন্দিপাল স্বকরে লইয়া॥
তোমর, মুদগর তথা পরশু প্রচণ্ড। কৃপাণ, পরিঘ, শূল তথা গিরি-খণ্ড॥৪
আরক্ত উপলরাশি যেমন নেহারি'। ধায় মূঢ় বিহঙ্গম যারা মাংসাহারী॥
চঞ্চুভঙ্গ-দুঃখ-কথা মনে না বুঝিয়া। নর-ভোজী মূঢ় চলে তেমনি ধাইয়া॥৫
দোহা— বিবিধ আয়ুধ শর-চাপ-ধর যত নিশাচর বলী বীর।
দুর্গচূড়া'পরে উঠিয়া পড়িল কোটি কোটি যোদ্ধা রণধীর॥৪০॥

মূল

চৌ—কোট কঁগূরন্হি সোহহিঁ কৈসে। মেরু কে শৃঙ্গনি জনু ঘন বৈসে॥
বাজহিঁ ঢোল নিসান জুঝাউ। সুনি ধুনি হোই ভটন্হি মন চাউ॥১
বাজহিঁ ভেরি নফীরি অপারা। সুনি কাদর উর জাহিঁ দরারা॥
দেখিন্হ জাই কপিন্হ কে ঠট্টা। অতি বিসাল তনু ভালু সুভট্টা॥২
ধাবহিঁ গনহিঁ ন অবঘট ঘাটা। পর্বত ফোরি করহিঁ গহি বাটা॥
কটকটাহিঁ কোটিন্হ ভট গর্জহিঁ। দসন ওঠ কাটহিঁ অতি তর্জহিঁ॥৩
উত রাবন ইত রাম দোহাঈ। জয়তি জয়তি জয় পরী লরাঈ॥
নিসিচর সিখর সমূহ ঢহাবহিঁ। কূদি ধরহিঁ কপি ফেরি চলাবহিঁ॥৪
ছন্দ— ধরি কুধর খণ্ড প্রচণ্ড মর্কট ভালু গঢ় পর ডারহীঁ।
ঝপটহিঁ চরন গহি পটকি মহি ভজি চলত বহুরি পচারহী॥
অতি তরল তরুন প্রতাপ তরপহি তমকি গঢ় চঢ়ি চঢ়ি গএ।
কপি ভালু চঢ়ি মন্দিরন্হ জহঁ তহঁ রাম জসু গাবত ভএ॥
দোহা— একু একু নিসিচর গহি পুনি কপি চলে পরাই।
উপর আপু হেঠ ভট গিরহিঁ ধরনি পর আই॥৪১॥

চৌ—দুর্গের শিখর তথা তেমনি ভাতিল। মেরু শৃঙ্গ'পরে যথা বারিদ শোভিল॥
ঢোলক, দামামা, ভেরী বাজিতে লাগিল। ধ্বনি শুনি' যোদ্ধৃ-মনে উৎসাহ জাগিল
তুরী, ভেরী বাজে সংখ্যা নাহি গণনায়। শুনি' কাপুরুষ-হিয়া বিদারিতে চায়॥
ধাইয়া হেরিল তা'রা বানর সকল। বিশাল-শরীর যোদ্ধা ভল্লুকের দল॥২

বাংলা অর্থ—সেন—সেনা; প্রেরে—প্রেরণা; উতানা সূত—চিৎ হইয়া নিদ্রা যায়, (আকাশ ঢাকিবার অভিমানে); সাগী—বর্শা; অরুনোপল—লাল প্রস্তরখণ্ড; মনুজাদ—মানুষ ভক্ষণকারী রাক্ষস; অবুঝা—অবোধ, অবুঝ; কোট—প্রকোষ্ঠ; কঁগূরন্হি—সীমাপ্রাচীর; নিসান—ডঙ্কা; জুঝারু—ঝাঁঝর (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ); ভটন্হি—যোদ্ধগণের; চাউ—উৎসাহ; দরারা—হাহাকার; ঠট্টা—সমূহ; অবঘট—উঁচানীচু (অসমতল); ঘাটা—ঘাটি, স্থান; ওঠ—ওষ্ঠ; তরপহি—তৃপ্ত হয়; হেঠ—নীচে; (দো ৪০-৪১)

উচ্চ, নীচ নাহি মানি' ছুটিয়া চলিল। পর্ব্বত ভেদিয়া তা'রা পথ বিরচিল ॥
কড়-মড়ি দন্তে কোটি সেনা তর্জ্জিল। দন্তে ওষ্ঠ চাপি' তা'রা গর্জ্জন করিল ॥৩
রামে ও রাবণে দু'য়ে পাড়িল দোহাই। "জয় জয়" শব্দ করি' চলিল লড়াই ॥
নিশাচর গিরি-চূড়া দিল নিক্ষেপিয়া। লম্ফ দিয়া ধরি' কপি মারে ফিরাইয়া ॥৫

ছন্দ— গিরিখণ্ড ধরি' চণ্ড ঋক্ষ-কপি লঙ্কা-দুর্গ'পরে লাগে নিক্ষেপিতে।
ত্বরা আক্রমণে পদে ধরি' পুন ধরাশায়ী করি' লাগে আবাহিতে ॥
অতীব চঞ্চল তরুণ-প্রতাপী তর্জি দুর্গে তা'রা উঠিয়া চড়িল।
কপি, ঋক্ষ চড়ি' গৃহচূড়া'পরে রাম-যশ সেথা গাহিতে লাগিল ॥

দোহা— এক এক কপি এক নিশাচরে লইয়া চলিল পালাইয়া।
নিজে ঊর্দ্ধে রহে রক্ষ-সেনা নীচে ধরাতলে পড়িল আসিয়া ॥৪১॥

মূল

চৌ—রাম প্রতাপ প্রবল কপি জূথা। মর্দহিঁ নিসিচর সুভট বরূথা ॥
চঢ়ে দুর্গ পুনি জহঁ তহঁ বানর। জয় রঘুবীর প্রতাপ দিবাকর ॥১
চলে নিসাচর নিকর পরাঈ। প্রবল পবন জিমি ঘন সমুদাঈ ॥
হাহাকার ভয়উ পুর ভারী। রোবহিঁ বালক আতুর নারী ॥২
সব মিলি দেহিঁ রাবনহি গারী। রাজ করত এহিঁ মৃত্যু হঁকারী ॥
নিজ দল বিচল সুনী তেহিঁ কানা। ফেরি সুভট লঙ্কেস রিসানা ॥৩
জো রন বিমুখ সুনা মৈঁ কানা। সো মৈঁ হতব করাল কৃপানা ॥
সর্বসু খাই ভোগ করি নানা। সমর ভূমি ভএ বল্লভ প্রানা ॥৪
উগ্র বচন সুনি সকল ডেরানে। চলে ক্রোধ করি সুভট লজানে ॥
সন্মুখ মরন বীর কৈ সোভা। তব তিন্হ তজা প্রান কর লোভা ॥৫

দোহা— বহু আয়ুধ ধর সুভট সব ভিরহিঁ পচারি পচারি।
ব্যাকুল কিএ ভালু কপি পরিঘ ত্রিসূলন্হি মারি ॥৪২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম-বলে বলীয়ান্ কপি-দল যত। শ্রেষ্ঠ রক্ষোযোদ্ধা-দলে মর্দ্দে অবিরত ॥
যেথা সেথা দুর্গে চড়ি' বানর-নিকর। কহে "জয় রাম" তা'রা সম দিবাকর ॥১
যেথা যত নিশাচর ছুটিয়া পালায়। প্রবল পবন যথা মেঘেরে উড়ায় ॥
হাহাকার ধ্বনি উঠি' নগর ভরিল। বালক আতুর নারী কাঁদিতে লাগিল ॥২
সকলে মিলিয়া গালি দশাননে দিল। রাজত্ব রাখিতে সেই মৃত্যু আবাহিল ॥
নিজ-দল বিচলিত শ্রবণে পশিল। লঙ্কেশ সবারে ডাকি' রোষিয়া কহিল ॥৩
সমরে বিমুখ যা'রে শ্রবণে শুনিব। করাল কৃপাণে তা'রে আপনি বধিব ॥
সর্ব্বস্ব ভুঞ্জিয়া ভোগ করিয়া প্রচুর। রণভূমে প্রিয় প্রাণ লাগিছে মধুর ॥৪

কঠোর বচন শুনি' সবে ভয়ে ভীত। রুষ্ট হ'য়ে চলে সবে সুভট লজ্জিত ॥
সম্মুখ সমরে মৃত্যু বীরে শোভা পায়। চিন্তিয়া পরাণ তা'রা ত্যজিবারে চায় ৫

দোহা— বহু অস্ত্র ধরি' সুযোদ্ধা সকলে হুঙ্কারিয়া ভিড়িল আসিয়া।
ব্যাকুলিত করে ঋক্ষ, কপি-দলে পরিঘ ও ত্রিশূল মারিয়া ॥৪২॥

মূল

চৌ—ভয় আতুর কপি ভাগন লাগে। জদ্যপি উমা জীতিহহি আগে ॥
কোউ কহ কহঁ অঙ্গদ হনুমন্তা। কহঁ নল নীল দুবিদ বলবন্তা ॥১
নিজ দল বিকল সুনা হনুমানা। পচ্ছিম দ্বার রহা বলবানা ॥
মেঘনাদ তহঁ করই লরাঈ। টুট ন দ্বার পরম কঠিনাঈ ॥২
পবন তনয় মন ভা অতি ক্রোধা। গর্জেউ প্রবল কাল সম জোধা ॥
কূদি লঙ্ক গঢ় উপর আবা। গহি গিরি মেঘনাদ কহুঁ ধাবা ॥৪
ভঞ্জেউ রথ সারথী নিপাতা। তাহি হৃদয় মহুঁ মারেসি লাতা ॥
দুসরে সুত বিকল তেহি জানা। স্যন্দন ঘালি তুরত গৃহ আনা ॥৪

দোহা— অঙ্গদ সুনা পবনসুত গঢ় পর গয়উ অকেল।
রন বাঁকুরা বালিসুত তরকি চঢ়েউ কপি খেল ॥৪৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শিব ক'ন—ভীত কপি লাগিল পলাতে। যদ্যপি হে উমা! তা'রা জিনিবে পশ্চাতে ॥

কেহ কহে—"অঙ্গদ ও হনু গেলি কোথা। দ্বিবিদ, নল, নীল মুখ্য বলদাতা? ॥১
নিজ-দলে বিচলিত শুনে হনুমান। রক্ষিতেছে যে পশ্চিম দ্বার সুমহান্ ॥
মেঘনাদ সেই দ্বারে যুদ্ধরত ছিল। অতীব কঠোর সেই দ্বার না টুটিল ॥২
পবন-তনয়-মন অতীব রোষিল। কাল-সম সুযোদ্ধা সে প্রবল গর্জিল ॥
লম্ফ দিয়া লঙ্কা-গড়-উপরে উঠিল। গিরি ল'য়ে মেঘনাদ সমীপে ধাইল ॥৩
রথ ভাঙ্গি' দিল তথা সারথি মারিল। নিয়া তা'রে পদাঘাতে মথিত করিল ॥
দ্বিতীয় সারথি তা'রে বিকল জানিল। রথেতে উঠা'য়ে তারে গৃহেতে লইল ॥৪

দোহা— অঙ্গদ শুনিল পবন-তনয় দুর্গ'পরে একাকী চড়িল।
সমরে নিপুণ বালির তনয় ক্রীড়াচ্ছলে পশ্চাতে ছুটিল ॥৪৩॥

বাংলা অর্থ—পরাই—পলাইয়া; হঁকারী—ডাকিয়া; রিসানা—ক্রুদ্ধ হইল; হতব—হত্যা করিব; ডেরানে—ভয় পাইল; লজানে—লজ্জিত হইল; পচারি—চিৎকার করিয়া; ভিরহি—ভীড় করিল; জীতিহহি—জয়লাভ করিবে; কূদি—লাফ দিয়া; অকেল—একাকী; রন বাঁকুরা—রণনিপুণ; খেল—অনায়াসে; (দো ৪২-৪৩)

চৌ—জুদ্ধ বিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ দ্বৌ বন্দর। রাম প্রতাপ সুমিরি উর অন্তর ॥
রাবন ভবন চঢ়ে দ্বৌ ধাঈ। করহিঁ কোসলাধীস দোহাঈ ॥১
কলস সহিত গহি ভবনু ঢহাবা। দেখি নিসাচরপতি ভয় পাবা ॥
নারীবৃন্দ কর পীটহি ছাতী। অব দুই কপি আএ উতপাতী ॥২
কপিলীলা করি তিন্হহি ডেরাবহিঁ। রামচন্দ্র কর সুজসু সুনাবহিঁ ॥
পুনি কর গহি কঞ্চন কে খম্ভা। কহেন্হি করিঅ উতপাত অরম্ভা ॥৩
গর্জি পরে রিপু কটক মঝারী। লাগে মর্দৈ ভুজ বল ভারী ॥
কাহুহি লাত চপেটন্হি কেহূ। ভজহু ন রামহি সো ফল লেহূ ॥৪

দোহা— এক এক সোঁ মর্দহিঁ তোরি চলাবহিঁ মুণ্ড।
রাবন আগেঁ পরহিঁ তে জনু ফূটহিঁ দধি কুণ্ড ॥৪৪॥

পদ্যানুবাদ

রাক্ষস-সহ কপিসেনার যুদ্ধ

চৌ—সমরে অদম্য-ক্রোধী দুইটি বানর। রামের প্রতাপ স্মরে মনের ভিতর ॥
দশানন-গৃহ-চূড়ে চড়ি' দুই ভাই। কোশলের নৃপতির পাড়িল দোহাই ॥১
চূড়ার কলস-সহ গৃহ বিনাশিল। রক্ষঃপতি হেরি' তাহা সভয় হইল ॥
নারীবৃন্দ বক্ষ'পরে করাঘাত করি'। কহে দুই কপি আসে ঘোর অত্যাচারী ॥২
লীলাচ্ছলে কপি সবে ভয় দেখাইল। রাম-যশ সবাকারে শুনা'তে লাগিল ॥
স্বর্ণস্তম্ভ হাতে ল'য়ে কহিল আবার। করিব আরম্ভ তবে ঘোর অত্যাচার ॥৩
রিপু-সেনা-মাঝে তা'রা পড়িল গর্জ্জিয়া। ভুজ বলে দিল পুনঃ সবারে মর্দ্দিয়া ॥
কা'রে লাথি মারি', কা'রে চাপি' কর—কয়। রামে না ভজিলে জেনো
হেন ফল হয় ॥৪

দোহা— ঠোকা-ঠুকি করি' মস্তকে-মস্তকে হাতে ছিঁড়ি' ফেলি' দিল মুণ্ড।
রাবণের অগ্রে পড়ি' সে মস্তক ফাটি' গেল যেন দধি-কুণ্ড ॥৪৪॥

মূল

চৌ—মহা মহা মুখিআ জে পাবহিঁ। তে পদ গহি প্রভু পাস চলাবহিঁ ॥
কহই বিভীষনু তিন্হ কে নামা। দেহিঁ রাম তিন্হহূ নিজ ধামা ॥১

বাংলা অর্থ—**ঢহাবা**—ধ্বংস করিয়াছে; **পীটহিঁ**—আঘাত করিতেছে; **খম্ভা**—থাম; **পরে**—পড়িল; **লাত**—লাথি; **চপেটন্হি**—চাপড় মারিল; **এক এক সোঁ**—এক আর একজনের সঙ্গে; **চলাবহি**—ফেলিয়া দিল; **ফূটহি**—ভাঙ্গিয়া গেল; **মুখিআ**—মুখ্য (সেনাপতি); **তোরি**—ভাঙ্গিয়া; **বয়র**—শত্রু; **প্রবেসা**—প্রবেশ করিল; **দলমলি**—দলিত ও মর্দ্দিত করিয়া; **দ্বিজামিষ**—ব্রাহ্মণের মাংস; (দো—৪৪-৪৫)

খল মনুজাদ দ্বিজামিষ ভোগী। পাবহিঁ গতি জো জাচত জোগী ॥
উমা রাম মৃদুচিত করুনাকর। বয়র ভাব সুমিরত মোহি নিসিচর ॥২
দেহি পরম গতি সো জিয়ঁ জানী। অস কৃপাল কো কহহু ভবানী ॥
অস প্রভু সুনি ন ভজহি ভ্রম ত্যাগী। নর মতিমন্দ সে পরম অভাগী ॥৩
লঙ্কা দ্বৌ কপি সোহহি কৈসে। মথহি সিন্ধু দুই মন্দর জৈসে ॥৪

দোহা— ভুজ বল রিপু দল দলমলি দেখি দিবস কর অন্ত।
কুদে জুগল বিগত শ্রম আএ জহঁ ভগবন্ত ॥৪৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মহামুখ্য সেনাপতি যাহারে পাইল। পদে ধরি' প্রভু-পদে পহুঁছিয়া দিল ॥
বিভীষণ পরিচয় দিল তা'র নাম। তা'সবারে রঘুনাথ দেন নিজ-ধাম ॥১
নর, বিপ্র-মাংস-ভোজী, যা'রা খল ভোগী। তা'রা সেই গতি লভে যাহা চায় যোগী
হে উমা! সরল রাম করুণা-আকর। চিন্তে—রক্ষঃ বৈরী বটে, রাম-চিন্তাপর ॥২
পরাগতি দেন তা'রে তা'ও মনে জানি'। কে বলো কৃপাল হেন? কহত ভবানি!
ভ্রম ত্যজি' হেন প্রভু না সেবে যে জন। মন্দমতি কহি তা'রে অভাগা পরম ॥৩
অঙ্গদ ও হনুমান প্রবেশ লভিলা। লঙ্কা-দুর্গে,—অবধের নৃপতি কহিলা ॥
লঙ্কাতে দুইটি কপি কেমন শোভিলা। দুইটী মন্দর যেন সমুদ্র মথিলা ॥৪

দোহা— ভুজ-বলে সব রিপুরে মথিয়া হেরে যবে দিবা অবসান।
লাফ দিয়া আসে শ্রান্তি পরিহরি' কপি-যুগ যেথা ভগবান্ ॥৪৫॥

মূল

চৌ—প্রভু পদ কমল সীস তিন্হ নাএ। দেখি সুভট রঘুপতি মন ভাএ ॥
রাম কৃপা করি জুগল নিহারে। ভএ বিগতশ্রম পরম সুখারে ॥১
গএ জানি অঙ্গদ হনুমানা। ফিরে ভালু মর্কট ভট নানা ॥
জাতুধান প্রদোষ বল পাঈ। ধাএ কপি দসসীস দোহাঈ ॥২
নিসিচর অনী দেখি কপি ফিরে। জহঁ তহঁ কটকটাই ভট ভিরে ॥
দ্বৌ দল প্রবল পচারি পচারী। লরত সুভট নহিঁ মানহিঁ হারী ॥৩
মহাবীর নিসিচর সব কারে। নানা বরন বলীমুখ ভারে ॥
সকল জুগল দল সমবল জোধা। কৌতুক করত লরত করি ক্রোধা ॥৪
প্রাবিট সরদ পয়োদ ঘনেরে। লরত মনহুঁ মারুত কে প্রেরে ॥
অনিপ অকম্পন অরু অতিকায়া। বিচলত সেন কীন্হি ইন্হ মায়া ॥৫
ভয়উ নিমিষ মহঁ অঁধিআরা। বৃষ্টি হোই রুধিরোপল ছারা ॥৬

দোহা— দেখি নিবিড় তম দসহুঁ দিসি কপিদল ভয়উ খভার ॥
একহি এক ন দেখঈ জহঁ তহঁ করহিঁ পুকার ॥৪৬॥

চৌ—প্রভু-পাদ-পদ্মে তা'রা মস্তক নমিলা। যোদ্ধা হেরি' রঘুপতি সন্তুষ্ট হইলা॥
রঘুনাথ কৃপা করি' দোঁহারে হেরিলা। শ্রান্তি দূরে গেল মন আনন্দে ডুবিলা॥১
অঙ্গদ ও হনুমান ফিরিছে জানিয়া। ঋক্ষ, কপি সৈন্য যত আসিল ফিরিয়া॥
নিশাচর নিশাযোগে শকতি লভিয়া। ধায় বেগে রাবণের দোহাই পাড়িয়া॥২
নিশাচর-সেনা দেখি' কপিদল ফিরে। কট্‌কট্‌ শব্দে সবে সেথা আসি' ভিড়ে॥
একে আনে আবাহয়ে বলী দু'টি দল। কেহ নাহি হার মানে যুঝিল প্রবল॥৩
মহাবল নিশাচর কৃষ্ণ কলেবর। আকারে বিবিধ কপি বহু বর্ণধর॥
দু'টি দল বলীয়ান্ সমরে নিপুণ। কুতূহলী যুদ্ধ'পর ক্রোধেতে আগুন।৪
বর্ষা ও শারদ মেঘ মিলে পরস্পর। মারুত-প্রেরিত যেন রহে যুদ্ধপর॥
অনিপ ও অকম্পন তথা অতিকায়। সেনা বিচলিত হেরি' মায়া সৃজে তায়॥৫
নিমেষের মাঝে হয় ঘোর অন্ধকার। বরষিত হয় রক্ত, প্রস্তর ও ক্ষার॥৬

দোহা— নিবিড় আঁধার দশদিকে হেরি' কপিদল চঞ্চল হইল।
একে অন্য জনে হেরিতে নারিল চারিভিতে চিৎকার উঠিল॥৪৬

মূল

চৌ—সকল মরমু রঘুনায়ক জানা। লিএ বোলি অঙ্গদ হনুমানা॥
সমাচার সব কহি সমুঝাএ। সুনত কোপি কপিকুঞ্জর ধাএ॥১
পুনি কৃপাল হঁসি চাপ চঢ়াবা। পাবক সায়ক সপদি চলাবা॥
ভয়উ প্রকাস কতহুঁ তম নাহীঁ। গ্যান উদয়ঁ জিমি সংসয় জাহীঁ॥২
ভালু বলীমুখ পাই প্রকাসা। ধাএ হরষ বিগত শ্রম ত্রাসা॥
হনূমান অঙ্গদ রন গাজে। হাঁক সুনত রজনীচর ভাজে॥৩
ভাগত ভট পটকহিঁ ধরি ধরনী। করহিঁ ভালু কপি অদ্ভুত করনী॥
গহি পদ ডারহিঁ সাগর মাহীঁ। মকর উরগ ঝষ ধরি ধরি খাহীঁ॥৪

দোহা— কছু মারে কছু ঘায়ল কছু গঢ় চঢ়ে পরাই।
গর্জহিঁ ভালু বলীমুখ রিপু দল বল বিচলাই॥৪৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সকল মরম-কথা শ্রীরাম জানেন। অঙ্গদে ও হনূমানে ডাকিয়া লয়েন॥
দোঁহারে সকল কথা কহিয়া বুঝান। কপিবর দুইজন ক্রুদ্ধ সাথে যা'ন॥১

বাংলা অর্থ—নাএ—নত করিল ; কটকটাই—বিকট শব্দ করিয়া ; ভিরে—ভিড়িল; মিলিত হইল ; পচারি—যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া ; কারে—কালো রং বিশিষ্ট ; প্রাবিট্—বর্ষাকাল ; অনিপ—সেনাপতি ; ছারা—ছাই ; খভার—ব্যাকুল ; প্রকাস—আলোকিত ; কবহু—কোথাও ; গাজে—গর্জ্জন করিল ; পটকহিঁ—আছাড় মারিল ; বলীমুখ—বানর ; বিচলাই—বিচলিত করিয়া ; পরাই—পলায়ন করিয়া ; (দো ৪৬-৪৭)

কৃপাল করেন তবে ধনুক ধারণ। অগ্নিবাণ জুড়ি' তাহে করেন ক্ষেপণ॥
আলোক ভাতিল তম বিনাশ লভিল। জ্ঞানের উদয়ে যেন সংশয় নাশিল॥২
ঋক্ষ কপি হেন মতে আলোক লভিয়া। বিনাশিত-শ্রম-ত্রাস চলে হৃষ্ট হিয়া॥
হনুমান অঙ্গদের সমর-গর্জ্জন। শুনি' যত নিশাচর করে পলায়ন॥৩
পলায়ন-পর সৈন্যে ভূমে আছাড়িল। হেনমতে কপি ঋক্ষ বিচিত্র যুঝিল॥
পদে ধরি' নিক্ষেপিল সাগর-মাঝারে। কুম্ভীর উরগ মৎস্য ভক্ষিল সবারে॥৪
দোহা— কা'রে সংহারিল কা'রে বা হানিল কেহ দুর্গে চড়ি' পলাইল॥
গর্জ্জি' ঋক্ষ কপি শত্রু সেনা-দলে বিচলিত করিতে লাগিল॥৪৭॥

মূল

চৌ—নিসা জানি কপি চারিউ অনী। আএ জহাঁ কোসলা ধনী॥
রাম কৃপা করি চিতবা সবহী। ভএ বিগতশ্রম বানর তবহী॥১
উহাঁ দসানন সচিব হঁকারে। সব সন কহেসি সুভট জে মারে॥
আধা কটকু কপিন্হ সংঘারা। কহহু বেগি কা করিঅ বিচারা॥২
মাল্যবন্ত অতি জরঠ নিসাচর। রাবন মাতু পিতা মন্ত্রী বর॥
বোলা বচন নীতি অতি পাবন। সুনহু তাত কছু মোর সিখাবন॥৩
জব তে তুম্হ সীতা হরি আনী। অসগুন হোহিঁ ন জাহিঁ বখানী॥
বেদ পুরান জাসু জসু গায়ো। রাম বিমুখ কাহুঁ ন সুখ পায়ো॥৪
দোহা— হিরন্যাচ্ছ ভ্রাতা সহিত মধু কৈটভ বলবান।
জেহিঁ মারে সোই অবতরেউ কৃপাসিন্ধু ভগবান॥৪৮ক॥
কালরূপ খল বন দহন গুনাগার ঘনবোধ।
সিব বিরঞ্চি জেহি সেবহিঁ তাসোঁ কবন বিরোধ॥৪৮খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কপি চারি দল নিশা সমাগত জানি। পহুঁছিল সেথা যেথা রহে রঘুমণি॥
রঘুনাথ কৃপা করি সবারে হেরিলা। তাহে ক্লান্তি কোন জন আর না ভুঞ্জিলা॥১
লঙ্কাতে রাবণ তবে সচিবে ডাকিল। যাহারা নিহত যোদ্ধা সবারে বর্ণিল॥
আমার অর্দ্ধেক সৈন্য মারিল বানর। এবে কি উপায় বল বিচারি' সত্বর॥২
মাল্যবান্ ছিল অতি বৃদ্ধ নিশাচর। দশানন-মাতামহ-সচিব-প্রবর॥
কহিলেন নীতিগর্ভ-বাণী সুপাবন— মম শিক্ষা কিছু তাত! করহ শ্রবণ॥৩
যখন হইতে হরি' আনিলে সীতারে। অমঙ্গল-চিহ্ন হেরি অসংখ্য প্রকারে॥
বেদে ও পুরাণে যা'র বহু যশ গায়। সে রামে বিমুখ যেই সুখ নাহি পায়॥৪
সমাপি' পঁচিশ দিন মাস পারায়ণে।
সভক্তি এ দীন নমে শ্রীরাম-চরণে॥

দোহা— *সভ্রাতা মারেন হিরণ্যাক্ষে আর মধু ও কৈটভ বলবান্।
যিনি তিনি এই অবতার-রূপে হ'ন কৃপাসিন্ধু ভগবান্ ॥৪৮-ক॥
কাল রূপ যিনি খল-বন-দাহী গুণধাম তথা জ্ঞান-নিকেতন।
শিব তথা ব্রহ্মা পূজেন যাঁহারে তাঁ'র সনে বলো বিরোধ কেমন ॥৪৮-খ

মূল

চৌ—পরিহরি বয়রু দেহু বৈদেহী। ভজহু কৃপানিধি পরম সনেহী॥
তাকে বচন বান সম লাগে। করিআ মুহ করি জাহি অভাগে ॥১
বূঢ় ভএসি ন ত মরতেউঁ তোহী। অব জনি নয়ন দেখাবসি মোহী॥
তেহিঁ অপনে মন অস অনুমানা। বধ্যো চহত এহি কৃপানিধানা ॥২
সো উঠি গয়উ কহত দুর্বাদা। তব সকোপ বোলেউ ঘননাদা॥
কৌতুক প্রাত দেখিঅহু মোরা। করিহউঁ বহুত কহৌঁ কা থোরা ॥৩
সুনি সুত বচন ভরোসা আবা। প্রীতি সমেত অঙ্ক বৈঠাবা॥
করত বিচার ভয়উ ভিনুসারা। লাগে কপি পুনি চহূঁ দুআরা ॥৪
কোপি কপিন্হ দুর্ঘট গঢ় ঘেরা। নগর কোলাহলু ভয়উ ঘনেরা॥
বিবিধায়ুধ ধর নিসিচর ধাএ। গঢ় তে পর্বত সিখর ঢহাএ ॥৫

ছন্দ— ঢাহে মহীধর সিখর কোটিন্হ বিবিধ বিধি গোলা চলে।
ঘহরাত জিমি পবিপাত গর্জত জনু প্রলয় কে বাদলে॥
মর্কট বিকট ভট জুটত কটত ন লটত তন জর্জর ভএ।
গহি সৈল তেহি গঢ় পর চলাবহিঁ জহঁ সো তহঁ নিসিচর হএ॥

দোহা— মেঘনাদ সুনি শ্রবন অস গঢ় পুনি ছেঁকা আই।
উতর্যো বীর দুর্গ তেঁ সন্মুখ চল্যো বজাই ॥৪৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শত্রুতা ত্যজিয়া তুমি সীতা প্রত্যর্পিবে। অতি স্নেহ-পরায়ণ রামেরে ভজিবে
তা'র বাক্য দশাননে লাগে বাণ-সম। কহে কালামুখ! দূর হও হে অধম! ॥১

বাংলা অর্থ— **কোসলা ধনী**—কোশলপতি (শ্রীরাম); **কটকু**—সেনা; **বিচারা**—সিদ্ধান্ত, উপায়; **জরঠ**—বৃদ্ধ; **সিখাবন**—শিক্ষা; **আনী**—আনিয়াছ; **গায়ো**—গাহিয়াছে; **ন পায়ো**—পায় নাই; **ঘন বোধ**—জ্ঞানমূর্ত্তি; **তাসোঁ**—তাহার সঙ্গে; **মরতেউঁ**—মারিয়া ফেলিতাম; **অনুমানা**—অনুমান করিল; **ঘন নাদা**—মেঘনাদ; [**অঙ্ক**—কোল; **ভিনুসারা**—প্রভাত; **কোপি**—কোপ করিয়া; **ঘেরা**—ঘিরিয়া ফেলিল; **ঘনেরা**—প্রবল; **ঢহায়ে**—ধ্বংস করিল; **ঘহরাত**—গর্জ্জন করিল; **পবিপাত**—বজ্রপাত; **বাদলে**—মেঘ; **জুটত**—মিলিল; **কটত**—কাটা গেল; **ন লটত**—নিরুৎসাহ হয় নাই; **হএ**—হত্যা করিল; **ছেঁকা আই**—ঘেরাও হইয়াছে; **উতর্যো**—উত্তরণ করিল; **বজাই**—(ডঙ্কা) বাজাইয়া; **চল্যো**—চলিল; **দুর্বাদা**—দুর্বাক্য; (দো—৪৮-৪৯)

* সভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু ও তদ্ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ

বৃদ্ধ না হইলে তোমা' বধ করিতাম। এবে না দেখাসে মোরে তোমার বয়ান ॥
এই অনুমান তা'র মনে উপজয়। কৃপাময় হাত হ'তে মৃত্যু সুনিশ্চয় ॥২
সবারে দুর্ব্বাক্য কহি' উঠি' সে চলিল। মেঘনাদ কোপ-ভ'রে তখন বলিল ॥
প্রভাতে দেখিবে কল্য কৌতুক আমার। করিব অনেক, কহি' লাভ নাই তা'র ॥৩
পুত্র-বাক্য শুনি' মনে আশা পুষিলেন। প্রীতি-ভরে তা'রে লয়ে কোলে বসালেন ॥
বিচার করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। চারি দ্বারে কপি-দলে আসিয়া পৌঁছিল ॥৪
দুর্গম দুর্গেরে ক্রুদ্ধ কপিরা ঘিরিল। কোলাহলে পুর সব ভরিয়া উঠিল ॥
বিবিধ আয়ুধ-ধর রাক্ষস ধাইল। দুর্গ হ'তে গিরি-চূড়া ফেলিতে লাগিল ॥৫

ছন্দ— ভূধর শিখর কোটি নিক্ষেপিল বিবিধ প্রকারে গোলাগুলি চলে।
ঘর্ঘর ধ্বনিতে বজ্রপাত-সম গর্জ্জিল যেমন প্রলয় বাদলে ॥
বিকট মর্কট সেনা এক-জোটে জর্জ্জরিত তবু নাহিক ফিরিল।
ধরিয়া পাষাণ তা'রা দুর্গ'পরে নিক্ষেপি' সকল রাক্ষসে মারিল ॥

দোহা— মেঘনাদ-কানে পশিল যখন দুর্গ পুন কপিতে বেষ্টিত।
দুর্গ হ'তে নামি' বীরবর রণে করিলেন বাদ্য নিনাদিত ॥৪৯॥

মূল

চৌ—কহঁ কোসলাধীস দ্বৌ ভ্রাতা। ধন্বী সকল লোক বিখ্যাতা ॥
কহঁ নল নীল দুবিদ সুগ্রীবা। অঙ্গদ হনূমন্ত বল বল সীঁবা ॥১
কহাঁ বিভীষনু ভ্রাতাদ্রোহী। আজু সবহি হঠি মারউঁ ওহী ॥
অস কহি কঠিন বান সন্ধানে। অতিসয় ক্রোধ শ্রবন লগি তানে ॥২
সর সমূহ সো ছাড়ৈ লাগা। জনু সপচ্ছ ধাবহিঁ বহু নাগা ॥
জহঁ তহঁ পরত দেখিঅহিঁ বানর। সন্মুখ হোই ন সকে তেহি অবসর ॥৩
জহঁ তহঁ ভাগি চলে কপি রীছা। বিসরী সবহি জুদ্ধ কৈ ঈছা ॥
সো কপি ভালু ন রন মহঁ দেখা। কীন্হেসি জেহি ন প্রান অবসেষা ॥৪

দোহা— দস দস সর সব মারেসি পরে ভূমি কপি বীর।
সিংহনাদ করি গর্জা মেঘনাদ বল ধীর ॥৫০॥

পদ্যানুবাদ

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

চৌ—কহেন—কোশলাধীশ কোথা দুই জনে। ধনুর্দ্ধর-রূপে খ্যাত সকল ভুবনে ॥
দ্বিবিদ, সুগ্রীব, নল, নীল কোথা তা'রা। অঙ্গদ ও হনু কোথা বল-সীমা যা'রা ॥১
ভ্রাতৃদ্রোহী বিভীষণ রয়েছে কোথায়? সবারে মারিব ধ্রুব বিশেষতঃ তা'য় ॥
ইহা কহি' সন্ধানিয়া সুকঠোর বাণ। আকর্ণ পুরিয়া অতি ক্রোধে দিলা টান ॥২
শরজাল হেন ভাবে নিক্ষিপ্ত হইল। পক্ষ-যুত নাগ যেন ধাবিতে লাগিল ॥
যেথা সেথা কপিগণ লাগিল পড়িতে। তাহার সম্মুখে কেহ না পারে যাইতে ॥৩

কপি, ঋক্ষ যেথা সেথা পলা'তে লাগিল। যুদ্ধ-অভিপ্রায় যেন সবে বিস্মরিল ॥
হেন কপি ঋক্ষ বহু দেখা গেল রণে। যা'রা শুধু বেঁচে গেল কেবল পরাণে ॥৪
দোহা— দশ দশ শরে সবারে হানিল ভূমি'পরে পড়ে কপিবীর।
করি' সিংহনাদ গর্জ্জে মেঘনাদ অতিশয় বলবান ধীর ॥৫০॥

মূল

চৌ—দেখি পবনসুত কটক বিহালা। ক্রোধবন্ত জনু ধায়উ কালা ॥
মহাসৈল এক তুরত উপারা। অতি রিস মেঘনাদ পর ডারা ॥১
আবত দেখি গয়উ নভ সোঈ। রথ সারথী তুরগ সব খোঈ ॥
বার বার পচার হনুমানা। নিকট ন আব মরমু সো জানা ॥২
রঘুপতি নিকট গয়উ ঘননাদা। নানা ভাঁতি করেসি দুর্বাদা ॥
অস্ত্র সস্ত্র আয়ুধ সব ডারে। কৌতুকহীঁ প্রভু কাটি নিবারে ॥৩
দেখি প্রতাপ মূঢ় খিসিআনা। করৈ লাগ মায়া বিধি নানা ॥
জিমি কোউ করৈ গরুড় সৈঁ খেলা। ডরপাবৈ গহি স্বল্প সপেলা ॥৪
দোহা— জাসু প্রবল মায়া বস সিব বিরঞ্চি বড় ছোট।
তাহি দিখাবই সিসিচর নিজ মায়া মতি খোট ॥৫১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সেনাগণে হনুমান কাতর হেরিয়া। ক্রোধ করি' কাল-সম চলিল ধাইয়া ॥
এক মহাশৈল ধরি' ত্বরা উপাড়িল। অতি ক্রোধে মেঘনাদ 'পরে নিক্ষেপিল ॥১
পর্ব্বতে আকাশে যবে উড়িতে হেরিল। সারথি তুরগ রথ সব তেয়াগিল ॥
বার বার আবাহন করে হনুমান। মর্ম্ম জানি' রক্ষ নাহি করে অভিযান ॥২
রঘুপতি-পার্শ্বে তবে যায় মেঘনাদ। বিবিধ প্রকারে তাঁ'রে করে নিন্দাবাদ ॥
অস্ত্র-শস্ত্র-আয়ুধাদি প্রয়োগ করিল। প্রভু তাহা ক্রীড়াচ্ছলে কাটি' নিবারিল ॥৩
রামের প্রতাপ হেরি' মূঢ় লাজে ভরে। মায়ার বিস্তার তবে বহুধা আচরে ॥
যথা কেহ ক্রীড়াপর গরুড়ের সনে। ল'য়ে ছোট সাপ ব্যস্ত ভয় প্রদর্শনে ॥৪
দোহা— বলী মায়া যা'র বিবশে সবারে বড় ছোট নর, ব্রহ্মা ও শঙ্কর।
তা'রে দেখাইবে নিজ মায়াজাল যেই অতি হীনমতি নিশাচর ॥৫১॥

বাংলা অর্থ—বল সীঁবা—সর্ব্বাপেক্ষা বলী; হঠি—হঠতাপূর্ব্বক (অবশ্যই); তানে—তীর সন্ধান করিল; সপচ্ছ—পক্ষসহ; পরত দেখিঅহিঁ—পড়িতে দেখা গেল; বীসরী—ভুলিয়া গেল; ন দেখা—দেখা গেল না; বিহালা—বিহ্বল; উপারা—উপাড়িল; খোঈ—নষ্ট হইল; পচার—হুঙ্কার করিল; জানা—জানিত; দুর্বাদা করেসি—কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল; কৌতুকহীঁ—অনায়াসে; খিসিয়ানা—লজ্জিত হইল; সপেলা—সাপের বাচ্চা; ডরপাবৈ—ভয় দেখায়; খোট—নীচাশয়; (দো—৫০-৫১)

মূল

চৌ—নভ চঢ়ি বরষ বিপুল অঙ্গারা। মহি তে প্রগট হোহিঁ জলধারা॥
নানা ভাঁতি পিসাচ পিসাচী। মারু কাটু ধুনি বোলহিঁ নাচী।১
বিষ্টা পুয রুধির কচ হাড়া। বরষই কবহুঁ উপল বহু ছাড়া॥
বরষি ধুরি কীন্হেসি অঁধিআরা। সূঝ ন আপন হাথ পসারা॥২
কপি অকুলানে মায়া দেখেঁ। সব কর মরন বনা এহি লেখেঁ॥
কৌতুক দেখি রাম মুসুকানে। ভএ সভীত সকল কপি জানে॥৩
এক বান কাটি সব মায়া। জিমি দিনকর হর তিমির নিকায়া॥
কৃপাদৃষ্টি কপি ভালু বিলোকে। ভএ প্রবল রন রহহিঁ ন রোকে॥৪

দোহা— আয়সু মাগি রাম পহিঁ অঙ্গদাদি কপি সাথ।
লছিমন চলে ক্রুদ্ধ হোই বান সরাসন হাথ॥৫২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—আকাশে চড়িয়া বর্ষে বিপুল অঙ্গার। পৃথিবী হইতে বহে নানা জলধার॥
বিবিধ প্রকারে যত পিশাচ পিশাচী। মারো কাটো হেন ধ্বনি করে নাচি' নাচি'॥২
বিষ্ঠা-পুয-রক্ত-অস্থি-কেশ বরষিল। কভু বা প্রস্তর বহু নীচে নিক্ষেপিল॥
ধুলি বরষিয়া হেন সৃজিল আঁধার। কেহ সেথা না বুঝিল স্বহস্ত প্রসার॥৩
মায়া হেরি' কপিগণ আকুল হইল। হেনমতে সবাকার মরণ চিন্তিল॥
কৌতুক হেরিয়া রাম ঈষৎ হাসিলা। কপিগণে ভীত সবে জানিয়া লইলা॥৩
সব মায়া নাশিলেন রাম বাণ হানি'। তিমির-নিকরে নাশে যথা দিনমণি।
কপি, ঋক্ষ'পরে রাম কৃপাদৃষ্টি দিলা। তাহারা প্রবল রণে দুর্দ্ধর্ষ হইলা॥৪

দোহা— আদেশ লভিয়া রামের নিকটে অঙ্গদাদি সবে কপি-সাথে।
লক্ষ্মণ চলিলা ক্রোধিত হইয়া বাণ-শরাসন ল'য়ে হাথে॥৫২॥

মূল

চৌ—ছতজ নয়ন উর বাহু বিসালা। হিমগিরি নিভ তনু কছু এক লালা॥
ইহাঁ দসানন সুভট পঠাএ। নানা অস্ত্র সস্ত্র গহি ধাএ॥১
ভূধর নখর বিটপায়ুধ ধারী। ধাএ কপি জয় রাম পুকারী॥
ভিরে সকল জোরিহি সন জোরী। ইত উত জয় ইচ্ছা নহিঁ থোরী॥২
মুঠিকন্হ লাতন্হ দাতন্হ কাটহিঁ। কপি জয়সীল মারি পুনি ডাটহিঁ॥
মারু মারু ধরু ধরু ধরু মারূ। সীস তোরি গহি ভুজা উপারূ॥৩
অসি রব পূরি রহী নব খণ্ডা। ধাবহিঁ জহঁ তহঁ রুণ্ড প্রচণ্ডা॥
দেখহিঁ কৌতুক নভ সুর বৃন্দা। কবহুঁক বিসময় কবহুঁ অনন্দা॥৪

দোহা— রুধির গাড় ভরি ভরি জম্যো উপর ধুরি উড়াই।
জনু অঙ্গার রাসিন্হ পর মৃতক ধুম রহ্যো ছাই॥৫৩॥

চৌ—রক্ত চক্ষু, দৃঢ় বক্ষ, দুবাহু বিশাল। হিমগিরি-নিভ তনু কিছু তাহা লাল ॥
এ পক্ষেতে দশানন সুযোদ্ধা পাঠায়। সবে নানা অস্ত্র শস্ত্র সাথে ল'য়ে যায় ॥১
গিরি-নখ-বৃক্ষ-অস্ত্র ধরি' কপিদলে। "জয় রাম" ফুকারিয়া ধেয়ে ধেয়ে চলে ॥
দুই দুই জনে মিলি' সকলে যুঝিল। জয়েচ্ছা দু'পক্ষে কা'রো কম নাহি ছিল ॥২
মুষ্ট্যাঘাতে, পদাঘাতে, দন্তের দংশনে। জয়শীল কপি মারে অথবা ভৎ‍র্সনে ॥
মারো মারো ধরো ধরো মারহ ধরিয়া। মাথা ভাঙ্গো, ঘাড় ধরি' দাও উলটিয়া ॥৩
এই রবে সব স্থান প্রপূরিত রয়। যেথা সেথা দেহ-খণ্ড ধাবমান হয় ॥
কৌতুক হেরিল নভে যত সুর-দলে। আনন্দ, বিস্ময় দু'য়ে ভরিল সকলে ॥৪
দোহা— গর্ত্তে রক্ত ভরে, তা'র 'পরে জমে নভঃপথ ধূলিতে ভরিল ॥
জলন্ত অঙ্গারে ভস্ম আবরিছে ধূম যেন তাহে উদ্‌গারিল ॥৫৩॥

মূল

চৌ—ঘায়ল বীর বিরাজহিঁ কৈসে। কুসুমিত কিংসুক কে তরু জৈসে ॥
লছিমন মেঘনাদ দ্বৌ জোধা। ভিরহিঁ পরসপর করি অতি ক্রোধা ॥১
একহি এক সকই নহিঁ জীতি। নিসিচর ছল বল করই অনীতি ॥
ক্রোধবন্ত তব ভয়উ অনন্তা। ভঞ্জেউ রথ সারথী তুরন্তা ॥২
নানা বিধি প্রহার কর সেষা। রাচ্ছস ভয়উ প্রান অবসেষা ॥
রাবন সুত নিজ মন অনুমানা। সংকঠ ভয়উ হরিহি মম প্রানা ॥৩
বীরঘাতিনী ছাড়িসি সাঁগী। তেজপুঞ্জ লছিমন উর লাগী ॥
মুরুছা ভঈ সক্তি কে লাগেঁ। তব চলি গয়উ নিকট ভয় ত্যাগেঁ ॥৪
দোহা— মেঘনাদ সম কোটি সত জোধা রহে উঠাই।
জগদাধার সেষ কিমি উঠৈ চলে খিসিআই ॥৫৪॥

চৌ—সমরে আহত বীর শোভিল কেমন। ফুল্ল পলাশের তরু বিরাজে যেমন ॥
লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ বীর দুই জন। ক্রোধ-ভরে পরস্পর করে আক্রমণ ॥১

বাংলা অর্থ—মারু—মারো; কাটু—কাটো; বিষ্ঠা—বিষ্ঠা; কচ—চুল; ধুরি—ধূলি; সুঝ ন—দেখিতে পাইল না; পসারা—প্রসারিত; এহি লেখেঁ—এই হিসাবে চলিতে থাকিলে; কাটী—কাটিলেন; হর—হরণ করে; বিলোকে—দেখিলেন; ন রোকে—ঠেকান যায় না; ছতজ নয়ন—গাঢ় রক্তবর্ণ চক্ষু; কছু এক—কিছু পরিমাণে; জোরী—জোড়া, দুইটি; মুঠিকন্হ—মুষ্ট্যাঘাত; লাতন্হ—লাথি; ডাটহিঁ—শাসাইল; উপারূ—ধ্বংস কর; রুণ্ড—ধড় (দেহের মধ্যাংশ); গাড়—গর্ত; জম্যো—জমিয়া গেল; রহ্যো—রহিল; ছাই—ছাইয়া; কবহুঁক—কখনও; (দো—৫২-৫৩)

একে নাহি জিনিবারে পারিল অপরে। নিশাচর ছল বল দুর্নীতি আচরে॥
লক্ষ্মণ হইয়া ত্বরা অতি ক্রোধবান্। সারথিরে মারি' রথ করে খান খান ॥২
লক্ষ্মণ প্রহার করে বিবিধ বিধানে। রাক্ষস বাঁচিয়া রহে শুধু মাত্র প্রাণে॥
রাবণ-তনয় তবে করে অনুমান। সঙ্কট হইল—বুঝি যাবে এবে প্রাণ ॥৩
শক্তি—বীর বিঘাতিনী—মেঘনাদ শর। তেজঃপুঞ্জ লক্ষ্মণের পড়ে বক্ষ'পর ॥
লক্ষ্মণ আঘাত লভি', মূর্চ্ছিত হইল। ভয় ত্যজি' মেঘনাদ নিকটে চলিল ॥৪
দোহা— মেঘনাদ-সম শতকোটি যোদ্ধা পারে কি তাহারে উঠাইতে ?
জগৎ আধার শেষে কে উঠা'বে ? ফিরে গেল লজ্জা-ভরা-চিতে ॥৫৪

মূল

চৌ—সুনু গিরিজা ক্রোধানল জাসূ। জারই ভুবন চারিদস আসূ॥
সক সংগ্রাম জীতি কো তাহী। সেবহিঁ সুর নর অগ জগ জাহী ॥১
য়হ কৌতুহল জানই সোঈ। জা পর কৃপা রাম কৈ হোঈ॥
সন্ধ্যা ভই ফিরি দ্বৌ বাহনী। লগে সঁভারন নিজ নিজ অনী ॥২
ব্যাপক ব্রহ্ম অজিত ভুবনেস্বর। লছিমন কহাঁ বূঝ করুনাকর॥
তব লগি লৈ আয়উ হনুমানা। অনুজ দেখি প্রভু অতি দুখ মানা ॥৩
জামবন্ত কহ বৈদ সুষেনা। লঙ্কাঁ রহই কো পঠঈ লেনা॥
ধরি লঘু রূপ গয়উ হনুমন্তা। আনেউ ভবন সমেত তুরন্তা ॥৪
দোহা— রাম পদারবিন্দ সির নায়উ আই সুষেন।
কহা নাম গিরি ঔষধী জাহু পবনসুত লেন ॥৫৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শিব ক'ন—শুন উমা ! ক্রোধানল যা'র। চতুর্দ্দশ ধরা জ্বালি' করে ছারখার
কে বলো সংগ্রামে তাঁ'রে জিনিবারে পারে। সুর-নর-চরাচর সদা সেবে যাঁ'রে ॥১
এই লীলা হয় শুধু তাহার বিদিত। রাম-কৃপা যা'র'পর হয় বরষিত॥
সন্ধ্যাগমে দু'বাহিনী ফিরিয়া চলিল। সেনানী আপন সেনা সংযত করিল ॥২
অজেয় ব্যাপক ব্রহ্ম ধরার ঈশ্বর। পুছেন লক্ষ্মণ কোথা' করুণা-আকর ?
হনুমান তাঁ'রে ল'য়ে আসিল তখন। অনুজে হেরিয়া দুখে ভরে প্রভু-মন ॥৩
জাম্ববান ক'ন—বৈদ্য প্রবীণ সুষেণ। মূর্চ্ছা-মুক্তি সাধিবেন লঙ্কাতে আছেন॥
লঘুরূপ ধরি' সেথা হনুমান যায়। আনিল ভবন-সহ তাঁহারে ত্বরায় ॥৪
দোহা— রাম-পাদ-পদ্মে শির নত করে সুষেণ করিয়া আগমন।
গিরি ও ঔষধি নাম কহি' ক'ন—আনো গিয়া পবন-নন্দন ! ॥৫৫॥

মূল

চৌ—রাম চরন সরসিজ উর রাখী। চলা প্রভঞ্জনসুত বল ভাষী॥
উহাঁ দূত এক মরমু জানাবা। রাবনু কালনেমি গৃহ আবা ॥১

দসমুখ কহা মরমু তেহিঁ সুনা। পুনি পুনি কালনেমি সিরু ধুনা॥
দেখত তুম্হহি নগরু জেহিঁ জারা। তাসু পন্থ কো রোকন পারা॥২
ভজি রঘুপতি করু হিত আপনা। ছাঁড়হু নাথ মৃষা জল্পনা॥
নীল কঞ্জ তনু সুন্দর স্যামা। হৃদয়ঁ রাখু লোচনাভিরামা॥৩
মৈঁ তৈঁ মোর মূঢ়তা ত্যাগূ। মহা মোহ নিসি সূতত জাগূ॥
কাল ব্যাল কর ভচ্ছক জোঈ। সপনেহুঁ সমর কি জীতিঅ সোঈ॥৪

দোহা— সুনি দসকণ্ঠ রিসান অতি তেহিঁ মন কীন্হ বিচার।
রাম দূত কর মরৌঁ বরু য়হ খল রত মল ভার॥৫৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রামের চরণ-পদ্ম হৃদয়ে রাখিয়া। চলে হনুমান নিজ বল বাখানিয়া॥
এ'দিকে এ'কথা দূত রাবণে জানায়। তখনি সে কালনেমি-গৃহে চলি' যায়॥১
দশানন মর্ম্ম-কথা তাহারে শুনায়। পুন পুন কালনেমি মাথা চাপড়ায়॥
তুমি ত হেরিলে যেই জ্বালিল নগর। তা'র পথ রোধে কেবা হেন শক্তিধর?॥২
রঘুপতি ভজি' কর স্বহিত-সাধন। মিথ্যা এ কল্পনা তুমি ছাড় দশানন॥
নীল-পদ্ম-সম তনু মনোহর শ্যাম। হৃদয়ে তাঁহারে ধর লোচনাভিরাম॥৩
'আমি' 'তিনি' 'মম' রূপী মূঢ়তা ত্যজিবে। মহা মোহ-রাত্রি-নিদ্রা ত্যজিয়া জাগিবে
কাল-রূপ সর্পে যেই করয়ে ভক্ষণ। স্বপনেও তাঁ'র সনে জিনিবে কি রণ?॥৪

দোহা— শুনিয়া রাবণ অতি ক্রুদ্ধ হ'লে কালনেমি করয়ে চিন্তন।
রাম-দূত-করে মরি সেও ভাল পাপে রত এ' দুষ্ট রাবণ॥৫৬॥

মূল

চৌ—অস কহি চলা রচিসি মগ মায়া। সর মন্দির বর বাগ বনায়া॥
মারুতসুত দেখা সুভ আশ্রম। মুনিহি বূঝি জল পিয়ৌঁ জাই শ্রম॥১
রাচ্ছস কপট বেষ তহঁ সোহা। মায়াপতি দূতহি চহ মোহা॥
জাই পবনসুত নায়উ মাথা। লাগ সো কহৈ রাম গুন গাথা॥২
হোত মহা রন রাবন রামহিঁ। জিতিহহিঁ রাম ন সংসয় যা মহিঁ॥
ইহাঁ ভএঁ মৈঁ দেখউঁ ভাঈ। গ্যানদৃষ্টি বল মোহি অধিকাঈ॥৩
মাগা জল তেহিঁ দীন্হ কমণ্ডল। কহ কপি নহিঁ অঘাউঁ থোরেঁ জল॥
সর মজ্জন করি আতুর আবহু। দিচ্ছা দেউঁ গ্যান জেহিঁ পাবহু॥৪

বাংলা অর্থ—কিংসুক—পলাশ ফুল; অনন্তা—অনন্তদেব (লক্ষ্মণ); সাঁগী—শক্তি-শেল; আসূ—ত্বরা; সভারন লগে—সামলাইতে লাগিলেন; বূঝা—দেখিয়া; তব লগি—তখনই; ভাষী—কহিয়া; ধুনা—নাড়িল; রোকন পারা—রোধিতে পারে; মৈঁ, তৈঁ, মোর—আমি, তুমি, আমার ইত্যাদি মমত্ব বোধ; রিসান—ক্রুদ্ধ; বরু—বরং; সূতত—সুপ্ত ছিল; মল ভার—পাপসমূহ; প্রভঞ্জনসুত—পবনপুত্র হনুমান; (দো—৫৪-৫৬)

দোহা— সর্ পৈঠত কপি পদ গহা মকরী তব অকুলান।
মারী সো ধরি দিব্য তনু চলী গগন চঢ়ি জান ॥৫৭॥

পত্থানুবাদ

চৌ—ইহা কহি' চলি' পথে মায়া বিরচিল। মন্দির ও সরোবর কানন সৃজিল ॥
পবন-তনয় হেরে' মুনির আশ্রম। পানার্থ—নাশিতে শ্রান্তি করিল মনন ॥১
রাক্ষস কপট-বেশে তথায় শোভিল। মায়াপতি-দূতেরে সে মোহিতে চাহিল ॥
পবন-তনয় গিয়া মস্তক নমিল। রাম-গুণ-গাথা বহু কহিতে লাগিল—
দশানন, রঘুনাথে মহা-রণ হয়। রাম যে জিনিবে তাহে নাহিক সংশয় ॥
হেথা রহি' ওহে ভাই! হেরি সে সকলে। আমার প্রচুর ভাবী জ্ঞান-দৃষ্টি বলে ॥৩
কমণ্ডলু দিল—কপি যবে মাগে জল। কহে—অল্প জল ইথে অতৃপ্তি কেবল ॥
বরং সরে স্নান সারি' এখনি আসিবে। দীক্ষা দিব জ্ঞান-দৃষ্টি তাহাতে লভিবে ॥৪
দোহা— সরে যবে নামে কপি-পদে ধরে আকুলিত একটি মকরী।
বধে কপি তা'রে ধরি' দিব্য তনু সে গেল আকাশ-যানে চড়ি' ॥৫৭॥

মূল

চৌ—কপি তব দরস ভইউঁ নিষ্পাপা। মিটা তাত মুনিবর কর সাপা ॥
মুনি ন হোই য়হ নিসিচর ঘোরা। মানহু সত্য বচন কপি মোরা ॥১
অস কহি গঈ অপছরা জবহীঁ। নিসিচর নিকট গয়উ কপি তবহীঁ ॥
কহ কপি মুনি গুরদছিনা লেহূ। পাছেঁ হমহি মন্ত্র তুম্হ দেহূ ॥২
সির লংগূর লপেটি পছারা। নিজ তনু প্রগটেসি মরতী বারা ॥
রাম রাম কহি ছাড়েসি প্রানা। সুনি মন হরষি চলেউ হনুমানা ॥৩
দেখা সৈল ন ঔষধ চীন্হা। সহসা কপি উপারী গিরি লীন্হা ॥
গহি গিরি নিসি নভ ধাবত ভয়উ। অবধপুরী উপর কপি গয়উ ॥৪
দোহা— দেখা ভরত বিসাল অতি নিসিচর মন অনুমানি।
বিনু ফর সায়ক মারেউ চাপ শ্রবন লগি তানি ॥৫৮॥

পত্থানুবাদ

চৌ—"হে কপি! দর্শনে তব হইনু নিষ্পাপ। মিটে গেল ইথে মম দুর্ব্বাসার শাপ
জেনো এ যে মুনি নয় নিশাচর ঘোর। মানি লও ওহে কপি! সত্য কথা মোর" ॥১
ইহা কহি' চ'লে গেল অপসরা যখন। নিশাচর-পার্শ্বে যায় কপীশ তখন ॥
কহে কপি—আগে গুরু-দক্ষিণা লইবে। আমারে পিছুতে তুমি মন্ত্র শিখাইবে ॥২
মস্তকে জড়া'য়ে লেজ মাটিতে ফেলিল। মৃত্যুকালে নিজ তনু প্রকট করিল ॥
'রাম রাম' কহি' সে যে ত্যজিল পরাণ। মুনি-মন হরষিত চলে হনুমান্ ॥৩
দেখি' গিরি ঔষধের না লভি' সন্ধান। কপি সেই পূরা গিরি ধরি' মারে টান ॥
শিরে তুলি' রাতে নভে ধাবিত হইল। অযোধ্যানগরী 'পরে হনু পঁহুছিল ॥৪

দোহা— ভরত হেরিলা বিশাল শরীর মনে নিশাচর অনুমানি'।
ফলক-বিহীন বাণ মারে তা'রে আকর্ণ ধনুক ধরি' টানি' ॥৫৮॥

মূল

চৌ—পরেউ মুরুছি মহি লাগত সায়ক। সুমিরত রাম রাম রঘুনায়ক॥
সুনি প্রিয় বচন ভরত তব ধাএ। কপি সমীপ অতি আতুর আএ॥১
বিকল বিলোকি কীস উর লাবা। জাগত নহিঁ বহু ভাঁতি জগাবা॥
মুখ মলীন মন ভএ দুখারী। কহত বচন ভরি লোচন বারী॥২
জেহিঁ বিধি রাম বিমুখ মোহি কীন্হা। তেহিঁ পুনি য়হ দারুন দুখ দীন্হা॥
জৌঁ মোরেঁ মন বচ অরু কায়া। প্রীতি রাম পদ কমল অমায়া॥৩
তৌ কপি হোউ বিগত শ্রম সূলা। জৌঁ মো পর রঘুপতি অনুকূলা॥
সুনত বচন উঠি বৈঠ কপীসা। কহি জয় জয়তি কোসলাধীসা॥৪
সো০— লীন্হ কপিহি উর লাই পুলকিত তনু লোচন সজল।
প্রীতি ন হৃদয়ঁ সমাই সুমিরি রাম রঘুকুল তিলক॥৫৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ধরাশায়ী হয় কপি লাগিলে সে বাণ। উচ্চ-কণ্ঠে বলে– হায়! কোথা প্রভু রাম?
শুনি' তা'র প্রিয়-বাণী ভরত ধাইলা। উতলা হইয়া তা'র সমীপে আসিলা॥১
বিলোকি' বিকল-হিয়া কপিরে ধরিলে। নাহি জাগে নানারূপে জাগাতে চাহিলে
উদাস হইল মুখ, দুখ-ভরা মন। আঁখি-ভরা জলে তা'রে কহিলা বচন॥২
রামে বাম আমা'পরে যে বিধি দানিল। সে পুনঃ এ' নিদারুণ দুঃখ মোরে দিল॥
যদি মম কায়ে তথা বাক্যে আর মনে। অকপট প্রীতি রহে রামের চরণে॥৩
তবে কপি হবে ধ্রুব গত-শ্রান্তি-শূল। যদি মম 'পরে রাম হ'ন অনুকূল॥
বচন শুনিয়া উঠি' বসেন কপীশ। ক'ন—'জয় জয় রাম' কোশল-অধীশ॥৪
দোহা— কপিরে লইয়া নিজ বক্ষ'পর পুলকিত তনু আঁখি-ভরা জল।
উপছিয়া গেল রামে প্রীতি-ভরে রঘু-কুলে যিনি করেন উজ্জ্বল॥৫৯॥

মূল

চৌ—তাত কুসল কহু সুখনিধান কী। সহিত অনুজ অরু মাতু জানকী॥
কপি সব চরিত সমাস বখানে। ভএ দুখী মন মহুঁ পছিতানে॥১
অহহ দৈব মৈঁ কত জগ জায়উঁ। প্রভু কে একহু কাজ ন আয়উঁ॥
জানি কুঅবসরু মন ধরি ধীরা। পুনি কপি সন বোলে বলবীরা॥২
তাত গহরু হোইহি তোহি জাতা। কাজু নসাইহি হোত প্রভাতা॥
চঢ়ু মম সায়ক সৈল সমেতা। পঠবৌঁ তোহি জহঁ কৃপানিকেতা॥৩

সুনি কপি মন উপজা অভিমানা। মোরেঁ ভার চলিহি কিমি বানা॥
রাম প্রভাব বিচারি বহোরী। বন্দি চরন কহ কপি কর জোরী॥৪
দোহা— তব প্রতাপ উর রাখি প্রভু জৈহউঁ নাথ তুরন্ত।
অস কহি আয়সু পাই পদ বন্দি চলেউ হনুমন্ত॥৬০ক॥
ভরত বাহু বল সীল গুন প্রভু পদ প্রীতি অপার।
মন মহুঁ জাত সরাহত পুনি পুনি পবনকুমার॥৬০খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সুখধাম রাম তাত! কুশলী ত হ'ন? মাতা জানকীর সনে সহিত লক্ষ্মণ॥
কপি সব সংক্ষেপতঃ করিল বর্ণন। পশ্চাত্তাপ ভুঞ্জি' দুঃখে ভরি' গেল মন॥১
হে বিধি! ধরাতে আমি কেন জন্মিলাম। প্রভুর একটি কাজ নাহি সাধিলাম॥
কুসময় জানি' মনে ধীরতা ধরিলা। বলী বীর কপি-সনে বচন কহিলা॥২
বিলম্ব হইলে তাত! তোমার পৌঁছাতে। মূল-কাজ নষ্ট হ'বে পৌঁছিলে প্রভাতে
মম বাণ'পরে চড় তুমি গিরি ল'য়ে। তোমারে পাঠা'ব যেথা কৃপাল আছয়ে॥৩
শুনি' তাহা কপি-মনে আসে অভিমান। কেমনে আমার ভারে চলিবে এ' বাণ?
রামের প্রতাপ কপি বিচারিল মনে। যুক্ত-করে কপি কহে বন্দিয়া চরণে॥৪
দোহা-- তোমার প্রতাপ হিয়াতে রাখিয়া হে রাঘব! হই ধাবমান।
হেন কথা কহি' আদেশ লভিয়া পদ বন্দি' চলে হনুমান॥৬০ক॥
শীল, গুণ, বল ভরত-বাহুতে প্রভু-পদে পিরীতি অপার।
চিন্তি' মন-মাঝে প্রশংসা করিল পুনঃ পুনঃ পবন-কুমার॥৬০খ॥

মূল

চৌ—উহাঁ রাম লছিমনহি নিহারী। বোলে বচন মনুজ অনুসারী॥
অর্ধ রাতি গই কপি নহিঁ আয়উ। রাম উঠাই অনুজ উর লায়উ॥১
সকহু ন দুখিত দেখি মোহি কাউ। বন্ধু সদা তব মৃদুল সুভাউ॥
মম হিত লাগি তজেহু পিতু মাতা। সহেহু বিপিন হিম আতপ বাতা॥২
সো অনুরাগ কহাঁ অব ভাঈ। উঠহু ন সুনি মম বচ বিকলাঈ॥
জৌঁ জনতেউঁ বন বন্ধু বিছোহূ। পিতা বচন মনতেউঁ নহিঁ ওহূ॥৩

বাংলা অর্থ—রচিসি—রচনা করিলেন; বুঝি—জিজ্ঞাসা করিয়া; জাই—চলিয়া যাইবে; মোহা চাহ—মোহিত করিতে চাহিয়াছিল; অঘাউঁ—তৃপ্ত হইব; আতুর—ত্বরায়; দিচ্ছা—দীক্ষা; পৈঠত—প্রবেশ করিলে; মারী—মারিয়া ফেলিল; গগন জান—আকাশযান; লপেটি—জড়াইয়া; পছারা—ভূপাতিত করিল; তানি—আকর্ষণ করিয়া; ন সমাই—ধরে না; সমাস—সংক্ষেপে; গহরু—বিলম্ব; নসাইহি—নষ্ট হইবে; জৈহহুঁ—যাইব; অমায়া—অকপট; গহি—লইয়া; (দো—৫৭-৬০)

সুত বিত নারি ভবন পরিবারা। হোহিঁ জাহিঁ জগ বারহিঁ বারা ॥
অস বিচারি জিয়ঁ জাগহু তাতা। মিলই ন জগত সহোদর ভ্রাতা ॥৪
জথা পংখ বিনু খগ অতি দীনা। মনি বিনু ফনি করিবর কর হীনা ॥
অস মম জীবন বন্ধু বিনু তোহী। জৌঁ জড় দৈব জিআবৈ মোহী ॥৫
জৈহউঁ অবধ কৌন মুহু লাঈ। নারি হেতু প্রিয় ভাই গঁবাঈ ॥
বরু অপজস সহতেউঁ জগ মাহীঁ। নারি হানি বিসেষ ছতি নাহীঁ ॥৬
অব অপলোকু সোকু সুত তোরা। সহিহি নিঠুর কঠোর উর মোরা ॥
নিজ জননী কে এক কুমারা। তাত তাসু তুম্হ প্রান অধারা ॥৭
সৌঁপেসি মোহি তুম্হহি গহি পানী। সব বিধি সুখদ পরম হিত জানী ॥
উতরু কাহ দৈহউঁ তেহি জাঈ। উঠি কিন মোহি সিখাবহু ভাঈ ॥৮
বহু বিধি সোচত সোচ বিমোচন। স্রবত সলিল রাজিব দল লোচন ॥
উমা এক অখণ্ড রঘুরাঈ। নর গতি ভগত কৃপাল দেখাঈ ॥৯

সো°— প্রভু প্রলাপ সুনি কান বিকল ভএ বানর নিকর।
আই গয়উ হনুমান জিমি করুনা মহঁ বীর রস ॥৬১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ওদিকেতে রাম তবে লক্ষ্মণে নেহারি। কহেন বচন যত লোক-অনুসারী ॥
অর্দ্ধ রাতি চলি' গেল কপি না ফিরিলা। অনুজে উঠা'য়ে হিয়ে শ্রীরাম কহিলা—
হইতে না দিলে কভু আমারে দুঃখিত। হে ভাই! সতত তব মৃদুল-চরিত ॥
পিতা মাতা ত্যজ তুমি মম হিত তরে। শীতাতপ-ক্লেশ সহ বনের ভিতরে ॥২
সেই অনুরাগ ভাই! কেমনে ত্যজিলে? ব্যাকুল বিলাপ শুনি' তবু না উঠিলে?
ভ্রাতার বিচ্ছেদ বনে যদি জানিতাম। পিতৃবাক্য তবে আমি নাহি পালিতাম ॥৩
সুত, ধন, নারী, গৃহ তথা পরিবার। ধরা-মাঝে যাতায়াত করে বার বার ॥
হৃদয়ে বিচারি' তুমি হে তাত! জানিবে। সহোদর ভ্রাতা নাহি ধরাতে মিলিবে ॥৪
পক্ষ বিনা খগ যথা রহে অতি দীন। মণি বিনা ফণী যথা করী করহীন ॥
সেই দশা হ'বে মম তোমারে হারা'য়ে। যদি জড় বিধি রাখে পরাণে বাঁচায়ে ॥৫
অযোধ্যাতে যা'ব আমি কোন মুখ নিয়া। নারী-হেতু হেন গুণী ভাই হারাইয়া?
ধরায় কুযশ সহ্য হইত অশেষ। স্ত্রী-বিহনে ক্ষতি নাহি হইত বিশেষ ॥৬
এবে অপযশ তথা পুত্র-শোক ঘোর। সহিবে আমার হিয়া নিঠুর কঠোর ॥
তুমি নিজ জননীর একটি কুমার। তাত! তাহে তুমি তাঁ'র প্রাণের আধার ॥৭
হাত ধরি' তোমা' মাতা স'পি' দিলা মোরে। জানিয়া পরম হিত সকল প্রকারে ॥
কি উত্তর দিব বল তাঁ'র কাছে যেয়ে? উঠিয়া কেন না ভাই দিতেছ শিখা'য়ে? ॥৮
বহুধা চিন্তেন হেন শোক-নাশ-তরে। কমল-লোচন হ'তে অশ্রু-মুক্তা ঝরে ॥
হে উমা! অখণ্ড রাম দুই নাই যাঁ'র,—ভক্ত'পরে কৃপা-বশে নর-লীলা তাঁ'র ॥৯

দোহা— প্রভুর প্রলাপ শ্রবণে শুনিয়া বিকল হইল সর্ব্বজন।
হনুমান তবে আসিয়া পড়িল বীর-রস যেন মূর্ত্তিমান্ ॥৬১॥

মূল

চৌ--হরষি রাম ভেটেউ হনুমানা। অতি কৃতগ্য প্রভু পরম সুজানা॥
তুরত বৈদ তব কীন্‌হি উপাঈ। উঠি বৈঠে লছিমন হরষাঈ ॥১
হৃদয়ঁ লাই প্রভু ভেঁটেউ ভ্রাতা। হরষে সকল ভালু কপি ব্রাতা॥
কপি পুনি বৈদ তহঁ পহুঁচাবা। জেহি বিধি তবহিঁ তাহি লই আবা ॥২
য়হ বৃত্তান্ত দসানন সুনেউ। অতি বিষাদ পুনি পুনি সির ধুনেউ॥
ব্যাকুল কুম্ভকরন পহিঁ আবা। বিবিধ জতন করি তাহি জগাবা ॥৩
জাগা নিসিচর দেখিঅ কৈসা। মানহুঁ কালু দেহ ধরি বৈসা॥
কুম্ভকরন বূঝা কহু ভাঈ। কাহে তব মুখ রহে সুখাঈ ॥৪
কথা কহি সব তেহিঁ অভিমানী। জেহি প্রকার সীতা হরি আনী॥
তাত কপিন্‌হ সব নিসিচর মারে। মহা মহা জোধা সঙ্ঘারে ॥৫
দুর্মুখ সুররিপু মনুজ অহারী। ভট অতিকায় অকম্পন ভারী॥
অপর মহোদর আদিক বীরা। পরে সমর মহি সব রনধীরা ॥৬

দোহা— সুনি দসকন্ধর বচন তব কুম্ভকরন বিলখান।
জগদম্বা হরি আনি অব সঠ চাহত কল্যান ॥৬২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হরষিত রাম-সহ মিলে হনুমান। অতীব কৃতজ্ঞ প্রভু অতি বুদ্ধিমান্॥
ত্বরা বৈদ্য করে তা'র পথ নির্দ্ধারণ। উঠিয়া লক্ষ্মণ বসি' হরষিত মন ॥১
প্রভু ভ্রাতা-সনে মিলে হিয়া আলিঙ্গিয়া। ঋক্ষ কপি সবে হয় হরষিত হিয়া॥
যেমনি সুষেণে ল'য়ে করে আগমন। তেমনি তাহারে কপি করিল প্রেরণ ॥২
এই কথা দশানন-শ্রবণে পশিল। অতি দুখে নিজ কর মস্তকে হানিল॥
কুম্ভকর্ণ-পাশে আসে হ'য়ে ব্যাকুলিত। বিবিধ যতনে তা'রে করে জাগরিত ॥৩
নিশাচর জাগে তবে দেখায় কেমন। কাল বুঝি বসে দেহ করিয়া ধারণ॥
কুম্ভকর্ণ কহে ভাই! শুনাও বারতা। তব মুখে হেরি' কেন এ'হেন শুষ্কতা? ॥৪
সব কথা কহে তা'রে রক্ষঃ অভিমানী। কেমনে রক্ষিল সেই সীতা হরি' আনি'॥
ওহে তাত! কপিগণ রাক্ষসে মারিল। সমরেতে মহাযোদ্ধা নিপাত হইল ॥৫

বাংলা অর্থ—সকহু ন—পারিতে না; ত্যজেহু—ত্যাগ করিয়াছ; বিকলাই বচ—বিকলতাপূর্ণ বাক্য; জৈহউঁ—যাইব; গঁবাই—হারাইয়া; সৌপেসি—সমর্পণ করিয়াছে; মহঁ—মধ্যে, প্রসঙ্গে; বৈদ—বৈদ্য (সুষেণ); ব্রাতা—সমূহ; ধুনেউ—করাঘাত করিল; বৈসা—বসিলেন; বূঝা—জিজ্ঞাসা করিলেন; সুখাঈ—শুষ্ক; সংঘারে—সংহার করিয়াছে; বিলখান—দুঃখী হইয়া; (দো—৬১-৬২)

দুর্মুখ ও দেবান্তক, নরান্তক, অতিকায়। অকম্পন আদি ভারী যোদ্ধার সজ্জায়॥
মহোদর আদি অন্য যাহারা আছিল। সকলে সমরে এবে নিহত হইল ॥৬
দোহা— দশানন-কথা কুম্ভকর্ণ শুনি' হইলেন অতীব দুঃখিত।
ক'ন—জগন্মাতা জানকীরে হরি' শঠ! চাহ আপনার হিত ॥৬২॥

মূল

চৌ—ভল ন কীন্হ তৈঁ নিসিচর নাহা। অব মোহি আই জগাএহি কাহা॥
অজহুঁ তাত ত্যাগি অভিমানা। ভজহু রাম হোইহি কল্যানা॥১
হৈঁ দসসীস মনুজ রঘুনায়ক। জাকে হনুমান সে পায়ক॥
অহহ বন্ধু তৈঁ কীন্হি খোটাঈ। প্রথমহিঁ মোহি ন সুনাএহি আঈ॥২
কীন্হেহু প্রভু বিরোধ তেহি দেবক। সিব বিরঞ্চি সুর জাকে সেবক॥
নারদ মুনি মোহি গ্যান জো কহা। কহতেউঁ তোহি সময় নিরবহা॥৩
অব ভরি অঙ্ক ভেঁটু মোহি ভাই। লোচন সুফল করৌঁ মৈঁ জাঈ॥
স্যাম গাত সরসীরুহ লোচন। দেখৌঁ জাই তাপ ত্রয় মোচন॥৪
দোহা— রাম রূপ গুন সুমিরত মগন ভয়উ ছন এক।
রাবন মাগেউ কোটি ঘট মদ অরু মহিষ অনেক॥৬৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নিশাচর-নাথ! তুমি ভাল না করিলে। কেন মোরে এই ক্ষণে জাগাইতে গেলে!
এখনও ত্যজিয়া তুমি নিজ অভিমান। ভজিবে শ্রীরামে যদি হইবে কল্যাণ॥১
হে রাবণ! মানুষ কি রঘুর নায়ক? হনুমান নিজে হন যাঁহার সেবক॥
হায় ভাই! তুমি নাহি উত্তম সাধিলে। কেন না আসিয়া পূর্ব্বে সব শুনাইলে॥২
হইলে সে প্রভুপাদ-বিরোধকারক। শিব, ব্রহ্মা দেবগণ যাঁহার সেবক॥
যে বার্ত্তা নারদ মোর করিলা গোচর। তোমারে শুনাতে নাহি হ'ল অবসর॥৩
এখনি করহ মোরে শেষ আলিঙ্গন। যাইয়া করিব আমি সফল নয়ন॥
শ্যাম-তনু হেরি তাঁ'রে কমল-লোচন। সেই প্রভু যাঁ'হা হ'তে ত্রিতাপ-মোচন ৪
দোহা— রাম-রূপ-গুণ স্মরি' মনে মনে ক্ষণে তিনি প্রেম-মগ্ন হ'ন॥
সুপ্রচুর মদ মহিষের মাংস মাগিলেন হ'তে দশানন॥৬৩॥

মূল

চৌ—মহিষ খাই করি মদিরা পানা। গর্জা বজ্রাঘাত সমানা॥
কুম্ভকরন দুর্মদ রন রঙ্গা। চলা দুর্গ তজি সেন ন সঙ্গা॥১
দেখি বিভীষনু আগেঁ আয়উ। পরেউ চরন নিজ নাম সুনায়উ॥
অনুজ উঠাই হৃদয়ঁ তেহি লায়ো। রঘুপতি ভক্ত জানি মন ভায়ো॥২

তাত লাত রাবন মোহি মারা। কহত পরম হিতমন্ত্র বিচারা॥
তেহিঁ গলানি রঘুপতি পহিঁ আয়উঁ। দেখি দীন প্রভু কে মন ভায়উঁ॥৩
সুনু সুত ভয়উ কালবস রাবন। সো কি মান অব পরম সিখাবন॥
ধন্য ধন্য তৈঁ ধন্য বিভীষন। ভয়হু তাত নিসিচর কুল ভুষন॥৪
বন্ধু বংশ তৈঁ কীন্হ উজাগর। ভজেহু রাম সোভা সুখ সাগর॥৫
দোহা— বচন কর্ম মন কপট তজি ভজেহু রাম রনধীর।
জাহু ন নিজ পর সূঝ মোহি ভয়উঁ কালবস বীর॥৬৪॥

চৌ—মহিষের মাংস আর মদিরা ভুঞ্জিয়া। বজ্রাঘাত সমান সে উঠিল গর্জ্জিয়া॥
মদমত্ত রণরঙ্গে মাতোয়ারা চলে। দুর্গ ত্যজি' পূর্ণোদ্যমে বিনা সেনাদলে॥১
তাহারে হেরিয়া অগ্রে আসে বিভীষণ। কহি' নিজ নাম নিল চরণ-শরণ॥
অনুজে উঠায়ে কুম্ভ হিয়াতে ধরিল। রঘুপতি-ভক্ত জানি' উল্লাসে ভরিল॥২
'পাই ভ্রাতৃ-পদাঘাত—বিভীষণ ক'ন। 'শুভবুদ্ধি-সুবিচার-প্রদান-কারণ॥
সেই গ্লানি স্মরি' মন রামা শ্রয়ী হয়। দীন দেখি' প্রভু মোরে দানিলা আশ্রয়'॥৩
শুন তাত! কাল-বশ হয়েছে রাবণ। সুশিক্ষা কেমনে বল করে সে গ্রহণ॥
ধন্য ধন্য তুমি বটে ভ্রাতঃ বিভীষণ! তুমি হ'লে নিশাচর-কুলের ভুষণ॥৪
হে ভ্রাতঃ! মোদের কুলে তুমি উজলিছ। রূপ-গুণ-পারাবার রামেরে ভজিছ॥৫
দোহা— কায়-মনোবাক্যে কপটতা ত্যজি' ভজহ সে রাম রণধীর।
বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হ'য়ে কালবশ আমি অতএব যাও ভ্রাতঃ! বীর॥৬৪॥

মূল

চৌ—বন্ধু বচন সুনি চলা বিভীষন। আয়উ জহঁ ত্রৈলোক বিভুষন॥
নাথ ভূধরাকার সরীরা। কুম্ভকরন আবত রনধীরা॥১
এতনা কপিন্হ সুনা জব কানা। কিলকিলাই ধাএ বলবানা॥
লিএ উঠাই বিটপ অরু ভূধর। কটকটাই ডারহিঁ তা উপর॥২
কোটি কোটি গিরি সিখর প্রহারা। করহিঁ ভালু কপি এক এক বারা॥
মুরে‍্যা ন মনু তনু টরে‍্যা ন টারে‍্যা। জিমি গজ অর্কফলনি কো মারে‍্যা॥৩
তব মারুতসুত মুঠিকা হন্যো। পরে‍্যা ধরনি ব্যাকুল সির ধুন্যো॥
পুনি উঠি তেহিঁ মারেউ হনুমন্তা। ঘুর্মিত ভূতল পরেউ তুরন্তা॥৪
পুনি নল নীলহি অবনি পছারেসি। জহঁ তহঁ পটকি পটকি ভট ডারেসি॥
চলী বলীমুখ সেন পরাঈ। অতি ভয় ত্রসিত ন কোউ সমুহাঈ॥৫

বাংলা অর্থ—তৈঁ—তুমি; পায়ক—সেবক; খোটাঈ—অন্যায়; নিরবহা—চলিয়া যাইতেছে; অঙ্ক ভরি—কোল ভরিয়া; ভায়উঁ, ভায়ো—ভাল লাগিল; লাত—লাথি; গলানি—গ্লানি; উজাগর—উজ্জ্বল; সূঝ—বুদ্ধি; দুর্মদ—মদে মত্ত; (দো—৬৩-৬৪)

দোহা— অঙ্গদাদি কপি মুরুছিত করি সমেত সুগ্রীব।
কাঁখ দাবি কপিরাজ কহুঁ চলা অমিত বল সীঁব ॥৬৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভ্রাতার বচন শুনি' চলি' বিভীষণ। আসিয়া পৌঁছেন যথা ত্রিলোক-ভূষণ॥
বিভীষণ কহে নাথ! পর্ব্বত-আকার। কুম্ভকর্ণ আসিছেন খ্যাতি যুদ্ধে যা'র ॥১
এইটুকু শুনে কানে যবে কপিগণ। হর্ষধ্বনি করি' বেগে আসিল তখন ॥
তরু শিলাখণ্ড ক্রোধে হাতে ধরি' নিল। দন্ত কড়মড়ি' তা'র'পরে নিক্ষেপিল ॥২
কোটি শিলাখণ্ড-দ্বারা প্রহার করিল। প্রত্যাঘাত দিয়া কপি তাহারে হানিল ॥
অবিচল রক্ষঃ-তনু টলিয়া না টলে। অঙ্কুশ-আঘাতে যথা করী না বিচলে ॥৩
তবে কপি তা'রে এক মুষ্ট্যাঘাত হানে। ব্যাকুল ভূমিতে পড়ে মস্তক-ঘূর্ণনে ॥
কুম্ভকর্ণ উঠি' তা'রে করে প্রত্যাঘাত। ঘূর্ণিত ত্বরিত কপি হ'ল ধরাসাৎ ॥৪
পরে নল নীলে মারে ভূমে আছাড়িয়া। ভূমি 'পরে সৈন্য পাড়ে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া ॥
কপি-সেনা ভীত হ'য়ে পলাইয়া ধায়। ত্রস্ত ভীত কেহ নাহি সম্মুখে আগায় ॥৫
দোহা— মূর্চ্ছিত করিয়া অঙ্গদাদি বীরে সুগ্রীবে নিল বগল-তলে।
অতি বড় বলী বীর-দর্প করি' হেনমতে কুম্ভকর্ণ চলে ॥৬৫॥

মূল

চৌ—উমা করত রঘুপতি নরলীলা। খেলত গরুড় জিমি অহিগন মীলা ॥
ভৃকুটি ভঙ্গ জো কালহি খাঈ। তাহি কি সোহই ঐসি লরাঈ ॥১
জগ পাবনি কীরতি বিস্তরিহহিঁ। গাই গাই ভবনিধি নর তরিহহিঁ ॥
মুরুছা গই মারুতসুত জাগা। সুগ্রীবহি তব খোজন লাগা ॥২
সুগ্রীবহু কৈ মুরুছা বীতি। নিবুকি গয়উ তেহিঁ মৃতক প্রতীতী ॥
কাটেসি দসন নাসিকা কানা। গরজি অকাস চলেউ তেহিঁ জানা ॥৩
গহেউ চরন গহি ভূমি পছারা। অতি লাঘবঁ উঠি পুনি তেহি মারা ॥
পুনি আয়উ প্রভু পহিঁ বলবানা। জয়তি জয়তি জয় কৃপানিধানা ॥৪
নাক কান কাটে জিয়ঁ জানী। ফিরা ক্রোধ করি ভই মন গ্লানী ॥
সহজ ভীম পুনি বিনু শ্রুতি নাসা। দেখত কপি দল উপজী ত্রাসা ॥৫
দোহা— জয় জয় জয় রঘুবংস মনি ধাএ কপি দৈ হুহ।
একহি বার তাসু পর ছাড়েন্হি গিরি তরু জূহ ॥৬৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হে উমা! রাঘব নর-লীলা সাধি' যা'ন। গরুড় যেমন সর্প-গণেরে খেলান ॥
ভ্রূভঙ্গে করেন যিনি কালেরে ভক্ষণ। তাঁ'র পক্ষে হেন যুদ্ধ নহে সুশোভন ॥১
প্রকটে যে কীর্ত্তি তাঁ'র ধরার মাঝারে। নর তাহা গাহি' যাবে ভবনিধি-পারে ॥
মূর্চ্ছিত মারুত-সুত হ'য়ে জাগরিত। সুগ্রীব-সন্ধানে হ'ন অতি ব্যাকুলিত ॥২

সুগ্রীবেরো মূর্চ্ছা তবে হইলে শমিত। মৃতবৎ পতিত র'ন ধরাতে শায়িত ॥
কুম্ভকর্ণ নাসা-দন্ত-কর্ণ বিকর্ত্তিত। চলিতে আকাশ-পথে হইয়ে বিদিত ॥৩
সুগ্রীবেরে পদাঘাতে করে ভূলুণ্ঠিত। লঘু-তনু সুগ্রীব তারে করেন পাতিত ॥
বল লভি' প্রভু-পার্শ্বে করেন প্রয়াণ। কৃপাধার রামে কহি'—'জয় হৌক রাম' ॥৪
নাসা-কর্ণ-বিকর্ত্তিত কুম্ভ মনে জানি'। সক্রোধে ফিরেন পুনঃ মনে ল'য়ে গ্লানি ॥
ভীমাকৃতি স্বভাবতঃ বিনা নাক কান। কপিদলে হইলেন ত্রাস-উপাদান ॥৫
দোহা— 'জয় জয় জয় রঘুবংশ-মণি' হুঙ্কারিয়া কপিদল চলে।
সকলে মিলিয়া কুম্ভকর্ণ-দেহে প্রস্তর ও বৃক্ষরাজি ফেলে ॥৬৬॥

মূল

চৌ—কুম্ভকরন রন রঙ্গ বিরুদ্ধা। সন্মুখ চলা কাল জনু ক্রুদ্ধা।
কোটি কোটি কপি ধরি ধরি খাঈ। জনু টীড়ী গিরি গুহাঁ সমাঈ ॥১
কোটিন্হ গহি সরীর সন মর্দা। কোটিন্হ মীজি মিলব মহি গর্দা ॥
মুখ নাসা শ্রবনন্হি কীঁ বাটা। নিসরি পরাহিঁ ভালু কপি ঠাটা ॥২
রন মদ মত্ত নিসাচর দর্পা। বিস্ব গ্রসিহি জনু এহি বিধি অর্পা ॥
মুরে সুভট সব ফিরহিঁ ন ফেরে। সূঝ ন নয়ন সুনহিঁ নহিঁ টেরে ॥৩
কুম্ভকরন কপি ফৌজ বিডারী। সুনি ধাঈ রজনীচর ধারী ॥
দেখী রাম বিকল কটকাঈ। রিপু অনীক নানা বিধি আঈ ॥৪
দোহা— সুনু সুগ্রীব বিভীষন অনুজ সঁভারেহু সৈন।
মৈঁ দেখউঁ খল বল দলহি বোলে রাজিবনৈন ॥৬৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রণ-রঙ্গে কুম্ভকর্ণ নিরুৎসাহী হ'য়ে। পুরোভাগে চলে ক্রুদ্ধ কালমূর্ত্তি ল'য়ে ॥
কোটি কোটি কপিগণে ধরি' ধরি' খায়। পর্ব্বত-কন্দরে যেন পঙ্গপাল ধায় ॥১
কোটি কপি ল'য়ে করে স্বদেহে মর্দ্দিত। কোটিরে পিষিয়া করে ধূলিতে মিশ্রিত
নাসিকা-শ্রবণ-মুখ-রন্ধ্র-পথ দিয়া। ঋক্ষ কপিদল কত যায় পলাইয়া ॥২

বাংলা অর্থ—কিলকিলাই—কিচির মিচির শব্দ করিয়া; **কটকটাই**—দাঁতে দাঁত ঘসিয়া; **প্রহারা**—প্রহার করিল; **মুর্‌য়ো**—বিচলিত হইল; **টর্‌য়ো ন টার্‌য়ো**—টলিয়াও টলিল না; **অর্কফলনি**—অঙ্কুশাঘাত; **মুঠিকা**—মুষ্ট্যাঘাত; **পর্‌য়ো**—পড়িল; **ধুন্ত্যো**—করাঘাত করিল; **ঘুর্মিত**—ঘূর্ণিত; **পছারেসি**—আছাড় দিল; **পটকি পটকি**—তুলিয়া তুলিয়া; **বলীমুখ সেন**—বানর সেনা; **সমুহাই**—সামনে উপস্থিত হইল; **কাঁখ দাবি**—বগলদাবায় পুরিয়া; **খাই**—খায়; **মুরুছা গই**—মূর্চ্ছাগত; **বীতী**—দূর হইল; **জিবু কি গয়উ**—ডুবিয়া গেল; **জানা**—জানিল; **পছারা**—আছাড় দিল; **হূহ দেই**—হুঙ্কার দিয়া; **জুহ**—যূথ, সমূহ; **গলানি**—গ্লানি; **ডারেসি**—ফেলিয়া দিল; (দো—৬৫-৬৬)

রণমদে মত্ত হেন রাক্ষস হইল। বিশ্বগ্রাসী মূর্ত্তি যেন বিধাতা প্রেরিল॥
ফিরালে না ফেরে যোদ্ধা ভঙ্গ দিল রণে। ডাকিলে না শুনে পুন না হেরে নয়নে॥৩
কুম্ভকর্ণ কপিদলে ধ্বস্ত ভ্রষ্ট করে। হেরি' তাহা রক্ষঃ-সেনা পলায়ন করে॥
রাম হেরে কপিসেনা অতীব বিকল। বিচিত্র হয়েছে যেন রিপুসেনা-দল॥৪
দোহা— পদ্ম-নেত্র ক'ন সুগ্রীব! লক্ষ্মণ! বিভীষণ! সেনা সামলাবে।
হেরিনু দলিত কপিসৈন্য-দল খল রিপু বলীয়ান্ এবে॥৬৭॥

মূল

চৌ—কর সারঙ্গ সাজি কটি ভাথা। অরি দল দলন চলে রঘুনাথা॥
প্রথম কীন্হি প্রভু ধনুষ টঁকোরা। রিপু দল বধির ভয়উ সুনি সোরা॥১
সত্যসন্ধ ছাঁড়ে সর লচ্ছা। কালসর্প জনু চলে সপচ্ছা॥
জহঁ তহঁ চলে বিপুল নারাচা। লগে কটন ভট বিকট পিসাচা॥২
কটহিঁ চরন উর সির ভুজদণ্ডা। বহুতক বীর হোহিঁ সত খণ্ডা॥
ঘুর্মি ঘুর্মি ঘায়ল মহি পরহীঁ। উঠি সম্ভারি সুভট পুনি লরহীঁ॥৩
লাগত বান জলদ জিমি গাজহিঁ। বহুতক দেখি কঠিন সর ভাজহিঁ॥
রুণ্ড প্রচণ্ড মুণ্ড বিনু ধাবহিঁ। ধরু ধরু মারু মারু ধুনি গাবহিঁ॥৪
দোহা— ছন মহুঁ প্রভু কে সায়কন্হি কাটে বিকট পিসাচ।
পুনি রঘুবীর নিষঙ্গ মহুঁ প্রবিসে সব নারাচ॥৬৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—করে ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে তূণীর কটিতে। শ্রীরাম চলেন অরি-দলেরে দলিতে॥
ধনুকে টঙ্কার তিনি প্রদান করেন। গোলমালে রিপুদল বধির হয়েন॥১
সত্যসন্ধ সন্ধানিলা পরে লক্ষ বাণ। সপক্ষ সে কালসর্প-সম অভিযান॥
সুতীক্ষ্ণ বিপুল বাণ চলিলে সেথায়। রাক্ষস যোদ্ধার দল তাহে কাটা যায়॥২
পদ,বক্ষ, শির, ভুজ কর্ত্তিত হইল। বহু বীর শত খণ্ডে পড়িয়া রহিল॥
ঘূর্ণিত আহত বহু মহী'পরে পড়ে। সামালিয়া উঠে বহু পুনঃ যুদ্ধ-তরে॥৩
বাণাঘাত-শব্দ যেন মেঘের গর্জ্জন। শুনি' রক্ষঃ-সেনাদল করে পলায়ন॥
ধড় চলে মুণ্ড-বিনা প্রচণ্ড ধরায়। 'ধরো ধরো' 'মারো মারো'—ধ্বনি শুনা যায়॥৪

বাংলা অর্থ—টীড়ী—টিট্টিভ পাখী; সমাই—আশ্রয় নিল; মর্দা—মর্দ্দিত করিল; মীজি—পিষিয়া; গর্দা—ধূলা; বাটা—পথ; ঠাটা—দলে দলে; মুরে—পলায়মান হইল; টেরে—ডাকিলে; বিডারী—ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিল; ধারী—সৈন্য; সঁভারেহু—সামলাও; ভাথা—তূণীর; সোরা—শব্দ; লচ্ছা—লক্ষ; নারাচা—বাণ; কটন লাগে—কাটিতে লাগিল; ঘুর্মি—ঘূর্ণিত হইয়া; গাজহি—গর্জ্জন করিল; ভাজহি—পলাইল; রুণ্ড—ধড়; ধান—ধ্বনি; নিষঙ্গ—তূণীর; প্রবিসে—প্রবেশ করিল; ফিরহিঁ ন ফেরে সুভট—ফেরাইলেও ফেরে না এমন যোদ্ধা; (দো—৬৭-২৮)

দোহা— ক্ষণের মাঝারে প্রভু শর-বর্ষে কাটে বহু বিকট পিশাচ।
পুনঃ রঘুবীর- তূণীরের মাঝে আসিয়া পোঁছিল সে নারাচ ॥৬৮॥

মূল

চৌ—কুম্ভকরন মন দীখ বিচারী। হতি ছন মাঝ নিসাচর ধারী ॥
ভা অতি ক্রুদ্ধ মহাবল বীরা। কিয়ো মৃগনায়ক নাদ গঁভীরা ॥১
কোপি মহীধর লেই উপারী। ডারই জহঁ মর্কট ভট ভারী ॥
আবত দেখি সৈল প্রভু ভারে। সরন্হি কাটি রজ সম করি ডারে ॥২
পুনি ধনু তানি কোপি রঘুনায়ক। ছাঁড়ে অতি করাল বহু সায়ক ॥
তনু মহুঁ প্রবিসি নিসরি সর জাহীঁ। জিমি দামিনি ঘন মাঝ সমাহীঁ ॥৩
সোনিত স্রবত সোহ তন কারে। জনু কজ্জল গিরি গেরু পনারে ॥
বিকল বিলোকি ভালু কপি ধাএ। বিহঁসা জবহিঁ নিকট কপি আএ ॥৪
দোহা— মহানাদ করি গর্জা কোটি কোটি গহি কীস।
মহি পটকই গজরাজ ইব সপথ করই দসসীস ॥৬৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বিচারিয়া কুম্ভকর্ণ চিন্তিলেন মনে। ক্ষণমাত্রে রক্ষঃসেনা মরিল এ'রণে ॥
মহাবলী বীর তবে অতি ক্রোধ'পর। হুঙ্কারিলা সিংহনাদে অতি ভয়ঙ্কর ॥১
উপাড়িয়া ক্রোধে শিলা উঠা'লেন বীর। নিক্ষেপিলা সেথা যেথা কপিসেনা-ভীড় ॥
শ্রীরাম হেরেন যবে শিলারে আসিতে। ধূলি-সম শরাঘাতে ফেলেন মহীতে ॥২
পুনঃ ধনু আকর্ষিয়া ক্রুদ্ধ রঘুনাথ। ছুড়িলেন ভয়ঙ্কর তীর সেই সাথ ॥
পশি' কুম্ভ-দেহে শর আসে বাহিরিয়া। দামিনী-স্ফুরণ যথা মেঘেরে ভেদিয়া ॥৩
কৃষ্ণ-দেহে রক্তশ্রুতি কেমন শোভিল। কজ্জল গিরিতে যেন প্রণালী বহিল ॥
বিকল সে দেহ-পানে ভালু কপি ধায়। নিকটে আসিবে যেই তা'র হাসি পায় ॥৪
দোহা— মহানাদ করি' কোটি কোটি কপি ধরে আর করয়ে মর্দন ॥
ভূমিতে আছাড়ে গজরাজ-সম দোহাই দেয় 'জয় দশানন' ॥৬৯॥

মূল

চৌ—ভাগে ভালু বলীমুখ জুথা। বৃকু বিলোকি জিমি মেষ বরূথা ॥
চলে ভাগি কপি ভালু ভবানী। বিকল পুকারত আরত বানী ॥১
যহ নিসিচর দুকাল সম অহঈ। কপিকুল দেস পরন অব চহঈ ॥
কৃপা বারিধর রাম খরারী। পাহি পাহি প্রনতারতি হারী ॥২
সকরুন বচন সুনত ভগবানা। চলে সুধারি সরাসন বানা ॥
রাম সেন নিজ পাছেঁ ঘালী। চলে সকোপ মহা বলসালী ॥৩
খৈঁচি ধনুষ সর সত সন্ধানে। ছুটে তীর সরীর সমানে ॥
লাগত সর ধাবা রিস ভরা। কুধর ডগমগত ডোলতি ধরা ॥৪

লীন্হ এক তেহিঁ সৈল উপাটী। রঘুকুলতিলক ভুজা সোই কাটী॥
ধাবা বাম বাহু গিরি ধারী। প্রভু সোউ ভুজা কাটি মহি পারী॥৫
কাটেঁ ভুজা সোহ খল কৈসা। পচ্ছহীন মন্দর গিরি জৈসা॥
উগ্র বিলোকনি প্রভুহি বিলোকা। গ্রসন চহত মানহুঁ ত্রৈলোকা॥৬
দোহা— করি চিক্কার ঘোর অতি ধাবা বদনু পসারি।
গগন সিদ্ধ সুর ত্রাসিত হা হা হেতি পুকারি॥৭০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তা'রে হেরি' কপি ঋক্ষ পলায়ন করে। বৃকে হেরি' মেষদল যেমন আচরে
হেনমতে কপি ঋক্ষ পালায় ভবানি! ব্যাকুলিত উচ্চারণ করি' আর্ত্তবাণী॥১
রাক্ষস দুর্ভিক্ষ-সম লোকমতে কহে। কপিকুল-রূপী দেশে ঘটাইতে চাহে॥
কৃপাবারিধর রাম! হে দেব খরারি! রক্ষা কর বর্ষি কৃপা ভক্ত-দুঃখহারী!॥২
করুণাতে ভরা বাক্য শুনি' ভগবান। লইলেন সুশাণিত শরাসন বাণ॥
স্বপশ্চাতে সেনা-সহ রঘুনাথ যা'ন। একক কুপিত বলী করি' অভিযান॥৩
ধনু ল'য়ে শতবাণ করেন সন্ধান। শরজাল কুম্ভ-দেহে মিল নিজস্থান॥
বাণাঘাতে ক্রুদ্ধ হ'য়ে কুম্ভকর্ণ যা'ন। পৃথিবী টলিল তাহে গিরি কম্পমান॥৪
শৈল এক উপাড়িয়া নিজ হস্তে লয়। রঘুনাথ-বাণে তাহা বিদ্ধ চূর্ণ হয়॥
কুম্ভকর্ণ বাম হস্তে শিলা আন মিলে। শ্রীরাম তাহাও ভেদি' ফেলেন ভূতলে॥৫
কপট কর্ত্তিত বাহু শোভিল কেমন। অপক্ষ মন্দর গিরি হইলে যেমন॥
প্রভুরে হেরিল খল উগ্র-দৃষ্টি দিয়া। তা'র ইচ্ছা ভুঞ্জিবে সে ত্রিলোক গিলিয়া॥৬
দোহা— চিৎকার করিয়া ঘোররূপ ধরি' ধাইল সে মুখ ব্যাদানিয়া।
নভে সিদ্ধ-সুর ত্রাসিত হইল হায় হায় শব্দ পুকারিয়া॥৭০॥

মূল

চৌ—সভয় দেব করুনানিধি জান্যো। শ্রবন প্রজন্ত সরাসনু তান্যো॥
বিসিখ নিকর নিসিচর মুখ ভরেউ। তদপি মহাবল ভূমি ন পরেউ॥১
সরন্হি ভরা মুখ সন্মুখ ধাবা। কাল ত্রোন সজীব জনু আবা॥
তব প্রভু কোপি তীব্র সর লীন্হা। ধর তে ভিন্ন তাসু সির কীন্হা॥২

বাংলা অর্থ—দীখ—দেখিলেন; হতি—হনন করিলেন; ধারী—সৈন্য; কিয়ো—করিলেন; ভারে—বহু সংখ্যা; নিসার—বাহির হইয়া; সমাহী—মিলিয়া যায়; কারে—কৃষ্ণবর্ণ; পনারে—প্রণালী; পটকই—আছাড় মারিল; বলীমুখ—বানর; পুকারত—চিৎকার করিয়া; দুকাল—দুর্ভিক্ষ; ঘালী—রাখিয়া; খৈঁচি—টানিয়া; কুধর—ভূধর, পর্ব্বত; ডগমগত—দুলিতে লাগিল; ডোলতি—টলিল; পারী—পাতিত করিলেন; বিলোকনি—দৃষ্টি; হা হেতি—হা+ইতি হেতি, হাহা এই শব্দ; (দো—৬৯-৭০)

সো সির পরেউ দসানন আগেঁ। বিকল ভয়উ জিমি ফনি মনি ত্যাগে ॥
ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ড। তব প্রভু কাটি কীন্হ দুই খণ্ডা ॥৩
পরে ভুমি জিমি নভ তেঁ ভূধর। হেঠ দাবি কপি ভালু নিসাচর ॥
তাসু তেজ প্রভু বদন সমানা। সুর মুনি সবহিঁ অচম্ভব মানা ॥৪
সুর দুন্দুভীঁ বজাবহিঁ হরষহিঁ। অস্তুতি করহিঁ সুমন বহু বরষহিঁ ॥
করি বিনতী সুর সকল সিধাএ। তেহী সময় দেবরিষি আএ ॥৫
গগনোপরি হরি গুন গন গাএ। রুচির বীররস প্রভু মন ভাএ ॥
বেগি হতহু খল কহি মুনি গএ। রাম সমর মহি সোভত ভএ ॥৬

ছন্দ— সংগ্রাম ভূমি বিরাজ রঘুপতি অতুল বল কোসল ধনী।
শ্রম বিন্দু মুখ রাজীব লোচন অরুন তন সোনিত কনী ॥
ভুজ জুগল ফেরত সর সরাসন ভালু কপি চহু দিসি বনে।
কহ দাস তুলসী কহি ন সক ছবি সেষ জেহি আনন ঘনে ॥

দোহা— নিসিচর অধম মলাকর তাহি দীন্হ নিজ ধাম।
গিরিজা তে নর মন্দমতি জে ন ভজহিঁ শ্রীরাম ॥৭১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কৃপাধার রাম দেবে সন্ত্রস্ত জানিয়া। শরাসন লইলেন আকর্ণ টানিয়া ॥
বাণচয়ে নিশাচর-বদন ভরিল। তথাপি না মহাবলী ভূমিতে পড়িল ॥১
শরে ভরা বদনে সে সম্মুখে ধাইল। সজীব তূণীর যেন তাহে প্রকটিল ॥
প্রভু রাম ক্রুদ্ধ হ'য়ে তীক্ষ্ণ শর ল'ন। সেই বাণে হ'ল তা'র মস্তক ছেদন ॥২
রাবণের পুরোভাগে সে শির পড়িল। মণি-হীন ফণি যেন রাবণ হইল ॥
প্রচণ্ড দেহের ভারে ধরণী ধ্বসিল। প্রভু-শরে তাহা পুনঃ দ্বিখণ্ড হইল ॥৩
কপি ঋক্ষ নিশাচর মহীতে পতিত। নভ হ'তে গিরি যেন হ'ল ভূপাতিত ॥
তা'সবার তেজপুঞ্জ প্রভুর বদনে। প্রবেশিলে দেবগণ আশ্চর্য্য তা' গণে ॥৪
হর্ষভরে দেবতারা দুন্দুভি বাজায়। স্তুতিবাদ করে আর পুষ্প বরিষয় ॥
বিনতি করিয়া সুর করিলে প্রস্থান। নারদ সেথায় তবে আসিয়া পৌঁছান ॥৪
তখন গগনে চলে হরি-গুণ-গান। বীর-রসে ভরি' গেল প্রভু-মন-প্রাণ ॥
ত্বরা এবে হত্যা কর খল দশাননে। কহি'—মুনি চলে, রাম শোভে রণভূমে ॥৫

ছন্দ— রণভূমি 'পরে শোভে রঘুপতি অমিত শকতি কোশলাধিকারী।
শ্রমবিন্দু মুখে কমল-লোচন রক্তারুণ-বর্ণ-কলেবরধারী ॥
ভুজযুগ যা'র ধরে শরাসন ঋক্ষ, কপি-ঘেরা বনে চতুর্ভিতে।
তুলসী কহিছে এ' চিত্র বর্ণিতে অনন্ত অক্ষম কে পারে বর্ণিতে ?

দোহা— রাক্ষস মধ্যম পাপের আধার তা'কে দেন প্রভু নিজ-ধাম।
হে গিরিজা! সেই জড় মন্দমতি যে না ভজে রঘুপতি রাম ॥৭১॥

চৌ—দিন কেঁ অন্ত ফিরীঁ দ্বৌ অনী। সমর ভঈ সুভটন্‌হ শ্রম ঘনী ॥
রাম কৃপাঁ কপি দল বল বাঢ়া। জিমি তৃন পাই লাগ অতি ডাঢ়া ॥১
ছীজহিঁ নিসিচর দিনু অরু রাতী। নিজ মুখ কহেঁ সুকৃত জেহি ভাঁতী ॥
বহু বিলাপ দসকন্ধর করঈ। বন্ধু সীস পুনি পুনি উর ধরঈ ॥২
রোবহিঁ নারি হৃদয় হতি পানী। তাসু তেজ বল বিপুল বখানী ॥
মেঘনাদ তেহি অবসর আয়উ। কহি বহু কথা পিতা সমুঝায়উ ॥৩
দেখেহু কালি মোরি মনুসাঈ। অবহিঁ বহুত কা করৌঁ বড়াঈ ॥
ইষ্টদেব সৈঁ বল রথ পায়উঁ। সো বল তাত ন তোহি দেখায়উঁ ॥৪
এহি বিধি জল্পত ভয়উ বিহানা। চহুঁ দুআর লাগে কপি নানা ॥
ইত কপি ভালু কাল সম বীরা। উত রজনীচর অতি রনধীরা ॥৫
লরহিঁ সুভট নিজ নিজ জয় হেতু। বরনি ন জাই সমর খগকেতু ॥৬

দোহা— মেঘনাদ মায়াময় রথ চঢ়ি গয়উ অকাস।
গর্জেউ অট্টহাস করি ভই কপি কটকহি ত্রাস ॥৭২॥

পদ্যানুবাদ

মেঘনাদ-বধার্থ যজ্ঞধ্বংস প্রস্তুতি

চৌ—দিন অবসানে ফিরে দুই সেনাদল। ভারী শ্রান্ত হ'ল যুদ্ধে সুযোদ্ধা সকল ॥
রাম-কৃপা কপি-বল বৃদ্ধি করে তথা। তৃণ লভি' অগ্নি-বল বেড়ে' যায় যথা ॥১
নিশাচর দিন রাতি হ্রাস পায় তথা। নিজ মুখে বর্ণনাতে নাশে পুণ্য যথা ॥
দশানন সেই কালে বহু বিলপিল। মৃত ভ্রাতৃ-শির পুন হৃদয়ে ধরিল ॥২
বক্ষে করাঘাত করি' রমণী কাঁদিল। তা'র তেজ-বল-কথা বহু বাখানিল ॥
সে সময় মেঘনাদ আসিয়া তথায়। নানা কথা কহি' নিজ পিতারে বুঝায় ॥৩
আমার পৌরুষ কল্য দেখিবেন তবে। বহু অহঙ্কারে কিবা প্রয়োজন এবে ?
ইষ্ট-দেব হ'তে বল আর রথ পাই। সে রথ, সে বল তাত ! তোমা' না দেখাই ॥৪
হেনরূপে জল্পনাতে প্রভাত হইল। চারিটি দুয়ারে কপি বহু পহুঁছিল ॥
এক পক্ষে ঋক্ষ-কপি—কাল-সম বীর। অন্য পক্ষে নিশাচর অতি রণ-ধীর ॥৫
নিজ নিজ জয় হেতু সুযোদ্ধা যুঝিল। গরুড় ! সে যুদ্ধ কেহ বর্ণিতে নারিল ॥৬

বাংলা অর্থ—জান্যো—জানিলেন ; তান্যো—আকর্ষণ করিলেন ; বিসিখ—বাণ ; সরন্‌হি—শরসমূহে ; ধর—ধড় (দেহমধ্যভাগ) ; ধসই—গর্ত হইল ; হেঠ—নিচে ; দাবি—চাপিয়া ; হতহু—হত্যা কর ; ঘনে—বহু সংখ্যা ; মলাকর—পাপের খনি ; ঘনী—অধিক ; ডাঢ়া—বাড়িয়া থাকে ; ছীজহিঁ—ক্ষয় পাইল ; পানী হতি—হাত চাপড়াইয়া ; মনুসাঈ—পৌরুষ ॥ পায়উঁ—পাইয়াছি ; বিহানা—প্রভাত ; খগকেতু—গরুড় ; অস্তুতি—স্তুতি ; লরহিঁ—লড়ে, যুদ্ধ করে ; (দো—৭১-৭২)

দোহা-- রথেতে চড়িয়া আকাশে চলিল মেঘনাদ নিজে মায়াময়।
অট্টহাস্য করি' গর্জ্জন করিল কপি তাহে ত্রাসিত-হৃদয় ॥৭২॥

মূল

চৌ—সক্তি সূল তরবারি কৃপানা। অস্ত্র সস্ত্র কুলিসায়ুধ নানা॥
ডারই পরসু পরিঘ পাষানা। লাগেউ বৃষ্টি করৈ বহু বানা ॥১
দস দিসি রহে বান নভ ছাঈ। মানহুঁ মঘা মেঘ ঝরি লাঈ॥
ধরু ধরু মারু সুনিঅ ধুনি কানা। জো মারই তেহি কোউ ন জানা ॥২
গহি গিরি তরু অকাস কপি ধাবহিঁ। দেখহিঁ তেহি ন দুখিত ফিরি আবহিঁ
অবঘট ঘাট বাট গিরি কন্দর। মায়া বল কীন্হেসি সর পঞ্জর ॥৩
জাহিঁ কহাঁ ব্যাকুল ভএ বন্দর। সুরপতি বন্দি পরে জনু মন্দর॥
মারুতসুত অঙ্গদ নল নীলা। কীন্হেসি বিকল সকল বলসীলা ॥৪
পুনি লছিমন সুগ্রীব বিভীষন। সরন্হি মারি কীন্হেসি জর্জর তন॥
পুনি রঘুপতি সৈঁ জূঝৈ লাগা। সর ছাঁড়ই হোই লাগহিঁ নাগা ॥৫
ব্যাল পাস বস ভএ খরারী। স্ববস অনন্ত এক অবিকারী॥
নট ইব কপট চরিত কর নানা। সদা স্বতন্ত্র এক ভগবানা ॥৬
রন সোভা লগি প্রভুহিঁ বঁধায়ো। নাগপাস দেবন্হ ভয় পায়ো ॥৭

দোহা— গিরিজা জাসু নাম জপি মুনি কাটহিঁ ভব পাস।
সো কি বন্ধ তর আবই ব্যাপক বিশ্ব নিবাস ॥৭৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শক্তি, শূল, তরবারি, কৃপাণাদি ছিল। অস্ত্র শস্ত্র কুলিশাদি আয়ুধ ক্ষেপিল।
পরশু পরিঘ তথা পাষাণ চলিল। বাণ-বৃষ্টি বহুবিধ চলিতে লাগিল ॥১
বাণে বাণে দশদিকে নভ গেল ভরি'। যেন মঘা-মেঘ হ'তে ঝরিতেছে বারি॥
'ধর ধর' 'মার মার' ধ্বনি শুধু আছে। যে মারিছে তা'রে কিন্তু কেহ না দেখিছে।
ল'য়ে গিরি, তরু কপি আকাশে ধাইল। অরিরে না হেরি' দুখে ফিরিয়া আসিল
উচু-নিচু পথে-ঘাটে গিরির গহ্বরে। শরের পঞ্জর র'চে মায়াশ্রয় ক'রে ॥৩
কোথা যাই—চিন্তা করি' ব্যাকুল বানর। ইন্দ্র-মায়া-বন্দী বুঝি হ'য়েছে ভূধর।
অঙ্গদ, মারুতসুত, নল ও নীলেরে। মেঘনাদ ব্যাকুলিত করিল সবারে ॥৪
লক্ষ্মণ, সুগ্রীব তথা বিভীষণ-কায়ে। অতি জর্জ্জরিত করে, শর হানি' তাহে॥
পুন রঘুপতি-সনে লাগে যুঝিবারে। সর্প হ'য়ে বিধেঁ দেহে হেন শর ছাড়ে ॥৫
নাগপাশ-বশীভূত হ'লেন খরারি। স্ববশ অখণ্ড যিনি এক অবিকারী॥
নটের কপট-লীলা করেন বিধান। সতত স্বতন্ত্র যিনি এক ভগবান ॥৬
রণ-শোভা-তরে প্রভু বাঁধে আপনারে। নাগপাশ-ভয় আনি' দেয় দেবতারে

দোহা— হে গিরিজা! যাঁ'র নাম জপি' মুনি ছেদন করয়ে ভব-পাশ।
আসে কি বন্ধন কভু তাঁ'র—যিনি বিশ্বব্যাপী জগৎ-নিবাস ॥৭৩॥

মূল

চৌ—চরিত রাম কে সগুন ভবানী। তর্কি ন জাহিঁ বুদ্ধি বল বানী॥
অস বিচারি জে তগ্য বিরাগী। রামহি ভজহিঁ তর্ক সব ত্যাগী॥১
ব্যাকুল কটকু কীন্হ ঘননাদা। পুনি ভা প্রগট কহই দুর্বাদা॥
জামবন্ত কহ খল রহু ঠাঢ়া। সুনি করি তাহি ক্রোধ অতি বাঢ়া॥২
বূঢ় জানি সঠ ছাঁড়েউঁ তোহী। লাগেসি অধম পচারৈ মোহী॥
অস কহি তরল ত্রিসূল চলায়ো। জামবন্ত কর গহি সোই ধায়ো॥৩
মারিসি মেঘনাদ কৈ ছাতী। পরা ভূমি ঘুর্মিত সুরঘাতী॥
পুনি রিসান গহি চরন ফিরায়ো। মহি পছারি নিজ বল দেখরায়ো॥৪
বর প্রসাদ সো মরই ন মারা। তব গহি পদ লঙ্কা পর ডারা॥
ইহাঁ দেবরিষি গরুড় পঠায়ো। রাম সমীপ সপদি সো আয়ো॥৫

দোহা— খগপতি সব ধরি খাএ মায়া নাগ বরূথ।
মায়া বিগত ভএ সব হরষে বানর জূথ॥৭৪ক॥
গহি গিরি পাদপ উপল নখ ধাএ কীস রিসাই।
চলে তমীচর বিকলতর গঢ় পর চঢ়ে পরাই॥৭৪খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রামের চরিত উমা! সগুণ জানিবে। বুদ্ধি তর্ক বলে তাহা বুঝিতে নারিবে॥
তত্ত্বজ্ঞ বিরাগী জন হেন বিচারিয়া। রামেরে ভজিবে সব তর্ক তেয়াগিয়া॥১
মেঘনাদ সেনাদলে ব্যাকুল করিল। দুর্বাক্য কহিয়া পুন প্রকট হইল॥
খল! স্থির হও তুমি জাম্ববান্ কয়। তাহা শুনি' মেঘনাদ ক্রোধ-পর হয়॥২
বৃদ্ধ জানি' তোরে শঠ! চাহিনু ত্যজিতে। অধম লাগিলি তুই মোরে আবাহিতে
ইহা কহি' অতি তীব্র ত্রিশূল ছুড়িল। জাম্ববান তাহা করে ধরিয়া ধাইল॥৩
মেঘনাদ-বক্ষ'পরে তাহা হানি' দিল। বিঘুর্ণিত সে আঘাতে ভূমিতে পড়িল॥
পুন ক্রোধে পদে ধরি' তা'রে ঘুরাইল। ধরাতে আছাড়ি' নিজ বল দেখাইল॥৪

বাংলা অর্থ—**ঝরি**—ঝড়; **অবঘট ঘাট**—আট ঘাট অর্থাৎ চতুর্দিকে; **সৈঁ**—সহিত; **জূঝৈ লাগা**—যুদ্ধ করিতে লাগিল; **সর পঞ্জর**—শরদ্বারা প্রস্তুত পিঞ্জরার মত; **তর্কি ন জাহি**—তর্কদ্বারা নির্ণীত হয় না; **তগ্য**—তত্ত্বজ্ঞানী; **ঘননাদা**—মেঘনাদ; **দুর্বাদা**—কটুবাক্য; **ঠাঢ়া**—দণ্ডায়মান; **সুনি করি**—শুনিয়া; **বূঢ়**—বৃদ্ধ, বুড়ো; **পচারৈ লাগেসি**—যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলি; **তরল ত্রিশূল**—অগ্নিবর্ষী ত্রিশূল; **ঘুর্মিত**—ঘূর্ণিত; **পছারি**—আছাড় মারিয়া; **মরই ন মারা**—মারিলেও মরিল না; **তমীচর**—নিশাচর; **সুরঘাতী**—মেঘনাদ; **পরাই**—পলাইয়া; (দো—৭৩- ৪ ক, খ)

বরের প্রভাবে মার খেয়ে না মরিল। পা ধরি' লঙ্কাতে তবে তাহারে ছুড়িল।
এদিকে গরুড়ে দ্রুত দেবর্ষি পাঠা'ন। রাম-পার্শ্বে ত্বরা তিনি পঁহুছিয়া যা'ন ॥৫
দোহা— মায়া-নাগ-দলে সবাকারে ধরি' খগপতি করিল ভোজন।
মায়া নাশ হ'লে কপিগণ সবে হরষিত হইল তখন ॥৭৪ক॥
গিরি, তরু, নখ, প্রস্তরাস্ত্র ল'য়ে ধায় যত ক্রোধী কপিগণ।
নিশাচর সবে ব্যাকুলিত হ'য়ে দুর্গারূঢ় করে পলায়ন ॥৭৪খ॥

মূল

মেঘনাদবধার্থ লক্ষ্মণের প্রতিজ্ঞা ও যজ্ঞধ্বংস

চৌ—মেঘনাদ কৈ মুরছা জাগী। পিতহি বিলোকি লাজ অতি লাগী ॥
তুরত গয়উ গিরিবর কন্দরা। করৌঁ অজয় মখ অস মন ধরা ॥১
ইহাঁ বিভীষন মন্ত্র বিচারা। সুনহু নাথ বল অতুল উদারা ॥
মেঘনাদ মখ করই অপাবন। খল মায়াবী দেব সতাবন ॥২
জৌঁ প্রভু সিদ্ধ হোই সো পাইহি। নাথ বেগি পুনি জীতি ন জাইহি ॥
সুনি রঘুপতি অতিসয় সুখ মানা। বোলে অঙ্গদাদি কপি নানা ॥৩
লছিমন সঙ্গ জাহু সব ভাঈ। করহু বিধংস জগ্য কর জাঈ ॥
তুম্হ লছিমন মারেহু রন ওহী। দেখি সভয় সুর দুখ অতি মোহী ॥৪
মারেহু তেহি বল বুদ্ধি উপাঈ। জেহিঁ ছীজৈ নিসিচর সুনু ভাঈ ॥
জামবন্ত সুগ্রীব বিভীষন। সেন সমেত রহেহু তীনিউ জন ॥৫
জব রঘুবীর দীন্হি অনুসাসন। কটি নিষঙ্গ কসি সাজি সরাসন ॥
প্রভু প্রতাপ উর ধরি রনধীরা। বোলে ঘন ইব গিরা গঁভীরা ॥৬
জৌঁ তেহি আজু বধেঁ বিনু আবৌঁ। তৌ রঘুপতি সেবক ন কহাবৌঁ ॥
জৌঁ সত সঙ্কর করহিঁ সহাঈ। তদপি হতউঁ রঘুবীর দোহাঈ ॥৭

দোহা— রঘুপতি চরন নাই সিরু চলেউ তুরন্ত অনন্ত।
অঙ্গদ নীল ময়ন্দ নল সঙ্গ সুভট হনুমন্ত ॥৭৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মূর্চ্ছা হ'তে মেঘনাদ হ'ন জাগরিত। পিতারে হেরিয়া হ'ন অতীব লজ্জিত ॥
ত্বরিত গমন করে ভূধর-কন্দরে। সাধিবে অজেয় যজ্ঞ বাসনা অন্তরে ॥১
কহে বিভীষণ করি' মন্ত্রণা-বিচার। শুন নাথ! তুমি বলী অতুল উদার ॥
অপাবন যজ্ঞ-তরে মেঘনাদ রত। দেবারি সে মায়াধর কুব্রতে নিরত ॥২
হে প্রভু! সে যজ্ঞে যদি সিদ্ধকাম হয়। সহজে জিনিতে তা'রে নারিবে নিশ্চয় ॥
শুনি' রঘুপতি, অতি সুখ মানি মনে। আবাহিলা অঙ্গদাদি যত কপিগণে ॥৩
ভাইগণ! সবে যাও সহিত লক্ষ্মণ। গিয়া সবে তা'র যজ্ঞ কর বিধ্বংসন ॥
হে লক্ষ্মণ! সংহারিবে তুমি তা'রে রণে। দেবগণে ভীত হেরি' দুখ পাই মনে ॥৪

ভ্রাতঃ ! বল বুদ্ধি হেন করহ ধারণ। যাহে সেই নিশাচর নাশে সম্বরণ ॥
জাম্ববান ও সুগ্রীব তথা বিভীষণ। সেনার সহিত রহ এই তিন জন ॥৫
রঘুবীর আজ্ঞা-দান করেন যখন। কটিতে তূণীর তথা ল'ন শরাসন ॥
প্রভুর প্রতাপ হৃদে ধরি' রণধীর। লক্ষ্মণ কহেন বাণী জলদ-গম্ভীর ॥৬
যদি তা'রে না বধিয়া ফিরিয়া আসিব। রাম-ভক্ত কহি' নাহি পরিচয় দিব ॥
শত শিব হ'ন যদি তাহার সহায়। তথাপি মারিব তা'রে রামের দোহাই ॥৭

দোহা— রঘুপতি-পদে শির নমিলেন যিনি নিজে অনন্ত লক্ষ্মণ।
অঙ্গদ ও নীল ময়ন্দ ও নল সঙ্গে কপি বীর যোদ্ধৃগণ ॥৭৫॥

মূল

চৌ—জাই কপিন্হ সো দেখা বৈসা। আহুতি দেত রুধির অরু ভৈঁসা ॥
কীন্হ কপিন্হ সব জগ্য বিধংসা। জব ন উঠই তব করহিঁ প্রসংসা ॥১
তদপি ন উঠই ধরেন্হি কচ জাঈ। লাতন্হি হতি হতি চলে পরাঈ ॥
লৈ ত্রিসূল ধাবা কপি ভাগে। আএ জহঁ রামানুজ আগে ॥২
আবা পরম ক্রোধ কর মারা। গর্জ ঘোর রব বারহিঁ বারা ॥
কোপি মারুতসুত অঙ্গদ ধাএ। হতি ত্রিসূল উর ধরনি গিরাএ ॥৩
প্রভু কহঁ ছাঁড়েসি সূল প্রচণ্ডা। সর হতি কৃত অনন্ত জুগ খণ্ডা ॥
উঠি বহোরি মারুতি জুবরাজা। হতহিঁ কোপি তেহি ঘাউ ন বাজা ॥৪
ফিরে বীর রিপু মরই ন মারা। তব ধাবা করি ঘোর চিকারা ॥
আবত দেখি ক্রুদ্ধ জনু কালা। লছিমন ছাড়ে বিসিখ করালা ॥৫
দেখেসি আবত পবি সম বানা। তুরত ভয়উ খল অন্তরধানা ॥
বিবিধ বেষ ধরি করই লরাঈ। কবহুঁক প্রগট কবহুঁ দুরি জাঈ ॥৬
দেখি অজয় রিপু ডরপে কীসা। পরম ক্রুদ্ধ তব ভয়উ অহীসা ॥
লছিমন মন অস মন্ত্র দৃঢ়াবা। এহি পাপিহি মৈঁ বহুত খেলাবা ॥৭
সুমিরি কোসলাধীস প্রতাপা। সর সন্ধান কীন্হ করি দাপা ॥
ছাড়া বান মাঝ উর লাগা। মরতী বার কপটু সব ত্যাগা ॥৮

দোহা— রামানুজ কহঁ রামু কহঁ অস কহি ছাঁড়েসি প্রান।
ধন্য ধন্য তব জননী কহ অঙ্গদ হনুমান ॥৭৬॥

বাংলা অর্থ—**অজয় মখ**—অজেয় হইবার যজ্ঞ; **সতাবন**—পীড়াদায়ক; **হোই পাইহি**—হইতে পায়; **ছীজৈ**—ক্ষয় পায়; **বঁধে বিনু**—বধ না করিয়া; **ভৈঁসা**—মহিষ; **ধরেন্হি**—ধরিল; **লাতন্হি হতি হতি**—লাথি মারিয়া মারিয়া; **প্রভু কহঁ**—প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া; **পবিসম**—বজ্রতুল্য; **অহীসা**—অনন্তদেব (লক্ষ্মণ); **দৃঢ়াবা**—দৃঢ় করিল; **খেলাবা**—খেলাইয়াছি; **দাপা**—দর্প (বীরোচিত), (দো—৭৫-৭৬)

চৌ—কপিগণ গিয়া তা'রে আসীন হেরিল। মহিষ ও রক্তাহুতি দিতে নিরখিল॥
কপিগণ লাগে সবে যজ্ঞ বিধ্বংসিতে। উঠিল না দেখি' তা'রে লাগে প্রশংসিতে॥১
তথাপি না উঠে যবে কেশেতে ধরিয়া। পদাঘাত করি' সবে যায় পলাইয়া॥
আসিলে ত্রিশূল ল'য়ে, কপিরা পালায়। সেথা আসি' মিলে সবে লক্ষ্মণ যেথায়॥২
আসিলে লক্ষ্মণ ক্রোধে মারেন তাহারে। তবে ঘোর গর্জ্জন সে করে বারে বারে
ক্রোধ-ভ'রে হনুমান অঙ্গদ ধাইল। ত্রিশূলে হানিয়া সে দোঁহারে পাড়িল॥৩
লক্ষ্মণেরে তাকি' শূল ছাড়িল প্রচণ্ড। লক্ষ্মণের শরে তাহা হইল দ্বিখণ্ড॥
মারুতি অঙ্গদও তা'রে সক্রোধে হানিল। সে আঘাত তা'রে কিছু ব্যথা নাহি দিল॥৪
মারিলে না মরে রিপু ফিরিতে ধাইল। তখন ধাইয়া পুন বিষম গর্জ্জিল॥
কাল-সম ক্রূর তা'রে আসিতে হেরিয়া। লক্ষ্মণ করাল বাণ দেন নিক্ষেপিয়া॥৫
আসিতে দেখিল যবে বজ্র-সম বাণ। ত্বরা খল মেঘনাদ করে অন্তর্ধান॥
বহুবিধ বেশ ধরি' সমরে যুঝিল। কভু বা প্রকট হ'ল কভু লুকাইল॥৬
রিপুরে অজেয় হেরি' কপি ভয়ে ভীত। তখন লক্ষ্মণ হ'ন অতীব ক্রোধিত॥
লক্ষ্মণ মানসে হেন করিল বিচার। এ' পাপীরে খেলায়েছি আমি বহুবার॥৭
কোশল-নৃপের বল হৃদয়ে ধরিয়া। বীর-দর্পে তিনি দেন শর সন্ধানিয়া॥
সেই বাণ মেঘনাদ-হৃদয়ে ভেদিল। মৃত্যুকালে কাপট্য সে সকল ত্যজিল॥৮

দোহা— কোথা' রামানুজ? কোথা রাম তুমি?—ইহা কহি' ত্যজিল পরাণ।
ধন্য তব মাতা ধন্য পুত্র তাঁ'র কহেন অঙ্গদ হনুমান॥৭৬॥

মূল

চৌ—বিনু প্রয়াস হনুমান উঠায়ো। লঙ্কা দ্বার রখি পুনি আয়ো॥
তাসু মরন সুনি সুর গন্ধর্বা। চঢ়ি বিমান আএ নভ সর্বা॥১
বরষি সুমন দুন্দুভীঁ বজাবহিঁ। শ্রীরঘুনাথ বিমল জসু গাবহিঁ॥
জয় অনন্ত জয় জগদাধারা। তুম্হ প্রভু সব দেবন্হি নিস্তারা॥২
অস্তুতি করি সুর সিদ্ধ সিধাএ। লছিমন কৃপাসিন্ধু পহিঁ আএ॥
সুত বধ সুনা দসানন জবহীঁ। মুরুছিত ভয়উ পরেউ মহি তবহীঁ॥৩
মন্দোদরী রুদন কর ভারী। উর তাড়ন বহু ভাঁতি পুকারী॥
নগর লোগ সব ব্যাকুল সোচা। সকল কহহিঁ দসকন্ধর পোচা॥৪

দোহা— তব দসকণ্ঠ বিবিধি বিধি সমুঝাঈ সব নারি।
নশ্বর রূপ জগত সব দেখহু হৃদয়ঁ বিচারি॥৭৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বিনা শ্রমে হনুমান তা'রে উঠাইল। লঙ্কা-দ্বারে রাখি' পুন ফিরিয়া আসিল
সুর ও গন্ধর্ব শুনি' তাহার মরণ। বিমানে চড়িয়া নভে করে আগমন॥১

পুষ্প বরষিয়া তাঁ'রা দুন্দুভি বাজান। রামের বিমল যশ করিয়া বাখান ॥
জয় হে অনন্ত! জয় জগৎ আধার! হে প্রভো! অমর-গণে করিলে নিস্তার ॥২
সুর-সিদ্ধগণ স্তুতি করিয়া ফিরেন। করুণা-সাগর-পার্শ্বে লক্ষ্মণ আসেন ॥
সুত-বধ-বার্তা যবে শুনেন রাবণ। সংজ্ঞাহীন তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হ'ন।৩
মন্দোদরী অতিশয় রোদন করিলা। বুকে করাঘাত করি' বহু বিলপিলা ॥
পুরজন সব শোকে ব্যাকুল হইল। দশাননে সবে নীচ কহিতে লাগিল ॥৪
দোহা— তবে দশানন বিবিধ প্রকারে বুঝা'লেন ছিল যত নারী।
নশ্বর এ' রূপ ধরা ধরে জেনো বুঝি' দেখ হৃদয়ে বিচারি'।৭৭॥

মূল

চৌ—তিন্হহি গ্যান উপদেসা রাবন। আপুন মন্দ কথা সুভ পাবন॥
পর উপদেস কুসল বহুতেরে। জে আচরহিঁ তে নর ন ঘনেরে ॥১
নিসা সিরানি ভয়উ ভিনুসারা। লগে ভালু কপি চারিহুঁ দ্বারা॥
সুভট বোলাই দসানন বোলা। রন সন্মুখ জাকর মন ডোলা।২
সো অবহীঁ বরু জাউ পরাঈ। সংজুগ বিমুখ ভএঁ ন ভলাঈ॥
নিজ ভুজ বল মৈঁ বয়রু বঢ়াবা। দেহউঁ উতরু জো রিপু চঢ়ি আবা ॥৩
অস কহি মরুত বেগ রথ সাজা। বাজে সকল জুঝাউ বাজা॥
চলে বীর সব অতুলিত বলী। জনু কজ্জল কৈ আঁধী চলী ॥৪
অসগুন অমিত হোহিঁ তেহি কালা। গনই ন ভুজবল গর্ব বিসালা।৫
ছন্দ— অতি গর্ব গনই ন সগুন অসগুন স্রবহিঁ আয়ুধ হাথ তে।
ভট গিরত রথ তে বাজি গজ চিক্করত ভাজহিঁ সাথ তে॥
গোমায় গীধ করাল খর রব স্বান বোলহিঁ অতি ঘনে।
জনু কালদূত উলূক বোলহিঁ বচন পরম ভয়াবনে॥
দোহা— তাহি কি সম্পতি সগুন সুভ সপনেহুঁ মন বিশ্রাম।
ভূত দ্রোহ রত মোহবস রাম বিমুখ রতি কাম ॥৭৮॥

পদ্যানুবাদ

যুদ্ধার্থ রাবণের আগমন ও যুদ্ধ-প্রস্তুতি

চৌ—জ্ঞান-কথা বলি' যবে বুঝান রাবণ। নিজে মন্দ কিন্তু ক'ন বাক্য সুপাবন ॥
পরেরে বুঝাতে পটু বহু এ' সংসারে। বিরল মানুষ যা'রা নিজেরা আচরে ॥১

বাংলা অর্থ—পোচা—নীচ; আপুন—আপনি নিজে; ন ঘনেরে—বেশী হয় না; সিরানি—শেষ হইল; জা কর—যাহার; বরু—বরং; দেহউ উতরু—পার করিয়া দিব; জুঝাউ বাজা—যুদ্ধের বাজনা; সাথ তে ভাজহি—সঙ্গ ছাড়িয়া পলাইল; স্বান—কুকুর; বোলহি—চীৎকার করিল; সংপতি—সম্পৎ; রতি কাম— কামাসক্ত; (দো—৭৭-৭৮)

নিশা অপগত হ'লে প্রভাত হইল। ঋক্ষ কপি চারি দ্বারে আসি' পঁহুছিল ॥
ডাকিয়া সুযোদ্ধৃগণে দশানন ক'ন। সম্মুখ সমরে যে'তে যা'র দোলে মন ॥২
সে যেন এখনি বরং করে পলায়ন। যুদ্ধে নামি' বিমুখতা না হয় শোভন ॥
ভুজ-বলে করিয়াছি শক্রতা-বর্দ্ধন। রিপু আক্রমিছে দিব উত্তর এখন ॥৩
ইহা কহি' বায়ু-বেগী রথ সাজাইল। যুদ্ধের বাজনা সব বাজিয়া উঠিল ॥
অতুলিত বীর যোদ্ধা করে আক্রমণ। মসীবর্ণ ধূলিবাত্যা বহিল তখন ॥৪
কুলক্ষণ অগণিত ঘটিতে লাগিল। দশানন বল-গর্ব্বে তাহা না গণিল ॥৫

ছন্দ— অতি গর্ব্বে নাহি গণে শুভাশুভ হস্ত হ'তে পড়ে আয়ুধ খসিয়া।
রথ হ'তে যোদ্ধা পড়ে, বাজি গজ পলায়ন করে চিৎকার করিয়া ॥
গোমায়ু ও গৃধ্র খর ঘোর ডাকে কুক্কুরের ধ্বনি ঘন নিনাদিত।
যেন কাল-দূত পেচক ধ্বনিতে ভয়াবহ বার্ত্তা করিছে ইঙ্গিত ॥

দোহা— যা'র জীবে দ্রোহ মোহ-বিবশতা বিমুখতা রামে কামে অনুরাগ।
আসে কি সম্পৎ শুভ-চিহ্ন তা'র স্বপনেও হবে মনের বিরাগ ? ৭৮

মূল

চৌ—চলেউ নিসাচর কটকু অপারা। চতুরঙ্গিনী অনী বহু ধারা ॥
বিবিধি ভাঁতি বাহন রথ জানা। বিপুল বরন পতাক ধ্বজ নানা ॥১
চলে মত্ত গজ জুথ ঘনেরে। প্রাবিট জলদ মারুত জনু প্রেরে ॥
বরন বরন বিরদৈত নিকায়া। সমর সূর জানহিঁ বহু মায়া ॥২
অতি বিচিত্র বাহিনী বিরাজী। বীর বসন্ত সেন জনু সাজী ॥
চলত কটক দিগসিন্ধুর ডগহীঁ। ছুভিত পয়োধি কুধর ডগমগহীঁ ॥৩
উঠী রেনু রবি গয়উ ছপাঈ। মরুত থকিত বসুধা অকুলাঈ ॥
পনব নিসান ঘোর রব বাজহিঁ। প্রলয় সময় কে ঘন জনু গাজহিঁ ॥৪
ভেরি নফোরি বাজ সহনাঈ। মারূ রাগ সুভট সুখদাঈ ॥
কেহরি নাদ বীর সব করহীঁ। নিজ নিজ বল পৌরুষ উচ্চরহীঁ ॥৫
কহই দসানন সুনহু সুভট্টা। মর্দহু ভালু কপিন্হ কে ঠট্টা ॥
হৌঁ মারিহউঁ ভূপ দ্বৌ ভাঈ। অস কহি সন্মুখ ফৌজ রেঙ্গাঈ ॥৬
যহ সুধি সকল কপিন্হ জব পাঈ। ধাএ করি রঘুবীর দোহাঈ ॥৭

ছন্দ— ধাএ বিসাল করাল মর্কট ভালু কাল সমান তে।
মানহুঁ সপচ্ছ উড়াহিঁ ভূধর বৃন্দ নানা বান তে ॥
নখ দসন সৈল মহাদ্রুমায়ুধ সবল সঙ্ক ন মানহীঁ।
জয় রাম রাবন মত্ত গজ মৃগরাজ সুজসু বখানহীঁ ॥

দোহা— দুহু দিসি জয় জয়কার করি নিজ নিজ জোরী জানি।
ভিরে বীর ইত রামহি উত রাবনহি বখানি ॥৭৯॥

চৌ—চলে রণে নিশাচর সৈনিক অপার। চতুরঙ্গ সেনাদলে ব্যাপে চারিধার॥
বিবিধ প্রকার রথ বাহন-সজ্জিত। পতাকা বিবিধ বর্ণ ধ্বজে সুশোভিত॥১
মদমত্ত গজ-যূথ চলিল তেমন। প্রাবৃটের মেঘে যেন বহিছে পবন॥
বীর-রক্ষঃ-সেনা-সজ্জা বিবিধ বরণ। বহু মায়া ধরে যুদ্ধে বীর যোদ্ধৃগণ॥২
বাহিনী বিচিত্র অতি সেথা বিরাজিল। যেন বীর ঋতু-রাজ সেনা সাজাইল॥
সেনাদল চলে যেন দিক্‌হস্তী দোলে। বিক্ষোভে বারিধি, গিরি যেন টলমলে॥৩
ধূলির পটলে সূর্য্য যেন লুক্কায়িত। বায়ু-বেগ রুদ্ধ যেন ধরা আকুলিত॥
দুন্দুভি দামামা ঘোর বাজিতে লাগিল। প্রলয় সময়ে যেন মেঘ গরজিল॥৪
তুরী ভেরী নিনাদিল সানাই বাজিল। মরণ-রাগিণী-স্বরে যোদ্ধা তিরপিল॥
বীরগণ সিংহনাদ লাগিল করিতে। আপন পৌরুষ লাগে বহু বিঘোষিতে॥৫
দশানন ক'ন—শুন বীর যোদ্ধৃগণ! ঋক্ষ-কপি-যূথ সব করহ মর্দ্দন॥
নিধন করিব আমি দু'টি নৃপ-ভা'য়ে। ইহা কহি' সেনা দিল সম্মুখে চালা'য়ে॥৬
এ বারতা কপিদল যখন জানিল। রঘুবীর-নাম ল'য়ে সকলে ধাইল॥৭

ছন্দ— ধাইল বিশাল করাল বানর ঋক্ষ কাল-সম আছিল যাহারা।
উড়ি' চলে যেন সপক্ষ ভূধর বাণাঘাত-দ্বারা বহু সংখ্যা তা'রা
নখ-দন্ত-গিরি- মহাদ্রুম-অস্ত্রে বলীয়ান্ যা'রা ভয় না গণিল।
'জয় রাম' কহি' রাবণ-করীর সিংহ-সম রাম-যশ বাখানিল॥

দোহা— উভয় দিকেতে জয় জয় শব্দে প্রতিপক্ষ দু'য়ে সম্মিলিত হয়।
যা'রা মিলে রণে এ'পক্ষে রাঘবে ওপক্ষে রাবণে বহু বাখানয়॥৭৯॥

মূল

চৌ—রাবনু রথী বিরথ রঘুবীরা। দেখি বিভীষন ভয়উ অধীরা॥
অধিক প্রীতি মন ভা সন্দেহা। বন্দি চরন কহ সহিত সনেহা॥১
নাথ ন রথ নহিঁ তন পদ ত্রানা। কেহি বিধি জিতব বীর বলবানা॥
সুনহু সখা কহ কৃপানিধানা। জেহিঁ জয় হোই সো স্যন্দন আনা॥২
সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা। সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা॥
বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে। ছমা কৃপা সমতা রজু জোরে॥৩
ঈস ভজনু সারথী সুজানা। বিরতি চর্ম্ম সন্তোষ কৃপানা॥
দান পরসু বুধি সক্তি প্রচণ্ডা। বর বিগ্যান কঠিন কোদণ্ডা॥৪
অমল অচল মন ত্রোন সমানা। সম জম নিয়ম সিলীমুখ নানা॥
কবচ অভেদ বিপ্র গুর পূজা। এহি সম বিজয় উপায় ন দূজা॥৫
সখা ধর্মময় অস রথ জাকেঁ। জীতন কহঁ ন কতহুঁ রিপু তাকেঁ॥৬

দোহা— মহা অজয় সংসার রিপু জীতি সকই সো বীর।
জাকেঁ অস রথ হোই দৃঢ় সুনহু সখা মতিধীর ॥৮০ক॥
সুনি প্রভু বচন বিভীষন হরষি গহে পদ কঞ্জ।
এহি মিস মোহি উপদেসেহু রাম কৃপা সুখ পুঞ্জ ॥৮০খ॥
উত পচার দসকন্ধর ইত অঙ্গদ হনুমান।
লরত নিসাচর ভালু কপি করি নিজ নিজ প্রভু আন ॥৮০গ॥

পদ্যানুবাদ

সেনাদল-সহ যুদ্ধক্ষেত্রে রাম-রবণ

চৌ—দশানন রথী রথ-হীন রঘুবীর। হেরি' হ'ন বিভীষণ পরম অধীর ॥
অতি প্রীতি হেতু মনে সংশয় উদিলা। স্নেহ-ভরে পাদ বন্দি' তাঁহারে কহিলা ॥১
নাথ! নাহি রথ নাহি তনু-পদত্রাণ। কেমনে জিনিবে বল বীর বলবান্ ॥ ॥
শুন সখে!—ক'ন সেই কৃপার নিধান। জয় যেথা আসে জেনো সেই রথ আন ॥২
শৌর্য্য ধৈর্য্য রহে সেই রথে দু'টি চাকা। সত্যে শীলে জানো দৃঢ় ধ্বজা ও পতাকা
বল, দম ও বিবেক পরহিত ঘোড়া। করুণা-সমতা-ক্ষমা-রজ্জু দিয়া জোড়া ॥৩
ঈশ্বর-ভজনে জানো সারথী সুজ্ঞান। বিরতিতে বর্ম্ম জানো সন্তোষে কৃপাণ ॥
পরশুই দান, বুদ্ধি শকতি প্রচণ্ড। উত্তম বিজ্ঞান পুনঃ কঠোর কোদণ্ড ॥৪
অমল অচল মন তুণীর-সমান। শম-যম-নিয়মাদি জেনো হ'বে বাণ ॥
অভেদ্য কবচ বিপ্র-গুরুর পূজন ॥ জয়-লাভে নাহি অন্য উপায় এমন ॥৫
হেন ধর্ম্ম-রথে সখা! আরূঢ় যে জন। কোন রিপু তাহে জয় না করে কখন ॥৬

দোহা— অতীব দুর্জ্জয় সংসার-রিপুরে জিনিতে পারিবে সেই বীর।
সুদৃঢ় যেমন যা'র এই রথ শুন ওহে সখা! মতি ধীর ॥৮০ক॥
শুনি' প্রভু-বাণী হৃষ্ট বিভীষণ ধরে তাঁ'র কমল-চরণ।
কহে এই মিষে দানিলে শিক্ষণ প্রভু রাম! ভকত-শরণ! ॥৮০খ॥
হেথায় হুঙ্কারে রাবণ, হোথায় হুঙ্কারে অঙ্গদ হনুমান।
যুঝে নিশাচর ঋক্ষ-কপিদল ঘোষি' স্বস্ব-প্রভু-গুণগান ॥৮০গ॥

বাংলা অর্থ—জনু—যেন; প্রেরে—প্রেরণাতে; দিগসিন্ধুর—দিক্‌হস্তী; ভগহীঁ—আগাইয়া; ভূধর—ভূধর, পর্ব্বত; রেনু—ধূলিকণা; নফেরি—তূর্য্য; সহনাই—সানাই; ঠট্টা—ঠাট; রেঙ্গাই—চালাইল; সংক—ভয়, শঙ্কা; মৃগরাজ—সিংহস্বরূপ; ভিরে—মিলিত হইল; তন ত্রানা—তনুত্রাণকারী বর্ম্ম; সৌরজ—শৌর্য্য; দম—বহিরিন্দ্রিয়সংযম; জোরে—সংযুক্ত আছে; চর্ম্ম—ঢাল; কোদণ্ডা—ধনু; ত্রোন—তুণীর; সিলীমুখ—বাণ; অজয়—দুর্জ্জয়; মিস—ছলে; পচার—যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল; লরত—যুদ্ধ করিল; উত—ঐ পক্ষে; ইত—এই পক্ষে; (দো—৭৯-৮০ ক, খ, গ)

মূল

চৌ—সুর ব্রহ্মাদি সিদ্ধ মুনি নানা। দেখত রন নভ চঢ়ে বিমানা॥
হমহু উমা রহে তেহি সঙ্গা। দেখত রাম চরিত রন রঙ্গা॥১
সুভট সমর রস দুহু দিসি মাতে। কপি জয়সীল রাম বল তাতে॥
এক এক সন ভিরহিঁ পচারহিঁ। একন্হ এক মর্দি মহি পারহিঁ॥২
মারহিঁ কাটহিঁ ধরহিঁ পছারহিঁ। সীস তোরি সীসন্হ সন মারহিঁ॥
উদর বিদারহিঁ ভুজা উপারহিঁ। গহি পদ অবনি পটকি ভট ডারহিঁ॥৩
নিসিচর ভট মহি গাড়হিঁ ভালু। উপর ঢারি দেহিঁ বহু বালু॥
বীর বলীমুখ জুদ্ধ বিরুদ্ধে। দেখিঅত বিপুল কাল জনু ক্রুদ্ধে॥৪

ছন্দ— ক্রুদ্ধে কৃতান্ত সমান কপি তন স্রবত সোনিত রাজহীঁ।
মর্দহিঁ নিসাচর কটক ভট বলবন্ত ঘন জিমি গাজহীঁ॥
মারহিঁ চপেটন্হি ডাটি দাতন্হ কাটি লাতন্হ মীজহীঁ।
চিক্করহিঁ মর্কট ভালু ছল বল করহিঁ জেহিঁ খল ছীজহীঁ॥
ধরি গাল ফারহিঁ উর বিদারহিঁ গল অঁতাবরি মেলহীঁ।
প্রহ্লাদপতি জনু বিবিধ তনু ধরি সমর অঙ্গন খেলহীঁ॥
ধরু মারু কাটু পছারু ঘোর গিরা গগন মহি ভরি রহী।
জয় রাম জো তৃন তে কুলিস কর কুলিস তে কর তৃন সহী॥

দোহা— নিজ দল বিচলত দেখেসি বীস ভুজাঁ দস চাপ।
রথ চঢ়ি চলেউ দসানন ফিরহু ফিরহু করি দাপ॥৮১॥

চৌ—সুর ব্রহ্মা আদি যত সিদ্ধ মুনিগণ। বিমানে চড়িয়া হেরে নভ হ'তে রণ॥
হে উমা! তা'দের সাথে রহি' সেইক্ষণ। রণ-রঙ্গ-রাম-লীলা করিনু দর্শন॥১
দু'দিকে সমর-রসে সুযোদ্ধা মাতিল। রাম-বলে বলী কপি জিনিতে লাগিল॥
এক আরে রণস্থলে আহ্বয়ে সমরে। অপরে মর্দ্দিয়া একে ফেলে ভুমি'পরে॥২
মারিল কাটিল মর্দ্দি' সমরে জিনিল। ছিঁড়িয়া একের মুণ্ড অপরে হানিল॥
উদর বিদারে তথা বাহু উপাড়িল। পদে ধরি' আছাড়িয়া ভূমে নিপাতিল॥৩
রাক্ষস যোদ্ধারে ঋক্ষ ধরাতে গাড়িল। তাহার উপরে ভূরি বালুকা ঢালিল॥
বীর কপি শত্রু-সনে করে হেন যুদ্ধ। দেখা গেল মহাকাল হয় যেন ক্রুদ্ধ।৪

বাংলা অর্থ—পারহিঁ—পাতিত করিল; পচারহিঁ—যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল; পছারহিঁ—আছাড় মারিল; উপারহিঁ—মোচড়াইল; পটক ডারহিঁ—আছাড় মারিয়া ফেলিল; গাড়হিঁ—পুতিয়া ফেলিল; চপেটন্হিঁ—চপেটাঘাত করিল; ডাটি—তিরস্কার করিয়া; মীজহিঁ—পিষ্ট করিল; ছীজহিঁ—ধ্বংস হইল; অঁতাবরি—নাড়িভুঁড়ি; প্রহ্লাদপতি—নৃসিংহ ভগবান; পছারু—মল্লযুদ্ধে পরাজিত করিল; (দো—৮১)

ছন্দ— ক্রোধে যম-সম কপির শরীর শোণিত ক্ষরিয়া পরম শোভিল।
মর্দ্দি' রক্ষঃ-সেনা যোদ্ধা বলবান্ জলদ-সমান গর্জ্জন করিল॥
চপেটে হানিল ভর্ৎসনা করিল দাঁতে কাটি, লাথি মারিয়া পিষিল।
চীৎকার করিল কপি ঋক্ষ দল ছল বল ধরি' কপটে নাশিল॥
হৃক্কনী বিদীর্ণ হৃদয় বিদরে অন্ত্র নিঃসারিয়া গলেতে দোলায়।
নরসিংহ যথা বহু তনু ধরি' সমর অঙ্গনে মাতিছে লীলায়॥
ধরো মারো কাটো মারহ আছাড় পরুষ বচনে নভ ভ'রে যায়।
জয় রাম-মন্ত্রে তৃণে বজ্র করা বজ্রে তৃণ করা সম্ভবে সেথায়॥

দোহা— নিজ সেনা-দল বিচলিত হেরি' বিশ বাহু ধরে দশ চাপ।
রথে চড়ি' কহি' চলিল রাবণ 'ফেরো ফেরো' করি' মহাদাপ॥৮১॥

মূল

চৌ—ধায়উ পরম ক্রুদ্ধ দসকন্ধর। সন্মুখ চলে হূহ দৈ বন্দর॥
গহি কর পাদপ উপল পহারা। ডারেন্হি তা পর একহিঁ বারা॥১
লাগহিঁ সৈল বজ্র তন তাসু। খণ্ড খণ্ড হোই ফূটহিঁ আসু॥
চলা ন অচল রহা রথ রোপী। রন দুর্মদ রাবন অতি কোপী॥২
ইত উত ঝপটি দপটি কপি জোধা। মর্দৈ লাগ ভয়উ অতি ক্রোধা॥
চলে পরাই ভালু কপি নানা। ত্রাহি ত্রাহি অঙ্গদ হনুমানা॥৩
পাহি পাহি রঘুবীর গোসাঈ। য়হ খল খাই কাল কী নাঈ॥
তেহিঁ দেখে কপি সকল পরানে। দসহুঁ চাপ সায়ক সন্ধানে॥৪

ছন্দ— সন্ধানি ধনু সর নিকর ছাড়েসি উরগ জিমি উড়ি লাগহীঁ।
রহে পূরি সর ধরনী গগন দিসি বিদিসি কহঁ কপি ভাগহীঁ॥
ভয়ো অতি কোলাহল বিকল কপি দল ভালু বোলহিঁ আতুরে।
রঘুবীর করুনা সিন্ধু আরত বন্ধু জন রচ্ছক হরে॥

দোহা— নিজ দল বিকল দেখি কটি কসি নিষঙ্গ ধনু হাথ।
লছিমন চলে ক্রুদ্ধ হোই নাই রাম পদ মাথ॥৮২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বেগে ধাইল রাবণ। সম্মুখে হুঙ্কার করি' চলে কপিগণ
করে ধরি' তা'রা বৃক্ষ প্রস্তর পাহাড়। মিলায়ে সকল ল'য়ে মারে একবার॥১
বজ্র-তনু'পরে যবে পর্ব্বত লাগিল। খণ্ড খণ্ড হ'য়ে তাহা চূর্ণিত হইল॥
মহারথ স্থির, স্থাণু, অচল রহিল। রণোন্মাদী দশানন অতীব কুপিল॥২
ইতস্তত দাপাদাপি করে কপিগণে। মর্দ্দিতে লাগিল রক্ষে অতি ক্রুদ্ধ মনে॥
অঙ্গদ ও হনুমানে লইয়া শরণ। 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রবে তারা করে পলায়ন॥৩

কপি কয়—প্রভু কর মোদের রক্ষণ। কাল-সম খল করে সবারে ভক্ষণ ॥
রাবণ হেরিল কপি ধায় পলাইয়া। দশ চাপে দিল তবে শর সন্ধানিয়া ॥৪

ছন্দ— শর বহু ছাড়ে সন্ধানি' ধনুকে সর্প-সম উড়ি' শরীর বিঁধিল।
ভরিয়া রহিল ধরাতে গগনে দিক্‌বিদিক্-হারা কপি পলাইল ॥
করি' কোলাহল কপি-ঋক্ষ-দল বিকল কাতর কহে তারস্বরে।
ওহে রঘুবীর! করুণা-সাগর নিজ-জনে রাখো আর্ত্ত বন্ধু হরে!

দোহা— নিজ দল-বলে বিকল হেরিয়া কটিতে তূণীর ধনু করে।
লক্ষ্মণ চলিল ক্রোধিত হইয়া রাম-পদে শির নত ক'রে ॥৮২॥

মূল

চৌ—রে খল কা মারসি কপি ভালূ। মোহি বিলোকু তোর মৈঁ কালূ ॥
খোজত রহেউঁ তোহি সুতঘাতী। আজু নিপাতি জুড়াবউঁ ছাতী ॥১
অস কহি ছাড়েসি বান প্রচণ্ডা। লছিমন কিএ সকল সত খণ্ডা ॥
কোটিন্হ আয়ুধ রাবন ডারে। তিল প্রবান করি কাটি নিবারে ॥২
পুনি নিজ বানন্হ কীন্হ প্রহারা। স্যন্দনু ভঞ্জি সারথী মারা ॥
সত সত সর মারে দস ভালা। গিরি সৃঙ্গন্হ জনু প্রবিসহিঁ ব্যালা ॥৩
পুনি সত সর মারা উর মাহীঁ। পরেউ ধরনি তল সুধি কছু নাহীঁ ॥
উঠা প্রবল পুনি মুরুছা জাগী। ছাড়িসি ব্রহ্ম দীন্হি জো সাঁগী ॥

ছন্দ— সো ব্রহ্ম দত্ত প্রচণ্ড সক্তি অনন্ত উর লাগী সহী।
পর্‍্যো বীর বিকল উঠাব দসমুখ অতুল বল মহিমা রহী ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভবন বিরাজ জাকেঁ এক সির জিমি রজ কনী।
তেহি চহ উঠাবন মূঢ় রাবন জান নহিঁ ত্রিভুঅন ধনী ॥

দোহা— দেখি পবনসুত ধায়উ বোলত বচন কঠোর।
আবত কপিহি হন্যো তেহিঁ মুষ্টি প্রহার প্রঘোর ॥৮৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ওরে খল! কপি ঋক্ষ করিস হনন। কাল-সম এবে মোরে দেখিবি এখন ॥
মম সুত-ঘাতী! রহি শর সন্ধানিতে। তোরে আজি মারি' চাহি বক্ষ জুড়াইতে ॥১

বাংলা অর্থ—হূহ—হুঙ্কার; পহারা—পাহাড়; ফুটহিঁ—টুকরা টুকরা হয়; রোপী—স্থাপন করিয়া; ঝাপটি—আক্রমণ করিয়া; দপটি—চাপিয়া; পরানে—পলাইয়া; আতুরে বোলহিঁ—আর্ত্তনাদে বলিল; আরত—আর্ত্ত; কসি—বাঁধিয়া; নিষঙ্গ—তূণীর; নিপাতি—নিপাত করিয়া; প্রবান—প্রমাণ; স্যন্দনু—রথ; দস ভালা—দশানন; সুধি—জ্ঞান; সাঁগী—শক্তি; অনন্ত—লক্ষ্মণ; ব্রহ্মদত্ত—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রদত্ত; পর্‍্যো—পড়িল; হন্যো—আঘাত করিল; প্রঘোর—অত্যন্ত জোরে; (দো—৮২-৮৩)

ইহা কহি' ছাড়ে বাণ রাবণ প্রচণ্ড। লক্ষ্মণ করিল সব শত শত খণ্ড॥
কোটি কোটি অস্ত্র তবে দশানন ছাড়ে। তিল-সম চূর্ণ করি' লক্ষ্মণ নিবারে॥২
পুন নিজ বাণ দিয়া প্রহারিল তা'রে। রথ ভগ্ন করি' পিছু সারথিরে মারে॥
শত শত শর বিন্ধে তা'র দশ ভালে। গিরি-শৃঙ্গে প্রবেশিছে যেন ব্যাল-দলে॥৩
হৃদয়-মাঝারে পুন হানে শত শর। জ্ঞান-শূন্য হ'য়ে পড়ে ভূমির উপর॥
মূর্চ্ছা ত্যজি' বলী যবে করিল উত্থান। নিক্ষেপিল ব্রহ্মা-দত্ত তদা শক্তি-বাণ॥৪

ছন্দ— সেই ব্রহ্মা-দত্ত চণ্ড-শক্তি-বাণ লক্ষ্মণ-হৃদয়ে আঘাত হানিল।
বিকল হইয়া পড়ে বীর, বলী দশানন তাঁ'রে উঠাতে চাহিল॥
ধূলিকণা-সম ব্রহ্মাণ্ড-ভুবন যা'র এক শিরে রাখিয়াছে ধরি'।
উঠাতে চাহিছে মূঢ় দশানন সেই বিশ্বনাথে চিনিতে না পারি'॥

দোহা— পবন-তনয় হেরিয়া ধাইল কহিল সে বচন কঠোর।
আসিতেই তা'রে রাবণ করিল মুষ্ট্যাঘাত এক অতি ঘোর।৮৩॥

মূল

চৌ—জানু টেকি কপি ভূমি ন গিরা। উঠা সঁভারি বহুত রিস ভরা॥
মুঠিকা এক তাহি কপি মারা। পরেউ সৈল জনু বজ্র প্রহারা॥১
মুরুছা গৈ বহোরি সো জাগা। কপি বল বিপুল সরাহন লাগা॥
ধিগ ধিগ মম পৌরুষ ধিগ মোহী। জৌঁ তৈঁ জিঅত রহেসি সুরদ্রোহী॥২
অস কহি লছিমন কহুঁ কপি ল্যায়ো। দেখি দসানন বিসময় পায়ো॥
কহ রঘুবীর সমুঝু জিয় ভ্রাতা। তুম্হ কৃতান্ত ভচ্ছক সুর ত্রাতা॥৩
সুনত বচন উঠি বৈঠ কৃপালা। গঈ গগন সো সকতি করালা॥
পুনি কোদণ্ড বান গহি ধাএ। রিপু সন্মুখ অতি আতুর আএ॥৪

ছন্দ— আতুর বহোরি বিভঞ্জি স্যন্দন সূত হতি ব্যাকুল কিয়ো।
গিরেয়ো ধরনি দসকন্ধর বিকলতর বান সত বেধ্যো হিয়ো॥
সারথী দূসর ঘালি রথ তেহি তুরত লঙ্কা লৈ গয়ো।
রঘুবীর বন্ধু প্রতাপ পুঞ্জ বহোরি প্রভু চরনন্হি নয়ো॥

দোহা— উহাঁ দসানন জাগি করি করৈ লাগ কছু জগ্য।
রাম বিরোধ বিজয় চহ সঠ হঠ বস অতি অগ্য॥৮৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কপি জানু গাড়ি' বসে ভূমিতে না পড়ে। সামালিয়া উঠে কিন্তু রোষে হিয়া ভরে॥
রাবণের গাত্রে করে মুষ্টির প্রহার। বজ্রের আঘাতে যেন পড়িল পাহাড়॥১
মূর্চ্ছা-ভঙ্গে দশানন যখন জাগিল। বিপুল কপির বল বহু প্রশংসিল॥
কপি কহে—ধিক্ মোরে কি পৌরুষ মোর? সুরদ্রোহী প্রাণ নাহি বাহিরিল তোর

ইহা কাহ' কপি আনে উঠা'য়ে লক্ষ্মণে। বিস্ময় জাগিল তাহে দশাননমনে॥
রঘুবীর ক'ন—ভাই! এবে জানি' লও। কালের ভক্ষক তুমি, সুরত্রাতা হও॥৩
হেন কথা শুনি' উঠি' বসেন কৃপাল। গগনের পানে গেল শকতি করাল॥
পুন ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে লক্ষ্মণ ধাইল। রিপুর সম্মুখে ত্বরা আসি' পৌঁছিল॥৪

ছন্দ— ত্বরা রথ টুটি' সারথিরে হানি' পুন দশাননে ব্যাকুল করিল।
ধরাতলে পড়ে বিকল রাবণ শত বাণ তা'র হৃদয়ে বিঁধিল॥
অপর সারথি তুলি' অন্য রথে ত্বরিতে তাহারে লঙ্কাতে লইল।
রঘুবীর-ভ্রাতা প্রতাপ-মূরতি পুন প্রভু-পদে আসিয়া নমিল॥

দোহা— মূর্চ্ছা টুটে যবে দশানন সেথা লাগে কিছু যজ্ঞ সাধিবারে।
রাম-সনে দ্বন্দ্বে চাহিছে বিজয় অতি অজ্ঞ শঠ হঠ ক'রে॥৮৪॥

মূল

চৌ—ইহাঁ বিভীষন সব সুধি পাঈ। সপদি জাই রঘুপতিহি সুনাঈ॥
নাথ করই রাবন এক জাগা। সিদ্ধ ভএঁ নহিঁ মরিহি অভাগা॥১
পঠবহু নাথ বেগি ভট বন্দর। করহিঁ বিধংস আব দসকন্ধর॥
প্রাত হোত প্রভু সুভট পঠাএ। হনুমদাদি অঙ্গদ সব ধাএ॥২
কৌতুক কূদি চঢ়ে কপি লঙ্কা। পৈঠে রাবন ভবন অসঙ্কা॥
জগ্য করত জবহীঁ সো দেখা। সকল কপিন্হ ভা ক্রোধ বিসেষা॥৩
রন তে নিলজ ভাজি গৃহ আবা। ইহাঁ আই বক ধ্যান লগাবা॥
অস কহি অঙ্গদ মারা লাতা। চিতব ন সঠ স্বারথ মন রাতা॥৪

ছন্দ— নহিঁ চিতব জব করি কোপ কপি গহি দসন লাতন্হ মারহীঁ।
ধরি কেস নারি নিকারি বাহের তেঽতিদীন পুকারহীঁ॥
তব উঠেউ ক্রুদ্ধ কৃতান্ত সম গহি চরন বানর ডারঈ।
এহি বীচ কপিন্হ বিধংস কৃত মখ দেখি মন মহুঁ হারঈ॥

দোহা— জগ্য বিধংসি কুসল কপি আএ রঘুপতি পাস।
চলেউ নিসাচর ক্রুদ্ধ হোই ত্যাগি জিবন কৈ আস॥৮৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেথা বিভীষণ সব বারতা লভিল। ত্বরা করি' রঘুনাথে সব শুনাইল॥
নাথ! এবে এক যাগ করিছে রাবণ। সিদ্ধ হ'লে অভাগার না হবে মরণ॥১

বাংলা অর্থ—টেকি জানু—জানু গাড়িয়া; জোঁ তৈঁ—যে তুই; ল্যায়ো—আনিলেন; আতুর—ত্বরায়; হতি—মারিয়া; গিরো্যা—পড়িল; বেধ্যো—বিদ্ধ করিল; ঘালি—চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া; নয়ো—নত হইল; সপদি—তৎক্ষণাৎ; বক ধ্যান লগাবা—বকধ্যানী হইয়া বসিল; লাতা—লাথি; রাতা—অনুরক্ত; নিকারি—বাহির করিয়া; হারঈ—হারিয়া গেল; পৈঠে—প্রবেশ করিল; ঘালি—চুরমার করিয়া; (দো—৮৪-৮৫)

নাথ। কপি-সেনা তুমি প্রেরয় এমন। রাবণের যজ্ঞ নাশি' করে আগমন॥
প্রভাত হইলে প্রভু সুযোদ্ধা পাঠা'ন। হনুমান অঙ্গদাদি হ'ল ধাবমান॥২
কৌতুকের ছলে লাফে কপি লঙ্কা চড়ে। নির্ভয়ে প্রবেশ করে রাবণের ঘরে॥
যজ্ঞ-কার্য্যে রত যবে তাহারে হেরিল। সকল কপির ভারী ক্রোধ উপজিল॥৩
রণ হ'তে পলাতক ঘরে ফিরে এলি। হেথা আসি বক-ধ্যানে নিরত হইলি॥
কহিয়া অঙ্গদ তা'রে করে পদাহত। চুপ রহে শঠ, স্বার্থে সে ছিল নিরত॥৪

ছন্দ— চুপ রহে যবে কপি ক্রোধভরে দন্তে চাপি' তা'রে পদাঘাত করে।
কেশমুষ্টি ধরি' তবে নারীগণে বাহিরে আনিলে কাঁদে তারস্বরে॥
ক্রুদ্ধ যম-সম উঠিয়া রাবণ ধরি' সবাকারে লাগে আছাড়িতে।
এর মাঝে কপি যজ্ঞ ধ্বংস করে রাবণ হতাশ হয় নিজ চিতে॥

দোহা— যজ্ঞ নাশ করি' সুচতুর কপি তবে আসে রঘুপতি-পাশ।
নিশাচর চলে অতি ক্রোধভরে পরিহরি' জীবনের আশ॥৮৫॥

চৌ—চলত হোহিঁ অতি অসুভ ভয়ঙ্কর। বৈঠহিঁ গীধ উড়াই সিরন্হ পর॥
ভয়উ কালবস কাহু ন মানা। কহেসি বজাবহু জুদ্ধ নিসানা॥১
চলী তমীচর অনী অপারা। বহু গজ রথ পদাতি অসবারা॥
প্রভু সন্মুখ ধাএ খল কৈসেঁ। সলভ সমূহ অনল কহঁ জৈসেঁ॥২
ইহাঁ দেবতন্হ অস্তুতি কীন্হী। দারুন বিপতি হমহি এহিঁ দীন্হী॥
অব জনি রাম খেলাবহু এহী। অতিসয় দুখিত হোতি বৈদেহী॥৩
দেব বচন সুনি প্রভু মুসুকানা। উঠি রঘুবীর সুধারে বানা॥
জটা জূট দৃঢ় বাঁধেঁ মাথে। সোহহিঁ সুমন বীচ বিচ গাথে॥৪
অরুন নয়ন বারিদ তনু স্যামা। অখিল লোক লোচনাভিরামা॥
কটিতট পরিকর কস্যো নিষঙ্গা। কর কোদণ্ড কঠিন সারঙ্গা॥৫

ছন্দ— সারঙ্গ কর সুন্দর নিষঙ্গ সিলীমুখাকর কটি কস্যো।
ভুজদণ্ড পীন মনোহরায়ত উর ধরাসুর পদ লস্যো॥
কহ দাস তুলসী জবহিঁ প্রভু সর চাপ কর ফেরন লগে।
ব্রহ্মাণ্ড দিগ্গজ কমঠ অহি মহি সিন্ধু ভূধর ডগমগে॥

দোহা— সোভা দেখি হরষি সুর বরষহিঁ সুমন অপার।
জয় জয় জয় করুনানিধি ছবি বল গুন আগার॥৮৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—চলিতে অশুভ হেরে' অতি ভয়ঙ্কর। উড়িয়া বসিল গৃধ্র তা'র শির'পর॥
হেন কাল-বশ হ'য়ে কিছু না মানিল। রণ-বাদ্য সবাকারে বাজা'তে কহিল॥১

নিশাচর-সেনা চলে সংখ্যাতে অপার। পদাতিক গজ রথ অশ্ব-সওয়ার॥
প্রভুর সম্মুখে ধায় সে খল তেমন। শলভ অনলে যথা করয়ে গমন॥২
অন্য দিকে দেবগণ স্তুতি-পরায়ণ। চিন্তে—মো'সবার দুখ দিল এ' রাবণ॥
প্রভু যেন রাবণে না এখনো খেলান। জানকী রহিছে অতি দুঃখে মগ্ন ম্লান॥৩
প্রভু মৃদু হাসে শুনি' দেবতা-বচন। নিজ ধনুর্ব্বাণ ধরি' সুসজ্জিত হন॥
জটাজুট দৃঢ়-ভাবে করিয়া বন্ধন। গাঁথেন কুসুম-রাজি মধ্যে সুশোভন॥৪
অরুণ-নয়ন তনু মেঘ-সম শ্যাম। সর্ব্বলোক-পূজ্য রাম নয়নাভিরাম॥
কটিবদ্ধ পরিকর তূণীরে শোভিত। কঠিন সারঙ্গ ধনু করে সুসজ্জিত॥৫

ছন্দ— শার্ঙ্গ ধনু করে বহু বাণ-ধর তূণীর সুন্দর কটিতে শোভিছে।
ভুজদণ্ড পুষ্ট সুন্দর আয়ত ভৃগুপদ-চিহ্ন হৃদয়ে ধরিছে॥
তুলসী কহিছে প্রভু যবে হেন করে শর-চাপ হ'লা ধাবমান।
ব্রহ্মাণ্ড, দিক্‌গজ, কমঠ, ভূধর অহি, মহী, সিন্ধু হ'ল কম্পমান॥

দোহা— চারু-শোভা হেরি' হরষিত সুর বরষিল সুমনা অপার।
জয় জয় জয় করুণা-নিধান শোভা-বল-গুণের আধার॥৮৬॥

মূল

চৌ—এহীঁ বীচ নিসাচর অনী। কসমসাত আঈ অতি ঘনী॥
দেখি চলে সন্মুখ কপি ভট্টা। প্রলয়কাল কে জনু ঘন ঘট্টা॥১
বহু কৃপান তরবারি চমঁকহিঁ। জনু দহঁ দিসি দামিনী দমঁকহিঁ॥
গজ রথ তুরগ চিকার কঠোরা। গর্জহিঁ মনহুঁ বলাহক ঘোরা॥২
কপি লঁগূর বিপুল নভ ছাএ। মনহুঁ ইন্দ্রধনু উএ সুহাএ॥
উঠই ধূরি মানহুঁ জলধারা। বান বুন্দ ভৈ বৃষ্টি অপারা॥৩
দুহুঁ দিসি পর্বত করহিঁ প্রহারা। বজ্রপাত জনু বারহিঁ বারা॥
রঘুপতি কোপি বান ঝরি লাঈ। ঘায়ল ভৈ নিসিচর সমুদাঈ॥৪
লাগত বান বীর চিক্করহীঁ। ঘুর্মি ঘুর্মি জহঁ তহঁ মহি পরহীঁ॥
স্রবহিঁ সৈল জনু নির্ঝর ভারী। সোনিত সরি কাদর ভয়কারী॥৫

ছন্দ— কাদর ভয়ঙ্কর রুধির সরিতা চলী পরম অপাবনী।
দোউ কূল দল রথ রেত চক্র অবর্ত বহতি ভয়াবনী॥
জলজন্তু গজ পদচর তুরগ খর বিবিধ বাহন কো গনে।
সর সক্তি তোমর সর্প চাপ তরঙ্গ চর্ম কমঠ ঘনে॥

দোহা— বীর পরহিঁ জনু তীর তরু মজ্জা বহু বহ ফেন॥
কাদর দেখি ডরহিঁ তহঁ সুভটন্হ কে মন চেন॥৮৭॥

বাংলা অর্থ—নিসানা—ডঙ্কা; তমীচর—নিশাচর; অসবারা—ঘোড়সোয়ার; সলভ—পতঙ্গ; সুধারে—শাণ দিলেন; সুমন গাথে—পুষ্প গুচ্ছ; কস্যো—কসিয়া বাঁধিলেন;

লঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্র-বর্ণনা

চৌ—হেনকালে রক্ষঃ-সেনা করে আগমন। সেথা আসি' করে অতি ঘন কলস্বন॥
তাহার সম্মুখে চলে কপি সেনাগণ। প্রলয়ের মেঘে যেন ভরিল গগন ॥১
কৃপাণ ও তরবারি বহু চমকিল। দশদিকে যেন চারু দামিনী ভাতিল ॥
গজ, রথ, তুরঙ্গম চীৎকার কঠোর। মানি' লও গর্জ্জে যেন মেঘ ঘন ঘোর ॥২
কপির লাঙ্গুলে নভ বিপুল ছাইল। চারু ইন্দ্রধনু যেন আকাশে উদিল ॥
ধূলি উড়ে মনে হয় যেন জলধার। বাণের বর্ষণে চলে বর্ষণ অপার ॥৩
দুই দিকে হানাহানি প্রস্তরে প্রহার। বজ্রপাত-সম যেন চলে বার বার ॥
রঘুপতি ক্রুদ্ধ হ'য়ে বাণ-বাত্যা আনে। নিহত হইল বহু রাক্ষস পরাণে।৪
দেহে বাণ লাগি' বীর চীৎকার করে। যেথা সেথা ঘুরি' ঘুরি' পড়ে ভূমি'পরে ॥
নির্ঝর বহিছে যেন গিরি-দেহ হ'তে। কাপুরুষে ভয় দেয় শোণিত-সরিতে।৫

ছন্দ— কাপুরুষে ভয় আনে রক্ত-নদী তাহা বহি' চলে পবিত্রতাহর।
দুদলে দুকূল রথে গৃহ হের চাকাতে আবর্ত্ত মানো ভয়ঙ্কর ॥
গজ পদাতিক তুরঙ্গম খর জল-জন্তু যেথা সংখ্যা অগণন।
তোমর সায়কে শক্তি—চাপে সর্প—বীচি, চর্ম্মে কর কূর্ম্ম-জ্ঞান ॥

দোহা— বীরের পতন তীর তরু-সম মজ্জা সেথা যেন নদী-ফেন।
কাপুরুষ হেরি' তাহা ভীত হয় সুখ তাহে সুযোদ্ধা লভেন ॥৮৭॥

মূল

চৌ—মজ্জহিঁ ভূত পিসাচ বেতালা। প্রমথ মহা ঝোটিঙ্গ করালা॥
কাক কঙ্ক লৈ ভুজা উড়াহীঁ। এক তে ছীনি এক লৈ খাহীঁ ॥১
এক কহহিঁ ঐসিউ সৌঁঘাঈ। সঠহু তুম্হার দরিদ্র ন জাঈ ॥
কহঁরত ভট ঘায়ল তট গিরে। জহঁ তহঁ মনহুঁ অর্ধজল পরে ॥২
খৈঁচহিঁ গীধ আঁত তট ভএ। জনু বংসী খেলত চিত দএ ॥
বহু ভট বহহিঁ চঢ়ে খগ জাহীঁ। জনু নাবরি খেলহিঁ সরি মাহীঁ ॥৩
জোগিনী ভরি ভরি খপ্পর সঞ্চহিঁ। ভূত পিসাচ বধূ নভ নচঁহিঁ ॥
ভট কপাল করতাল বজাবহিঁ। চামুণ্ডা নানা বিধি গাবহিঁ ॥৪
জম্বুক নিকর কটক্কট কট্টহিঁ। খাহিঁ হুআহিঁ অঘাহিঁ দপট্টহিঁ ॥
কোটিন্হ রুণ্ড মুণ্ড বিনু ডোল্লহিঁ। সীস পরে মহি জয় জয় বোল্লহিঁ ॥৫

লস্ত—শোভিত ছিল ; ধরাসুর পদ—ভৃগুপদচিহ্ন ; কসমসাত আই—সম্মুখে আসিল ; দহঁ—দশ ; বলাহক—মেঘ ; উএ—উদিত হইয়াছে ; বান বুঁদ—বাণরূপী ধূলিকণা ; ঝরি—ঝড় ; ঘুর্মি—ঘূর্ণিত হইয়া ; সারি—সরিৎ ; চেম—উৎসাহ ; (দো—৮৬-৮৭)

ছন্দ— বোল্লহিঁ জো জয় জয় মুণ্ড রুণ্ড প্রচণ্ড সির বিনু ধাবহীঁ।
খপ্পরিন্হ খগ্গ অলুঝি জুঝহিঁ সুভট ভটন্হ ঢহাবহীঁ॥
বানর নিসাচর নিকর মর্দহিঁ রাম বল দর্পিত ভএ।
সংগ্রাম অঙ্গন সুভট সোবহিঁ রাম সর নিকরন্হি হএ॥

দোহা— রাবন হৃদয়ঁ বিচারা ভা নিসিচর সঁঘার।
মৈঁ অকেল কপি ভালু বহু মায়া করৌঁ অপার।৮৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মজ্জন করিছে ভুত পিশাচ বেতাল। শিবগণ জটাধারী অতীব করাল॥
কাক ও শকুনি উড়ে বাহু মুখে ল'য়ে। এক হ'তে অন্যে চায় লইতে ছিনা'য়ে॥১
কেহ কহে ভোজ্য হেন সুলভ্য হইল। দারিদ্র্য তবুও শঠ! তোমা' না ত্যজিল॥
আহতের আর্ত্তনাদ রক্ত-নদী-তটে। যেথা সেথা মনে হয় অন্তর্জ্জলী ঘটে॥২
রক্ত-নদী তটে রহি' গৃধ্র অন্ত্র টানে। বড়শীতে খেলিছে মাছ যেন এক মনে॥
বহু সেনা ভাসে বসে পক্ষী তা'র'পরে। নাবিক খেলিছে যেন তরণী-উপরে॥৩
যোগিনী খর্পরে রক্ত ভরিয়া রাখিছে। আকাশে পিশাচ ভূত নারীরা নাচিছে॥
চামুণ্ডা কপাল নিয়া করতাল করি'। গাহিছে ও বাজাইছে নানা বিধি ধরি'॥৪
শৃগালেরা কটকটি শবেরে কাটিল। ভরা পেট খেয়ে তা'রা দাপট দেখা'ল॥
শির বিনা কোটি দেহ ঢুলিতে লাগিল। ধরাতে পাতিত শির জয় উচ্চারিল॥৫

ছন্দ— কাটা মুণ্ড যত জয় উচ্চারিল শির দেহ বিনা প্রচণ্ড ধাইল।
খর্পরে খগেরা যুঝে পরস্পরে সুসেনা কুসেনা রণে প্রাণ দিল॥
কপি রক্ষোদলে মর্দ্দন করিল রঘুপতি-বলে হইয়া দর্পিত।
সমর-অঙ্গনে রঘুপতি-শরে হইয়া নিহত সুযোদ্ধা নিদ্রিত॥

দোহা— রাবণ হৃদয়ে বিচার করিল নিশাচর হইল সংহার।
একা আমি কিন্তু কপি ঋক্ষ বহু মায়া এবে প্রকটি অপার॥৮৮॥

মূল

চৌ—দেবন্হ প্রভুহি পয়াদেঁ দেখা। উপজা উর অতি ছোভ বিসেষা॥
সুরপতি নিজ রথ তুরত পঠাবা। হরষ সহিত মাতলি লৈ আবা॥১

বাংলা অর্থ—প্রমথ—শিবগণ; ঝোটিঙ্গ—ঝুঁটিধারীগণ; ছীনি লৈ—ছিনাইয়া লইয়া; খাহীঁ—খাইল; ঐসিউ—এত; সোঁধাঈ—সস্তা; খৈচহিঁ—টানাটনি করিতেছে; নাবরি খেলহিঁ—নৌকাক্রীড়া চলিতেছে; সঞ্চহিঁ—সঞ্চয় করিতেছে; কটুহিঁ—কট্‌কট্ শব্দ করিতেছে; হু আহিঁ—হুয়া হুয়া শব্দ করিতেছে; অঘাহিঁ—পূর্ণ তৃপ্ত হইতেছে; দপট্টহিঁ—দাপট দেখাইতেছে; জুজঝহিঁ—মারামারি করিতেছে; হএ—হত হইয়া; সোবহিঁ—নিদ্রা যাইতেছে; অকেল—একাকী; ডোল্লহি—কাঁপিতেছে; (দো—৮৮)

তেজ পুঞ্জ রথ দিব্য অনূপা। হরষি চঢ়ে কোসলপুর ভূপা॥
চঞ্চল তুরগ মনোহর চারী। অজর অমর মন সম গতিকারী॥২
রথারূঢ় রঘুনাথহি দেখী। ধাএ কপি বলু পাই বিসেষী॥
সহী ন জাই কপিন্হ কৈ মারী। তব রাবন মায়া বিস্তারী॥৩
সো মায়া রঘুবীরহি বাঁচী। লছিমন কপিন্হ সো মানী সাঁচী॥
দেখী কপিন্হ নিসাচর অনী। অনুজ সহিত বহু কোসলধনী॥৪

ছন্দ— বহু রাম লছিমন দেখি মর্কট ভালু মন অতি অপডরে।
জনু চিত্র লিখিন সমেত লছিমন জহঁ সো তহঁ চিতবহিঁ খরে॥
নিজ সেন চকিত বিলোকি হঁসি সর চাপ সজি কোসল ধনী।
মায়া হরী হরি নিমিষ মহুঁ হরষী সকল মর্কট অনী॥

দোহা— বহুরি রাম সব তন চিতই বোলে বচন গঁভীর।
দ্বন্দজুদ্ধ দেখহু সকল শ্রমিত ভএ অতি বীর॥৮৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—দেবগণ পদ-চারী প্রভুরে হেরিল। মন-মাঝে সবিশেষ ক্ষোভ উপজিল॥
সুরেন্দ্র স্বরথ করে ত্বরিত প্রেরণ। সহর্ষে মাতলি ল'য়ে করে আগমন॥১
তেজ-পুঞ্জ রথ যাহা দিব্য অতুলিত। কোশল-নৃপতি তাহে চড়ে হরষিত॥
ত্বরাগতি তুরঙ্গম চার চারু অতি। অজেয় অমর মন-সম ধরে গতি।২
রঘুনাথে রথারূঢ় হইতে দেখিয়া। সবিশেষ বলী কপি চলিল ধাইয়া॥
মারিল রাবণ কপি-প্রহার সহিতে। তখন সে নিজ মায়া লাগে বিস্তারিতে।৩
সেই মায়া রঘুবীরে নাহি পরশিল। লক্ষ্মণ ও কপিগণ সত্য মানি' নিল॥
কপিগণ হেরে বহু রক্ষঃসেনা-মাঝে। সানুজ কোশল-নৃপ অনেক বিরাজে।৪

ছন্দ— রাম ও লক্ষ্মণ বহু সংখ্যা হেরি' কপি-ঋক্ষ-মনে ভয় উপজিল।
চিত্রার্পিত-সম লক্ষ্মণ সহিত স্বস্থানে দাঁড়া'য়ে দেখিতে লাগিল॥
নিজ সেনা-দলে চকিত হেরিয়া হাসি' তীর-ধনু রঘুনাথ লন।
মায়া হরে হরি নিমেষ-মাঝারে হৃষ্ট কপি সেনা সহিত লক্ষ্মণ॥

দোহা— পুন রঘুনাথ সবারে হেরিয়া কহিলেন বচন গম্ভীর।
হের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে সবে অতি শ্রান্ত হইয়াছে যত সব বীর।৮৯॥

মূল

চৌ—অস কহি রথ রঘুনাথ চলাবা। বিপ্র চরন পঙ্কজ সিরু নাবা॥
তব লঙ্কেস ক্রোধ উর ছাবা। গর্জত তর্জত সন্মুখ ধাবা॥১
জীতেহু জে ভট সংজুগ মাহীঁ। সুনু তাপস মৈঁ তিন্হ সম নাহীঁ॥
রাবন নাম জগত জস জানা। লোকপ জাকেঁ বন্দীখানা॥২

খর দূষন বিরাধ তুম্হ মারা। বধেহু ব্যাধ ইব বালি বিচারা॥
নিসিচর নিকর সুভট সঁঘারেহু। কুম্ভকরন ঘননাদহি মারেহু।৩
আজু বয়রু সব্ লেউঁ নিবাহী। জৌঁ রন ভূপ ভাজি নহিঁ জাহী॥
আজু করউঁ খলু কাল হবালে। পরেহু কঠিন রাবন কে পালে॥৪
সুনি দুর্বচন কালবস জানা। বিহঁসি বচন কহ কৃপানিধানা॥
সত্য সত্য সব তব প্রভুতাঈ। জল্পসি জনি দেখাউ মনুসাঈ॥৫

ছন্দ— জনি জল্পনা করি সুজসু নাসহি নীতি সুনহি করহি ছমা।
সংসার মহঁ পূরুষ ত্রিবিধ পাটল রসাল পনস সমা॥
এক সুমনপ্রদ এক সুমন ফল এক ফলই কেবল লাগহীঁ।
এক কহহিঁ কহহিঁ করহিঁ অপর এক করহিঁ কহত ন বাগহীঁ॥

দোহা— রাম বচন সুনি বিহঁসা মোহি সিখাবত গ্যান।
বয়রু করত নহিঁ তব ডরে অব লগে প্রিয় প্রান॥৯০॥

পদ্যানুবাদ

শ্রীরামের রথারোহিরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিতি ও রাবণের দম্ভ

চৌ—হেন কহি' রাম নিজে রথারূঢ় হ'ন। বিপ্র-পাদ-পদ্ম শিরে করিয়া ধারণ॥
তখন লঙ্কেশ-হিয়া ক্রোধে আবরিল। তর্জ্জনিয়া গর্জ্জনিয়া সম্মুখে ধাইল॥১
এ'যাবৎ যাহাদের জিনেছ সমরে। হে তাপস! তা'র সম গণিবে না মোরে॥
রাবণ আমার নাম জগতে বিদিত। যা'র বন্দীশালে ইন্দ্র রহে অবস্থিত॥২
দূষণ বিরাধ খরে হনন করিলে। ব্যাধ-সম ছল করি' বালিরে বধিলে॥
সুযোদ্ধা রাক্ষসগণে তুমি সংহারিলে। কুম্ভকর্ণ মেঘনাদে আপনি হানিলে॥৩
সকল বৈরিতা আজি লব সমাপিয়া। যদি রণভূমি ভূপ! না যাও ত্যজিয়া॥
কালের কবলে তোমা' করিব প্রেরণ। কঠিন রাবণ-হস্তে পড়িলে এখন॥৪
কালবশ জানি তা'রে শুনি' দুর্ব্বচন। কৃপার নিধান ক'ন বিহসি তখন॥
তোমার প্রভুতা সত্য মানিব তখন। বিক্রম দেখাবে যবে ত্যজিয়া বচন॥৫

ছন্দ— বৃথা বাক্য কহি' না নাশি' স্বযশ শুন তুমি নীতি, [এবে মোরে ক্ষম।
সংসার-মাঝারে পুরুষ ত্রিবিধ গোলাপ, রসাল, কণ্টকীর সম॥
একে ফুলে দেয় আন ফুল ফল তৃতীয় কেবল করে ফল-দান।
একে শুধু কয়, আন কহে, করে, তৃতীয় সাধিবে না কহি' বচন॥

বাংলা অর্থ—পয়াদেঁ—পদচারী; মারী—আঘাত; বাঁচী—বাঁচাইল (স্পর্শ করিল না); সাঁচী—সত্য; মানী—মানিলেন; অপডরে—বৃথা ভয় পাইলেন; চিতই—দেখিলেন; তর্জ্জত—তর্জ্জন করিলেন; বিচারা—বেচারা; লেউঁ নিবাহী—পরিশোধ করিয়া লইব; কাল হবালে—কালকবলে দান; পালে পরেহু—পাল্লায় পড়িয়াছ; মনুসাঈ—পুরুষার্থ; পাটল—গোলাপ; বাগহীঁ ন কহত—কথাতে বলে না; রসাল—আম্র;(দো—৮৯-৯০)

দোহা— শুনি' রাম-বাণী হাসিয়া সে কহে আমারে কি শিখাইবে জ্ঞান।
বৈরতা সাধিতে ভীত নাহি ছিলে এবে বুঝি প্রিয় লাগে প্রাণ ॥৯০

মূল

চৌ—কহি দুর্বচন ক্রুদ্ধ দসকন্ধর। কুলিস সমান লাগ ছাঁড়ৈ সর ॥
নানাকার সিলীমুখ ধাএ। দিসি অরু বিদিসি গগন মহি ছাএ ॥১
পাবক সর ছাঁড়েউ রঘুবীরা। ছন মহুঁ জরে নিসাচর তীরা ॥
ছাড়িসি তীব্র সক্তি খিসিআঈ। বান সঙ্গ প্রভু ফেরি চলাঈ ॥২
কোটিন্হ চক্র ত্রিসূল পবারৈ। বিনু প্রয়াস প্রভু কাটি নিবারৈ ॥
নিফল হোহিঁ রাবন সর কৈসেঁ। খল কে সকল মনোরথ জৈসেঁ ॥৩
তব সত বান সারথী মারেসি। পরেউ ভূমি জয় রাম পুকারেসি ॥
রাম কৃপা করি সূত উঠাবা। তব প্রভু পরম ক্রোধ কহুঁ পাবা ॥৪

ছন্দ— ভএ ক্রুদ্ধ জুদ্ধ বিরুদ্ধ রঘুপতি ত্রোন সায়ক কসমসে।
কোদণ্ড ধুনি অতি চণ্ড সুনি মনুজাদ সব মারুত গ্রসে ॥
মন্দোদরী উর কম্প কম্পতি কমঠ ভু ভূধর ত্রসে।
চিক্করহিঁ দিগ্‌গজ দসন গহি মহি দেখি কৌতুক সুর হঁসে ॥

দোহা— তানেউ চাপ শ্রবন লগি ছাঁড়ে বিসিখ করাল।
নভ মারগ সর গন চলে লহলহাত জনু ব্যাল ॥৯১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পরুষ বচন কহি' ক্রুদ্ধ দশানন। বজ্র-সম তীক্ষ্ণ-বাণ ছাড়িল তখন ॥
বিবিধ প্রকারে বাণ রাবণ ছুড়িল। দিক্‌-বিদিক্‌ নভো-মাঝ তাহাতে ছাইল ॥১
নিক্ষেপ করেন অগ্নিবাণ রঘুবীর। ক্ষণ-মাঝে নিশাচর দহে সেই তীর ॥
ক্রুদ্ধ দশানন তীব্র শক্তি ছাড়ে যাহা। প্রভু-বাণ-সহ পুন ফিরে আসে তাহা ॥২
ত্রিশূল ও কোটি চক্র করিল প্রেরণ। বিনাশ্রমে প্রভু কাটি' করেন বারণ ॥
নিষ্ফল রাবণ-শর হইল কেমন। খল মনোরথ সব অসিদ্ধ যেমন ॥৩
শত বাণ রক্ষঃ মারে সারথির তরে। জয় রাম পুকারি' সে পড়ে ভূমি'পরে ॥
রাম কৃপা করি' সূতে নিলেন উঠায়ে। তা'র পরে প্রভু র'ন ক্রোধিত হইয়ে ॥৪
ছন্দ— সমরে বিরোধী ক্রুদ্ধ রঘুনাথ তূণীর হইতে ত্বরা বাণ ল'ন।
কোদণ্ডের ধ্বনি অতি চণ্ড শুনি' নিশাচর সব বায়ুগ্রস্ত হ'ন ॥

বাংলা অর্থ—ছন মহুঁ—অল্পক্ষণ মধ্যে; জরে—ভস্ম হইল; খিসিআই—ক্রুদ্ধ হইয়া; ত্রোন—তূণীর; কসমসে—ত্বরা বাহির হইবার জন্য ব্যস্ত হইল; মনুজাদ—রাক্ষস; মারুত গ্রসে—ভয়গ্রস্ত; কমঠ—কচ্ছপ; ত্রসে—ত্রস্ত হইল; দসন গহি—দাঁতে ধরিয়া; তানেউ—আকর্ষণ করিল; সরগন—শরসমূহ; লহলহাত—(জিহ্বা)লক্‌লক করিল; (দো—৯১)

মন্দোদরী-হিয়া ত্রাসিত কাঁপিয়া কূর্ম-মহী-গিরি কম্পিত হইল।
দিগ্‌গজ পুকারে দাঁতে ধরি' ধরা এ' কৌতুক হেরি' দেবতা হাসিল ॥
দোহা— ধনু আকর্ষিয়া শ্রবণ অবধি ছাড়িলেন বাণ অতীব করাল।
নভো-মার্গ'পরে শরগণ চলে কোঁস কোঁস করে যেন ব্যাল ॥৯১॥

মূল

চৌ—চলে বান সপচ্ছ জনু উরগা। প্রথমহিঁ হতেউ সারথী তুরগা ॥
রথ বিভঞ্জি হতি কেতু পতাকা। গর্জা অতি অন্তর বল থাকা ॥১
তুরত আন রথ চঢ়ি খিসিআনা। অস্ত্র সস্ত্র ছাঁড়েসি বিধি নানা ॥
বিফল হোহিঁ সব উদ্যম তাকে। জিমি পরদ্রোহ নিরত মনসা কে ॥২
তব রাবন দস সূল চলাবা। বাজি চারি মহি মারি গিরাবা ॥
তুরগ উঠাই কোপি রঘুনায়ক। খৈঁচি সরাসন ছাঁড়ে সায়ক ॥৩
রাবন সির সরোজ বনচারী। চলি রঘুবীর সিলীমুখ ধারী ॥
দস দস বান ভাল দস মারে। নিসরি গএ চলে রুধির পনারে ॥৪
স্রবত রুধির ধায়উ বলবানা। প্রভু পুনি কৃত ধনু সর সন্ধানা ॥
তীস তীর রঘুবীর পবারে। ভুজন্হি সমেত সীস মহি পারে ।৫
কাটতহীঁ পুনি ভএ নবীনে। রাম বহোরি ভুজা সির ছীনে ॥
প্রভু বহু বার বাহু সির হএ। কটত ঝটিতি পুনি নূতন ভএ ॥৬
পুনি পুনি প্রভু কাটত ভুজ সীসা। অতি কৌতুকী কোসলধীসা ॥
রহে ছাই নভ সির অরু বাহু। মানহুঁ অমিত কেতু অরু রাহু ॥৭

ছন্দ— জনু রাহু কেতু অনেক নভ পথ স্রবত সোনিত ধাবহীঁ।
রঘুবীর তীর প্রচণ্ড লাগহিঁ ভূমি গিরন ন পাবহীঁ ॥
এক এক সর সির নিকর ছেদে নভ উড়ত ইমি সোহহীঁ।
জনু কপি দিনকর কর নিকর জহঁ তহঁ বিধুন্তুদ পোহহীঁ ॥

দোহা— জিমি জিমি প্রভু হর তাসু সির তিমি তিমি হোহিঁ অপার।
সেবত বিষয় বিবর্ধ জিমি নিত নিত নূতন মার ॥৯২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পক্ষ-সহ চলে বাণ গতি সর্পে যথা। প্রথমে রথীরে হানে তুরঙ্গমে তথা ॥
রথ টুটি' দণ্ড হানি' পতাকা নাশিল। রাবণ গর্জ্জিল কিন্তু হৃদয়ে দমিল ॥১
ত্বরা অন্য রথে চড়ি' ক্রোধিত হইয়া। অস্ত্র শস্ত্র নানাবিধ দিল নিক্ষেপিয়া ॥
ব্যর্থ হ'তে চলে তা'র প্রচেষ্টা সকল। পরদ্রোহ-রত মনে সকল নিষ্ফল ॥২
দশটি ত্রিশূল তদা রাবণ চালায়। চারিটি অশ্বেরে হানি' নিপাতে ধরায় ॥
তুরগে উঠা'য়ে ক্রুদ্ধ রঘুর নায়ক। শরাসন আকর্ষিয়া ছাড়েন সায়ক ॥৩

রাবণ-মস্তকরূপী পদ্মবনে রহে। রঘুবীর বাণ-অলি সংখ্যা কেবা কহে॥
এক এক ভালে বাণ দশটি বিঁধিল। নিঃসারিয়া গেল তাহা শোণিত ক্ষরিল ॥৪
রক্ত যবে বহে ধায় রক্ষঃ বলবান। প্রভু পুন করে তবে শরের সন্ধান॥
ত্রিশ তীর রঘুবীর সন্ধানি' অকস্মাৎ। ভুজ-সহ শির তা'র করেন নিপাত ॥৫
কাটিলে তা' পুনর্ব্বার হইল নূতন। রাম পুন ভুজ-শির করেন ছেদন॥
প্রভু শির বাহু তা'র বহুশ হানিলা। হানিলে নূতন তাহা পুনঃ প্রকটিল ॥৬
পুন পুন প্রভু কাটে তা'র ভুজ-শির। কোশল-অধীশ অতি কুতুহলী-বীর॥
সকল গগন-ময় শির আর বাহু। মানি' লও সংখ্যাহীন কেতু তথা রাহু ॥৭

ছন্দ— রাহু কেতু বহু যেন নভ-পথে ক্ষরিত শোণিতে উড়িয়া চলিল।
রঘুবীর-তীর প্রচণ্ড লাগিয়া ধরাতে পড়িতে নাহিক পারিল॥
এক এক শরে ছিন্ন বাহু-শির আকাশে উড্ডীন এমনি শোভিল।
দিনকর-কর যেন কোপবশ যথা তথা পুন রাহুরে গ্রসিল॥

দোহা— যথা যথা প্রভু কাটে তা'র শির তথা তথা হইল অপার।
বিষয় ভুঞ্জিলে যথা নিত্য নব শেষ নাহি কভু কামনার ॥৯২॥

মূল

চৌ—দসমুখ দেখি সিরন্হ কৈ বাঢ়ী। বিসরা মরন ভঈ রিস গাঢ়ী॥
গর্জেউ মূঢ় মহা অভিমানী। ধায়উ দসহু সরাসন তানী ॥১
সমর ভূমি দসকন্ধর কোপ্যো। বরষি বান রঘুপতি রথ তোপ্যো॥
দণ্ড এক রথ দেখি ন পরেউ। জনু নিহার মহুঁ দিনকর দুরেউ ॥২
হাহাকার সুরন্হ জব কীন্হা। তব প্রভু কোপি কারমুক লীন্হা॥
সর নিবারি রিপু কে সির কাটে। তে দিসি বিদিসি গগন মহি পাটে ॥৩
কাটে সির নভ মারগ ধাবহিঁ। জয় জয় ধুনি করি ভয় উপজাবহিঁ॥
কহঁ লছিমন সুগ্রীব কপীসা। কহঁ রঘুবীর কোসলাধীসা ॥৪

ছন্দ— কহঁ রামু কহি সির নিকর ধাএ দেখি মর্কট ভজি চলে।
সন্ধানি ধনু রঘুবংস মনি হঁসি সরন্হি সির বেধে ভলে॥
সির মালিকা কর কালিকা গহি বৃন্দ বৃন্দন্হি বহু মিলীঁ।
করি রুধির সরি মজ্জনু মনহুঁ সংগ্রাম বট পূজন চলীঁ॥

বাংলা অর্থ—হতেউ—মারিল; বিভজি—চুরমার করিয়া; থাকা—স্তব্ধ হইয়াছিল; খিসিআনা—ক্রুদ্ধ হইয়া; মনসা কে—মনুষ্যের; খৈঁচি—আকর্ষণ করিয়া; সির সরোজ বনচারী—মস্তকরূপ পদ্মবনে বিচরণকারী; সিলীমুখধারী—বাণরূপী সৈন্য; পনারে—প্রণালী প্রবাহে; পবারে—সন্ধান করিলেন; পারে—পাতিত করিলেন; ছীনে—ছিন্ন করিলেন; ছেদে—ছিন্ন করিলে; বিধুন্তুদ—রাহু; পোহহী—লুকায়, আবৃত করে; হর—কাটে; মার—কামভোগের ইচ্ছা; (দো—৯২)

দোহা— পুনি দসকণ্ঠ ক্রুদ্ধ হোই ছাঁড়ী সক্তি প্রচণ্ড।
চলী বিভীষন সন্মুখ মনহুঁ কাল কর দণ্ড ॥৯৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শির-সংখ্যা বৃদ্ধি যবে হেরে দশানন। অতি বড় ক্রোধ-ভরে বিস্মরে মরণ॥
গর্জ্জন করিল ভারী মহা অভিমানী। ধাবিতে চাহিল দশ শরাসন টানি' ॥১
দশানন রণ-ভূমে কুপিত হইল। বাণ বর্ষি' রাম-রথ ঢাকিয়া ফেলিল॥
দণ্ডকাল সেই রথ অদৃশ্য হইল। তুষারেতে রবিকর যেন লুকাইল ॥২
সুরগণ হাহাকার করেন যখন। প্রভু ক্রুদ্ধ তদা ধনু করেন গ্রহণ॥
শর নিবারিয়া শির করেন ছেদিত। দিক্-নভ-মহী তাহে হ'ল আবরিত ॥৩
কাটা-মুণ্ড নভ-পথে ধাবমান হয়। জয় জয় ধ্বনি করে ভয় উপজয়॥
কোথায় লক্ষ্মণ আর সুগ্রীব কপীশ। কোথা রঘুবীর রহে কোশল-অধীশ ॥৪
ছন্দ— কোথা রাম কহি' শিরপুঞ্জ ধায়. হেরি' কপিগণ হয় পলায়িত।
সন্ধানিয়া ধনু রঘুবংশ-মণি হাসি' শরাঘাতে করিল গ্রথিত॥
মুণ্ড-মালা যত কালিকারা সব দলে দলে মিলি' করিল ধারণ।
রক্ত-সরে তা'রা করিয়া মজ্জন চলে রণ-বটে করিতে পুজন॥
দোহা— পুন দশানন ক্রোধিত হইয়া শক্তি-বাণ ছাড়ে অতি চণ্ড।
বিভীষণ-পানে তাহা ধেয়ে চলে যেন এক মহা-কাল-দণ্ড ॥৯৩॥

মূল

চৌ—আবত দেখি সক্তি অতি ঘোরা। প্রনতারতি ভঞ্জন পন মোরা॥
তুরত বিভীষন পাছেঁ মেলা। সন্মুখ রাম সহেউ সোই সেলা ॥১
লাগি সক্তি মুরুছা কছু ভঈ। প্রভু কৃত খেল সুরন্হ বিকলঈ॥
দেখি বিভীষন প্রভু শ্রম পায়ো। গহি কর গদা ক্রুদ্ধ হোই ধায়ো ॥২
রে কুভাগ্য সঠ মন্দ কুবুদ্ধে। তৈঁ সুর নর মুনি নাগ বিরুদ্ধে॥
সাদর সিব কহুঁ সীস চঢ়াএ। এক এক কে কোটিন্হ পাএ ॥৩
তেহি কারন খল অব লগি বাঁচ্যো। অব তব কালু সীস পর নাচ্যো॥
রাম বিমুখ সঠ চহসি সম্পদা। অস কহি হনেসি মাঝ উর গদা ॥৪
ছন্দ— উর মাঝ গদা প্রহার ঘোর কঠোর লাগত মহি পর্‌য়ো।
দস বদন সোনিত স্রবত পুনি সম্ভারি ধায়ো রিস ভর্‌য়ো॥

বাংলা অর্থ—বাঢ়ী—বৃদ্ধি; বিসরা ভঈ—বিস্মৃত হইল; গাঢ়ী—বদ্ধমূল হইল; কোপ্যো—কুপিত হইল; দেখি ন পরেউ—দেখা গেল না; দুরেউ—লুকাইল; পাটে—বিক্ষিপ্ত হইল; বেধে—বিদ্ধ করিলেন; সির মালিকা—মুণ্ডমালা; সরি—সরোবর; কাল কর—যমরাজের; ভোপ্যো—ঢাকিয়া ফেলিল; (দো—৯৩)

ধৌ ভিরে অতিবল মল্লজুদ্ধ বিরুদ্ধ এক্ু একহি হনৈ।
রঘুবীর বল দর্পিত বিভীষনু ঘালি নহিঁ তা কহুঁ গনৈ ॥
দোহা— উমা বিভীষনু রাবনহি সন্মুখ চিতব কি কাউ।
সো অব ভিরত কাল জ্যোঁ শ্রীরঘুবীর প্রভাউ ॥৯৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—আসিতে হেরিয়া রাম-শক্তি অতি ঘোর। ক'ন ভক্ত-দুখনাশ পণ হ'ল মোর
ত্বরা বিভীষণে পিছু দেন হটাইয়া। সম্মুখে আপনি শেল নিলেন সহিয়া ॥১
শক্তি লাগি' রামে কিছু মূর্চ্ছা উপজিল। প্রভুকৃত-লীলা সুরে বিকল করিল ॥
বিভীষণ হেরে যবে প্রভু দুখ পান। হাতে গদা ল'য়ে ক্রুদ্ধ হ'ন ধাবমান ॥২
ওরে হতভাগা শঠ ! মূঢ় নীচ-মতি॥ সুর, নর, মুনি লাগি' ধরিলি কুমতি ॥
সাদরে শিবেরে তুই শিরে চড়াইলি। একের বদলে কোটি মস্তক লভিলি ॥৩
সে কারণ খল ! তোর রক্ষা এতক্ষণ। কাল কিন্তু তব শিরে করিছে নর্ত্তন ॥
রামেতে বিমুখ শঠ ! সম্পদে তোর মন। কহিয়া হৃদয়ে হানে গদা ততক্ষণ ॥৪
ছন্দ— হিয়া-মাঝে ঘোর গদার প্রহার কঠোর লাগি' সে ধরাতে পড়িল।
দশ মুখ হ'তে শোণিত স্রাবিল পুন সামালিয়া ক্রোধেতে ধাইল ॥
দুই অতি বলী মল্ল-যোদ্ধা যুঝে একে অন্যজনে হানিতে চাহিল।
রঘুবীর-বলে বলী বিভীষণ হানিলেও তাহে নাহিক গণিল ॥
দোহা— বিভীষণ কভু রাবণ-সম্মুখে পারে কি হে আঁখি উঠাইতে ?
এবে যে মিলিছে কাল-সম যেন আছে রাম প্রভাব তাহাতে ॥৯৪॥

মূল

চৌ—দেখা শ্রমিত বিভীষনু ভারী। ধায়উ হনুমান গিরি ধারী ॥
রথ তুরঙ্গ সারথী নিপাতা। হৃদয় মাঝ তেহি মারেসি লাতা ॥১
ঠাঢ় রহা অতি কম্পিত গাতা। গয়উ বিভীষনু জহঁ জনত্রাতা ॥
পুনি রাবন কপি হতেউ পচারী। চলেউ গগন কপি পূঁছ পসারী ॥২
গহিসি পূঁছ কপি সহিত উড়ানা। পুনি ফিরি ভিরেউ প্রবল হনুমানা ॥
লরত অকাস জুগল সম জোধা। একহি একু হনত করি ক্রোধা ॥৩
সোহহিঁ নভ ছল বল বহু করহীঁ। কজ্জলগিরি সুমেরু জনু লরহীঁ ॥
বুধি বল নিসিচর পরই ন পারেয়া। তব মারুতসুত প্রভু সম্ভারেয়া ॥৪
ছন্দ— সম্ভারি শ্রীরঘুবীর ধীর পচারি কপি রাবনু হন্যো।
মহি পরত পুনি উঠি লরত দেবন্হ জুগল কহুঁ জয় জয় ভন্যো ॥
হনুমন্ত সঙ্কট দেখি মর্কট ভালু ক্রোধাতুর চলে।
রন মত্ত রাবন সকল সুভট প্রচণ্ড ভুজ বল দলমলে ॥

দোহা— তব রঘুবীর পচারে ধাএ কীস প্রচণ্ড।
কপি বল প্রবল দেখি তেহিঁ কীন্‌হ প্রগট পাষণ্ড ॥৯৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বিভীষণে অতিমাত্র শ্রমিত হেরিয়া। হনুমান ধায় তবে পর্ব্বত লইয়া॥
সারথি তুরঙ্গ রথ করিয়া নিপাত। রাবণের বক্ষঃস্থলে করে পদাঘাত॥১
দাঁড়াইয়া দেহ তার কাঁপিতে লাগিল। ভক্ত-ভ্রাতৃ-পার্শ্বে তবে বিভীষণ গেল॥
ফুকারিয়া কপি পুন রাবণে হানিল। পুচ্ছ প্রসারিয়া কপি গগনে চলিল॥২
রাবণ ধরিলে পুচ্ছ উড়ায় তাহারে। ফিরিয়া আসিয়া হনু পুন যুদ্ধ করে॥
দুই যোদ্ধা নভ-মাঝে সমান যুঝিল। একে আনে ক্রোধ-ভরে হানিতে লাগিল॥৩
নভে ছল বল রচি' এহেন শোভিল। কজ্জল সুমেরু যেন যুগলে যুঝিল॥
বুদ্ধি-বলে নিশাচরে জিনিতে নারিল। পবন-তনয় তদা প্রভুরে স্মরিল॥৪
ছন্দ— রঘুবীরে স্মরি' ধীর কপিরাজ ডাক দিয়া তবে রাবণে হানিল।
ধরা-ধামে পড়ে পুন উঠি' লড়ে দেবগণ দোঁহা' জয় উচ্চারিল॥
হনুমানে হেন সঙ্কট হেরিয়া কপি-ঋক্ষ-দল ক্রোধাতুর চলে।
রণে মত্ত হ'য়ে দশানন সব প্রচণ্ড যোদ্ধারে ভুজ-বলে দলে॥
দোহা— তবে রঘুবীর রণে আবাহিলে কপিদল ধাইল প্রচণ্ড।
কপি-সৈন্যদলে প্রবল হেরিয়া মায়া রচে রাবণ পাষণ্ড॥৯৫॥

মূল

চৌ—অন্তরধান ভয়উ ছন একা। পুনি প্রগটে খল রূপ অনেকা॥
রঘপতি কটক ভালু কপি জেতে। জহঁ তহঁ প্রগট দসানন তেতে॥১
দেখে কপিন্‌হ অমিত দসসীসা। জহঁ তহঁ ভাগে বিকল ভট কীসা॥
ভাগে বানর ধরহিঁ ন ধীরা। ত্রাহি ত্রাহি লছিমন রঘবীরা॥২
দহঁ দিসি ধাবহিঁ কোটিন্‌হ রাবন। গর্জহিঁ ঘোর কঠোর ভয়াবন॥
ডরে সকল সুর চলে পরাঈ। জয় কৈ আস তজহু অব ভাঈ॥৩
সব সুর জিতে এক দসকন্ধর। অব বহু ভএ তকহু গিরি কন্দর॥
রহে বিরঞ্চি সম্ভু মুনি গ্যানী। জিন্‌হ জিন্‌হ প্রভু মহিমা কছু জানী॥৪
ছন্দ— জানা প্রতাপ তে রহে নির্ভয় কপিন্‌হ রিপু মানে ফুরে।
চলে বিচলি মর্কট ভালু সকল কৃপাল পাহি ভয়াতুরে॥

বাংলা অর্থ—সহেউ—সহ্য করিলেন; সেলা—শেল; বিকলই—বিকল করিল; বাঁচ্যো—বাঁচিল; নাচ্যো—নাচিল; পর্‌য্যো—পড়িল; ভর্‌য্যো—ভরিল; ভিরত—ভিড়িল; ঠাঢ় রহা—দণ্ডায়মান রহিল; পচারী—যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া; পসারী—প্রসারিত করিয়া; উড়ানা—উড়িয়া গেল; পরই ন পার্‌য্যো—পারিয়া পারিল না; সম্ভার্‌য্যো—স্মরণ করিল; দলমলে—দলিত করিল এবং মর্দ্দিত করিল; (দো—৯৪-৯৫)

হনুমন্ত অঙ্গদ নীল নল অতিবল লরত রন বাঁকুরে।
মর্দহিঁ দসানন কোটি কোটিন্হ কপট ভু ভট অঁকুরে॥
দোহা— সুর বানর দেখে বিকল হঁস্যো কোসলাধীস।
সজি সারঙ্গ এক সর হতে সকল দসসীস॥৯৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ক্ষণ-তরে নিশাচর হ'ল অন্তর্হিত। বহুরূপে পুন খল হ'ল প্রকটিত॥
রঘুপতি-সেনা ছিল ঋক্ষ কপি যত। যেথা সেথা প্রকটিল দশানন তত॥১
অগণিত দশানন কপিগণ হেরে। যেথা-সেথা ঋক্ষ কপি পলায়ন করে॥
পলাইল কপি যত ধৈর্য্য না ধরিয়া। রক্ষ হে লক্ষ্মণ! রাম! কহিল ডাকিয়া॥২
দশদিকে ধে'য়ে গেল কোটিশ রাবণ। ভীষণ কঠোর-ভাবে করিল গর্জ্জন॥
ভয়ে সব সুর যত পলাইয়া চলে। হে ভাই! জয়ের আশা ত্যজহ সকলে॥৩
দশানন সব সুরে একক জিনিল। গিরি-গুহা সন্ধানিয়া বহু সে হইল॥
সেথা ব্রহ্মা শিব তথা মুনি জ্ঞানী যাঁ'রা। প্রভুর মহিমা কিছু জানিতেন তাঁ'রা॥৪
ছন্দ— জানিয়া প্রতাপ তাঁহারা নির্ভয় কপিগণে কিন্তু রিপু সত্য মানে।
বিচলিত ধায় কপি-ঋক্ষদল রক্ষ হে কৃপাল! কহে ভীত মনে॥
অতি বলী নীল অঙ্গদ ও হনু যুঝিল সকলে সমর-অঙ্গনে।
মর্দ্দিয়া তাহারা কোটি দশাননে নাশিতে অঙ্কুরে ভুই-ফোঁড়গণে॥
দোহা— সুরে ও বানরে দেখিয়া বিকল হাসিয়া কোশল-নৃপবর।
সব দশাননে ধ্বংসিলেন ল'য়ে শার্ঙ্গধনু 'পরে এক শর॥৯৬॥

মূল

চৌ—প্রভু ছন মহুঁ মায়া সব কাটী। জিমি রবি উএঁ জাহিঁ তম ফাটী॥
রাবনু একু দেখি সুর হরষে। ফিরে সুমন বহু প্রভু পর বরষে॥১
ভুজ উঠাই রঘুপতি কপি ফেরে। ফিরে এক একন্হ তব টেরে॥
প্রভু বলু পাই ভালু কপি ধাএ। তরল তমকি সংজুগ মহি আএ॥২
অস্তুতি করত দেবতন্হি দেখেঁ। ভয়উঁ এক মৈঁ ইন্হ কে লেখেঁ॥
সঠহু সদা তুম্হ মোর মরায়ল। অস কহি কোপি গগন পর ধায়ল॥৩
হাহাকার করত সুর ভাগে। খলহু জাহু কহঁ মোরেঁ আগে॥
দেখি বিকল সুর অঙ্গদ ধায়ো। কূদি চরম গহি ভুমি গিরায়ো॥৪
ছন্দ— গহি ভুমি পার্য্যো লাত মার্য্যো বালিসুত প্রভু পহিঁ গয়ো।
সম্ভারি উঠি দসকণ্ঠ ঘোর কঠোর রব গর্জত ভয়ো॥
করি দাপ চাপ চঢ়াই দস সন্ধানি সর বহু বরষঈ।
কিএ সকল ভট ঘায়ল ভয়াকুল দেখি নিজ বল হরষঈ॥

দোহা— তব রঘুপতি রাবন কে সীস ভুজা সর চাপ।
কাটে বহুত বঢ়ে পুনি জিমি তীরথ কর পাপ ॥৯৭॥

পদ্যানুবাদ

রাবণ বধ

চৌ—প্রভু ক্ষণ-মাঝে মায়া করেন হরণ। রবির উদয়ে যেন তমো-বিনাশন॥
সুর হরষিত হেরি' এক দশানন। প্রভু'পরে পুষ্প সুরে করে বরিষণ॥১
বাহু তুলি' কপিগণে রাঘব ফিরান। একে অন্যে ফিরাইল করিয়া আহ্বান॥
প্রভু-বলে বলী হ'য়ে ঋক্ষ কপি ধায়। ত্বরা লম্ফি' রণক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছায়॥২
রামে স্তুতিপর দেবে রাবণ হেরিল। সবা-সনে যুঝিতে সে একক বুঝিল॥
কহে—শঠ! তোমরা চাও আমার মরণ। কহি—ক্রুদ্ধ দশানন চড়িল গগন॥৩
হাহাকার করি' সুর পলাইতে চায়। কহে—হেথা হ'তে সব পালাবে কোথায়?
দেবতা বিকল হেরি' অঙ্গদ ধাইল। দশাননে পদে ধরি' ভূমে নিপাতিল॥৪
ছন্দ— ধরাশায়ী করি' পদাঘাতে মারি' বালি-সুত নিজে প্রভু-পাশে গেল।
সামালিয়া উঠি' দশানন ঘোর কঠোর ধ্বনিতে গর্জ্জিতে লাগিল॥
দর্প-ভরে চাপে দশ শর জুড়ি' যথা সন্ধানিয়া বহু বরষিল।
সকল সেনারে ভয়াকুল দেখি' হেরি' নিজ বল মনে হরষিল॥
দোহা— তবে রঘুপতি রাবণের শির কাটি' কাটিলেন বাহু শর-চাপ।
কাটিলে বাড়িল অতি মাত্রা পুন যথা বাড়ে তীর্থে কৃত-পাপ॥৯৭॥

মূল

চৌ—সির ভুজ বাঢ়ি দেখি রিপু কেরী। ভালু কপিন্হ রিস ভঈ ঘনেরী॥
মরত ন মূঢ় কটেহুঁ ভুজ সীসা। ধাএ কোপি ভালু ভট কীসা॥১
বালিতনয় মারুতি নল নীলা। বানররাজ দুবিদ বলসীলা॥
বিটপ মহীধর করহিঁ প্রহারা। সোই গিরি তরু গহি কপিন্হ সো মারা॥২
এক নখন্হি রিপু বপুষ বিদারী। ভাগি চলহিঁ এক লাতন্হ মারী॥
তব নল নীল সিরন্হি চঢ়ি গয়উ। নখন্হি লিলার বিদারত ভয়উ॥৩
রুধির দেখি বিষাদ উর ভারী। তিন্হহি ধরন কহুঁ ভুজা পসারী॥
গহে ন জাহিঁ করন্হি পর ফিরহীঁ। জনু জুগ মধুপ কমল বন চরহীঁ॥৪
কোপি কূদি দ্বৌ ধরেসি বহোরী। মহি পটকত ভজে ভুজা মরোরী॥
পুনি সকোপ দস ধনু কর লীন্হে। সরন্হি মারি ঘায়ল কপি কীন্হে॥৫

বাংলা অর্থ—কটক—সেনা; জেতে····তেতে—যত····তত; দহঁ—দশ; জয় কৈ আস—জয়ের আশা; তকহু—তাকাও, দেখ; ফুরে—সত্য; রন বাঁকুরে—যুদ্ধনিপুণ; হস্যোঁ—হাসিলেন; হতে—হনন করিলেন; ফেরে—ফিরাইলেন; মরায়ল—আঘাতের পাত্র; ধায়ল—ধাইল; পারো্যা—পাতিত করিল; ঘায়েল—আহত; (দো—৯৬ ৯৭)

হনুমদাদি মুরুছিত করি বন্দর। পাই প্রদোষ হরষ দসকন্ধর ॥
মুরুছিত দেখি সকল কপি বীরা। জামবন্ত ধায়উ রনধীরা ॥৬
সঙ্গ ভালু ভূধর তরু ধারী। মারন লগে পচারি পচারী ॥
ভয়উ ক্রুদ্ধ রাবন বলবানা। গহি পদ মহি পটকই ভট নানা ॥৭
দেখি ভালুপতি নিজ দল ঘাতা। কোপি মাঝ উর মারেসি লাতা ॥৮

ছন্দ— উর লাত ঘাত প্রচণ্ড লাগত বিকল রথ তে মহি পরা।
গহি ভালু বীসহুঁ কর মনহুঁ কমলন্হি বসে নিসি মধুকরা ॥
মুরুছিত বিলোকি বহোরি পদ হতি ভালুপতি প্রভু পহিঁ গয়ো।
নিসি জানি স্যন্দন ঘালি তেহি তব সূত জতনু করত ভয়ো ॥

দোহা— মুরুছা বিগত ভালু কপি সব আএ প্রভু পাস।
নিসিচর সকল রাবনহি ঘেরি রহে অতি ত্রাস ।৯৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রিপু-শির-বাহু-বৃদ্ধি করি' দরশন। অতি রোষে ভরি' উঠে ঋক্ষ-কপিগণ ॥
কাটিলেও বাহু, শির মূঢ় না মরিল। ঋক্ষ-কপিগণ ক্রোধে ধাবিত হইল ॥১
অঙ্গদ ও হনুমান তথা নল নীল। দ্বিবিদ ও কপিগণ ভারী বলশীল ॥
বৃক্ষ ও পর্ব্বত ল'য়ে তা'রা প্রহারিল। সেই গিরি তরু দিয়া রাবণ হানিল ॥২
নখাঘাতে কেহ রিপু-দেহ বিদারিল। পদাঘাত করি' কেহ দ্রুত পলাইল ॥
নল নীল রিপু-শিরে চাঁড়িয়া বসিল। নখরে ললাট তা'র চিরিতে লাগিল ॥৩
রক্ত হেরি' চিত্ত তা'র বিষাদে ভরিল। তা' দোঁহারে ধরিবারে হস্ত প্রসারিল ॥
ধরিতে নারিল তা'রা চলে কর 'পরে। ভ্রমর-যুগল যেন পদ্ম-বনে চরে ।৪
ক্রুদ্ধ দোঁহা ধ'রে তা'রে পুন লাফ দিয়া। মাটিতে আছাড়ি' হাত দিল মুচড়িয়া ॥
পুন কোপে দশানন ধনু নিল করে। কপি-দলে লক্ষ্য করি' শরাহত করে ।৫
হনুমানাদি-কপিরে করিয়া মূর্চ্ছিত। দশানন হৃষ্ট হ'লে সন্ধ্যা উপনীত ॥
সব কপি-বীরে যবে হেরিল মূর্চ্ছিত। রণ-ধীর জাম্ববান্ হইল ধাবিত ॥৬
সঙ্গে ঋক্ষ যা'রা ছিল গিরি তরু ধ'রে। রাবণে মারিতে লাগে আবাহন ক'রে ॥
বলবান্ দশানন কুপিত হইল। পদে ধরি' সেনা-দলে ভূমে আছাড়িল ॥৭
ঋক্ষপতি নিজ দল আহত দেখিয়া। রাবণে হানিল বক্ষে পদাঘাত দিয়া ॥৮

ছন্দ— বক্ষে পদাঘাতে অতীব বিকল রথ হ'তে রক্ষ ভূতলে পড়িল।
বিশ হস্তে তা'র ঋক্ষ-দল যেন রাতে পদ্মবনে ভ্রমর শোভিল ॥
মূর্চ্ছিত হেরিয়া পদাহত করি' ঋক্ষপতি পুন প্রভু-পার্শ্বে গেল।
রাত্রিতে রথেতে রাখিয়া সারথি মূর্চ্ছাভঙ্গ-তরে সচেষ্ট হইল ॥

সমাপি' ছাব্বিশ দিন মাস পারায়ণে।
এ দীন নমিতে চাহে রাঘব-চরণে ॥

দোহা— মূর্চ্ছা-অপগমে ঋক্ষ কপি সব প্রভু-পাশে আসি' পহুঁছিল।
যত নিশাচর রাবণে ঘিরিয়া ত্রস্ত-ভীত সময় যাপিল ॥৯৮॥

মূল

চৌ—তেহী নিসি সীতা পহিঁ জাঈ। ত্রিজটা কহি সব কথা সুনাঈ ॥
সির ভুজ বাঢ়ি সুনত রিপু কেরী। সীতা উর ভই ত্রাস ঘনেরী ॥১
মুখ মলীন উপজী মন চিন্তা। ত্রিজটা সন বোলী তব সীতা ॥
হোইহি কহা কহসি কিন মাতা। কেহি বিধি মরিহি বিস্ব দুখদাতা ॥২
রঘুপতি সর সির কটেহুঁ ন মরঈ। বিধি বিপরীত চরিত সব করঈ ॥
মোর অভাগ্য জিআবত ওহী। জেহিঁ হৌঁ হরি পদ কমল বিছোহা ॥৩
জেহিঁ কৃত কপট কনক মৃগ ঝূঠা। অজহুঁ সো দৈব মোহি পর রূঠা ॥
জেহিঁ বিধি মোহি দুখ দুসহ সহাএ। লছিমন কহুঁ কটু বচন কহাএ ॥৪
রঘুপতি বিরহ সবিষ সর ভারী। তকি তকি মার বার বহু মারী ॥
ঐসেহুঁ দুখ জো রাখ মম প্রানা। সোই বিধি তাহি জিআব ন আনা ॥৫
বহু বিধি কর বিলাপ জানকী। করি করি সুরতি কৃপানিধান কী ॥
কহ ত্রিজটা সুনু রাজকুমারী। উর সর লাগত মরই সুরারী ॥৬
প্রভু তাতে হৃতই ন তেহী। এহি কে হৃদয় বসতি বৈদেহী ॥৭

ছন্দ— এহি কে হৃদয় বস জানকী জানকী উহ মম বাস হৈ।
মম উদর ভুঅন অনেক লাগত বান সব কর নাস হৈ ॥
সুনি বচন হরষ বিষাদ মন অতি দেখি পুনি ত্রিজটাঁ কহা।
অব মরিহি রিপু এহি বিধি সুনহি সুন্দরি তজহি সংসয় মহা ॥

দোহা— কাটত সির হোইহি বিকল ছুটি জাইহি তব ধ্যান।
তব রাবনহি হৃদয় মহুঁ মরিহহিঁ রামু সুজান ॥৯৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সেই দিন নিশাকালে সীতা-পার্শ্বে গিয়া। ত্রিজটা সকল কথা শুনায় কহিয়া
শির-ভুজ-বৃদ্ধি-কথা পশিলে শ্রবণে। ভারী ত্রাস উপজিল জানকীর মনে ॥১
বদন মলিন মনে চিন্তা উপজিল। ত্রিজটার সনে সীতা বচন কহিল ॥
শেষ কিবা হবে কেন না কহিছ মাতা। কেমনে মরিবে বল বিশ্ব-দুঃখ-দাতা ॥২
রাম-শর শির কাটে তবু নাহি মরে। বিধি বিপরীত যত আচরণ করে ॥
ভাগ্যহীন আমি তাই জীবন রহিল। তাই হরি-পাদ-পদ্ম মোরে তেয়াগিল ॥৩

বাংলা অর্থ—বাঢ়ি দেখি—বাড়িতে দেখিয়া ; লিলার—ললাট ; ধরন কহুঁ—ধরিবার জন্য ; পসারী—প্রসারিত করিলেন ; ঘাতা—আঘাত ; কহা—কি ; জিআবত—জীবিত ; বিছোহী—পৃথক্ করিয়াছিলেন ; রূঠা—রুষ্ট ; সুরতি করি—স্মরণ করিয়া ; ছুটি জাইহি—চলিয়া যাইবে ; মরিহহিঁ—মারিবেন ; (দো—৯৮-৯৯)

যেই বিধি স্বর্ণ-মৃগ কপট রচিল। আজো মম 'পরে তাহা বাম রহি' গেল ॥
যে বিধি আমার দুখ দুঃসহ সহায়। লক্ষ্মণের প্রতি তাহা কুবাক্য কহায় ॥৪
রাঘব-বিরহ-শর ভুরি বিষধর। বহুবার হানে তাহা আমার উপর ॥
হেন দুখ-মাঝে সেই বিধি রাখে প্রাণ। যে বিধি রাবণে রাখে নহে কোন আন।
হেনমতে বহুবিধি সীতা বিলপিল। করুণা-নিধানে পুন বহুশ স্মরিল ॥
ত্রিজটা কহেন—শুন হে রাজ-কুমারী! হৃদয়ে বিঁধিলে শর মরিবে সুরারি ॥৬
সীতা বাস করে জানি' হৃদয়-মাঝারে। চিন্তি' প্রভু নাহি বিন্ধে তাহার হিয়ারে ॥৭

ছন্দ— "রাবণ-হৃদয়ে নিবসে জানকী জানকী-হৃদয়ে রহে মম বাস।
আমার উদরে অনেক ভুবন বাণ লাগে যদি সবাকার নাশ ॥"
শুনি' যে বচন হরষে বিষাদে মন-ভরা হেরি' আবার সে কয়।
এখনি মরিবে রিপু হেনমতে শুন হে সুন্দরি! ত্যজিয়া সংশয় ॥

দোহা— বার বার শির কাটে যদি তা'র বিকলিত ত্যজে তব ধ্যান।
তবে দশানন হৃদয়-মাঝারে জ্ঞানী রাম হানিবেন বাণ ॥৯৯॥

মূল

চৌ—অস কহি বহুত ভাঁতি সমুঝাঈ। পুনি ত্রিজটা নিজ ভবন সিধাঈ ॥
রাম সুভাউ সুমিরি বৈদেহী। উপজী বিরহ বিথা অতি তেহী ॥১
নিসিহি সসিহি নিন্দতি বহু ভাঁতী। জুগ সম ভঈ সিরাতি ন রাতী ॥
করতি বিলাপ মনহিঁ মন ভারী। রাম বিরহঁ জানকী দুখারী ॥২
জব অতি ভয়উ বিরহ উর দাহু। ফরকেউ বাম নয়ন অরু বাহু ॥
সগুন বিচারি ধরী মন ধীরা। অব মিলিহহিঁ কৃপাল রঘুবীরা ॥৩
ইহাঁ অর্ধনিসি রাবনু জাগা। নিজ সারথি সন খীঝন লাগা ॥
সঠ রনভূমি ছড়াইসি মোহী। ধিগ ধিগ অধম মন্দমতি তোহী ॥৪
তেহিঁ পদ গহি বহু বিধি সমুঝাবা। ভোরু ভএঁ রথ চঢ়ি পুনি ধাবা ॥
সুনি আগবনু দসানন কেরা। কপি দল খরভর ভয়উ ঘনেরা ॥৫
জহঁ তহঁ ভূধর বিটপ উপারী। ধাএ কটকটাই ভট ভারী ॥৬

ছন্দ— ধাএ জো মর্কট বিকট ভালু করাল কর ভূধর ধরা।
অতি কোপ করহিঁ প্রহার মারত ভজি চলে রজনীচরা ॥
বিচলাই দল বলবন্ত কীসন্হ ঘেরি পুনি রাবনু লিয়ো।
চহুঁ দিসি চপেটন্হি মারি নখন্হি বিদারি তনু ব্যাকুল কিয়ো ॥

দোহা— দেখি মহা মর্কট প্রবল রাবন কীন্হ বিচার।
অন্তরহিত হোই নিমিষ মহুঁ কৃত মায়া বিস্তার ॥১০০॥

বাংলা অর্থ—বথা—ব্যথা; সিরাতি ন—শেষ হয় না; ফরকেউ—স্পন্দিত হইল

চৌ—হেনমতে বহুবিধি তাঁ'রে বুঝাইয়া। ত্রিজটা আপন-গৃহে গেলেন চলিয়া॥
রামের স্বভাব মনে বৈদেহী স্মরিল। বিরহ-বেদনা ভারী তাহে উপজিল॥১
নিশারে শশীরে নিন্দে সীতা নানা ভাবে। শেষ নাহি তা'র বুঝি রাত্রি না পোহাবে
হেন চিন্তি' সীতা মনে বহু বিলপিল। রামের বিরহ তাঁ'রে দুখে ভরি' দিল॥২
বিরহ হিয়াতে দাহ যবে উপজিল। বাম আঁখি বাহু তাঁ'র স্পন্দিতে লাগিল॥
গ্রহ-ফল বিচারিয়া ধৈর্য্য ধরে মন। চিন্তেন কৃপাল-সনে বুঝিবা মিলন॥৩
এদিকে অর্দ্ধেক রাতে রাবণ জাগিল। নিজ সারথিরে হেন দুষিতে লাগিল॥
ওরে শঠ! রণভূমি ছাড়াইলি মোরে। ধিক্ রে অধম মূঢ়! ধিক্ ধিক্ তোরে॥৪
সারথি চরণে ধরি' বহুধা বুঝায়। ঊষাকালে পুন নিজে রথে চড়ি' ধায়॥
দশানন সমাগত শুনিয়া সকলে। চঞ্চলতা জেগে উঠে কপি-সেনা-দলে॥৫
যেথা সেথা গিরি, বৃক্ষ ল'য়ে উপাড়িয়া। দন্তে দন্তে ঘষি' সেনা চলিল ধাইয়া॥৬

ছন্দ— বিকট বানর ঋক্ষ ভয়ঙ্কর করে গিরি ধরি' যাহারা ধাইল।
অতি ক্রোধ-ভরে প্রহার করিলে নিশাচর-সেনা পালা'য়ে চলিল॥
বলী কপিদল শত্রু-সেনাগণে করি' বিচলিত রাবণে ঘিরিল।
চারিভিতে দেহে' চপেট-আঘাতে নখে দারি' তনু ব্যাকুল করিল॥

দোহা— কপিদের দল প্রবল হেরিয়া, দশানন করিল বিচার।
হ'য়ে অন্তর্হিত নিমেষ-মাঝারে, মায়া-জাল করে সে বিস্তার॥১০০॥

মূল

ছন্দ— জব কীন্হ তেহিঁ পাষণ্ড। ভএ প্রগট জন্তু প্রচণ্ড॥
বেতাল ভূত পিসাচ। কর ধরেঁ ধনু নারাচ॥১
জোগিনী গহেঁ করবাল। এক হাথ মনুজ কপাল॥
করি সদ্য সোনিত পান। নাচহিঁ করহিঁ বহু গান॥২
ধরু মারু বোলহিঁ ঘোর। রহি পূরি ধুনি চহুঁ ওর॥
মুখ বাই ধাবহিঁ খান। তব লগে কীস পরান॥৩
জহঁ জাহিঁ মর্কট ভাগি। তহঁ বরত দেখহিঁ আগি॥
ভএ বিকল বানর ভালু। পুনি লাগ বরষৈ বালু॥৪
জহঁ তহঁ থকিত করি কীস। গর্জেউ বহুরি দসসীস॥
লছিমন কপীস সমেত। ভএ সকল বীর অচেত॥৫
হা রাম হা রঘুনাথ। কহি সুভট মীজহিঁ হাথ॥
এহি বিধি সকল বল তোরি। তেহিঁ কিন্হ কপট বহোরি॥৬

ধীরা—ধৈর্য্য; খীঝন লাগা—রোষ করিল; ভোরু ভয়ে—প্রভাত হইলে; খরভর—চঞ্চল; ভজি চলে—পলাইয়া চলিল; বিচলাই—বিচলিত করিয়া; (দো—১০০)

প্রগটেসি বিপুল হনুমান। ধাএ গহে পাষান ॥
তিন্হ রামু ঘেরে জাই। চহুঁ দিসি বরূথ বনাই ॥৭
মারহু ধরহু জনি জাই। কটকটহিঁ পূঁছ উঠাই ॥
দহঁ দিসি লঁগূর বিরাজ। তেহিঁ মধ্য কোসলরাজ ॥৮

ছন্দ— তেহিঁ মধ্য কোসলরাজ সুন্দর স্যাম তন সোভা লহী।
জনু ইন্দ্রধনুষ অনেক কী বর বারি তুঙ্গ তমালহী ॥
প্রভু দেখি হরষ বিষাদ উর সুর বদত জয় জয় জয় করী।
রঘুবীর একহিঁ তীর কোপি নিমেষ মহুঁ মায়া হরী ॥১
মায়া বিগত কপি ভালু হরষে বিটপ গিরি গহি সব ফিরে।
সর নিকর ছাড়ে রাম রাবন বাহু সির পুনি মহি গিরে ॥
শ্রীরাম রাবন সমর চরিত অনেক কল্প জো গাবহীঁ।
সত সেষ সারদ নিগম কবি তেউ তদপি পার ন পাবহীঁ ॥২

দোহা— তাকে গুন গন কছু কহে জড়মতি তুলসীদাস।
জিমি নিজ বল অনুরূপ তে মাছী উড়ই অকাস ॥১০১ক॥
কাটে সির ভুজ বার বহু মরত ন ভট লঙ্কেস।
প্রভু ক্রীড়ত সুর সিদ্ধ মুনি ব্যাকুল দেখি কলেস ॥১০১খ॥

পদ্যানুবাদ

ছন্দ— যখন পাষণ্ড মায়া বিস্তারিল, ভয়ঙ্কর জীব প্রকট হইল ॥
বেতাল ও ভুত পিশাচ জন্মিল, ধনু ও নারাচ করেতে ধরিল ॥১
তরবারি করে যোগিনী আসিল, আন হাতে নর-কপাল ধরিল ॥
সদ্য পান করি' শোণিত তখন, বহু গান গেয়ে করিল নর্ত্তন ॥২
'ধর' 'মার' ধ্বনি প্রচণ্ড হইল, চারিদিকে তা'রা ভুরি বিস্তারিল ॥
মুখ ব্যাদানিয়া ভুঞ্জিতে ধাইল, বানর তখন পালা'তে লাগিল ॥৩
পালায়ে বানর যেথা পহুঁছিল, আগুণ সেথায় জ্বলিতে দেখিল ॥
ঋক্ষ ও বানর ব্যাকুল হইল, পুন বালিরাশি বর্ষিতে লাগিল ॥৪
যেথা সেথা কপি শ্রমিত হইল, দশানন পুন গর্জ্জন করিল ॥
লক্ষ্মণ সহিত সুগ্রীব মিলিল, বীরগণ সবে মূর্চ্ছিত হইল ॥৫
ধ্বনিল হা রাম ! হায় রঘুনাথ ! হেন কহি' যোদ্ধা মর্দ্দে শুধু হাত ॥
হেনমতে সবে শক্তি পাশরিল, অতঃপর আন মায়া বিরচিল ॥৬

বাংলা অর্থ—করবাল—করতাল ; কপাল—মস্তকের খুলি ; মুখ বাই—মুখ বাজাইয়া ; পরান লাগে—পলাইতে লাগিল ; আগি বরত—আগুণ জ্বলিতে ; থকিত—শ্রান্ত ; মীজহিঁ হাত—হাতে হাত ঘসিল, পছতাইল ; তোরি—নষ্ট করিয়া ; (দো—১০১ক,খ

প্রকটিল রূপ বহু হনুমান, তাহারা ধাইল লইয়া পাষাণ ॥
তা'রা সবে মিলি' রাঘবে বেড়িল, চতুর্দিকে তা'রা যুথ বিরচিল ॥৭
'মারো ধরো' ধ্বনি' পালা'য়ে না যায়, কট্ কট্ শব্দে স্বপুচ্ছ উঠায় ॥
দশদিকে করে লাঙ্গুল বিরাজ, তা'র মাঝে রহে কোশলের রাজ ॥৮

ছন্দ— তা' সবার মাঝে কোশলের রাজ চারু শ্যাম-তনু ভূরি শোভা দিলা।
যেন ইন্দ্র-ধনু বহু এক হ'য়ে তুঙ্গ তমালের বেষ্টনী রচিলা ॥
প্রভুরে দেখিয়া হরষে বিষাদে দেবগণে কহে—'জয় জয় জয়'।
রঘুবীর কোপে এক তীর মারি' নিমেষের-মাঝে মায়া করে জয় ॥১
মায়া-অপগমে হৃষ্ট ঋক্ষ-কপি গিরি তরু ল'য়ে সকলে ফিরিল।
শর সংখ্যাতীত হানিলে রাঘব রক্ষঃ-বাহু-শির ধরাতে পড়িল ॥
শ্রীরাম-রাবণ সমর-চরিত বহু কল্প ধরি' যদি কেহ গায়।
শত শেষ, বাণী, বেদ তথা কবি হ'লেও তাহারা পার নাহি পায় ॥২

দোহা— তা'র গুণাবলী কিছুটা কহিবে জড়মতি যে তুলসীদাস।
মক্ষিকা যেমন নিজ-বল মত অভিমানে উড়িবে আকাশ ॥১০১ক॥
কাটে শির-ভুজ অগণিত বার তথাপি না মরিল লঙ্কেশ।
প্রভু লীলা করে সুর সিদ্ধ মুনি আকুলিত হেরি' তাঁ'র ক্লেশ ॥১০১খ

মূল

চৌ—কাটত বঢ়হিঁ সীস সমুদাঈ। জিমি প্রতি লাভ লোভ অধিকাঈ ॥
মর‌ই ন রিপু শ্রম ভয়উ বিসেষা। রাম বিভীষন তন তব দেখা ॥১
উমা কাল মর জাকীঁ ঈছা। সো প্রভু জন কর প্রীতি পরীছা ॥
সুনু সরবগ্য চরাচর নায়ক। প্রনতপাল সুর মুনি সুখদায়ক ॥২
নাভিকুণ্ড পিয়ূষ বস যাকেঁ। নাথ জিয়ত রাবনু বল তাকেঁ ॥
সুনত বিভীষন বচন কৃপালা। হরষি গহে কর বান করালা ॥৩
অসুভ হোন লাগে তব নানা। রোবহিঁ খর স্বকাল বহু স্বানা ॥
বোলহিঁ খগ জগ আরতি হেতু। প্রগট ভএ নভ জহঁ তহঁ কেতু ॥৪
দস দিসি দহ হোন অতি লাগা। ভয়উ পরব বিনু রবি উপরাগা ॥
মন্দোদরি উর কম্পতি ভারী। প্রতিমা স্রবহিঁ নয়ন মগ বারী ॥৫

ছন্দ— প্রতিমা রুদহিঁ পবিপাত নভ অতি বাত বহ ডোলতি মহী।
বরষহিঁ বলাহক রুধির কচ রজ অসুভ অতি সক কো কহী ॥
উতপাত অমিত বিলোকি নভ সুর বিকল বোলহিঁ জয় জএ।
সুর সভয় জানি কৃপাল রঘুপতি চাপ সর জোরত ভএ ॥

দোহা— খৈঁচি সরাসন শ্রবন লগি ছাড়ে সর একতীস।
রঘুনায়ক সায়ক চলে মানহুঁ কাল ফনীস ॥১০২॥

চৌ—কাটিলে বাড়িয়া যায় শির সমুদায়। যথা লাভ বেশী হ'লে লোভ বেশী হয়॥
অরি না মরিল শ্রম বিশেষ বাড়িল। রাম বিভীষণ-পানে তখন হেরিল॥১
(শিব কন) হে উমা! কালের মৃত্যু যাঁহার ইচ্ছায়। রত তিনি সেবকের প্রীতি-পরীক্ষায়॥
(বিভীষণ ক'ন) শুন হে সর্ব্বজ্ঞ চর-অচরের নেতা! ভক্তের পালক মুনি-সুরে সুখদাতা॥২
নাভিকুণ্ড তব দেয় অমৃত-সন্ধান। তব বলে দশানন রহে বলবান্॥
শুনি' বিভীষণ-কথা তখন কৃপাল। হরষিত বাণ ল'ন সুতীক্ষ্ণ করাল॥৩
অশুভ ইঙ্গিত বহু হয় সেই কালে। রব করে খর তথা কুক্কুর-শৃগালে॥
খগবর বুঝাইল ধরা-দুঃখ-হেতু। নভে যেথা সেথা দেখা দেয় ধূমকেতু॥৪
দশদিকে অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে লাগিল। পর্ব্ব বিনা সূর্য্যগ্রাস সম্ভব হইল॥
মন্দোদরী-হিয়া তদা কাঁপে অতি ভারী। প্রতিমা ক্ষরিত করে আঁখি-পথে বারি॥৫

ছন্দ— প্রতিমা কাঁদিল নভে বজ্রপাত চণ্ড-বায়ু বহে পৃথিবী দুলিল।
বর্ণনা অতীত অতীব অশুভ রক্ত-কেশ-ধূলি মেঘ বরষিল॥
অমিত উৎপাত বিলোকিয়া নভে দেবতা ব্যাকুল জয় উচ্চারিল।
দেবগণে ভীত জানিয়া কৃপাল রাম ধনু ল'য়ে শর জুড়ি' দিল॥

দোহা— শরাশন টানি' আকর্ণ-সন্ধানে রাম ছাড়ে একত্রিশ শর।
রঘুনাথ-বাণ চলিবে কেমন মানো তাহা কাল-ফণিধর॥১০২॥

মূল

চৌ—সায়ক এক নাভি সর সোষা। অপর লগে ভুজ সির করি রোষা॥
লৈ সির বাহু চলে নারাচা। সির ভুজ হীন রুণ্ড মহি নাচা॥১
ধরনি ধসই ধর ধাব প্রচণ্ডা। তব সর হতি প্রভু কৃত দুই খণ্ডা॥
গর্জেউ মরত ঘোর রব ভারী। কহাঁ রামু রন হতৌঁ পচারী॥২
ডোলী ভূমি গিরত দসকন্ধর। ছুভিত সিন্ধু সরি দিগ্‌গজ ভূধর॥
ধরনি পরেউ দ্বৌ খণ্ড বঢ়াঈ। চাপি ভালু মর্কট সমুদাঈ॥৩
মন্দোদরি আগেঁ ভুজ সীসা। ধরি সর চলে জহাঁ জগদীসা॥
প্রবিসে সব নিষঙ্গ মহুঁ জাঈ। দেখি সুরন্হ দুন্দুভীঁ বজাঈ॥৪
তাসু তেজ সমান প্রভু আনন। হরষে দেখি সম্ভু চতুরানন॥
জয় জয় ধুনি পূরী ব্রহ্মণ্ডা। জয় রঘুবীর প্রবল ভুজদণ্ডা॥৫
বরষহিঁ সুমন দেব মুনি বৃন্দা। জয় কৃপাল জয় জয়তি মুকুন্দা॥৬

বাংলা অর্থ—বস—বাসস্থান; স্বানা—কুকুর; আরতি—দুঃখ; কেতু—ধূমকেতু; পবিপাত—বজ্রপাত; বলাহক—মেঘ; জোরত ভএ—জুড়িলেন; ফনীস—সর্প; (দো:—১০২)

ছন্দ— জয় কৃপা কন্দ মুকুন্দ দ্বন্দ হরন সরন সুখপ্রদ প্রভো।
খল দল বিদারন পরম কারন কারুনীক সদা বিভো॥
সুর সুমন বরষহিঁ হরষ সঙ্কুল বাজ দুন্দুভি গহগহী।
সংগ্রাম অঙ্গন রাম অঙ্গ অনঙ্গ বহু সোভা লহী॥
সির জটা মুকুট প্রসূন বিচ বিচ অতি মনোহর রাজহীঁ।
জনু নীলগিরি পর তড়িত পটল সমেত উডুগন ভ্রাজহীঁ॥
ভুজদণ্ড সর কোদণ্ড ফেরত রুধির কন তন অতি বনে।
জনু রায়মুনীঁ তমাল পর বৈঠিঁ বিপুল সুখ আপনে॥

দোহা— কৃপাদৃষ্টি করি বৃষ্টি প্রভু অভয় কিএ সুর বৃন্দা।
ভালু কীস সব হরষে জয় সুখ ধাম মুকুন্দা॥১০৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—এক বাণ নাভিকুণ্ড শোষণ করিল। অন্যগুলি শিরে ভুজে সরোষে লাগিল॥
শির বাহু দুই ল'য়ে নারাচ চলিল। শির-ভুজ-হীন দেহ ধরাতে নাচিল॥১
প্রচণ্ড ধাবনে ধড় ধরারে ধ্বসিল। রঘুপতি-শর তা'রে দু'খণ্ড করিল॥
ঘোর রব করি' তবে গর্জ্জিয়া মরিল। মৃত্যু-কালে রামে ডাকি হানিতে চাহিল॥২
দশানন পড়ে যবে পৃথিবী কাঁপিল। সিন্ধু-নদী দিক্‌হস্তী পর্ব্বত ক্ষোভিল॥
ঋক্ষ-কপি-সমুদায়ে সবলে চাপিলে। ধরা'পরে পড়ে ধড় দু'খণ্ড হইলে॥৩
মন্দোদরী-পুরোভাগে রাখি' বাহু শির। শর চলে যেথা রহে রাম রঘুবীর॥
তূণীর-ভিতরে শর আসিয়া পৌঁছায়। সুরগণ হেরি' তাহা দুন্দুভি বাজায়॥৪
তা'র তেজ প্রবেশিল প্রভু-মুখান্তর। হরষে হেরেন ব্রহ্মা আর মহেশ্বর॥
'জয় জয়' ধ্বনি-দ্বারা ভরিল ব্রহ্মাণ্ড। জয় রঘুবীর যাঁ'র বলী ভুজদণ্ড॥৫
দেব-মুনি-বৃন্দ করে পুষ্প বরিষণ। কৃপাল মুকুন্দ জয় করে উচ্চারণ॥৬

ছন্দ— জয় কৃপা-কন্দ শরণ মুকুন্দ দ্বন্দ্বহারী তুমি সুখ-প্রদ প্রভো!
খল-দল-নাশী পরম কারণ করুণা-আধার সদা তরে বিভো॥
সুর পুষ্প বর্ষে হরষে ভরিয়া দুন্দুভি নিনাদে ধ্বনি দমাদম।
সমর অঙ্গনে রঘুনাথ-অঙ্গ বহু কাম-শোভা ধরেছে পরম॥
জটার মুকুট শির'পরে রহে প্রসূন-খচিত শোভে মনোহর।
নীল-গিরি'পরে দামিনী যেমন তারাগণ-সহ শোভিছে সুন্দর॥

বাংলা অর্থ—নাভিসর—নাভিকুণ্ড; রুণ্ড—ধড়; সর হতি—বাণ মারিয়া; হতৌঁ—হত্যা করিব; পচারি—যুদ্ধার্থ আহ্বান করিয়া; ডোলী—পলায়মান হইল; সমান—সমতুল্য হইল; পূরী—পূর্ণ হইল; গহগহী—দমাদম; রাজহী—বিরাজ করে; [উডুগন—নক্ষত্রগণ; ভ্রাজহীঁ—শোভা পায়; ফেরত—লম্বমান ছিল; অতি বনে—অধিক মাত্রাতে প্রস্তুত হইয়াছিল; বাজ - বাজিল; কারুনীক—সদয়; (দো—১০৩)

ভুজ-দণ্ডে তা'র শর-ধনু দোলে রক্ত-কণে তনু অতি সুশোভন।
যথা রায়-মণি তমালের 'পরে নিশ্চল আসনে সুখেতে মগন ॥
দোহা— কৃপাদৃষ্টি বর্ষি' অভয়-প্রদানে প্রভু হরষিল সুর-বৃন্দ।
ঋক্ষ-কপি সবে হরষিত গাহে—'সুখ-নিলয় মুকুন্দ' ॥১০৩॥

মূল

চৌ—পতি শির দেখত মন্দোদরী। মুরুছিত বিকল ধরনি খসি পরী ॥
জুবতি বৃন্দ রোবত উঠি ধাঈ। তেহি উঠাই রাবন পহিঁ আঈ ॥১
পতি গতি দেখি তে করহিঁ পুকারা। ছুটে কচ নহিঁ বপুষ সঁভারা ॥
উর তাড়না করহিঁ বিধি নানা। রোবত করহিঁ প্রতাপ বখানা ॥২
তব বল নাথ ডোল নিত ধরনী। তেজ হীন পাবক সসি তরনী ॥
সেষ কমঠ সহি সকহিঁ ন ভারা। সো তনু ভূমি পরেউ ভরি ছারা ॥৩
বরুন কুবের সুরেস সমীরা। রন সন্মুখ ধরি কাহুঁ ন ধীরা ॥
ভুজবল জিতেহু কাল জম সাঈ। আজু পরেহু অনাথ কী নাঈ ॥৪
জগত বিদিত তুম্হারি প্রভুতাঈ। সুত পরিজন বল বরনি ন জাঈ ॥
রাম বিমুখ অস হাল তুম্হারা। রহা ন কোউ কুল রোবনিহারা ॥৫
তব বস বিধি প্রচণ্ড সব নাথা। সভয় দিসিপ নিত নাবহিঁ মাথা ॥
অব তব সির ভুজ জম্বুক খাহীঁ। রাম বিমুখ য়হ অনুচিত নাহীঁ ।৬
কাল বিবস পতি কহা ন মানা। অগ জগ নাথু মনুজ করি জানা ॥৭

ছন্দ— জান্যো মনুজ করি দনুজ কানন দহন পাবক হরি স্বয়ম্।
জেহি নমত সিব ব্রহ্মাদি সুর পিয় ভজেহু নহিঁ করুনাময়ম্ ॥
আজন্ম তে পরদ্রোহ রত পাপৌঘময় তব তনু অয়ম্।
তুম্হহূ দিয়ো নিজ ধাম রাম নমামি ব্রহ্ম নিরাময়ম্ ॥

দোহা— অহহ নাথ রঘুনাথ সম কৃপাসিন্ধু নহিঁ আন।
জোগি বৃন্দ দুর্লভ গতি তোহি দীন্হি ভগবান ॥১০৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মন্দোদরী পতি-শির হেরিয়া পাতিত। ধরাতলে খসি' পড়ে বিকল মূর্চ্ছিত
কাঁদিয়া যুবতী-বৃন্দ উঠিয়া ধাইল। রাবণ-সমীপে তা'রে উঠায়ে আনিল ॥১
পতি-গতি হেরি' তা'রা কাঁদিতে লাগিল। আলু থালু কেশ দেহ বিবশ হইল ॥
নানা-ভাবে বক্ষ তা'রা তাড়না করিল। কাঁদিয়া প্রতাপ তা'র বর্ণনা করিল ॥২
তব বলে নাথ! নিত্য কাঁপিত ধরণী। তেজ-বিবর্জ্জিত ছিল রবি-শশী-অগ্নি ॥
অনন্ত ও কূর্ম্ম নাহি সহে যা'র ভার। সে তনু ধরাতে লুটে ধূলি-মাখা-সার ॥৩
বরুণ, কুবের তথা সুরেশ, পবন। যুঝে নাহি বীর হেন রণে তা'র সন ॥
হে স্বামী! জিনিতে কালে, যমেরে সতত। ধরাতে লুণ্ঠিত এবে অনাথের মত ॥৪

জগতে বিদিত আছে প্রভুতা তোমার। সুত পরিজন বল নাহি বর্ণিবার ॥
রাঘবে বিমুখ হ'য়ে এ'দশা তোমার। এ' কুলে কাঁদিতে কেহ না রহিল আর ॥৫
বিবিধ প্রপঞ্চ নাথ! তব বশে রয়। শির নমে দিক্‌পাল তোমারে সভয় ॥
এবে সেই শির-ভুজ জম্বুক-ভক্ষিত। রামে পরাঙ্মুখে ইহা নহে অনুচিত ॥৬
কালেতে বিবশ পতি কথা না শুনিলে। জগতের নাথে তুমি মনুষ্য গণিলে ॥৭

ছন্দ— দনুজ-কাননে যিনি দাব-সম, নর বুঝ সেই হরি ভগবানে।
যাঁ'রে নমে শিব ব্রহ্মা আদি সুর—না ভজিলে সেই করুণা-নিধানে ॥
জন্ম হ'তে তুমি পরদ্রোহে রত এই তব কায় পাপ-রাশি-ময়।
এ'হেন তোমারে দেন নিজ-ধাম আমি নমি' সেই ব্রহ্ম নিরাময় ॥

দোহা— আহাহা হে নাথ! রঘুনাথ-সম কৃপাসিন্ধু জানো নাহি আন ॥
যোগী যা' না লভে হেন গতি তোমা' দিয়াছেন সেই ভগবান ॥১০৪॥

মূল

চৌ—মন্দোদরী বচন সুনি কানা। সুর মুনি সিদ্ধ সবন্হি সুখ মানা ॥
অজ মহেস নারদ সনকাদী। জে মুনিবর পরমাথবাদী ॥১
ভরি লোচন রঘুপতিহি নিহারী। প্রেম মগন সব ভএ সুখারী ॥
রুদন করত দেখীঁ সব নারী। গয়উ বিভীসনু মন দুখ ভারী ॥২
বন্ধু দসা বিলোকি দুখ কীন্হা। তব প্রভু অনুজহি আয়সু দীন্হা ॥
লছিমন তেহি বহুবিধি সমুঝায়ো। বহুরি বিভীষন প্রভু পহিঁ আয়ো ॥৩
কৃপাদৃষ্টি প্রভু তাহি বিলোকা। করহু ক্রিয়া পরিহরি সব সোকা ॥
কীন্হি ক্রিয়া প্রভু আয়সু মানী। বিধিবত দেস কাল জিয়ঁ জানী ॥৪

দোহা— মন্দোদরী আদি সব দেই তিলাঞ্জলি তাহি।
ভবন গঈঁ রঘুপতি গুন গন বরনত মন মাহি ॥১০৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মন্দোদরী হিত-বাণী শুনে যবে কানে। সুর-মুনি-সিদ্ধ সবে সুখ তাহে মানে
মহেশ, নারদ তথা ব্রহ্মা-সনকাদি। যাঁরা হন মুনিবর পরমার্থ-বাদী ॥১
লোচন ভরিয়া যবে রামে নেহারিলা। প্রেম-মগ্ন হ'য়ে সবে সুখেতে ভরিলা ॥
সব নারীগণে হেরি' করিতে রোদন। বিভীষণ যা'ন সেথা দুখ-ভরা মন ॥২
ভ্রাতৃ-দশা হেরি' তিনি বড় দুখ পান। প্রভু তাঁ'রে প্রবোধিতে ভা'য়ে আজ্ঞা দেন
বহুধা তখন তাঁ'রে বুঝান লক্ষ্মণ। বিভীষণ প্রভু-পার্শ্বে করে আগমন ॥৩

বাংলা অর্থ—খসী পরী—খসিয়া পড়িল ; পুকারা—চীৎকার; ডোল নিত—কাঁপাইত ; তরনী—সূর্য্য ; সহিস কহিঁ ন—সহিতে পারিত না ; ছারা—ভস্ম ; রোবনিহারা—কাঁদিবার মত ; দিসিপ—দিক্‌পাল ; কহা—কথা; সবনহি—সকলেই ; (দো—১০৪-১০৫)

কৃপা-দৃষ্টি ল'য়ে প্রভু দিলেন দর্শন। শোক ত্যজি' শেষকৃত্য সমাপিতে ক'ন ॥
শেষকৃত্য হ'ল প্রভু-আজ্ঞা-অনুসার। যথাবিধি অনুসরি' দেশ-কালাচার ॥৪
দোহা— মন্দোদরী আদি সব নারী মিলি' করে তা'রে তিলাঞ্জলি দান।
গৃহে চলে পুন মনের মাঝারে করি' রঘুনাথ গুণগান ॥১০৫॥

মূল

চৌ—আই বিভীষন পুনি সিরু নায়ো। কৃপাসিন্ধু তব অনুজ বোলায়ো ॥
তুম্হ কপীস অঙ্গদ নল নীলা। জামবন্ত মারুতি নয়সীলা ॥১
সব মিলি জাহু বিভীষন সাথা। সারেহু তিলক কহেউ রঘুনাথা ॥
পিতা বচন মৈঁ নগর ন আবউঁ। আপু সরিস কপি অনুজ পঠাবউঁ ॥২
তুরত চলে কপি সুনি প্রভু বচনা। কীন্হী জাই তিলক কী রচনা ॥
সাদর সিংহাসন বৈঠারী। তিলক সারি অস্তুতি অনুসারী ॥৩
জোরি পানি সবহীঁ সির নাএ। সহিত বিভীষন প্রভু পহিঁ আএ ॥
তব রঘুবীর বোলি কপি লীন্হে। কহি প্রিয় বচন সুখী সব কীন্হে ॥৪

ছন্দ— কিএ সুখী কহি বানী সুধা সম বল তুম্হারেঁ রিপু হয়ো।
পায়ো বিভীষন রাজ তিহুঁ পুর জসু তুম্হারো নিত নয়ো ॥
মোহি সহিত সুভ কীরতি তুম্হারী পরম প্রীতি জো গাইহৈঁ।
সংসার সিন্ধু অপার পার প্রয়াস বিনু নর পাইহৈঁ ॥

দোহা— প্রভু কে বচন শ্রবন সুনি নহিঁ অঘাহিঁ কপি পুঞ্জ।
বার বার সির নাবহিঁ গহহিঁ সকল পদ কঞ্জ ॥১০৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মস্তক নমিল যবে আসি' বিভীষণ। কৃপাসিন্ধু অনুজেরে আবাহিয়া ক'ন ॥
কপীশ অঙ্গদ তুমি তথা নল নীল। জাম্ববান ও মারুতি সবে নীতি-শীল ॥১
সবে মিলি' যাবে এবে বিভীষণ-সাথ। রাজ্য-অভিষেক তরে ক'ন রঘুনাথ।
পিতৃবাক্য অনুসরি' নগরে না যাই। আপন-সদৃশ কপি অনুজে পাঠাই ॥২
কপি চলে সাধিবারে প্রভু-মত কাজ। রচিল সকলে মিলি' অভিষেক-সাজ ॥
সমাদরে অর্পিলেন তাঁ'রে সিংহাসন। তিলকান্তে করিলেন স্তুতি সম্পাদন ॥৩
যুক্ত-করে সবে তাঁ'রে মস্তক নমিল। বিভীষণ-সহ তা'রা প্রভু-পার্শ্বে গেল ॥
রঘুবীর কপিগণে তবে আবাহিলা। মধুর বচন কহি' সবারে তুষিলা ॥৪

ছন্দ— সুধামাখা-বাণী প্রভু ক'ন—কপি! তোমা' বলে হ'ল রিপু-বিনাশন।
বিভীষণে রাজ্য তোমা' যশোলাভ তিন-লোকে রবে নিতুই নূতন ॥
আমার সহিত শুভ-কীর্তি তব প্রীতি-ভরে জেনো যেজন গাহিবে।
সে ভব-সাগর অনায়াসে পার শ্রম নাহি করি' নিশ্চিত পৌঁছিবে ॥

দোহা— প্রভুর বচন কর্ণে শুনি' তৃপ্তি নাহি শেষ ল'ভে কপিগণ।
পুন পুন তাঁ'রে মস্তক নমিয়া ধরে তাঁ'র কমল-চরণ ॥১০৬॥

মূল

চৌ—পুনি প্রভু বোলি লিয়উ হনুমানা। লঙ্কা জাহু কহেউ ভগবানা ॥
সমাচার জানকিহি সুনাবহু। তাসু কুসল লৈ তুম্হ চলি আবহু ॥১
তব হনুমন্ত নগর মহুঁ আএ। সুনি নিসিচরী নিসাচর ধাএ ॥
বহু প্রকার তিন্হ পূজা কীন্হী। জনকসুতা দেখাই পুনি দীন্হী ॥২
দূরিহি তে প্রনাম কপি কীন্হা। রঘুপতি দূত জানকীঁ চীন্হা ॥
কহহু তাত প্রভু কৃপানিকেতা। কুসল অনুজ কপি সেন সমেতা ॥৩
সব বিধি কুসল কোসলাধীসা। মাতু সমর জীত্যো দসসীসা ॥
অবিচল রাজু বিভীষন পায়ো। সুনি কপি বচন হরষ উর ছায়ো ॥৪

ছন্দ— অতি হরষ মন তন পুলক লোচন সজল কহ পুনি পুনি রমা।
কা দেউঁ তোহি ত্রৈলোক মহুঁ কপি কিমপি নহিঁ বানী সমা ॥
সুনু মাতু মৈঁ পায়ো অখিল জগ রাজু আজু ন সংসয়ঁ।
রন জীতি রিপুদল বন্ধু জুত পস্যামি রামমনাময়ঁ ॥

দোহা— সুনু সুত সদগুন সকল তব হৃদয়ঁ বসহুঁ হনুমন্ত।
সানুকূল কোসলপতি রহহুঁ সমেত অনন্ত ॥১০৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পুন প্রভু ডাকাইয়া আনেন হনুরে। লঙ্কা যাও এ'নির্দ্দেশ দানিলেন তা'রে
সমাচার জানকীরে এস শুনাইয়া। চলিয়া আসিবে তা'র সংবাদ লইয়া ॥১
তদা হনু পুরী-মাঝে প্রবেশ করিল। রাক্ষস-রাক্ষসী শুনি' তথায় ধাইল ॥
বিবিধ প্রকারে তা'রে সৎকার করিল। জনক-সুতারে পুন দেখাইয়া দিল ॥২
দূর হ'তে কপিবর প্রণাম করিল। রাম-দূত বলি' তা'রে জানকী চিনিল ॥
কহ তাত! কৃপাধার প্রভুর কুশল। কুশলী ত সলক্ষ্মণ কপিসেনা-দল ?॥৩
সর্ব্বথা কুশলী এবে রঘুপতি র'ন। বিজয়ী হ'লেন রণে দশানন-সন ॥
অচঞ্চল-রাজ্য মাতঃ! লভে বিভীষণ। হিয়া হর্ষে ভ'রে শুনি' কপির বচন ॥৪
ছন্দ— অতি হৃষ্ট মন তনুতে পুলক জল-ভরা আঁখি সীতা ক'ন তা'রে।
কি দিব তোমারে ত্রিলোক-মাঝারে নাহি হেন ধন দানি এই বারে ॥

বাংলা অর্থ—নয়সীলা—নীতিনিপুণ; সারেহু তিলক—রাজ্যাভিষেক সমাপ্ত কর; রচনা—ব্যবস্থা; অনুসারী—পরে করিলেন; ভয়ো—হত হইয়াছে; গাহিহৈঁ—গাহিবে; নহি অঘাহিঁ—তৃপ্তির শেষ ছিল না; বানী—সংবাদ; অনাময়—নির্ব্বিকার; সানুকূল—প্রসন্ন; পায়ো—পাইলেন; পাইহৈঁ—পাইবে; (দো—১০৬-১০৭)

শুন মাতঃ! আজ নিখিল ধরার রাজত্ব লভিনু তাহে না সংশয়।
সমরে জিনিয়া সব অরিগণে ভ্রাতৃ-সহ হেরি রাম অনাময়॥

দোহা— সীতা ক'ন শুন শুভগুণ বহু কপিবর! তব হিয়া ধরে।
কোশলের পতি সদা তুষ্ট র'ন লক্ষ্মণ সহিত তব'পরে॥১০৭॥

মূল

চৌ—অব সোই জতন করহু তুম্হ তাতা। দেখোঁ নয়ন স্যাম মৃদু গাতা॥
তব হনুমান রাম পহিঁ জাঈ। জনকসুতা কৈ কুসল সুনাঈ॥১
সুনি সন্দেসু ভানুকুলভূষন। বোলি লিএ জুবরাজ বিভীষন॥
মারুতসুত কে সঙ্গ সিধাবহু। সাদর জনকসুতহি লৈ আবহু॥২
তুরতহিঁ সকল গএ জহঁ সীতা। সেবহিঁ সব নিসিচরীঁ বিনীতা॥
বেগি বিভীষন তিন্হহি সিখায়ো। তিন্হ বহু বিধি মজ্জন করবায়ো॥৩
বহু প্রকার ভূষন পহিরাএ। সিবিকা রুচির সাজি পুনি ল্যাএ॥
তা পর হরষি চঢ়ী বৈদেহী। সুমিরি রাম সুখধাম সনেহী॥৪
বেতপানি রচ্ছক চহু পাসা। চলে সকল মন পরম হুলাসা॥
দেখন ভালু কীস সব আএ। রচ্ছক কোপি নিবারন ধাএ॥৫
কহ রঘুবীর কহা মম মানহু। সীতহি সখা পয়াদেঁ আনহু॥
দেখহুঁ কপি জননী কী নাঈ। বিহসি কহা রঘুনাথ গোসাঈ॥৬
সুনি প্রভু বচন ভালু কপি হরষে। নভ তে সুরন্হ সুমন বহু বরষে॥
সীতা প্রথম অনল মহুঁ রাখী। প্রগট কীন্হি চহ অন্তর সাখী॥৭

দোহা— তেহি কারন করুনানিধি কহে কছুক দুর্বাদ।
সুনত জাতুধানীঁ সব লাগীঁ করৈ বিষাদ॥১০৮॥

চৌ—এবে তুমি তাত! কর তেমনি যতন। যাহে মৃদু শ্যাম-তনু হেরে এ'নয়ন
তবে রাম-পাদ-পার্শ্বে যা'ন হনুমান। জানকী-কুশল-কথা সকল শুনান॥১
শুনি' এ'বারতা রবি-কুলের ভূষণ। যুবরাজ বিভীষণে করি আনয়ন॥
ক'ন—হনুমান-সহ গমন করিয়া। সমাদরে জানকীরে আসিবে লইয়া॥২
ত্বরায় সকলে যা'ন যেথা রহে সীতা। সেবিছে সেথায় সব রাক্ষসী বিনীতা॥
বিভীষণ ত্বরা গিয়া তাদের শিখান। ভালরূপে জানকীরে করাইবে স্নান॥৩
স্নানান্তে তাঁহারে তা'রা ভূষণ পরায়। শিবিকা তাঁহার তরে উত্তম সাজায়॥
তার'পরে হরষিতা চড়েন বৈদেহী। স্মরি' রাম সুখধাম যিনি অতি স্নেহী॥৪
বেত্রপাণি রক্ষিগণ রহে চারিপাশ। সবে চলে মনে রাখি' পরম উল্লাস॥
ঋক্ষ-কপি সবে মিলি' দেখিতে আসিল। রক্ষক কুপিত হ'য়ে নিষেধ করিল॥৫

কহিলেন রঘুবীর—মম কথা মানো। ওহে সখা! জানকীরে পদব্রজে আনো॥
কপিরা জননী-সম করুক দর্শন। প্রভু রঘুনাথ হাসি' এই কথা ক'ন॥৬
শুনি' প্রভু-বাণী ঋক্ষ-কপি হরষিত। নভ হ'তে দেব করে পুষ্প বরষিত॥
সীতা পূর্ব্ব হ'তে ছিলা অনলে আটক। অন্তর্য্যামী চা'ন হৌন স্বরূপে প্রকট॥৭
দোহা— সেই হেতু চিন্তি' করুণা-নিধান অভিনয়ে ক'ন কটু-বাদ।
শুনি' সেই কথা নিশাচরী যত মনে মনে গণিল বিষাদ॥১০৮॥

মূল

চৌ—প্রভু কে বচন সীস ধরি সীতা। বোলী মন ক্রম বচন পুনীতা॥
লছিমন হোহু ধরম কে নেগী। পাবক প্রগট করহু তুম্হ বেগী॥১
সুনি লছিমন সীতা কৈ বানী। বিরহ বিবেক ধরম নিতি সানী॥
লোচন সজল জোরি কর দোউ। প্রভু সন কছু কহি সকত ন ওউ॥২
দেখি রাম রুখ লছিমন ধাএ। পাবক প্রগটি কাঠ বহু লাএ॥
পাবক প্রবল দেখি বৈদেহী। হৃদয়ঁ হরষ নহিঁ ভয় কছু তেহী॥৩
জোঁ মন বচ ক্রম মম উর মাহীঁ। তজি রঘুবীর আন গতি নাহীঁ॥
তৌ কৃসানু সব কৈ গতি জানা। মো কহুঁ হোউ শ্রীখণ্ড সমানা॥৪

ছন্দ— শ্রীখণ্ড সম পাবক প্রবেস কিয়ো সুমিরি প্রভু মৈথিলী।
জয় কোসলেস মহেস বন্দিত চরন রতি অতি নির্ম্মলী॥
প্রতিবিম্ব অরু লৌকিক কলঙ্ক প্রচণ্ড পাবক মহুঁ জরে।
প্রভু চরিত কাহুঁ ন লখে নভ সুর সিদ্ধ মুনি দেখহিঁ খরে॥১
ধরি রূপ পাবক পানি গহি শ্রী সত্য শ্রুতি জগ বিদিত জো।
জিমি ছীরসাগর ইন্দিরা রামহি সমর্পী আনি সো॥
সো রাম বাম বিভাগ রাজতি রুচির অতি সোভা ভলী।
নব নীল নীরজ নিকট মানহুঁ কনক পঙ্কজ কী কলী॥২

দোহা— বরষহিঁ সুমন হরষি সুর বাজহিঁ গগন নিসান।
গাবহিঁ কিন্নর সুরবধূ নাচহিঁ চঢ়ীঁ বিমান॥১০৯ক॥
জনকসুতা সমেত প্রভু সোভা অমিত অপার।
দেখি ভালু কপি হরষে জয় রঘুপতি সুখ সার॥১০৯খ॥

পদ্যানুবাদ

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা

চৌ—শিরে ধরি' সীতা তবে প্রভুর বচন। কায়-মনো-বাক্যে পূতা বলেন বচন॥
হে লক্ষ্মণ! হও মম ধর্ম্ম-সহায়ক। দ্রুত তুমি প্রজ্জ্বলিত করহ পাবক॥১
লক্ষ্মণ শুনেন তবে সীতার বচন। বিরহ-বিবেক-ধর্ম্ম-নীতি-পরায়ণ॥
দু'হাত জুড়েন' সীতা সজল-নয়ন। কহিতে অক্ষম নিজে কিছু প্রভু-সন—॥২

রাম-অভিপ্রায় বুঝি' লক্ষ্মণ ধাইল। আগুন জ্বালাতে কাষ্ঠ প্রভৃত আনিল॥
সীতা যবে অগ্নি-কুণ্ডে প্রবল হেরিলা। হরষে হৃদয় ভরে, ভয়ে না কাঁপিলা॥৩
ছন্দ— চন্দন-সমান স্নিগ্ধ অগ্নি-মাঝে প্রবেশিলা সীতা প্রভুরে স্মরিয়া।
জয় কমলেশ যাঁহার চরণ পূজিছে মহেশ পিরীতি ধরিয়া॥
ছায়া-সীতা তথা লৌকিক কলঙ্কে প্রচণ্ড-পাবকে দিল জ্বালাইয়া।
প্রভুর চরিত কেহ না জানিত সুর, সিদ্ধ, মুনি হেরে দাঁড়াইয়া॥১
অগ্নি দেহ ধরি' বেদে বিশ্বে খ্যাত শ্রীরূপী সীতারে উঠায়ে সেখানে।
আনি' সমর্পিলা রামের করেতে যথা ক্ষীর-সিন্ধু লক্ষ্মী ভগবানে॥
সে সীতা বিরাজে রাম-বাম-ভাগে অতি মনোহর রূপে উজলিয়া।
নব নীল-পদ্ম- পার্শ্বে রহে যেন কনক-পঙ্কজ পুষ্প-কলি নিয়া॥২
দোহা— কুসুম বরষে হরষে দেবতা নিনাদিছে দামামা গগনে।
গাহিছে কিন্নর সুর-বধূ যত নাচিতেছে চড়িয়া বিমানে॥১০৯ক॥
জনক-তনয়া- সহ মিলি' প্রভু শোভা ধরে অমিত অপার।
হেরি' ঋক্ষ-কপি হরষিত কয় "জয় রঘুপতি সুখসার॥১০৯খ॥

মূল

চৌ—তব রঘুপতি অনুসাসন পাঈ। মাতলি চলেউ চরন সিরু নাঈ॥
আএ দেব সদা স্বারথী। বচন কহহিঁ জনু পরমারথী॥১
দীন বন্ধু দয়াল রঘুরায়া। দেব কীন্‌হি দেবন্‌হ পর দায়া॥
বিশ্ব দ্রোহ রত য়হ খল কামী। নিজ অঘ গয়উ কুমারগগামী॥২
তুম্‌হ সমরূপ ব্রহ্ম অবিনাসী। সদা একরস সহজ উদাসী॥
অকল অগুন অজ অনঘ অনাময়। অজিত অমোঘ সক্তি করুনাময়॥৩
মীন কমঠ সূকর নরহরী। বামন পরসুরাম বপু ধরী॥
জব জব নাথ সুরন্‌হ দুখু পায়ো। নানা তনু ধরি তুম্‌হইঁ নসায়ো॥৪
য়হ খল মলিন সদা সুরদ্রোহী। কাম লোভ মদ রত অতি কোহী॥
অধম সিরোমনি তব পদ পাবা। য়হ হমারেঁ মন বিসময় আবা॥৫
হম দেবতা পরম অধিকারী। স্বারথ রত প্রভু ভগতি বিসারী॥
ভব প্রবাহঁ সন্তত হম পরে। অব প্রভু পাহি সরন অনুসরে॥৬
দোহা— করি বিনতী সুর সিদ্ধ সব রহে জহঁ তহঁ কর জোরি।
অতি সপ্রেম তন পুলকি বিধি অস্তুতি করত বহোরি॥১১০॥

বাংলা অর্থ—সিবিকা—শিবিকা, পাল্কী; বেতপানি—দণ্ডপাণি; হুলাসা—উল্লাস; কোপি—কুপিত হইয়া; পয়াদেঁ—পায়ে হাটিয়া; অন্তর সাক্ষী—প্রকৃত অন্তরাত্মা; দুর্বাদ—কটুবাক্য; সেগী—সহায়ক; শ্রীখণ্ড—চন্দন; জরে—জ্বলিয়া গেল; ন লখে—দেখেন নাই; খরে—খাড়া হইয়া; নীরজ—জলজ, পদ্ম; (দো—১০৮-১০৯)

দেবতাগণের শ্রীরাম-স্তুতি

চৌ—তদা রঘুপতি হ'তে আদেশ লভিয়া। মাতলি চলিল পদে মস্তক নমিয়া॥
তখন আসেন দেব সদা স্বার্থপর। কহিলেন বাক্য যেন পরমার্থপর॥১
হে দয়াল! দীন-বন্ধু ওহে রঘুনাথ! হে দেব! করিলে দেবে করুণা অপার॥
বিশ্বদ্রোহে রত এই খল পাপাশয়। নিজ-পাপ-বশে করে কুমার্গ আশ্রয়॥২
তুমি সমরূপ ব্রহ্ম তথা অবিনাশী। নিরন্তর এক রস সহজ উদাসী॥
অখণ্ড নির্গুণ অজ পূত অনাময়। অজেয় অমোঘ-শক্তি তুমি দয়াময়॥৩
কমঠ, শূকর, মীন তথা নরহরি। বামন-পরশুরাম-রূপে তনু ধরি'॥
যবে যবে দেবগণ দুঃখেতে হতাশ। নানা তনু ধরি' কর দুঃখের বিনাশ॥৪
এই যে অধম খল সুরদ্রোহকারী। লোভ, মদ, ক্রোধে রত অতি কামাচারী॥
অধমের শিরোমণি তব পদ পায়। ইথে মম মনে বড় বিস্ময় জাগায়॥৫
দেবরূপে জন্মি মোরা শ্রেষ্ঠ অধিকারী। স্বার্থে রত প্রভু-পাদে ভকতি পাসরি।
সংসার-প্রবাহ সদা আমাদের 'পরে। শরণ মাগিনু তোমা' আত্ম-রক্ষা-তরে॥৬
দোহা— বিনতি করিয়া সুর-সিদ্ধ সবে যেথা সেথা রহে যুক্ত-করে।
প্রেম-ভরে অতি পুলকিত তনু পুন পুন ব্রহ্মা স্তুতি করে॥১১০॥

মূল

ছন্দ— জয় রাম সদা সুখধাম হরে। রঘুনায়ক সায়ক চাপ ধরে॥
ভব বারন দারন সিংহ প্রভো। গুন সাগর নাগর নাথ বিভো॥
তন কাম অনেক অনূপ ছবী। গুন গাবত সিদ্ধ মুনীন্দ্র কবী॥
জসু পাবন রাবন নাগ মহা। খগনাথ জথা করি কোপ গহা॥
জন রঞ্জন ভঞ্জন সোক ভয়ম্। গতক্রোধ সদা প্রভু বোধময়ম্॥
অবতার উদার অপার গুনম্। মহি ভার বিভঞ্জন গ্যানঘনম্॥
অজ ব্যাপকমেকমনাদি সদা। করুনাকর রাম নমামি মুদা॥
রঘুবংস বিভূষন দূষন হা। কৃত ভূপ বিভীষন দীন রহা॥
গুন গ্যান নিধান অমান অজং। নিত রাম নমামি বিভুং বিরজং॥
ভুজদণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপ বলং। খল বৃন্দ নিকন্দ মহা কুসলং॥
বিনু কারন দীন দয়াল হিতং। ছবি ধাম নমামি রমা সহিতং॥
ভব তারন কারন কাজ পরং। মন সম্ভব দারুন দোষ হরং॥
সর চাপ মনোহর ত্রোন ধরং। জল জারুন লোচন ভূপবরং॥
সুখ মন্দির সুন্দর শ্রীরমনং। মদ মার মুধা মমতা সমনং॥
অনবদ্য অখণ্ড ন গোচর গো। সবরূপ সদা সব হোই ন গো॥
ইতি বেদ বদন্তি ন দন্তকথা। রবি আতপ ভিন্নমভিন্ন জথা॥

কৃতকৃত্য বিভো সব বানর এ। নিরখন্তি তবানন সাদর এ॥
ধিগ জীবন দেব সরীর হরে। তব ভক্তি বিনা ভব ভুলি পরে॥
অব দীনদয়াল দয়া করিঐ। মতি মোরি বিভেদকরী হরিঐ॥
জেহি তে বিপরীত ক্রিয়া করিঐ। দুখ সো সুখ মানি সুখী চরিঐ॥
খল খণ্ডন মণ্ডন রম্য ছমা। পদ পঙ্কজ সেবিত সম্ভু উমা॥
নৃপ নায়ক দে বরদানমিদং। চরনাম্বুজ প্রেম সদা সুভদং॥

দোহা— বিনয় কীন্‌হি চতুরানন প্রেম পুলক অতি গাত।
সোভাসিন্ধু বিলোকত লোচন নহীঁ অঘাত॥১১১॥

পদ্যানুবাদ

ব্রহ্মার শ্রীরাম-স্তুতি

ছন্দ—জয় রাম সুখধাম সদা দুখঃহর। রঘুর নায়ক তুমি ধনুর্ব্বাণ-ধর॥
ভব-দুঃখ কর নাশ সিংহ-সম প্রভো! গুণের সাগর তুমি সুচতুর বিভো!
বহু-কাম-তনুধর অনুপম ছবি। গুণ গাহে যত সিদ্ধ মুনিবর কবি॥
সুপাবন যশ তব, নাগ-দশাননে। ক্রুদ্ধ খগনাথ-সম সুসিদ্ধ ধ্বংসনে॥
জন-মন তুষ্ট করি'! নাশ শোক ভয়। বীত-ক্রোধ সদা প্রভু তুমি বোধময়॥
শ্রেষ্ঠ অবতার তুমি বহু গুণধর। মহী-ভার নাশ তুমি জ্ঞানের-আকর॥
অজ ও ব্যাপক এক অনাদি সতত। করুণা-আকর রাম! হই হর্ষে নত॥
রঘুবংশ-বিভূষণ! দূষণে নাশিলে। বিভীষণে রাজ্য দিয়া দরিদ্র রহিলে॥
গুণ-জ্ঞানাধার তুমি অজ, মান-ত্যাগী। নিত্য রামে নমি তোমা বিভু ও বিরাগী॥
চণ্ড-ভুজ-দণ্ড যাঁ'র প্রতাপী ও বলী। খলবৃন্দ-মূলচ্ছেদী মহান্ কুশলী॥
অকারণ দীন-বন্ধু দীনে হিতকারী। শোভা-ধামে নমি যিনি জানকী-বিহারী॥
মনোহর শর-চাপ তূণীর-ধারক। অরুণ কমল-নেত্র ভূপের নায়ক॥
সুখধাম মনোহর জানকী-রমণ। মদ-কাম-ধ্বংসী বৃথা মমতা-নাশন॥
অনিন্দ্য অখণ্ড তুমি ইন্দ্রিয়-অতীত। সর্ব্বরূপে সদা রহ না হেরি সতত॥
বেদে ইহা কয় নহে মানস-জল্পনা। সূর্য্যে সূর্য্য-করে ভেদ-অভেদ কল্পনা॥

বাংলা অর্থ—নাসয়ো—নাশ করিয়াছে; কোহী—ক্রোধী; বিসারী—বিস্মরি, ভুলিয়া; পরে—পতিত হই; সরন—শরণ, আশ্রয়; ভব বারন দারন—সংসার-দুঃখরূপ হস্তীর বিদীর্ণকারক; নাগর—চতুর; গহা—ধরিয়াছ; দূষন হা—দূষণ রাক্ষসের হননকারী; বিরজ—বিকার রহিত; নিকন্দু—নির্মূল; কারন—কারণরূপা প্রকৃতি; কাজ—কার্য্যরূপ জগৎ; পর—অতীত; মন সম্ভব—মনোজাত; ত্রোন—তূণীর; মার—কাম; মুধা—বৃথা; ন গোচর গো—ইন্দ্রিয়াতীত; হরিঐ—হরণ করুন; ভুলি পরে—ভুলিয়াছি; দে—দিউন; (দো—১১০-১১১)

বিভো ! মানি কৃতকৃত্য এ'সব বানরে। যা'রা হেরে মুখ তব অতি সমাদরে ॥
হে হরে ! ধিক্ জীবন দেব-তনু ধ'রে। ভক্তি বিনা ভুলে রহি বিষয়ের 'পরে॥
হে দীন-দয়াল ! তুমি মোরে দয়া কর। আমার বিভেদকারী মতি যেন হর ॥
যাহা হ'তে বিপরীত করম আচরি'। দুখে সুখ মানি' যেন দুঃখকে পাসরি ॥
খল-নাশী তুমি চারু ধরার ভূষণ। শম্ভু উমা সেবে তব কমল-চরণ ॥
হে নৃপ-নায়ক ! মোরে কর বর-দান। পাদ-পদ্মে রহি সদা যেন ভক্তিমান্ ॥
দোহা— বিনতি করিলে ব্রহ্মা হেনমতে তনু তাঁ'র পুলকে ভুরিল।
শোভাসিন্ধু হেরি' নয়ন তাঁহার প্রেম-তৃপ্তি শেষ না লভিল।১১১॥

মূল

চৌ—তেহি অবসর দসরথ তহঁ আএ। তনয় বিলোকি নয়ন জল ছাএ ॥
অনুজ সহিত প্রভু বন্দন কীন্হা। আসিরবাদ পিতাঁ তব দীন্হা॥ ১
তাত সকল তব পুন্য প্রভাউ। জীতোঁ অজয় নিসাচর রাউ॥
সুনি সুত বচন প্রীতি বাঢ়ী। নয়ন সলিল রোমাবলি ঠাঢ়ী ॥২
রঘুপতি প্রথম প্রেম অনুমানা। চিতই পিতহি দীন্হেউ দৃঢ় গ্যানা॥
তাতে উমা মোচ্ছ নহিঁ পায়ো। দসরথ ভেদ ভগতি মন লায়ো ॥৩
সগুনোপাসক মোচ্ছ ন লেহীঁ। তিন্হ কহুঁ রাম ভগতি নিজ দেহীঁ ॥
বার বার করি প্রভুহি প্রনামা। দসরথ হরষি গএ সুরধামা ॥৪
দোহা— অনুজ জানকী সহিত প্রভু কুসল কোসলাধীস।
সোভা দেখি হরষি মন অস্তুতি কর সুর ঈস ॥১১২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সেথা তদা দশরথ দিলেন দর্শন। সুতে হেরি' বারি ভরে তাঁর দু'নয়ন ॥
সানুজ তাঁহারে প্রভু করেন বন্দন। কহিলেন পিতা তদা আশীষ-বচন ॥১
তব পুণ্য-বলে তাত ! সকল ঘটিল। অজেয় রাক্ষস-রাজ বিজিত হইল ॥
শুনি'সুত-বাক্য মনে প্রীতি উপজিল। শরীরে রোমাঞ্চ, আঁখি বারিতে ভরিল ॥২
দশরথ-প্রেমে রাম ত্রুটি নিরখিয়া। সমৃদ্ধ করিল তাঁ'রে ব্রহ্ম-জ্ঞান দিয়া ॥
ওহে উমা ! দশরথ মোক্ষ না লভিল। ভকতিতে ভেদ-জ্ঞান তাহার আছিল ॥৩
সগুণের উপাসক মোক্ষ নাহি পান। রামেতে ভগতি তাঁ'রে রাম নিজে দেন ॥
বার বার প্রভু-পদে করিয়া প্রণাম। দশরথ হরষিত যা'ন সুর-ধাম ॥৪
দোহা— জানকী সহিত অনুজের সনে কুশলী প্রভু কোশলাধীশ।
চারু শোভা হেরি' হরষিত মন স্তুতি'পর তাঁহে দেব-ঈশ ॥১১২॥

মূল

ছন্দ— জয় রাম সোভা ধাম। দায়ক প্রনত বিশ্রাম ॥
ধৃত ত্রোন বর সর চাপ। ভুজদণ্ড প্রবল প্রতাপ ॥

জঁয় দূষনারি খরারি। মর্দন নিসাচর ধারি ॥
য়হ দুষ্ট মারেউ নাথ। ভএ দেব সকল সনাথ ॥
জয় হরন ধরনী ভার। মহিমা উদার অপার ॥
জয় রাবনারি কৃপাল। কিএ জাতুধান বিহাল ॥
লঙ্কেস অতি বল গর্ব। কিএ বস্য সুর গন্ধর্ব ॥
মুনি সিদ্ধ নর খগ নাগ। হঠি পন্থ সব কেঁ লাগ ॥
পরদ্রোহ রত অতি দুষ্ট। পায়ো সো ফলু পাপিষ্ট ॥
অব সুনহু দীন দয়াল। রাজীব নয়ন বিসাল ॥
মোহি রহা অতি অভিমান। নহিঁ কোউ মোহি সমান ॥
অব দেখি প্রভু পদ কঞ্জ। গত মান প্রদ দুখ পুঞ্জ ॥
কোউ ব্রহ্ম নির্গুন ধ্যাব। অব্যক্ত জেহি শ্রুতি গাব ॥
মোহি ভাব কোসল ভূপ। শ্রীরাম সগুন সরূপ ॥
বৈদেহী অনুজ সমেত। মম হৃদয় করহু নিকেত ॥
মোহি জানিঐ নিজ দাস। দে ভক্তি রমানিবাস ॥

ছন্দ— দে ভক্তি রমানিবাস ত্রাস হরন সরন সুখদায়কং।
সুখ ধাম রাম নমামি কাম অনেক ছবি রঘুনায়কং ॥
সুর বৃন্দ রঞ্জন দ্বন্দ ভঞ্জন মনুজতনু অতুলিতবলং।
ব্রহ্মাদি সঙ্কর সেব্য রাম নমামি করুনা কোমলং ॥

দোহা— অব করি কৃপা বিলোকি মোহি আয়সু দেহু কৃপাল।
কাহ করৌঁ সুনি প্রিয় বচন বোলে দীনদয়াল ॥১১৩॥

পদ্যানুবাদ

ছন্দ— জয় জয় রাম ওহে শোভাধাম। ভকতে সেবকে দিতেছ বিশ্রাম ॥
ধরিছ তূণীর শ্রেষ্ঠ শর-চাপ। ভুজদণ্ডে ধর প্রবল প্রতাপ ॥
জয় দূষণারি জয় হে খরারি! হে দশকন্ধর-বিমর্দ্দনকারী ॥
এহেন দুষ্টেরে মারি' তুমি নাথ। সকল দেবতা করেছ সনাথ ॥
জয় প্রভো! হরি' ধরণীর ভার। দেখালে মহিমা উদার অপার ॥
জয় রাবণারি! ওহে কৃপাময়! কর নিশাচরে কুল-সহ ক্ষয় ॥
লঙ্কেশ্বর বলী ভরে অতি গর্ব্বে। স্ববশে আনিলে সুর ও গন্ধর্ব্বে ॥
নাগ, বিহঙ্গম, মুনি, সিদ্ধ, নরে। হঠতা সাধিয়া কুপথে বিচরে ॥
পরদ্রোহে রত কপটী হইয়া। তা'র ফলে লভে পাপযুত হিয়া ॥

বাংলা অর্থ—জীতৌঁ—জয় করিয়াছি; ঠাঢ়ী—খাড়া হইল; চিতঈ—দেখিলেন; দেহী—দেন; সুর ঈস—দেবরাজ ইন্দ্র; বিহাল—বিধ্বস্ত, তছনছ; হঠি পন্থ—পথভ্রষ্ট, পিছু পথে পতিত; কাম অনেক ছবি—বহু কামদেবমূর্তি বিগ্রহ; (দো—১১২-১১৩)

হে দীন-দয়াল ! করহ শ্রবণ। রাজীব-সদৃশ বিশাল-নয়ন ॥
আমার আছিল অতি অভিমান। কা'রে নাহি গণি আমার সমান ॥
প্রভু-পাদ-পদ্ম করি' দরশন। বহু দুখদায়ী মান সমাপন ॥
কেহ বা নির্গুণ-ব্রহ্ম ধ্যানে রত। অব্যক্ত কহিয়া তা'রে শ্রুতিমত ॥
মম প্রিয় লাগে কোশলের ভূপ। নামেতে শ্রীরাম সগুণ-স্বরূপ ॥
জনকের সুতা সহিত লক্ষ্মণ। আমার হিয়াতে কর নিকেতন ॥
আমারে জানিয়া আপনার দাস। শুদ্ধা ভক্তি দাও হে রমা-নিবাস !

ছন্দ— ভক্তি-দাতা তুমি হে রমা-নিবাস ভয়হা, শরণ হে সুখ-দায়ক !
সুখধাম তুমি বহু-কামচ্ছবি তোমারে নমিনু হে রঘুনায়ক !
অমর-রঞ্জন হে দ্বন্দ্ব-ভঞ্জন। নর-তনুধারী ভূরি শক্তিধর।
করুণা-কোমল সেই রামে নমি' পূজিছে যাঁহারে ব্রহ্মা মহেশ্বর ॥

দোহা— এবে কৃপা করি' হেরিয়া আমারে আজ্ঞা দান কর হে কৃপাল !
'কেমনে সেবিব' শুনি' প্রিয়-বাণী বলিলেন সে দীন-দয়াল ॥১১৩॥

মূল

চৌ—সুনু সুরপতি কপি ভালু হমারে। পরে ভূমি নিসি চরন্হি জে মারে ॥
মম হিত লাগি তজে ইন্হ প্রানা। সকল জিআউ সুরেস সুজানা ॥১
সুনু খগেস প্রভু কৈ য়হ বানী। অতি অগাধ জানহিঁ মুনি গ্যানী ॥
প্রভু সক ত্রিভুঅন মারি জিআঈ। কেবল সক্রহি দীন্হি বড়াঈ ॥২
সুধা বরষি কপি ভালু জিআএ। হরষি উঠে সব প্রভু পহিঁ আএ ॥
সুধাবৃষ্টি ভৈ দুহু দল উপর। জিএ ভালু কপি নহিঁ রজনীচর ॥৩
রামাকার ভএ তিন্হ কে মন। মুক্ত ভএ ছুটে ভব বন্ধন ॥
সুর অংসিক সব কপি অরু রীছা। জিএ সকল রঘুপতি কীঁ ঈচ্ছা ॥৪
রাম সরিস কো দীন হিতকারী। কীন্হে মুকুত নিসাচর ঝারী ॥
খল মল ধাম কাম রত রাবন। গতি পাঈ জো মুনিবর পাব ন ॥৫

দোহা— সুমন বরষি সব সুর চলে চঢ়ি চঢ়ি রুচির বিমান।
দেখি সুঅবসর প্রভু পহিঁ আয়উ সম্ভু সুজান ॥১১৪ক॥
পরম প্রীতি কর জোরি জুগ নলিন নয়ন ভরি বারি।
পুলকিত তন গদগদ গিরাঁ বিনয় করত ত্রিপুরারি ॥১১৪খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুনুন সুরেন্দ্র ! এই কপি-ঋক্ষদলে। রক্ষো-নাশ-তরে এরা আসিল ভূতলে
মম হিত-তরে এরা ত্যজিল পরাণ। হে সুরেশ ! সুচতুর সবারে বাঁচান ॥১
শুন ওহে খগেশ্বর ! এই প্রভু-বাণী। অতীব অগম্য, জানে যা'রা মুনি জ্ঞানী ॥
প্রভু ক্ষম ত্রিভুবনে মারিতে বাঁচা'তে। ইন্দ্রে তায় দেন শুধু তাঁহারে বাড়া'তে॥২

সুধা বরষিয়া কপি'ঋক্ষকে বাঁচান। হরষিত উঠি' সবে প্রভু-পার্শ্বে যা'ন ॥
সুধার বর্ষণ হয় দুই দল'পর। ঋক্ষ-কপি প্রাণ পায় নাহি নিশাচর ।৩
রামাকার হ'য়ে যায় তা'সবার মন। তা'রা মুক্তি পায় টুটে ভবের বন্ধন ॥
দেব-অংশে জন্ম ল'ভে কপি-ঋক্ষদলে। রামের ইচ্ছাতে প্রাণ লভিল সকলে ॥৪
রামের সমান কেবা দীনে হিত-তরে। মুক্তি-দান করিলেন যত নিশাচরে ॥
পাপাশয় কাম-রত খল যে রাবণ। পায় গতি হেন যা' না পা'ন মুনিজন ॥৫

দোহা— পুষ্প বরষিয়া সুর সব চলে চড়িয়া বিমান মনোহর।
সুযোগ হেরিয়া প্রভুর পার্শ্বেতে উপনীত হ'ন মহেশ্বর ॥১১৪ক॥
অতি প্রীতি-ভরে হাত দুটি যুড়ি' কমল-নয়নে ভরি' বারি।
পুলকিত তনু গদ্‌গদ ভাষি' মিনতি করেন ত্রিপুরারি ॥১১৪খ॥

মূল

ছন্দ— মামভিরক্ষয় রঘুকুল নায়ক। ধৃত বর চাপ রুচির কর সায়ক ॥
মোহ মহা ঘন পটল প্রভঞ্জন। সংসয় বিপিন অনল সুর রঞ্জন ॥
অগুন সগুন গুন মন্দির সুন্দর। ভ্রম তম প্রবল প্রতাপ দিবাকর ॥
কাম ক্রোধ মদ গজ পঞ্চানন। বসহু নিরন্তর জন মন কানন ॥
বিষয় মনোরথ পুঞ্জ কঞ্জ বন। প্রবল তুষার উদার পার মন ॥
ভব বারিধি মন্দর পর মন্দর। বারয় তারয় সংসৃতি দুস্তর ॥
শ্যাম গাত রাজীব বিলোচন। দীন বন্ধু প্রনতারতি মোচন ॥
অনুজ জানকী সহিত নিরন্তর। বসহু রাম নৃপ মম উর অন্তর
মুনি রঞ্জন মহি মণ্ডল মণ্ডন। তুলসিদাস প্রভু ত্রাস বিখণ্ডন ॥

দোহা— নাথ জবহিঁ কোসলপুরীঁ হোইহি তিলক তুম্হার।
কৃপাসিন্ধু মৈঁ আউব দেখন চরিত উদার ॥১১৫।

পদ্যানুবাদ

ছন্দ— মোরে রক্ষা কর তুমি হে রঘু-নায়ক! চারু-চাপ-ধর তথা রুচির-সায়ক
মহা-মোহ-মেঘরাশি-নাশী প্রভঞ্জন সংশয়-দাবাগ্নি বনে, দেবতা-রঞ্জন।
নির্গুণ সগুণ চারু-গুণ-নিকেতন। ভ্রম-তমো নাশে চণ্ড রবির কিরণ
কাম-ক্রোধ-মদ-গজ-নাশে মৃগরাজ। ভক্ত-জন-মনো-বনে করহ বিরাজ।
বিষয়-কামনা-পুঞ্জ-কমল-শোভিত কাননে তুহিন-সম মানস-অতীত।
মথিতে ভবাব্ধি তুমি পর্ব্বত মন্দর। ভয় দূর করি' নাশ সংসার দুস্তর
হে শ্যাম-সুন্দর-কায়! কমল-লোচন। তুমি দীন-বন্ধু ভক্ত-আর্ত্তি-বিনাশ
অনুজ জানকী-সহ তুমি সদাতরে। নৃপ রাম! বস নিত্য আমার অং
ধরার মণ্ডনকারী মুনি-মনোবাসী। তুলসী-দাসের প্রভু তুমি ত্রাসনাশী।

দোহা— হে নাথ! যখন কোশল নগরে সম্ভবিবে রাজ-তিলক তোমার।
ওহে কৃপাসিন্ধু! তখন আসিব দেখিবারে তব চরিত উদার ॥১১৫॥

মূল

চৌ—করি বিনতী জব সম্ভু সিধাএ। তব প্রভু নিকট বিভীষনু আএ॥
নাই চরন সিরু কহ মৃদু বানী। বিনয় সুনহু প্রভু সারঁগপানী ॥১
সকুল সদল প্রভু রাবন মারেয়া। পাবন জস ত্রিভুবন বিস্তারেয়া ॥
দীন মলীন হীন মতি জাতী। মো পর কৃপা কীন্হি বহু ভাঁতী ॥২
অব জন গৃহ পুনীত প্রভু কীজে। মজ্জনু করিঅ সমর শ্রম ছীজে॥
দেখি কোস মন্দির সম্পদা। দেহু কৃপাল কপিন্হ কহুঁ মুদা ॥৩
সব বিধি নাথ মোহি অপনাইঅ। পুনি মোহি সহিত অবধপুর জাইঅ॥
সুনত বচন মৃদু দীনদয়ালা। সজল ভএ দ্বৌ নয়ন বিসালা ॥৪

দোহা— তোর কোস গৃহ মোর সব সত্য বচন সুনু ভ্রাত।
ভরত দসা সুমিরত মোহি নিমিষ কল্প সম জাত ॥১১৬ক॥
তাপস বেষ গাত কৃস জপত নিরন্তর মোহি।
দেখৌঁ বেগি সো জতনু করু সখা নিহোরউঁ তোহি ॥১১৬খ॥
বীতেঁ অবধি জাউঁ জৌঁ জিঅত ন পাবউঁ বীর।
সুমিরত অনুজ প্রীতি প্রভু পুনি পুনি পুলক সরীর ॥১১৬গ॥
করেহু কল্প ভরি রাজু তুম্হ মোহি সুমিরেহু মন মাহিঁ।
পুনি মম ধাম পাইহহু জহাঁ সন্ত সব জাহিঁ ॥১১৬ঘ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মিনতি করিয়া যবে মহেশ চলিলা। প্রভু-পার্শ্বে বিভীষণ আসি' পঁহুছিলা
চরণে নমিয়া শির ক'ন মৃদু বাণী। মিনতি শুন হে মম প্রভু শার্ঙ্গপাণি! ১
সকুল সসৈন্য প্রভু রাবণে মারিলে। ত্রিভুবনে পূত-যশ তুমি বিস্তারিলে॥
দীন হীন জাতি মতি পাপিষ্ঠ আমারে। করুণা দেখালে তুমি বিবিধ প্রকারে ॥২
এবে গিয়া দাস-গৃহ পবিত্র করিবে। স্নান সারি' যুদ্ধ শ্রান্তি বিনাশ করিবে॥
হেরি' কোষ গৃহ ধন যত কিছু আন। আনন্দে করহ সব কপিগণে দান ॥৩
সর্ব্বথা আমারে নাথ! করহ আপন। মোরে সাথে ল'য়ে কর অযোধ্যা-গমন॥
দয়াল শুনেন যবে এ' মৃদু বচন। সজল হইল তাঁ'র বিশাল নয়ন ॥৪

বাংলা অর্থ—**জে মারে**—যাহারা নিহত হইয়াছে; **ঝারী**—সমূহ; **মলধাম**—পাপাশয়; **মণ্ডন**—শোভাবৃদ্ধিকারক; **আউব**—আসিব; **মারেয়া**—মারিয়াছেন; **ছীজে**—নাশ করুন; **কোস**—কোষ, ধনরাশি; **নিহারউঁ**—প্রার্থনা করিতেছি; **পাইহহু**—পাইবে; **জিআএ**—বাঁচাইয়াছিলেন; (দো:—১১৪-১১৬ ক, খ, গ, ঘ)

দোহা— তব কোষ, গৃহ মম সব জানি সত্যকথা শুনাব তোমায়।
ভরতের দশা স্মরি' মনে মনে এক নিমেষ কল্প-সম যায় ॥১১৬ক॥
তাপসের বেশে কৃশ তনু করি' সদা নাম জপিছে আমার।
দ্রুত দেখি তা'রে কর যত্ন হেন— অনুরোধ সমীপে তোমার ॥১১৬খ॥
কাল পার করি' যাব যদি আমি জীবিত না দেখিব সে বীরে।
অনুজের প্রীতি স্মরি' প্রভু-দেহ পুলকিত হয় বারে বারে ॥১১৬গ॥
কল্প-কাল ভরি' রাজ্য তুমি কর স্মরি' মোরে আপনার মনে॥
পুন মম ধাম প্রাপ্ত হও যেথা প্রয়াণ করয়ে সাধুগণে ॥১১৬ঘ॥

মূল

চৌ—সুনত বিভীষন বচন রাম কে। হরষি গহে পদ কৃপাধাম কে॥
বানর ভালু সকল হরষানে। গহি প্রভু পদ গুন বিমল বখানে ॥১
বহুরি বিভীষন ভবন সিধায়ো। মনি গন বসন বিমান ভরায়ো॥
লৈ পুষ্পক প্রভু আগেঁ রাখা। হঁসি করি কৃপাসিন্ধু তব ভাষা ॥২
চঢ়ি বিমান সুনু সখা বিভীষন। গগন জাই বরষহু পট ভূষন॥
নভ পর জাই বিভীষন তবহী। বরষি দিএ মনি অম্বর সবহী ॥৩
জোই জোই মন ভাবই সোই লেহীঁ। মনি মুখ মেলি ডারি কপি দেহীঁ॥
হঁসে রামু শ্রী অনুজ সমেতা। পরম কৌতুকী কৃপা নিকেতা ॥৪

দোহা— মুনি জেহি ধ্যান ন পাবহিঁ নেতি নেতি কহ বেদ।
কৃপাসিন্ধু সোই কপিন্হ সন করত অনেক বিনোদ ॥১১৭ক॥
উমা জোগ জপ দান তপ নানা মখ ব্রত নেম।
রাম কৃপা নহিঁ করহিঁ তসি জসি নিষ্কেবল প্রেম ॥১১৭খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুনে যবে বিভীষণ রামের বচন। হরষিত ধরে তদা কৃপাল-চরণ॥
বানর ঋক্ষও সবে হরষে ডুবিল। প্রভু-গুণ বাখানিয়া চরণ ধরিল ॥১
পুন বিভীষণ নিজ-ভবন চলিল। বসনে ও মণিগণে বিমান ভরিল॥
প্রভুর সম্মুখে করে পুষ্পক রক্ষণ। কৃপাসিন্ধু হাস্য করি' কহেন তখন ॥২
বিমানে চড়িয়া শুন সখা বিভীষণ। নভ হ'তে বরষিবে বস্ত্র ও ভূষণ॥
নভ'পরে পঁহুছিয়া তদা বিভীষণ। বস্ত্র-মণি সব কিছু করে বরিষণ ॥৩
যা'র যাহা মনে লাগে সে তাহা লইল। মণি মুখে ল'য়ে কপি ভূমিতে ত্যজিল॥
হেরি' তা' জানকী-রাম-লক্ষ্মণ হাসিল। কৃপা-নিকেতন তাহে কৌতুক ভুঞ্জিল ॥৪

দোহা— মুনিগণে যাঁ'রে ধ্যানে নাহি পায় 'নেতি নেতি' বেদে বিঘোষয়॥
সেই কৃপাসিন্ধু কপিগণ-সনে বিবিধ কৌতুক বিরচয় ॥১১৭ক॥

ওহে উমা! যোগে, জপে-দানে, তপে নানা যাগ, ব্রত ও নিয়মে।
রাম-কৃপা নাহি মিলিবে তেমন যাহা মিলে নিষ্কেবল প্রেমে ॥১১৭খ

মূল

চৌ—ভালু কপিন্হ পট ভূষন পাএ। পহিরি পহিরি রঘুপতি পহিঁ আএ ॥
নানা জিনস দেখি সব কীসা। পুনি পুনি হঁসত কোসলাধীসা ॥১
চিতই সবন্হি পর কীন্হী দায়া। বোলে মৃদুল বচন রঘুরায়া ॥
তুম্হরেঁ বল মৈঁ রাবনু মারো্যা। তিলক বিভীষন কহ পুনি সারো্যা ॥২
নিজ নিজ গৃহ অব তুম্হ সব জাহূ। সুমিরেহু মোহি ডরপহু জনি কাহূ ॥
সুনত বচন প্রেমাকুল বানর। জোরি পানি বোলে সব সাদর ॥৩
প্রভু জোই কহহু তুম্হহি সব সোহা। হমরেঁ হোত বচন সুনি মোহা ॥
দীন জানি কপি কিএ সনাথা। তুম্হ ত্রৈলোক ঈস রঘুনাথা ॥৪
সুনি প্রভু বচন লাজ হম মরহীঁ। মসক কহূঁ খগপতি হিত করহীঁ ॥
দেখি রাম রুখ বানর রীছা। প্রেম মগন নহিঁ গৃহ কৈ ঈছা ॥৫

দোহা— প্রভু প্রেরিত কপি ভালু সব রাম রূপ উর রাখি।
হরষ বিষাদ সহিত চলে বিনয় বিবিধ বিধি ভাষি ॥১১৮॥
কপিপতি নীল রীছপতি অঙ্গদ নল হনুমান।
সহিত বিভীষন অপর জে জূথপ কপি বলবান ॥১১৮খ॥
কহি ন সকহিঁ কছু প্রেম বস ভরি ভরি লোচন বারি।
সন্মুখ চিতবহিঁ রাম তন নয়ন নিমেষ নিবারি ॥১১৮গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ঋক্ষ-কপিগণ লভি' বস্ত্র ও ভূষণ। পরি' পুনঃ পুনঃ পার্শ্বে করে আগমন ॥
বহু জাতি কপি যবে গোচর আসিলা। কোশল-অধীশ হেরি' হাসিতে লাগিলা ॥১
কৃপাদৃষ্টি করি' রাম সবারে হেরিলা। মধুর-বচন পুন তখন কহিলা ॥
তব বলে বলীয়ান্ রাবণে মারিনু। রাজার তিলক পুন বিভীষণে দিনু ॥২
নিজ নিজ গৃহে এবে সকলে যাইবে। আমারে স্মরিয়া কা'রে ভয় না করিবে ॥
বচন শুনিয়া প্রেমে ভরিল বানর। যুক্ত-করে কহে তাঁ'রে করি' সমাদর ॥৩
তুমি যাহা কহ প্রভু সব শোভা পায়। তব বাক্য শুনি' কিন্তু মোহ এসে যায় ॥
দীন কপিগণে জানি' করেছ সনাথ। ত্রিলোকের প্রভু তোমা' জানি রঘুনাথ ॥৪

বাংলা অর্থ—বীতে অবধি—কালসীমা উত্তীর্ণ হইলে; তোহি—তোমার কাছে; ভরায়ো—পূর্ণ করিল; ভাবই—ভাল লাগে; সুমিরেহু—স্মরণ কর; ডরপহু—ভয় কর; পাবউঁ—পাইবে; নিষ্কেবল—অনন্য; নিমেষ নিবারি—চক্ষুর পলক না ফেলিয়া; নেম—নিয়ম; সারো্যা—সারিয়াছ, শেষ করিয়াছ; (দো—১১৭-১১৮ ক, খ, গ)

প্রভু-বাক্য শুনি' মোরা মরে যাই লাজে। মশক কভু কি লাগে গরুড়ের কাজে॥
রাম-মনোভাব হেরি' ঋক্ষ-কপিগণ। গৃহ-মুখি-মনা-আজি প্রেমেতে মগন॥৫

দোহা— প্রভু-আজ্ঞা লভি' ঋক্ষ কপি সবে রামরূপ হৃদয়ে রাখিয়া।
হরষে বিষাদে সবে গৃহে চলে বহুবিধ মিনতি করিয়া॥১১৮ক॥
সুগ্রীব ও নীল জাম্ববান, নল অঙ্গদ সহিত হনুমান।
বিভীষণ-সহ অন্য দলপতি কপি যা'রা ছিল বলবান্॥১১৮খ॥
কিছু না কহিয়া প্রেমেতে বিবশ আঁখি জলে পূরিত করিল।
আঁখির পলক নিবারি' পুরতঃ রাম-তনু দেখিতে লাগিল॥১১৮গ॥

মূল

চৌ—অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুরাঈ। লীন্‌হে সকল বিমান চঢ়াঈ॥
মন মহুঁ বিপ্র চরন সিরু নায়ো। উত্তর দিসিহি বিমান চলায়ো॥১
চলত বিমান কোলাহল হোঈ। জয় রঘুবীর কহই সব্ কোঈ॥
সিংহাসন অতি উচ্চ মনোহর। শ্রী সমেত প্রভু বৈঠে তা পর॥২
রাজত রামু সহিত ভামিনী। মেরু শৃঙ্গ জনু ঘন দামিনী॥
রুচির বিমানু চলেউ অতি আতুর। কীন্‌হী সুমন বৃষ্টি হরষে সুর॥৩
পরম সুখদ চলি ত্রিবিধ বয়ারী। সাগর সর সরি নির্মল বারী॥
সগুন হোহিঁ সুন্দর চহুঁ পাসা। মন প্রসন্ন নির্মল নভ আসা॥৪
কহ রঘুবীর দেখু রন সীতা। লছিমন ইহাঁ হত্যো ইন্দ্রজীতা॥
হনুমান অঙ্গদ কে মারে। রন মহি পরে নিসাচর ভারে॥৫
কুম্ভকরন রাবন দ্বৌ ভাঈ। ইহাঁ হতে সুর মুনি দুখদাঈ॥৬

দোহা— ইহাঁ সেতু বাঁধ্যো অরু থাপেউঁ সিব সুখ ধাম।
সীতা সহিত কৃপানিধি সম্ভুহি কীন্‌হ প্রনাম॥১১৯ক॥
জহঁ জহঁ কৃপাসিন্ধু বন কীন্‌হ বাস বিশ্রাম।
সকল দেখাএ জানকিহি কহে সবন্‌হি কে নাম॥১১৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেরি' রাম সবাকার প্রীতির ধরণ। সবারে বিমান'পরে চড়াইয়া ল'ন॥
মন-মাঝে বিপ্র-পদে মস্তক নমিয়া। বিমান উত্তর দিকে দেন চালাইয়া॥১
কোলাহল উঠে যবে বিমান চলিল। 'জয় রঘুবীর' ধ্বনি সবে উচ্চারিল॥
সিংহাসন ছিল অতি উচ্চ মনোহর। সীতা-সহ রঘুনাথ বসে তার'পর॥২
জানকী রামের সনে বিরাজিল হেন। মেরুশৃঙ্গে মেঘ-সনে সৌদামিনী যেন॥
অতি ত্বরা করি' চারু বিমান চলিল। হরষিত সুর তদা পুষ্প বরষিল॥৩
অতি সুখদায়ী বায়ু ত্রিবিধ বহিল। সিন্ধু-সর-নদী-বারি নির্মল হইল॥
সুন্দর শকুনি সব চারিভিতে হয়। নভোদিক্ সুনির্মল মন তুষ্ট রয়॥৪

রণভূমি হেরি' ক'ন রাঘব সীতারে। হেথায় লক্ষ্মণ, শুন, ইন্দ্রজিতে মারে ॥
অঙ্গদ ও হনু তথা বহু নিশাচর। পড়িয়া আছিল হেথা ভূমির উপর ।৫

দোহা— হেথা সেতু বাঁধি' স্থাপন করিনু মহেশ্বর যিনি সুখধাম।
জানকী সহিত কৃপানিধি প্রভু মহেশ্বরে করেন প্রণাম ॥১১৯ক॥
যেথা সেথা বনে করুণা-সাগর করিলেন বাস ও বিশ্রাম।
সকলি দেখায়ে জানকীরে ক'ন যা'র যথা নিজ নিজ ধাম ॥১১৯খ॥

মূল

চৌ—তুরত বিমান তহাঁ চলি আবা। দণ্ডক বন জহঁ পরম সুহাবা ॥
কুম্ভজাদি মুনিনায়ক নানা। গএ রামু সব কেঁ অস্থানা ॥১
সকল রিষিন্হ সন পাই অসীসা। চিত্রকূট আএ জগদীসা ॥
তহঁ করি মুনিন্হ কের সন্তোষা। চলা বিমানু তহাঁ তে চোখা ॥২
বহুরি রাম জানকিহি দেখাঈ। জমুনা কলি মল হরনি সুহাঈ ॥
পুনি দেখী সুরসরী পুনীতা। রাম কহা প্রনাম করু সীতা ॥৩
তীরথপতি পুনি দেখু প্রয়াগা। নিরখত জন্ম কোটি অঘ ভাগা ॥
দেখু পরম পাবনি পুনি বেনী। হরনি সোক হরি লোক নিসেনী ॥৪
পুনি দেখু অবধপুরী অতি পাবনি। ত্রিবিধ তাপ ভব রোগ নসাবনি ॥৫

দোহা— সীতা সহিত অবধ কহুঁ কীন্হ কৃপাল প্রনাম।
সজল নয়ন তন পুলকিত পুনি পুনি হরষিত রাম ॥১২০ক॥
পুনি প্রভু আই ত্রিবেনী হরষিত মজ্জনু কীন্হ।
কপিন্হ সহিত বিপ্রন্হ কহুঁ দান বিবিধ বিধি দীন্হ ॥১২০খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ত্বরায় বিমান সেথা চলিয়া আসিল। সুন্দর দণ্ডক বন যেথায় আছিল ॥
কুম্ভযোনি আদি মুনি যাঁ'রা আছিলেন। সবাকার সনে রাম নিজে মিলিলেন ॥১
সব ঋষি-পাশ হ'তে লভিয়া আশিস। চিত্রকূটে উপনীত হ'ন জগদীশ ॥
সেথা মুনিগণে করি' সন্তোষ-বিধান। ত্বরা করি' সেথা হ'তে ধাইল বিমান ॥২
পুন রাম জানকীরে করে প্রদর্শন। যমুনা যাহাতে কলি-মলের হরণ ॥
পুনর্ব্বার সুরধুনী করিয়া দর্শন। সীতারে নামিতে সেথা রঘুনাথ ক'ন ।৩
পুন এই তীর্থরাজ প্রয়াগ হেরিলে। কোটি জন্ম পাপ নাশে দর্শন করিলে ॥
দেখহ পরম-পূত নামেতে ত্রিবেণী। শোক হরি' হরিলোক-প্রাপ্তি-বিধায়িনী ।৪
পুন হের অযোধ্যা যা' অতীব পাবনী। ত্রিতাপ-নাশিনী ভব-রোগ-বিনাশিনী ।৫

দোহা— সীতার সহিত অযোধ্যার পানে করিলেন কৃপাল প্রণাম।
সজল নয়ন তনু পুলকিত পুন পুন হরষিত রাম ॥১২০॥

পুন প্রভু আসি'   ত্রিবেণীর তীরে   হরষিত করিলেন স্নান।
কপিগণ-সহ   বিপ্রজন হেরি'   বহুবিধ করিলেন দান ॥১২০খ॥

মূল

চৌ—প্রভু হনুমন্তহি কহা বুঝাঈ। ধরি বটু রূপ অবধপুর জাঈ ॥
ভরতহি কুসল হমারি সুনাএহু। সমাচার লৈ তুম্হ চলি আএহু ॥১
তুরত পবনসুত গবনত ভয়উ। তব প্রভু ভরদ্বাজ পহিঁ গয়উ ॥
নানা বিধি মুনি পূজা কীন্হী। অস্তুতি করি পুনি আসিষ দীন্হী ॥২
মুনি পদ বন্দি জুগল কর জোরী। চঢ়ি বিমান প্রভু চলে বহোরী ॥
ইহাঁ নিষাদ সুনা প্রভু আএ। নাব নাব কহঁ লোগ বোলাএ ॥৩
সুরসুর নাঘি জান তব আয়ো। উতরেউ তট প্রভু আয়সু পায়ো ॥
তব সীতাঁ পূজী সুরসরী। বহু প্রকার পুনি চরনন্হি পরী ॥৪
দীন্হি অসীস হরষি মন গঙ্গা। সুন্দরি তব অহিবাত অভঙ্গা ॥
সুনত গুহা ধায়উ প্রেমাকুল। আয়উ নিকট পরম সুখ সঙ্কুল ॥৫
প্রভুহি সহিত বিলোকি বৈদেহী। পরেউ অবনি তন সুধি নহিঁ তেহী ॥
প্রীতি পরম বিলোকি রঘুরাঈ। হরষি উঠাই লিয়ো উর লাঈ ॥৬

ছন্দ—
লিয়ো হৃদয়ঁ লাই কৃপা নিধান সুজান রায়ঁ রমাপতি।
বৈঠারি পরম সমীপ বূঝী কুসল সো কর বীনতী ॥
অব কুসল পদ পঙ্কজ বিলোকি বিরঞ্চি সঙ্কর সেব্য জে।
সুখ ধাম পূরনকাম রাম নমামি রাম নমামি তে ॥১
সব ভাঁতি অধম নিষাদ সো হরি ভরত জ্যোঁ উর লাইয়ো।
মতিমন্দ তুলসীদাস সো প্রভু মোহ বস বিসরাইয়ো ॥
য়হ রাবনারি চরিত্র পাবন রাম পদ রতিপ্রদ সদা।
কামাদিহর বিগ্যানকর সুর সিদ্ধ মুনি গাবহিঁ মুদা ॥২

দোহা—
সমর বিজয় রঘুবীর কে চরিত জে সুনহিঁ সুজান।
বিজয় বিবেক বিভুতি নিত তিন্হহি দেহিঁ ভগবান ॥১২১ক॥
য়হ কলিকাল মলায়তন মন করি দেখু বিচার।
শ্রীরঘুনাথ নাম তজি নাহিন আন অধার ॥১২১খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হনুমানে প্রভু তবে ক'ন বুঝাইয়া। ব্রহ্মচারি-বেশ ধরি' অযোধ্যাতে গিয়া ॥
ভরতে কুশল মম দিবে শুনাইয়া। চলিয়া আসিবে পুন সংবাদ লইয়া ॥১

বাংলা অর্থ—বয়ারী—বায়ু; সরি—সরিৎ নদী; নিসেনী—নিসানা, চিহ্ন; অহিঁ-বাত—এয়োতি; অভঙ্গা—চিরস্থায়ী; বিসরাইয়ো—ভুলিয়া যান; (দো—:১৯-১২১ক,খ)

ত্বরায় পবন-সুত করিলে প্রয়াণ। প্রভু নিজে ভরদ্বাজ-সমীপে পৌঁছান ॥
নানারূপে মুনি তাঁ'রে অর্চ্চনা করিলা। স্তুতিবাদ করি' পুন আশীর্ব্বাদ দিলা ॥২
মুনি-পদ বন্দি' পুন যুক্ত-কর করি'। চলিলেন প্রভু পুন বিমানেতে চড়ি' ॥
যবে প্রভু-আগমন নিষাদ শুনেন। 'নৌকা আনো' কহি' সব মাঝিরে ডাকেন ॥৩
গঙ্গাপার যদা যান আসিয়া পৌঁছিল। প্রভু-আজ্ঞা লভি' তাহা তটে উত্তরিল ॥
তদা সীতা পূজিলেন সুরধুনী-নীর। পরে নানা ভাবে নত করিলেন শির ॥৪
গঙ্গা দেন আশীর্ব্বাদ হরষিত-মতি। অটুট রহিবে জেনো তোমার এয়োতি ॥
উত্তরণ শুনি' গুহ প্রেমাকুল ধায়। পরম আনন্দ-ভরে নিকটে পৌঁছায় ॥৫
প্রভু-সহ দরশন করিয়া সীতারে। নিজ-তনু বিস্মরিয়া পড়ে ধরা'পরে ॥
রঘুরাজ নিজে তা'র প্রীতি বিলোকিলা। হর্ষ-ভরে তুলি' তা'রে হৃদয়ে ধরিলা ॥৬

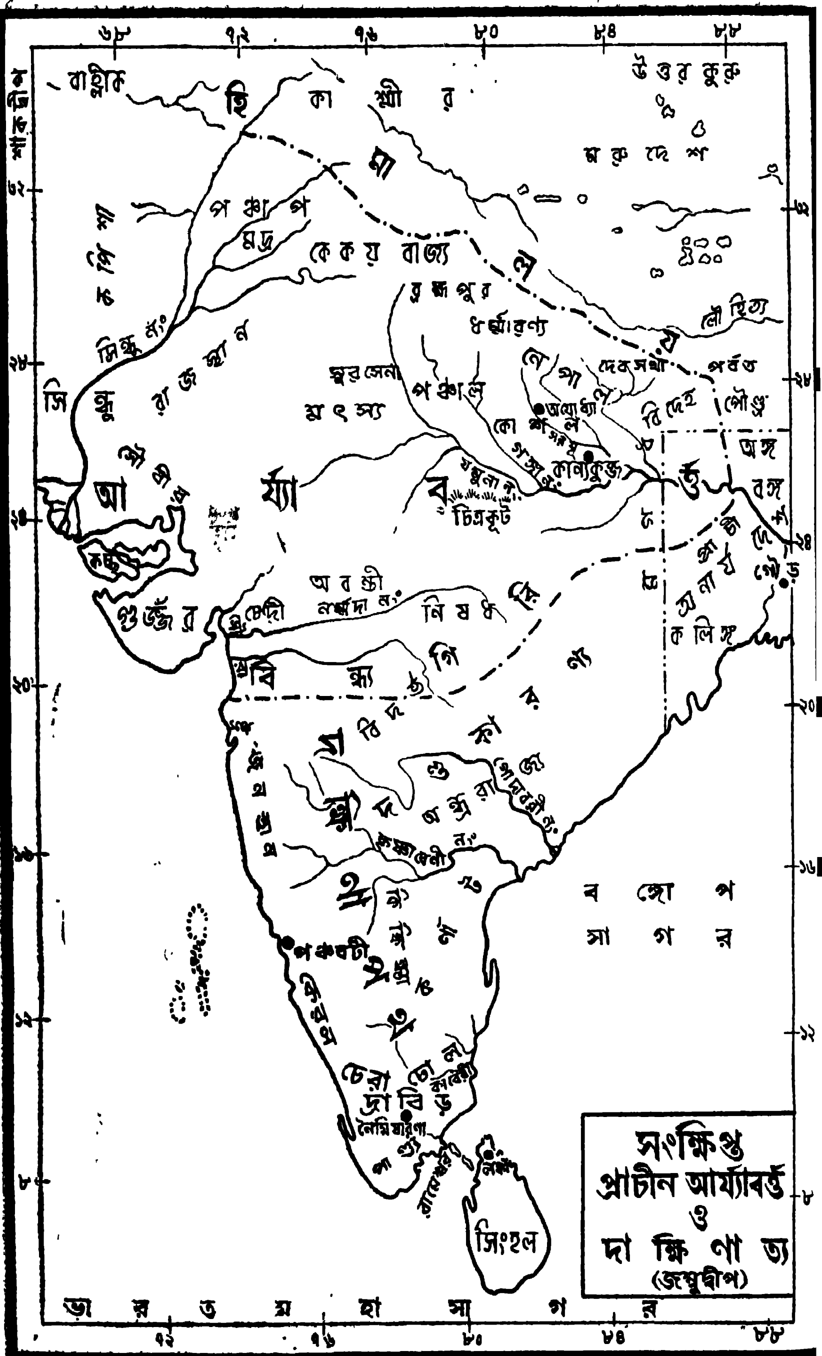
ছন্দ— হিয়া-মাঝে ল'য়ে কৃপার নিধান জ্ঞানি-শিরোমণি যিনি রমাপতি।
অতীব নিকটে বসা'য়ে তাহারে কুশল পুছেন করিয়া বিনতি ॥
কুশলী হ'য়েছি পাদ-পদ্ম হেরি' ব্রহ্মা ও শঙ্কর যেই পদ পূজে।
ওহে সুখধাম! পূর্ণকাম রাম! তোমারে নমিনু যুক্ত করি' ভুজে ॥১
সর্ব্বথা অধম নিষাদে যে প্রভু ভরত-সমান ধরেন হৃদয়ে।
মোহেতে বিবশ মূঢ়মতি দাস তুলসী তাঁহারে নহি ত স্মরয়ে ॥
এই রাবণারি- পাবন-চরিত রাম-পদে শুদ্ধা ভক্তি আনি' দেয়।
কামাদি নাশয়ে বিজ্ঞান তা' দেয় সুর-সিদ্ধ-মুনি সুখে তাহা গায় ॥২

দোহা— সমর-বিজয়ী রামের চরিত সম্ভক্তি যে করয়ে শ্রবণ।
বিজয়-বিবেক বিভূতি দিবেন তা'র তরে প্রভু অনুক্ষণ ॥১২১ক॥
এই কলিকাল পাপ-নিকেতন করি' দেখ রে মন! বিচার।
রঘুনাথ-নাম বিনা নাহি আন ধরা-মাঝে ধরিতে আধার ॥১২১খ॥

সমাপি' সাতাশ দিন মাস পারায়ণে।
এ দীন নমিছে এবে শ্রীরাম-চরণে ॥

ইতি মদ্রাম-চরিত-মানসে সকল-কলি-কলুষ-বিধ্বংসনে
ষষ্ঠ সোপান সমাপ্ত।

সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত


৬৮
৭২
৭৬
৮০
৮৪
৮৮
উত্তর কুরু
বাহ্লীক
কাশ্মীর
মরুদেশ
মদ্র
কেকয় রাজ্য
ব্রহ্মপুর
ধর্ম্মারণ্য
নেপাল
দেবসখা
পর্ব্বত
লৌহিত্য
সিন্ধু নং
সিন্ধু রাজস্থান
শূরসেনা
পঞ্চাল
মৎস্য
অযোধ্যা
কোশল
বিদেহ
পৌণ্ড্র
অঙ্গ
বঙ্গ
কান্যকুব্জ
চিত্রকূট
আর্য্যাবর্ত
কচ্ছ
গুর্জ্জর
অবন্তী
নর্ম্মদা নং
চেদী
নিষধ
গৌড়
কলিঙ্গ
বিন্ধ্যগিরি
দণ্ডকারণ্য
অন্ধ্র রাজ্য
গোদাবরী নং
কৃষ্ণবেণী নং
বঙ্গোপ সাগর
পঞ্চবটী
চেরা
চোল
কাবেরী
দ্রাবিড়
নৈমিষারণ্য
লঙ্কা
সিংহল
সংক্ষিপ্ত
প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত
ও
দাক্ষিণাত্য
(জম্বুদ্বীপ)
ভারত মহাসাগর
৩২
২৮
২৪
২০
১৬
১২
৮

লঙ্কাকাণ্ডের ভূমিকাতে গোস্বামী তুলসীদাস রামকে কামদেবের শত্রু শঙ্করদ্বারা পূজিত ভবভয়নাশকারী, কালরূপ মত্তহস্তীর নিকট সিংহের স্থায় পুরুষপুঙ্গব, যোগিগণ প্রশংসিত গুণনিধি, নির্গুণ, নিরাকার, মায়াতীত, দেবতাশ্রেষ্ঠ, দুষ্টের বধে নিযুক্ত, ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র দেবতা, শ্রীমান্, পদ্মনেত্র ও পৃথিবীর ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ শিবকে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, কাশীশ্বর; কলি-পাপনাশী, কল্যাণ-কল্পতরু, কামারি, গিরিজাপতি ও গুণনিধিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

সুন্দরকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে আহ্বান জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন রামচন্দ্রের নির্দ্দেশে তিনি শুষ্ক হইয়া যাইবেন। সমুদ্রাধিষ্ঠাত্রী পুনরপি বলিয়াছিলেন নল ও নীল নামে দুইজন কপি ঋষির আশীর্ব্বাদে বৃক্ষ ও পর্ব্বতদ্বারা সমুদ্র বন্ধনে তাঁহার সহায় হইতে পারে। কপিগণ বৃক্ষাদি নল-নীলকে আনিয়া দিলে নল-নীল বৃক্ষ ও পর্ব্বত দ্বারা সুন্দর সেতু রচিত করিলেন। সেই সেতুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া রাম মুগ্ধ হইলেন এবং সেখানে মুনিগণদ্বারা শিবলিঙ্গ স্থাপন করিলেন এবং শিব যে রামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় তাহাও ঘোষণা করিলেন এবং রাম শিবপূজা করিলেন। রামেশ্বর-শিব দর্শনে যে বৈকুণ্ঠ-লাভ হয় তাহা বলিলেন। রামেশ্বরের পূজা রামভক্তি তুল্য এবং এই সেতু দর্শনেও বিনা-শ্রমে মুক্তিলাভ হয়। ভক্তের প্রতি প্রেম প্রদর্শন রামের রীতি। তিনি সর্ব্বদা ভক্তপ্রেমিক। নল নীল রচিত সেতু দেখিয়া রাম সুখানুভব করিলেন। সেতুতে আরোহণ করিয়া সমুদ্রের বিস্তার এবং জলচর জন্তু, মকর সর্পাদি প্রত্যক্ষ করিলেন। বানরসেনাসহ সেই সেতু চড়িয়া রামচন্দ্র সাগর-পারে উত্তীর্ণ হইলেন। সেতুবন্ধের কথা শুনিয়া দশানন ব্যাকুল হইলেন। মন্দোদরীর নিকট যখন এই সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি অতি মিষ্ট কথায় রাবণকে রামের সহিত বিরোধ করিতে বিশেষ আপত্তি জানাইলেন এবং বলিলেন—বুদ্ধি ও বলে যাহাকে জয় করিত পারিবে না সেইরূপ লোকের সহিত শত্রুতাচারণ করিবে না। যিনি অতি বলশালী মধুকৈটভকে বধ করিয়াছেন, নৃসিংহ অবতারে দৈত্যগণের সংহার করিয়াছিলেন, বামনরূপে বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন এবং পরশুরামরূপে সহস্রবাহুকে বধ করিয়াছেন, তিনিই পৃথিবীর ভার হরণ করিতে নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি তোমার উপর দয়া করিবার জন্য আসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে ভজনা করিলেই তোমার সব দুঃখের অবসান হইবে।

লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া বানরেরা স্বেচ্ছামত বিচরণ ও ফল ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাক্ষসেরা তাহাদের নিকট আসিলে তাহাদের নাক ও কাণ দাঁত দিয়া কামড়াইয়া রামের গুণ বর্ণনা করিয়া কানে প্রবেশ করাইয়া দিতে লাগিল। মন্দোদরী এদিকে ক্রন্দনপর হইয়া স্বামীকে বিশেষভাবে রামের অনুগত হইয়া সীতাকে সমর্পণ করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামের ভজনা করিয়া শেষ বয়স অতিবাহিত করিতে বলিলেন। মন্দোদরীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের উত্তরে রাবণ তাঁহাকে বলিলেন যে বরুণ, কুবের, পবন, যম, কাল ও

দিক্‌পালগণকে যে বাহুবলে জয় করিয়াছে, দেবতা, দৈত্য ও মানুষ—সকলে যাহার বশীভূত, তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই। মন্দোদরী ভাবিলেন,—মৃত্যুর বশ হইয়াই রাবণের এই অহঙ্কার হইয়াছে। অতঃপর রাবণ সভায় উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল আমরা ত বানর মারিয়া খাই। সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই। রাবণপুত্র প্রহস্ত কিন্তু সকলের কথা শুনিবার পরে বলিলেন হে প্রভু! নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না মন্ত্রীদের বুদ্ধি বড় কম। মন্ত্রীরা প্রভুকে সুখী করিবার জন্য তোষামোদের কথা বলিতেছে। এমন কাজ কখন ভাল হইবে না। সাগর লঙ্ঘন করিয়া মাত্র একটা বানর আসিয়াছিল তাহার ব্যাপারে সকলকে চমকিত করিয়াছে, তখন ত সকলের বুদ্ধি ছিল। সে যখন নগর জ্বালাইয়াছিল তখন ত কেহ তাহাকে ধরিয়া খায় নাই। সুতরাং মন্ত্রীদের পরামর্শ পরিণামে দুঃখপ্রদ হইবেই। যে সমুদ্রকে হেলায় বাঁধিয়াছে, কপিসৈন্যসহ সুবেল পর্ব্বতে অবতরণ করিয়াছে তাহাদিগকে খাইয়া ফেলা সহজ ব্যাপার নয়। সুতরাং এই কঠোর অথচ প্রিয় বাক্যের অনুসরণ আপনার কর্ত্তব্য। বরং নীতি অনুযায়ী রামের নিকট দূত পাঠান হউক এবং সীতাকে ফিরাইয়া দিয়া প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করা হউক। স্ত্রীকে পাইয়া রাম যদি ফিরিয়া যান ভালই নতুবা সম্মুখ যুদ্ধে সাহস করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে নীতিধর্ম্ম বজায় থাকিবে।

রাবণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না অধিকন্তু প্রহস্তকে তিরস্কার করিলেন। প্রহস্ত বাড়ী চলিল। রাবণ লঙ্কার চূড়ার উপর অবস্থিত বিশাল ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ রাবণের গুণগান করিতে লাগিল। অপ্সরার নৃত্য ও পাখোয়াজ, বীণা প্রভৃতি বাজিতে লাগিল। এদিকে রামচন্দ্র সেনাসহ ধুমধাম করিয়া সুবেল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সুবেল পর্ব্বতের উপর রামচন্দ্র আসীন এবং লক্ষ্মণ, বিভীষণ, অঙ্গদ, সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহার সেবায় রত। রামের এবং লক্ষ্মণের হস্তে ধনুর্ব্বাণ এবং কটিদেশে তূণীর ছিল। সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য এমন মধুর ছিল যে, সেই প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বন করিয়া যে সকল গুরু-শিষ্য সংবাদ আলোচিত হইয়াছিল তাহাও পরস্পরের চিত্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ এবং নীতিধর্ম্মের পরিপোষক। গোস্বামী মহোদয় শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রয়ে তাঁহার বহুমুখী কবিত্বশক্তির পরিচয়ও এস্থানে দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ রামচন্দ্র চন্দ্রালোকে আলোকিত সুবেল পর্ব্বতে বসিয়া চন্দ্রের মধ্যে যে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন তাহা কি?—সকলকে স্ব স্ব বুদ্ধি মত বিচার করিয়া কহিতে বলিলেন, সুগ্রীব বলিল,—ঐ চিহ্ন পৃথিবীর ছায়া। কেহ বলিল—রাহু চাঁদকে আঘাত করিয়াছিল সেই শ্যামল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। কেহ বা বলিল,—বিধাতা রতির মুখ সৃষ্টি করিবার সময় চন্দ্রের সারভাগ বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন সেই ক্ষত কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন। রামচন্দ্র বলিলেন,—বিষ চাঁদের ভাই, সমুদ্র মন্থনে উত্থিত হইয়াছিল। চাঁদ বিষকে নিজের বুকে আশ্রয় দিয়াছে। সেজন্য বিষযুক্ত কিরণ বিস্তার করিয়া চাঁদ বিরহী নরনারীকে জ্বালায়। রামচন্দ্রের বিরহী প্রাণে যেন চাঁদের জ্বালার অনুভূতি প্রকট করিতেছে। হনুমান বলিল,—প্রভু চাঁদ তোমার সেবক। সেবক তোমার মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে

বাস করে। তোমার রং শ্যামবর্ণ এই কৃষ্ণচিহ্ন সেই শ্যামবর্ণের আভাসমাত্র। হনুমানের কথায় রামচন্দ্র হাসিলেন।

দক্ষিণ দিকের দৃশ্য দর্শন প্রসঙ্গে রামচন্দ্রকে বিভীষণ রাবণের প্রাসাদের অদ্ভুত ঔজ্জ্বল্য ও বিলাসের দৃশ্য মেঘের সহিত বিদ্যুতের মত পরিচয় দিলে রামচন্দ্রের একটি শরে রাবণের ছত্রমুকুট ও মন্দোদরীর কানের ফুল খসিয়া পড়ে। মন্দোদরী ইহাতে অশুভ চিহ্ন বুঝিলেন। রাবণ বলিলেন,—মাথা কাটিলে যাহার ভয় হয় না তাহার মুকুট খসা কিছু নয়। মন্দোদরী রাবণকে রামবিরোধ ত্যাগ করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। রাবণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্ত্রীবুদ্ধির আট দোষ কি কি তাহার পরিচয় দিলেন। স্ত্রীলোকের দোষ হইল হঠাৎ কাজ করিয়া বসা বা হঠকারিতা, মিথ্যাচরণ, চঞ্চলতা, মায়া, ভয়, অজ্ঞান, অশুচিতা ও নিষ্ঠুরতা। অপর পক্ষে মন্দোদরী বলিলেন,—রাম মানুষ নয় এবং সমগ্র বিশ্ব রামের মধ্যে বিদ্যমান তাঁহার সহিত বিরোধের অর্থ হইল রাবণের মৃত্যু। নির্ভীক রাবণ অহঙ্কারে অন্ধ হইল। এই ব্যাপারে তুলসীদাস বলিতেছেন,—মেঘ অমৃতবৃষ্টি করিলেও বেতগাছে ফুল হয় না, ব্রহ্মার মত গুরু লাভ করিলেও মূর্খের চিত্তে চেতনা হয় না।

এদিকে প্রত্যূষে রঘুনাথ জাগিয়া মন্ত্রীদিগকে ডাকিয়া পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন জাম্ববান রঘুনাথকে প্রণাম করিয়া বালিপুত্র অঙ্গদকে রাবণের নিকট দূত পাঠাইতে বলিলেন। তদনুসারে অঙ্গদকে রাম বলিয়া দিলেন যে যাহাতে রাবণের হিত হয় এবং আমাদের কাজ হয় এইরূপ কথাবার্তা কহিয়া রাবণকে বুঝাইবে। নির্ভীক রণকুশল অঙ্গদ রামের শক্তি স্মরণ করিয়া রামের আদেশ পালন করিতে চলিল সুতরাং অপাত্রে আদর্শ নিরর্থক।

নগরে প্রবেশ করিয়া রাবণের এক পুত্রের সহিত অঙ্গদের দেখা হইল। কথায় কথায় উভয়ের মধ্যে যে বচসা হইল তাহাতে অঙ্গদের দিকে লাথি উঠাইতেই অঙ্গদ তাহার পা ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিল। এদিকে সংবাদ রটিল সেই বানর আসিয়াছে যে লঙ্কা পুড়াইয়াছিল এবং রাবণপুত্রকে হত্যা করিয়াছিল। সকলে ভীত হইয়া অঙ্গদকে পথ ছাড়িয়া দিল। অঙ্গদ রাবণের রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং রাবণের নিকট সমাচার পাঠাইলেন যে রামদূত আসিয়াছে। রাবণ তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন। অঙ্গদ রাবণের ভীষণ রূপ দেখিয়া বিস্মিত হইল। তবে অঙ্গদের মন তাহাতে ভুলিল না। অঙ্গদকে দেখিয়া রাবণের সভাসদ্গণ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাতে রাবণের খুব রাগ হইল। অঙ্গদ সভাস্থ সকলের উদ্দেশ্যে নমস্কার করিয়া সভাতে বসিল। রাবণ দূতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে পরিচয় দিল যে তাহার পিতা রাবণের বন্ধু ছিল এবং সে রাবণের হিতের জন্য আসিয়াছে। অঙ্গদ রাবণ-কুলের প্রশংসা করিল এবং রাবণ যে মহাদেব ও ব্রহ্মার উপাসক তাহাও বলিল এবং অধিকন্তু লোকপাল ও ইন্দ্রকে রাবণ জয় করিয়াছে তাহাও বলিল, তাহাতে তাহার শক্তিমত্তার পরিচয় আছে সত্য। অতঃপর কহিল,—তুমি সীতা হরণ করিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছ। তুমি দাঁতে তৃণ লইয়া গলায় কুঠার বাঁধিয়া নিজের স্ত্রী ও পরিজনকে সঙ্গে লইয়া সীতাকে সম্মুখে করিয়া রামের নিকট চল। তুমি সীতাকে

ফিরাইয়া দিয়া শরণ প্রার্থনা করিলে রঘুনাথ তোমার সকল দোষ ক্ষমা করিবেন। রাবণ তাহাতে অতি ক্রুদ্ধ হইল এবং বলিল,—বানরপুত্র তুমি মুখ সামলাইয়া কথা বল। তোমার পিতৃ পরিচয় দাও। কোন্ ব্যাপারে সে আমার বন্ধু হইয়াছিল বল। অঙ্গদ বলিল,—আমি বালিপুত্র। তখন রাবণ তাহাকে তিরস্কার ও উপহাস করিয়া নানা কথা প্রয়োগ করিল এবং তাহাকে স্বকুলঘাতক বলিয়া উত্তেজিত করিল। অঙ্গদ উত্তরে বলিল,—আমি কুলঘাতক আর তুমি কুলরক্ষক? মহাদেব, ব্রহ্মা, দেবতা ও মুনিরা যাঁহার পদসেবা করিতে চান তাঁহার দূত হইয়া কুলঘাতক হইলাম একথা বলিতে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না। বানরের কঠোর বাক্য শুনিয়া রাবণ বলিল,—আমি নীতিধর্ম্ম জানি বলিয়া তোমার এইকথা সহ্য করিলাম। তখন অঙ্গদ বলিল,—তোমার নীতিধর্ম্ম হইল এই যে তুমি পরস্ত্রী চুরি কর। দূতকে কিভাবে রক্ষা কর তাহা আমার জানা আছে। রাবণের ভাই যুদ্ধ করিতে যে দূত পাঠাইয়াছিল সেই দূতদে রাবণ খাইয়া ফেলিয়াছিল। তোমার ভগ্নির নাক কান কাটা দেখিয়া ধর্ম্মবিচার করিয়া ক্ষমা করিয়াছ। তোমার দর্শনলাভ আমার ভাগ্য বটে। রাবণ তখন আত্মম্ভরিতার পরিচয়স্বরূপ তাহার বিশাল বাহু, অমিত যুদ্ধ করিবার শক্তির পরিচয় দিল আর রামের নারীবিরহ জন্য দুর্ব্বলতা, লক্ষ্মণের দুঃখজনিত মনোমলিনতা, বিভীষণের কাপুরুষতা এবং মন্ত্রী জাম্ববানের বার্দ্ধক্যজনিত যুদ্ধে অক্ষমতা তাহার জানা আছে—বলিল। নল, নীল ত শিল্পী মাত্র সুতরাং রামের পক্ষে যুদ্ধশক্তি নাই বলিলে চলে। তবে একটা বলবান্ বানর আছে বটে যে নগর জ্বালাইয়াছিল। অঙ্গদ বলিল—যাহার শক্তির পরিচয় দিলে সে সুগ্রীবের বাহক মাত্র সে সংবাদ লইতে আসিয়াছিল। নগর জ্বালান ব্যাপারে প্রভুর নির্দ্দেশ ছিল না। সেজন্য প্রভুর নিকট না যাইয়া তাঁহার ভয়ে লুকাইয়া আছে। আমাদের যোদ্ধা এমন নাই যে তোমার ন্যায় বলশালীর সঙ্গে যুদ্ধ করে। কথাটা মন্দ নয় সিংহ ভেককে মারিলে কেহ ভাল বলে না। সমানের সহিত সমানের মিত্রতা বা যুদ্ধ হয়। রামচন্দ্রের পক্ষে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ নীচ কাজ, বড় দোষ বটে তবে ক্ষত্রিয় জাতির রোষ বড় কঠিন ও সে অন্যায় সহ্য করে না। রাবণ ও অঙ্গদের মধ্যে নানা প্রকারে অনেক কথা-কাটাকাটি চলিল। রাবণ অঙ্গদকে উপহাসচ্ছলে রামের প্রভুধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা করিল। সে গুণ হইল প্রভুর কাজের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া যেখানে সেখানে সে নৃত্য করে। অঙ্গদও প্রত্যুত্তরে বলে,—তোমার গুণগ্রাহিতার আত্মপরিচয় দিতেছ তাহাও সুন্দর যেহেতু যে কপি তোমার পুত্রকে মারিল ও নগর জ্বালাইল তাহার বিরুদ্ধে তোমার কোন ক্রোধ বা তোমার অহঙ্কার নাই বটে। এই ভাবে পরস্পর ব্যঙ্গোক্তি ও কটূক্তিদ্বারা অঙ্গদ যেমন রাবণকে পরিহাস বা ব্যঙ্গ করিল, রাবণও অঙ্গদকে করিল। রাবণ যেমন আত্মম্ভরিতা বা অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া বলিল,—সে চরাচর জয় করিয়াছে, নিজের হাতে নিজে মাথা কাটিয়া উপহার দিয়া শিবপূজা করিয়াছে। নিজের শক্তিতে কৈলাস পর্ব্বত তুলিয়াছে। অঙ্গদ বলিল,—বাজীকর শির কাটে, গর্দ্দভ ভার বহে তাহাতে বীরত্ব হয় না। একলা পাইয়া যে পরস্ত্রী চুরি করে। উচিত ছিল—তোমাকে মারিয়া ধ্বংস করিয়া সেনা বিধ্বস্ত করিয়া মন্দোদরী

সমেত সীতাকে ফিরাইয়া লইয়া যাই। কিন্তু মরা মানুষকে মারিয়া লাভ নাই কারণ মদমত্ত, কামী, কৃপণ, মূঢ়, অতি দরিদ্র, যশোহীন বৃদ্ধ, চিররুগ্ন, সদাক্রোধী, রামবিমুখ, বেদ ও সাধুর শত্রু, নিজের ভরণপোষণেই ব্যস্ত, নিন্দুক ও পাপী এই চৌদ্দজন বাঁচিয়াও মৃতের মত। শেষে রাবণ রামের বিরুদ্ধে বহু কটূক্তি করিয়া অঙ্গদকে উত্তেজিত করিতে লাগিল রামের সেবক ও দূতরূপে প্রভুর কার্য্যসিদ্ধি করিতে আসিয়াছিল। অঙ্গদ রাবণের নিকট শক্তির পরীক্ষা দিল। অঙ্গদ মাটিতে দৃঢ় করিয়া পা রাখিয়া এই পণ করিল যদি কেহ তাহার পা হঠাইতে পারে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে এবং ফিরিয়া যাইবে এবং সীতাকে হারিবে। সব বলবান্ যোদ্ধা এমন কি ইন্দ্রজিৎও তাহাকে হটাইতে পারিল না। এই ব্যাপারে সকলের মাথা নত হইল। অঙ্গদ বার বার কৃপাসিন্ধু রামকে ভজনা করিয়া বিমল যশের অধিকারী হইতে সকলকে উপদেশ দিল, কিন্তু রাবণ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নিজের স্ত্রী মন্দোদরীর কথা বা অঙ্গদের কথাতে কোন কর্ণপাত করিল না।

এদিকে অঙ্গদ রামের কাছে ফিরিয়া প্রণামপূর্ব্বক সকল বর্ণনা করিল। অঙ্গদ কিরূপে রাবণের চারিটি মুকুট লাভ করিয়া তাহা রামের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছে জানিতে চাহিলে অঙ্গদ অতি সুন্দরভাবে রাজধর্ম্মের প্রতীক যে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড তাহা এই চারিটি মুকুট। রামচন্দ্রকে বুঝাইবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে বলিল। দেশ যখন ধর্মচ্যুত হইয়া আদর্শের সন্ধানে ফিরিতেছে তখন রামচন্দ্রকে পাইয়া দুষ্ট রাবণরাজার হাত হইতে মুক্তি-লাভ করিল। এইভাবে নীতিশিক্ষার সময়োচিত বর্ণনা অঙ্গদ দিল। তখন রাম মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া কিরূপে যুদ্ধ পরিচালিত হইবে তাহার আলোচনা আরম্ভ করিলেন। সুগ্রীব, জাম্ববান, ও বিভীষণ হইলেন রাজা রামের মন্ত্রীসভার মুখ্য সদস্যবৃন্দ। তাঁহারা যুক্তি করিয়া চারিটি সেনাব্যূহ রচনার পরিকল্পনা করিলেন। উপযুক্ত সেনাপতি নির্ব্বাচন পরবর্ত্তী কার্য্য। কপিগণের মধ্যে যাঁহারাই যোগ্য ছিলেন তাঁহারাই এই ভারপ্রাপ্ত হইলেন। বীর সেনাপতিগণ সন্তুষ্ট হইয়া রামচরণে প্রণত হইয়া পর্ব্বতের শিখর লইয়া দৌড়াইয়া নিরূপিত স্থানে সৈন্যদল সহ সমাগত হইল। সিংহনাদ করিয়া রামের জয় হউক, লক্ষ্মণের জয় হউক, সুগ্রীবের জয় হউক ইত্যাদি শব্দে লঙ্কা মুখরিত করিল। লঙ্কার এই কোলাহল-মুখরতা দেখিয়া রাবণ মন্তব্য করিল,—রাক্ষসদের আহার জুটাইবার জন্য এই বানর ভল্লুকাদি সমবেত হইয়াছে এবং যোদ্ধগণকে আদেশ দিল,—এই সকল বানরসেনাকে ধরিয়া ধরিয়া খাও। রাবণের আদেশে রাক্ষসেরা বিভিন্ন অস্ত্রে সজ্জিত লঙ্কাদুর্গের উপরে উঠিয়া শোভা পাইতেছিল। অপরপক্ষে কপিঋক্ষ-সেনাদল সেনা পরিচালনার পথ রচনা করিয়া চলিতেছিল। কোমলচিত্ত করুণাময় রাম কিন্তু সমগ্র যুদ্ধকে অন্য দৃষ্টি দিয়া বিচার করিতেছিলেন। তিনি ভাবিলেন,—রাক্ষসেরা তাঁহাকে ত শত্রুভাবে স্মরণ করিয়াছে। সুতরাং তাহারাও পরম গতি পাওয়ার অধিকার রাখে। জগতের ধর্ম্মগ্লানি লঘু করিতেই ত তাঁহার অবতার। দুই দলে বলবান্ যোদ্ধা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছিল। রাক্ষসসেনাদল কপিসেনাদলকে দেখিয়া বিচলিত হইয়াছে বুঝিল এবং মায়া সৃষ্টি করিল। তাহাতে ধূলিবৃষ্টি, ভস্মবৃষ্টি প্রভৃতিদ্বারা সেনাগণকে মোহগ্রস্ত

করিতে চেষ্টিত হইতেছিল। রাক্ষসসৈন্যের কিছু আহত কিছু মৃত হইল। কপিগণ মৃত রাক্ষস-সৈন্যগণকে সাগরে নিক্ষেপ করিল। শত্রুসৈন্যগণ বিচলিত হইলে কপিসেনা গর্জ্জন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র মুখরিত করিল। রাম বানরসেনাগণকে মধ্যে মধ্যে আসিয়া উৎসাহ প্রদান করিতে-ছিলেন এবং রাক্ষস-মায়ার বিবরণ দানপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে ধনুকে বাণ প্রয়োগদ্বারা মায়ার প্রভাব নষ্ট করিতেছিলেন। বানরেরা যখন রাক্ষসসেনাগণের অর্দ্ধেক মারিয়া ফেলিয়াছে তখন রাবণ মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিল।

মাল্যবন্ত নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষস ছিল সে রাবণের মাতামহ এবং একজন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী। সে রাবণকে বুঝাইয়া বলিল যে, সীতাহরণ কাল হইতে নানা অশুভ চিহ্ন দেখা যাইতেছে। রামের যশ বেদপুরাণে বিদিত. তাহার প্রতি বিমুখ হইলে কেহ কখন সুখী হয় না। তিনি ভগবানের অবতারস্বরূপ, তিনি হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু নামক দুষ্ট দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন। মধুকৈটভ দৈত্যকেও তিনি নিধন করিয়াছেন। দুষ্টকে দমন করাই তাঁহার কাজ, তিনি গুণের আধার, শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি জ্ঞানমূর্ত্তি দেবগণ তাঁহার সেবা করে সুতরাং তাঁহার সহিত বিরোধে সমূহ অনর্থ সাধিত হইবে। শঠতা ত্যাগ করিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইল যথোচিত কার্য্য। ইহাতে রাবণ তাহাকে সবিশেষ তিরস্কার করিল ও দূর হইয়া যাইতে বলিল। তারপর মেঘনাদ রাবণকে বলিল—আমি কাল এক কৌতুক করিব তোমার ভয় নাই। মেঘনাদের কথাতে রাবণ উৎসাহিত হইল। বানরসেনা লঙ্কাদুর্গ পুনরায় ঘিরিয়া ফেলিল। মেঘনাদ রাম, সুগ্রীব ও বিভীষণের সংবাদ লইয়া তাঁহাদিগকে মারিবার কার্য্যই প্রধানতঃ চিন্তা করিল এবং মায়া বিস্তার করিয়া কপিসৈন্যগণকে অভিভূত করিতে চাহিল এবং বিষ্ঠা, রক্ত, পূয, ভস্ম ও ধূলাবৃষ্টি করিয়া আকাশ বাতাস অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল তাহাতে কপিসৈন্যদল ভীত হইল। দুই পক্ষের দারুণ যুদ্ধ চলিতেছিল। ইতিমধ্যে মেঘনাদ নীতিবিরুদ্ধ ছল বল প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ জয়ের চেষ্টা করিতেছিল। ইহাতে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া মেঘনাদের সারথিসহ রথ ধ্বংস করিল এবং মেঘনাদকে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিয়া প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিল। মেঘনাদের জীবনাশঙ্কা উপস্থিত হইল। তখন সে লক্ষ্মণের উদ্দেশে শক্তিশেল বাণ প্রয়োগ করিয়া লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত করিল। তবে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হইল না। মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র দুঃখিত হইলেন। জাম্ববানের পরামর্শ অনুসারে লঙ্কা হইতে সুষেণ বৈদ্যকে আনিবার জন্য রাম হনুমানকে পাঠাইলেন। সুষেণ আসিয়া ঔষধের নাম বলিয়া হনুমানকে তাহা আনিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

এদিকে রাবণ একথা জানিতে পারিয়া রাক্ষস কালনেমির নিকট উপস্থিত হইল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া মায়াবিস্তার করিয়া ঔষধ আনয়নার্থ প্রেরিত বানরকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল। কালনেমি রাবণকে সদুপদেশ দান করিয়া রামের সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া সীতাকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন কারণ এ যুদ্ধে রামের জয় সুনিশ্চিত রাবণ কালনেমির কথায় কর্ণপাত করিল না। তখন কালনেমি রাবণের হস্তে মৃত্যুবরণ

করা অপেক্ষা রামের হস্তে মৃত্যু বরণ করা শ্রেয় জ্ঞানে রাবণের অন্যায় অনুরোধে মায়া বিস্তার করিয়া কপির ঔষধানয়ন বিলম্বিত করিতে উদ্যত হইলেন। কপট মুনির বেশ ধারণ করিয়া সে কপিকে মোহিত করিতে চাহিলে তাহার সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিল এক মকরী। সে মকরী পরামর্শ দিল কপি যেন সে কপট মুনির মায়াতে মোহিত না হয়। মকরীর পরামর্শক্রমে সে কালনেমিকে হত্যা করিয়া ঔষধসহ অযোধ্যা হইয়া লঙ্কার পথে আসিল। পথে ভরতের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ হইল। ভরত তাহাকে চিনিতে না পারিয়া শত্রু বি.বচনা করিয়া তাহার প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলেন। ভরত-নিক্ষিপ্ত বাণ তাহার গায়ে লাগিতে সে রাম নাম লইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িল। ভরত রাম নাম তাহার মুখে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া তাহার নিকট গিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সুশ্রূষাদ্বারা মূর্চ্ছা দূর করিলেন। মূর্চ্ছা দূর হইলে 'জয় রঘুপতি' বলিয়া সে উঠিয়া বসিয়া আদ্যোপান্ত বনবাস-কথা, সীতাহরণ বৃত্তান্ত এবং রাম-রাবণ যুদ্ধের কথা ও লক্ষ্মণের শক্তিশেলে মূর্চ্ছিত হওয়ার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিল। ভরত প্রীত হইলেন এবং হনুমানের দ্রুত গমনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। হনুমান মনে মনে ভরতের বাহুবল, শীল, গুণ ও রামের প্রতি অসীম ভক্তির প্রশংসা করিয়া লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

এদিকে রাম মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে দেখিয়া মানুষেরা দুঃখিত হইলে যে ভাবে বিলাপ করে সেই ভাবে বিলাপ করিয়া কালাতিপাত করিলেন ও বলিলেন,—স্ত্রীর জন্য প্রিয় ভাইকে হারাইয়া কোন্ মুখে অযোধ্যায় ফিরিবেন,স্ত্রীর উদ্ধার না করার অপযশ বরং ভাল ছিল। আমি লোকনিন্দা ও ভ্রাতৃবিরহদুঃখ সহ্য করিব কি প্রকারে? তোমাকে সকল স্বাচ্ছন্দ্যদান করিব এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়া তোমার মাতার নিকট হইতে তোমাকে আনিয়াছিলাম এখন তাঁহাকে কি উত্তর দিব বুঝিয়া পাইতেছি না। স্ত্রী সকল দেশে মিলে, বন্ধুও মিলে কিন্তু সহোদর ভ্রাতা কোথাও মিলে না। অতএব আমার দুরবস্থার কথা শুনিয়া তুমি জাগিয়া উঠ; এইরূপ বিলাপকালে হনুমান ঔষধিসহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সুষেণ বৈদ্যের ব্যবস্থামত লক্ষ্মণ প্রসন্ন ও সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তাহার পর হনুমান যে ভাবে সুষেণকে আনিয়াছিলেন সেই ভাবে পঁহুছাইয়া ছিলেন। রাবণ এই সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিকট আসিলেন; নানাপ্রকার চেষ্টাতে কুম্ভকর্ণ জাগিয়া উঠিল।

কুম্ভকর্ণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল,—তোমার মুখ ম্লান কেন? তখন রাবণ আদ্যোপান্ত সীতাহরণ বৃত্তান্ত বলিল। আরো বলিল,—বানরেরা রাক্ষসগণকে মারিতেছে এবং বড় বড় যোদ্ধাদিগকে সংহার করিতেছে। দুর্মুখ, অতিকায়, অকম্পন, মহোদর, বীর সেনানী আদি যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তখন কুম্ভকর্ণ বলিল,—জগদম্বাকে হরণ করিয়া তুমি নিজের কল্যাণ চাহিতেছ। আমাকে জাগাইলে কোন ফল হইবে না। অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া রামের ভজনা করিলে কল্যাণ হইবে। ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি যাঁহার সেবক তুমি সেই প্রভুর বিরোধ করিয়া অন্যায় করিয়াছ। নারদ মুনি এসম্বন্ধে আমাকে যে জ্ঞান দিয়াছিলেন তাহা ত তোমাকে জানাবার সময় হইল না। যাহা হউক, আমি এখন তাপত্রয় মোচনকারী

প্রভু রামচন্দ্রের দর্শনলাভে চক্ষুকে সার্থক করিব। রাবণ তাহার জন্য প্রচুর মদ্য ও মহিষমাংস আনয়ন করিলে সে তাহা পাকাস্তে ভোজন করিয়া মহাগর্জ্জন করিয়া বিনা সৈন্য দুর্গ ছাড়িয়া গেল। বিভীষণ কুম্ভকর্ণকে দেখিয়া নিজের নাম বলিয়া চরণে প্রণাম করিল এবং ভ্রাতা রাবণের বিশেষ দুর্ব্যবহারে এবং সদুপদেশ দানের জন্য বিরক্তিতে ভ্রাতৃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া রামের আশ্রয় লইয়াছে বলিল—বিভীষণকে কুম্ভকর্ণ প্রশংসা করিলেন এবং কুলের ভূষণ বলিয়া পরিচয় দিলেন। কুম্ভকর্ণ বিভীষণকে বলিলেন,—আমি কালবশে যোদ্ধারূপে উপস্থিত। তুমি কপটতা ত্যাগ করিয়া রামকে ভজনা কর। বিভীষণ অতঃপর রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া কুম্ভকর্ণ যে দুর্দ্ধর্ষভাবে তাঁহার নিকট আসিতেছে তাহা জ্ঞাপন করিলেন। একথা শুনিয়া বানরের দল কিলকিল শব্দে গাছপালা প্রস্তর প্রভৃতি কুম্ভকর্ণের উপর ছুড়িতে থাকিল। সে কোন আঘাতে বিচলিত হইল না। হনুমান কুম্ভকর্ণের আঘাতে ভূপাতিত হইল। এইরূপ নল ও নীলকেও সে ভূপাতিত করিল এবং সুগ্রীব সমেত অঙ্গদাদি কপিগণকে মূর্চ্ছিত করিয়া কপিরাজ সুগ্রীবকে বগলদাবা করিয়া চলিল। হনুমানের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিবার পর সুগ্রীবকে খুঁজিতে লাগিল, সুগ্রীবেরও মূর্চ্ছা দূর হইল। সুগ্রীব গর্জ্জন করিয়া পিছাইয়া পালাইল তবে দাঁত দিয়া কুম্ভকর্ণের নাক কান কাটিয়া গর্জ্জন করিয়া আকাশে উঠিল। পরে কুম্ভকর্ণ জানিতে পারিল। পরে সুগ্রীব রামচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। এ সময় কপিরা ভয় পাইল। কুম্ভকর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া রণরঙ্গে মাতিয়া চলিল। বানর ধরিয়া ধরিয়া খাওয়া যেন তাহার প্রধান কর্ম্ম হইল। বহু বানরকে নিজের অঙ্গে পিষিয়া মারিয়া ফেলিল, সুবিস্তৃত নাক ও কর্ণরন্ধ্র দিয়া নিহত ভালুক ও কপি নাসারন্ধ্র পথে বাহির হইয়া গেল। যোদ্ধাগণ ভীষণভাবে রণে মত্ত হইল। অবশেষে তাহারা পালাইতেছিল। তাহারা চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছিল না, কাণেও শুনিতে পাইতেছিল না। যুদ্ধে কুম্ভকর্ণকর্তৃক বানরসেনা ছিন্নভিন্ন হইয়াছে দেখিয়া রাক্ষসদলও ছুটিল। রামচন্দ্র তীর-ধনুক হস্তে রাক্ষসগণসহ কুম্ভকর্ণকে হত্যা করিবার জন্য অগ্রবর্ত্তী হইলেন। শত্রুসেনার অধিক সমাগম দেখিয়া রামচন্দ্র, সুগ্রীব ও বিভীষণকে নিজেদের সৈন্য সামলাইতে বলিয়া দুষ্টের দলকে দমন করিতে প্রথম অগ্রবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার বাণে বহু পিশাচ কাটা পড়িল। আর অনেক বীর বহুখণ্ডে খণ্ডিত হইল, মাথাকাটা ধড়ও বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে 'ধর মার' শব্দও চলিতে লাগিল। তখন কুম্ভকর্ণ ভাবিল,—স্বল্পসময়ের মধ্যে রাক্ষসগণ নিঃশেষে মারা পড়িবে। তখন সে বানরসেনার উদ্দেশ্যে বৃহৎ প্রস্তর নিক্ষেপ আরম্ভ করিল। প্রভু বাণদ্বারা তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন। সেই বাণ শত্রুশরীরে প্রবেশ করিয়া বাহিরে আসিয়া পুনর্ব্বার তূণীরে প্রবেশ করিতেছিল। অপর পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং শত শত রাক্ষসকে বাণবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিলেও তাহারা উঠিয়া আবার যুদ্ধ করিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া কুম্ভকর্ণ ভাবিলেন,—এবে স্বল্পসময় মধ্যে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নিহত করিতে হইবে। এক হাতে বৃহৎ প্রস্তর লইয়া ধাবমান হইলে রাম তাহাও বাণবিদ্ধ করিয়া সে হাত কাটিলেন। তখন ঘোর চীৎকার করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে থাকিলে দেবতারা ভয় পাইলেন।

তখন প্রভু রামচন্দ্র বহু বাণে তাহার মুখ বিদ্ধ করিলেন পরে দেহ হইতে মাথা কাটিয়া ভূপাতিত করিলেন। সে মাথা গিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল। পরে ধড়ও বিখণ্ডিত হইল। কুম্ভকর্ণের হত্যার পরে দেবর্ষি নারদ দেবলোক হইতে ভূতলে আসিলেন ও হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। রাবণ কুম্ভকর্ণ-বধে বিশেষ বিলাপ করিতে লাগিলেন। লঙ্কার রমণীগণ তাহার বীরত্ব বর্ণনা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে মেঘনাদ আসিয়া তাহার নিজ বীরত্বের অনেক অভিমান করিয়া তাহার বীরত্বের পরিচয় পরের দিনে দেখাইবে বলিল। পরের দিনের যুদ্ধে মেঘনাদ মায়া-সর্পদল বিস্তারে আকাশ পাতাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল এবং কে কাহারে মারিতেছে দেখা গেল না বটে 'মার ধর' শব্দ শুনা গেল। এমন কি হনুমান, নল, নীল ও অঙ্গদ ব্যাকুল হইল। অতঃপর রামচন্দ্রও বাণে বিদ্ধ হইলেন। বৃদ্ধ জাম্ববান সে অবস্থা দেখিয়া নিজ হাতে ধনুক লইয়া মেঘনাদ-বধে উদ্যত হইয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন, সেই বাণ বিদ্ধ হইবার পরে লঙ্কায় তাহাকে ছুড়িয়া দিলেন। এদিকে দেবর্ষি নারদও গরুড়কে পাঠাইলেন। গরুড় আসিয়া মায়াসর্পদলকে খাইয়া ফেলিলে আকাশ বাতাস মায়ামুক্ত হইল তখন রঘুপতির বাণে মেঘনাদ বধের ক্ষেত্র হইল। কিন্তু মেঘনাদ বধের ক্ষেত্র হইলেও মেঘনাদ অজেয় যজ্ঞ করিতে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। সেই সাপের দলকে গরুড় খাইয়া ফেলিলে এবং রঘুপতি-দেহ বাণমুক্ত হইলে তখন ব্যাকুল হইয়া রাক্ষসেরা দুর্গে উঠিয়া পালাইল। মেঘনাদ অবস্থা গুরুতর দেখিয়া অজেয় যজ্ঞ করিতে গেলেন। বিভীষণ এই তত্ত্ব রামের গোচর করিলে রামের অনুমতিক্রমে হনুমান লক্ষ্মণসহ কপিসৈন্যদলকে সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা বিভীষণের পরামর্শমত দিলেন। রঘুবীরের নির্দেশমত দেবতাগণের ভয় দূরীকরণার্থ লক্ষ্মণ সসজ্জ হইয়া মেঘনাদ বধের প্রতিজ্ঞা করিয়া যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন।

কপিসৈন্যগণ যখন দেখিল মেঘনাদ বসিয়া যজ্ঞে রক্ত ও মহিষ আহুতি দিতেছে তখন তাহারা যজ্ঞ নষ্ট করিল। তাহাতেও যখন মেঘনাদ উঠিল না তখন তাহার প্রশংসায় মুখর হইল যখন তাহাতেও উঠিল না তখন তাহারা তাহার চুল ধরিয়া লাথি মারিয়া মারিয়া পলাইতে লাগিল এবং যেখানে ছিল সেইখানে আসিল। পরে লক্ষ্মণ যখন মেঘনাদকে মারিলেন তখন অন্যান্য কপিরা যোগ দিল। লক্ষ্মণের উপর মেঘনাদ ত্রিশূল হানিলে লক্ষ্মণের বাণে তাহা দ্বিখণ্ডিত হইল। হনুমান এবং অঙ্গদও মেঘনাদকে বাণ মারিতে লাগিল। কিন্তু মারিলেও মরিল না, মেঘনাদ চীৎকার করিয়া পলাইল। শত্রুকে অজেয় দেখিয়া কপিগণ ভয় পাইল। অবশেষে মেঘনাদের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণ বাণ ছুড়িলেন। তাহাতে মেঘনাদের মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাম ও লক্ষ্মণের নাম লইয়া সে প্রাণত্যাগ করিল। হনুমান মেঘনাদের দেহ তুলিয়া লঙ্কার দরজায় রাখিয়া আসিল। মেঘনাদের মৃত্যুতে মন্দোদরী বিশেষ বিলাপ করিলেন এবং লোক দশাননকে ধিক্কার দিতে লাগিল। রাবণ সকলকে এই প্রসঙ্গে জ্ঞানের উপদেশ দান করিলেন।

মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণ রাক্ষস সৈন্যগণকে বিশেষ উৎসাহ দান করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ

হইতে বলিলেন। তখন রাবণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। অশুভ চিহ্ন দেখা গেল, রাবণ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আয়োজন করিতে লাগিল। চতুরঙ্গ সেনা সজ্জিত করিয়া রাবণ চলিল এবং সেনাদলকে উপদেশদান প্রসঙ্গে বলিল সে নিজে রাম ও লক্ষ্মণকে মারিবে। অপর সৈন্য কপিঋক্ষ-সেনাদলকে মারিবে। দুই পক্ষ জয় জয় ধ্বনি করিয়া প্রতিপক্ষ খুঁজিয়া একদিকে রামের জয় দিয়া, অপরদিকে রাবণের জয় দিয়া সোৎসাহে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। রাবণ রথে চড়িয়া এবং রামচন্দ্র রথহীন যুদ্ধে অবতীর্ণ দেখিয়া বিভীষণ ভীত হইয়া যুদ্ধজয়ে সন্দিহান হইলেন। রামচন্দ্র উপদেশচ্ছলে বলিলেন,—যুদ্ধ জয় কেবল রথদ্বারা হয় না। যে রথে যুদ্ধ জয় হয় সে রথের চাকা হইল শৌর্য্য; ধ্বজা ও পতাকা হইতেছে সত্য, সদাচার ও বলবান্ বিচারশক্তি; ইন্দ্রিয় সংযম ও পরহিত, তাহার অশ্ব; ক্ষমা ও কৃপা তাহার লাগাম; ঈশ্বর-ভজন সারথি, বৈরাগ্য ঢাল, সন্তোষ তরবারি, দান কুঠার, বুদ্ধি শেল, শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান কঠিন ধনুক, পবিত্র স্থির মন তূণীর, শান্তি, অন্তরিন্দ্রিয় সংযম ও বহিরিন্দ্রিয় সংযম বাণ, ব্রাহ্মণ ও গুরুর পূজা অভেদ্য বর্ম্ম। ইহাদের মত জয়ের আর দ্বিতীয় উপায় নাই, যাহার এইরূপ ধর্ম্মময় রথ তাহাকে জয় করিতে পারে এমন শত্রু নাই, যাহার এইরূপ দৃঢ় রথ আছে সে সংসার যুদ্ধেও অনায়াসে জয়ী হইতে পারে। যুদ্ধ চলিতে থাকিলে উভয় পক্ষের প্রতিপক্ষ সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হইয়া আক্রমণ চালাইল। রাবণের সেনাদল পরাজিত হইতেছে দেখিয়া রাবণ নিজে ধনুক হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া মুখে সৈন্যগণকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে ক্রুদ্ধ রাবণ রথ অচল করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখিয়া বাণক্ষেপ করা অপেক্ষা বাহুবলে যোদ্ধাদিগকে পিষিতে লাগিল। রাবণের বাণে দশদিক ভরিয়া গেল। রামের দলও ব্যাকুল হইল দেখিয়া লক্ষ্মণও ধনুকবাণ লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। লক্ষ্মণ রাবণের উদ্দেশ্যে শত শত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদত্ত বাণ লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিলেন। সেই বাণের আঘাতে লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইলেন কিন্তু তাহাকে রাবণ উঠাইতে পারিল না। হনুমান কিন্তু লক্ষ্মণকে উঠাইয়া আনিল তাহাতে রাবণ আশ্চর্য্য হইল। রাম আসিয়া লক্ষ্মণের শুশ্রূষা করিয়া লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছামুক্ত করিলেন ও শক্তি প্রদান করিলেন। পুনরায় লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এবার লক্ষ্মণ রাবণের রথ ভাঙ্গিয়া সারথিকে নিহত করিয়া রাবণকে ব্যাকুলিত করিলেন পরে বহু বাণবিদ্ধ করিলে রাবণ ভূপাতিত হইল। রাবণের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে সে পুনরায় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছুক হইল। সেই অজেয় যজ্ঞ করিলে রাবণকে মারা দুঃসাধ্য হইবে একথা বিভীষণ রামকে কহিয়া দিলে রাম লক্ষ্মণকে কপিসৈন্য লইয়া সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিতে উপদেশ দিলেন। লক্ষ্মণ কপিসৈন্য লইয়া সেই যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন। এইবার রাবণের মৃত্যুর পথ প্রশস্ত হইল। দারুণ যুদ্ধ বাধিল, রাক্ষসসেনা নিঃশেষ প্রায় হইতে লাগিল, অবশেষে রাবণ মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া যুদ্ধের জয় করিবে চিন্তা করিল কিন্তু তাহাও হইল না। ইতিমধ্যে ইন্দ্র নিজের রথ পাঠাইলেন। সেই রথে মাতলি ছিলেন সারথি। রাবণের মায়াচক্রে নূতন অবস্থার সৃষ্টি করিল তাহাতে অনেক রাম লক্ষ্মণ কপিসৈন্যের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। রঘুনাথ

এই মায়াতত্ত্ব বুঝিলেন আর কেহ বুঝিতে না পারাতে যুদ্ধ চালান অসম্ভব হইল। কারণ সকল সৈন্য রামলক্ষ্মণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইল। রামচন্দ্র ঐশীশক্তি বাণে সেই মায়া দূর করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণ রামের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাকে হত্যা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং রাবণকে দর্প ত্যাগ করিয়া কাজ করিতে উপদেশ দিলেন,—সংসারে তিন জাতীয় লোক আছে তাহারা গোলাপ, আম ও কাঁটালের মত। এক ফুল দেয়, অপর ফুল ও ফল দেয়, তৃতীয় কেবল ফল দেয়। অর্থাৎ একজন বলে, দ্বিতীয় বলে ও করে, আর একজন কেবল বলে, করে না সুতরাং কাজ করিয়া বীরদর্প প্রকাশ কর তাহার পূর্ব্বে দাপাদাপি ভাল নয়। রঘুবীরের অগ্নিবাণে রাবণের অগ্নিবাণ জ্বলিয়া গেল। এই ভাবে রাবণের বাণ নিষ্ফল হইতে লাগিল, রাবণ প্রথমে সারথি মাতলির উপর শর নিক্ষেপ করিলেন। রাম সারথিকে উঠাইলেন, অবশেষে রাম রাবণের বিরুদ্ধে বাণ নিক্ষেপ করিলেন। রামের বাণে রাবণের মাথা কাটা গেলেও নূতন মাথা দেখা গেল, পরে দুষ্ট রাবণ বহু রূপ লইয়া প্রত্যক্ষ হইল। বানরেরা দেখিল অসংখ্য রাবণ দেখা যাইতেছে। তাহা দেখিয়া ভালুক ও বানর যোদ্ধা ব্যাকুল হইয়া পালাইতে লাগিল এবং হে কৃপাল ! রক্ষা কর বলিয়া পলাইয়া যাইতে লাগিল তখন রামচন্দ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে মায়াজাল দূর করিলেন, একটি মাত্র রাবণ দেখা গেল। অবশেষে রাম রাবণের মাথা, হাত ও ধনুকবাণ সকল কাটিয়া ফেলিলে তাহাও তীর্থে আচরিত পাপের ন্যায় বাড়িতে লাগিল। রাবণের মাথা ও হাত বাড়িতে দেখিয়া ভালুক ও কপিদল অতি ক্রুদ্ধ হইল। কিছুতেই মরিতেছে না দেখিয়া গাছ পাহাড় দিয়া প্রহার করিতে লাগিল ও নানাপ্রকারে ক্ষতবিক্ষত করিল, রাবণও হাতদ্বারা প্রতিশোধ লইতে লাগিল, এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাবণের অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইল, অবশেষে ঋক্ষপতি রাবণের হৃদয় লক্ষ্য করিয়া লাথি মারিয়া প্রভুর নিকট গেল। এদিকে রাবণ মূর্চ্ছিত হইল, মূর্চ্ছা কাটিয়া গেলে ভালুক ও কপিরা প্রভুর নিকট গেল, যাইবার পূর্ব্বে আর একবার লাথি মারিল। রাত্রিকালে সারথি রাবণকে রথে রাখিয়া অনেক যত্ন করিতে লাগিল। সেই রাত্রিতে সীতার নিকট ত্রিজটা রাক্ষসী গিয়া রাবণবৃত্তান্ত অবগত করাইল। শত্রুর মাথা ও হাত কাটিলেও নূতন গজাইতেছে শুনিয়া সীতার মনে বড় ভয় হইল এবং সন্দেহ হইল রাবণের কি বিনাশ হইবে ? বিশ্বের দুঃখ কি শেষ হইবে না ? রামের শরে মাথা কাটে তবু রাবণ মরে না এ আবার রামের কি লীলা ? আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বোধ হয় রাবণ এখনও বাঁচিয়া আছে। যে বিধাতা মিথ্যা সোনার মৃগ রচনা করিয়াছিলেন সেই দৈব এখনও আমার উপর অপ্রসন্ন, যে বিধাতা আমাকে দুঃসহ দুঃখ সহাইয়াছে, যে বিধাতা আমাকে দিয়া লক্ষ্মণকে কটু কথা বলাইয়াছেন, বহু দুঃখের মধ্যে, যে বিধাতা আমার প্রাণ রাখিয়াছেন, সেই বিধি রাবণকে বাঁচাইতেছেন আর কেহ নয়। সীতা রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া বহু দুঃখ করিলেন। তখন ত্রিজটা বলিল,—রাবণের বুকে বাণ লাগিলে মরিত কিন্তু সেখানে সীতা বাস করিতেছেন বলিয়া প্রভু তাহার বুকে বাণ মারিতেছেন না। আমি মনে করি প্রভু ভাবিতেছেন,—

রাবণ হৃদয়ে জানকীর বাস, আর জানকীর হৃদয়ে আমার বাস, আমার পেটের ভিতর

অনেক ভুবন সেখানে বাণ লাগিলে সকলের নাশ।" ইহাতে সীতা আনন্দিত হইলেন তখন ত্রিজটা বলিল,—শুন,এমনি ভাবে শত্রু মরিবে। মাথা কাটায় ও অন্যান্য আঘাতে যখন ব্যাকুল হইয়া তাহার মোহ-ধ্যান ভাঙ্গিয়া যাইবে তখন বিজ্ঞ রাম রাবণের বুকে শেল বিদ্ধ করিবেন। বাস্তবিক কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিল। রাবণ মধ্যরাত্রে জাগিয়া সারথির উপর রাগ করিয়া কেন তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরাইয়া আনা হইয়াছে বলিল। ভোরে রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে চলিল তখন বানর ঋক্ষাদি তাহার উপর পুনরায় নানাপ্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল। নখাঘাতে ও অন্য প্রকারে বিব্রত হইয়া রাবণ পুনরায় মায়াবিস্তার করিল। তখন নানাপ্রকার ভুত পিশাচের নৃত্য চলিল, লক্ষ্মণ সুগ্রীব প্রভৃতি বীরও অচেতন হইল, যোদ্ধারা হা রঘুনাথ! বলিয়া হায় হায় করিল, এইভাবে রাবণের মায়াতে কপিদল যেথা সেথা গেল এবং তাহার মধ্যে দেখা গেল কোশলরাজ শ্রীরাম। এই ভাবে মায়ার রূপ পরিবর্ত্তিত হইলে রাম এক বাণে সকল মায়া হরণ করিলেন। মায়ার অবসানে কপিঋক্ষদল আনন্দিত হইল। গোস্বামী রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রসঙ্গে মায়ার সুবিস্তারী রূপ এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মাথা ও হাত অনেকবার কাটিলে বীর লঙ্কাপতি মরে না। মায়ার এই সুবিস্তারী রূপ মায়ামূর্ত্তিতে মনুষ্যের মধ্যে মূর্ত্তিমান হইয়া থাকে। প্রভুর খেলা অথচ ইহাতে মুনি, সিদ্ধ দেবতারাও ব্যাকুল হন। ভক্ত প্রভুর এই মায়া আনন্দের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করেন। লাভ পাওয়াতে যেমন লোভ বাড়ে তেমনি কাটিলেও রাবণের মাথা বাড়ে, শত্রুর আর নিপাত হয় না। এই অবস্থাতে রামচন্দ্র শ্রান্ত হইয়া বিভীষণের দিকে দেখিলেন। বিভীষণ রামচন্দ্রের এই দৃষ্টির ব্যাখ্যান করিতে বিভীষণ বলিতেছেন,—রাবণের নাভিতে অমৃত আছে যার বলে সে বাঁচিয়া আছে। এই কথা শুনিলে রামচন্দ্র এক বাণ নিলেন তখন নানাপ্রকার অশুভ চিহ্ন দেখা গেল তাহাতে দেবতা ও মুনি ব্যাকুল হইলেন। রাম [তখন একত্রিশটা বাণ ছাড়িলেন, তাহার এক বাণে নাভিকুণ্ডের অমৃত যেন শুকাইল বাকী বাণে মাথা ও হাত লইয়া চলিল, ধড়ও দ্বিখণ্ডিত করিল, তখন ধড় রামের সন্ধান করিতেছে, বলিতেছে—সে রামকে নিপাত করিবে। যে বাণ রাবণের হাত ও মাথা কাটিল সেই রামবাণ রাবণের মাথা মন্দোদরীর সামনে রাখিয়া রামচন্দ্রের নিকট ফিরিয়া আসিল, প্রভুর মুখে রাবণের তেজ প্রবেশ করিল, ইহা দেখিয়া শিব, ব্রহ্মা আনন্দিত হইলেন। মন্দোদরী স্বামীর মাথা দেখিয়া ব্যাকুল ও মূর্চ্ছিত হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। পতির দশা দেখিয়া তাঁহার চুল ও পরিহিত বস্ত্র আলুথালু হইল, তিনি বুক চাপড়াইয়া রাবণের অপার প্রতাপের কথা বলিতে লাগিলেন, রামের শত্রু হইয়া তোমার এই পরিণাম। আমি তোমাকে নিবৃত্ত করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রতিবার আমি ব্যর্থকাম হইয়াছি। তুমি করুণাময়কে ভজনা কর নাই অথচ তিনি তোমাকে বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়াছেন। বিভীষণ অতি দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকগণকে রোরুদ্যমান দেখিয়া বিভীষণ বিশেষ পরিতাপ করিলেন। তখন রামচন্দ্র রাবণের দেহের সৎকারের ব্যবস্থা এবং তাহার উদ্দেশ্যে তিলাঞ্জলি দানের ব্যবস্থাও করিলেন। বিভীষণ সৎকার সমাপনান্তে ফিরিয়া আসিলে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যের রাজ-

তিলক দানের ব্যবস্থা করিলেন। লক্ষ্মণ, হনুমান, নল, নীল প্রভৃতি সকলকে সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে বলিলেন। নিজে পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ নগরে যাইবেন না বলিয়া এই ব্যবস্থা করিলেন। রামচন্দ্র সকলকে মিষ্ট কথায় তৃপ্ত করিলেন এবং বলিলেন—তোমাদের বলেই শত্রু বধ করিয়াছি এবং বিভীষণ রাজ্য পাইয়াছে। সকলে রামচন্দ্রের পদে প্রণত হইলে রামচন্দ্র এই সংবাদ সীতাকে প্রেরণার্থ হনুমানকে ডাকাইলেন এবং তাঁহার কুশল জানিয়া আসিতে কহিলেন। হনুমান নগরে গেলে রাক্ষস রাক্ষসীরা সীতাকে দেখাইয়া দিল। হনুমান প্রণাম করিতে সীতা তাহাকে রামের দূত বলিয়া চিনিতে পারিলেন। সীতা সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর রাক্ষসীরা সীতাকে কাপড় ও অলঙ্কারদ্বারা সজ্জিত করিয়া পাল্কীতে চড়াইয়া দিল। সীতা প্রেমময় রামচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া পাল্কীতে উঠিলেন। রাক্ষসবেষ্টিত হইয়া সীতা যখন আসিতেছিলেন তখন রাম বলিলেন,—সীতাকে হাঁটাইয়া আনা হউক যাহাতে ভালুক কপি প্রভৃতি সকলে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে। সীতাকে পূর্ব্বেই রামচন্দ্র অগ্নিতে রাখিয়াছিলেন এবার আগুন সাজাইয়া সেই বাহিরের অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সীতার অন্তরাত্মা অগ্নিপরীক্ষার পূর্ব্বেই পবিত্র ছিল এবার বাহ্য অগ্নিপরীক্ষা মাত্র করা হইল। এজন্য কিছু দুর্ব্বাক্য রামচন্দ্র সীতার উদ্দেশ্যে বলিলেন,—সেকথা শুনিয়া রাক্ষস-নারীরা খেদ করিতে লাগিল।

সীতা লক্ষ্মণকে আগুন জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন সেই অগ্নিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে সীতা প্রবেশ করিয়া আত্মপরীক্ষা প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ সীতার বিরহ, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রহিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের কথার কোন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিলেন না। লৌকিক কলঙ্ক ও তাহার ছায়া পর্য্যন্ত আগুনে ভস্মীভূত হইল। প্রভুর এই আনুষ্ঠানিক কার্য্যতত্ত্ব সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলেন, জানকী সহিত রামের অতুল শোভা দেখিয়া ঋক্ষ ও কপিগণ প্রসন্ন হইল এবং 'রঘুপতি জয়' উচ্চারণ করিল।

তার পর মাতলি সারথি রঘুনাথের আজ্ঞা লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। স্বার্থপরায়ণ দেবতারা আসিয়া এমন ভাবের কথা বলিল যেন তাহারা পরমার্থী। দেবতারা রঘুনাথের দয়ার প্রশংসা করিল। ব্রহ্মা স্তুতি করিলেন,—"তুমি অবিনাশী ব্রহ্ম, সদা একরস (শান্ত), অখণ্ড, অগুণ, জন্ম, পাপ ও রোগ রহিত, ভয়হীন, তোমার শক্তি অব্যর্থ।" তুমি করুণাময়, তুমি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারে শরীর ধারণ করিয়াছিলে। দেবতাদের দুঃখনাশার্থ ভিন্ন শরীর ধারণপূর্ব্বক তাহা করিয়াছ। রাবণ পাপের মূল, দেবদ্রোহী. কামী, লোভী, অহঙ্কারী, ক্রোধী রাবণকেও তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়াছ ইহাতে আমরা বিস্মিত। আমরা উত্তম অধিকারী হইয়াও সংসার প্রভাবে মত্ত। শরণাগতকে রক্ষা করা তোমার কাজ। দেবতা ও সিদ্ধগণ দণ্ডায়মান হইয়া রামচন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন,—"রাম! তুমি গুণসাগর, বিজ্ঞ, তোমার যশ পবিত্র ও অনন্ত, ভক্তের আনন্দদাতা, ভয় দূরকারী, ক্রোধহীন, অসীম গুণশালী, উদার, রঘুবংশের ভূষণ, দীন বিভীষণকে রাজা করিয়াছ, তোমার

বাহুর বল প্রচণ্ড, দুষ্ট দমনে তুমি অদ্বিতীয়, সংসার হইতে মুক্তি দিবার জন্য তুমি সদা সচেষ্ট, কামনাজাত দোষ নাশ করিতে কেবল তুমিই পার। দেবতা জীবনেও ঠিক্ একারণ তোমার প্রতি ভক্তি ছাড়িয়া তাহারাও সংসারসুখে মত্ত থাকে। তুমি আমাদিগকে ভেদ বুদ্ধি দাও যাহাতে দুঃখকে সুখময় মনে করিয়া মত্ত না থাকি, সেই বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখ। তুমি দুষ্টদমনকারী পৃথিবীর শোভা-স্বরূপ। শিব-ভবানীও তোমার পাদপদ্ম সেবা করে। যাহাতে তোমার পাদপদ্মে অহেতুক প্রেম থাকে তাহার ব্যবস্থা তুমি কর। রামের মুখ দেখিয়া তাঁহাদের তৃপ্তির আর শেষ হইল না, তাঁহার নিকট ভেদ ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। যাহাতে দুঃখকে সুখ মনে করিয়া সংসারে না লিপ্ত হই—সেকথা বলিলেন।

সেই অবসরে দশরথ সেখানে আসিলেন। প্রভু লক্ষ্মণের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, পিতা আশীর্ব্বাদ দিলেন। পিতার আশীর্ব্বাদের ফলে তিনি যে রাক্ষসরাজকে জয় করিয়াছেন তাহাও বলিলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া দশরথের আনন্দ হইল ও তাঁহার চোখে জল আসিল তিনি রোমাঞ্চিত হইলেন। তখন রঘুপতি পিতার প্রেমপিপাসা মিটাইয়া স্থায়ী জ্ঞান দান করিলেন। কেন না পূর্ব্বে দশরথের রামের প্রতি ভেদভক্তি ছিলনা। ঈশ্বরকে নিজ হইতে পৃথক্ জ্ঞানে ভজনা করার নাম ভেদভক্তি। সগুণের উপাসক যাঁহারা মোক্ষকামী নন, রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে ভেদভক্তি দেন, (ইহাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব)। প্রভুকে প্রণাম করিয়া দশরথ আনন্দিত মনে দেবলোকে গেলেন। তখন ইন্দ্র রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন—শোভার আলয় রামচন্দ্র! তোমার জয় হউক, তোমার কার্য্যে দেবতারা কৃতার্থ হইয়াছে, তোমার মহিমা অপার ও উদার, লঙ্কাপতি বিশেষ গর্ব্বিত ছিল। সে মুনি, সিদ্ধ, পক্ষী, মানুষ সকলের সহিত শত্রুতা সাধিয়াছে। তাহার ফল সে পাইয়াছে, আমার অভিমান ছিল আমার সমান কেহ নাই। তোমার পাদপদ্ম দেখিয়া আমার অভিমান চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। কেহ নির্গুণ ব্রহ্মার উপাসক কিন্তু আমার কাছে সগুণ রামচন্দ্র সর্ব্বোত্তম। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ আমার হৃদয় আকাশে তুমি উড্ডীন হও। আমাকে তোমার প্রতি ভক্তি দাও। তোমাকে প্রণাম, তুমি দেবগণের আনন্দের দাতা, তুমি মানব দেহ ধারণ করিয়াছ বটে কিন্তু ব্রহ্মা শঙ্করাদি তোমাতে স্তুতিপর। এখন আদেশ কর আমার কি কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র বলিলেন—যাহারা আমার উপকার জন্য প্রাণ দিয়াছে সেই কপিঋক্ষদলকে বাঁচাইয়া দাও। ইন্দ্র অমৃতবৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে বাঁচাইয়া দিলেন। রাক্ষসেরা কিন্তু বাঁচিল না কারণ তাহাদের মন রামময় হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের সংসার বন্ধন ছিল না। অতঃপর শঙ্কর রামচন্দ্রকে স্তুতি করিলেন—তুমি সগুন ও নির্গুণ, ভ্রমরূপ তম নাশ করিতে তুমি সূর্য্যস্বরূপ, কামক্রোধাদি রিপুহস্তি-নাশে তুমি সিংহস্বরূপ, ভক্তের মানসকাননে তোমার-বাস। বিষয়-বাসনা কমলবনে তুমি তুষার, তুমি উদার ও মনের অতীত. মন দিয়া তোমাকে বোঝা যায় না। তুমি সংসার সমুদ্রের আশ্রয়, হে দীনবন্ধু! তুমি শরণাগতের দুঃখ দূর করিয়া তাহাকে রাজা কর। মুনিগণের সন্তোষদাতা, পৃথিবীর শোভা ও ভয়হারী ও তুল সীদাসের

প্রভু কোশলপুরে রাজ্যাভিষেকের সময় তোমার চরিত দেখিতে পুনঃ আসিব। অতঃপর বিভীষণ আসিয়া রামকে বিনীত প্রার্থনা জানাইলেন,—হে প্রভু! তুমি আমার উপর অশেষ করুণা করিয়াছ। আমি নীচজাতি, আমার গৃহে একবার পদার্পণ কর। ধনভাণ্ডার-আদি সম্পৎ কপি ও ঋক্ষগণকে যথেচ্ছ-পরিমাণে দান কর। আমাকে তোমার নিজের করিয়া লও, আমাকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাতে চল। ইহাতে রামচন্দ্রের দুই বিশাল চক্ষু ভরিয়া উঠিল। তখন রামচন্দ্র বিভীষণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—ভাই বিভীষণ! তোমার ধন গৃহ সব আমার বটে কিন্তু ভরতের কথা স্মরণ করিয়া আমার এক নিমেষ এক কল্পের মত মনে হইতেছে। সে তপস্বীর বেশে কৃশ-শরীর হইয়া নিরন্তর আমাকে জপ করিতেছে, আমাকে তাড়াতাড়ি পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা কর। ১৪ বৎসর পূর্ণ হইবার পর যাইলে আমি আর তাহাকে জীবিত দেখিতে পাইব না। ভরতপ্রেম স্মরণ করিয়া প্রভু রামচন্দ্র পুলকিত হইলেন ও বলিলেন,—তুমি কল্পকাল লঙ্কায় রাজত্ব কর তারপর সাধুরা যেখানে স্থান পান, তোমার স্থান সেখানে হইবে। তখন বিভীষণ প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিলেন। বাড়ী হইতে পুষ্পক রথে মণি বস্ত্রাদি লইয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন। বিভীষণকে প্রভু বলিলেন—তুমি বিমানে চড়িয়া এই সকল মণিবস্ত্রাদি প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ কর। যাহার যাহা ভাল লাগিল সে তাহা লইল। ঋক্ষ-কপিরা বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া রামচন্দ্রের নিকট আসিলে রামচন্দ্র হাসিতে লাগিলেন ও বলিলেন,—তোমাদের বলেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, দুষ্ট হত হইয়াছে, বিভীষণ রাজ্য পাইয়াছে, এখন তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও। প্রভুর কথাতে সকলে প্রেমমগ্ন হইল। নিষ্পলকনেত্রে রামের দিকে চাহিয়া রহিল কোন কথা বলিতে পারিল না। সকলকে তিনি বিমানে চড়াইলেন এবং ব্রাহ্মণচরণে প্রণতি জানাইয়া উত্তর দিকে বিমান চালাইলেন। 'রঘুবীর জয়' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হইল। রামচন্দ্র সীতাসহ বিমানযাত্রা কালে যেখানে যে সকল ঘটনা যুদ্ধকালে ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে করিতে চলিলেন; সীতাকে কুম্ভকর্ণ ও রাবণের মৃত্যুক্ষেত্রও প্রদর্শন করাইলেন। ত্রিবেণী ও অযোধ্যাকে প্রণাম করিয়া সেখানে পথিমধ্যে দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে চলিতে লাগিলেন। অতঃপর হনুমানকে বলিলেন,—অযোধ্যাতে ভরতকে পূর্ব্বে সংবাদ দাও ও তাহার সংবাদ লইয়া আইস। হনুমান চলিয়া গেল। প্রভু পথিমধ্যে অগস্ত্যের আশ্রম, চিত্রকুটের আশ্রম, ত্রিবেণী ও ভরদ্বাজাশ্রম প্রভৃতি দর্শন করিয়া নিষাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। নিষাদ প্রভুর সংবাদ পাইয়া প্রেমাকুল হইয়া দৌড়াইয়া আসিল। সে নৌকা আনিয়া প্রভুকে পার করিবার ব্যবস্থা করিল। সীতা গঙ্গার পূজা করিলেন এবং গঙ্গাতীরে গুহক নৌকা লইয়া উপস্থিত হইল। সীতার সহিত প্রভুকে দেখিয়া নিষাদের আনন্দ আর ধরে না। তাহার দেহবুদ্ধি যেন বিলুপ্ত হইল, সে মাটিতে পড়িয়া গেল। রামচন্দ্র নিষাদকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিলে নিষাদ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণামপূর্ব্বক বলিল যে আপনার দর্শনই আমার সকল কুশলতা।

পরিশিষ্ট

রামচরিতমানস—ভাষাপ্রবেশ

ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ও অতীতকাল সমাপিকা ক্রিয়াবিশেষত্ব (স্বরান্ত ক্রিয়া)

চতুষ্পদী ছন্দ রচনাকালে গোস্বামী মহোদয় যেখানে ভাবাবেগ অধিকতর ভাবে প্রকট করিয়াছেন সেখানে স্বরান্ত ক্রিয়াপদের বিশেষত্ব নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রহ্যো—রহিল ; বঢ়্যো—বাড়িল ; কহ্যো—কহিল ; কিয়ো—করিল ; লহ্যো—লইল ; কর্‌য্যো—করিল ; মার্‌য্যো—মারিল ; লিয়ো—লইল ; দই—দিল ; নই—নিল ; গয়ো—গেল ; নির্বহে—রক্ষা পাইল ; ভয়ে—হইল ; কিয়ে—করিল ; গয়ে—গেল ; রহে—রহিল ; কহে—কহিল ; পড়ে—পড়িল ; পায়ে—পাইল ; উপজয়ে—জন্মিল ; অপডরে—ভয় পাইল ; করৈ—করিল ; ভরৈ—ভরিল ; লহৈ—লইল ; কহৈ—কহিল ; হনৈ—আঘাত করিল ; ভনী—বলিল ; লহী—লইল ; হরী—হরণ করিল ; গ্রসে—গ্রাস করিল ; ত্রসে—ভয় পাইল ; হঁসে—হাসিল ; কসমসে—বাহিরে আসিল ; কহা—বলিল ; কহী—কহিল ; নেবারই—নিবারণ করিল ; নিহারই—দেখিল ; লেখই—লিখিল ; দেখই—দেখিল ; সোহই—শোভা পাইল ; মোহই—মোহিত হইল ; ডারই—ফেলিল ; হারই—হারিল ; ভরে—পূর্ণ হয় ;

চহৌ—চাহিতেছি ; কহৌ—কহিতেছি ; বহে—বহিলেন ; লহে—লইলেন ;

কহহিঁ—কহিবে ; সুনহিঁ—শুনিবে ; গাবহীঁ—গাহিবে ; উতারহীঁ—পার করাইব ; পখারিহী—ধুইব ; সিধাবহীঁ—সোজা যাইবে ; মাগহী—প্রার্থনা করিল ; চোরহীঁ—চুরি করিল ; সুনাবহীঁ—শুনাইল ; পাবহীঁ—পাইল ; গাবহীঁ—গাইল ; ডারহীঁ—ফেলিল ; পচারহঁ—প্রচার করিল ; বোলহীঁ—ডাকিল ; আনিহৈ—আনিবে ; বখানিহৈ—ব্যাখ্যান করিবে ; গাইহৈঁ—গাহিবে ; পাইহৈঁ—পাইবে ; অনুরাগহী—প্রীতি সম্পাদন করিল ; রচী—রচনা করিল ; গিরে—পড়িল ; ফিরে—ফিরিল ; হনে—হত্যা করিল ; তরী—মুক্তি পাইল ; ভায়উ—ভাল লাগিল ; গায়উ—গাহিল ; ভাগহী—পলাইল ; খেলহী—খেলিল ; মেলহি—মিলিল ; ছীজহী—নষ্ট হইল ; রাজহীঁ—বিরাজ করিল ; গাজহী—গর্জ্জন করিল ; পুকারহী—চীৎকার করিল ; পোহহী—ঢাকিল ; খচী—খচিত ছিল ; রচ্ছহীঁ—রক্ষা করিলেন ; গুঞ্জরহীঁ—গুঞ্জরণ করিল ; হুঙ্কারহীঁ—হুঙ্কার করিয়া ডাকিল ; তোরহীঁ—ভাঙ্গিল ; ধারী—ধরিলেন ; রহী—রহিলেন ; ভচ্ছহীঁ—ভক্ষণ করিলেন ; দিয়ো—দিলেন ; লিয়ো—লইলেন ; হয়ো—হত্যা করিল ; পাইহোঁ—পাইবেন ; আইহোঁ—আসিবেন ; লহৈ—লইলেন ; কহৈ—শিক্ষা দিলেন ; ভনে—বলে ; গাবা—গায় ; নসাবা—নাশ করে ;

কস্যো—কসিল ; লস্যো—শোভিল ; পর্‌য্যো—পড়িল ; ভর্‌য্যো—ভরিল ; ভন্যো—বলিল ; হন্যো—হত্যা করিল ; সজে—সাজিল ; নিরখন্তি—দেখিল ; জরে—জ্বলিল ; জয় জএ—জয় জয় উচ্চারণ করিল ; পাএঁ—পাইলেন ; পিআএ—পান করিলেন ;

৩য় খণ্ড ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১১	৮	দুখঃ	দুঃখ
৫১৭	১৯	সরযুর	সরযূর
৫৩৬	২২	তুণীর	তূণীর
৫৪৯	১১	কভূ	কভু
৫৪১	১৪	প্রভুর	প্রভুর
৫৮৩	১	ঊর্দ্ধে	ঊর্দ্ধে
৫৮৪	৩০	যু.গ্মরে	যুগ্মেরে
৫৮৫	২৯	প্রভূ পরবণ	প্রভু পরবশ
৫৮৭	২০	করি' করে	ধরি' করে
,,	২১	হত মুনিগণে	তথা মুনিগণে
৫৯৫	১২	লোকলোহে করে	লোকলোহে যেন করে
৬০৯	২২	না হ.ব ভুবনে	না হবে ভুবনে
৬১৩	২৯	পভূ গতি	প্রভু-গতি
৬১৫	২৬	প্রভূ	প্রভু
৬১০	২৫	সমলে	সকলে
৬২২	৭	উঁথলি	উথলি
৭২৫	৩৬	সময়োচত	সময়োচিত
৬৩০	১০	ভুচ্ছয়ে	তুচ্ছয়ে
,,	৩১	বণিতে	বর্ণিতে
৬৩১	২৪	দুঃখ	দুঃখী
৬৩৩	২৩	সময়ো'চিত্ত	সময়োচিত
,,	২৫	শ্লীল	শীল
৬৩৪	১৭	যথার্গ	যথার্থ
৬৩৭	২৯	অগস্ত্য	অগস্ত্য
৬৪১	১২	মামি	আমি
৬৫১	২৩	ঋবিতে	কহিতে
৬৫৯	২৪	ম্লান	স্নান
[illegible]	১৬	যদি	যদি

৬ষ্ঠ খণ্ড ভ্রমসংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৬৭	১০	কহিভে	কহিতে
৬৬৯	২৬	তুণীর	তূণীর
৬৭১	১০	ধর্ম্ম, ব্রত, নিয়ম ও একই সাধন	ধর্ম্ম, ব্রত ও নিয়ম একই নারীর
,,	,,	পতির চরণ	চরণ পতির
৬৭৩	২৬	হেরি সে রামে করে প্রণিপাত	হেরিলে রাম করেন নিপাত
৬৭৮	১১	তীব্রতর্কদ্বন্দ্ব	তীব্রতর্কদ্বন্দ্বশমে
৬৮১	৮	স্মিত	স্মিত
৬৮২	১২	সুখী	সুখী
৬৮৩	১৫	ঈশ নাহি গণে	ঈশে নাহি জানে
৬৯৪	৬	প্রভু করে	প্রভু-করে
৬৯৫	২৪	আসিরা	আসিয়া
৭০১	৮	গৃধ্ররাজ	গৃধ্ররাজ
৭০৭	৩	হরি	হেরি
,,	৩০	ভক্তিহীন নর	ভক্তিহীন নরে
৭০৮	২৭	মষ্ঠ দমে শীলে কর্ম্মে বহুশ বিরতি	দমে শীলে প্রীতি বহু করমে বিরতি
,,	,,	নিরন্তর সাধুজন	ষষ্ঠ সদা সাধুচিত
৭০৯	৩	নবমে সরল	নয়ে সরলতা
,,	১৫	হরিপদে লীন হও যেথা হ'তে	হরিলীন হও যেথা হ'তে কেহ
৭১০	১৩	মম পিছু নিতে	মম পিছু পুন নিতে
৭১২	৮	কামুক জনের এই দেখান দীনতা	কামি-জনে শক্তি দেন দেখা'লে দীনতা
৭২৭	২২	ধরিল	ধরিল
৭৩৫	১৪	আমি	আজও
৭৩৬	৪	যে	যেই
,,	,,	পরগতি	পরা গতি
৭৪১	২	সঙ্গে	কুসঙ্গে
,,	২৮	করম যার আশ্রমী চারি	কর্ম্ম চতুর্থাশ্রমাচারী
৭৪৭	২০	কথা নিজ কলেবর	নিজ কলেবর-কথা
৭৪৯-৭৫২	২৫	দোহা—২৯ দোহা	(বিন্যাস বিপরীত হইয়াছে)
৭৬২	২৮	কয়	কহিল
৭৬৯	৯	শুনিবে রাবণ বাণী	রাবণ বাণী শুনে
৭৭৪	২৭	তোর	তারে
৭৯৩	২৮	বস্	বল্
৭৯৫	২৩	জি জন	যে জন
৭৯৬	১১	নি,ল	নির্ম্মল
৭৯৮	১৪	মাৎসরতা	মৎসরতা

সচিত্র রামচরিতমানস অষ্টম খণ্ড

শ্রী

রামচরিতমানস প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়,

আমি ২১৲ টাকা। ভি, পি, খরচসহ ২৫৲ টাকা দিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া সাত খণ্ড পুস্তক লইয়াছি। ঐ টাকার রসিদসহ এই পুস্তকের শেষাংশে সংশ্লিষ্ট পরিচয় জ্ঞাপকপত্রও পাঠাইলাম। অষ্টম খণ্ড বিনা ব্যয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। আমার গ্রাহক নং

ইতি গ্রাহক

নাম—

ঠিকানা

পোঃ জেলা

প্রকাশকের ঠিকানা—

কবিরাজ শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য

১৭০।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন (গড়িয়া), কলিকাতা-৪৭

রামদাস কুটীর, প্রাকৃতিক আয়ুর্ব্বেদ মন্দির

রামচরিতমানস—৮ম খণ্ড

সমগ্র উত্তরকাণ্ড

প্রণেতা ও প্রকাশক
কবিরাজ

শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য

গোস্বামী তুলসীদাস-বিরচিত রামচরিতমানস মূল, (বঙ্গাক্ষরে), শব্দার্থ,
সারমর্ম্ম, ছন্দে বঙ্গানুবাদ, ভূমিকা ও টীকা-টিপ্পনী-সহ

চিরঞ্জীব স্মৃতি-মন্দির
'রামদাসকুটীর' ২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন (গাড়িয়া),
কলিকাতা-৪৭

৪।১।১, হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেনস্থ
লিখন প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত
১৩৭০ বঙ্গাব্দে পৌষ সংক্রান্তি দিবসে সমাপ্ত

বিনম্র নিবেদন

ভগবৎকৃপায় অষ্টম খণ্ড রামচরিতমানস প্রকাশিত হইয়া পুস্তক সমাপ্ত হইল। বার্দ্ধক্যের ক্ষুধা মিটাইতে ও পিতৃপ্রীত্যর্থ পুস্তক অধ্যয়ন ও প্রণয়ন আরম্ভ করি প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে। তাহার তৃপ্তি অনুভব করিলে পরিবেশনের প্রবৃত্তিবশতঃ প্রকাশন-প্রচেষ্টা করি। রামনামের মহিমাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এবং কতিপয় সজ্জনের কৃপা পাইয়া ইহার মুদ্রণকার্য্য বিলম্বিত হইলেও সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ভগবানের নিকট এবং অনুগ্রাহক সজ্জনগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পুস্তক সমাপনান্তে পরিবেশনের যে ত্রুটি কিছু হইয়াছে তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। লিপিকরপ্রমাদ কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। ভ্রমসংশোধনপত্র পুস্তকের শেষে সংযোজিত করিয়া তাহার জন্য ত্রুটি ক্ষালনে প্রয়াসী হইয়াছি। কিন্তু মুখ্য ত্রুটির সংশোধন হয় নাই। গোস্বামীর ন্যায় অকিঞ্চন ভক্তের প্রদত্ত দানকে গোগ্রাসে ভোজন জন্য পরিপাক যথারীতি হয় নাই। তাহা রোমন্থন করিয়া তাহার নিষ্পীড়িত পরিপক্ক ভক্তিরস হইতে দুগ্ধ উৎপন্ন না হইলে সে দুগ্ধের স্বাদ কখনও সুমধুর হয় না। সুতরাং ভক্তিদৃষ্টি লাঞ্ছিত হইলে যে ত্রুটি হয় তাহা হইয়াছে। একজন সাধারণ গৃহীর অনুবাদে এ অসুবিধা থাকিবেই। সুতরাং পাঠকগণ অনুবাদের সে ত্রুটি ক্ষমা করিবেন। ভক্ত বা সুধীগণ এরূপ ত্রুটি জানাইলে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব। যে সকল সুধী ও ভক্তগণ বিভিন্নভাবে আমার একার্য্যে সহায় হইয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমার হার্দ্দিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাসস্থান—	প্রাপ্তিস্থান—	ইতি বিনীত
চিরঞ্জীব স্মৃতিমন্দির	মহেশ লাইব্রেরী	প্রকাশক
রামদাস কুটীর	ও	শ্রীবিজয়কালী ভট্টাচার্য্য
২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন,	কলিকাতার	১৭।১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রিট,
গড়িয়া, কলি-৪৭	প্রধান প্রধান পুস্তকালয়	বউবাজার, কলিকাতা-১২

গুরু ব্র্হ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু র্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥



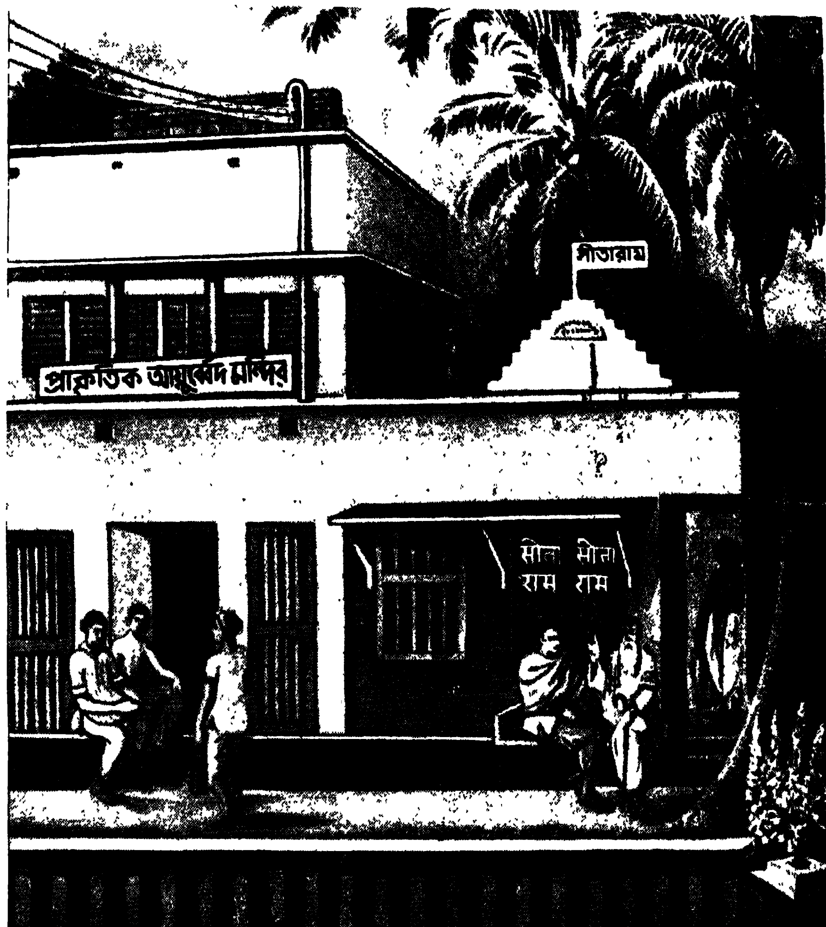
পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

একনিষ্ঠ রামভক্ত-
মানবকল্যাণ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথের
করকমলে অর্পিত হইল



শ্রীশ্রীরামজয়ন্তী উপহার।

—করকমলে অর্পিত হইল।



শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) শ্রীহিরণ্ময় ভট্টাচার্য্য (লণ্ডন)

শ্রীরামময় ভট্টাচার্য্য (আসানসোল) শ্রীকরুণাময় ভট্টাচার্য্য (লণ্ডন)

২০, বৈষ্ণবঘাটা লেন গড়িয়া, কলিকাতা—৪৭।

রামনবমী ৭ই বৈশাখ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ।

ভূমিকা

রামায়ণের শিক্ষা

বনাম

উমা-মহেশ্বর ও কাকভুষণ্ডী-গরুড় উপাখ্যান

তুলসীরামায়ণের বক্তা শিব শ্রোতা উমা বা পার্ব্বতী। এই রামায়ণ শিবের নিকট হইতে লোমপাদ মুনি শুনিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে কাকভুষণ্ডী শুনিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে গরুড় শুনিয়াছিলেন। সেই কথা যাজ্ঞবল্ক্য ভরদ্বাজকে শুনান; সেই কথা গোস্বামী তুলসীদাস তাঁহার গুরুর নিকট বাল্যকালে শুনিয়াছিলেন। সুতরাং এই রামায়ণ নামে মাত্র যাজ্ঞবল্ক্য-ভরদ্বাজ-সংবাদ বাস্তবিক ইহা উমা-মহেশ্বর-সংবাদ তথা ভুষণ্ডী-গরুড়-সংবাদ। পুস্তকের যেখানে সেখানে 'পার্ব্বতী শোন' বলিয়া শিব আরম্ভ করিতেছেন আবার 'গরুড় শোন' বলিয়া ভুষণ্ডী আরম্ভ করিতেছেন। অর্থাৎ একই উপাখ্যান দুই বক্তা কখন শিব কখন ভুষণ্ডী আর দুজন কুতুহলী প্রশ্নকর্ত্তা যথাক্রমে উমা ও গরুড়। বাল্মীকি রামায়ণের উপাখ্যান মূলতঃ এখানে বিবৃত হইলেও আনুপূর্ব্বিক ঘটনা একরূপ নহে। অধ্যাত্ম রামায়ণে উমা মহেশ্বরের প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গে একই মূল ঘটনা রামায়ণতত্ত্বসহ বিবৃত হইয়াছে আবার যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নির্ব্বাণ প্রকরণ পূর্ব্বভাগ যোড়শাদি কতিপয় সর্গে বশিষ্ঠ-ভুষণ্ডী-সংবাদে রামায়ণ তত্ত্বও বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং মূল বাল্মীকি রামায়ণ আশ্রয় করিয়া পৌরাণিক উপাখ্যান-বিশেষ হইতে এই রামচরিত মানসের উপাদান সংগৃহীত হইলেও তত্ত্বাংশে পার্থক্য আছে। কিন্তু অধ্যাত্মরামায়ণে বা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মুখ্যতঃ জ্ঞানতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। তুলসীরামায়ণে ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। ভুষণ্ডী কাকের বিবরণ উভয় পুস্তকে একরূপ বলা চলে। আবার আলোচ্য বস্তু তত্ত্বতঃ পৃথক্ বলা চলে। কারণ যোগবাশিষ্ঠে জ্ঞানতত্ত্বে আর তুলসী রামায়ণে ভক্তিতত্ত্বে উপসংহার।

তুলসী রামায়ণে ভুষণ্ডী কাকের বর্ণনা-ক্ষেত্র অনেক পরে। উমামহেশ্বর সংবাদেই তুলসী রামায়ণ ভরপুর। শিবের রামভক্তি দেখিয়া শিবের সহধর্ম্মিনী উমার পূর্ব্বজন্মে সতীনামে স্বামীর বাক্যে সংশয়, পরে সতীর সীতাবেশে রামকে ছলনা করিবার অপচেষ্টা এবং সেই অপচেষ্টাকে বা সত্যব্যাপারকে স্বামীর নিকট গোপন করার ফলে শিবের পত্নীর সঙ্গত্যাগ ও তপোমগ্নতা পরে শিবের অনিচ্ছাক্রমে সতীর দক্ষযজ্ঞে যোগদান; সেখানে শিবের অপমানে যোগাগ্নিতে সতীর দেহত্যাগ পরে হিমালয়-মেনকার কন্যারূপে পার্ব্বতী বা উমা নামে জন্ম, শিবকে স্বামিরূপে লাভের জন্য পার্ব্বতীর তপস্যা, শিবের সহিত উমার বিবাহব্যাপারে গুণাতীত শিবেরধ্যানভঙ্গ প্রচেষ্টায় মদনভস্ম অবশেষেনানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণপরিবেশে হরপার্ব্বতী বিবাহের কলাকৌশল, বরযাত্রীর এক বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবৃতি সহ সমগ্র বিবাহ ব্যাপার, বরকনে-বিদায় প্রভৃতি উপাখ্যানে বালকাণ্ডের বহুলাংশ পূর্ণ। পার্ব্বতীকে বহুপ্রকারে বহু অগ্নিপরীক্ষার পরে ও পুনর্জন্ম লাভের পরে শিবের সহধর্ম্মিনী হইতে হইয়াছে। স্বামীর

আত্মবিপর্য্যয়কে উপেক্ষা করিয়া শিবের ধর্ম্মকে নিজধর্ম মনে করিয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়া স্বামি-সাহচর্য্যকে বরণ করিতে হইয়াছে। কামনা-চরিতার্থতা অপেক্ষা ধর্ম্মজ্ঞানে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধনিরূপণ-তত্ত্বই শিবপার্ব্বতীতত্ত্বে তুলসী রামায়ণের বালকাণ্ডের গুরুত্বকে বৃদ্ধি করিয়াছে। উপযুক্ত প্রশ্ন করিবার অধিকারিণী হইবার জন্য পার্ব্বতীকেও তপস্যা করিতে হইয়াছে। রামতত্ত্বে প্রবেশ করিবার অধিকার যে কেবল বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা বিচার করিলে হইবেনা তাহার জন্য চাই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা পরমার্থদৃষ্টি—তাহা বুঝান হইয়াছে।

পরমার্থ দৃষ্টিতে রামতত্ত্ব বিচার শিব পার্ব্বতীকে মহাপুরুষের এই পরমার্থদৃষ্টিকে দেখাইতে বা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বজন্মে সতী পুণ্যবতী সাধ্বী ছিলেন। স্বামীর প্রতি প্রীতিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল অথচ ধর্ম্মজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অনুবর্ত্তন না করার জন্য তাঁহাকে দুর্ভোগও ভুগিতে হইয়াছিল যথেষ্ট সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে কেবল স্বামীর সহিত আচরণ-সৌষ্ঠব, বাহ্যদৃষ্টি বা মানুষের বাহ্য প্রীতিপূর্ণ আচরণ সব কথা নয়। বিশেষতঃ ধর্ম্মতত্ত্বে ভগবানের অপার বিভূতি অনুভব করিতে কেবল বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা বিচারে তত্ত্বের গহনাংশে প্রবেশ করা যায়না। সতীর অন্তরে স্বামীর প্রতি প্রীতির যে বীজ ছিল তাহা ক্ষুব্ধ হইয়াছিল পিতা দক্ষের যজ্ঞস্থলে সাবিত্রীব্রতী স্বামীর প্রতি পিতার অবমানন দেখিয়া। যখন সতী দেখিলেন পিতার যজ্ঞে শিবের যজ্ঞভাগ নাই তখন স্বামীর গুণের অবমাননা দেখিয়া তাঁহার অন্তরে ধিক্কার উপস্থিত হইল। জগতের আত্মা মহেশ্বর, তিনি জগৎপিতা, বিশ্বের হিতসাধন তাঁহার ব্রত। তাঁহার প্রতি অবমাননাতে সতীর অন্তর বিদ্রোহী হইলে তিনি যোগাগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন দিলেন। সতীর ধর্ম্মতত্ত্বের বীজ তখন অঙ্কুরিত হইল। পরবর্ত্তী জন্মে পতিধর্ম্মী হইয়া রামতত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিবার অধিকার পা'ন। পূর্ব্বে ক্ষুদ্র বীজরূপে তিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বজীবনের যে জ্ঞানের গভীরতা ছিলনা পরজন্মে তাহাও অনুভব করিয়াছিলেন। বাহ্য আচরণ অপেক্ষা অন্তরাত্মার যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি শিবের মধ্যে ছিল তাহাতে যখন তিনি বুঝিলেন যে শিব যোগী, অজ, অনবদ্য, অকাম ও অভোগী তখন তিনি কায়মনোবাক্যে প্রীতির সহিত শিবের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। মদনভস্মের রূপক ছলে স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধ বিচারে বাহ্য রূপের বা কামের ক্ষেত্র অপেক্ষা ধর্ম্মের ক্ষেত্র যে আরো মহান্ তাহা প্রত্যক্ষ করাইয়া শিব পার্ব্বতীর জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিলেন। অঙ্কুর বৃক্ষের রূপ গ্রহণ করিল। এই জন্য ভারতের আদর্শ স্ত্রী পার্ব্বতী। এই আদর্শরক্ষাদ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধের মধুরতার পূর্ণতা আসে তাহা গোস্বামী মহোদয় হর ও পার্ব্বতীর বিবাহচ্ছলে প্রকট করিয়াছেন। তাই এদেশে শিবের মত স্বামী লাভের জন্য ব্রতানুষ্ঠান বা শিবপূজা নিত্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। পার্ব্বতী প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইয়া রামতত্ত্বের গহনে প্রবেশ করিতে পুনঃ পুনঃ শিবকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং শিব তাহার উত্তর দিতেছেন। গোস্বামী মহোদয়ের ভুবণ্ডী-গরুড়-সংবাদ ও যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ভুষণ্ডী-বশিষ্ঠ-সংবাদে কিছু মিল থাকিলেও কালোপযোগী ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে এখানে গরুড়-কাকভুষণ্ডীর প্রশ্নোত্তর অবতারণা করা হইয়াছে।

গরুড়ের রামতত্ত্বের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে স্বামি-স্বরূপে পাইবার যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা শিবের অজানা ছিল না। পূর্বকথা স্মরণ করাইয়া শিব পার্বতীকে বলিতেছেন,—দক্ষযজ্ঞে তোমার দেহত্যাগের পরে আমার হৃদয়ে শোক হইল। তোমার বিয়োগে বড় দুঃখ অনুভব করিলাম। বিরাগবশে সুন্দর, বন, গিরি, নদী প্রভৃতি ঘুরিতে লাগিলাম। সেই সময় সুমেরু পর্বত হইতে দূরে এক নীল পর্বতে এক কাকভুশুণ্ডীর সন্ধান পাই। সে পর্বতের উপর গাছের তলায় ধ্যান করে। জপ যজ্ঞ করে, হরিভজন ব্যতীত তাহার অন্য কাজ নাই। সে গাছের নীচে বসিয়া হরি প্রসঙ্গে আলোচনা করে। বিচিত্র রামচরিত সে গান করে আর বহু মরাল তাহা শুনে। আমি তখন মরাল দেহ ধারণ করিয়া সেই কাকের নিকট হইতে রামতত্ত্ব বুঝিয়া পুনরায় কৈলাসে আসিতেছিলাম, পথে গরুড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ। রামতত্ত্ব সম্বন্ধে গরুড়ের মোহ ও সংশয় ছিল। প্রসঙ্গক্রমে শিব উমাকে বলিলেন —তুমি রামের সম্বন্ধে যে জাতীয় সংশয় পোষণ কর অনুরূপ সংশয় গরুড়েরও ছিল। গরুড়ও কাকভুশুণ্ডীর নিকট রামসম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করিয়াছিলেন। এইবার কাক-ভুশুণ্ডী ও গরুড়ের কথা বলিতেছি শুন,—যখন রঘুনাথ ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধের খেলা খেলিতেছিলেন সে সময় তিনি ইন্দ্রজিতের হাতে বাঁধা পড়েন। সেই নাগপাশ কাটিবার জন্য নারদ গরুড়কে পাঠান। সর্পভক্ষক গরুড় নাগপাশের বন্ধন কাটিবার পর চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার মনে বিচার উপস্থিত হইল,—শুদ্ধ ব্রহ্ম, মায়াতীত পরমেশ্বর যিনি অবতার হইয়াছেন তাঁহার নিজের কিছু শক্তি নাই, তুচ্ছ রাক্ষস তাঁহাকে বন্ধন করিল, এই বিষয়ে মনে বহু তর্ক উঠিবার পর গরুড় নারদের নিকট সংশয়ের কথা বলেন। তখন সে কথা শুনিয়া নারদ তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন,—রামের মায়া বড় প্রবল, সে মায়া জ্ঞানিগণের চিত্ত চুরি করে। সে মায়া আমাকে অনেকবার নাচাইয়াছে সেই মায়া তোমাকেও পাইয়া বসিয়াছে। তখন গরুড় ব্রহ্মার নিকট নিজ সংশয়ের কথা জানাইল। ব্রহ্মাও নারদের মত হরি-মায়ার অসামান্য প্রভাবের কথা জানাইয়া বলিলেন,—উহা আমাকেও অনেকবার নাচাইয়াছে। তবে আরো বলিলেন,—মহেশ্বর রামের শক্তির কথা জানেন। তখন কাতর হইয়া গরুড় যখন শিবের নিকট যাইতেছিল তখন কৈলাসের পথে শিব যাইতেছিলেন। শিব বলিলেন,—দীর্ঘদিন সাধুসঙ্গ কর তাহার পর রাম-কথা শুনিলে ব্যাপার ঠিক্ বুঝিতে পারিবে। এই সাধুসঙ্গ প্রসঙ্গে কাকভুশুণ্ডির পরিচয় প্রদান করিয়া শিব তাহার নিকট গরুড়কে যাইতে বলিলেন। সৎসঙ্গ মোহনাশের শ্রেষ্ঠ উপায়। মোহনাশে রামপদে ভক্তি হয়। ভক্তি না হইলে যোগ, জপ জ্ঞান, বৈরাগ্যের বোধ। প্রভৃতি দ্বারা চিন্-তত্ত্ব জানা যায় না। গরুড়ের নিশ্চয় অভিমান হইয়াছিল; কারণাভিমান তাহা চূর্ণ না করিলে ভক্তির উদয় হইবে না, তাহা শিব তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন। যেহেতু গরুড় পক্ষিরাজ সেজন্য পক্ষীর ভাষা বুঝিতে কাকভুশুণ্ডীর কাছে ব্যাপারটি সুবিধাই হইবে। তখন শিব তাহাকে কাকভুশুণ্ডির নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানিতে বলিলেন।

গরুড় কাকভূষণ্ডীর কাছে শিবের কথামত উপস্থিত হইলেন এবং রামকথা শুনিতে উৎসুক হইলেন।

রামায়ণের শিক্ষাতে গরুড়ের সংশয়নাশ কাকভূষণ্ডী সবিস্তারে আদ্যোপান্ত রামের জন্ম হইতে রাবণবধ পর্য্যন্ত সকল বর্ণনা করিল। যেমনটি রামায়ণে বর্ণিত আছে তাহা বুঝাইলে রামের অদ্ভুত চরিতকথা গরুড়কে মুগ্ধ করিল এবং গরুড়ের রামচরণে ভক্তি হইল এবং নিজের মোহজন্য কুণ্ঠা বোধ করিল। মোহের প্রশ্নে কাকভূষণ্ডি বলিল কে না মোহের অধীন? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য সকলই মায়ার পরিবার। শিব-ব্রহ্মাও ইহার হাত হইতে মুক্তি পান না। এই মায়া পরিবারের সহায়ক হইতেছে দম্ভ, কপটতা ও ভণ্ডামি। একমাত্র রামকৃপাতে এই মায়া পরিবারের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। প্রভু রাম নির্গুণ, নির্দম্ভ, নির্ম্মল, মোহশূন্য, নিরঞ্জন ও করুণাধার। ভক্তের জন্য তাঁহার রাজার দেহ ধারণ। সাধারণ মানুষের মত থাকিয়া পবিত্র জীবনযাপনই তাঁহার কর্ম্ম। সকলই তাঁহার নটের বেশ। কোনটাই তাঁহার নিজের নয়। মায়ায় বশীভূত ব্যক্তি নিজের অজ্ঞতা রামের উপর আরোপ করে। তখন কাকভূষণ্ডি রামচন্দ্রের বাললীলাতে তাঁহার সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহার পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলিল,—এক সময় আমি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উড়িয়া গেলেও বালক রামকে আমার পিছু পিছু চলিতে দেখিয়াছি। প্রত্যেক ভুবনে ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মুনি, দিক্‌পাল ও পশুপক্ষী থাকিলেও এবং সৃষ্টিবৈচিত্র্য ভিন্ন হইলেও রাম প্রভু এক ও অনন্য। অনেক ব্রহ্মাণ্ড শত কল্প ধরিয়া ঘুরিয়া তাঁহার মধ্যেই অনন্ত ভুবন আছে প্রত্যক্ষ করিয়া আমি অভিভূত হইলাম। একবার বর দিতে চাহিলে কাকভুষুণ্ডি ভক্তিবর প্রার্থনা করিয়াছে বলিল। ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এসকলের মূল হইল ভক্তি। ব্রহ্মা স্বয়ং ভক্তিহীন হইলে সাধারণ জীবের মত রামের প্রিয় হন। আর অতি নীচ প্রাণীও ভক্তিমান্ হইলে সে রামের প্রাণপ্রিয় হয়। কাকভূষণ্ডির সার কথা হইল—ভগবান ভাবের বশীভূত, তিনি সুখের আশ্রয় ও কৃপাধার। মদ, মান ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। তখন গরুড় কাকভূষণ্ডির ইতি-কথা জানিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কিসের বলে কাল তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। তখন কাকভূষণ্ডি গরুড়কে তাহার প্রথম কল্পের জীবনকথা পরিচয় দিল এবং বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মতত্ত্বের যে পরিচয় দিল তাহাতে কলিকালের এক বিকৃত রূপের পরিচয়ে কহিল,—এযুগে সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মবিগর্হিত কাজ অনুষ্ঠিত হইতেছে। চারি বর্ণধর্ম্ম ও চারি আশ্রম লুপ্তপ্রায়। হরিভক্তি লুপ্তপ্রায়, এখন যোগী ও সন্ন্যাসী ধনী, গৃহী দরিদ্র, দুর্নীতিতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। সকল স্তরের লোক কদাচারী। কলিযুগে কপটতা, ভেদ, দম্ভ, দ্বেষ ও ভণ্ডামির প্রভাবই খুব বেশী। রামচরণে প্রীতি এই সকল দুর্নীতি হইতে রক্ষার উপায়।

অধিকার-ভেদে জ্ঞান ও ভক্তি-ভেদ রহস্য অবশেষে গরুড় জ্ঞান ও ভক্তির প্রভেদ কোথায় এ প্রশ্ন করিল। উত্তরে ভুষণ্ডি বলিল,—মূলতঃ দুইটির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

জ্ঞান ও ভক্তি— দুইই সংসারজনিত দুঃখ দূর করে। তবে কি জ্ঞান—মায়ী হইল বিষ্ণু-মায়া। তাহার হাত হইতে মহাজ্ঞানীও মুক্তি পায় না। মায়া ও ভক্তি দুইই স্ত্রীবর্গমধ্যে গণ্য। রঘুপতি ভক্তির প্রতি অনুকূল তার জন্য মায়া তাঁহা হ'তে ভয় পায়। ভক্তির নিকট মায়া সঙ্কুচিত হয়। মায়ার বন্ধন বড় কঠিন। এই মায়ার বন্ধনেই জ্ঞানী জীবও সংসারী হয়। জ্ঞানের বিষয় বুঝা কঠিন, বলা কঠিন, উহার সাধনাও কঠিন। হরিভক্তিতে মোক্ষ সুখ ত থাকেই মায়াও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। একমাত্র ভক্তিতে সংসার বন্ধনের মূল অজ্ঞানের নাশ যত সহজে সাধারণ অধিকারীর পক্ষে হয় জ্ঞানপথে তেমন হয় না; রঘু-বীরের প্রতি সেব্য-সেবক ভাবেই সকল দুঃখের অবসান হয়। অতঃপর গরুড় ভুষণ্ডীর নিকট আর সাতটি জটিল প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিল। এইভাবে সকল সংশয়ের নিরসন করিয়া কাকের নিকট দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া হৃদয় রঘুবীরের নিকট রাখিয়া গরুড় বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল। শিব উমাকে কাকভুষণ্ডী গরুড়ের সকল বৃত্তান্ত বলিয়া কহিলেন,—'উমা! সেই কুল ধন্য, জগৎপূজ্য ও পবিত্র যে কুলে বিনীত ও রঘুবীরভক্ত জন্মগ্রহণ করে।'

গোস্বামী তুলসীদাসের রামায়ণ-ব্যাখ্যান কালোপযোগী ভক্তিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামচরিত আশ্রয় করিয়া তিনি ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই তত্ত্বের উদ্গাতা হইয়াছেন শিব ও কাকভুষণ্ডী এবং বিশ্লেষণাত্মক প্রশ্ন করিয়াছেন উমা ও গরুড়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, জাতীয়তা, ও মানবতাকে শিক্ষাদান জন্য এই তত্ত্ববিশ্লেষণ রামায়ণ আশ্রয়ে করা হইয়াছে। বাল্মীকিরামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ ও অধ্যাত্মরামায়ণ স্ব স্ব কালের উপযোগী তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই কালের উপযোগী ব্যাখ্যান এই তুলসীরামায়ণে উমা-মহেশ্বর ও ভুষণ্ডি-গরুড় উপাখ্যানের মাধ্যমে গোস্বামী ভক্তিতত্ত্ববিশ্লেষণদ্বারা নিষ্পন্ন করিয়াছেন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের ভুষণ্ডী জ্ঞানতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। রাম-বশিষ্ঠ-সংবাদে সেখানে ভুষণ্ডীর উপাখ্যান বিবৃত করা হইয়াছে। এখানে শিব-উমা-সংবাদে ভুষণ্ডীকাকের কথা বলা হইয়াছে এবং ভুষণ্ডী স্বয়ংও আত্মজীবনী পরিচয় প্রসঙ্গে ভক্তিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মধুর পরিবেশে জীবনকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিতে এই শিক্ষার প্রয়োজন কলিযুগে অপরিহার্য্য বলিয়া গোস্বামী মহোদয় এই উপাখ্যান দুইটির আশ্রয়ে রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বিশ্লেষণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর-কাণ্ডের সহিত ইহার মিল নাই।

আধুনিক সাহিত্যে রামায়ণের নিজস্ব স্থান—বেদাশ্রয়ী ভারতের ঐতিহ্য বলিতে কালজয়ী সংস্কৃতি—বেদাশ্রয়ী ধর্ম্ম ও সভ্যতা। ভারতের এই প্রধান অবদান সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ এবং যদুবংশের উপাখ্যান রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম দুই মহাকাব্যের ঐতিহাসিক অংশ কত, আর রূপকাংশ কত তাহা লইয়া তর্ক বিতর্কের অন্ত নাই। এমন কি সত্য কতটুকু আর কল্পনা কতটুকু তাহার মাপকাটি বা চুলচেরা ভাগ করিতে সমালোচকের অভাব নাই। বর্ণাশ্রম সমাজের গূঢ় রহস্য এই মহাকাব্য দুটিতে নিহিত। আদর্শ সমাজ গঠনে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও মানবতার ধারার মধ্যে যে সার্ব্বভৌমিকতা

আছে তাহার কালোপযোগী জীবন বা সমাজতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। যুগভেদ করিয়া এই দুই মহাকাব্যে সকল যুগের শিক্ষা সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। চারিটি যুগ যথা—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের বিশ্লেষণ করিতেই যেন ইহাদের কার্যকারিতা। ত্রেতাযুগের অবতার রামচন্দ্র, দ্বাপরের যদুবংশীয় শ্রীকৃষ্ণ। মহাভারত মহাসমুদ্র; তাহার ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণের মধ্যে ত্রেতাযুগের রামায়ণের স্থান আছে। তবু কিন্তু মহাসমুদ্রের কালোপযোগী বিশ্লেষণ সেই সেই কালের বক্তারাই করিয়াছেন। এযুগেও সাহিত্যরূপে তাহার সার্বভৌম স্থান বিশ্বের সর্বত্র হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের কালোপযোগী ব্যাখ্যাও বহু হইয়াছে। মহাভারতের কেবল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই যেন তাহার স্থান করিয়া মহাভারত-সাহিত্যের উজ্জ্বলতম মণিরূপে পৃথিবীতে সমাদর লাভ করিতেছে আর বাল্মিকী রামায়ণ আশ্রয় করিয়া মুখ্যতঃ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ ও রামচরিতমানস বিভিন্ন কালের বার্তা বহন করিতেছে। এই যুগের বার্তা বহন করিতে রামচরিতমানসের স্থান অনবদ্য। অধ্যাত্মরামায়ণে রামগীতাও আছে।

জীবনের দুর্ভেদ্য রহস্যকে উদ্ভেদ করিয়া তাহার আত্মসম্বন্ধে উপলব্ধি—পরিবারে বা সমাজে তাহা বিতরণ করিয়া যে পরিবেশে মানুষের সামাজিক জীবন ধন্য হয় তাহাই এই মহাকাব্যের কালোপযোগী ব্যাখ্যাতে প্রকট করা হয়। বস্তুতন্ত্রবাদমূলক সাহিত্য ভারতবর্ষের এই মহান্ ঐতিহ্যকে আজ বিসর্জন করিতেই যেন অতি ব্যস্ত হইয়াছে। সমাজের ও ব্যক্তির উচ্চতর পথে অভিযানের যে দিক্ তাহা কেবল জড় বিজ্ঞানের দিক্ আলোচনা, ব্রহ্মতত্ত্বের দার্শনিক বিশ্লেষণ হইতেও মানুষ গ্রহণ করে না। বিশেষতঃ এই যুগের বস্তুতন্ত্রবাদী বা বেদাশ্রয়ী বিজ্ঞানবাদী সমালোচনাতেই তাহার পরিসমাপ্তি করে; কোন এক আদর্শবাদী ভগবত্তাসম্পন্ন মহাপুরুষকে আশ্রয় করিয়া তাহা পালন করিতে চাহে না। সাহিত্যের ভাগবতী দৃষ্টিভঙ্গি চৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি তাঁহাদের জীবন বেদের মধ্য দিয়া বর্তমানযুগে প্রচার করিলেও তাহার সাহিত্যিক রূপ রামায়ণে যেমনটি সহজ আছে, আর কোন গ্রন্থে তেমনটি আছে বলিয়া মনে হয় না। একটি জীবনকে আশ্রয় করিয়া যে সহজ সরল জীবনের পরমার্থতা আছে তাহা বিভিন্ন যুগের ব্যাখ্যাকর্তা সহজ ও সরলতর করিতে চেষ্টা করেন। ইহাই রামায়ণের শিক্ষা। এই শিক্ষাতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ ধন্য হয়।

রামায়ণের এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে দৈনন্দিন জীবনে বা সমাজজীবনে প্রতিফলিত করিবার ধারাবাহিক ক্রম যতটা সহজ, সরল, সুখবোধ্য এবং চিত্তাকর্ষকরূপে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কোন গ্রন্থে করে কি না সন্দেহ। কালোপযোগী বিশ্লেষণ এই ব্যাপারটিকে আরো সহজ করিয়া তোলে। রামায়ণ বর্ণনা করিতে কলিযুগের প্রভাব বা বস্তুতান্ত্রিকতার সাময়িক জয়ের তত্ত্ব ব্যাখ্যাতার মুখ দিয়া প্রকাশ করা হয় যাহার জন্য উমা-মহেশ্বর বা কাকভূষণ্ডী-গরুড়ের আবশ্যকতা। প্রাচীন ঐতিহ্যকে কালোপযোগী সাহিত্যে রূপান্বিত করিয়া মনকে উন্নততর স্তরে উন্নীত করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া বিভিন্ন যুগের পৌরাণিকগণ বিবেচনা করেন। পাশ্চাত্যের বস্তুতন্ত্রবাদমূলক চিন্তাধারা ও সাহিত্য হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইহার প্রয়োজন ভারতে সর্বযুগে থাকিবে। আজ বস্তুতন্ত্রবাদীর

আকাশচুম্বী প্রাসাদোপরি বা তদূর্দ্ধে অধিরোহণের পথে যে জনসাধারণকে উন্নীত করা যাইবে না তাহা বর্ত্তমান যুগের নেতৃগণ নিশ্চয় অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছেন। তাঁহাদের জন্য মানস সম্পদ্ উন্নত রাখিতে এই রামায়ণের মত সাহিত্য সম্বল হইবে। বিশ্বেশিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ইহার সার্ব্বভৌমিকতা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিতেছেন। বস্তুতন্ত্রবাদ তথা নব্যবিজ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির উপরে সামগ্রিক গুরুত্ব আরোপে শিক্ষাক্ষেত্রে জাহাজডুবির ন্যায় এক উৎকট সমস্যা আজ আসিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে আরো আসিবে। তাহা হইতে আত্মরক্ষার পথ—শিক্ষায় ও দীক্ষায় ভারতীয় ঐতিহ্যগত প্রগতির প্রবর্ত্তনমূলক প্রচেষ্টা। তাঁহার প্রযোজনে এই—উমা-মহেশ্বর-সংবাদ ও কাকভুষণ্ডী-গরুড়-সংবাদের মাধ্যমে দেবতাগণ যা ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ। কে উমা কে মহেশ্বর আর কে কাকভুষণ্ডী কে বা গরুড় তত্ত্বব্যাখ্যান পাঠকবর্গ করিবেন। আজও তাঁহাদের প্রয়োজন সমভাবে আছে। আমাদের মধ্যে আদর্শবাদী সত্যদ্রষ্টার ব্যাখ্যাতৃরূপে আবির্ভাব যুগে যুগে ঘটিবে।

৮ম খণ্ড ভ্রমসংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৮৭	২৬	বিহুধা	বহুধা
১০০২	২১	সুখ হয় লভে	সুখী হয়, লভে
১০১২	১৭	ম অভিমানা	মন অভিরামা
১০২৩	৯	কামার	কামারি
১০২৫	৩২	তিনি শুনি'	তিনি শুনি
১০৬৬	১২	মায়া-বস	মায়া-বশ
,,	১৫	মানসা হরষ	মানস হরস
১০৬৭	১০	কয়িনু গমন	করিনু গমন
,,	১৪	নাভির আধার	নীতির আধার
১০৮০	১৭	তথাপি হেরিয়া	(শিব ক'ন—) তথাপি হেরিয়া
,,	২১	কোন জন্মে	(বিপ্র ক'ন— কোন জন্মে
১০৮২	২	ত্রিজগতে	(কাক ক'ন—) ত্রিজগতে
,,	২	তনু ধরি'	তনু ধরি
১০৮৪	২	নিগুণ স্থাপন	নির্গুণ স্থাপন
১০৮৫	৯	হানি' কিছু	হানি কিছু
১০৮৬	৯	তা'রে	তাহে
১০৮৮	২	মনের-মাঝার	মনের মাঝার
১০৮৯	১০	জানি'	জানি
১০৯২	৫	সত্বরজস্তাম	সত্বরজস্তমঃ
১১০৪	৪	কহিনু	এই যে কহিনু
১১০৮	৩০	মাধুতা	সাধুতা

সূচীপত্র

রামচরিতমানস উত্তরকাণ্ড অষ্টম খণ্ড

বি, দ্র,—১১০০ পৃষ্ঠা হইতে ১১১০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মুদ্রণস্থলে ভ্রমক্রমে ২০০০ পৃষ্ঠা ২০১০ পৃষ্ঠা পর পর ছাপা হইয়াছে।

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীজানকীবল্লভো বিজয়তে

শ্রীরামচরিতমানস—৮ম খণ্ড

সপ্তম সোপান—উত্তর কাণ্ড

শ্লোক

কেকীকণ্ঠাভনীলং সুরবরবিলসদ্বিপ্রপাদাব্জচিহ্নং
শোভাঢ্যং পীতবস্ত্রং সরসিজনয়নং সর্বদা সুপ্রসন্নম্।
পাণৌ নারাচচাপং কপিনিকরযুতং বন্ধুনা সেব্যমানং
নৌমীড্যং জানকীশং রঘুবরমনিশং পুষ্পকারূঢ়রামম্ ॥১
কোসলেন্দ্রপদকঞ্জমঞ্জুলৌ কোমলাবজমহেশবন্দিতৌ।
জানকীকরসরোজলালিতৌ চিন্তকস্য মনভৃঙ্গসঙ্গিনৌ ॥২
কুন্দইন্দুদরগৌরসুন্দরং অম্বিকাপতিমভীষ্টসিদ্ধিদম্।
কারুণীককলকঞ্জলোচনং নৌমি শঙ্করমনঙ্গমোচনম্ ॥৩

দোহা— রহা এক দিন অবধি কর অতি আরত পুর লোগ।
জহঁ তহঁ সোচহিঁ নারি নর কৃস তন রাম বিয়োগ ॥
সগুন হোহিঁ সুন্দর সকল মন প্রসন্ন সব কের।
প্রভু আগবন জনাব জনু নগর রম্য চহুঁ ফের ॥
কৌসল্যাদি মাতু সব মন অনন্দ অস হোই।
আয়উ প্রভু শ্রী অনুজ জুত কহন চহত অব কোই ॥
ভরত নয়ন ভুজ দচ্ছিন ফরকত বারহিঁ বার।
জানি সগুন মন হরষ অতি লাগে করন বিচার ॥

পদ্যানুবাদ

কেকিকণ্ঠ-সম নীলতনুধর ভৃগুপদচিহ্ন-ধারী সুরবর।
চারুতামণ্ডিত পীতবস্ত্রধর কমলনয়ন সদা তোষপর ॥

বাংলা অর্থ—বিপ্রপাদাব্জচিহ্নম্—ভৃগুপাদপদ্ম চিহ্নদ্বারা শোভিত (দেহ); ঈড্যং—পূজনীয়; পদকঞ্জমঞ্জুলৌ—সুন্দর পাদপদ্ম দুইটি; করসরোজলালিতৌ—করপদ্মদ্বারা সমাদৃত (দুই পদ); মনোভৃঙ্গসঙ্গিনৌ—মানসরূপী ভ্রমরের সহচর; কারুণীককমলকঞ্জলোচন—করুণাপূর্ণ সুন্দর নয়নপদ্ম (যাঁহার); অনঙ্গমোচন—কামরিপু হইতে মুক্তিদানকারী; অবধি কর—নির্দিষ্ট সীমা-দিনের; জনাব—জানাইয়া দেয়; ফের—দিক; ফরকত—স্পন্দিত হইল; অধারা—প্রাণাধার; কিধৌঁ—না কি; বিসরায়উ—ভুলিলেন; কোরী—কোটি; জন—সেবকজন; কাউ—কভু; সগুন—শকুনি, চিহ্ন; জলজাত—পদ্ম; সব কের—সবাকার; হোত—হইল; চঁহু—চারি; (দো—১ ক, খ)

নারাচ-ধনুক-রোপণে নিপুণ কপিতে বেষ্টিত ভ্রাতৃ-সহচর।
পুষ্পকাধিরূঢ় রঘুকুলনেতা জানকীবল্লভে হই স্তুতিপর ॥১
কোশলনৃপতি পাদপদ্মযুগ মৃদুমনোহর শিবব্রহ্মা পূজে।
সীতাকরপদ্ম লালিছে যাহারে চিন্তাশীল-চিত্ত-অলি যেথা গুঞ্জে ॥২
কুন্দশশিশঙ্খ-সমগৌরবর্ণ অম্বিকার পতি অভীষ্টসিদ্ধিদ।
দীনে দয়াপর চারুপদ্মনেত্র শঙ্করে নমিনু অনঙ্গমুক্তিদ ॥৩

দোহা— অবধিকালের আর এক দিন বিরহার্ত্ত পুরবাসী জন।
যেথা সেথা শোকী কৃশনরনারী রামতরে ব্যাকুলিত মন ॥
সুমঙ্গলচিহ্ন সব দেখা গেল চিত্ত তুষ্ট রহে সবাকার।
প্রভু-আগমন জানাইছে যেন চতুর্ভিতে চারুতাপ্রসার ॥
কৌশল্যাদি মাতা সবাকার মনে এহেন আনন্দ উপজিল।
আসিছেন প্রভু সসীতালক্ষ্মণ কেহ কেহ কহিতে চাহিল ॥
ভরত-নয়নে দক্ষিণ-বাহুতে স্পন্দন হইল বার বার।
সুমঙ্গল জানি' হরষিত মনে লাগিলেন করিতে বিচার ॥

মূল

চৌ—রহেউ এক দিন অবধি অধারা। সমুঝত মন দুখ ভয়উ অপারা ॥
কারন কবন নাথ নহিঁ আয়উ। জানি কুটিল কিধৌঁ মোহি বিসরায়উ ॥১
অহহ ধন্য লছিমন বড়ভাগী। রাম পদারবিন্দু অনুরাগী ॥
কপটী কুটিল মোহি প্রভু চীন্হা। তাতে নাথ সঙ্গ নহিঁ লীন্হা ॥২
জৌঁ করনী সমুঝৈ প্রভু মোরী। নহিঁ নিস্তার কলপ সত কোরী ॥
জন অবগুন প্রভু মান ন কাউ। দীন বন্ধু অতি মৃদুল সুভাউ ॥৩
মোরে জিয়ঁ ভরোস দৃঢ় সোঈ। মিলিহহিঁ রাম সগুন সুভ হোঈ ॥
বীতেঁ অবধি রহহিঁ জৌঁ প্রানা। অধম কবন জগ মোহি সমানা ॥৪

দোহা— রাম বিরহ সাগর মহঁ ভরত মগন মন হোত।
বিপ্র রূপ ধরি পবনসুত আই গয়উ জনু পোত ॥১ক॥
বৈঠে দেখি কুসাসন জটা মুকুট কৃস গাত।
রাম রাম রঘুপতি জপত স্রবত নয়ন জলজাত ॥১খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নিরূপিত কাল হ'তে বাকী এক দিন। ইহা চিন্তি' মন ভারী দুঃখেতে মলিন
আজিও কি হেতু প্রভু নাহি আসিলেন। কুটিল জানিয়া বুঝি মোরে ভুলিলেন ॥১
অহো! সে লক্ষ্মণ ধন্য বড় ভাগ্যধর। রামপাদপদ্মে নিত্য অনুরাগপর ॥
কপটী কুটিল বলি' মোরে চিনিলেন। সেই হেতু প্রভু নাহি সঙ্গে লইলেন ॥২

প্রভু যদি ত্রুটি হেরে করনে আমার। শতকোটি কল্পে মম নাহিক নিস্তার॥
সেবকের অপগুণ প্রভু নাহি মানে। সবে তাঁ'রে দীনবন্ধু মৃদু বলি' জানে॥৩
মম হিয়া করে দৃঢ় আশায় পোষণ। বুঝাইছে চিহ্ন শুভ রামের মিলন॥
কাল পার হ'লে যদি রহিবে পরাণ। ধরা-মাঝে অধমকে আমার সমান?॥
দোহা— রাঘব-বিরহ সাগর-মাঝারে মগ্ন হ'ল ভরতের মন।
নৌকা-সম সেথা আসি' উপনীত বিপ্ররূপী পবন-নন্দন॥১ক॥
আসীন হেরিল কুশের আসনে জটা শিরে কৃশ তনু তা'র।
রঘুপতি রাম জপে অবিরাম আঁখি-পদ্ম ভরা অশ্রুভার॥১খ॥

মূল

চৌ—দেখত হনুমান অতি হরষেউ। পুলক গাত লোচন জল বরষেউ॥
মন মহঁ বহুত ভাঁতি সুখ মানী। বোলেউ শ্রবন সুধা সম বানী॥১
জাসু বিরহঁ সোচহু দিন রাতী। রটহু নিরন্তর গুন গন পাঁতী॥
রঘুকুল তিলক সুজন সুখদাতা। আয়উ কুসল দেব মুনি ত্রাতা॥২
রিপু রন জীতি সুজস সুর গাবত। সীতা সহিত অনুজ প্রভু আবত॥
সুনত বচন বিসরে সব দূখা। তৃষাবন্ত জিমি পাই পিয়ূষা॥৩
কো তুম্হ তাত কহাঁ তে আএ। মোহি পরম প্রিয় বচন সুনাএ॥
মারুত সুত মৈঁ কপি হনুমানা। নামু মোর সুনু কৃপানিধানা॥৪
দীনবন্ধু রঘুপতি কর কিঙ্কর। সুনত ভরত ভেঁটেউ উঠি সাদর॥
মিলত প্রেম নহিঁ হৃদয়ঁ সমাতা। নয়ন স্রবত জল পুলকিত গাতা॥৫
কপি তব দরস সকল দুখ বীতে। মিলে আজু মোহি রাম পিরীতে॥
বার বার বূঝী কুসলতা। তো কহুঁ দেউঁ কাহ সুনু ভ্রাতা॥৬
এহি সন্দেস সরিস জগ মাহীঁ। করি বিচার দেখেউঁ কছু নাহীঁ॥
নাহিন তাত উরিন মৈঁ তোহী। অব প্রভু চরিত সুনাবহু মোহী॥৭
তব হনুমন্ত নাই পদ মাথা। কহে সকল রঘুপতি গুন গাথা॥
কহু কপি কবহুঁ কৃপাল গোসাঈ। সুমিরহিঁ মোহি দাস কী নাঈ॥৮
ছন্দ— নিজ দাস জ্যোঁ রঘুবংসভূষন কবহুঁ মম সুমিরন কর্যো।
সুনি ভরত বচন বিনীত অতি কপি পুলকি তন চরনন্হি পর্যো॥
রঘুবীর নিজ মুখ জাসু গুন গন কহত অগ জগ নাথ জো।
কাহে ন হোই বিনীত পরম পুনীত সদগুন সিন্ধু সো॥
দোহা— রাম প্রান প্রিয় নাথ তুম্হ সত্য বচন মম তাত।
পুনি পুনি মিলত ভরত সুনি হরষ ন হৃদয়ঁ সমাত॥২ক॥
সোরঠা— ভরত চরন সিরু নাই তুরিত গয়উ কপি রাম পহিঁ।
কহী কুসল সব জাই হরষি চলেউ প্রভু জান চঢ়ি॥২খ॥

চৌ—হনুমানে হেরি' হ'ল অতি হরষিত। পুলকিত দেহ আঁখি বারিতে পূরিত ॥
মন-মাঝে বহুবিধি সুখ মানি' লয়। অমৃত সমান বাণী তখন সে কয়— ।১
বিরহ যাহার চিন্তি' রহ অবিরাম। সতত রটিছ যাঁ'র সব গুণগ্রাম ॥
রঘুকুলমণি সাধু-জনে সুখদাতা। কুশলী ফিরেন এবে দেব-মুনিত্রাতা ॥২
জিনিলেন রিপু, দেবে করি যশোগান। সলক্ষ্মণ সীতাসহ আসিয়া পৌঁছান ॥
ভরত বিস্ময়ে দুঃখ শুনি' সে বচন। তৃষিত লভিল যেন অমৃত তখন ॥৩
কে তুমি হে তাত! কোথা হ'তে আগমন? আমারে শুনাও হেন মধুর বচন ॥
পবন-নন্দন নাম কপি হনুমান। এ' বারতা জানি' লও হে কৃপানিধান! ৪
দীনবন্ধু রঘুপতি-দাস জানো মোরে। শুনিয়া ভরত উঠি' মিলেন সাদরে ॥
মিলিলে দোঁহার প্রেম উথলি' উঠিল। আঁখি-ভরা বারি দেহ পুলকে ভরিল ।৫
সব দুঃখ নাশে কপি! তব দরশনে। মিলিনু এখন বটে রামপ্রিয়-সনে ॥
কুশলী আছ ত তুমি পুছে বারে বারে। শুন ভ্রাতঃ! এবে বল কি দিব তোমারে ॥৬
এ' বারতা-সম জানো ধরার মাঝার। কিছু নাহি তুল্য আমি করিনু বিচার ॥
হেন কিছু নাহি যাহে এ'ঋণ শোধিবে। প্রভুর চরিত তাত! এবে শুনাইবে ॥৭
তবে হনু তা'র পদে নত করি শিরে। কহে সব গুণ যত আছে রঘুবীরে ॥
কহ কপি! কৃপাময় প্রভু কি কখন। দাস বলি' আমারে কি করেন স্মরণ।৮

ছন্দ— নিজ দাস-সম রঘুকুলমণি করিলা স্মরণ মোরে কি কখন।
পুলকিত কপি পড়িল চরণে শুনি' সুবিনীত ভরত-বচন ॥
চরাচর-নাথ রাম নিজ-মুখে যাঁ'র গুণগানে রহেন মুখর।
কেন না হবেন তিনি সুবিনীত অতি বড় পূত গুণের সাগর ॥

দোহা— রাম প্রাণপ্রিয় ওহে নাথ! তুমি তাত! মম সত্য এ বচন।
শুনিয়া ভরত পুন পুন মিলে হিয়া তা'র হরষে মগন ॥২ক।

সোরঠা— ভরত-চরণে শির নমি' কপি রাম-পার্শ্বে চলেন ত্বরিতে।
কহিলে কুশল, প্রভু-যানে চড়ি' চলিলেন হরষিত চিতে ॥২খ॥

মূল

চৌ—হরষি ভরত কোসলপুর আএ। সমাচার সব গুরহি সুনাএ ॥
পুনি মন্দির মহঁ বাত জনাঈ। আবত নগর কুসল রঘুরাঈ ॥১

বাংলা অর্থ—সোচহু—চিন্তা করিতেছে; পাঁতী—পংক্তি; রটহু—ভ্রমণ করিতেছে; বিসরা—ভুলিলেন; তৃষাবন্ত—তৃষ্ণার্ত; নহি সমাত—ধরে না; বীতে—শেষ হইল; পিরীতে—প্রিয়; বুঝী—প্রশ্ন করিলেন; দেউঁ—দিব; উরিন—অঋণী; পর্যো—পড়িল; অগ জগ নাথ—চরাচর প্রভু; সুমীরন কর্য়ো—স্মরণ করিলেন। (দো—২ক,খ)

সুনত সকল জননী উঠি ধাঈ। কহি প্রভু কুসল ভরত সমুঝাঈ॥
সমাচার পুরবাসিন্হ পাএ। নর অরু নারি হরষি সব ধাএ॥২
দধি দুর্বা রোচন ফল ফূলা। নব তুলসী দল মঙ্গল মূলা॥
ভরি ভরি হেম থার ভামিনী। গাবত চলি সিন্ধুরগামিনী॥৩
জে জৈসেহিঁ উঠি ধাবহিঁ। বাল বৃদ্ধ কহঁ সঙ্গ ন লাবহিঁ॥
এক একন্হ কহঁ বূঝহিঁ ভাঈ। তুম্হ দেখে দয়াল রঘুরাঈ॥৪
অবধপুরী প্রভু আবত জানী। ভঈ সকল সোভা কৈ খানী॥
বহই সুহাবন ত্রিবিধ সমীরা। ভই সরজু অতি নির্মল নীরা।৫

দোহা— হরষিত গুর পরিজন অনুজ ভূসুর বৃন্দ সমেত।
চলে ভরত মন প্রেম অতি সন্মুখ কৃপানিকেত॥৩ক॥

বহুতক চঢ়ীঁ অটারিন্হ নিরখহিঁ গগন বিমান।
দেখি মধুর সুর হরষিত করহিঁ সুমঙ্গল গান।৩খ॥

রাকা সসি রঘুপতি পুর সিন্ধু দেখি হরষান।
বঢ়্যো কোলাহল করত জনু নারি তরঙ্গ সমান॥৩গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভরত কোশলপুরে আসে হরষিত। গুরুরে সকল কথা করে নিবেদিত॥
পুন রাজ-অন্তঃপুরে জানা'য়ে দিলেন। কুশলী রাঘব এবে নগরে আসেন॥১
শুনি' এ'বারতা উঠি' ধায় মাতৃগণ। ভরত প্রভুর বার্ত্তা করে নিবেদন॥
এ সংবাদ পুরবাসী যখন লভিল। নরনারী হরষিত সকলে ধাইল॥২
দধি দুর্ব্বা গোরোচনা ফল তথা ফুল। নূতন তুলসীদল মঙ্গলের মূল॥
স্বর্ণথালে ভরি' সব চলিলা ভামিনী। গজেন্দ্র-গমনে তাঁ'রা গা'ন আগমনী।৩
চলেন তেমনি সবে ছিলেন যেমন। বালবৃদ্ধ কাহাকেও সঙ্গে নাহি ল'ন॥
এক অন্যজনে ডাকি' লাগেন পুছিতে। কৃপাল রামে কি কেহ পেয়েছ দেখিতে?৪
প্রভু-আগমন জানি' অযোধ্যানগর। হইল সকল শুধু শোভার আকর॥
বহে সেথা সুপাবন ত্রিবিধ সমীর। অতীব নির্ম্মল হ'ল সরযুর নীর॥৫

দোহা— পরিজন তথা অনুজ ও গুরু বিপ্র-সহ ল'য়ে সবাকারে।
চলেন ভরত প্রেম-ভরা মনে কৃপানিধি-সহ মিলিবারে॥৩ক॥

বহু নারী চড়ি' অট্টালিকা'পরে নভোমার্গে হেরিল বিমান।
হেরি' হরষিত সুমধুর সুরে করে তা'রা সুমঙ্গল গান॥৩খ॥

রাম পূর্ণ শশী পুর সিন্ধু-সম—হেরি' সিন্ধু শশী হরষিত।
কোলাহল করে সেথা যত নারী করি তা'রে তরঙ্গে তুলিত॥৩গ॥

মূল

চৌ—ইহাঁ ভানুকুল কমল দিবাকর। কপিন্‌হ দেখাবত নগর মনোহর॥
সুনু কপীস অঙ্গদ লঙ্কেসা। পাবন পুরী রুচির য়হ দেসা॥১
জদ্যপি সব বৈকুণ্ঠ বখানা। বেদ পুরান বিদিত জগু জানা॥
অবধপুরী সম প্রিয় নহিঁ সোউ। য়হ প্রসঙ্গ জানই কোউ কোউ॥২
জন্মভূমি মম পুরী সুহাবনি। উত্তর দিসি বহ সরজূ পাবনি॥
জা মজ্জন তে বিনহিঁ প্রয়াসা। মম সমীপ নর পাবহিঁ বাসা॥৩
অতি প্রিয় মোহি ইহাঁ কে বাসী। মম ধামদা পুরী সুখ রাসী॥
হরষে সব কপি সুনি প্রভু বানী। ধন্য অবধ জো রাম বখানী॥৪

দোহা— আবত দেখি লোগ সব কৃপাসিন্ধু ভগবান।
নগর নিকট প্রভু প্রেরেউ উতরেউ ভূমি বিমান॥৪ক॥
উতরি কহেউ প্রভু পুষ্পকহি তুম্‌হ কুবের পহিঁ জাহু।
প্রেরিত রাম চলেউ সো হরষু বিরহু অতি তাহু॥৪খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রথ হ'তে রবিকুলপদ্ম-দিবাকর। দেখালেন কপিগণে পুরী মনোহর॥
শুন কপিবর! তথা অঙ্গদ! লঙ্কেশ! পবিত্র এ পুরী অতি রুচির এ দেশ॥১
যদ্যপি সকলে জানি বৈকুণ্ঠে বাখানে। বেদে ও পুরাণে লেখা জগতে তা' জানে॥
অযোধ্যাপুরীর সম তাও প্রিয় নয়। এ' প্রসঙ্গ জানে শুধু নর কতিপয়॥২
এই জন্মভূমি মম পুরী সুশোভনী। উত্তর দিকেতে রহে সরযূ পাবনী॥
নিমজ্জন করি' যাহে না করি প্রয়াস। নরগণ লভে মম সমীপে নিবাস॥৩
অতি প্রিয় সেই মম যা'র হেথা বাস। সুখরাশি-ভরা পুরী কল্যাণ-নিবাস॥
কপি হরষিত শুনি' প্রভুর বারতা। ধন্য সে অযোধ্যা রাম যাহার ব্যাখ্যাতা॥৪

দোহা— আসিতে হেরিল জনগণ তাঁ'রে যিনি ঈশ কৃপার সাগর।
নগর-সমীপে বিমান রাখিয়া উত্তরেন নিজে ভূমি'পর॥৪ক॥
উত্তরিয়া প্রভু ক'ন পুষ্পকেরে যাও তুমি কুবের-সকাশে।
প্রভুর সমীপে হরষে চলিল তাহে কিন্তু বিরহ প্রকাশে॥৪খ॥

মূল

চৌ—আএ ভরত সঙ্গ সব লোগা। কৃস তন শ্রীরঘুবীর বিয়োগা॥
বামদেব বসিষ্ঠ মুনিনায়ক। দেখে প্রভু মহি ধরি ধনু সায়ক॥১

বাংলা অর্থ—রোচন—গোরোচনা; সিন্ধুরগামিনী—গজেন্দ্রগমনা; অটারিন্‌হ—খোলা বারাণ্ডা; রাকা—পূর্ণিমা; বঢ়্যো—বাড়িল; সোউ—তাহাও; সমীপ পাবহিঁ—সামীপ্য মুক্তি লাভ করে; ধামদা—পরমধাম দানকারী; বখানী—ব্যাখ্যান করেন; তাহু—তাহার; উতরেউ—নামাও; প্রেরেউ—আদেশ দিলেন; (দো—৩, ৪ ক, খ)

धाइ धरे गुर चरन सरोरुह। अनुज सहित अति पुलक तनोरुह ॥
ভেঁটি কুসল বূঝী মুনিরায়া। হমারেঁ কুসল তুম্হারিহিঁ দায়া ॥২
সকল দ্বিজন্হ মিলি নায়উ মাথা। ধর্ম্ম ধুরন্ধর রঘুকুলনাথা ॥
গহে ভরত পুনি প্রভু পদ পঙ্কজ। নমত জিন্হহি সুর মুনি সঙ্কর অজ ॥৩
পরে ভূমি নহিঁ উঠত উঠাএ। বর করি কৃপাসিন্ধু উর লাএ ॥
স্যামল গাত রোম ভএ ঠাঢ়ে। নব রাজীব নয়ন জল বাঢ়ে ॥৪

ছন্দ— রাজীব লোচন স্রবত জল তন ললিত পুলকাবলি বনী।
অতি প্রেম হৃদয়ঁ লগাই অনুজহি মিলে প্রভু ত্রিভুঅন ধনী ॥
প্রভু মিলত অনুজহি সোহ মো পহিঁ জাতি নহিঁ উপমা কহী।
জনু প্রেম অরু সিঙ্গার তনু ধরি মিলে বর সুষমা লহী ॥১
বূঝত কৃপানিধি কুসল ভরতহি বচন বেগি ন আবঈ।
সুনু সিবা সো সুখ বচন মন তে ভিন্ন জান জো পাবঈ ॥
অব কুসল কৌসলনাথ আরত জানি জন দরসন দিয়ো।
বূড়ত বিরহ বারীস কৃপানিধান মোহি কর গহি লিয়ো ॥২

দোহা— পুনি প্রভু হরষি সত্রুহন ভেঁটে হৃদয়ঁ লগাই।
লছিমন ভরত মিলে তব পরম প্রেম দোউ ভাই ॥৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভরতের সনে আসে সেথা জনগণ। কৃশতনু তা'রা প্রভু-বিরহ কারণ ॥
বামদেব ও বশিষ্ঠ মুনির নায়কে। হেরি' প্রভু রাখি দেন ধনু ও সায়কে ।১
গুরু-পাদ-পদ্ম যবে সহিত লক্ষ্মণ। ধরিলেন রোম-হর্ষে তাঁহারা মগন ॥
মুনিরাজ মিলি' রামে পুছেন কুশল। ক'ন—তব দয়া রাখে কুশলী সকল ॥২
সব দ্বিজগণে ডাকি' নমিলেন শির। ধর্ম্ম ধুরন্ধর যিনি প্রভু রঘুবীর ॥
প্রভু-পাদ-পদ্ম পুন ধরিল ভরত। সুর, মুনি, শিব, ব্রহ্মা যাহে হ'ন নত ॥৩
উঠালে না উঠে পড়ি' র'ন ভূমি'পরে। কৃপাসিন্ধু জোর করি' ধরে বক্ষ'পরে ॥
প্রভু-শ্যাম-তনু তদা রোমাঞ্চে ভরিল। নয়ন-নবীন-পদ্মে বন্যা প্রবাহিল ।৪

ছন্দ— কমল-লোচনে আঁখিজল ক্ষরে ললিত শরীর পুলকিত অতি।
অতি প্রেম-ভরে নিজ হৃদে ধরি' ভাই সনে মিলে ত্রিভুবন-পতি ॥
অনুজের সনে প্রভুর মিলনে তুলি নাই হেন উপমা আমার।
প্রেম ও শৃঙ্গার তনু ধরি' বুঝি অতি শোভা যেন করিছে বিস্তার ॥

বাংলা অর্থ—তনোরুহ—লোমকূপ ; অজ—ব্রহ্ম ; বর করি—জোর করিয়া ; ঠাঢ়ে ভয়ে—খাড়া হইল ; বাঢ়ে—বন্যা রহিল ; কহী জাতী নহীঁ—কহা যায় না ; সিঙ্গার—শৃঙ্গার, সাজসজ্জা ; সুষমা—সৌন্দর্য্য ; সিবা—পার্ব্বতী ; বূড়ত—মজ্জমান ; বারীস—সমুদ্র ; গহি লিয়ো—গ্রহণ করিলেন ; বূঝা—প্রশ্ন করিলেন ; (দো—৫)

কৃপাল পুছিলে ভরতে কুশল সহসা না হ'ল বচন স্ফুরণ।
শুন হে পার্ব্বতি! মন বাক্যাতীত সে সুখ সে জানে হেরিল যে জন॥
হে কোশল-নাথ! কুশল দাসের আর্ত্তেরে যেহেতু দিলে দরশন।
বিরহ-সাগরে মজ্জমান যোরে হে কৃপাল! তুলি' উঠালে এখন॥

দোহা— প্রভু হরষিত পুন শত্রুঘনে মিলিলেন হৃদে আলিঙ্গিয়া।
লক্ষ্মণ-ভরত মিলেন তখন দু'টি ভাই প্রেমেতে ভরিয়া।৫

মূল

চৌ—ভরতানুজ লছিমন পুনি ভেঁটে। দুসহ বিরহ সম্ভব দুখ মেটে॥
সীতা চরন ভরত সিরু নাবা। অনুজ সমেত পরম সুখ পাবা॥১
প্রভু বিলোকি হরষে পুরবাসী। জনিত বিয়োগ বিপতি সব নাসী॥
প্রেমাতুর সব লোগ নিহারী। কৌতুক কীন্হ কৃপাল খরারী॥২
অমিত রূপ প্রগটে তেহি কালা। জথাজোগ মিলে সবহি কৃপালা॥
কৃপাদৃষ্টি রঘুবীর বিলোকী। কিএ সকল নর নারি বিসোকী॥৩
ছন মহিঁ সবহি মিলে ভগবানা। উমা মরম য়হ কাহু ন জানা॥
এহি বিধি সবহি সুখী করি রামা। আগেঁ চলে সীল গুন ধামা।৪
কৌসল্যাদি মাতু সব ধাঈ। নিরখি বচ্ছ জনু ধেনু লবাঈ।৫

ছন্দ— জনু ধেনু বালক বচ্ছ তজি গৃহঁ চরন বন পরবস গঈ।
দিন অন্ত পুর রুখ স্রবত থন হুঙ্কার করি ধাবত ভঈ॥
অতি প্রেম প্রভু সব মাতু ভেটীঁ বচন মৃদু বহুবিধি কহে।
গই বিষম বিপতি বিয়োগভব তিন্হ হরষ সুখ অগনিত লহে॥

দোহা— ভেটেউ তনয় সুমিত্রাঁ রাম চরন রতি জানি।
রামহি মিলত কৈকঈ হৃদয় বহুত সকুচানি॥৬ক॥
লছিমন সব মাতন্হ মিলি হরষে আসিষ পাই।
কৈকই কহঁ পুনি পুনি মিলে মন কর ছোভু ন জাই॥৬খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—লক্ষ্মণের সনে পুন শত্রুঘ্ন মিলিল। দুঃসহ বিরহ-জ্বালা তখন মিটিল॥
ভরত জানকী-পদে শির নত করে। অনুজ সহিত তারা অতি সুখে ভরে॥১
প্রভুরে বিলোকি' হর্ষে পুরবাসী যত। বিয়োগ-জনিত দুখ হ'ল অপগত॥
প্রেমাতুর পুরবাসী সবারে নেহারি'। কৌতুক দেখান এক কৃপাল খরারি।২
ধরিয়া অসংখ্য রূপ হ'লেন প্রকট। যথাযোগ্য সর্ব্বসনে মিলি' অকপট॥
রঘুবীর কৃপাদৃষ্টি যবে সর্ব্ব'পরে। নরনারী সবাকারে শোকহীন করে॥৩
ক্ষণমাঝে সর্ব্বসনে মিলে ভগবান্। হে উমা! এ মর্ম্মে কারো নাহি ছিল জ্ঞান॥
হেনমতে সবাকারে সুখী করি' রাম। পুরোভাগে চলিলেন শীল-গুণধাম।৪

কোশল্যাদি মাতা ছুটি' তাঁ'র পানে য'ান। নব-বৎসে হেরি' যথা ধেনু ধাবমান ॥৫
ছন্দ— ধেনু ত্যজি' বৎস গৃহ হ'তে বনে চরিবারে যায় বাধ্যতা-বিধায়।
দিন অন্তে পুরে আব্যমান শুনে হম্বারিয়া যথা লক্ষ্য করি' ধায় ॥
অতি প্রেমে প্রভু মাতৃগণে মিলি' মৃদুল বচন ক'ন সর্ব্বজনে।
বিয়োগ-সম্ভূত বিপদ্ বিগত সুখ সীমা কত না যায় বর্ণনে ॥
দোহা— মিলে পুত্র-সনে সুমিত্রা আপনি জানি' রাম-পদে শুভ-রতি।
রামে নেহারিতে হইল কৈকেয়ী মনে মনে সঙ্কুচিত অতি ॥৬ক॥
লক্ষ্মণ আপনি মাতৃগণে মিলি' হর্ষভরে আশিস্ লভিল।
কৈকেয়ী সহিত পুনঃ পুনঃ মিলে মনে কিন্তু ক্ষোভ না মিটিল ॥৬ক॥

মূল

চৌ—সাসুন্হ সবনি মিলী বৈদেহী। চরনন্হি লাগি হরষু অতি তেহী ॥
দেহিঁ অসীস বূঝি কুসলাতা। হোই অচল তুম্হার অহিবাতা ॥১
সব রঘুপতি মুখ কমল বিলোকহিঁ। মঙ্গল জানি নয়ন জল রোকহিঁ ॥
কনক থার আরতী উতারহিঁ। বার বার প্রভু গাত নিহারহিঁ ॥২
নানা ভাঁতি নিছাবরি করহীঁ। পরমানন্দ হরষ উর ভরহীঁ ॥
কৌসল্যা পুনি পুনি রঘুবীরহি। চিতবতি কৃপাসিন্ধু রনধীরহি ॥৩
হৃদয়ঁ বিচারতি বারহিঁ বারা। কবন ভাঁতি লঙ্কাপতি মারা ॥
অতি সুকুমার জুগল মেরে বারে। নিসিচর সুভট মহাবল ভারে ॥৪
দোহা— লছিমন অরু সীতা সহিত প্রভুহি বিলোকতি মাতু ॥
পরমানন্দ মগন মন পুনি পুনি পুলকিত গাতু ॥৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শ্বশ্রূসনে জানকীর মিলন হইল। পদে নমে সীতা হর্ষে হৃদয় ভরিল ॥
কুশল পুছিয়া শ্বশ্রূ আশিস্ দানিলা। এয়োতি অক্ষয় হোক্ মুখে উচ্চারিলা ॥১
রঘুপতি মুখ-পদ্ম সবে বিলোকিল। শুভকালে আঁখি-জল নিরোধ করিল ॥
স্বর্ণথালে দ্রব্য রাখি' আরতি সাধিল। বার বার প্রভু-তনু সবে বিলোকিল ॥২
বিবিধ প্রকারে সবে আরতি করিল। মহানন্দে সবাকার হৃদয় ভরিল ॥
রঘুবীরে পুনঃ পুনঃ কৌশল্যা হেরিল। কৃপাসিন্ধু-রণধীরমূর্ত্তি দেখি' নিল ॥৩
হিয়া-মাঝে পুনঃ পুনঃ হেন বিচারিল। বুঝিনা কেমনে এ'রা লঙ্কেশে মারিল ॥
সুকুমার অতি মম তনয়-যুগল। অন্য পক্ষে ভারী যোদ্ধা রক্ষঃ মহাবল ॥৪

বাংলা অর্থ—কৌতুক কীন্হ—মজা দেখালেন; ভেটীঁ—সাক্ষাৎ করিলেন; লবাই—লইলেন; লহে—লইলেন; ছোভু—ক্ষোভ; অহিবাতা—এয়োতি; রোকহিঁ—রুদ্ধ করিলেন; নিছাবর—আরাত্রিক; ভারে—ভারী। (দো:—৬, ৭)

দোহা— লক্ষ্মণ ও সীতা সহিত প্রভুরে জননী বহুধা বিলোকিলা।
পরম আনন্দে মানস মগন তনু তাঁ'র পুলকে ভরিল ॥৭॥

মূল

চৌ—লঙ্কাপতি কপীস নল নীলা। জামবন্ত অঙ্গদ সুভসীলা ॥
হনুমদাদি সব বানর বীরা। ধরে মনোহর মনুজ সরীরা ॥১
ভরত সনেহ সীল ব্রত নেমা। সাদর সব বরনহিঁ অতি প্রেমা ॥
দেখি নগরবাসিন্‌হ কৈ রীতী। সকল সরাহহিঁ প্রভু পদ প্রীতি ॥২
পুনি রঘুপতি সব সখা বোলাএ। মুনি পদ লাগহু সকল সিখাএ ॥
গুর বসিষ্ঠ কুলপূজ্য হমারে। ইন্‌হ কী কৃপাঁ দনুজ রন মারে ॥৩
এ সব সখা সুনহু মুনি মেরে। ভএ সমর সাগর কহঁ বেরে ॥
মম হিত লাগি জন্ম ইন্‌হ হারে। ভরতহু তে মোহি অধিক পিআরে।৪
সুনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। নিমিষ নিমিষ উপজত সুখ নএ ॥৫
দোহা— কৌসল্যা কে চরনন্‌হি পুনি তিন্‌হ নায়উ মাথ।
আসিষ দীন্‌হে হরষি তুম্‌হ প্রিয় মম জিমি রঘুনাথ ॥৮ক॥
সুমন বৃষ্টি নভ সঙ্কুল ভবন চলে সুখকন্দ।
চঢ়ী অটারিন্‌হ দেখহিঁ নগর নারি নর বৃন্দ ।৮খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বিভীষণ ও সুগ্রীব নল তথা নীল। জাম্ববান ও অঙ্গদ সব শুভশীল ॥
হনুমান আদি কপি আর যত বীর। সবাকার মনোহর মানব-শরীর ॥১
ভরতের স্নেহশীল ব্রত ও আচার। সাদরে সপ্রেমে সবে কহে বার বার ॥
পুরবাসী গতিবিধি করিয়া দর্শন। প্রভু-প্রীতি সবা'পরে করে প্রশংসন ॥২
পুন রঘুপতি সব সখারে ডাকিল। মুনি-পদে নমিবারে শিখাইয়া দিল ॥
কুলগুরু পূজনীয় বশিষ্ঠ আমার। এঁর কৃপাবলে করি রাক্ষস সংহার ॥৩
শুন মুনি হের মম বান্ধবগণেরে। জলযান সম এরা সমর-সাগরে ॥
মম হিত তরে পারে ত্যজিতে পরাণ। ভরতের চেয়ে এরা বেশী প্রিয়জন ।৪
প্রভু-বাক্য শুনি' ল'ভে আনন্দ পরম। নিমেষে নিমেষে নব সুখের জনম ॥৫
দোহা— কৌশল্যা-চরণে তাহারা সকলে পুন পুন করে প্রণিপাত।
আশিস্ দানিয়া কহেন—তোমরা প্রিয় মম যথা রঘুনাথ ॥৮ক॥
হ'ল পুষ্পবরিষণ আকাশ হইতে সুখধাম ভবনে চলিলা।
পুর-নর-নারী প্রাসাদ-উপরি চড়ি' তাঁ'রে দেখিতে লাগিল ॥৮খ॥

মূল

চৌ—কঞ্চন কলস বিচিত্র সঁবারে। সবহিঁ ধরে সজি নিজ নিজ দ্বারে ॥
বন্দনবার পতাকা কেতু। সবন্‌হি বনাএ মঙ্গল হেতু ॥১

বীথীँ সকল সুগন্ধ সিঞ্চাঈ। গজমনি রচি বহু চৌক পুরাঈ॥
নানা ভাঁতি সুমঙ্গল সাজে। হরষি নগর নিসান বহু বাজে॥২
জহঁ তহঁ নারি নিছাবরি করহীँ। দেহিँ অসীস হরষ উর ভরহীँ॥
কঞ্চন থার আরতীँ নানা। জুবতীँ সজেँ করহিँ সুভ গানা॥৩
করহিँ আরতী আরতিহর কেঁ। রঘুকুল কমল বিপিন দিনকর কেঁ॥
পুর সোভা সম্পতি কল্যানা। নিগম সেষ সারদা বখানা॥৪
তেউ য়হ চরিত দেখি ঠগি রহহীँ। উমা তাসু গুন নর কিমি কহহীँ॥৫

দোহা— নারি কুমুদিনীँ অবধ সর রঘুপতি বিরহ দিনেস।
অস্ত ভএঁ বিগসত ভঈँ নিরখি রাম রাকেস॥৯ক॥
হোহিँ সগুন সুভ বিবিধি বিধি বাজহিँ গগন নিসান।
পুর নর নারি সনাথ করি ভবন চলে ভগবান।৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সোনার কলসে ভরা বারি সুসজ্জিত। নিজ নিজ দ্বারে সবে করিল রক্ষিত॥
পতাকা, তোরণ, মালা আর যত কেতু। সকলি রচিত সেথা মঙ্গলের হেতু॥১
সুগন্ধি-সম্ভারে পথ হইল সিঞ্চিত। গজমতি দিয়া করে আলপনা পূরিত॥
বহুধা মঙ্গল-সাজ তথায় শোভিল। হরষিত পুর-মাঝে দামামা বাজিল॥২
যেথা সেথা নারীদল আরতি করিল। হরষে আশিস্ বর্ষি' হিয়া ভরাইল॥
স্বর্ণথালা সাজাইয়ে করিছে আরতি। করে শুভ-গান যত সজ্জিতা যুবতী॥৩
আর্তিহরা রামে তা'রা আরাত্রিক করে। রঘুকুল-পদ্মে তথা করে রবি-করে॥
পুর-শোভা সেথাকার সম্পদ্ কল্যাণ। নিগম সারদা শেষ করেন বাখান॥৪
যে কথা বর্ণিতে তাঁ'রা গণেন বিস্ময়। সামান্য মানুষ উমা! কেমনে বর্ণয়॥৫

দোহা— পুর-সরোবরে রমণী কুমুদ রঘুপতি-বিরহ তপন।
অস্তমিত হ'লে লভিল বিকাশ রাম-শশী করি' দরশন।৯ক॥
মঙ্গল-শকুনি বিবিধ হইল নভো-মাঝে দামামা বাজিল।
পুর-নর-নারী চরিতার্থ করি' ভগবান ভবনে চলিল॥৯খ॥

মূল

চৌ—প্রভু জানী কৈকঈ লজানী। প্রথম তাসু গৃহ গএ ভবানী॥
তাহি প্রবোধি বহুত সুখ দীন্হা। পুনি নিজ ভবন গবন হরি কীন্হা॥১

বাংলা অর্থ—নেমা—নিয়ম; মারে—হত হইয়াছে; বেরে—জাহাজ; হারে—উপহার দিয়াছে; সঁবারে—সজ্জিত হইল; বন্দনবার—অভিনন্দনজ্ঞাপক; সিঞ্চাঈ—সিঞ্চিত করিলেন; চৌক পুরাঈ—আলিপনা দিলেন; নিসান—দামামা; ঠগি রহহীँ—স্তম্ভিত হইল; বিগসত ভঈ—উদিত হইল; (দোঃ—৮, ৯ ক, খ)

কৃপাসিন্ধু জব মন্দির গএ॥ পুর নর নারী সুখী সব ভএ॥
গুর বসিষ্ঠ দ্বিজ লিএ বুলাঈ। আজু সুঘরী সুদিন সমুদাঈ॥২
সব দ্বিজ দেহু হরষি অনুসাসন। রামচন্দ্র বৈঠহিঁ সিংঘাসন॥
মুনি বসিষ্ঠ কে বচন সুহাএ। সুনত সকল বিপ্রন্হ অতি ভাএ॥৩
কহহিঁ বচন মৃদু বিপ্র অনেকা। জগ অভিরাম রাম অভিষেকা॥
অব মুনিবর বিলম্ব নহিঁ কীজৈ। মহারাজ কহঁ তিলক করীজৈ॥৪

দোহা— তব মুনি কহেউ সুমন্ত্র সন সুনত চলেউ হরষাই।
রথ অনেক বহু বাজি গজ তুরত সঁবারে জাই॥১০ক॥
জহঁ তহঁ ধাবন পঠই পুনি মঙ্গল দ্রব্য মগাই।
হরষ সমেত বসিষ্ঠ পদ পুনি সিরু নায়উ আই॥১০খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কৈকেয়ী লজ্জিতা উমা! প্রভু জানি' ল'ন। প্রথমে সেথায় তাই উপনীত হ'ন
তাঁ'রে প্রবোধিয়া করি' ভূরি সুখদান। পুন নিজ গৃহে তবে যা'ন ভগবান॥১
কৃপাসিন্ধু যবে যা'ন আপন ভবন। পুর-নর-নারী সবে ভারী সুখী হ'ন॥
বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণে কহেন সেথায়। সুক্ষণ সুদিন আজ শুভ সমুদায়॥২
দ্বিজগণ! আজ্ঞা দাও এবে হৃষ্টমনে। রামচন্দ্র বসিবেন নিজ সিংহাসনে॥
বশিষ্ঠ মুনির সেই বচন শোভন। শুনিয়া সকল বিপ্র আনন্দিত হ'ন॥৩
কহে বিপ্রগণ মৃদু বচন অনেক। বিশ্ব-অনুমত হবে রাম-অভিষেক॥
বিলম্ব না কর এবে ওহে মুনিবর। রামের তিলক-দানে হও ত্বরাপর॥৪

দোহা— বশিষ্ঠ তখন সুমন্ত্রে কহিল সুমন্ত্র চলেন হরষিত।
রথ, বাজি, গজ সাথে ল'য়ে ত্বরা সবাকারে ক'রে সুসজ্জিত॥১০ক॥
যেথা সেথা দূত পাঠাইয়া পুন মাঙ্গলিক-দ্রব্য আনি' লন।
সহর্ষে আসিয়া বশিষ্ঠের পদে পুন তাঁ'রা নতশির হ'ন॥১০খ॥

মূল

চৌ—অবধপুরী অতি রুচির বনাঈ। দেবন্হ সুমন বৃষ্টি ঝরি লাঈ॥
রাম কহা সেবকন্হ বুলাঈ। প্রথম সখন্হ অন্হবাবহু জাঈ॥১
সুনত বচন জহঁ তহঁ জন ধাএ। সুগ্রীবাদি তুরত অন্হবাএ॥
পুনি করুনানিধি ভরতু হঁকারে। নিজ কর রাম জটা নিরুআরে॥২
অন্হবাএ প্রভু তীনিউ ভাঈ। ভগত বছল কৃপাল রঘুরাঈ॥
ভরত ভাগ্য প্রভু কোমলতাঈ। সেষ কোটি সত সকহিঁ ন গাঈ॥৩
পুনি নিজ জটা রাম বিবরাএ। গুর অনুসাসন মাগি নহাএ॥
করি মজ্জন প্রভু ভূষন সাজে। অঙ্গ অনঙ্গ দেখি সত লাজে॥৪

দোহা— সাসুন্হ সাদর জানকিহি মজ্জন তুরত করাই।
দিব্য বসন বর ভূষন অঙ্গ অঙ্গ সজে বনাই ॥১১ক॥
রাম বাম দিসি সোভতি রমা রূপ গুন খানি।
দেখি মাতু সব হরষীঁ জন্ম সুফল নিজ জানি ॥১১খ॥
সুনু খগেস তেহি অবসর ব্রহ্মা সিব মুনি বৃন্দ।
চঢ়ি বিমান আএ সব সুর দেখন সুখকন্দ ॥১১গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অযোধ্যা নগরী সাজে অতি মনোহর। দেবতার পুষ্পবৃষ্টি আনে যেন ঝড় ॥
ডাকিয়া সেবকগণে রঘুনাথ ক'ন। সখাগণ স্নান আগে কর সমাপন ॥১
শুনি' বাণী যেথা সেথা সেবক ধাইল। সুগ্রীবাদি ত্বরা করি' স্নান সমাপিল ॥
দয়ানিধি ভরতেরে পুন আবাহিলা। স্বকরে ভরত-জটা মুণ্ডিত করিলা ॥২
তিনটি ভায়ের স্নান রাম সমাপিলা। রঘুনাথ ভক্তপ্রিয় ইথে প্রকটিলা ॥
ভরতের ভাগ্য আর প্রভু-কোমলতা। শত কোটি শেষ নারে বর্ণিতে সেব থা।৩
পুন নিজ জটা রাম মোচন করিলা। গুরুর আদেশ লভি' স্নান সমাপিলা ॥
মজ্জনান্তে প্রসাধন করে নিজে রাম। তা'র অঙ্গ হেরি' লাজ পায় শত কাম।৪
দোহা— যতন করিয়া জানকীর স্নান শ্বশ্রূগণ করি' সমাপিত।
দিব্য বস্ত্রে তথা উত্তম ভূষণে প্রতি অঙ্গ করে সুসজ্জিত ॥১১ক॥
রাম-বামদিকে শোভিছে জানকী রূপ তথা গুণের আধার।
দেখি মাতৃগণ সবে হরষিত জন্ম ধন্য করিছে বিচার ॥১১খ॥
শুন হে খগেশ! সেই অবসরে ব্রহ্মা, শিব, সুর, মুনিগণ।
চড়িয়া বিমানে আসিলেন সেথা সুখধামে করিতে দর্শন ॥১১গ॥

মূল

চৌ—প্রভু বিলোকি মুনি মন অনুরাগা। তুরত দিব্য সিংহাসন মাগা ॥
রবি সম তেজ সো বরনি ন জাঈ। বৈঠে রাম দ্বিজন্হ সিরু নাঈ ॥১
জনকসুতা সমেত রঘুরাঈ। পেখি প্রহরষে মুনি সমুদাঈ ॥
বেদ মন্ত্র তব দ্বিজন্হ উচারে। নভ সুর মুনি জয় জয়তি পুকারে ॥২
প্রথম তিলক বসিষ্ঠ মুনি কীন্হা। পুনি সব বিপ্রন্হ আয়সু দীন্হা ॥
সুত বিলোকি হরষীঁ মহতারী। বার বার আরতী উতারী।৩

বাংলা অর্থ—সুঘরী—সুন্দর সময়; ভায়ে—ভাল লাগিল; করীজৈ—করুন; সঁবারে—সাজাইলেন; মগাই—চাহিয়া; ঝরি লাই—বর্ষিত হইল; অন্হবাবহু—স্নান করাও; অন্হবায়ে—স্নান করাইলেন; নিরু আরে—গোছাইয়া দিলেন; বিবরাএ—খুলিলেন; লাজে—লজ্জিত হয়; সাসুন্হ—শাশুড়ীগণ; সুখকন্দ—আনন্দমূল; বছল—বৎসল; হঁকারে—জোরে ডাকিলেন; (দো—১০, ১১ ক, খ, গ)

বিপ্রন্হ দান বিবিধি বিধি দীন্হে। জাচক সকল অজাচক কীন্হে॥
সিংঘাসন পর ত্রিভুঅন সাঈঁ। দেখি সুরন্হ দুন্দুভী বজাঈঁ ॥৪

মূল

ছন্দ— নভ দুন্দুভী বাজহিঁ বিপুল গন্ধর্ব কিন্নর গাবহীঁ।
নাচহিঁ অপছরা বৃন্দ পরমানন্দ সুর মুনি পাবহীঁ ॥
ভরতাদি অনুজ বিভীষনাঙ্গদ হনুমদাদি সমেত তে।
গহেঁ ছত্র চামর ব্যজন ধনু অসি চর্ম সক্তি বিরাজতে ॥১
শ্রী সহিত দিনকর বংস ভূষন কাম বহু ছবি সোহঈ।
নব অম্বুধর বর গাত অম্বর পীত সুর মন মোহঈ ॥
মুকুটাঙ্গদাদি বিচিত্র ভূষন অঙ্গ অঙ্গন্হি প্রতি সজে।
অম্ভোজ নয়ন বিসাল উর ভুজ ধন্য নর নিরখন্তি জে ॥২

দোহা— বহ সোভা সমাজ সুখ কহত ন বনই খগেস।
বনরহিঁ সাদর সেষ শ্রুতি সো রস জান মহেস ॥১২ক॥
ভিন্ন ভিন্ন অস্তুতি করি গএ সুর নিজ নিজ ধাম।
বন্দী ধেষ বেদ তব আএ জহঁ শ্রীরাম ॥১২খ॥
প্রভু সর্বগ্য কীন্হ অতি আদর কৃপানিধান।
লখেউ ন কাহুঁ মরম কছু লগে করন গুন গান ॥১২গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বশিষ্ঠ প্রভুরে হেরি' অনুরাগে ভরি'। আনিলেন সিংহাসন অতি ত্বরা করি'
রবি-সম তেজ তাঁ'র নারি বর্ণিবারে। বিপ্রেগণে নমি' রাম বসে তা'র'পরে ॥১
সীতা-সহ রঘুরাজ যবে সেথা র'ন। হেরি' হরষিত হ'ন যত মুনিগণ॥
বেদ-মন্ত্র উচ্চারিলা ব্রাহ্মণে তখন। নভে সুর মুনি করে জয় উচ্চারণ ॥২
বশিষ্ঠ তিলক আগে প্রদান করিলা। বিপ্রগণ পরে দিতে আদিষ্ট হইলা ॥
মাতৃগণ হরষিত সুতেরে হেরিয়া। আরতি করিল সবে পুনঃ পুনঃ গিয়া ॥৩
বিপ্রেগণে দানিলেন বিবিধ প্রকারে। যাচকেরে অযাচক করি' চিরতরে ॥
সিংহাসনে ভুবনেশ বসেন যখন। দুন্দুভি বাদন করে তদা সুরগণ ॥৪

ছন্দ— বাজিছে আকাশে দুন্দুভি বিপুল গন্ধর্ব কিন্নর সঙ্গীতে নিরত।
নর্তন করিছে অপসরার দল সুর মুনি ভুঞ্জে আনন্দ সতত ॥
ভরতাদি ভ্রাতা বিভীষণ আদি হনু ও অঙ্গদে সঙ্গেতে লইয়া।
ছত্র ও চামর ব্যজন ও ধনু অসি, চর্ম্ম, শক্তি রহেন ধরিয়া ॥

বাংলা অর্থ—অনুরাগা—অনুরাগে ভরিল ; তিলক কীন্হা—রাজ-তিলক পুরাইলেন ; সজে—সজ্জিত হইলেন ; কহত ন বনই—কহিয়া বর্ণনা করা যায় না ; কাহুঁ—কেহ ; লখেউ—লক্ষ্য করিলেন ; নিরখন্তি—দেখে ; (দো—১২ ক, খ, গ)

জানকী সহিত সূর্য্যবংশমণি বহু কাম-ছবি- শোভাতে শোভন।
নব বারিধর- সম কলেবরে পীতবস্ত্র পরি' মানসমোহন॥
মুকুট ও বাজু আদি বিভুষণ প্রতি অঙ্গে ধরি' সুসজ্জিত হ'ন।
কমল-নয়ন বাহু বক্ষস্থল বিশাল ধন্য সে যে করে দর্শন॥

দোহা— এ'শোভা সমাজে অপার এ'সুখে বর্ণি বল কেমনে খগেশ!
বর্ণিবে সারদা অনন্ত ও শ্রুতি আর নিজে জানেন মহেশ॥১২ক॥
হেন ভিন্ন ভাবে স্তবস্তুতি করি' সুর নরে যা'ন নিজ ধাম।
স্তাবকের বেশে চতুর্ব্বেদ আসে যথা প্রভু ছিলেন শ্রীরাম॥১২খ॥
সর্ব্বজ্ঞ যে প্রভু কৃপার নিধান করিলেন সবারে আদর॥
কেহ না জানিত ইহার মরম গাহিলেন তাঁহারা সুন্দর॥১২গ॥

মূল

ছন্দ— জয় সগুন নির্গুন রূপ রূপ অনূপ ভুপ সিরোমনে।
দাসকন্ধরাদি প্রচণ্ড নিসিচর প্রবল বল ভুজ বল হনে॥
অবতার নর সংসার ভার বিভঞ্জি দারুন দুখ দহে।
জয় প্রনতপাল দয়াল প্রভু সংজুক্ত সক্তি নমামহে॥১
তব বিষম মায়া বস সুরাসুর নাগ নর অগ জগ হরে।
ভব পন্থ ভ্রমত অমিত দিবস নিসি কাল কর্ম গুননি ভরে॥
জে নাথ করি করুনা বিলোকে ত্রিবিধি দুঃখ তে নির্বহে।
ভব খেদ ছেদন দচ্ছ হম কহুঁ রচ্ছ রাম নমামহে॥২
জে গ্যান মান বিমত্ত তব ভব হরনি ভক্তি ন আদরী।
তে পাই সুর দুর্লভ পদাদপি পরত হম দেখত হরী॥
বিস্বাস করি সব আস পরিহরি দাস তব জে হোই রহে।
জপি নাম তব বিনু শ্রম তরহিঁ ভব নাথ সো সমরামহে॥৩
জে চরন সিব অজ পূজ্য রজ সুভ পরসি মুনিপতিনী তরী।
নখ নির্গতা মুনি বন্দিতা ত্রৈলোক পাবনি সুরসরী॥
ধ্বজ কুলিস অঙ্কুস কঞ্জ জুত বন ফিরত কণ্টক কিন লহে।
পদ কঞ্জ দ্বন্দ মুকুন্দ রাম রমেস নিত্য ভজামহে॥৪
অব্যক্তমূলমনাদি তরু ত্বচ চারি নিগমাগম ভনে।
ষট কন্ধ সাখা পঞ্চ বীস অনেক পর্ন সুমন ঘনে॥
ফল জুগল বিধি কটু মধুর বেলি অকেলি জেহি আশ্রিত রহে।
পল্লবত ফুলত নবল নিত সংসার বিটপ নমামহে॥৫
জে ব্রহ্ম অজমদ্বৈতমনুভবগম্য মনপর ধ্যাবহীঁ।
তে কহহুঁ জানহুঁ নাথ হম তব সগুন জস নিত গাবহীঁ॥

করুনায়তন প্রভু সদগুনাকর দেব য়হ বর মাগহীঁ।
মন বচন কর্ম বিকার তজি তব হম অনুরাগহীঁ ॥৬

দোহা— সব কে দেখত বেদন্হ বিনতী কীন্হি উদার।
অন্তর্ধান ভএ পুনি গএ ব্রহ্ম আগার ॥১৩ক॥
বৈনতেয় সুনু সম্ভু তব আএ জহঁ রঘুবীর।
বিনত করত গদগদ গিরা পূরিত পুলক সরীর ॥১৩খ॥

পদ্যানুবাদ

ছন্দ— সগুণ নির্গুণ রূপে মূর্ত্তিমান্ ওহে নৃপবর! তুমি অতুলন।
দশানন আদি প্রচণ্ড রাক্ষসে খলে ভুজবলে করিলে হনন॥
নর অবতারে সংসারের ভার টুটি' নিদারুণ দুখ তুমি হর।
জয় ভক্তপাল! হে দয়াল প্রভু! সশক্তি তোমাতে হই নতি'পর॥
হে হরে! তোমার মায়াবশ নর সুরাসুর নাগ তথা চরাচরে।
ভব-পথ ভ্রমে অন্তহীন কাল অহর্নিশ গুণ- কর্ম্ম অনুসারে॥
কৃপাদৃষ্টি করি' যাহারে হে নাথ! হের তা'র তিন যাতনা পাসরে।
ভব দুখ-ছেদে দক্ষ রাম! ওহে রক্ষ মোরে, এবে নমিনু তোমারে॥
জ্ঞান-মদে মত্ত ভব-ভয়হারী তোমাতে ভকতি যাহারা পাসরে।
দেবতা দুর্লভ পদ লভি' তা'রা পুন নিজে পড়ে হেরিনু হে হরে!
তোমাতে বিশ্বাসী আশা সব ত্যজি' যা'রা তব দাস হইতে চাহিবে
স্মরিনু সে তোমা যা'র নাম জপি' বিনা শ্রমে ভব- যাতনা তরিবে॥
যাহার চরণ শিব ব্রহ্মা পূজে পাদ-রজ স্পর্শে মুনি-নারী তরে।
মুনিগণ পূজ্যা ত্রৈলোক্য-পাবনী সুরধুনী যা'র নখ হ'তে ক্ষরে॥
কুলিশ অঙ্কুশ ধ্বজ পদ্মযুত যে পদে কণ্টক বিদ্ধ হ'ল বনে।
নিত্য হে মুকুন্দ! হে রাম রমেশ! পূজি যেন তব সে যুগ্ম চরণে॥
অব্যক্তই মূল অনাদি যে তরু ত্বক্ চারি বেদ সর্ব্ব তন্ত্রে কয়।
ছয় স্কন্ধ তাহে শাখা পঞ্চবিংশ বহু পর্ণ পুষ্প তাহে ভরি' রয়॥
তিক্ত মিষ্ট ফল পাপ পুণ্য রূপে অবিদ্যার লতা যাহে রচে ধাম।
পত্র-পুষ্প যুত নিত্য নবীভূত ভব-বৃক্ষাশ্রয় নমিনু সে রাম॥
অজ ও অদ্বৈত অনুভবগম্য ব্রহ্ম যা'রা ভজে মনের অতীত।
বুঝুক তাহারা কহুক সে কথা আমি ত সগুণে পূজি গাহি গীত॥

বাংলা অর্থ—হনে—হত্যা করিল; বিভঞ্জি—নষ্ট করিয়া; প্রভু সংযুক্ত সক্তি—সীতাসহ রামচন্দ্রকে; গুননি—গুণদ্বারা; দুখ তে নির্বহে—দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়াছে; হম কহুঁ—আমাকেও; ন আদরী—সমাদর করে নাই; হোই রহে—হইয়া থাকে; সমরামহে—(স্মরামহে) স্মরণ করি; কিন—কেন না; বেদী—বন্দী; (দো—১৩ ক,খ,গ)

করুণার ধাম সদ্‌গুণ-আকর হে প্রভু! হে দেব! দাও এই বর।
মন-কর্ম্ম-বাক্য- দুঃখ ত্যজি'যেন তব পদে হই অনুরাগপর ॥

দোহা— সবার সম্মুখে বেদমূর্ত্তিগণ করে হেন বিনতি উদার।
অন্তর্হিত হ'য়ে পুন চলি' গেলা যথা ছিল ব্রহ্মার আগার ॥১৩ক॥
হে খগেশ! শুন শিব তবে আসি' আছিলেন যেথা রঘুবীর ॥
সবিনয়ে ক'ন গদগদ স্বরে ভরে তাঁ'র পুলকে শরীর ॥১৩খ॥

মূল

ছন্দ— জয় রাম রমারমনং সমনং। ভব তাপ ভয়াকুল পাহি জনং॥
অবধেস সুরেশ রমেস বিভো। সরনাগত মাগত পাহি প্রভো ॥১
দসসীস বিনাসন বীস ভুজা। কৃত দূরি মহা মহি ভূরি রুজা॥
রজনীচর বৃন্দ পতঙ্গ রহে। সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে ॥২
মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং। ধৃত সায়ক চাপ নিষঙ্গ বরং॥
মদ মোহ মহা মমতা রজনী। তম পুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী ॥৩
মনজাত কিরাত নিপাত কিএ। মৃগ লোগ কুভোগ সরেন হিএ॥
হতি নাথ অনাথনি পাহি হরে। বিষয়া বন পাবঁর ভূলি পরে ॥৪
বহু রোগ বিয়োগন্হি লোগ হএ। ভবদণ্ড্রি নিরাদর কে ফল এ॥
ভব সিন্ধু অগাধ পরে নর তে। পদ পঙ্কজ প্রেম ন জে করতে ॥৫
অতি দীন মলীন দুখী নিতহীঁ। জিন্হ কেঁ পদ পঙ্কজ প্রীতি নহীঁ॥
অবলম্ব ভবন্ত কথা জিন্হ কেঁ। প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিন্হ কেঁ ॥৬
নহি রাগ ন লোভ ন মান মদা। তিন্হ কেঁ সম বৈভব বা বিপদা॥
এহি তেঁ তব সেবক হোত মুদা। মুনি ত্যাগত জোগ ভরোস সদা ॥৭
করি প্রেম নিরন্তর নেম লিএঁ। পদ পঙ্কজ সেবত সুদ্ধ হিএঁ॥
সম মানি নিরাদর আদরহী। সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী ॥৮
মুনি মানস পঙ্কজ ভৃঙ্গ ভজে। রঘুবীর মহা রনধীর অজে॥
তব নাম জপামি নমামি হরী। ভব রোগ মহাগদ মান অরী ॥৯
গুন সীল কৃপা পরমায়তনং। প্রনমামি নিরন্তর শ্রীরমনং॥
রঘুনন্দ নিকন্দয় দ্বন্দ্বঘনং। মহিপাল বিলোকয় দীন জনং ॥১০

দোহা— বার বার বর মাগউঁ হরষি দেহু শ্রীরঙ্গ।
পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসঙ্গ ॥১৪ক॥
বরনি উমাপতি রাম গুন হরষি গএ কৈলাস।
তব প্রভু কপিন্হ দিবাএ সব বিধি সুখপ্রদ বাস ॥১৪খ॥

বাংলা অর্থ—তেজ অনী—তেজসমূহ; মনজাত—কামদেব; হয়ে—হত হইয়াছে;

ছন্দ—জয় রাম! লক্ষ্মীকান্ত! তুমি শান্তিদাতা। ভব-তাপ-ভয়াকুল-জনে তুমি ত্রাতা
সুরেশ! অযোধ্যাপতি! রমা-পতি বিভো! শরণ্য আমারে তুমি রক্ষা কর প্রভো ॥১
দশানন-বিংশ-ভুজ-ধারীরে নাশিয়া। বিশ্বের বেদনা বহু দিলে নিবারিয়া ॥
রাক্ষস-রূপেতে যা'রা শকুনি আছিল। শরাগ্নি প্রচণ্ড তব তা'সবে দহিল ॥২
ভূমণ্ডলে তুমি এক ভূষণ পরম। ধরিছ সায়ক-চাপ-তূণীর উত্তম ॥
মদ, মোহ ও মমতা-রূপী নিশা-তম। তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নাশি' রহ সূর্য্য-সম ॥৩
কামরূপী ব্যাধ হানে ভোগরূপী শর। নররূপি-মৃগ-জন-হৃদয়ের 'পর ॥
হে নাথ! হে হরে! তুমি উন্মোচিয়া শরে। রক্ষিহ বিষয়-বনে উদ্‌ভ্রান্ত পামরে ॥৪
বেদনাতে রোগ-শোকে ভোগে বহুজন। তব পদে অনাদর ইহার কারণ ॥
তব পাদ-পদ্মে প্রেম না করে যে জন। সংসার-সাগর-গর্ভে তাহার মজ্জন ॥৫
দীন পাপী হ'য়ে ভুঞ্জে নিত্য দুঃখ-ভার। তব পাদ-পদ্মে প্রীতি কভু নাহি যা'র ॥
তব কথামৃত যা'র সতত আশ্রয়। সাধু, ভগবান্ তা'র সদা প্রিয় হয় ॥৬
অনাসক্ত, নাই লোভ, মান তথা মদ। তা'র কাছে সম-জ্ঞান সম্পদ্‌, বিপদ ॥
হইয়া সেবক তাই মুনি তোমা' ভজে। হঠযোগ-আশা মুনি সদাতরে ত্যজে ॥৭
করে প্রেম নিরন্তর নিয়ম আশ্রয়ে। তব পাদ-পদ্ম সেবে শুদ্ধ হিয়া ল'য়ে ॥
মান অপমানে করি' সমান গণন। জগতে সুজন সুখে করে বিচরণ ॥৮
মুনি-মন-পদ্ম-ভৃঙ্গ ভজি ওহে প্রিয়! রণধীর রাম! তোমা সেবি হে অজেয়!
তব নাম জপি আর নমি ওহে হরি! ভব-রোগ, গর্ব্ব, মান নাশ হ'য়ে অরি ॥৯
গুণ, শীল, করুণাতে তুমি পরধাম। নমি নিরন্তর তোমা' শ্রীরমণ রাম!
হে রঘুনন্দন! নাশ মম দ্বন্দ্ব যত। দীন বলি' মহীপাল! গণিবে সতত ॥১০

দোহা— বার বার বর মাগি রমাপতি! হৃষ্ট হ'য়ে দাও তুমি মোরে।
পাদ-পদ্মে যেন অচলা ভকতি সাধুসঙ্গ লভি সদাতরে ॥১৪ক॥
বর্ণি' উমাপতি রামগুণগ্রাম হরষিত গেলেন কৈলাস।
দানিলেন প্রভু তবে কপিগণে সর্ব্বরূপে সুখদ-নিবাস ॥১৪খ॥

মূল

চৌ—সুনু খগপতি যহ কথা পাবনী। ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী ॥
মহারাজ কর সুভ অভিষেকা। সুনত লহহিঁ নর বিরতি বিবেকা ॥১
জে সকাম নর সুনহিঁ জে গাবহিঁ। সুখ সম্পতি নানা বিধি পাবহিঁ ॥
সুর দুর্লভ সুখ করি জগ মাহীঁ। অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহীঁ ॥২

মান অরী—অভিমানের শত্রু; শ্রীরঞ্জ—লক্ষ্মীর আনন্দদাতা; অনপায়নী—অনপায়িনী, অচলা; দিবাএ—দেওয়াইলেন; ভবদঙ্‌ঘ্রি—আপনার চরণ; (দো · ১৪ ক, খ)

শুনহিঁ বিমুক্ত বিরত অরু বিষঈ। লহহিঁ ভগতি গতি সম্পতি নঈ॥
খগপতি রাম কথা মৈঁ বরনী। স্বমতি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী॥৩
বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ় করনী। মোহ নদী কহঁ সুন্দর তরনী॥
নিত নব মঙ্গল কৌসলপুরী। হরষিত রহহিঁ লোগ সব কুরী॥৪
নিত নই প্রীতি রাম পদ পঙ্কজ। সব কেঁ জিন্হহি নমত সিব মুনি অজ॥
মঙ্গন বহু প্রকার পহিরাএ। দ্বিজন্হ দান নানা বিধি পাএ॥৫

দোহা— ব্রহ্মানন্দ মগন কপি সব কেঁ প্রভু পদ প্রীতি।
জাত ন জানে দিবস তিন্হ গএ মাস ষট বীতি॥১৫॥

পদ্যানুবাদ

রামরাজ্য

চৌ—শুন খগপতি! এই কথা সুপাবনী। ত্রিতাপ-সংসার-জ্বালা-ভয়-বিনাশিনী॥
রঘুপতি রাঘবের শুভ অভিষেক। শুনিলে মানব লভে বিরতি বিবেক॥১
সকাম মনুষ্য যদি শুনে আর গায়। নানাবিধ সম্পদ ও সুখ সেই পায়॥
দেবতা দুর্লভ সুখ লভিয়া ধরায়। অন্তকালে রঘুপতি-পুরে চলি' যায়॥২
শুনে যদি জীবন্মুক্ত বিরাগী সংসারী। ভক্তি, গতি বৈভবের হয় অধিকারী॥
হে খগেশ! রাম-কথা করিনু বর্ণন। তাহে সুখ ভুঞ্জি' হবে ত্রাস-বিনাশন॥৩
বিরতি বিবেক ভক্তি তাহে দৃঢ় করে। চারু নৌকা হ'য়ে ল'বে মোহ-নদী-পারে॥
মুখরিত নিত্য নব উৎসবে কোশল। হরষিত সবে সেথা সর্ব্বথা মঙ্গল॥৪
যাঁ'র পদে মুনি, ব্রহ্মা, শিব সদা নমে। সে পদ-কমলে প্রীত সবে নবোত্তমে॥
ভিক্ষুকেরা পায় সজ্জা বিবিধ প্রকার। বিপ্রগণে দান পায় অনেক আকার॥৫

দোহা— ব্রহ্মানন্দে মগ্ন কপি সবে রহে প্রভু-পদে প্রীতি সবে দেয়।
কাল চলে কোথা কেহ নাহি জানে ছয় মাস হেনমতে যায়॥১৫॥

মূল

চৌ—বিসরে গৃহ সপনেহুঁ সুধি নাহীঁ। জিমি পরদ্রোহ সন্ত মন নাহীঁ॥
তব রঘুপতি সব সখা বোলাএ। আই সবন্হি সাদর সিরু নাএ॥১
পরম প্রীতি সমীপ বৈঠারে। ভগত সুখদ মৃদু বচন উচারে॥
তুম্হ অতি কীন্হি মোরি সেবকাঈ। মুখ পর কেহি বিধি করৌঁ বড়াঈ॥২
তাতে মোহি তুম্হ অতি প্রিয় লাগে। মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে॥
অনুজ রাজ সম্পতি বৈদেহী। দেহ গেহ পরিবার সনেহী॥৩

বাংলা অর্থ—ভয় দাবনী—ভয়নাশকারী; বিষঈ—বিষয়ী, সম্পৎপ্রয়াসী; সব কুরী—সকল কুলের বা সম্প্রদায়ের; মঙ্গন—ভিক্ষুক; পহিরায়ে—(বস্ত্রাদি) পরাইলেন; জাত—চলিয়া যাইতেছে; বীতি গএ—অতীত হইল; কুরী—বর্গ, দল; (দো—১৫)

সব মম প্রিয় নহিঁ তুম্হহি সমানা। মৃষা ন কহউঁ মোর় যহ বানা॥
সব কেঁ প্রিয় সেবক যহ নীতী। মোরেঁ অধিক দাস পর প্রীতী ॥৪
দোহা— অব গৃহ জাহু সখা সব ভজেহু মোহি দৃঢ় নেম।
সদা সর্বগত সর্বহিত জানি করেহু অতি প্রেম ॥১৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বিস্মরিল গৃহ তাহা স্বপ্নে নাহি স্মরে। সাধু পরদ্রোহ যথা স্বপ্নে না আচরে
তবে রঘুপতি সব সখারে ডাকা'ন। সবে আসি' সমাদরে প্রণাম জানা'ন ॥১
অতি প্রীতি-ভরে পার্শ্বে সবারে বসা'ন। ভক্ত-সুখপ্রদ-বাক্য সবারে শুনা'ন ॥
সেবা-কার্য্যে কা'রো কোন ত্রুটি হেরি নাই। কেমনে মুখের'পরে প্রশংসা জানাই২
হে তাত! তোমরা অতি মম প্রিয়জন। মম হিত-তরে সবে ত্যজিলে ভবন ॥
অনুজ ও রাজ্য তথা সম্পত্তি, বৈদেহী। দেহ, গেহ, পরিবার, বন্ধু তথা স্নেহী ॥৩
তোমাদের সম কিছু প্রিয় নাই মম। মিথ্যা নাহি কহি আমি এ'মোর মরম ॥
সেবক সবার প্রিয় এই মূল-নীতি। আমি কিন্তু ভক্ত'পরে ধরি বেশী প্রীতি ॥৪
দোহা— এবে গৃহে যাও সখা মোরে ভজ যথাবিধি নিয়ম পালিয়া।
মোরে সর্ব্বগত সর্ব্বতরে জানি' চল প্রীতি আমাতে রাখিয়া ॥১৬॥

মূল

চৌ—সুনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। কো হম কহাঁ বিসরি তন গএ ॥
একটক রহে জোরি কর আগে। সকহিঁ ন কছু কহি অতি অনুরাগে ॥১
পরম প্রেম তিন্হ কর প্রভু দেখা। কহা বিবিধি বিধি গ্যান বিসেষা ॥
প্রভু সনমুখ কছু কহন ন পারহিঁ। পুনি পুনি চরন সরোজ নিহারহিঁ ॥২
তব প্রভু ভূষন বসন মগাএ। নানা রঙ্গ অনূপ সুহাএ ॥
সুগ্রীবহি প্রথমহিঁ পহিরাএ। বসন ভরত নিজ হাথ বনাএ ॥৩
প্রভু প্রেরিত লছিমন পহিরাএ। লঙ্কাপতি রঘুপতি মন ভাএ ॥
অঙ্গদ বৈঠ রহা নহি ডোলা। প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা ॥৪
দোহা— জামবন্ত নীলাদি সব পহিরাএ রঘুনাথ।
হিয়ঁ ধরি রাম রূপ সব চলে নাই পদ মাথ ॥১৭ক॥
তব অঙ্গদ উঠি নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।
অতি বিনীত বোলেউ বচন মনহুঁ প্রেম রস বোরি ॥১৭খ॥

বাংলা অর্থ—বিসরে—বিস্মরে, ভুলিল; সুধি নহীঁ—স্মরণে আসে না; মোরি—আমার; বড়াঈ করৌঁ—মহত্ব বর্ণনা করিব; বানা—স্বভাব; নেম—নিয়ম; বিসরি গএ—ভুলিয়া গেল; একটক—একদৃষ্টে; বসন বনায়ে—কাপড় পরাইলেন; নহি ডোলা—নড়িল না; বোরি—ডুবাইয়া; ত্যাগে—ত্যাগ করিয়াছ; (দো—১৬, ১৭ ক, খ)

চৌ—শুনি' প্রভু-বাণী সবে প্রেমেতে ডুবিল। কে আমি কোথায় শুধু সব বিস্মরিল॥
এক দৃষ্টে রহে সবে যুক্ত করে আগে। কহিতে না পারে কিছু ভরে অনুরাগে॥১
প্রভু হেরি' তাহাদের পরম পিরীতি। বিবিধ প্রকারে ক'ন জ্ঞানগর্ভ নীতি॥
প্রভুর সম্মুখে কিছু কহিতে না পারে। পুন পুন তাঁ'র পদ-কমল নিহারে।২
আনাইয়া ল'ন প্রভু বসন-ভূষণ। নানাবর্ণে বিচিত্রিত ভূরি সুশোভন॥
সুগ্রীবেরে প্রথমেতে বসন পরা'ন। ভরত নিজের হাতে তাহারে সাজা'ন।৩
লক্ষ্মণ আদেশ লভি' লঙ্কেশে পরা'ন। সুসজ্জিত হেরি' তা'রে প্রভু সুখ পা'ন॥
না নড়ে অঙ্গদ সেথা বসি' র'ন স্থির। প্রীতি হেরি' কিছু নাহি ক'ন রঘুবীর॥৪

দোহা— জাম্ববান নীল আদি সবাকারে রঘুনাথ করে আভুষণ।
হৃদে রাম রূপ ধরিয়া সকলে চলে নমি' প্রভুর চরণ॥১৭ক॥
তখন অঙ্গদ উঠি' নমি' শির আঁখি ভরা বারি যুক্ত করে।
বিনয় করিয়া কহেন বচন পরিপূর্ণ অতি প্রেম-ভরে॥১৭খ॥

মূল

চৌ—সুনু সর্বগ্য কৃপা সুখ সিন্ধো। দীন দয়াকর আরত বন্ধো॥
মরতী বের নাথ মোহি বালী। গয়উ তুম্হারেহি কোঁছেঁ ঘালী।১
অসরন সরন বিরদু সম্ভারী। মোহি জনি তজহু ভগত হিতকারী॥
মোরেঁ তুম্হ প্রভু গুর পিতা মাতা। জাউঁ কহাঁ তজি পদ জলজাতা॥২
তুম্হহি বিচারি কহহু নরনাহা। প্রভু তজি ভবন কাজ মম কাহা॥
বালক গ্যান বুদ্ধি বল হীনা। রাখহু সরন নাথ জন দীনা॥৩
নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউঁ। পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব তরিহউঁ॥
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী। অব জনি নাথ কহহু গৃহ জাহী॥৪

দোহা— অঙ্গদ বচন বিনীত সুনি রঘুপতি করুনা সীঁব।
প্রভু উঠাই উর লায়উ সজল নয়ন রাজীব॥১৮ক॥
নিজ উর মাল বসন মনি বালিতনয় পহিরাই।
বিদা কীন্হি ভগবান তব বহু প্রকার সমুঝাই॥১৮খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি কৃপা-সুখ-সিন্ধো! দীনে দয়াপর তুমি ওহে আর্ত্তবন্ধো!
মরণের কালে নাথ! মম পিতা বালি। তব স্নেহময়-ক্রোড়ে দিলা মোরে ডালি'॥১

বাংলা অর্থ—মরতী বের—মরণের বেলায়; কোঁছেঁ—ক্রোড়ে; ঘালী গয়উ—ফেলিয়া দিয়াছে; বিরদু—স্বভাব; সম্ভারী—সামলাইয়া; জাউঁ—যাইব; নীচি টহল—নীচ কাজ; সীঁব—সীমা; মাল—মালা; বিদা—বিদায়; (দো—১৮ ক, খ)

অনাথ-শরণ তুমি এ কথা বুঝিবে। ভক্ত-হিতকারী তুমি মোরে না ত্যজিবে ॥
তুমি পিতা-মাতা প্রভু তথা গুরুজন। কোথা যাব ত্যজি' তব কমল-চরণ ॥৩
তুমি বিচারিয়া মোরে কহ রঘুনাথ। ভবনে কি কাজ মম ত্যজি' প্রভু-সাথ ॥
আমি যে বালক জ্ঞান-বুদ্ধি-বলহীন। আমারে আশ্রয় দাও আমি বড় দীন ॥৪
ঘরে যত নীচ কাজ আমি তা' সাধিব। পাদ-পদ্ম হেরি' তব তরিয়া যাইব ॥
হেন কহি' প্রভু-পার্শ্বে চরণে পড়িল। গৃহে যেতে নাহি কহ প্রভুরে বলিল ॥৫

দোহা— অঙ্গদ মিনতি শ্রবণে শুনিয়া রঘুপতি করুণা-আধার।
উঠা'য়ে তাহারে ধরেন হৃদয়ে আঁখি-পদ্মে ভরে জল-ভার ॥১৮ক॥
নিজ কণ্ঠ-মাল্য বস্ত্র তথা মণি পরা'লেন বালির কুমারে।
বিদায় দিলেন ভগবান তা'রে বুঝাইয়া বিবিধ প্রকারে ॥১৮খ॥

মূল

চৌ—ভরত অনুজ সৌমিত্রি সমেতা। পঠবন চলে ভগত কৃত চেতা ॥
অঙ্গদ হৃদয়ঁ প্রেম নহিঁ থোরা। ফিরি ফিরি চিতব রাম কীঁ ওরা ॥১
বার বার কর দণ্ড প্রনামা। মন অস রহন কহহিঁ মোহি রামা ॥
রাম বিলোকনি বোলনি চলনী। সুমিরি সুমিরি সোচত হঁসি মিলনী ॥২
প্রভু রুখ দেখি বিনয় বহু ভাষী। চলেউ হৃদয়ঁ পদ পঙ্কজ রাখী ॥
অতি আদর সব কপি পহুঁচাএ। ভাইন্হ সহিত ভরত পুনি আএ ॥৩
তব সুগ্রীব চরন গহি নানা। ভাঁতি বিনয় কীন্হে হনুমানা ॥
দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা। পুনি তব চরন দেখিহউঁ দেবা ॥৪
পুন্য পুঞ্জ তুম্হ পবনকুমারা। সেবহু জাই কৃপা আগারা।
অস কহি কপি সব চলে তুরন্তা। অঙ্গদ কহই সুনহু হনুমন্তা ॥৫

দোহা— কহেহু দণ্ডবত প্রভু সৈঁ তুম্হহি কহউঁ কর জোরি।
বার বার রঘুনায়কহি সুরতি করাএহু মোরি ॥১৯ক॥
অস কহি চলেউ বালিসুত ফিরি আয়উ হনুমন্ত।
তাসু প্রীতি প্রভু সন কহী মগন ভএ ভগবন্ত ॥১৯খ॥
কুলিসহু চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমহু চাহি।
চিত্ত খগেস রাম কর সমুঝি পরই কহু কাহি ॥১৯গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম সাথে ল'য়ে তদা শত্রুঘ্ন-সৌমিত্রি। চলেন বিদায় দিতে ভক্তকৃত্য স্মরি'
অঙ্গদ-হৃদয়ে প্রেম অল্প নাহি ছিল। ফিরি' ফিরি' রাম-পানে চাহিতে লাগিল ॥১

বাংলা অর্থ—পঠবন চলে—পাঠাইতে চলিলেন; রহন কহহি—রহিতে বলুন; হঁসি মিলনী—হাস্যযুক্ত মিলনের মনোভাব; রুখ—অভিপ্রায়; সুরতি করাএহু—স্মরণ করাইবে; সমুঝি পরই—বুঝিতে পারিবে; কাহি—কে; (দো—১৯ ক, খ, গ)

বার বার দণ্ডবৎ করিল প্রণাম। মনে চিন্তে 'রহ তুমি' ক'ন প্রভু রাম ॥
রামের চাহনি, কথা তথা মতি-গতি। সহাস্য মিলন স্মরি' বিষাদিত-মতি ॥২
প্রভু পানে হেরি' বহু কহি' সবিনয়ে। চলিল চরণ-পদ্ম রাখিয়া হৃদয়ে ॥
সমাদরে কপিগণে আগাইয়া দিয়া। ভ্রাতৃগণ-সহ রাম আসেন ফিরিয়া ॥৩
হনুমান ধরে তদা সুগ্রীব-চরণ। বহুধা মিনতি করি' কহিল বচন ॥
দিন দশ সেবি' আগে রাঘব-চরণ। আসিব লভিতে দেব-চরণ দর্শন ॥৪
পুণ্য-পুঞ্জ তুমি ওহে পবন-কুমার! এবে গিয়া সেব তুমি রাম কৃপাধার ॥
ইহা কহি' কপি সব ত্বরিত চলিল। শুন হনুমান! তুমি অঙ্গদ কহিল ॥৫

দোহা— প্রণাম আমার জানাবে প্রভুরে তোমা' কহি আমি যুক্ত-করে।
কহ বার বার রঘুর নায়ক প্রভু যেন মোরে না বিস্মরে ॥১৯ক॥
হেন কহি' যায় বালির কুমার ফিরিয়া আসিল হনুমান।
তা'সবার প্রীতি প্রভু শুনি' তদা প্রেম-মগ্ন হ'ন ভগবান্ ॥১৯খ॥
কুলিশ অপেক্ষা অতীব কঠোর কোমলতর কুসুম হ'তে।
হে খগেশ! বুঝ হেন রাম-চিত বল কেবা পারিবে বুঝিতে? ১৯গ॥

মূল

চৌ—পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদা। দীন্হে ভুষন বসন প্রসাদা ॥
জাহু ভবন মম সুমিরন করেহূ। মন ক্রম বচন ধর্ম্ম অনুসরেহূ ॥১
তুম্হ মম সখা ভরত সম ভ্রাতা। সদা রহেহু পুর আবত জাতা ॥
বচন সুনত উপজা সুখ ভারী। পরেউ চরন ভরি লোচন বারী ॥২
চরন নলিন উর ধরি গৃহ আবা। প্রভু সুভাউ পরিজনন্হি সুনাবা ॥
রঘুপতি চরিত দেখি পুরবাসী। পুনি পুনি কহহিঁ ধন্য সুখরাসী ॥৩
রাম রাজ বৈঠেঁ ত্রৈলোকা। হরষিত ভএ গএ সব সোকা ॥
বয়রু ন কর কাহূ সন কোঈ। রাম প্রতাপ বিষমতা খোঈ ॥৪

দোহা— বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদ পথ লোগ।
চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখহি নহিঁ ভয় সোক ন রোগ ॥২০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কৃপাল ডাকিয়া পুন আনেন নিষাদে। তাহারে তুষেন বস্ত্রে, ভূষণে, প্রসাদে
গৃহে গিয়া মোরে তুমি করিবে স্মরণ। কায়-মনো-বাক্যে করি' ধর্ম্ম আচরণ ॥১
হে সখা! ভরত-সম তুমি মম ভাই। সদা হেথা জেনো তব যাতায়াত চাই ॥
বাক্য শুনি' তা'র মন সুখে ভরে ভারী। চরণে নমিল তা'র লোচনেতে বারি ॥২
হিয়া ধরি' পাদ-পদ্ম ভবনে পৌঁছিল। প্রভু-কথা পরিজনে সব শুনাইল ॥
রঘুনাথ সুচরিত হেরি' পুরবাসী। পুন পুন কহে,—রাম ধন্য সুখরাশি ॥৩

রাম-রাজ্য ত্রিভুবনে হ'ল প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বশোক দূর হ'ল সবে হরষিত॥
কেহ কারো সনে নাহি বৈরতা সাধিল। সকল বৈষম্য রাম-প্রতাপে নাশিল॥৪
দোহা— চারি বর্ণাশ্রম আপন ধরম বেদমার্গ সবে ধরি' চলে।
রোগ-শোক-ভোগ না রহিল কিছু সুখ ভুঞ্জে সতত সকলে॥২০॥

মূল

চৌ—দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা। রাম রাজ নহিঁ কাহুহি ব্যাপা॥
সব নর করহিঁ পরস্পর প্রীতী। চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতি নীতী॥১
চারিউ চরন ধর্ম জগ মাহীঁ। পূরি রহা সপনেহুঁ অঘ নাহীঁ॥
রাম ভগতি রত নর অরু নারী। সকল পরম গতি কে অধিকারী॥২
অল্পমৃত্যু নহিঁ কবনিউ পীরা। সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা॥
নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা। নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা॥৩
সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী। নর অরু নারি চতুর সব গুনী॥
সব গুনগ্য পণ্ডিত সব গ্যানী। সব কৃতগ্য নহিঁ কপট সয়ানী॥৪
দোহা— রাম রাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিঁ।
কাম কর্ম সুভাব গুন কৃত দুখ কাহুহি নাহিঁ॥২১॥

পদ্যানুবাদ

আত্মিক, দৈবিক, আধিভৌতিকাদি তাপে। রামরাজ্যে কারো মন নাহি কভু ব্যাপে
সবে করে পরস্পর প্রীতির আশ্রয়। শ্রুতি-নীতি মানি' সবে ধর্ম্মে রত রয়॥১
সত্য, শৌচ, দয়া-দানে ধরা পূর্ণ হয়। স্বপনেও পাপ কোথা কভু নাহি রয়॥
রাম-ভক্তি-রত হয় যত নর-নারী। সবে মিলি হয় পরাগতি-অধিকারী॥২
শিশু-মৃত্যু নাহি ছিল, না পীড়া তখন। রোগহীন দেহে ছিল সকলি শোভন॥
না দরিদ্র, নাহি দুঃখী, কেহ নহে হীন। নাহি মূর্খ, নাহি কেহ সুলক্ষণ-হীন॥৩
দম্ভহীন ছিল সব ধর্ম্মরত নর। নর-নারী সুচতুর সবে গুণধর॥
গুণজ্ঞ পণ্ডিত সবে তথা জ্ঞানবান। সকলে কৃতজ্ঞ, নহে কপট অজ্ঞান॥৪
দোহা— শুন খগরাজ! রাম যেথা রাজা চরাচর জীবে ধরা-মাঝে।
কাল-কর্ম্ম-গুণ- স্বভাব হইতে দুঃখ নাহি কারো'পরে সাজে॥২১॥

মূল

চৌ—ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা। এক ভূপ রঘুপতি কোসলা॥
ভুঅন অনেক রোম প্রতি জাসূ। যহ প্রভুতা কছু বহুত ন তাসূ॥১

বাংলা অর্থ—খোঈ—নষ্ট হইল; বরনাশ্রম—বর্ণাশ্রম; দৈবিক—আধিদৈবিক; ভৌতিক—আধিভৌতিক; চারিউ চরন—চারি চরণ (সত্য, শৌচ, দয়া, দান); কপট সয়ানী—চতুর ধূর্ত্ত; নভগেস—গরুড়; বিরুজ—নীরোগ; (দো—২০, ২১)

সো মহিমা সমুঝত প্রভু কেরী। য়হ বরনত হীনতা ঘনেরী ॥
সোউ মহিমা খগেস জিন্হ জানী। ফিরি এহিঁ চরিত তিন্হহুঁ রতি মানী ॥২
সোউ জানে কর ফল য়হ লীলা। কহহিঁ মহা মুনিবর দমসীলা ॥
রাম রাজ কর সুখ সম্পদা। বরনি ন সকই ফনীস সারদা ॥৩
সব উদার সব পর উপকারী। বিপ্র চরন সেবক নর নারী ॥
একনারী ব্রত রত সব ঝারী। তে মন বচ ক্রম পতি হিতকারী ॥৪
দোহা— দণ্ড জতিন্হ কর ভেদ জহঁ নতক নৃত্য সমাজ।
জীতহু মনহি সুনিঅ অস রামচন্দ্র কেঁ রাজ ॥২২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সিন্ধু-মেখলিতা সপ্ত-দ্বীপা বসুমতী। একমাত্র রাজা রাম কোশলাধিপতি ॥
প্রতি রোমে যাঁ'র বহু ভুবন বিরাজে। এহেন প্রভুতা নহে বেশী তাঁ'র কাছে ॥১
প্রভুর সে মহিমাতে রহে যদি জ্ঞান। এ' বর্ণনা অতি ন্যূন হইবে প্রমাণ ॥
সে মহিমা হে খগেশ! যা'রা ভাল জানে। এ'চরিতে অতি ভক্তি তা'রা শুধু মানে॥২
মহিমা বুঝিলে লীলা অনুভব হবে। কহে ইহা জিতেন্দ্রিয় মহামুনি সবে ॥
কত সুখ সমৃদ্ধি যে রামের শাসনে। অনন্ত ও বাণী তাহা বর্ণিবে কেমনে ॥৩
সকলে উদার সেথা পর-উপকারী। ব্রাহ্মণ-চরণ-সেবী সব নর নারী ॥
এক-নারী-ব্রতধারী ছিল যত নর। কায়-মনো-বাক্যে নারী পতিহিতপর ॥৪
দোহা— *যতি দণ্ড ধরে নৃপ তরে নহে ভেদ ছিল সুর-তাল-স্থলে।
মনোজয় শুধু, নহে রাজ্য-জয়, এই ছিল রাম-রাজ্য হ'লে ॥২২॥

মূল

চৌ—ফূলহিঁ ফর সদা তরু কানন। রহহিঁ এক সংগ গজ পঞ্চানন ॥
খগ মৃগ সহজ বয়রু বিসরাঈ। সবন্হি পরস্পর প্রীতি বঢ়াঈ ॥১
কূজহিঁ খগ মৃগ নানা বৃন্দা। অভয় চরহিঁ বন করহিঁ অনন্দা ॥
সীতল সুরভি পবন বহ মন্দা। গুঞ্জত অলি লৈ চলি মকরন্দা ॥২
লতা বিটপ মাগেঁ মধু চবহীঁ। মনভাবতো ধেনু পয় স্রবহীঁ ॥
সসি সম্পন্ন সদা রহ ধরনী। ত্রেতাঁ ভই কৃতজুগ কৈ করনী ॥৩
প্রগটীঁ গিরিন্হ বিবিধি মনি খানী। জগদাতমা ভূপ জগ জানী ॥
সরিতা সকল বহহিঁ বর বারী। সীতল অমল স্বাদ সুখকারী ॥৪

বাংলা অর্থ—সপ্ত সাগর মেখলা ভূমি—সপ্তদ্বীপা সাগর বেষ্টিত ভারতভূমি; ঘনেরী—অত্যধিক; ফিরি—পুনঃ; মানী—মান দেন; জানে কর—জানিবার; সব ঝারী—সকল প্রকার; জতিন্হ—যতিগণের; নতক—নর্তক; জীতহু—জয় কর; (দো—২২)

* রাজ্যজয়ের উপাদান দুইটি ভেদ ও দণ্ড রামরাজ্যে ভিন্নার্থক।

সাগর নিজ মরজাদাঁ রহহী। ডারহিঁ রত্ন তটন্হি নর লহহীঁ॥
সরসিজ সঙ্কুল সকল তড়াগা। অতি প্রসন্ন দশ দিসা বিভাগা।৫

দোহা— বিধু মহি পূর ময়ূখনহি রবি তপ জেতনেহি কাজ।
মাগেঁ বারিদ দেহিঁ জল রামচন্দ্র কেঁ রাজ॥২৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কাননের তরু শোভে সদা ফুল-ফলে। সিংহ হস্তী বিরাজিছে সেথা এক স্থলে
সহজ বৈরিতা ভুলি' খগ-মৃগদলে। প্রীতি-ভরে মেলামেশা করিছে সকলে॥১
মৃগ পক্ষিগণ সেথা করিয়া কূজন। সানন্দে অভয়ে বনে করে বিচরণ॥
শীতল সুরভি বায়ু বহে মন্দ মন্দ। অলিদল ছুটে সেথা লভি' মকরন্দ॥২
লতাবৃক্ষে মাগ যদি মধু তাহে ক্ষরে। যত দুধ প্রয়োজন ধেনু তা'বিতরে॥
শস্য-ভারে পরিপূর্ণা ধরণী রহিছে। ত্রেতা যেন সত্য-যুগ-ধর্ম্ম আচরিছে॥৩
গিরিগণে প্রকটিল বহু মণি-খনি। জগন্মাতা জগতের অধিপতি গণি'॥
স্রোতস্বিনী বহে সেথা সুমধুর বারি। নির্ম্মল শীতল তাহা স্বাদু সুখকারী।৪
আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সাগর। তটে রত্ন নিক্ষেপিত লভিত তা' নর॥
পদ্মে পরিপূর্ণ ছিল সকল তড়াগ। অতীব প্রসন্ন দশ-দিকের বিভাগ।৫

দোহা— চাঁদের কিরণে ধরা ভ'রে যায় রবি-তাপে সাধে সবে কাজ।
প্রয়োজনমত মেঘ দিত জল যবে ছিল হেথা রাম-রাজ॥২৩॥

মূল

চৌ—কোটিন্হ বাজিমেধ প্রভু কীন্হে। দান অনেক দ্বিজন্হ কহঁ দীন্হে॥
শ্রুতি পথ পালক ধর্ম ধুরন্ধর। গুনাতীত অরু ভোগ পুরন্দর।১
পতি অনুকূল সদা রহ সীতা। সোভা খানি সুসীল বিনীতা॥
জানতি কৃপাসিন্ধু প্রভুতাঈ। সেবতি চরন কমল মন লাঈ॥২
জদ্যপি গৃহঁ সেবক সেবকিনী। বিপুল সদা সেবা বিধি গুনী॥
নিজ কর গৃহ পরিচরজা করঈ। রামচন্দ্র আয়সু অনুসরঈ॥৩
জেহি বিধি কৃপাসিন্ধু সুখ মানই। সোই কর শ্রী সেবা বিধি জানই॥
কৌসল্যাদি সাসু গৃহ মাহীঁ। সেবই সবন্হি মান মদ নাহীঁ॥৪
উমা রমা ব্রহ্মাদি বন্দিতা। জগদম্বা সন্ততমনিন্দিতা।৫

দোহা— জাসু কৃপা কটাচ্ছু সুর চাহত চিতব ন সোই।
রাম পদারবিন্দ রতি করতি সুভাবহি খোই॥২৪

বাংলা অর্থ—ফরহি—ফলবস্ত হয়; বিসরাঈ—ভুলিয়া যায়; চবহীঁ—ক্ষরণ করে; মনভাবতো—মনোমত; সসি—শস্য; প্রগটীঁ—প্রকট করিলেন; মরজাদাঁ—সীমা; বিধু ময়ূখন্হি পূর—চন্দ্রকিরণে পূর্ণ; মাগেঁ—চাহিলে; ভোগ পুরন্দর—ভোগে ইন্দ্র-

চৌ—কোটি অশ্বমেধ প্রভু নিজে সমাপিলা। বহু দান তাহে বিপ্রে-গণে বিতরিলা॥
বেদ মার্গে চলে রাম ধর্ম্ম-ধুরন্ধর। গুণের অতীত তথা ভোগে পুরন্দর॥১
পতি-অনুকূল হ'য়ে সদা র'ন সীতা। শোভার আকর তথা সুশীলা বিনীতা॥
সীতা জানে কৃপা-সিন্ধু-প্রভাব অপার। প্রভু-পাদ-পদ্ম সেবা-রত মন তাঁ'র॥২
সেবক-সেবিকা-ভরা যদ্যপি ভবন। সেবাতে তৎপর তা'রা করিতে যতন॥
নিজ-করে গৃহচর্য্যা জানকী আচরি'। চলেন সর্ব্বদা রাম-আজ্ঞা অনুসরি'॥৩
যাহে' কৃপাসিন্ধু-চিতে সুখ উপজয়। সেই সেবাবিধি সীতা করেন আশ্রয়॥
কৌশল্যাদি-শ্বশ্রূ যাঁ'রা গৃহ-মাঝে র'ন। ত্যজি' মান সবা'পরে সেবাব্রতী হ'ন॥৪
হে উমা! জানকী জানো ব্রহ্মাদি-বন্দিতা। জগতের মাতা তিনি সদা আনন্দিতা॥৫
দোহা— যাঁ'র কৃপাদৃষ্টি চা'ন দেবগণ তাঁ'র কিন্তু ভ্রূক্ষেপ না তা'য়।
সে রাম-চরণ- পদ্ম সীতা সেবে ইথে নিজ নিজত্ব বিলায়॥২৪॥

মূল

চৌ—সেবহিঁ সানকূল সব ভাঈ। রাম চরন রতি অতি অধিকাঈ॥
প্রভু মুখ কমল বিলোকত রহহীঁ। কবহুঁ কৃপাল হমহি কছু কহহীঁ॥১
রাম করহিঁ ভ্রাতন্হ পর প্রীতী। নানা ভাঁতি সিখাবহিঁ নীতী॥
হরষিত রহহিঁ নগর কে লোগা। করহিঁ সকল সুর দুর্লভ ভোগা॥২
অহনিসি বিধিহি মনাবত রহহীঁ। শ্রীরঘুবীর চরন রতি চহহীঁ॥
দুই সুত সুন্দর সীতাঁ জাএ। লব কুস বেদ পুরানন্হ গাএ॥৩
দোউ বিজঈ বিনঈ গুন মন্দির। হরি প্রতিবিম্ব মনহুঁ অতি সুন্দর॥
দুই দুই সুত সব ভ্রাতন্হ কেরে। ভএ রূপ গুন সীল ঘনেরে॥৪
দোহা— গ্যান গিরা গোতীত অজ মায়া মন গুন পার।
সোই সচ্চিদানন্দ ঘন কর নর চরিত উদার॥২৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অনুকূল সব ভাই সেবিছে সীতারে। রাম-পদে রতি কিন্তু সবাকার বাড়ে॥
প্রভু-মুখ-পদ্মে দৃষ্টি সবার মানসে। কখন কৃপালু রাম কা'রে কি নির্দ্দেশে॥১
ভ্রাতৃগণ'পরে রাম রাখিয়া পিরীতি। বিবিধা সবারে নিজে শিখাতেন নীতি॥
নগরের লোক সবে রহে হরষিত। দেবের দুর্লভ ভোগ সকলে ভুঞ্জিত॥২
অহর্নিশ বিধি-পার্শ্বে তা'রা বর চায়। রঘুবীর-পদে যেন সদা রতি পায়॥
লব-কুশ নামে দু'টি সুন্দর নন্দন। লভে সীতা—ইহা বেদ পুরাণ-বচন॥৩

সম; পরিচরজা—পরিচর্য্যা; সন্তুতমনিন্দিতা—সর্ব্বগুণে গুণী; সুভাবহি—স্বভাব; খোই—ত্যাগ করিয়া; চিতব ন—দেখিতেন না; (দো—২৩, ২৪)

বিজয়ী বিনয়ী দু'টি সুত গুণাকর। হরি-প্রতিবিম্ব দোঁহা অতীব সুন্দর ॥
দুই দুই পুত্র হয় সকল ভ্রাতার। রূপ-গুণ-শীলে কেহ তুল্য নহে যা'র ॥৪
দোহা— জ্ঞান ও বচন ইন্দ্রিয়-অতীত অজ মায়া-মন-গুণাতীত।
সচ্চিৎ-আনন্দ নিজে ভগবান পালিলা উদার নৃচরিত ॥২৫॥

মূল

চৌ—প্রাতকাল সরউ করি মজ্জন। বৈঠহি সভাঁ সঙ্গ দ্বিজ সজ্জন ॥
বেদ পুরান বসিষ্ট বখানহিঁ। সুনহিঁ রাম জদ্যপি সব জানহিঁ ॥১
অনুজন্হ সংজুত ভোজন করহীঁ। দেখি সকল জননীঁ সুখ ভরহীঁ ॥
ভরত সত্রুহন দোনউ ভাঈ। সহিত পবনসুত উপবন জাঈ ॥২
বুঝহিঁ বৈঠি রাম গুন গাহা। কহ হনুমান সুমতি অবগাহা ॥
সুনত বিমল গুন অতি সুখ পাবহিঁ। বহুরি বহুরি করি বিনয় কহাবহিঁ ৩
সব কেঁ গৃহ গৃহ হোহিঁ পুরানা। রাম চরিত পাবন বিধি নানা ॥
নর অরু নারি রাম গুন গানহিঁ। করহিঁ দিবস নিসি জাত ন জানহিঁ ॥৪
দোহা— অবধপুরী বাসিন্হ কর সুখ সম্পদা সমাজ।
সহস সেষ নহিঁ কহি সকহিঁ জহঁ নৃপ রাম বিরাজ ॥২৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—প্রাতে সরোবরে রাম করিয়া মজ্জন। সভাসীন হ'ন সহ ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
বশিষ্ঠ পুরাণ, বেদ করেন ব্যাখ্যান। যদিও সর্ব্বজ্ঞ রাম করেন শ্রবণ ॥১
অনুজের সাথে রাম করেন ভোজন। হেরি' তাহা সুখে ভরি' যা'ন মাতৃগণ ॥
ভরত ও শত্রুঘন ভাই দুই জন। পবন-তনয়-সহ গিয়া উপবন ॥২
বসিয়া কহেন—কহ রাম গুণ-গান। হনুমান যথামতি করেন ব্যাখ্যান ॥
তাঁহারা নির্ম্মল গুণ শুনি' সুখ পান। পুন পুন সবিনয়ে কহাইতে চা'ন ॥৩
সর্ব্ব গৃহে চলে সেথা পৌরাণিকী কথা। নানাবিধ চলে পুণ্য রাম-গুণ-গাথা ॥
নর-নারী সদা সেথা রাম-গুণ গায়। জানে না কেমনে দিন রাত্রি চ'লে যায় ॥৪
দোহা— অযোধ্যা নগরে যে জন নিবসে তা'র সুখ সম্পৎ সমাজ।
সহস্র অনন্ত বর্ণিতে নারিবে যেথা রাম করিছে বিরাজ ॥২৬॥

মূল

চৌ—নারদাদি সনকাদি মুনীসা। দরসন লাগি কোসলাধীসা ॥
দিন প্রতি সকল অজোধ্যা আবহিঁ। দেখি নগরু বিরাগু বিসরাবহিঁ ॥১

বাংলা অর্থ—সানকুল—সানুকূল, অনুকূল হইয়া; মনাবত রহহীঁ—মানসিক ইচ্ছা প্রকাশ করে; বিজই—বিজয়ী; ঘনেরে—অধিক ভাবে; গোতীত—ইন্দ্রিয় গুণের অতীত; বুঝহিঁ—প্রশ্ন করে; গুন গাহা—গুণগাথা; অবগাহা কহ—গভীরভাবে চিন্তা করিয়া কহে; কহাবহিঁ—কহায়; জাত—চলিয়া যায়; সহস—সহস্র; (দো—২৫, ২৬)

জাতরূপ মনি রচিত অটারীঁ। নানা রঙ্গ রুচির গচ ঢারীঁ ॥
পুর চহুঁ পাস কোট অতি সুন্দর। রচে কঁগূরা রঙ্গ রঙ্গ বর ॥২
নব গ্রহ নিকর অনীক বনাঈ। জনু ঘেরী অমরাবতি আঈ ॥
মহি বহু রঙ্গ রচিত গচ কাঁচা। জো বিলোকি মুনিবর মন নাচা ॥৩
ধবল ধাম উপর নভ চুম্বত। কলস মনহুঁ রবি সসি দুতি নিন্দত ॥
বহু মনি রচিত ঝরোখা ভ্রাজহিঁ। গৃহ গৃহ প্রতি মনি দীপ বিরাজহিঁ ॥৪

ছন্দ— মনি দীপ রাজহিঁ ভবন ভ্রাজহিঁ দেহরীঁ বিদ্রুম রচী।
মনি খম্ভ ভীতি বিরঞ্চি বিরচী কনক মনি মরকত খচী ॥
সুন্দর মনোহর মন্দিরায়ত অজির রুচির ফটিক রচে।
প্রতি দ্বার দ্বার কপাট পুরট বনাই বহু বজ্রন্হি খচে ॥

দোহা— চারু চিত্রসালা গৃহ গৃহ প্রতি লিখে বনাই।
রাম চরিত জে নিরখ মুনি তে মন লেহিঁ চোরাই ॥২৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নারদ ও সনকাদি মুনি যত জন। দেখিতে কোশল-রাজে উপনীত হ'ন ॥
প্রতিদিন অযোধ্যাতে করি' আগমন। পুর হেরি' বৈরাগ্যের হয় বিস্মরণ ।১
অট্টালিকা স্বর্ণ তথা মণিতে খচিত। বহু বর্ণ ঢালু ছাদ রুচির শোভিত ॥
পুর-চতুর্ভিতে দুর্গ অতি মনোহর। বিরচিত চূড়া সেথা বহু বর্ণধর ॥২
নবগ্রহ-দল সবে বাহিনী রচিয়া। ইন্দ্রপুরী বেড়িয়াছে বুঝি বা আসিয়া ॥
মহী যেন সাজে বহু বর্ণে রত্নে ছন্দে। বিলোকিয়া মুনি-মন ভরয়ে আনন্দে ॥৩
ধবল-ভবন উর্দ্ধে আকাশ চুম্বিছে। কলস ভাস্কর-শশি-দ্যুতিরে নিন্দিছে ॥
খচিত মণিতে সব গবাক্ষ শোভিছে। গৃহে গৃহে মণি-দীপ সেথা বিরাজিছে ॥৪

ছন্দ— মণি-দীপ জ্বালি' ভবন দীপিছে দেউড়ি তাহার বিদ্রুমে রচিত।
মণিস্তম্ভ ভিত্তি বিরিঞ্চি বিরচে মণি মরকত কনক খচিত ॥
মানস-মোহন মন্দির আয়ত অঙ্গন রুচির স্ফটিক-রচিত।
প্রতি দ্বার দ্বার সোনার কপাট বিবিধ হীরকে আছিল খচিত ॥

দোহা— চারু চিত্র-শালা প্রতি গৃহে রহে তাহে রাম-চরিত চিত্রিত।
সে চিত্রে চিত্রণ যে মুনি হেরিত চিত্ত তা'র হইত চোরিত ।২৭॥

বাংলা অর্থ—বিসরাবহিঁ—ভুলিয়া যায়; ঘেরী—ঘিরিয়াছেন; ঢারী গচ—ঢালু ছাদ; নভ চুম্বত—আকাশচুম্বী; দুতি—দ্যুতি, কিরণ; ঝরোখা—সচ্ছিদ্র জানালা; দেহরীঁ—দেউড়ি; খম্ভ ভীতি—থামের ভিত্; পুরট কপাট—স্বর্ণনির্ম্মিত কপাট; কোট—গড়; কঁগূরা—চূড়া; অজির—চত্বর, উঠান; (দো—২৭)

মূল

চৌ—সুমন বাটিকা সবহিঁ লগাঈ। বিবিধ ভাঁতি করি জতন বনাঈ ॥
লতা ললিত বহু জাতি সুহাঈ। ফুলহিঁ সদা বসন্ত কি নাঈ ॥১
গুঞ্জত মধুকর মুখর মনোহর। মারুত ত্রিবিধি সদা বহ সুন্দর ॥
নানা খগ বালকন্হি জিআএ। বোলত মধুর উড়াত সুহাএ ॥২
মোর হংস সারস পারাবত। ভবননি পর সোভা অতি পাবত ॥
জহঁ তহঁ দেখহিঁ নিজ পরিছাহীঁ। বহু বিধি কুজহিঁ নৃত্য করাহীঁ ॥
সুক সারিকা পঢ়াবহিঁ বালক। কহহু রাম রঘুপতি জন পালক ॥
রাজ দুআর সকল বিধি চারূ। বীথীঁ চৌহট রুচির বজারূ ॥৪

ছন্দ— বাজার রুচির ন বনই বরনত বস্তু বিনু গথ পাইএ।
জহঁ ভূপ রমানিবাস তহঁ কী সম্পদা কিমি গাইএ ॥
বৈঠে বজাজ সরাফ বনিক অনেক মনহুঁ কুবের তে।
সব সুখী সব সচ্চরিত সুন্দর নারি নর সিসু জঠর জে ॥

দোহা— উত্তর দিসি সরজূ বহ নির্মল জল গম্ভীর।
বাধে ঘাট মনোহর স্বল্প পঙ্ক নহিঁ তীর ॥২৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পুষ্পের বাগিচা সবে যতনে লাগায়। বিবিধ প্রকারে তা'রে সুন্দর সাজায়
বিবিধ ললিত লতা জাতি মনোরম। সর্ব্বকালে ফুল দেয় বসন্তের সম ॥১
মধুকর মনোহর গুঞ্জরে মুখর। ত্রিবিধ পবন সদা বহিছে সুন্দর ॥
বালকেরা নানা পক্ষী রক্ষণ করিছে। সুমধুর সুরে তা'রা সুন্দর গাহিছে ॥২
ময়ূর, সারস, হংস তথা কবুতর। গৃহ'পরে শোভা পায় অতি মনোহর ॥
যেথা সেথা প্রতিবিম্ব করি' দরশন। করে তা'রা নানারূপে নর্ত্তন কুজন ॥৩
শুক সারিকারে পুষি শিখায় বালক। কহ—'রাম রঘুপতি জনতা-পালক' ॥
দেখিতে অতীব চারু রাজার দুয়ার। মনোহর সব গলি চৌরাস্তা বাজার ॥৪

ছন্দ— সুন্দর বাজার বর্ণনে না যায় অর্থ বিনা বস্তু মিলিত সেখানে।
যেথায় নৃপতি নিজে লক্ষ্মীপতি তাঁহার সম্পদ্ বর্ণিব কেমনে ॥
কাপড়-বিক্রেতা পোদ্দার, বণিক অনেক এমন কুবের সমান।
সুখী সর্ব্বজন সদাচারী চারু নর, নারী, শিশু তথা বর্ষীয়ান্ ॥

দোহা— উত্তর দিকেতে সরযু বহিছে স্বচ্ছ বারি নদী সুগভীর।
বাঁধা ঘাট চারু শোভিছে সেথায় পঙ্কলেশ-হীন তা'র তীর ॥২৮॥

বাংলা অর্থ—বসন্ত কি নাঈ—বসন্তকালের মত; জিঅএ—পোষে; পরিছাহীঁ—প্রতিবিম্ব; বীথি—গলি; চৌহট—চৌরাস্তা; গথ—প্রসমূল্য; বজাজ—বস্ত্রব্যবসায়ী; সরাফ—অর্থ লেনদেনকারী; জরঠ—বৃদ্ধ; পঙ্ক—পাঁক কাদা; (দো—২৮)

চৌ—দূরি ফরাক রুচির সো ঘাটা। জহঁ জল পিঅহিঁ বাজি গজ ঠাটা॥
পনিঘট পরম মনোহর নানা। তহাঁ ন পুরুষ করহিঁ অস্নানা॥১
রাজঘাট সব বিধি সুন্দর বর। মজ্জহিঁ তহাঁ বরন চারিউ নর॥
তীর তীর দেবন্হ কে মন্দির। চহুঁ দিসি তিন্হ কে উপবন সুন্দর॥২
কহুঁ কহুঁ সরিতা তীর উদাসী। বসহিঁ গ্যান রত মুনি সন্ন্যাসী॥
তীর তীর তুলসিকা সুহাঈ। বৃন্দ বৃন্দ বহু মুনিন্হ লগাঈ॥৩
পুর সোভা কছু বরনি ন জাঈ। বাহের নগর পরম রুচিরাঈ॥
দেখত পুরী অখিল অঘ ভাগা। বন উপবন বাপিকা তড়াগা॥৪

ছন্দ— বাপীঁ তড়াগ অনূপ কূপ মনোহরায়ত সোহহীঁ।
সোপান সুন্দর নীর নির্মল দেখি সুর মুনি মোহহীঁ॥
বহু রঙ্গ কঞ্জ অনেক খগ কুজহিঁ মধুপ গুঞ্জারহীঁ।
আরাম রম্য পিকাদি খগ রব জনু পথিক হঙ্কারহীঁ॥

দোহা— রমানাথ জহঁ রাজা সো পুর বরনি কি জাই।
অনিমাদিক সুখ সম্পদা রহীঁ অবধ সব ছাই॥২৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পৃথক্ সুন্দর এক ঘাট রহে দূরে। বাজি গজযূথ সেথা জলপান করে॥
ভরিতে পানীয় অন্য ঘাট সুশোভন। স্নান না করিবে সেথা কভু কোন জন॥১
রাজঘাট সর্ব্ববিধি চারু বর্ষীয়ান্। চারি বর্ণ নর সেথা ক'রে থাকে স্নান॥
তীরে তীরে দেব-গৃহ রহে সুশোভন। তা'র চতুর্দ্দিকে রহে চারু উপবন॥২
কোথা' বা তটিনী-তীরে নিবসে উদাসী। কোথা' জ্ঞান-রত মুনি নিবসে সন্ন্যাসী
তীরে তীরে তুলসীর গাছ শোভা পায়। বহু মুনি-বৃন্দ সেথা সে সব লাগায়॥৩
পরম নগর-শোভা বর্ণনা-অতীত। নগরের বহির্ভাগ অতি সুশোভিত॥
বন উপবন বাপী তড়াগ শোভন। পুরী-দরশনে হয় পাপ-বিনাশন।৪

ছন্দ— বাপী ও তড়াগ কূপ অনুপম সুন্দর আয়ত শোভয়ে সুন্দর।
সোপান সুচারু নীর সুনির্ম্মল তাহা সুর-মুনি- মনোমোহকর॥
বহুবর্ণ চারু অনেক বিহগ কূজিছে মধুর মধুপ গুঞ্জরে।
রম্য উপবনে যেন সঙ্গিগণ করে আমন্ত্রণ পথিক বিচরে॥

দোহা— রমানাথ রাজা যেথা সেই পুর বর্ণিবারে বলো সাধ্য কা'র॥
অণিমাদি সিদ্ধি সুখ ও সম্পদ অযোধ্যাতে ব্যাপ্ত চারিধার।২৯॥

বাংলা অর্থ—দূরি ফরাক—কিছু তফাতে; ঠাটা—দল; পনিঘট—জল ভরিবার ঘাট; বৃন্দ কে বৃন্দ—গুচ্ছবন; অঘ—পাপ; ভাগা—পলায়; কঞ্জ—পদ্ম; হঙ্কারহীঁ—চীৎকার করিয়া ডাকিয়া আনে; আরাম—উপবন; অনূপ—অনুপম; (দো—২৯)

চৌ—জহঁ তহঁ নর রঘুপতি গুন গাবহিঁ। বৈঠি পরসপর ইহই সিখাবহি॥
ভজহু প্রনত প্রতিপালক রামহি। সোভা সীল রূপ গুন ধামহি॥১
জলজ বিলোচন শ্যামল গাতহি। পলক নয়ন ইব সেবক ত্রাতহি॥
ধৃত সর রুচির চাপ তূনীরহি। সন্ত কঞ্জ বন রবি রনধীরহি॥২
কাল করাল ব্যাল খগরাজহি। নমত রাম অকাম মমতা জহি॥
লোভ মোহ মৃগজূথ কিরাতহি। মনসিজ করি হরি জন সুখদাতহি॥৩
সংসয় সোক নিবিড় তম ভানুহি। দনুজ গহন ঘন দহন কৃসানুহি॥
জনকসুতা সমেত রঘুবীরহি। কস ন ভজহু ভঞ্জন ভব ভীরহি॥৪
বহু বাসনা মসক হিম রাসিহি। সদা একরস অজ অবিনাসিহি॥
মুনি রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারহি। তুলসিদাস কে প্রভুহি উদারহি॥৫

দোহা— এহি বিধি নগর নারি নর করহিঁ রাম গুন গান।
সানুকূল সব পর রহহিঁ সন্তত কৃপানিধান॥৩০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রঘুপতি-গুণ নর যেথা সেথা গায়। পরস্পর আলোচিয়া ইহাই শিখায়॥
ভকত-পালক যিনি ভজ সেই রাম। তিনি শোভা, শীল তথা রূপ, গুণধাম॥১
ভজ সবে পদ্ম-নেত্র শ্যাম-তনুধারী। নয়নে পলক-সম ভক্ত-রক্ষাকারী॥
তূণীর-ধনুক-বাণধারী ভজ বীর। সন্ত-পদ্ম ফোটাইতে রবি-সম ধীর॥২
কাল-রূপী মহা ব্যালে সম খগরাজ। অকামী রামেরে নমি' মায়া জিনো আজ॥
লোভ, মোহ, মৃগযূথ-ব্যাধরূপী রাম। কাম-গজে সিংহ-সম ভক্ত প্রাণারাম॥৩
নিবিড়-সংশয় শোক-তমে যেন ভানু। দনুজ-কানন ঘন-দহনে কৃশানু॥
সীতা-সহ রঘুবীরে ভজনা করিয়া। ভব-ভয়-দুখ কেন না দাও নাশিয়া॥৪
বাসনা-মশক-কুলে রাম হিম-রাশি। সদা একরস তিনি অজ অবিনাশী॥
মুনির মানস রঞ্জে, নাশে মহীভার। তুলসীদাসের প্রভু পরম উদার॥৫

দোহা— হেনমতে পুরে নর-নারী যত করে সবে রাম-গুণ-গান।
সবার উপরে রহেন প্রসন্ন সদাতরে করুণা-নিধান॥৩০॥

বাংলা অর্থ—শ্যামল গাতহি—শ্যামল গাত্র (রাম) কে; ধৃত সর চাপ তূনীরহি—ধৃত শর-ধনু-তূণীরধারীকে; মমতা জহি—মমতা জয় কর; লোভ মোহ মৃগজুথ কিরাতহি—লোভ মোহরূপ হরিণসমূহের নাশকারী রামরূপ ব্যাধকে; মনসিজ করি হরি—কামদেবরূপী হস্তীর সিংহরূপ (রামচন্দ্র); ভঞ্জন ভব ভীরহি—পৃথিবীর সুখদুঃখ আদি দ্বৈত নাশকারী (রামচন্দ্র) কে; সন্ত কঞ্জ বন রবি—সাধুরূপী পদ্মপ্রস্ফুটক সূর্য্য; (দো—৩০)

মূল

চৌ—জব তে রাম প্রতাপ খগেসা। উদিত ভয়উ অতি প্রবল দিনেসা॥
পূরি প্রকাস রহেউ তিহুঁ লোকা। বহুতেন্হ সুখ বহুতন মন সোকা॥১
জিন্হহিঁ সোক তে কহউঁ বখানী। প্রথম অবিদ্যা নিসা নসানী॥
অঘ উলূক জহঁ তহাঁ লুকানে। কাম ক্রোধ কৈরব সকুচানে॥২
বিবিধ কর্ম্ম গুন কাল সুভাউ। এ চকোর সুখ লহহিঁ ন কাউ॥
মৎসর মান মোহ মদ চোরা। ইন্হ কর হুনর ন কবনিহুঁ ওরা॥৩
ধরম তড়াগ গ্যান বিগ্যানা। এ পঙ্কজ বিকসে বিধি নানা॥
সুখ সন্তোষ বিরাগ বিবেকা। বিগত সোক এ কোক অনেকা॥৪
দোহা— য়হ প্রতাপ রবি জাকেঁ উর জব করই প্রকাস।
পছিলে বাঢ়হিঁ প্রথম জে কহে তে পাবহিঁ নাস॥৩১॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যে দিন হইতে রাম-প্রতাপ ভাতিল। হে খগেশ! তাহে যেন ভাস্কর উদিল
তাহে পূর্ণ প্রকাশিত হয় তিন লোক। অনেকের সুখ হ'লো কারো হ'ল শোক॥১
যা'রা শোকাকুল হ'ল করিব বাখান। প্রথমে অবিদ্যা-নিশা হয় অবসান॥
যেথা সেথা পাপরূপী পেচক লুকায়। কাম-ক্রোধ-কুমুদিনী সঙ্কোচন পায়॥২
নানাবিধ কর্ম্ম, গুণ, কাল ও প্রকৃতি- বিবশ এ চকোর না ল'ভে সুখগতি॥
ঈর্ষ্যা-মান-মোহ-মদ চোর হ'য়ে রয়। কোন দিকে ইহাদের সুখ নাহি হয়॥৩
ধর্ম্ম-রূপ বিজ্ঞান ও জ্ঞান-সরোবর। ভরিল শোভিল সেথা কমল-নিকর॥
ভাতিল সন্তোষ সুখ বৈরাগ্য বিবেক। বীত-শোক হ'ল যেন চকোর অনেক।৪
দোহা— এ প্রতাপ-রবি যাহার মানসে নিজে যবে লভিবে প্রকাশ।
পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানাদি বহিবে তাহার কামাদি পরে পাবে নাশ॥৩১॥

মূল

চৌ—ভ্রাতন্হ সহিত রামু এক বারা। সঙ্গ পরম প্রিয় পবনকুমারা॥
সুন্দর উপবন দেখন গএ। সব তরু কুসুমিত পল্লব নএ॥১
জানি সময় সনকাদিক আএ। তেজ পুঞ্জ গুন সীল সুহাএ॥
ব্রহ্মানন্দ সদা লয়লীনা। দেখত বালক বহুকালীনা॥২
রূপ ধরে জনু চারিউ বেদা। সমদরসী মুনি বিগত বিভেদা॥
আসা বসন ব্যসন য়হ তিন্হহীঁ। রঘুপতি চরিত হোই তহঁ সুনহীঁ॥৩

বাংলা অর্থ—বহুতেন্হ—বহু লোকের; কৈরব—পদ্ম; কাউ—কভু; হুনর—কলাকৌশল; কবনিহুঁ ওরা—কোনদিকে; কোক—চখাচকী; পছিলে—পরে উক্ত; বাঢ়হি—বন্যা আসিল; প্রথম জে কহে—পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে; (দো—৩১)

তহঁা রহে সনকাদি ভবানী। জহঁ ঘটসম্ভব মুনিবর গ্যানী ॥
রাম কথা মুনিবর বহু বরনী। গ্যান জোনি পাবক জিমি অরনী ॥৪

দোহা— দেখি রাম মুনি আবত হরষি দণ্ডবত কীন্হ।
স্বাগত পূঁছি পীত পট প্রভু বৈঠন কহঁ দীন্হ ॥৩২॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভ্রাতৃগণ-সহ রাম যা'ন একবার। সঙ্গেতে পরম প্রিয় পবন-কুমার ॥
মনোরম উপবন করিতে দর্শন। সব তরু কুসুমিত পল্লব নূতন ॥১
কাল বুঝি' সনকাদি আসিয়া পৌঁছা'ন। তেজঃপুঞ্জ-গুণ-শীলে তাঁ'রা শোভমান ॥
ব্রহ্মানন্দে সদা-তরে র'ন লয়-লীন। দেখিতে নবীন বটে বয়সে প্রবীণ ।২
তাঁ'রা যেন নররূপ-ধারী চারি বেদ। সমদর্শী মুনি সব অতীত বিভেদ ॥
পরিধানে দিক্‌বস্ত্র একই বসন। রাম-কথা হয় যেথা করেন শ্রবণ ॥৩
হে ভবানি ! সনকাদি চলি' যা'ন সেথা। মুনীশ অগস্ত্য জ্ঞানী আছিলেন যেথা ॥
রাম-কথা মুনিবর করেন বাখান। অরণিতে অগ্নি-সম জ্ঞানের নিধান ।৪

দোহা— আসিতে নেহারি' মুনিগণে রাম দণ্ডবৎ সানন্দে নমিয়া।
স্বাগত কহিয়া বসিবারে প্রভু দেন পীতপট বিছাইয়া ॥৩২॥

মূল

চৌ—কীন্হ দণ্ডবত তীনিউঁ ভাঈ। সহিত পবনসুত সুখ অধিকাঈ ॥
মুনি রঘুপতি ছবি অতুল বিলোকী। ভএ মগন মন সকে ন রোকী ॥১
স্যামল গাত সরোরুহ লোচন। সুন্দরতা মন্দির ভব মোচন ॥
একটক রহে নিমেষ ন লাবহিঁ। প্রভু কর জোরেঁ সীস নবাবহিঁ ॥২
তিন্হ কৈ দসা দেখি রঘুবীরা। স্রবত নয়ন জল পুলক সরীরা ॥
কর গহি প্রভু মুনিবর বৈঠারে। পরম মনোহর বচন উচারে ॥৩
আজু ধন্য মৈঁ সুনহু মুনীসা। তুম্হরে দরস জাহিঁ অঘ খীসা ॥
বড়ে ভাগ পাইব সতসঙ্গা। বিনহিঁ প্রয়াস হোহিঁ ভব ভঙ্গা ॥৪

দোহা— সন্ত সঙ্গ অপবর্গ কর কামী ভব কর পন্থ।
কহহিঁ সন্ত কবি কোবিদ শ্রুতি পুরান সদগ্রন্থ ॥৩৩॥

বাংলা অর্থ—বহুকালীনা—বহু বয়সবিশিষ্ট ; আসা বসন—দিগম্বর, নগ্ন ; ঘটসম্ভব মুনিবর—ঘটযোনি মুনি অগস্ত্য; পাবক জিমি অরনী—অরণিকাষ্ঠগত অগ্নিতুল্য (প্রচ্ছন্ন) ; বৈঠন কহঁ—বসিবার জন্য ; বিগত বিভেদ—ভেদবুদ্ধির অতীত ; (দো—৩২)

বাংলা অর্থ—রোকী ন সকে—রোধিতে পারিলেন না ; সুন্দরতা মন্দির—সৌন্দর্য্য-ধাম ; একটক—একদৃষ্টে ; নবাবহিঁ—নত করিলেন ; খীসা জাহি—নষ্ট হয় ; ভব ভঙ্গা—সংসারজনিত দুঃখ নাশকারী ; ভব কর পন্থ—সংসারবন্ধনে পড়িবার পথ ; (দো—৩৩)

চৌ—তিন ভাই সঙ্গে ল'য়ে পবন-নন্দন। মুনি-পদে নত হ'য়ে সুখে মগ্ন হ'ন॥
মুনি রঘুপতি ছবি অতুল হেরিয়া। একচিত্ত হ'ন মনে বিকল হইয়া॥১
শ্যামবর্ণ তনু-ধর কমল-লোচন। শোভা-নিকেতন ভব-ভয়-বিমোচন॥
এক দৃষ্টে নির্নিমেষে র'ন মুনিবর। নতশির হ'ন প্রভু হ'য়ে যুক্ত কর॥২
তাহাদের দশা হেন হেরি' রঘুবীর। নয়ন ভরিল জলে, পুলকে শরীর॥
প্রভু করে ধরি' সব মুনিরে বসা'ন। ক'ন চারু বাণী করি' আসন প্রদান॥৩
আমি ধন্য! মুনিগণ! করুন শ্রবণ। পাপহারী মুনিগণে করি দরশন॥
বড় ভাগ্য-বলে ঘটে সজ্জন-মিলন। ভব-দুঃখ নাশ তাহে না করি' যতন॥৪
দোহা— সাধুজন-সঙ্গ মোক্ষদান করে কামি-সঙ্গ ভব-দুঃখ দেয়।
সাধু কবিগণে আর সুধীজনে বেদ পুরাণাদি গ্রন্থে কয়॥৩৩॥

মূল

চৌ—সুনি প্রভু বচন হরষি মুনি চারী। পুলকিত তন অস্তুতি অনুসারী॥
জয় ভগবন্ত অনন্ত অনাময়। অনঘ অনেক এক করুনাময়॥১
জয় নির্গুন জয় জয় গুন সাগর। সুখ মন্দির সুন্দর অতি নাগর॥
জয় ইন্দিরা রমন জয় ভূধর। অনুপম অজ অনাদি সোভাকর॥২
গ্যান নিধান অমান মানপ্রদ। পাবন সুজস পুরান বেদ বদ॥
তগ্য কৃতগ্য অগ্যতা ভঞ্জন। নাম অনেক অনাম নিরঞ্জন॥৩
সর্ব সর্বগত সর্ব উরালয়। বসসি সদা হম কহুঁ পরিপালয়॥
দ্বন্দ্ব বিপতি ভব ফন্দ বিভঞ্জয়। হৃদি বসি রাম কাম মদ গঞ্জয়॥৪
দোহা— পরমানন্দ কৃপায়তন মন পরিপূরন কাম।
প্রেম ভগতি অনপায়নী দেহু হমহি শ্রীরাম॥৩৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—প্রভু-বাক্য শুনি' চারি মুনি হরষিত। স্তুতি-বাক্য কহিলেন তনু পুলকিত॥
জয় ভগবান! অন্তহীন অনাময়। নিষ্পাপ ও বহুরূপী তুমি দয়াময়॥১
জয় গুণাতীত জয় গুণ-পারাবার। সুখ-নিকেতন চারু বুদ্ধির আধার॥
জয় জয় লক্ষ্মীপতি জয় পৃথ্বীধর। অনুপম আদিহীন অজ গুণাকর॥২
জ্ঞানাধার মানহীন তুমি মানদাতা। বেদে ও পুরাণে গাহে তব যশোগাথা॥
তত্ত্বজ্ঞ কৃতজ্ঞ তুমি অজ্ঞতা-ভঞ্জন। অনন্ত অনাম তুমি ওহে নিরঞ্জন॥৩

বাংলা অর্থ—**অস্তুতি অনুসারী**—স্তুতি করিলেন; **ভূধর**—পৃথিবীর ধারক; **তগ্য**—তত্ত্বজ্ঞ; **অগ্যতা ভঞ্জন**—অজ্ঞতানাশকারী; **উরালয়**—হৃদয়বাসী, হৃদয়রূপ গৃহ; **ভব ফন্দ**—পৃথিবীর সুখদুঃখরূপী ফাঁদ বা জাল; **গঞ্জয়**—নাশ কর; **অনপায়নী**—অনপায়িনী, অবিচল; **মন পরিপূরন কাম**—মনের কামনা পরিপূর্ণকারী; (দো—৩৪)

সর্ব্বরূপ সর্ব্বগত সর্ব্বহিয়াবাসী। রক্ষা কর মো'সবারে তুমি এবে আজি'॥
ভবের বিপত্তি, দ্বন্দ্ব সব বিনাশিয়া। কাম, মদ নাশ কর হৃদয়ে বসিয়া ॥৪

দোহা— ওহে পরানন্দ! কৃপা-নিকেতন তুমি পূর্ণ কর মনস্কাম।
প্রেম ও ভকতি যাহা অচঞ্চল আমাদের দাও হে শ্রীরাম! ৩৪॥

মূল

চৌ—দেহু ভগতি রঘুপতি অতি পাবনি। ত্রিবিধি তাপ ভব দাপ নসাবনি॥
প্রনত কাম সুরধেনু কলপতরু। হোই প্রসন্ন দীজৈ প্রভু য়হ বরু॥১
ভব বারিধি কুম্ভজ রঘুনায়ক। সেবত সুলভ সকল সুখ দায়ক॥
মন সম্ভব দারুন দুখ দারয়। দীনবন্ধু সমতা বিস্তারয়॥২
আস ত্রাস ইরিষাদি নিবারক। বিনয় বিবেক বিরতি বিস্তারক॥
ভূপ মৌলি মনি মণ্ডন ধরনী। দেহি ভগতি সংসৃতি সরি তরনী॥৩
মুনি মন মানস হংস নিরন্তর। চরন কমল বন্দিত অজ সঙ্কর॥
রঘুকুল কেতু সেতু শ্রুতি রচ্ছক। কাল করম সুভাউ গুন ভচ্ছক॥৪
তারন তরন হরন সব দূষন। তুলসিদাস প্রভু ত্রিভুবন ভূষন॥৫

দোহা— বার বার অস্তুতি করি প্রেম সহিত সিরু নাই।
ব্রহ্ম ভবন সনকাদি গে অতি অভীষ্ট বর পাই॥৩৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভক্তি দাও রঘুপতি অতীব পাবনী। ত্রিতাপ-নাশিনী ভব-ক্লেশ-নিবারণী।
ভক্তে কাম-ধেনু তুমি কল্পতরুবর। প্রসন্ন হইয়া প্রভু দাও এই বর।১
ভবসিন্ধু শুকাইতে অগস্ত্য হে রাম! সেবকে সুলভ তুমি সর্ব্ব-সুখধাম॥
দারুণ কামনা-দুঃখ তুমি কর নাশ। দীন-বন্ধো! সমদৃষ্টি করহ বিকাশ।২
ত্রাস, ঈর্ষ্যা, বাসনাদি পার নিবারিতে। বিনয় বৈরাগ্য জ্ঞান পার বিস্তারিতে।
ধরণী-ভূষণ তুমি ভূপ-শিরোমণি। দাও ভক্তি যাহা ভব-তটিনী-তরণী॥৩
মুনির মানস-সরে হংস নিরন্তর। পাদ-পদ্ম পূজে তব ব্রহ্মা ও শঙ্কর॥
রঘুকুল-কেতু তুমি বেদের রক্ষক। তুমি কাল-কর্ম্ম-গুণ-স্বভাব-বিনাশক।৪
নিজে তরি' আনে তরাও দূষণ-হরণ। তুলসীদাসের প্রভু বিশ্বের ভূষণ॥৫

বাংলা অর্থ—ভব দাপ—জন্মমরণরূপী ক্লেশ; **নসাবনি**—নাশক; **কাম সুর ধেনু**—কামধেনু; **কুম্ভজ**—অগস্ত্য (জলশোষণকারী মুনি); **দারয়**—বিদীর্ণ কর, নাশ কর; **ইরিষাদি**—ঈর্ষ্যাদি; **মৌলি**—মস্তক; **মনি মণ্ডন ধরনী**—মণিরূপ অলঙ্কারধারণকারী; **সংসৃতি সরি তরনী**—সংসাররূপ সরিতের নৌকাস্বরূপ; **মুনি মন মানস হংস**—মুনি মনোরূপী মানসসরোবরের হংস; **তরন তারন**—স্বয়ংমুক্ত এবং অন্যের মোক্ষদানকারী; **ব্রহ্ম ভবন**—ব্রহ্মলোক; **আস**—আশা; **মানস**—মানস সরোবর; (দো—৩৫)

দোহা।— বার বার স্তুতি সপ্রেমে করিয়া সবে মিলি' মস্তক নমিয়া।
ব্রহ্মার ভবনে সনকাদি যা'ন তাঁহাদের অভীষ্ট লভিয়া ॥৩৫॥

মূল

চৌ—সনকাদিক বিধি লোক সিধাএ। ভ্রাতন্হ রাম চরন সিরু নাএ ॥
পুছত প্রভুহি সকল সকুচাহীঁ। চিতবহি সব মারুতসুত পাহীঁ ॥১
সুনী চহহিঁ প্রভু মুখ কৈ বানী। জো সুনি হোই সকল ভ্রম হানী ॥
অন্তরজামী প্রভু সম জানা। বুঝত কহহু কাহ হনুমানা।২
জোরি পানি কহ তব হনুমন্তা। সুনহু দীনদয়াল ভগবন্তা ॥
নাথ ভরত কছু পুঁছন চহহীঁ। প্রশ্ন করত মন সকুচত অহহীঁ ॥৩
তুম্হ জানহু কপি মোর সুভাউ। ভরতহি মোহি কছু অন্তর কাউ ॥
সুনি প্রভু বচন ভরত গহে চরনা। সুনহু নাথ প্রনতারতি হরনা।৪

দোহা— নাথ ন মোহি সন্দেস কছু সপনেহুঁ সোক ন মোহ।
কেবল কৃপা তুম্হারিহি কৃপানন্দ সন্দোহ ॥৩৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সনকাদি ব্রহ্মলোকে করিলে গমন। রাম-পদে শির নত করে ভ্রাতৃগণ॥
প্রভুরে পুছিতে সবে সঙ্কোচ করিল। পবন-তনয় প্রতি দৃষ্টি নিবেশিল ॥১
প্রভু-মুখ-বাণী সবে শুনিবারে চায়। যে বাণী শুনিলে সব ভ্রান্তি লয় পায় ॥
অন্তর্য্যামী প্রভু সব পারেন বুঝিতে। হনুমানে ক'ন নিজে কি চাহ জানিতে।২
যুক্ত-করে হনুমান কহিলা তখন। ভগবন্! হে কৃপাল! করুন শ্রবণ ॥
হে নাথ! ভরত কিছু পুছিতে চাহিছে। জিজ্ঞাসা করিতে তা'র সঙ্কোচ আসিছে॥৩
আমার স্বভাব তব অবিদিত নয়। ভরতে আমাতে বল ভেদ কি বা রয় ॥
ভরত সে-কথা শুনি' ধরিলা চরণ। শুন ওহে নাথ! ভক্ত-আর্ত্তি-নিবারণ ॥৪

দোহা— ওহে নাথ! মম নাহিক সংশয় স্বপ্নেও না শোক-মোহ রয় ॥
ইহা শুধু তব করুণা-প্রভাবে কৃপাধাম! আনন্দ-নিলয়! ৩৬॥

মূল

চৌ—করউঁ কৃপানিধি এক ঢিঠাঈ। মৈঁ সেবক তুম্হ জন সুখদাঈ ॥
সন্তন্হ কৈ মহিমা রঘুরাঈ। বহু বিধি বেদ পুরানন্হ গাঈ ॥১
শ্রীমুখ তুম্হ পুনি কীন্হি বড়াঈ। তিন্হ পর প্রভুহি প্রীতি অধিকাঈ ॥
সুনা চহউঁ প্রভু তিন্হ কর লচ্ছন। কৃপাসিন্ধু গুন গ্যান বিচচ্ছন ॥২
সন্ত অসন্ত ভেদ বিলগাঈ। প্রনতপাল মোহি কহহু বুঝাঈ ॥
সন্তন্হ কে লচ্ছন সুনু ভ্রাতা। অগনিত শ্রুতি পুরান বিখ্যাতা ॥৩
সন্ত অসন্তন্হি কৈ অসি করনী। জিমি কুঠার চন্দন আচরনী ॥
কাটই পরসু মলয় সুনু ভাঈ। নিজ গুন দেই সুগন্ধ বসাঈ।৪

দোহা— তাতে সুর সীসন্হ চঢ়ত জগ বল্লভ শ্রীখণ্ড।
অনল দাহি পীটত ঘনহিঁ পরসু বদন য়হ দণ্ড ॥৩৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হে কৃপাল! করিবারে চাই প্রগল্‌ভতা। আমি ত সেবক তুমি ভক্ত-সুখদাতা
রাজন্‌! মহিমা বহু সাধুগণে ধরে। বেদ ও পুরাণ তাহা ভূরি গান করে ॥১
করিলে সাধুর নিজে ভূরি প্রশংসন। সাধু 'পরে তব প্রীতি বুঝিনু পরম ॥
শুনিতে চাহি যে প্রভু সাধুর লক্ষণ। কৃপাসিন্ধো! তুমি গুণ-জ্ঞানে বিচক্ষণ ॥২
সাধু ও অসাধু-ভেদ পৃথক্‌ করিয়া। হে ভক্ত-পালক! কহ মোরে বুঝাইয়া ॥
শুন ভ্রাতা! সাধুজন ধরে কি লক্ষণ। আগম নিগম যাহা বাখানিয়া ক'ন ॥৩
সাধু ও অসাধু-কার্য্য জানিবে তেমন। পরশু-চন্দনে যথা ভিন্ন আচরণ ॥
শুন ভাই! পরশু ত চন্দনে কাটিছে। স্বগুণ হন্তারে দিয়া গন্ধ বিতরিছে ॥৪
দোহা— চন্দন চড়িছে সর্ব্ব শির'পরে ইথে সাধু-অসাধু-প্রমাণ।
অগ্নি-দাহ-অন্তে পরশু-বদনে হাতুড়ি হানিয়া করে শাস্তি-দান ॥৩৭॥

মূল

চৌ—বিষয় অলম্পট সীল গুনাকর। পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর ॥
সম অভূতরিপু বিমদ বিরাগী। লোভামরষ হরষ ভয় ত্যাগী ॥১
কোমলচিত দীনন্হ পর দায়া। মন বচ ক্রম মম ভগতি অমায়া ॥
সবহি মানপ্রদ আপু অমানী। ভরত প্রান সম মম তে প্রানী ॥২
বিগত কাম মম নাম পরায়ন। সান্তি বিরতি বিনতী মুদিতায়ন ॥
সীতলতা সরলতাময়ত্রী। দ্বিজ পদ প্রীতি ধর্ম জনয়ত্রী ॥৩
এসব লচ্ছন বসহিঁ জাসু উর। জানেহু তাত সন্ত সন্তত ফুর ॥
সম দম নিয়ম নীতি নহিঁ ডোলহিঁ। পরুষ বচন কবহূঁ নহিঁ বোলহিঁ ॥৪
দোহা— নিন্দা অস্তুতি উভয় সম মমতা মম পদ কঞ্জ।
তে সজ্জন মম প্রানপ্রিয় গুন মন্দির সুখ পুঞ্জ ॥৩৮॥

বাংলা অর্থ—**বিধিলোক**—ব্রহ্মলোক ; **বূঝত**—প্রশ্ন করিলেন ; **অহহীঁ**—হইতেছেন ; **কাউ**—কি ; **প্রনতারতি হরনা**—শরণাগতের দুঃখনাশকারী ; **ঢিঠাই**—ধৃষ্টতা ; **বড়াই কীন্হি**—বাড়াইয়া দিয়াছ ; **বিচচ্ছন**—বিচক্ষণ ; **বিলগাই**—পৃথক্‌ করিয়া ; **মলয়**—চন্দন ; **বসাঈ**—বিস্তার করিয়া ; **শ্রীখণ্ড**—চন্দন ; **পীটত**—আঘাত করে ; (দো—৩৬, ৩৭)

বাংলা অর্থ—**অলম্পট**—অনাসক্ত ; **অভূত রিপু**—শত্রুহীন ; **লোভামরষ**—লোভ ও ক্রোধ ; **মুদিতায়ন**—প্রসন্নতার আশ্রয় ; **ময়ত্রী**—মৈত্রী ; **ফুর**—সত্য সত্যই ; **ডোলহিঁ**—বিচলিত হয় ; **বসহিঁ**—বাস করে ; **মুদিতায়ন**—প্রসন্নতার ধাম ; (দো—৩৮)

চৌ—বিষয়ে আসক্তি নাই শীল-গুণাকর। পরদুঃখে দুঃখ, সুখে সুখচিন্তাপর॥
সম-দৃষ্টি শত্রুহীন বিমদ বিরাগী। লোভ-ক্রোধ-হর্ষ-ভয়-আদি সর্ব্বত্যাগী॥১
চিত্তে কোমলতা দয়া রাখে দীন'পরে। কায়-মনো-বাক্যে ভক্তি আমার উপরে
সবে মান দিয়া নিজে মানহীন র'ন। হে ভরত! প্রাণ-প্রিয় মম সেই জন॥২
কাম তেয়াগিয়া মম নাম-পরায়ণ। বিরতি-বিনয়-শান্তি-সন্তোষ-অয়ন॥
সরলতা কোমলতা-ভরা মৈত্রী'পর। দ্বিজ-পদে প্রীতি রাখে ধার্ম্মিক-প্রবর॥৩
এসব লক্ষণ হের যাহার অন্তরে। তা'রে সত্য সাধু বলি' বুঝ সদাভরে॥
শম-দম রীতি-নীতি তাহে স্থির রহে। পরুষ-বচন কভু কাহারে না কহে॥৪
দোহা— নিন্দা স্তুতি তা'র উভয় সমান মম পাদ-পদ্মে শ্রদ্ধাবান্।
হেন সাধু-জন মম প্রাণ-প্রিয় গুণধাম সুখের নিধান॥৩৮॥

মূল

চৌ—সুনহু অসন্তন্হ কের সুভাউ। ভূলেহু সঙ্গতি করিয় ন কাউ॥
তিন্হ কর সঙ্গ সদা দুখদাঈ। জিমি কপিলহি ঘালই হরহাঈ॥১
খলন্হ হৃদয়ঁ অতি তাপ বিসেষী। জরহিঁ সদা পর সম্পতি দেখী॥
জহঁ কহুঁ নিন্দা সুনহিঁ পরাঈ। হরষহিঁ মনহুঁ পরী নিধি পাঈ॥২
কাম ক্রোধ মদ লোভ পরায়ন। নির্দয় কপটী কুটিল মলায়ন॥
বয়রু অকারন সব কাহু সোঁ। জো কর হিত অনহিত তাহু সোঁ॥৩
ঝূঠই লেনা ঝূঠই দেনা। ঝূঠই ভোজন ঝূঠ চবেনা॥
বোলহিঁ মধুর বচন জিমি মোরা। খাই মহা অহি হৃদয় কঠোরা॥৪
দোহা— পর দ্রোহী পর দার রত পর ধন পর অপবাদ।
তে নর পাঁবর পাপময় দেহ ধরেঁ মনুজাদ॥৩৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অসাধু স্বভাব এবে করহ শ্রবণ। হেন জন-সঙ্গ ভ্রমে না কর কখন॥
তা'র সঙ্গ কর যদি সদা দুঃখ দেয়। দুষ্ট গাভী নষ্ট করে যথা কপিলায়॥১
অতি বড় তাপে জানো খল-হিয়া ভরে। পরের সম্পদ হেরি' জ্বলিয়া সে মরে॥
যেথা সেথা পর-নিন্দা করিলে শ্রবণ। হৃষ্ট আর লভে যেন প'ড়ে পাওয়া ধন॥২
কাম, ক্রোধ, মদ তথা লোভ-পরায়ণ। নির্দয় কপটী ক্রূর পাপের সদন॥
অকারণে বৈর সাধে সকলের সনে। অহিত সাধন করে হিতকারী জনে॥৩

বাংলা অর্থ—ভূলেহুঁ—ভ্রমক্রমে; সংগতি—সঙ্গ; হরহাঈ—দুষ্টজাতীয় গাভী; ঘালই—নষ্ট করে; কপিলহি—কপিলা গাইকে; জরহীঁ—জ্বলিয়া যায়; পরাঈ—পরকীয়; পরী নিধি—পড়িয়া পাওয়া রত্ন; মলায়ন—পাপাশ্রয়ী; ঝূঠই—মিথ্যাসূচক; মনুজাদ দেহ—মনুষ্যভক্ষণকারী রাক্ষসের দেহ; পাঁবর—পামর, মূর্খ; (দো—৩৯)

আদানে প্রদানে সব মিথ্যা-ভরা তা'র। ভুঞ্জে এক, কহে আন শুধু মিথ্যাচার॥
ময়ূর সমান কহে মধুর বচন। হৃদে ক্রূরাচার করে অহিরে ভক্ষণ।৪
দোহা— পরদ্রোহ চরে রত পরদারে নিন্দাকারী কামী পর-ধনে।
এহেন পামর পাপী নর-দেহে রাক্ষস-সমান আচরণে॥৩৯॥

মূল

চৌ—লোভই ওঢ়ন লোভই ডাসন। সিস্নোদর পর জমপুর ত্রাস ন॥
কাহু কী জৌঁ সুনহিঁ বড়াঈ। স্বাস লেহিঁ জনু জূড়ী আঈ॥১
জব কাহু কৈ দেখহিঁ বিপতী। সুখী ভএ মানহুঁ জগ নৃপতী॥
স্বারথ রত পরিবার বিরোধী। লম্পট কাম লোভ অতি ক্রোধী॥২
মাতু পিতা গুর বিপ্র ন মানহিঁ। আপু গএ অরু ঘালহিঁ আনহিঁ॥
করহিঁ মোহ বস দ্রোহ পরাবা। সন্ত সঙ্গ হরি কথা ন ভাবা॥৩
অবগুন সিন্ধু মন্দমতি কামী। বেদ বিদূষক পরধন স্বামী॥
বিপ্র দ্রোহ পর দ্রোহ বিসেষা। দম্ভ কপট জিয়ঁ ধরেঁ সুবেষা॥
দোহা— ঐসে অধম মনুজ খল কৃতজুগ ত্রেতাঁ নাহিঁ।
দ্বাপর কছুক বৃন্দ বহু হোইহহিঁ কলিজুগ মাহিঁ॥৪০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—লোভ উত্তরীয় তা'র লোভ শয্যাসন। নাহি যম-ভয় শিশ্নোদর-পরায়ণ॥
কাহারো সমৃদ্ধি যদি করে সে শ্রবণ। দীর্ঘশ্বাস লয়, হয় কম্পজ্বরাগম॥১
যদি দেখে কাহারও হয়েছে বিপদ। সুখী হয় লভে যেন নৃপের সম্পদ॥
স্বার্থরত পরিজন-মঙ্গল-বিরোধী। কাম-লোভ-বশ হয় লম্পট ও ক্রোধী॥২
মাতা-পিতা-গুরু-বিপ্রে নাহি মান দেয়। নিজ নাশ ধ্রুব জানি' অপরে নাশয়॥
মোহ-বশে পরদ্রোহ সতত আচরে। সাধু-সঙ্গ হরি-কথা কভু নাহি স্মরে॥৩
অগুণ-বারিধি তথা মন্দমতি কামী। বেদ-নিন্দাকারী তথা পরধন-স্বামী॥
সদা বিপ্রদ্রোহী পরদ্রোহী সবিশেষ। হৃদয়ে ক্রূরতা দম্ভ বাহিরে সুবেশ॥৪
দোহা— এহেন অধম কপট মানুষ সত্য ত্রেতা যুগে নাহি হ'বে।
দ্বাপরেতে কিছু, দলে দলে হ'বে কলিযুগ প্রকটিবে যবে॥৪০॥

মূল

চৌ—পর হিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ। পর পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ॥
নির্ণয় সকল পুরান বেদ কর। কহেউঁ তাত জানহি কোবিদ নর॥১

বাংলা অর্থ—ওড়ন—গাত্রবস্ত্র; ডাসন—শয্যাস্তৃত বস্ত্র; স্বাস—শ্বাস; জূড়ী—শীত-কম্প; পরাবা দ্রোহ—অন্যের প্রতি বিরূপ আচরণ; জিয়—হৃদয়ে; ন ভাবা—ভাল লাগে না; ঘালহিঁ—নষ্ট করে; বিদূষক—নিন্দাকারী জন; (দো—৪০)

চৌ—হের মোর পানে ওহে পঙ্কজ-লোচন ! কৃপাদৃষ্টি তব সর্ব্বশোক-বিমোচন ॥
নীল-পদ্ম-সম-শ্যাম ওহে ভগবান ! শিবহিয়া-পদ্ম-মাঝে মধুপ সমান ॥১
হে রাক্ষস-সেনাদল-শকতি-ভঞ্জন । মুনি-সাধু-চিত্ততোষী পাপ-বিমোচন ॥
বিপ্ররূপি-শস্যে নব বারির বর্ষক । অশরণ-আশ্রয়দ দীনের রক্ষক ২
ভুজবলে মহীভার করিলে নগণ্য । দূষণ-বিরাধ-খর-বধে অগ্রগণ্য ॥
রাবণারি চিদানন্দী জয় ভূপবর । তুমি দশরথ-কুল-পদ্ম সুধাকর ॥৩
পুরাণে বিদিত যশ আগমে নিগমে । গায় যশ সুর-মুনি-সাধু-সমাগমে ॥
মিথ্যা-মদ-বিনাশন কৃপা-নিকেতন । সর্ব্বথা কুশলী তুমি কোশল-ভূষণ ॥৪
কলি-পাপ-নাশকারী মায়ার নাশক । তুলসীদাসের প্রভু ভক্তের রক্ষক ॥৫

দোহা— পিরীতি সহিত মুনীশ নারদ আলোচিয়া রাম-গুণগ্রাম ।
রূপ-পারাবার হৃদয়ে ধরিয়া চলি' যা'ন যেথা ব্রহ্মধাম ॥৫১॥

মূল

চৌ—গিরিজা সুনহু বিসদ যহ কথা । মৈঁ সব কহী মোরি মতি জথা ॥
রাম চরিত সত কোটি অপারা । শ্রুতি সারদা ন বরনৈ পারা ॥১
রাম অনন্ত অনন্ত গুনানী । জন্ম কর্ম অনন্ত নামানী ॥
জল সীকর মহি রজ গনি জাহীঁ । রঘুপতি চরিত ন বরনি সিরাহীঁ ॥২
বিমল কথা হরি পদ দায়নী । ভগতি হোই সুনি অনপায়নী ॥
উমা কহিউঁ সব কথা সুহাঈ । জো ভুসুণ্ডি খগপতিহি সুনাঈ ॥৩
কছুক রাম গুন কহেউঁ বখানী । অব কা কহৌঁ সো কহহু ভবানী ॥
সুনি সুভ কথা উমা হরষানী । বোলী অতি বিনীত মৃদু বানী ॥৪
ধন্য ধন্য মৈঁ ধন্য পুরারী । সুনেউঁ রাম গুন ভব ভয় হারী ॥

দোহা— তুম্হরী কৃপাঁ কৃপায়তন অব কৃতকৃত্য ন মোহ ।
জানেউঁ রাম প্রতাপ প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ ॥৫২ক॥
নাথ তবানন সসি স্রবত কথা সুধা রঘুবীর ।
শ্রবন পুটন্হি মন পান করি নহিঁ অঘাত মতিধীর ॥৫২খ॥

সসি—শস্য; বলাহক বৃন্দ—মেঘসমূহ, গাহক—গ্রাহক, সমর্থক ; খণ্ডিত—চ্ছেদকারী ; ব্যলীক মদ—বৃথা অহঙ্কার ; মমতাহরন—মমতানাশকারী ; তামরস—পদ্ম ; (দো ৫১)

বাংলা অর্থ—বিসদ—উজ্জ্বল ; জলসীকর—জলবিন্দু ; ন সিরাহীঁ—শেষ হয় না ; হরিপদ দায়নী—পরম পদদাতা ; বোলী—বলিলেন ; চিদানন্দ সন্দোহ—চিদানন্দ ঘন ; নহিঁ অঘাত—শেষ হয় না ; অনপায়নী—অবিচলিত ; (দো—৫২)

চৌ—হে গিরিজা! শুন মম মনোহর কথা। কহিনু সকল এবে মম মতি যথা॥
রামের চরিত শত কোটি ও অপার। শ্রুতি বাণী নাহি ধরে শক্তি বর্ণিবার॥১
রাম অন্তহীন গুণ অন্তহীন তাঁ'র। জন্ম-কর্ম্ম-নাম সংখ্যা শেষ নাহি যাঁ'র॥
জলবিন্দু ধূলি-কণা তবু গোণা যায়। রাম-কথা কহি' কেহ শেষ নাহি পায়॥২
সবারে এ পূত-কথা হরি পদ দেয়। শুনে যদি কেহ তবে স্থির ভক্তি পায়॥
হে উমা! কহিনু সব কথা মনোহর। ভুষুণ্ডি হইতে যাহা শুনে খগবর॥৩
কিছু রাম-গুণ আমি কহিনু বাখানি'। এবে কি কহিব তাহা কহ হে ভবানি!
শুনি' শুভ কথা উমা হরষিত হ'ন। কহেন মিনতি-ভরা মধুর বচন॥৪
আমার জীবন ধন্য ওহে ত্রিপুরারি! শুনিলাম রাম-গুণ ভব-ভয়হারী॥৫

দোহা— তব কৃপাবলে কৃপা-আয়তন কৃতকৃত্য বীত-মোহ মন।
জানিলাম এবে রামের প্রতাপ প্রভু যিনি চিদানন্দঘন॥৫২ক॥

ওহে নাথ! তব মুখচন্দ্র হ'তে রঘুবীর-কথাসুধা ক্ষরে।
ওহে ধীরমতি! কর্ণে তাহা শুনি' মম মন যেন নাহি ভরে॥৫২খ॥

মূল

চৌ—রাম চরিত জে সুনত অঘাহীঁ। রস বিসেষ জানা তিন্হ নাহীঁ॥
জীবনমুক্ত মহামুনি জেউ। হরি গুন সুনহিঁ নিরন্তর তেউ॥১
ভব সাগর চহ পার জো পাবা। রাম কথা তা কহঁ দৃঢ় নাবা॥
বিষইন্হ কহঁ পুনি হরি গুন গ্রামা। শ্রবন সুখদ অরু মন অভিরামা॥২
শ্রবনবন্ত অস কো জগ মাহীঁ। জাহি ন রঘুপতি চরিত সোহাহীঁ॥
তে জড় জীব নিজাত্মকঘাতী। জিন্হহি রঘুপতি কথা সোহাতী॥৩
হরিচরিত্র মানস তুম্হ গাবা। সুনি মৈঁ নাথ অমিতি সুখ পাবা॥
তুম্হ জো কহী যহ সুহাঈ। কাগভসুণ্ডি গরুড় প্রতি গাঈ॥৪

দোহা— বিরতি গ্যান বিগ্যান দৃঢ় রাম চরন অতি নেহ।
বায়স তন রঘুপতি ভগতি মোহি পরম সন্দেহ॥৫৩॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রামের চরিত শুনি' তৃপ্তি শেষ যার। রসবোধে পূর্ণজ্ঞান নাহিক তাহার॥
জীবন্মুক্ত মহামুনিগণ নিরন্তর। তাঁহারাও হরিগুণ-শ্রবণে তৎপর॥১
ভব-পারাবার যাঁ'রা পার হ'তে চা'ন। রাম-কথা তাঁহাদের তরণী-সমান॥
বিষয়ীর কাছে পুন হরিগুণ-গ্রাম। শ্রবণ-সুখদ তথা মনঃ-অভিরাম॥২
শ্রবণ শকতি-যুত কে আছে এমন। রঘুপতি-কথা যা'র না লাগে শোভন॥
তা'রে জানি জড় জীব আত্মঘাতী নর। রঘুপতি-কথা যা'র নহে প্রীতিকর॥৩

করিলে যা' গান রাম-চরিত-মানস। শুনি' নাথ! লভি বহু মানস-হরষ॥
তুমি যা' কহিলে এই কথা মনোহর। বায়স-ভুষুণ্ডি গরুড়ে কহে সুন্দর॥৪

দোহা— বৈরাগ্য ও জ্ঞানে বিজ্ঞানে দৃঢ়তা রাম-পদে স্নেহ অতিশয়।
রামে ভজি' তবু বায়সের তনু ইথে জাগে প্রবল সংশয়॥৫৩॥

মূল

চৌ—নর সহস্র মহঁ সুনহু পুরারী। কোউ এক হোই ধর্ম ব্রতধারী॥
ধর্মসীল কোটিক মহঁ কোঈ। বিষয় বিমুখ বিরাগ রত হোঈ॥১
কোটি বিরক্ত মধ্যশ্রুতি কহঈ। সম্যক গ্যান সকৃত কোউ লহঈ॥
গ্যানবন্ত কোটিক মহঁ কোউ। জীবনমুক্ত সকৃত জগ সোউ॥২
তিন্হ সহস্র মহুঁ সব সুখ খানী। দুর্লভ ব্রহ্ম লীন বিগ্যানী॥
ধর্মসীল বিরক্ত অরু জ্ঞানী। জীবনমুক্ত ব্রহ্মপর প্রানী॥৩
সব তে সো দুর্লভ সুররায়া। রাম ভগতি রত গত মদ মায়া॥
সো হরিভগতি কাগ কিমি পাঈ। বিস্বনাথ মোহি কহহু বুঝাঈ॥৪

দোহা— রাম পরায়ন গ্যান রত গুনাগার মতি ধীর।
নাথ কহহু কেহি কারন পায়উ কাগ সরীর॥৫৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন ত্রিপুরারি! নর-সহস্র-মাঝারে। কদাচিৎ কেহ কভু ধর্ম্ম-ব্রত ধরে॥
কোটি ধর্ম্মশীল-মাঝে কোন এক জন। বিষয়-বিমুখ, করে বৈরাগ্য-ধারণ॥১
শ্রুতি কহে কোটি-জন-বিরক্ত-মাঝারে। কোন এক জনে জ্ঞান যথার্থ সঞ্চারে॥
জ্ঞানবান্ কোটি-জনে কোন এক জন। ধরা-মাঝে জীবন্মুক্ত বিবেচিত হ'ন॥২
সেই সহস্রের মাঝে সর্ব্ব-সুখাকর। সুদুর্ল্লভ জ্ঞানবান্ যিনি ব্রহ্মপর॥
ধর্ম্মশীল ও বিরক্ত তিনি জ্ঞানবান্। জীবন্মুক্ত ব্রহ্মপর হেন মহাপ্রাণ॥৩
দুর্লভ সে সব হ'তে ওহে মহেশ্বর! বীত-মদ-মায়া যিনি রামে ভক্তিপর॥
সেই হরিভক্তি কাক কেমনে লভয়ে। বিশ্বনাথ! মোরে তাহা কহিবে বুঝা'য়ে॥৪

দোহা— রাম-পরায়ণ জ্ঞানেতে নিরত গুণ-নিকেতন মতি-ধীর।
ওহে নাথ! কহ কিসের কারণ লাভ করে বায়স-শরীর॥৫৪॥

বাংলা অর্থ—তা কহঁ—তাহাদের পক্ষে; ন সোহাহী—ভাল লাগে না; সকৃত কোউ—কোন একজন; গত মদ মায়া—অহঙ্কার ও মায়াবর্জ্জিত; অঘাহী—তৃপ্তি শেষ হয়; সোহাতি—ভাল লাগে; বিরতি—বৈরাগ্য; নেহ—স্নেহ; সুররায়া—দেবাদিদেব মহাদেব; (দো—৫৩-৫৪)

সারমর্ম—(উত্তরকাণ্ড প্রথমাংশ) ১—৩৪ দোহা পর্য্যন্ত

ময়ূরের কণ্ঠের মত নীলবর্ণ, দেবশ্রেষ্ঠ, পরম রূপবান্ সদাপ্রসন্ন ধনুর্ব্বাণধারী, লক্ষ্মণসহচর, পুষ্পকারূঢ় সীতাপতি রঘুনাথকে প্রণাম জানাই। ব্রহ্মা ও মহেশ্বর যে পাদপদ্ম বন্দনা করেন, জানকীর করপদ্ম যে চরণ সেবাতে সদা নিরত, ভক্ত মন যাহাকে আশ্রয় করিতে সর্ব্বদা আনন্দ অনুভব করে সেই রাম-পাদপদ্মে প্রণাম জানাই।

যিনি কুন্দপুষ্প, চন্দ্র কিংবা শঙ্খের মত গৌরবর্ণ ও সুন্দর, যিনি উমাপতি ও অভীষ্টসিদ্ধি-দাতা, যিনি কৃপাময় ও কামদেবের মুক্তিদাতা সেই শঙ্করকে প্রণাম জানাই।

চৌদ্দবৎসর শেষ হইবার মাত্র একদিন বাকী। পুরবাসিগণ কাতরতা অনুভব করিতেছে, নগরের স্ত্রীপুরুষ রামবিরহে কৃশশরীর হইয়াছে, যেখানে সেখানে তাহারা শোক প্রকাশ করিতেছে। এমন সময় শুভচিহ্ন প্রকট হইতে দেখা গেল তাহাতে রামের আগমন আসন্ন বলিয়া সকলে মনে করিলেন। কৌশল্যাদি মাতৃগণ আনন্দে ভরপুর হইতেছেন। ভরতের দক্ষিণ চক্ষু ও দক্ষিণ হস্তের স্পন্দন হইতে লাগিল। তবুও ভরত ভাবিতেছেন—"প্রভু বুঝি বা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণের কি পরম সৌভাগ্য সে সদা প্রভুর চরণসেবারত, আমাকে কপট বলিয়া আমার প্রতি প্রভু নির্দ্দয় হইতেছেন, আমাকে সঙ্গেও লন নাই। যদি তিনি আমার কার্য্য যথাযথ বিচার করিতেন তাহা হইলে শত বল্পকালেও আমার নিস্তার ছিল না কিন্তু তিনি যে আর্ত্তবন্ধু তাই আমার ভরসা। তবে চিহ্ন যখন শুভ, মিলন অবশ্যম্ভাবী। শেষ দিনের পর যদি প্রাণ থাকে তবে বুঝিব আমি নরাধম।" ভরতের মন যখন এইরূপ চিন্তায় সংশয়াকুল তখন হনুমান উপস্থিত হইয়া কুশাসনে উপবিষ্ট তপঃক্ষীণ রঘুপতি রামনাম জপে রত বিগলিতাশ্রু ভরতকে দেখিতে পাইলেন। পুলকিত হইয়া তাঁহার গণ্ড ও অশ্রুসিক্ত হইল। তখন সানন্দে জানাইলেন যাঁর জন্য তুমি শোকে মুহ্যমান এবং যাঁহার গুণের কথাতে তোমার মন ভরপুর হইয়া আছে, যিনি মুনি ও ভক্তগণের সুখদায়ী সেই রঘুকুলতিলক কুশলী শ্রীরাম সমাগত। তিনি শত্রুজয়পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণসহ নগরে সমাগত শুনিয়া ভরত সকল দুঃখ ভুলিলেন। ভরত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে হনুমান বলিয়া আত্মপরিচয় দিল, শুনিবামাত্র ভরত তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে কিছু দিয়া সন্তুষ্ট করার মত কিছু নাই বলিলেন তবে এসংবাদের মত প্রিয় সংবাদ আমার কাছে জগতের আর কিছু নাই। তোমার কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। অতঃপর ভরত হনুমানের নিকট রামচরিত আনুপূর্ব্বিক শুনিতে চাহিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—রঘুপতি রাম কি দাস বলিয়া আমার কথা স্মরণ করেন? তখন হনুমান বলিল—রঘুবীর নিজ মুখে তোমার অশেষ গুণ কীর্ত্তন করেন। তুমি তাঁহার প্রাণপ্রিয়। হনুমান ফিরিয়া রামচন্দ্রসহ বিমানে চড়িয়া অযোধ্যামুখী হইলেন। অযোধ্যাপুরী আনন্দে ভরপুর, পূর্ণচন্দ্র দেখিয়া সমুদ্র যেমন উথলিয়া উঠে ভরত সেইরূপ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। নগরের অধিবাসীরা কলরব করিয়া উঠিল।

এদিকে রামচন্দ্র বানরগণকে অযোধ্যাপুরীর দৃশ্য দেখাইতেছিলেন ও বর্ণনা করিলেন—

সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই আমার জন্মভূমি, ইহার মত প্রিয় জগতে আমার আর কিছু নাই। ইহার মধ্যবর্তী সরযূও অতি পবিত্র। এখানকার অধিবাসিগণও আমার অত্যন্ত প্রিয়। রামচন্দ্র বিমান হইতে উত্তরণ করিয়া পুষ্পকরথ কুবেরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে ভরতসহ বামদেব ও বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের সহিত মিলিতে আসিলেন। রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ মাটিতে রাখিয়া বামদেব ও বশিষ্ঠের চরণে প্রণত হইলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও প্রণাম জানাইলেন। অতঃপর ভরত প্রভু চরণে প্রণত হইলেন। ভরত মাটিতে পড়িয়া রহিলেন, উঠাইলেও আর উঠেন না। রামচন্দ্র তাহাকে উঠাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর শত্রুঘ্নকে আলিঙ্গন করিলেন। লক্ষ্মণ ও ভরতের মিলন হইল। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন মিলিয়া পরস্পরের বিরহ দুঃখ দূর করিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন সীতাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু সকলের সহিত মিলিলেন ও সকল নরনারীর শোক দূর করিলেন। মাতৃগণ ছুটিয়া আসিলে প্রভু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলে আনন্দের উৎস বহিয়া গেল। সুমিত্রা লক্ষ্মণের সহিত দেখা করিলেন। রামের সহিত দেখা করিতে কৈকেয়ী সঙ্কোচ বোধ করিলেন। কৈকেয়ীর সহিত লক্ষ্মণ পুনঃ পুনঃ মিলিলেন কিন্তু মানসিক ক্ষেদের অবসান হইল না। সীতা শ্বশ্রূগণের সহিত সাক্ষাৎপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ লইলেন। সকলের দৃষ্টি রামচন্দ্রের দিকে নিবদ্ধ হইল। রামচন্দ্র বশিষ্ঠের দিকে লক্ষ্য করিয়া সকলকে বুঝাইলেন কুলগুরু বশিষ্ঠের কৃপাতে দৈত্যগণ হত হইয়াছে। বশিষ্ঠকে বলিলেন—হে মুনি! এই আমার মিত্রগণ আমার জাহাজ হইয়া আমার সমুদ্র উত্তরণে পাড়ি দিবার সহায় হইয়াছে। আমার ভাল করার জন্য ইহাদের জীবন আমার উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিয়াছে তাহাতেই যুদ্ধ জয় সম্ভব হইয়াছে। অতঃপর সকলে কৌশল্যাকে প্রণাম করিলেন। রামচন্দ্র গৃহাভিমুখী হইলেন, চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হইল, সোণার কলসে জল ভরিয়া বাড়ীর দরজাতে রাখিয়া সুসজ্জিত গৃহে মাঙ্গলিক আচার অনুষ্ঠান ব্যবস্থা করিয়াছিল। তোরণ-বন্দনীমালা, পতাকা ধ্বজাদি শোভিত, দামামাধ্বনিতে মুখর ভবনে প্রবেশে উদ্যত হইলে স্ত্রীলোকেরা আরতি সাজাইয়া মঙ্গল গান করিতে লাগিল। অযোধ্যাপুরীর সে শোভা বর্ণনাতীত। রামচন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। বশিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাদের নিকট রামচন্দ্রের অভিষেকের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তদনুরূপ প্রস্তুতি আরম্ভ হইল। বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে অভিষেকের কথা বলিলে তাহার জন্য হস্তী অশ্ব ও রথাদি সুসজ্জিত হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে দূত পাঠাইয়া মাঙ্গলিকদ্রব্য আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। অযোধ্যাপুরী সুসজ্জিত হইল। সুগ্রীবাদিকে শীঘ্র স্নান করান হইল। করুণাময় রামচন্দ্র ভরতকে ডাকিয়া নিজহস্তে তাহার জটাজুট মস্তক মুণ্ডিত করিলেন। কৃপালু রামচন্দ্র তিন ভাইকেই নিজে উপস্থিত থাকিয়া স্নান করাইলেন। ভরতের আনন্দ আর ধরে না। রামচন্দ্র জটা ফেলিয়া মুণ্ডিত মস্তক হইলেন। মস্তক মুণ্ডনান্তে বস্ত্রাদিতে প্রভু সজ্জিত হইলেন। শাশুড়ীরা জানকীকে স্নান করাইয়া বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিলেন এবং এই ব্যাপারে সকলে সুখী হইলেন এবং সকলেই জন্ম সার্থক হইয়াছে বিবেচনা

করিল। সীতাও রামচন্দ্রের জন্য সিংহাসন আনার ব্যবস্থা হইল। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিয়া সিংহাসনে বসিলেন। মুনিরা সীতাসহ রামচন্দ্রকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। বশিষ্ঠ প্রথমে রাজতিলক প্রদান করিলে অন্যান্য ব্রাহ্মণও তিলকদানে আদিষ্ট হইলেন। মায়েরা পুত্রকে আরতি করিলেন। বিপ্রগণকে ও অন্যান্য যাচকগণকে মনোমত দানে তুষ্ট করিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা সকলে আনন্দে যোগদান করিল। তখন ভরতাদি ভ্রাতা বিভীষণ, অঙ্গদ, হনুমান ইত্যাদি চামর, পাখা, ধনুক, ঢাল শেল ও ভূতিদ্বারা সুশোভিত হইলেন। সেই সমাজ ও সেই সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত। দেবতারা দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ হইলেন পরে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন বেদ বন্দনাকারী ভাটরূপে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এ রহস্য কেহ বুঝিল না। বেদমূর্ত্তি রামচন্দ্রের নানা প্রকারে স্তবস্তুতি করিল,—"সংসারের ভার দূর করিয়া বিশ্বের দুঃখ নাশ করিতেই তোমার অবতার, তোমাকে আমরা প্রণাম জানাই। যাহারা জ্ঞানাভিমানে মত্ত হইয়া সভক্তি তোমাকে সমাদর করে না তাহারা অধোমার্গে পতিত হয়। যাহারা সকল আশা ত্যাগ করিয়া তোমার দাস হয় তাহারা তোমার নাম জপ করিয়া বিনাশ্রমে ভবসাগর পার হয়। হে ভবনাথ! তোমায় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। শিব, ব্রহ্মা যে চরণে আশ্রিত, যে চরণধূলি স্পর্শে মুনিপত্নী উদ্ধার হইয়াছে, যে চরণ-নখ হইতে মুনিবন্দিতা ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা বহিতেছে, যে চরণ বনের কণ্টকে বহু কণ্টকিত হইয়াছে সেই পাদপদ্ম আমাদের ভজনার যোগ্য। রামচন্দ্র হইলেন সংসারবৃক্ষ তাহার মূল অব্যক্ত। এই বৃক্ষে চারিপ্রকার বল্কল তাহা চতুর্ব্বেদ ও তদনুকূল শাস্ত্র কিংবা ওঁকার ও সৎসহ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। এই বৃক্ষের ছয় অবস্থা—১) অস্তিত্ব ২) বৃদ্ধি ৩) হ্রাস ৪) বিপর্য্যয় ৫) জন্ম ৬) মৃত্যু ইহার পঁচিশ শাখা তাহা দার্শনিক ভাষায় পঞ্চবিংশ তত্ত্ব—প্রকৃতি অব্যক্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন ও পঁঞ্চ মহাভূত এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব ও তৎসহ জীবাত্মা মিলিয়া ২৫টি শাখা ইহার অসংখ্য পাতা ফুলহইতেছে বাসনা। তিক্ত ও মধুররূপী দুই ফল পাপ ও পুণ্য, ইহারা এক অজ্ঞান লতা মায়া বা অবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই মহাসংসারের বৃক্ষরূপী হে রাম! তোমাকে প্রণাম জানাই। যাঁহারা অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসক এক ব্রহ্মে সকল অবস্থিত তাঁহারা তাঁহাকে জানেন। এক রূপে আমি তোমার সগুণ রূপেরই গান করিয়া তোমার এই বিরাট রূপে যেন মন বাক্য ও কর্ম্মজ বিকার ত্যাগ করিয়া মতি রাখিতে পারি।" এইভাবে বেদ উদার রামের স্তুতি করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন।

কাকভুশুণ্ডী গরুড়কে বলিতেছেন—যেখানে রামচন্দ্র ছিলেন সেখানে শিব আসিয়া সবিনয়ে তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন,—"রাম তুমি লক্ষ্মীপতি, ভবদুঃখ দূরকারী ও শরণাগত রক্ষক, তুমি দেবগণের প্রভু। আমাকেও পালন করা তোমারই কাজ। তুমি রাবণকে নাশ করিয়া পৃথিবীর ভার ও বেদনাসমূহ দূর করিয়াছ। তুমি ধনুর্ব্বাণধারী, পৃথিবীর সৌন্দর্য্যস্বরূপ। কামদেব মানুষরূপ মৃগের বুকে ভোগের বাণ নিক্ষেপ করে তুমি

সেই কামদেবকে নাশ করিয়া বিষয় ভোগদুষ্ট মানুষকে রক্ষা করিয়া থাক। তোমার চরণে ভক্তি না রাখাতে মানুষ রোগ ও বিয়োগ দুঃখ ভোগ করে, ভবসাগরে নিমজ্জন তাহার প্রধান কারণ। তোমাতে প্রীতি না রাখিলেই মানুষ দীন দুঃখী থাকে। অনুরাগ, লোভ, মান, অহঙ্কার ত্যাগ করিতে পারিলেই সম্পদ্‌বিপদ সমান। তোমার সেবক হইলে তাহা সম্ভব। তোমাতে ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তির মান অপমান সমান। দীন ভক্তের প্রতি তোমার সর্ব্বদা কৃপা থাকে। তোমার পাদপদ্মে অখণ্ড ভক্তি ও সদা সাধুসঙ্গ এই দুই বর দাও।" শঙ্কর এইভাবে রামগুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন। শঙ্কর রামগুণ গান করিয়া কৈলাসে গেলেন। শঙ্কর চলিয়া গেলে প্রভু রামচন্দ্র বানরদিগকে সুখদায়ক বাসস্থান দান করিলেন।

কাকভূষুণ্ডী গরুড়কে বলিতেছেন—হে গরুড়! ত্রিবিধ তাপনাশকারী এবং ভবভয় হরণকারী এই পবিত্র কথা শুন। মহারাজ রামচন্দ্রের শুভ অভিষেকের কথা শুনিলে মানুষ বৈরাগ্য ও জ্ঞান লাভ করে। যে কামনা করিয়া এই কথা শোনে তাহার ইহলোকে সুখভোগ হয়, সে দেহান্তে বৈকুণ্ঠে যায়। রামকথা মুক্ত বিরাগী ও বিষয়াসক্ত শুনিলে ভক্তি ও নূতন সম্পদ পাইবে। আমি বর্ণনা করিলে আমার বুদ্ধির প্রসন্নতা হইবে এবং দুঃখ ও ভয়-নাশক হইবে। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিকে দৃঢ় করিতে মোহনদী পারের পক্ষে ইহা নৌকা-স্বরূপ। ইহাতে অযোধ্যাতে নিত্য নূতন মঙ্গল সৃষ্টি করে ও স্থানীয় লোক প্রসন্নমনা থাকে। যে চরণ মুনিগণ, শঙ্কর ও ব্রহ্মা পূজা করেন সে চরণে ভক্তি লোকের মনে নিত্য বাড়িতে লাগিল। অভিষেকান্তে যাচক ও ব্রাহ্মণ বিদায় হইল। বানরেরা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইল। সকলের প্রভু-চরণে প্রীতি বাড়িল। ছয় মাস কি ভাবে কাটিল কেহ বুঝিতে পারিল না। বাড়ীর কথা সকলে ভুলিয়া গেল। রঘুপতি এক দিন সকলকে ডাকাইয়া বলিলেন—তোমরা আমার জন্য সকল প্রকার গৃহস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করিয়া এখানে আছ। তোমরা সকলে আমার নিকট তেমনি প্রিয় যেমনি সীতা ও অন্যান্য ভাই, কুটুম্ব পরিজনাদি। নীতি হিসাবে সেবকই প্রভুর প্রিয়, আমার আবার দাসের উপর প্রীতি বেশী, সুতরাং আমার প্রতি অন্তরে প্রীতি রাখিলে সকল সুসিদ্ধ হইবে। প্রভুর কথায় সকলে মুগ্ধ হইল এবং দেহবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অনুরাগবশতঃ কিছু বলিতে পারিল না। সকলের জন্য বস্ত্রাদি আনাইয়া পরাইবার ব্যবস্থা হইল। ভরত স্বহস্তে সুগ্রীবকে কাপড় পরাইলেন। রামের আদেশমত লক্ষ্মণ বিভীষণকে বস্ত্রাদি পরাইলেন। অঙ্গদ বসিয়া রহিল, নড়িল না। প্রভুও তাহাকে ডাকিলেন না। জাম্ববান নীল আদিকে প্রভু নিজে বস্ত্র পরাইলেন। সকলে শির নত করিয়া রহিল, অঙ্গদের চক্ষু জলে ভরিল, প্রেমবশে মন পরিপূর্ণ হইল, হাত জোড় করিয়া প্রভুকে বলিলেন,—পিতা মৃত্যুকালে আপনার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন আমাকে যেন আপনি ত্যাগ করিবেন না। আপনি আমার গুরু, পিতা ও মাতা, আপনার ঘরে ভৃত্যের কাজ করিব, যাহা বলিবেন তাহাই করিব। আপনি আমাকে গৃহে যাইতে কহিবেন না। অঙ্গদের বিনয়পূর্ণ কথাতে প্রভুর হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করি-লেন। তখন বালিপুত্র অঙ্গদকে নিজের গলার বস্ত্র, মণি প্রভৃতি পরাইয়া সযত্নে বিদায়

দিলেন। অঙ্গদ বার বার প্রণাম করিতে লাগিল, উঠিতে অনিচ্ছুক, তাহার ইচ্ছাই যেন প্রভু তাহাকে থাকিতে বলেন। অতঃপর সকলে স্বগৃহাভিমুখে চলিল। রামচন্দ্র সকলকে আলিঙ্গন দিয়া ভাইদের সহিত ফিরিলেন। হনুমান আরো দশ দিন থাকিয়া সেবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। অঙ্গদ চলিয়া গেল, হনুমান ফিরিয়া আসিয়া অঙ্গদের ভক্তি-প্রাবল্যের পরিচয় শ্রীরামকে প্রদান করিল।

গরুড়কে ভুষুণ্ডি বলিতেছেন—রামচন্দ্রের হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর আবার পুষ্প হইতেও মৃদু। ইহা বুঝা দুঃসাধ্য। অতঃপর রামচন্দ্র নিষাদকে বিদায় দিলেন। মধ্যে মধ্যে তাহাকে আসিবার কথাও বলিলেন। অতঃপর দুঃখভরা মনে নিষাদও চলিল। গুহক ঘরে ফিরিয়া প্রভুর চরিতকথা পরিজনগণকে অপূর্ব্বভাবে বর্ণনা করিল। রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে ছোট বড় সকলের মধ্যে ভেদভাব দূর হইল। সকলে বেদানুমত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনে রত হইল। সকলে দম্ভশূন্য ধর্ম্মরত। কাহারও চাতুরী করার ইচ্ছা ছিল না। সকলে গুণগ্রাহী পণ্ডিত ও জ্ঞানী ফলে দুঃখ কাহারও ছিল না। সকলে উদার পরোপকারী, সকল নারী এক পুরুষ ব্রতধারী ও পতির প্রতি ভক্তিমতী। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারিটি রাজনীতির বৈশিষ্ট্য নূতন রূপ লইল। দণ্ড যতিগণের হস্তের ভূষণ হইল, ভেদতত্ত্ব তালে সুরে নিবদ্ধ ছিল। রাজনীতির কুটিল আবর্ত্তে রামচন্দ্রকে কখনও পদক্ষেপ করিতে হয় নাই। বন ফল ফুলে ভরা, এমন কি বৈরভাবাপন্ন পক্ষীরাও স্ব স্ব বৈরতা ভুলিয়া গিয়া-ছিল। ভূমি শস্যশ্যামলা, গাভী দুগ্ধবহুলা, চন্দ্রের কিরণও যেন মাধুর্য্যভরা, সূর্য্যের তাপও আতিশয্য বিহীন, ফলে সুখের শেষ ছিল না।

সীতার পরিচারিকা থাকা সত্ত্বেও সকল কার্য্যে নিপুণা ও উৎসাহশীলা এবং ভ্রাতৃগণ পরস্পর সৌহার্দ্দ্যসম্পন্ন। রামচন্দ্র বিশেষ ভ্রাতৃবৎসল, ভ্রাতৃগণও তদনুরূপ। ভ্রাতৃগণকে রামচন্দ্র নীতি শিক্ষা দিতেন। নগরবাসী আনন্দে স্বকর্ম্মনিরত ছিল। সীতার লব কুশ নামে দুই পুত্র, অন্য ভাইদের প্রত্যেকের দুই দুই গুণশালী পুত্র জন্মে। প্রাতে সরযূতে স্নান সন্ধ্যাবন্দনাদি, নিয়মিত পুরাণাদি পাঠ শ্রবণনিরত রামচন্দ্র সর্ব্বপ্রকারে আদর্শ গৃহজীবনের মূর্ত্ত পরিগ্রহ হইলেন। নারদ সনকাদি মুনিরা কোশলরাজকে দেখিবার জন্য নিত্য অযো-ধ্যাতে উপনীত হইতেন এবং সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবুদ্ধি ভুলিয়া যাইতেন। এইভাবে ইন্দ্রপুরী তুল্য সুসজ্জিত অযোধ্যাতে প্রত্যেক গৃহ যেন এক একটি চিত্রশালা। প্রত্যেক বাড়ীর বাগিচা লতাগুল্ম ফলফুলে সজ্জিত, পুষ্করিণী নির্ম্মল জলে ভরা পদ্মপুষ্পে শোভিত, বৃক্ষ পক্ষীর কলরবে মুখর, যেখানে সেখানে রঘুপতির নাম কীর্ত্তন, সেবকগণের রক্ষার ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল রকমে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ছিল অযোধ্যায় রামরাজ্য। রামের প্রতাপ সূর্য্যে ত্রিলোক যেন মুসড়াইয়া গেল। ঈর্ষ্যা, অভিমান, মোহ, অহঙ্কার যেন চোরের মত হইল। নিত্য সনকাদি মুনির আগমনে রাজসভা সুশোভন থাকিত। তাঁহারা ব্রহ্মানন্দমগ্ন হইয়াও এই পরিবেশে মধুর ও পবিত্র কাল উপভোগে আনন্দলাভ করিতেন। সনকাদি মুনিগণ সমদর্শী, সুখ দুঃখ, শত্রু মিত্রে সমান জ্ঞান করিতেন, স্ত্রী-পুরুষে ভেদজ্ঞান ছিল না।

সকলে রঘুপতি চরিত-কথা শ্রদ্ধাভরে শুনিতেন। যেখানে অগস্ত্য মুনি ছিলেন সেইখানে সনক, সনাতন, সনন্দন, ও সনৎকুমার মুনি রহিলেন, রামের কথা অগস্ত্যমুনি নানাভাবে বলিতেন।

মুনিগণকে পাইয়া রামচন্দ্র পরম আনন্দ ভোগ করিতেন এবং তাঁহাদের আগমনে সভা এবং সভাস্থ সকলে এবং তিনি নিজে ধন্য হইতেছেন জানাইলে তাঁহারা বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে ভগবান, অন্তহীন, নীরোগ ও নিষ্পাপ আপনি বহু হইয়া এক ও করুণাময়, আপনি সুখনিবাস, পৃথিবী-রক্ষক অজ ও অনাদি শোভাময় রামচন্দ্র—আপনার জয় হউক, আপনি জ্ঞানখনি, নিরভিমান, মানদাতা, তত্ত্বজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও অজ্ঞানান্ধকারনাশী, ইত্যাদি আপনার বিশেষণ থাকিলেও আপনি নামহীন ও নিরঞ্জন, আপনি সকল, সকলের ভিতর থাকেন ও আমাদিগকে পালন করেন। সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সকল দ্বন্দ্বের মুক্তিদাতা, সকলের মনস্কামনা পূর্ণকারী ও পরমানন্দময় দীনবন্ধু, সমবুদ্ধিসম্পন্ন, ঈর্ষ্যা-ভয়াদি-নিবারণকারী, বিনয় জ্ঞান ও বৈরাগ্যবর্দ্ধনকারী রাজশিরোমণি, মুনিমানসসরোবরের হংসস্বরূপ ব্রহ্মা-শঙ্করাদিদ্বারা বন্দিত ও ত্রিভুবনের ভূষণ, বেদের রক্ষক, রঘুবংশের কেতু, যাহারা অন্যকে উদ্ধার করে তাহাদেরও উদ্ধার করিতে আপনি নিপুণ ও ত্রিভুবনের ভূষণ। এইভাবে স্তুতি করিয়া ভক্তিবর পাইয়া তাঁহারা ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন। সনকাদি মুনিগণ চলিয়া গেলে ভ্রাতৃগণ রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন আর তখন তাঁহারা হনুমানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যে কথা শুনিলে সকল ভ্রম দূর হয় এই কথা তাঁহারা প্রভুর মুখ হইতে শুনিতে চাহিতেছিলেন—একথা অন্তর্যামী রামচন্দ্র জানিলেন এবং হনুমানকে প্রশ্ন করিলেন,—কি জানিতে চাও? তখন হনুমান যুক্তকরে কহিল,—হে দীনবন্ধু ভগবান্। ভরত কিছু জানিতে চায় কিন্তু প্রশ্ন করিতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছে। তদুত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন,—ভরত ও আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। প্রভুর কথাতে ভরত তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল,—হে প্রণতার্ত্তিহারী নাথ! সংশয় শোক ও মোহ আমার নাই। হে আনন্দময়! তাহা তোমার কৃপাতে সম্ভব হইয়াছে। তুমি ভক্তকে সুখ দান করিতে অভ্যস্ত। সাধুগণের মহিমার কথা বেদ ও পুরাণে বহুধা বর্ণিত আছে। তুমিও তাঁহাদের প্রশংসা করিলেও তাঁহাদের উপর তোমার প্রীতিও অসীম। তোমার মুখে সেই সাধু ও অসাধুর লক্ষণ শুনিতে চাই, তাহা বুঝাইয়া বল, তদুত্তরে রামচন্দ্র বলিলেন,—সাধু ও অসাধুর ভেদ চন্দন ও কুঠারের মত। কুঠার যখন চন্দন গাছকে কাটে চন্দন নিজগুণে কুঠারকে সুগন্ধ দিতে কৃপণতা করে না। এজন্য চন্দন জগতের প্রিয় এবং দেবতার মস্তকে তাহার স্থান। আর কুঠারের মুখ আগুনে পুড়ে আর লোহিতোত্তপ্ত অবস্থায় হাতুড়ি তাহাতে আঘাত হানে—ইহাই কুঠারের দণ্ড। হে ভরত! আমার প্রাণপ্রিয় লোক তাহারা যাহারা বিষয়ে লিপ্ত হয় না। শীল ও গুণের আকর, পরের দুঃখে দুঃখী, পরের সুখে সুখী, শত্রু ও মিত্রে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তাহারা অজাতশত্রু, নিরহঙ্কারী ও বৈরাগ্যস্বভাব, লোভ ক্রোধ, হর্ষ ও ভয় তাহারা ত্যাগ করে। কোমলচিত্ত, মোহহীন এবং মনে

বাক্যে ও কর্ম্মে আমাতে ভক্তি রাখে, অপরকে তাহারা মান দেয়, নিজে নিরভিমানী এরূপ লোক আমার প্রাণপ্রিয়। নিষ্কামভাবে আমার নাম রটনাপর, প্রসন্নতা, বিনয় ও বৈরাগ্যে তাহাদের হৃদয় ভরা, তাহারা স্বভাব-সরল, মৈত্রীপর, বিপ্রচরণে ভক্তি রাখে। এই ভক্ত তাহাদের ধর্ম্মসূত্র, শম, দম ও নীতিপথ তাহারা ত্যাগ করে না, এমন কি কখনও কটুবাক্য বলে না, নিন্দাস্তুতিতে সমান, আমার পাদপদ্মে যাহার আকর্ষণ অথচ গুণময় ও সুখময় তাহারাই আমার প্রিয়।

অপরপক্ষে অসতের স্বভাব শোন। তাহাদের সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য, তাহাদের বুকে বড় জ্বালা, পরের ঐশ্বর্য্য তাহারা দেখিতে পারে না। পরনিন্দা শুনিলে ঐশ্বর্য্য পাইয়াছে মনে করে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও অহঙ্কারপরায়ণ, কুটিল, কপটী ও পাপী হইয়া অকারণে পরের শত্রুতাচরণ ও হিতকারীর অহিত সাধন করে। তাহাদের সকলি মিথ্যা, আদান প্রদান মিথ্যা, ভোজন মিথ্যা, খায় এক, বলে আর এক, ময়ূরের রূপের মত বাক্যে মধুরতা-ভরা কিন্তু হৃদয় এমন কঠোর যে ক্রূর সর্পকেও যেন খাইতে চায়। পরের সহিত শত্রুতাচরণ, পরস্ত্রী, পরধন ও পরাপবাদ মুখরতা ব্যাপারে ও আসক্তিতে তাহারা রাক্ষস বটে, দেহে মনুষ্যমাত্র। লোভ তা'র দেহের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আর শিশ্নোদরপরায়ণ। পরের প্রশংসা শুনিলে অন্তরে দীর্ঘশ্বাস লয় যেন কম্পজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছে। পরের বিপদে রাজ্য লাভের মত সুখবোধ, স্বার্থপ্রিয়তা, ইন্দ্রিয়াসক্তি, বিশেষতঃ কাম, ক্রোধ, লোভপরায়ণতা মাতা, পিতা গুরু, ব্রাহ্মণে অশ্রদ্ধাবান, সৎসঙ্গ ও ঈশ্বরের গুণগান শ্রবণে পরাঙ্মুখতা, দোষের সাগর, মনের ভিতর দম্ভভরা ও কপটাচারী অথচ সুবেশধারী। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে এমন লোকের প্রভাব থাকে না কলিতে ইহাদের প্রভাব বেশী। হে ভ্রাতঃ ভরত! পরহিত সমান ধর্ম্ম নাই, পরকে দুঃখ দেওয়ার মত নীচতা নাই ইহা শাশ্বত সত্য। মনুষ্য দেহ পাইয়া যাহারা পরদুঃখ দেয় সংসারের ভয় বাস্তবিক তাহাদের প্রাপ্য। মোহবশে এই জাতীয় পাপাচারীর পরকাল নষ্ট হয়। সাধু ও অসাধু তাহাদের কর্ম্মজনিত ফল ভোগ করিবেই। আমি এই শুভ অশুভ ফলদাতা। বুদ্ধিমানেরা ইহা বিচার করিয়া আমাকে ভজনা করে। এই গুণবিচারে লক্ষ্য রাখিলে ভবসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হয় না। এই দোষগুণ মায়াদ্বারা বিশ্বে সৃষ্ট হইতেছে। রামচন্দ্রের মুখে এই ব্যাখ্যান শুনিয়া সকলে আনন্দে ভরপুর হইল। হনুমানের আনন্দ আর ধরে না, এইভাবে নিত্য নূতন আলোচনাতে অযোধ্যায় দিনগুলি কাটিতে লাগিল। নারদমুনি বারবার অযোধ্যাতে আসিয়া নিত্য নূতন রামচরিত্র দেখিয়া যান এবং ব্রহ্মলোকে সকল কথা শুনান। নারদের কথাতে ব্রহ্মা বিশেষ আনন্দ পান এবং নারদকে রামগুণ গান করিতে বলেন। নারদের নিকট রামগুণ শুনিয়া সনকাদি মুনিগণ সমাধিতে না বসিয়া রামগুণকথা শুনিতে বেশী পছন্দ করেন।

আর একবার রঘুনাথের আহ্বানে গুরু, দ্বিজ ও পুরবাসিগণ সমবেত হন। রামচন্দ্র তাঁহার নীতিকথা ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে বলেন আমার অভিমান বা বড়াই দেখাইয়া একথা বলিতেছি না, তোমাদের যদি আমার একথা ভাল লাগে তবে তদনুসারে আচরণ করিবে।

আমার কথা অন্যায় হইলে নির্ভয়ে আমাকে ত্যাগ করিবে।—বড় ভাগ্যবলে মানুষ নরদেহ পায়। এ দেহ দেবতাদুর্লভ কারণ এ দেহে সাধনা করা সম্ভব হয় আর এই দেহ আশ্রয়েই মোক্ষ আসে। এই দেহ লাভ করিয়াও যাহারা পরলোক সম্বন্ধে অবহিত না হয় তাহাদের পরকালে দুঃখ সুনিশ্চিত। কাল, কর্ম্ম ও ঈশ্বরের উপর দোষারোপই তাহার কর্ম্ম। এই দেহ ও ইন্দ্রিয় আদৌ ভোগের বিষয় নয়। স্বর্গলাভও অস্থায়ী সুখ দেয় সুতরাং স্বর্গপ্রাপ্তিও নরদেহের কাম্য নয়। ভোগাসক্তির অর্থই হইতেছে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষপান। অবিনাশী জীব জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ অবিরাম করিতেছে। মায়া ও গুণের প্রভাবে এই যোনিপরিক্রমা অনন্তকাল ধরিয়া প্রবাহরূপে চলে এই ভ্রমণপ্রসঙ্গে অহেতুক স্নেহপরায়ণ ঈশ্বর কখনও বা নরদেহ দেন। সংসার পারে যাইতে এই নরদেহ হইল জাহাজ, তাঁহার অনুগ্রহ সেই জাহাজের অনুকূল বায়ু আর জাহাজের কর্ণধার সদ্গুরু। তাঁহার মাধ্যমে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়, মনুষ্য দেহ পাইয়াও যে সংসার-সাগর পার হইতে পারে না সে নিন্দনীয় এবং আত্মঘাতীর গতি লাভ করে। আমাতে ভক্তি ইহকালে ও পরকালে সুখ দেয়। বেদ ও পুরাণে এই কথাই বলে, জ্ঞানের পথ দুর্গম, উহার উপায়সমূহ যোগ, যাগ মনকে স্থির অবলম্বন দিতে পারে না। কেহ কেহ অনেক কষ্টে এই পথে সিদ্ধি পায়। ভক্তির পথই নিজের উপর নির্ভরশীল ও সকল সুখের আকর, ভক্তি সৎসঙ্গ ছাড়া হয় না, পুণ্যবল না থাকিলে সৎসঙ্গ হয় না, সৎসঙ্গই সংসার ভোগ শেষ করে। সংসারের একমাত্র পুণ্য হইতেছে কপটতা ত্যাগ করিয়া বিপ্রসেবা। কায়মনোবাক্যে বিপ্রসেবাই সৎসঙ্গের একটা দিক্। শঙ্করের ভজনা না করিলে আমার প্রতি ভক্তি আসে না ইহাই হইল গুহ্য রহস্য। স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে কেবল ভক্তিতে যোগ, তপস্যা ও উপবাস নাই। বাস্তবিক ভক্ত মনে কোন কুটিলতা রাখে না, সে যাহা পায় তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে যে বলে আমার দাস অথচ মানুষের সাহায্য বা শক্তির আশা রাখে তাহার বিশ্বাসের পরিচয় শিথিল, আমার প্রতি একান্ত বিশ্বাস রাখিলে আমি তাহার বশীভূত হই। যাহার শত্রুতা নাই, বিবাদ নাই, আশা নাই, ভয় নাই তাহার সকল দিক্ সুখে ভরা। যাহার ফল অপেক্ষা কাজের আসক্তি বেশী—গৃহ নাই, ক্রোধ নাই, পাপ নাই অভিমান নাই সে আমার প্রিয়। সজ্জন সংসর্গে যাহার প্রীতি, সে বিষয় ভোগ স্বর্গ বা মোক্ষকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করে সেই ভক্তিমান। যাহার ভেদবুদ্ধি নাই, যে দুষ্টভাব বা দুষ্ট তর্ক মনে আনে না এবং মোহমদ বর্জ্জিত হইয়া আমার নাম রটনা করে ভজনের সুখ তাহারই প্রাপ্য, পরম আনন্দ সেই পায়। রামের এই অমৃতময় বাণীতে সকলে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাতে স্তুতিপর হইল এবং কহিল,—তুমি কিংবা তোমার সেবক এই জগতের অহেতুক উপকারকার্য্যে রত। জগতে যাহারা মিত্র বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা স্বার্থের চিন্তাতে বিভোর থাকে পরমার্থ চিন্তা তাহাদের নাই। মাতাপিতারাও স্বার্থান্ধ হইয়া থাকেন, হে রাম! তুমি কিন্তু সকল রকমে ভক্তের দুঃখ দূর কর। তোমার মত শিক্ষা আর কে দিবে? একবার বশিষ্ঠমুনি রামচন্দ্রের নিকট আসিলেন এবং রামের অপার মহিমা কীর্ত্তন করিলেন প্রসঙ্গতঃ

বলিলেন,—পুরোহিতের কাজ ভাল নয় বলিয়া বেদ, পুরাণ ও স্মৃতি নিন্দা করিয়াছেন। আমি এই কার্য্য লইতে অস্বীকার করিলে ব্রহ্মা আমাকে বলিলেন,—বৎস! ভবিষ্যতে তোমার লাভ হইবে। যখন পরমাত্মা ব্রহ্ম নররূপ ধারণ করিয়া রঘুকুলে রাজা হইবেন তখন বুঝিলাম যাহার জন্য যজ্ঞ, ব্রত, দান ইত্যাদি করা হয় তাঁহাকে যখন এই কার্য্যমাধ্যমে মিলিবে তখন ইহার সমান ধর্ম্ম নাই। সকল ব্রত, দান, শাস্ত্রপাঠ ও শ্রবণাদির ফল তোমার চরণে ভক্তি। ভক্তি ও প্রেমবারিতে ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করা যায় সুতরাং তোমার চরণে ভক্তিতেই সকল মিলিবে। এই কথা বলিয়া বশিষ্ঠ ঘরে ফিরিলেন।

সেবকসুখদাতা রামচন্দ্র হনুমান ভরতাদিসহ বাহিরে যাত্রাকালে হস্তী, অশ্ব রথাদিসহ গেলে সকলে তাঁহাকে সেবা করিতেন। নারদও বীণাহস্তে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের গুণগান করিতেন। পৃথিবীর বিপুলভার দূরকারী, খর-দূষণ-বিরাধ-বধ-কুশলী, রাবণারি, কোশল-শোভা বর্দ্ধনকারী রামচন্দ্র তুমি কলিযুগের পাপ নাশ কর, আসক্তি দূর কর ও ভক্তকে রক্ষা কর, তোমার জয় হউক। শঙ্কর পার্ব্বতীর নিকট এই ভাবে রামের গুণ বর্ণনা করিয়া বলিলেন,—রামচন্দ্র অনন্ত তাঁহার গুণ, জন্ম, কর্ম্ম ও নামও অনন্ত সর্ব্বপ্রকারে বর্ণনাতীত শঙ্কর উমাকে পরিচয় দিতেছেন,—যে কথা কাক ভুষণ্ডী গরুড়কে শুনাইয়াছিলেন সেই কথাই তোমাকে বলিলাম। পার্ব্বতী বলিলেন,—কৃপাময় তোমার কৃপাতে আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে। রামগুণ শুনিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। তোমার কৃপাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। জগতে এমন কে আছে যে যাহার কাণ থাকিতেও রঘুপতিচরিত ভাল লাগে না, যাহাদের ভাল লাগে না তাহারা মূর্খ জীব ও আত্মঘাতী। কাকভুষণ্ডী গরুড়কে [রাম-গুণকথা বলিয়াছিলেন ইহাতে সংশয়ের ক্ষেত্র হইল কাকের দেহ অথচ তাহার রঘুপতির প্রতি ভক্তি ইহাতে আমার সংশয় হইতেছে। হাজার মানুষের মধ্যে একজন ধর্ম্মব্রতী। কোটি ধর্ম্মব্রতীর মধ্যে একজন বিষয়বিমুখ ও বৈরাগ্যবান; বহু বৈরাগ্যবানের মধ্যে একজন জ্ঞান পায়। বহু বহু জ্ঞানবানের মধ্যে একজন জীবন্মুক্ত। ধার্ম্মিক, বৈরাগ্যবান্, জ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত এবং ব্রহ্মে লীন,—ইহাদের মধ্যে এমন লোক দুর্লভ যে রামভক্তিরত যাহার অহঙ্কার ও মোহ চলিয়া গিয়াছে। এমন দুর্লভ হরিভক্তি কাক কি করিয়া পাইল তাহা আমাকে বুঝাইবেন। গরুড়ও মহাজ্ঞানী, গুণময় ও বিষ্ণুর সেবক ও তাঁহার সমীপবাসী। সে মুনিদের নিকট না যাইয়া কাকের কাছেই বা গেল কেন? কাক ও গরুড় এই দুই হরিভক্ত সংলাপ বলিয়া আমার সন্দেহ নিরসন কর।

মূল

চৌ—যহ প্রভু চরিত পবিত্র সুহাবা। কহহু কৃপাল কাগ কিমি পাবা॥
তুম্হ কেহি ভাঁতি সুনা মদনারী। কহহু মোহি অতি কৌতুক ভারী॥১
গরুড় মহাগ্যানী গুন রাসী। হরি সেবক অতি নিকট নিবাসী॥
তেহিঁ কেহি হেতু কাগ সন জাঈ। সুনী কথা মুনি নিকর বিহাঈ॥২

কহহু কবন বিধি ভা সংবাদা। দোউ হরিভগত কাগ উরগাদা॥
গৌরি গিরা সুনি সরল সুহাঈ। বোলে সিব সাদর সুখ পাঈ॥৩
ধন্য সতী পাবন মতি তোরী। রঘুপতি চরন প্রীতি নহিঁ থোরী॥
সুনহু পরম পুনীত ইতিহাসা। জো সুনি সকল লোক ভ্রম নাসা॥৪
উপজই রাম চরন বিস্বাসা। ভব নিধি তর নর বিনহিঁ প্রয়াসা॥৫
দোহা— ঐসেই প্রস্ন বিহঙ্গপতি কীন্হি কাগ সন জাই।
সো সব সাদর কহিহউঁ সুনহু উমা মন লাই॥৫৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—প্রভুর চরিত হেন পূত সুমহান্। কহ হে কৃপাল ! কাক কোথা হ'তে পান
তুমি বা কেমনে তাহা শুনিলে কামারি। শুনিতে এ কথা মম কৌতুহল ভারী॥১
খগপতি মহাজ্ঞানী গুণের আধান। হরির বাহন হরি-সহ অবস্থান॥
কোন্ হেতু কহ তিনি কাক-পার্শ্বে গিয়া। শুনিলেন কথা মুনি-সঙ্গ তেয়াগিয়া॥২
কহ প্রশ্নোত্তর সব হইল কেমনে। কাক-খগপতি দুই হরি-ভক্ত-জনে॥
গৌরী-বাক্য শুনি' শিব সরল সুন্দর। সমাদরে দেন তা'র যথা প্রত্যুত্তর॥৩
ধন্য সতী ! তুমি অতি ভক্তি-পূত-মনে। বহু প্রীতি রাখিতেছ রামের চরণে॥
শ্রবণ করহ এবে পূত ইতিহাস। যাহে হয় সর্ব্বজনে সর্ব্বভ্রম-নাশ॥৪
রাম-পদে উপজিলে পরম বিশ্বাস। ভব-সিন্ধু তরে নরে না করি' প্রয়াস॥৫
দোহা— এমনি জিজ্ঞাসা খগপতি করে কাকের সমীপে পঁহুছিয়া।
সে সকল কথা সাদরে কহিব শুন উমা ! তুমি মন দিয়া॥৫৫॥

মূল

চৌ—মৈঁ জিমি কথা সুনী ভব মোচনি। সো প্রসঙ্গ সুনু সুমুখি সুলোচনি॥
প্রথম দচ্ছ গৃহ তব অবতারা। সতী নাম তব রহা তুম্হারা॥১
দচ্ছ জগ্য তব ভা অপমানা। তুম্হ অতি ক্রোধ তজেউ তুম্ প্রানা॥
মম অনুচরন্হ কীন্হ মখ ভঙ্গা। জানহু তুম্হ সো সকল প্রসঙ্গা॥২
তব অতি সোচ ভয়উ মন মোরেঁ। দুখী ভয়উঁ বিয়োগ প্রিয় তোরেঁ॥
সুন্দর বন গিরি সরিত তড়াগা। কৌতুক দেখত ফিরউঁ বেরাগা॥৩
গিরি সুমেরু উত্তর দিসি দূরী। নীল সৈল এক সুন্দর ভূরী॥
তাসু কনকময় সিখর সুহাএ। চারি চারু মোরে মন ভাএ॥৪
তিন্হ পর এক এক বিটপ বিসালা। বট পীপর পাকরী রসালা॥
সৈলোপরি সর সুন্দর সোহা। মনি সোপান দেখি মন মোহা॥৫

বাংলা অর্থ—মদনারী—কামারি, মহাদেব; সংবাদা—প্রশ্নোত্তরে আলোচনা; উরগাদা—খগপতি গরুড়; নাসা—নাশ পায়; তর—উত্তীর্ণ হয়; (দো—৫৫)

দোহা— সীতল অমল মধুর জল জলজ বিপুল বহুরঙ্গ।
কূজত কল রব হংস গন গুঞ্জত মঞ্জুল ভৃঙ্গ ॥৫৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভব-ভয়-হর-বাণী শুনিনু যেমনি। তেমনি সে কথা কহি ওহে সুলোচনি।
প্রথমে দক্ষের গৃহে তব আগমন। সতী নাম ছিল তব করহ শ্রবণ ॥১
দক্ষ-যজ্ঞে হ'য়েছিল তব অপমান। অতি ক্রোধে ত্যেগিলে তখন পরাণ ॥
যজ্ঞ পণ্ড করে যত মম অনুচর। সে প্রসঙ্গ নহে জানি তব অগোচর ॥২
তখন চিন্তিনু বহু মনের ভিতরে। প্রিয়ার বিয়োগ-হেতু মন দুখে ভরে ॥
সুন্দর কানন গিরি তটিনী তড়াগে। কুতুহলী ফিরিলাম মনের বিরাগে ॥৩
সুমেরু পর্ব্বত হ'তে সুদূর উত্তরে। অতীব সুন্দর এক নীল শৈলো'পরে ॥
চারিটি কনকময় সুন্দর শিখরে। সজ্জিত রয়েছে হেন মনে মুগ্ধ করে।৪
তার পর এক এক বিটপ বিশাল। ন্যগ্রোধ অশ্বত্থ তথা পাকুড় রসাল ॥
শৈলোপরি সরোবর চারু সুশোভন। মণিময় তীর্থ হেরি' মোহগ্রস্ত-মন।৫
দোহা— শীতল নির্ম্মল সুমধুর জলে বহুবর্ণ বিকশে কমল।
কলরব করে রাজহংসগণ সুন্দর গুঞ্জরে ভৃঙ্গ-দল ॥৫৬॥

মূল

চৌ—তেহিঁ গিরি রুচির বসই খগ সোঈ। তাসু নাস কল্পান্ত ন হোঈ ॥
মায়া কৃত গুন দোষ অনেকা। মোহ মনোজ আদি অবিবেকা ॥১
রহে ব্যাপি সমস্ত জগ মাহীঁ। তেহি গিরি নিকট কবহুঁ নহিঁ জাহীঁ ॥
তহঁ বসি হরিহি ভজই জিমি কাগা। সো সুনু উমা সহিত অনুরাগা ॥২
পীপর তরু তর ধ্যান সো ধরঈ। জাপ জগ্য পাকরি তর করঈ ॥
আঁব ছাঁহ কর মানস পূজা। তজি হরি ভজনু কাজু নহিঁ দূজা ॥৩
বট তর কহ হরি কথা প্রসঙ্গা। আবহিঁ সুনহিঁ অনেক বিহঙ্গা ॥
রাম চরিত বিচিত্র বিধি নানা। প্রেম সহিত কর সাদর গানা।৪
সুনহিঁ সকল মতি বিমল মরালা। বসহিঁ নিরন্তর জে তেহিঁ তালা ॥
জব মৈঁ জাই সো কৌতুক দেখা। উর উপজা আনন্দ বিসেষা।৫
দোহা— তব কছু কাল মরাল তনু ধরি তহঁ কীন্হ নিবাস।
সাদর সুনি রঘুপতি গুন পুনি আয়উঁ কৈলাস ॥৫৭॥

বাংলা অর্থ—ভা—হইয়াছিল; ভঙ্গা কীন্হ—ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল; জানহু—জানু;
মোরে মন ভাএ—আমার মনে ভাল লাগিল; পীপর—অশ্বত্থ; পাকরী—পাকুড়;
জাপ জগ্য—জপযজ্ঞ; বট তর—বটবৃক্ষের নীচে; তালা—পুষ্করিণী; (দো—৫৬-৫৭)

চৌ—সেই চারু গিরি'পরে সে বায়স-বাস। বহু কল্প কালে নাহি হবে তা'র নাশ॥
মায়াকৃত দোষ-গুণ সংখ্যাতে অনেক। মোহ-কাম-আদি রহে যত অবিবেক॥১
বিশ্বব্যাপী রহে যাহা সর্ব্বত্র ধরায়। সে গিরি-সমীপে তাহা কখন না যায়॥
সেথা বসি' হরি ভজে যেমনে সে কাক। তাহা এবে শুন উমা! সহ অনুরাগ॥২
অশ্বত্থ-পাদপ-তলে ধ্যানেতে নিরত। পাকুড় বৃক্ষের তলে জপ-যাগ-রত॥
আম্র-ছায়া-তলে করে মানস-পূজন। আন কাজ নাই বিনা হরির ভজন॥৩
বটবৃক্ষ-তলে করে হরির প্রসঙ্গ। সেথা আসে শুনে বুঝে অনেক বিহঙ্গ॥
রামের বিচিত্র-কথা বিবিধ প্রকারে। সপ্রেমে সাদরে গায় বিবিধ আকারে॥৪
সুবুদ্ধি মরাল-দল শ্রবণে নিরত। সেই সরোবরে তা'রা নিবসে সতত॥
কৌতুহল-তরে সেথা করিনু গমন। হিয়া হয় সবিশেষ আনন্দে মগন॥৫
দোহা— তদা কিছু কাল হংস তনু ধরি' সেই স্থানে করিনু নিবাস।
সাদরে শুনিয়া রঘুপতি গুণ আসি' পুন ফিরিয়া কৈলাস॥৫৭॥

মূল

চৌ—গিরিজা কহেউঁ সো সব ইতিহাসা। মৈঁ জেহি সময় গয়উঁ কৈলাসা॥
অব সো কথা সুনহু জেহি হেতু। গয়উ কাগ পহিঁ খগ কুল কেতু॥১
জব রঘুনাথ কীন্হি রন ক্রীড়া। সমুঝত চরিত হোতি মোহি ব্রীড়া॥
ইন্দ্রজীত কর আপু বঁধায়ো। তব নারদ মুনি গরুড় পঠায়ো॥২
বন্ধন কাটি গয়ো উরগাদা। উপজা হৃদয়ঁ প্রচণ্ড বিষাদা॥
প্রভু বন্ধন সমুঝত বহু ভাঁতী। করত বিচার উরগ আরাতী॥৩
ব্যাপক ব্রহ্ম বিরজ বাগীসা। মায়া মোহ পার পরমীসা॥
সো অবতার সুনেউঁ জগ মাহীঁ। দেখেউঁ সো প্রভাব কছু নাহীঁ॥৪
দোহা— ভব বন্ধন তে ছুটহিঁ নর জপি জা কর নাম।
সর্ব নিসাচর বাঁধেউ নাগপাস সোই রাম॥৫৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—গিরিজা কহিব এবে সব ইতিহাস। যে সময় যাই আমি ভূধর কৈলাস॥
এবে সেই কথা শুন ধরি' যে কারণ। কাক-পার্শ্বে খগপতি করেন গমন॥১
রাম যবে করে রণ সাজি' রণ-সাজে। চরিত বুঝিয়া তাঁ'র আমি মরি লাজে॥
ইন্দ্রজিৎ-নাগপাশে নিজে বদ্ধ হ'ন। নারদ গরুড়ে তদা করেন প্রেরণ॥২
খগপতি যবে সেথা কাটেন বন্ধন। প্রচণ্ড বিষাদে তাঁ'র ভরি' গেল মন॥
প্রভুর বন্ধন স্মরি' বিবিধ প্রকার। উরগারি করে মনে কত না বিচার॥৩
বাণীপতি সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম নির্ব্বিকার। পরম ঈশ্বর যিনি মায়া-মোহ-পার॥
তিনি শুনি' অবতার নিলেন ধরায়। প্রভাব এমন কিছু না হেরিনু তা'য়॥৪

দোহা— ভবের বন্ধন যাইবে টুটিয়া নর শুধু জপি' যাঁ'র নাম।
অধম রাক্ষস বাঁধে নাগ-পাশে কেমনে হবেন তিনি রাম ॥৫৮॥

মূল

চৌ—নানা ভাঁতি মনহি সমুঝাবা। প্রগট ন গ্যান হৃদয়ঁ ভ্রম ছাবা॥
খেদ খিন্ন মন তর্ক বঢ়াঈ। ভয়উ মোহবস তুম্হরিহিঁ নাঈ ॥১
ব্যাকুল গয়উ দেবরিষি পাহীঁ। কহেসি জো সংসয় নিজ মন মাহীঁ॥
সুনি নারদহি লাগি অতি দায়া। সুনু খগ প্রবল রাম কৈ মায়া ॥২
জো গ্যানিন্হ কর চিত অপহরঈ। বরিআঈ বিমোহ মন করঈ॥
জেহিঁ বহু বার নচাবা মোহী। সোই ব্যাপী বিহঙ্গপতি তোহী ॥৩
মহামোহ উপজা উর তোরেঁ। মিটিহি ন বেগি কহেঁ খগ মোরেঁ॥
চতুরানন পহিঁ জাহু খগেসা। সোই করেহু জেহি হোই নিদেসা ॥৪
দোহা— অস কহি চলে দেবরিষি করত রাম গুন গান।
হরি মায়া বল বরনত পুনি পুনি পরম সুজান ॥৫৯॥

চৌ—বহুধা খগেশ তবে মানসে চিন্তিলা। ভ্রমে ভরে হিয়া নাহি জ্ঞান উপজিল॥
খেদ-খিন্ন-মনে শুধু তর্ক বেড়ে যায়। তোমার সমান মোহে তা'র মন ছায় ॥১
খগেশ ব্যাকুল হ'য়ে দেবর্ষির পাশে। কহেন সংশয় যত নিজ মনে আসে॥
শুনিয়া নারদ তাহে দয়াপর হ'ন। রামের প্রবল মায়া শুন,—খগ ক'ন ॥২
সদা জ্ঞানি-চিত্ত যিনি করেন হরণ। জন-চিত্তে সদা যিনি মোহের কারণ॥
বহুবার যে মায়াতে নাচা'লেন মোরে। হে খগেশ! সেই মায়া ঘিরেছে তোমারে৩
হে খগেশ! মহা মোহ বেড়িছে তোমারে। মিটিবে না ত্বরা তাহা কহি সবিস্তারে
ব্রহ্মা-পার্শ্বে চলি' যাও তুমি হে খগেশ! পালিবে তেমনি যথা দিবেন নির্দ্দেশ ॥৪
দোহা— ইহা কহি' চলে দেবর্ষি নারদ করি' ভদা রাম-গুণ-গান।
হরি-মায়া-বল বহুধা বর্ণিয়া জ্ঞানিবর চলেন স্বস্থান ॥৫৯॥

মূল

চৌ—তব খগপতি বিরঞ্চি পহিঁ গয়উ। নিজ সন্দেহ সুনাবত ভয়উ॥
সুনি বিরঞ্চি রামহি সিরু নাবা। সমুঝি প্রতাপ প্রেম অতি ছাবা ॥১
মন মহুঁ করই বিচার বিধাতা। মায়া বস কবি কোবিদ গ্যাতা॥
হরি মায়া কর অমিতি প্রভাবা। বিপুল বার জেহিঁ মোহি নচাবা ॥২

বাংলা অর্থ—সমুঝত—বিবেচনা করিয়া, হোতি—হইল; বঁধায়ো—বদ্ধ হইলেন; পঠায়ো—পাঠাইলেন; উরগ আরাতী—গরুড়; ছুটহিঁ—মুক্তি পায়; প্রগট ন—প্রকাশ পাইল না; ছাবা—ছাইল; তুম্হরিহিঁ নাই—তোমার মত; বরি আঈ—জোর করিয়া; ব্যাপী—ব্যাপিয়াছে; মোরেঁ কহেঁ—আমার কথাতে; (দো—৫৮-৫৯)

অগ জগময় জগ মম উপরাজা। নহিঁ আচরজ মোহ খগরাজা॥
তব বোলে বিধি গিরা সুহাঈ। জান মহেস রাম প্রভুতাঈ॥৩
বৈনতেয় সঙ্কর পহিঁ জাহূ। তাত অনত পূছহু জনি কাহূ॥
তহঁ হোইহি তব সংসয় হানী। চলেউ বিহঙ্গ সুনত বিধি বানী॥৪
দোহা— পরমাতুর বিহঙ্গপতি আয়উ তব মো পাস।
জাত রহেউঁ কুবের গৃহ রহিহু উমা কৈলাস॥৬০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তদা খগপতি নিজে ব্রহ্মা-পার্শ্বে যা'ন। আপন সংশয় সব তাঁহারে শুনা'ন
শুনিয়া বিরিঞ্চি রামে শির নত করে। বুঝিয়া প্রতাপ তাঁ'র রাম-প্রেমে ভরে॥১
মন-মাঝে করিলেন বিচার বিধাতা। ক'ন—সবে মায়া-বশ কবি, সুধী, জ্ঞাতা॥
অনন্ত প্রভাব জানি হরি মায়া-ধরে। বহুবার বিস্তারিলা আমার উপরে।২
চরাচর বিশ্ব সৃজি জড়িত মায়াতে। খগরাজে মায়া—নাহি আশ্চর্য্য তাহাতে॥
তদা ব্রহ্মা কহিলেন সুন্দর বচন। রামের প্রভুতা শিব অবগত হ'ন॥৩
হে খগেশ! শিব-পার্শ্বে চলিয়া যাইবে। আন জনে ওহে তাত! কিছু না পুছিবে
সেথায় হইবে তব সংশয়-নিরাশ। ব্রহ্মামতে বিহগেশ চলে শিব-পাশ॥৪
দোহা— পরম উতলা বিহঙ্গম-পতি আসিলেন যদা মম পাশ।
কুবের ভবনে যেতেছিনু আমি উমা! তুমি আছিলে কৈলাস॥৬০

মূল

চৌ—তেহিঁ মম পদ সাদর সিরু নাবা। পুনি আপন সন্দেহ সুনাবা॥
সুনি তা করি বিনতী মৃদু বানী। প্রেম সহিত মৈঁ কহেউঁ ভবানী॥১
মিলেহু গরুড় মারগ মহঁ মোহী॥ কবন ভাঁতি সমুঝাবৌঁ তোহী॥
তবহিঁ হোই সব সংসয় ভঙ্গা। জব বহু কাল করিঅ সতসঙ্গা॥২
সুনিঅ তহাঁ হরিকথা সুহাঈ। নানা ভাঁতি মুনিন্হ জোগাঈ॥
জেহি মহুঁ আদি মধ্য অবসানা। প্রভু প্রতিপাদ্য রাম ভগবানা।৩
নিত হরি কথা হোত জহঁ ভাঈ। পঠবউঁ তহাঁ সুনহু তুম্হ জাঈ॥
জাইহি সুনত সকল সন্দেহা। রাম চরন হোইহি অতি নেহা॥৪
দোহা— বিনু সতসঙ্গ ন হরি কথা তেহি বিনু মোহ ন ভাগ।
মোহ গএঁ বিনু রাম পদ হোই ন দৃঢ় অনুরাগ॥৬১॥

বাংলা অর্থ—সুনাবত ভয়উ—শুনাইলেন; ছাবা—আচ্ছন্ন করিল; অগ জগময়—স্থাবরজঙ্গমময়; উপরাজা—বিস্তৃত রাজ্য; জান—জানেন; অনত—অন্যত্র; পরমাতুর—অত্যন্ত ত্রস্তব্যস্ত; জাত রহেউঁ—যাইতেছিলাম; রহিহু—ছিলে; (দো—৬০)

বাংলা অর্থ—তা করি—তাহার; সমুঝাবৌঁ—বুঝাইব; গাঈ—গাহিয়াছেন; পঠবউঁ—পাঠাইব; ন ভাগ—যায় না; জাইহি—চলিয়া যাইবে; (দো—৬১)

চৌ—প্রভু-পদে শির নমি' অতি সমাদরে। খগেশ সংশয়-কথা শুনালেন মোরে ॥
শুনিয়া মিনতি তা'র তথা মৃদু-বাণী। সপ্রেমে কহিনু আমি তাহারে ভবানি! ১
গরুড়! মিলিলে পথে এবে মোর সনে? বুঝাব তোমারে এবে কহত কেমনে?
তখন হইবে তব সংশয় ভঞ্জন। বহুকাল সাধুসঙ্গে করিলে যাপন।২
মনোহর হরি-কথা শুন তুমি সেথা। বিবিধ প্রকারে গাহে মুনিগণ যেথা॥
আদি-মধ্য-অন্তে প্রভু চূড়ান্ত বুঝিয়া। রাম-ভগবান-তত্ত্ব লইবে মানিয়া ॥৩
নিত্য হরি-কথা ভাই! যেথায় হইবে। পাঠাব তোমারে সেথা, যাইয়া শুনিবে॥
শুনি' নিরসিত হ'বে সকল সন্দেহ। রামের চরণে হ'বে অতি বড় স্নেহ ॥৪
দোহা— সাধুসঙ্গ বিনা বৃথা হরি-কথা তাহা বিনা মোহ র'য়ে যায়।
নাহি গেলে মোহ রাম-পদে প্রীতি দৃঢ় কভু না হ'বে কোথায় ॥৬১

মূল

চৌ—মিলহিঁ ন রঘুপতি বিনু অনুরাগা। কিএঁ জোগ তপ গ্যান বিরাগা ॥
উত্তর দিসি সুন্দর গিরি নীলা। তহঁ রহ কাকভুসুণ্ডি সুসীলা ॥১
রাম ভগতি পথ পরম প্রবীনা। গ্যানী গুন গৃহ বহু কালীনা ॥
রাম কথা সো কহই নিরন্তর। সাদর সুনহিঁ বিবিধ বিহঙ্গবর ॥২
জাই সুনহু তহঁ হরি গুন ভূরী। হোইহি মোহ জনিত দুখ দূরী ॥
মৈঁ জব তেহি সব কহা বুঝাঈ। চলেউ হরষি মম পদ সিরু নাঈ ॥৩
তাতে উমা ন মৈঁ সমুঝাবা। রঘুপতি কৃপাঁ মরমু মৈঁ পাবা ॥
হোইহি কীন্হ কবহুঁ অভিমানা। সো খোবৈ চহ কৃপানিধানা ॥৪
কছু তেহি তে পুনি মৈঁ নহি রাখা। সমুঝই খগ খগহী কৈ ভাষা ॥
প্রভু মায়া বলবন্ত ভবানী। জাহি ন মোহ কবন অস গ্যানী ।৫
দোহা— গ্যানী ভগত সিরোমনি ত্রিভুবনপতি কর জান।
তাহি মোহ মায়া নর পাবঁর করহিঁ গুমান ॥৬২ক॥
সিব বিরঞ্চি কহুঁ মোহই কো হৈ বপুরা আন।
অস জিয়ঁ জানি ভজহিঁ মুনি মায়া পতি ভগবান ॥৬২খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মিলিবে না রঘুপতি বিনা অনুরাগ। কর যদি যোগ, তপ, জ্ঞান ও বিরাগ ॥
উত্তর দিকেতে রহে চারু গিরি নীল। সেথায় ভুসুণ্ডি কাক রহিছে সুশীল ॥১

বাংলা অর্থ—কিএঁ—করিলেও; দূরী হোইহি—দূর হইবে; খোবৈ চহা—নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন; তেহি তে—এই কারণে; সমুঝই—বুঝে; ন মোহ—মোহিত করে না; জান—যান, বাহন; গুমান—অভিমান; বপুরা—বেচারা ;[(দো—৬২ ক,খ)

রাম-ভক্তি-পথে সেই পরম প্রবীণ। জ্ঞানী, গুণ-নিকেতন অতীব প্রাচীন॥
রাম-কথা কহিতেছে সেই নিরন্তর। সাদরে শুনিছে বহু বিহঙ্গম-বর॥২
সেথা গিয়া হরিগুণ ভূরিশ শুনিবে। মোহ-ভব দুখ তুমি তাহে পাশরিবে॥
বুঝা'য়ে তাহারে দেব! কহিনু যখন। মম-পদে নমি' হৃষ্ট চলিলা তখন।৩
সেই হেতু উমা! তা'রে নাহি জানালাম। রাম-কৃপা-মর্ম্মে মম যাহা ছিল জ্ঞান॥
কৃপা পেয়ে তবু যদি রহে অভিমান। তাহা নাশিবারে চা'ন কৃপার নিধান।৪
আরো হেতু ছিল ব'লে তাহারে এড়াই। খগ-ভাষা অন্য খগে ভাল বুঝে ভাই॥
প্রভু-মায়া বলবতী ভারী হে ভবানি! যা'রে নাহি মুগ্ধ করে হেন নাহি জ্ঞানী॥৫

দোহা— ভক্ত শিরোমণি অতি বড় জ্ঞানী ত্রিভুবন-পতির বাহন।
হেন বীর-বরে মায়া মুগ্ধ করে মূঢ় নর-কথা বৃথা আলোচন॥৬২ক॥
সমাপি' আটাশ দিন মাস পারায়ণে।
এ দীন নমিছে এবে শ্রীরাম-চরণে॥
ব্রহ্মা-মহেশও মোহগ্রস্ত হ'ন বলি বলো কার কথা আন।
বুঝিয়া ভজেন মুনিগণ তাঁরে যিনি মায়াপতি ভগবান্॥৬২খ॥

মূল

চৌ—গয়উ গরুড় জহঁ বসই ভুসুণ্ডা। মতি অকুণ্ঠ হরি ভগতি অখণ্ডা॥
দেখি সৈল প্রসন্ন মন ভয়উ। মায়া মোহ সোচ সব গয়উ॥১
করি তড়াগ মজ্জন জলপানা। বট তর গয়উ হৃদয়ঁ হরষানা॥
বৃদ্ধ বৃদ্ধ বিহঙ্গ তহঁ আএ। সুনৈ রাম কে চরিত সুহাএ।২
কথা অরম্ভ করৈ সোই চাহা। তেহি সময় গয়উ খগনাহা॥
আবত দেখি সকল খগ রাজা। হরষেউ বায়স সহিত সমাজা।৩
অতি আদর খগপতি কর কীন্হা। স্বাগত পূছি সুআসন দীন্হা॥
করি পূজা সমেত অনুরাগা। মধুর বচন তব বোলেউ কাগা॥৪

দোহা— নাথ কৃতারথ ভয়উঁ মৈঁ তব দরসন খগরাজ।
আয়সু দেহু সো করৌঁ অব প্রভু আয়হু কেহি কাজ॥৬৩ক॥
সদা কৃতারথ রূপ তুম্হ কহ মৃদু বচন খগেস।
জেহি কৈ অস্তুতি সাদর নিজ মুখ কীন্হি মহেস।৬৩খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—গরুড় গেলেন যেথা ভুষুণ্ড নিবসে। দৃঢ়-মতি হরিভক্ত অকুণ্ঠ মানসে॥
মন হরষিত হ'ল পর্ব্বত হেরিয়া। মায়া-মোহ-চিন্তা সব গেল বিনাশিয়া।১

বাংলা অর্থ—সুনৈ আয়ে—শুনিতে আসিতেন; করৈ চাহা—করিতে উদ্যত হইতে-ছিলেন; স্বাগত পূছি—ভালভাবে আসিয়াছেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া; জেহি কৈ অস্তুতি—যাঁহার প্রশংসা; কৃতারথ—কৃতার্থ; (দো—৬৩ ক, খ)

তড়াগে সমাপি' স্নান করি' জলপান। বট-তরু-তলে বসি' মনে হর্ষ পা'ন ॥
বৃদ্ধ বিহঙ্গম যত সেথায় আসিল। চারু রাম-কথা সবে শুনিতে লাগিল ।২
কথারম্ভ করিবারে ভূষুণ্ড উদ্যত—হইলে খগেশ সেথা হ'ন সমাগত ॥
সবে খগরাজে যবে আসিতে হেরিল। বায়স সমাজ-সহ প্রসন্ন হইল ॥৩
খগনাথে সমাদরে করি' আবাহন। স্বাগত করিয়া দেন সুন্দর আসন ॥
অনুরাগ-সহ তাঁ'রে করিয়া পূজন। বায়স তখন ক'ন মধুর বচন ॥৪

দোহা— কৃতকৃত্য এবে আমরা সকলে দরশনে খগরাজ! তব।
আজ্ঞা দাও এবে সাধিব এখনি কোন্ কাজ-তরে ব্রতী হব ॥৬৩ক॥
কৃতকৃত্য রূপ সদা তুমি ধর মৃদু-বাণী কহিল খগেশ।
যার স্তুতি করে অতি সমাদরে নিজ মুখে আপনি মহেশ ॥৬৩খ॥

মূল

চৌ—সুনহু তাত জেহি কারন আয়উঁ। সো সব ভয়উ দরস তব পায়উঁ ॥
দেখি পরম পাবন তব আশ্রম। গয়উ মোহ সংসয় নানা ভ্রম ॥১
অব শ্রীরাম কথা অতি পাবনি। সদা সুখদ দুখ পুঞ্জ নসাবনি ॥
সাদর তাত সুনাবহু মোহী। বার বার বিনবউঁ প্রভু তোহী ॥২
সুনত গরুড় কৈ গিরা বিনীতা। সরল সুপ্রেম সুখদ সুপুনীতা ॥
ভয়উ তাসু মন পরম উছাহা। লাগ কহৈ রঘুপতি গুন গাহা ॥৩
প্রথমহিঁ অতি অনুরাগ ভবানী। রামচরিত সর কহেসি বখানী ॥
পুনি নারদ কর মোহ অপারা। কহেসি বহুরি রাবন অবতারা ॥৪
প্রভু অবতার কথা পুনি গাঈ। তব সিসু চরিত কহেসি মন লাঈ ॥৫

দোহা— বালচরিত কহি বিবিধি বিধি মন মহঁ পরম উছাহ।
রিষি আগবন কহেসি পুনি শ্রীরঘুবীর বিবাহ ॥৬৪॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন তাত! যে কারণে হেথা উপনীত। তব দরশনে তাহা হ'ল উদ্‌যাপিত ॥
আশ্রম হেরিয়া তব অতি সুপাবন। দ্বিধা ভ্রম তথা মোহ হ'ল নিরসন ॥১
এবে কহ রাম-কথা অতি সুপাবন। সদা সুখদানকারী দুঃখ-বিনাশন ॥
সাদরে হে তাত! প্রভু শুনাও আমারে। বার বার এ মিনতি করিনু তোমারে ।২
শুনি' খগপতি-বাণী অতি সুবিনীত। সরল সুখদ পূত পিরীতি-পূরিত ॥
পরম উৎসাহ তার হিয়াতে জাগিল। রঘুপতি-গুণগাথা গাহিতে লাগিল ।৩
প্রথমত অনুরাগ-ভরে হে ভবানি! শ্রীরাম-চরিত-কথা কহিল বাখানি ॥
পুন কহে নারদের মোহ যা' অপার। রাবণের অবতার কহে পুনর্ব্বার ।৪
প্রভু-অবতার কথা গাহে অতঃপর। বালক রামের কথা বর্ণনে তৎপর ।৫

দোহা— বালক-চরিত বহুবিধি কহি' মনে জাগে পরম উৎসাহ।
ঋষি-আগমন অতঃপর কহে তথা কহে রামের বিবাহ ॥৬৪॥

মূল

চৌ—বহুরি রাম অভিষেক প্রসঙ্গা। পুনি নৃপ বচন রাজ রস ভঙ্গা॥
পুরবাসিন্হ কর বিরহ বিষাদা। কহেসি রাম লছিমন সংবাদা ॥১
বিপিন গবন কেবট অনুরাগা। সুরসরি উতরি নিবাস প্রয়াগা॥
বালমীক প্রভু মিলন বখানা। চিত্রকূট জিমি বসে ভগবানা ॥২
সচিবাগবন নগর নৃপ মরনা। ভরতাগবন প্রেম বহু বরনা॥
করি নৃপ ক্রিয়া সঙ্গ পুরবাসী। ভরত গএ জহঁ প্রভু সুখ রাসী ॥৩
পুনি রঘুপতি বহু বিধি সমুঝাএ। লৈ পাদুকা অবধপুর আএ॥
ভরত রহনি সুরপতি সুত করনী। প্রভু অরু অত্রি ভেঁট পুনি বরনী ॥৪

দোহা— কহি বিরাধ বধ জেহি বিধি দেহ তজী সরভঙ্গ।
বরনি সুতীছন প্রীতি পুনি প্রভু অগস্তি সতসঙ্গ ॥৬৫॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পুন রাম-অভিষেক প্রসঙ্গ কহিল। নৃপ-বাক্যে যথা রসভঙ্গ উপজিল॥
পুরবাসিগণ ভুঞ্জে বিরহ-বিষাদ। কহিতে লাগিল রাম-লক্ষ্মণ-সংবাদ ॥১
অরণ্যে গমন তথা কহে গুহে রতি। গঙ্গাপার-কথা তথা প্রয়াগে বসতি॥
বাল্মীকির প্রভুসনে মিলন কহিল। চিত্রকূটে প্রভু রাম যেমন আছিল ॥২
মন্ত্রী ফিরে এলে পুরে নৃপের মরণ। ভরতের প্রত্যাগম প্রেমভরে ক'ন॥
কহে— নৃপ-শ্রাদ্ধ অন্তে সহ পুরবাসী। ভরত গেলেন যথা প্রভু সুখরাশি ॥৩
পুন রঘুপতি তাঁ'রে বুঝাতে লাগেন। ভরত পাদুকা লয়ে অযোধ্যা ফিরেন॥
ভরতের স্থিতি ইন্দ্রসুত কথা আর। অত্রি-রাম-কথা সব ক'ন সবিস্তার ॥৪

দোহা— বিরাধের বধ, কহি' কহে যথা শরভঙ্গ ত্যজিল জীবন।
সুতীক্ষ্ণের সনে পিরীতি বর্ণিয়া ক'ন— প্রভু-অগস্ত্য-মিলন ॥৬৫॥

মূল

চৌ—কহি দণ্ডক বন পাবনতাঈ। গীধ মইত্রী পুনি তেহিঁ গাঈ॥
পুনি প্রভু পঞ্চবটীঁ কৃত বাসা। ভঞ্জী সকল মুনিন্হ কী ত্রাসা ॥১
পুনি লছিমন উপদেস অনূপা। সূপনখা জিমি কীন্হি কুরূপা॥
খর দূষন বধ বহুরি বখানা। জিমি সব মরমু দসানন জানা ॥২

বাংলা অর্থ—বিনবউঁ—বিনয়পূর্বক কহিতেছি; উছাহা— উৎসাহ; মন লাঈ— একাগ্রচিত্তে; রাজ রস ভঙ্গা—রাজ্যাভিষেকে উচিত আনন্দ ভঙ্গ; কেবট—কৈবর্ত, নিষাদ; বসে—বাস করিয়াছিলেন; রহনি—রহিবার ব্যবস্থা; অত্রি ভেঁট—অত্রিসহ মিলন; তজী—ত্যাগ করিলেন; সুতীছন প্রীতি— সুতীক্ষ্ণ মুনির প্রীতি; (দো—৬৪-৬৫)

দসকন্ধর মারীচ বতকহী। জেহি বিধি ভঈ সো সব তেহিঁ কহী॥
পুনি মায়া সীতা কর হরনা। শ্রীরঘুবীর বিরহ কছু বরনা॥৩
পুনি প্রভু গীধ ক্রিয়া জিমি কীন্হী। বধি কবন্ধ সবরিহি গতি দীন্হী॥
বহুরি বিরহ বরনত রঘুবীরা। জেহি বিধি গএ সরোবর তীরা॥৪

দোহা— প্রভু নারদ সংবাদ কহি মারুতি মিলন প্রসঙ্গ।
পুনি সুগ্রীব মিতাঈ বালি প্রান কর ভঙ্গ॥৬৬ক॥
কপিহি তিলক করি প্রভু কৃত সৈল প্রবরষন বাস।
বরনন বর্ষা সরদ অরু রাম রোষ কপি ত্রাস॥৬৬খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—দণ্ডক কাননে দিলা প্রভু পাবনতা। কহি' কহে—গৃধ্রসনে মৈত্রীর বারতা॥
পঞ্চবটী বনে প্রভু স্থাপিয়া নিবাস। যথা নিরসিলা সেথা মুনিগণ-ত্রাস॥১
পুন যথা লক্ষ্মণেরে নীতি শিক্ষা দেন। সূর্পনখা রাক্ষসীর কুরূপী-করণ॥
বাখানে যেমনে হত খর ও দূষণ। কহে দশাননে যথা একথা জ্ঞাপন॥২
দশানন মারীচের কথা-উপকথা। সে সব ভুসুণ্ডি কহে যাহা ঘটে যথা॥
পুন মায়া-সীতা হৃত যেমনে হইল। শ্রীরাম-বিরহ-কথা কিছুটা বর্ণিল॥
গৃধ্রের অন্ত্যেষ্টি প্রভু যেমন সাধিলা। কবন্ধ শবরী যথা সদ্‌গতি লভিলা॥
বর্ণিল বিরহ ভুঞ্জে যথা রঘুবীর। প্রকটিলা নিজে প্রভু সরোবর-তীর॥

দোহা— নারদের সনে প্রভু বার্ত্তা কহি' কহিল সে মারুতি-মিলন।
সুগ্রীবের সনে মিত্রতা বর্ণিয়া কহে বালি-প্রাণ-বিনাশন॥৬৬ক॥
কপিরে রাজত্ব দান কহি' কহে প্রভুর প্রবর্ষ-শৈলবাস।
বর্ণি বর্ষাঋতু বর্ণিয়া শরৎ কহে রামরোষ-কপিত্রাস॥৬৬খ॥

মূল

চৌ—জেহি বিধি কপিপতি কীস পঠাএ। সীতা খোজ সকল দিসি ধাএ॥
বিবর প্রবেস কীন্হ জেহি ভাঁতী। কপিন্হ বহোরি মিলা সম্পাতী॥১
সুনি সব কথা সমীরকুমারা। নাঘত ভয়উ পয়োধি অপারা॥
লঙ্কাঁ কপি প্রবেস জিমি কীন্হা। পুনি সীতহি ধীরজু জিমি দীন্হা॥২
বন উজারি রাবনহি প্রবোধী। পুর দহি নাঘেউ বহুরি পয়োধী॥
আএ কপি সব জহঁ রঘুরাঈ। বৈদেহী কী কুসল সুনাঈ॥৩
সেন সমেতি জথা রঘুবীরা। উতরে জাই বারিনিধি তীরা॥
মিলা বিভীষন জেহি বিধি আঈ। সাগর নিগ্রহ কথা সুনাঈ॥৪

দোহা— সেতু বাঁধি কপি সেন জিমি উতরী সাগর পার।
গয়উ বসীঠী বীরবর জেহি বিধি বালিকুমার॥৬৭ক॥

নিসিচর কীস লরাঈ বরনিসি বিবিধি প্রকার।
কুম্ভকরন ঘননাদ কর বল পৌরুষ সংঘার ॥৬৭খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—যথা কপিপতি করে বানর প্রেরণ। সীতা-তরে চারিদিকে সন্ধান-বারণ॥
যেমনে সুগ্রীব তদা গর্ত্তে প্রবেশিল। যে প্রকারে কপিগণে সম্পাতি মিলিল॥১
তা'র মুখে শুনি' যথা পবন-কুমার। লম্ফ দিয়া পার হ'ল বারিধি অপার॥
কপির প্রবেশ যথা লঙ্কাতে হইল। সীতারে ধীরতা যথা রাখিতে কহিল॥২
যথা বন উজাড়িয়া রাবণে বুঝায়। পুর দহি' পুন যথা সিন্ধু পারে ধায়॥
যেথা রঘুরাজ—আসে কপি সব সেথা। প্রভুরে শুনায় সীতা-কুশল-বারতা॥৩
কহে—সেনাসহ যথা নিজে রঘুবীর। উত্তরিয়া পহুঁছেন বারিনিধি-তীর॥
যথা বিভীষণ-সহ মিলন হইল। সাগর-নিগ্রহ-কথা সব শুনাইল॥৪

দোহা— কহে—সেতু বাঁধি' কপিসেনা যথা উত্তরিল সাগরের পার।
দূতরূপে যথা বীরবর যায় লঙ্কাপুরে বালির কুমার॥৬৭ক॥
নিশাচর সনে কপির সংগ্রাম যথা যথা ঘটে বিবিধ প্রকার।
কুম্ভকর্ণ তথা মেঘনাদ-বল কহে আর তার পৌরুষ-সংহার॥৬৭খ॥

মূল

চৌ—নিসিচর নিকর মরন বিধি নানা। রঘুপতি রাবন সমর বখানা॥
রাবন বধ মন্দোদরী সোকা। রাজ বিভীষন দেব অসোকা॥১
সীতা রঘুপতি মিলন বহোরী। সুরন্হ কীন্হি অস্তুতি কর জোরী॥
পুনি পুষ্পক চঢ়ি কপিন্হ সমেতা। অবধ চলে প্রভু কৃপা নিকেতা॥২
জেহি বিধি রাম নগর নিজ আএ। বায়স বিসদ চরিত সব গাএ॥
কহেসি বহোরি রাম অভিষেকা। পুর বরনত নৃপনীতি অনেকা॥৩
কথা সমস্ত ভুসুণ্ড বখানী। জো মৈঁ তুম্হ সন কহী ভবানী॥
সুনি সব রাম কথা খগনাহা। কহত বচন মন পরম উছাহা॥৪

সোরঠা— গয়উ মোর সন্দেহ সুনেউঁ সকল রঘুপতি চরিত।
ভয়উ রাম পদ নেহ তব প্রসাদ বায়স তিলক॥৬৮ক॥
মোহি ভয়উ অতি মোহ প্রভু বন্ধন রন মহুঁ নিরখি।
চিদানন্দ সন্দোহ রাম বিকল কারন কবন॥৬৮খ॥

বাংলা অর্থ—ভঞ্জী—নাশ করিলেন; বতকহী—কথাবর্ত্তা; গীধ ক্রিয়া—গৃধ্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া; কপিপতি—কপিগণের প্রভু (সুগ্রীব); কীস—বানর; নাঘত ভয়উ—উত্তীর্ণ হইলেন; ধীরজু দীন্হা—ধৈর্য্য ধারণের কথা বলিলেন; প্রবোধী—বুঝাইলেন; নাঘেউ—লঙ্ঘন করিলেন; সাগর নিগ্রহ—সমুদ্র বন্ধন; উতরী—উত্তীর্ণ হইলেন; হসীঠি—দূত; ঘননাদ কর—মেঘনাদের; সমেতি—সহিত; (দো—৬৬-৬৭, ক, খ)

চৌ—রাক্ষস-নিধন যথা বহুধা ঘটিল। রাম ও রাবণ যুদ্ধ বাখানি' কহিল ॥
রাবণের বধ তথা মন্দোদরী শোক। বিভীষণে রাজ্য-লাভে দেব বীতশোক ॥১
সীতা-সহ রঘুপতি মিলন কহিল। যুক্ত করে যথা দেব বন্দনা গাহিল ॥
কহিল--কপিরা যথা চড়ি' পুষ্পযান। কৃপাধার প্রভু-সহ অযোধ্যাতে যা'ন ॥২
যেমনে রাঘব নিজ নগর পৌঁছিল। বায়স সকল কথা বিস্তারি' গাহিল ॥
বিস্তারি' কহিল পুন রাম-অভিষেক। শিব কন—নৃপনীতি কহিয়া অনেক ॥৩
ভুষুণ্ড সকল কথা গরুড়ে বাখানে। হে ভবানি! যে চরিত কহি তব স্থানে ॥
শুনে যদা খগনাথ রামের চরিত। কহেন বচন মনে অতি উৎসাহিত ।৪

দোহা— শুনিনু সকল টুটিল সন্দেহ রাম-কথা যথা করিলে বাখান।
তোমার প্রসাদে রাম-পদে স্নেহ হে বায়স! নিল দৃঢ় স্থান ॥৬৮ক॥
অভিভূত হই অতি বড় মোহে প্রভুর বন্ধন রণ-মাঝে হেরি'।
চিদানন্দঘন রাম বদ্ধ রহে কারণ তাহার নির্ণিবারে নারি ॥৬৮খ ॥

মূল

চৌ—দেখি চরিত অতি নর অনুসারী। ভয়উ হৃদয়ঁ মম সংসয় ভারী ॥
সোই ভ্রম অব হিত করি মৈঁ মানা। কীন্‌হ অনুগ্রহ কৃপানিধানা ॥১
জো অতি আতপ ব্যাকুল হোঈ। তরু ছায়া সুখ জানই সোঈ ॥
জৌঁ নহিঁ হোত মোহ অতি মোহী। মিলতেউঁ তাত কবন বিধি তোহী ।২
সুনতেউঁ কিমি হরি কথা সুহাঈ। অতি বিচিত্র বহু বিধি তুম্‌হ গাঈ ॥
নিগমাগম পুরান মত এহা। কহহি সিদ্ধ মুনি নহিঁ সন্দেহা ।৩
সন্ত বিসুদ্ধ মিলহিঁ পরি তেহী। চিতবহিঁ রাম কৃপা করি জেহী ॥
রাম কৃপাঁ তব দরসন ভয়উ। তব প্রসাদ সব সংসয় গয়উ ॥৪

দোহা— সুনি বিহঙ্গপতি বানী সহিত বিনয় অনুরাগ ॥
পুলক গাত লোচন সজল মন হরষেউ অতি কাগ ।৬৯ক॥
শ্রোতা সুমতি সুসীল সুচি কথা রসিক হরি দাস।
পাই উমা অতি গোপ্যমপি সজ্জন করহিঁ প্রকাস ।৬৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেরিয়া চরিত তাঁ'র নর অনুসারী। সংশয় জাগিল মম হিয়া-মাঝে ভারী
সেই ভ্রম এবে করি হিতকারী জ্ঞান। করুণা করেন মোরে কৃপার নিধান ॥১
ভারী তাপে জাগে মনে ব্যাকুলতা যা'র। তরুচ্ছায়ে সুখবোধ মিলিবে তাহার ॥
যদি না হইত মোহ আমার হিয়াতে। মিলন সম্ভব হ'ত কেমনে তোমাতে ॥২
কেমনে বা শুনিতাম চারু হরি-কথা। অতীব বিচিত্র তাহা—কহ সে বারতা ॥
নিগম পুরাণ বেদ এই কথা কয়। সিদ্ধ-মুনি কহে ই'থে নাহিক সংশয় ॥৩

শুন্ন গাদুদন্ন মিলে সে-অনার তরে। রঘুনাথ-কৃপাদৃষ্টি যা'র'পরে পড়ে ॥
রামের কৃপাতে তব দর্শন ঘটিল। তোমার প্রসাদে সব সংশয় টুটিল ॥৪
দোহা— শুনি' সে বিনয় প্রীতিভরা বাণী নিজে যাহা খগবর ক'ন।
তনুতে পুলক আঁখি-ভরা-বারি বায়সের হ'ল হৃষ্ট মন ॥৬৯ক॥
শ্রোতা যদি শুচি সুমতি সুশীল হরি-কথা-প্রেমী হরিদাস।
হেন জনে উমা! গোপন রহস্য সাধুজন করিবে প্রকাশ ॥৬৯খ॥

মূল

চৌ—বোলেউ কাকভুসুণ্ড বহোরী। নভগ নাথ পর প্রীতি ন থোরী ॥
সব বিধি নাথ পূজ্য তুম্হ মেরে। কৃপাপাত্র রঘুনায়ক কেরে ॥১
তুম্হহি ন সংসয় মোহ ন মায়া। মো পর নাথ কীন্হি তুম্হ দায়া ॥
পঠই মোহ মিস খগপতি তোহী। রঘুপতি দীন্হি বড়াঈ মোহী ॥২
তুম্হ নিজ মোহ কহী খগ সাঈं। সো নহিঁ কছু আচরজ গোসাঈं ॥
নারদ ভব বিরঞ্চি সনকাদী। জে মুনিনায়ক আতমবাদী ॥৩
মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহি কেহী। কো জগ কাম নচাব ন জেহী ॥
তৃস্নাঁ কেহি ন কীন্হ বৌরাহা। কেহি কর হৃদয় ক্রোধ নহিঁ দাহা ॥৪
দোহা— গ্যানী তাপস সূর কবি কোবিদ গুন আগার ॥
কেহি কৈ লোভ বিড়ম্বনা কীন্হি ন এহিঁ সংসার ॥৭০ক॥
শ্রী মদ বক্র ন কীন্হ কেহি প্রভুতা বধির ন কাহি।
মৃগলোচনি কে নৈন সর কো অস লাগ ন জাহি ॥৭০খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বায়স ভুষুণ্ড পুন কহেন বচন। খগনাথ'পরে হ'য়ে ভুরি প্রীত-মন ॥
সকল প্রকারে নাথ! তুমি পূজ্য মম। রঘুনাথ-কৃপাপাত্র তুমি অন্যতম ॥১
না রাখ মনেতে মোহ, মায়া ও সংশয়। আমা'পরে তুমি নাথ! হইলে সদয় ॥
মোহের পরীক্ষা ছলে তোমারে পাঠায়ে। দিয়াছেন রঘুনাথ আমারে বাড়া'য়ে ॥২

বাংলা অর্থ—অসোকা—শোকহীন; খগনাহা—খগনাথ; গরুড়; বায়স তিলক—বায়সশিরোমণি; চিদানন্দ সন্দোহ—সচ্চিদানন্দ ঘন; তেহীপরি—তারসঙ্গে; গোপ্যমপি—গোপনীয় হইলেও; জানই—জানে; কাগ—কাক; (দো—৬৮-৬৯ ক, খ)

বাংলা অর্থ—নভগ নাথ—খগপতি গরুড়; মোহ মিস—মোহচ্ছলে; বড়াঈ দীন্হি—বাড়াইয়া দিয়াছেন; খগ সাঈं—পক্ষিস্বামী গরুড়; আতমবাদী—আত্মতত্ত্বজ্ঞ; নচাব—নাচায়; তৃস্নাঁ—তৃষ্ণা; বৌরাহা—পাগল; বিড়ম্বনা—লাঞ্ছনা; শ্রীমদ—ঐশ্বর্যের অহঙ্কার; বক্র—কুটিল; মৃগলোচনি—মৃগনয়না (যুবতী স্ত্রী); নৈন সর—নয়ন শর; কোবিদ—পণ্ডিত; গুন আগার—গুণধাম, মহাগুণী; (দো—৭০)

তুমি নিজ মোহ-কথা খগেশ ! কহিলে। আশ্চর্য্য তাহা ত নহে মরম জানিলে ॥
নারদ-মহেশ-ব্রহ্মা তথা সনকাদি। তাঁহারা ত মুনিবর্য্য তথা আত্মবাদী ।৩
মোহ নাহি অন্ধ করে হেন কে কোথায় ? কে বলো ধরাতে যা'রে কাম না নাচায়?
বলো তৃষ্ণা কভু মত্ত কা'রে না করিল ? কাহার হৃদয় বলো ক্রোধে না দহিল ? ৪
দোহা— জ্ঞানী ও তাপস তথা সুর, কবি সুধীজন গুণ-নিকেতন।
লোভ কা'রে নাহি বিড়ম্বনা দেয় এ'সংসারে কেবা হেন জন ? ॥৭০ক
ধন-মদে মত্ত না করিল কা'রে প্রভুতা না বধির করিল ?
মৃগ-নয়নার নয়নের-শরে বলো কে বা অবিদ্ধ রহিল ? ॥৭০খ॥

মূল

চৌ—গুন কৃত সন্যপাত নহিঁ কেহী। কোউ ন মান মদ তজেউ নিবেহী ॥
জোবন জ্বর কেহি নহিঁ বলকাবা। মমতা কেহি কর জস ন নসাবা ॥১
মচ্ছর কাহি কলঙ্ক ন লাবা। কাহি ন সোক সমীর ডোলাবা ॥
চিন্তা সাঁপিনি কো নহিঁ খায়া। কো জগ জাহি ন ব্যাপী মায়া ॥২
কীট মনোরথ দারু সরীরা। জেহি ন লাগ ঘুন কো অস ধীরা ॥
সুত বিত লোক ঈষনা তীনী। কেহি কৈ মতি ইন্হ কৃত ন মলীনী ॥৩
য়হ সব মায়া কর পরিবারা। প্রবল অমিতি কো বরনৈ পারা ॥
সিব চতুরানন জাহি ডেরাহী। অপর জীব কেহি লেখে মাহীঁ ।৪
দোহা— ব্যাপি রহেউ সংসার মহুঁ মায়া কঠক প্রচণ্ড।
সেনাপতি কামাদি ভট দম্ভ কপট পাষণ্ড ॥৭১ক॥
সো দাসী রঘুবীর কৈ সমুঝেঁ মিথ্যা সোপি।
ছুট ন রাম কৃপা বিনু নাথ কহউঁ পদ রোপি ॥৭১খ॥

চৌ—ত্রিগুণের সন্নিপাত না রহে কোথায় ? মান-মদ ত্যজি কেবা সংসার চালায় ?
যৌবন-জ্বর না কা'রে সন্তপ্ত করায় ? মমতা কা'র না যশ নষ্ট করি' দেয় ॥১
মাৎসর্য্য কা'র তরে কলঙ্ক না দেয় ? শোক-সমীরণ কা'রে কভু না দোলায় ?
চিন্তা-সর্প কা'রে নাহি কখনও গ্রাসে ? কে হেন জগতে যে না বদ্ধ মায়া-পাশে ?২
কামনা যে কীট মনো-দারু যে শরীর। এ কীট না দংশে যা'রে হেন কেবা ধীর ?
সুত-বিত্ত-যশোলাভ এষণা এ তিন। হেন মতি কোথা যাহা ইথে না মলিন ? ৩

বাংলা অর্থ—সন্যপাত—একত্র মিলন (সন্নিপাত); নিবেহী—অস্পৃষ্ট; জোবন—যৌবন; বলকায়া—সন্তপ্ত করিয়াছে; মচ্ছর—মাৎসর্য্য; ডোলাবা—দোলাইয়াছে; ব্যাপী—ব্যাপিয়াছে; ঘুন লাগ—ক্ষয় করিয়াছে; লোক ঈষনা—লোকৈষণা, যশের ইচ্ছা; ডেরাহী—ভয় পায়; লেখে মাহীঁ—গণনার মধ্যে; ভট—সেনা; রঘুবীর কৈ সমুঝৈ—রঘুবীরের বিবেচনায়; ছুট ন—নষ্ট হয় না; পদ রোপি—দৃঢ়পদে; (দো—৭১ ক, খ)

এ'রা সব মিলি' রচে মায়া-পরিবার। প্রবল অমিত— নাহি সাধ্য বর্ণিবার॥
শিব-ব্রহ্মা যাহা হ'তে সদা ভয় পান। গণনার মধ্যে আসে হেন কেবা আন ? ৪

দোহা— ব্যাপিয়া রহিছে সংসার-মাঝারে মায়া-সেনাদল দুর্ন্নিবার।
সেনানী—কামাদি, সেনাদল— দম্ভ, কপটতা, নিষ্ঠুর-আচার॥৭১ক
মায়ারে জানো রঘুবীর-দাসী জ্ঞান-লাভে মিথ্যা তাহা হয়।
ত্যজিবে না তোমা' রাম-কৃপা বিনা কহিনু হে নাথ! অসংশয়॥৭১খ

মূল

চৌ—জো মায়া সব জগহি নচাবা। জাসু চরিত লখি কাহুঁ ন পাবা॥
সোই প্রভু ভ্রূ বিলাস খগরাজা। নাচ নটী ইব সহিত সমাজা॥১
সোই সচ্চিদানন্দ ঘন রামা। অজ বিগ্যান রূপ বল ধামা॥
ব্যাপক ব্যাপ্য অখণ্ড অনন্তা। অখিল অমোঘসক্তি ভগবন্তা॥২
অগুন অদভ্র গিরা গোতীতা। সবদরসী অনবদ্য অজীতা॥
নির্মম নিরাকার নিরমোহা। নিত্য নিরঞ্জন সুখ সন্দোহা॥৩
প্রকৃতি পার প্রভু সব উর বাসী। ব্রহ্ম নিরীহ বিরজ অবিনাসী॥
ইহাঁ মোহ কর কারন নাহীঁ। রবি সন্মুখ তম কবহুঁ কি জাহীঁ॥৪

দোহা— ভগত হেতু ভগবান প্রভু রাম ধরেউ তনু ভুপ।
কিএ চরিত পাবন পরম প্রাকৃত নর অনুরূপ॥৭২ক॥
জথা অনেক বেস ধরি নৃত্য করই নট কোই।
সোই সোই ভাব দেখাবই আপুন হোই ন সোই॥৭২খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—জগতের সবাকারে সে মায়া নাচায়। যাহার স্বভাব কেহ দেখিতে না পায়
প্রভুর ভ্রূভঙ্গি মানো তা'রে খগরাজ! নাচায় তা' নটী-সম সহিত সমাজ॥১
সৎচিদানন্দ ঘন সেই জানো রাম। অজ ও বিজ্ঞান-রূপী তথা বলধাম॥
ব্যাপ্য ও ব্যাপকে এক নহে অন্তবান্। অখিল অনন্ত-শক্তি তিনি ভগবান্।২
নির্গুণ ও ভূমা তিনি বাগিন্দ্রিয়াতীত। সর্ব্বদর্শী অনবদ্য জয়ের অতীত॥
নির্ম্মম ও নিরাকার বিবর্জ্জিত-মোহ। নিত্য নিরঞ্জন তিনি আনন্দ-সন্দোহ॥৩
প্রকৃতি অতীত প্রভু সর্ব্বহিয়াবাসী। নিরীহ ও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম অবিনাশী॥
হেথা না নিবসে কোন মোহের কারণ। রবির সমীপে তম রহে কি কখন ?৪
দোহা— ভকতের হেতু প্রভু ভগবান্ রামরূপে ভুপতনু ল'য়ে।
পালেন চরিত পরম পাবন নর-অনুরূপ হ'য়ে॥৭২ক॥

বাংলা অর্থ—অদভ্র—মহান্; অনবদ্য—নির্দ্দোষ; নিরমোহা—নির্ম্মোহ; নিরঞ্জন—মায়া-রহিত; সুখ সন্দোহ—সুখরাশি; বিরজ—বিকার রহিত; দেখাবই—দেখায়; আপুন—নিজে; গিরা গোতীতা—বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের অতীত; দো—৭২ ক, খ)

যথা বহু বেশ ধারণ করিয়া নৃত্য করে কোন নটবর।
সেই সেই ভাব দেখাবে সে নট না রহিয়া তাহার অন্তর।৭২খ॥

মূল

চৌ—অসি রঘুপতি লীলা উরগারী। দনুজ বিমোহনি জন সুখকারী॥
জে মতি মলিন বিষয়বস কামী। প্রভু পর মোহ ধরহিঁ ইমি স্বামী॥১
নয়ন দোষ জা কহঁ জব হোঈ। পীত বরন সসি কহুঁ কহ সোঈ॥
জব জেহি দিসি ভ্রম হোই খগেসা। সো কহ পচ্ছিম উয়উ দিনেসা।২
নৌকারূঢ় চলত জগ দেখা। অচল মোহ বস আপুহি লেখা॥
বালক ভ্রমহিঁ ন ভ্রমহিঁ গৃহাদী। কহহিঁ পরস্পর মিথ্যাবাদী।৩
হরি বিষইক অস মোহ বিহঙ্গা। স্বপনেহুঁ নহিঁ অগ্যান প্রসঙ্গা॥
মায়াবস মতিমন্দ অভাগী। হৃদয়ঁ জমনিকা বহুবিধি লাগী।৪
তে সঠ হঠ বস সংসয় করহী। নিজ অগ্যান রাম পর ধরহীঁ।৫

দোহা— কাম ক্রোধ মদ লোভ রত গৃহাসক্ত দুখরূপ।
তে কিমি জানহিঁ রঘুপতিহি মূঢ় পরে তম কূপ॥৭৩ক॥
নির্গুন রূপ সুলভ অতি সগুন জান নহিঁ কোই।
সুগম অগম নানা চরিত সুনি মুনি মন ভ্রম হোই॥৭৩খ॥

পদ্য অনুবাদ

চৌ—রঘুপতি-লীলা হেন ওহে উরগারি! দনুজেতে মোহ আনে ভক্ত-সুখকারী॥
মানসে মলিন যা'রা বিষয়ী ও কামী। প্রভু'পরে মোহ হেন আরোপে হে স্বামী!১
নয়নের রোগ যার হইবে যখন। শশীরে পীতাভ কহে সে জেনো তখন॥
যখন দিগ্‌ভ্রম যা'র হবে হে খগেশ! সে কহে—পশ্চিম দিকে উদিছে দিনেশ।২
নৌকারূঢ় জন হেরে জগৎ চলেছে। মোহ-বশ আপনারে অচল বুঝেছে॥
বালক ঘুরিয়া বলে গৃহাদি ঘুরিছে। একে আনে মিথ্যাবাদী কহিতে চাহিছে।৩
হরির বিষয়ে হেন মোহ হে বিহঙ্গ! স্বপ্নে নাহি রহে—ইহা অজ্ঞান-প্রসঙ্গ॥
মায়া-যবনিকাচ্ছন্ন অজ্ঞ হীন-জন। বহুধা হিয়াতে পোষে এ'হেন চিন্তন।৪
যা'রা শঠ হঠতাতে এ সংশয় করে। স্ব-মূঢ়তা আরোপিত করে রাম'পরে।৫

দোহা— মায়া-কাম-ক্রোধ- মদ-লোভ-রত দুঃখরূপ গৃহে বাস করে।
তাহারা কেমনে জানিবে রামেরে অন্ধকূপে হেন মূঢ় পড়ে।৭৩ক।
নির্গুণের রূপ সহজ চিন্তনে, সগুণে নির্গুণ কে বলো বুঝিবে।
সুগম্য অগম্য বিবিধ চরিত শুনিয়া বিভ্রান্ত মুনিরা হইবে।৭৩খ॥

বাংলা অর্থ—ইমি—এই প্রকার; জা কহঁ—যাহার; উয়উ—উদিত হইয়াছে; লেখা—গণ্য করে; ভ্রমহিঁ—ঘুরিতে থাকে; জমনিকা—যবনিকা, পরদা; নির্গুন সগুন—(গুণাতীত হইয়াও) গুণযুক্ত; হরি বিষয়িক—হরির বিষয়ে; (দো—৭৩ ক, খ)

মূল

চৌ—সুনু খগেস রঘুপতি প্রভুতাঈ। কহউঁ জথামতি কথা সুহাঈ॥
জেহি বিধি মোহ ভয়উ প্রভু মোহী। সোউ সব কথা সুনাবউঁ তোহী॥১
রাম কৃপা ভাজন তুম্হ তাতা। হরি গুন প্রীতি মোহি সুখদাতা॥
তাতে নহিঁ কছু তুম্হহি দুরাবউঁ। পরম রহস্য মনোহর গাবউঁ॥২
সুনহু রাম কর সহজ সুভাউ। জন অভিমান ন রাখহিঁ কাউ॥
সংসৃত মূল সূলপ্রদ নানা। সকল সোক দায়ক অভিমানা॥৩
তাতে করহিঁ কৃপানিধি দূরী। সেবক পর মমতা অতি ভূরী॥
জিমি সিসু তন ব্রন হোই গোসাঈ। মাতু চিরাব কঠিন কী নাঈ॥৪

দোহা— জদপি প্রথম দুখ পাবই রোবই বাল অধীর।
ব্যাধি নাস হিত জননী গনতি ন সো সিসু পীর॥৭৪ক॥
তিমি রঘুপতি নিজ দাস কর হরহিঁ মান হিত লাগি।
তুলসিদাস ঐসে প্রভুহি কস ন ভজহু ভ্রম ত্যাগি॥৭৪খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন হে খগেশ! রাম-প্রভুতা অপার। কহি যথামতি যাহা চারুতা-আধার॥১
যেমনে হে প্রভু-মোহ বেড়িল আমারে। সেই সব কথা আমি শুনাব তোমারে॥
তাত! তোমা' হ'তে কিছু নাহি লুকাইব। পরম রহস্য চারু তোমারে কহিব॥
হে তাত! তুমি ত রাম-করুণা-ভাজন। হরি-গুণে প্রীতি মম সুখের কারণ॥২
সহজ স্বভাবে রামে এখন জানিবে। ভক্ত-অভিমান রাম কভু না সহিবে॥
যত শোক দেয় জীবে এই অভিমান। সংসার সৃজয়ে, করে যত ব্যথাদান॥৩
সেই হেতু কৃপানিধি তাহা বিনাশেন। ভক্ত'পরে কৃপা তাঁ'র ভূরি রাখিবেন॥
শিশু-দেহে যদি কভু ব্রণ পক্ক হয়। বিদারয়ে মাতা হ'য়ে নির্দ্দয়-হৃদয়॥৪

দোহা— যদ্যপি প্রথমে দুঃখ পায় শিশু ধৈর্য্যহীন করয়ে চীৎকার।
ব্যাধি-নাশে হিত গণয়ে জননী নাহি গণে বেদনা তাহার॥৭৪ক॥
তথা রঘুপতি ভক্ত-অভিমান হরিবেন নিজে ভক্ত-হিত লাগি'।
তুলসী কহিছে এহেন প্রভুরে কেন না ভজিবে বিভ্রান্তি তেয়াগি'॥৭৪খ

মূল

চৌ—রাম কৃপা আপনি জড়তাঈ। কহউঁ খগেস সুনহু মন লাঈ॥
জব জব রাম মনুজ তনু ধরহীঁ। ভক্ত হেতু লীলা বহু করহীঁ॥১

বাংলা অর্থ—মোহী—আমার; তোহী—তোমাকে; দুরাবউঁ—লুকাইব; সূলপ্রদ—বেদনাদায়ক; দূরী করহিঁ—দূর করে; চিরাব—চিরিয়া দেয়; রোবই—ক্রন্দন করে; পীড়—পীড়া; কস ন—কেন না; কঠিন কী নাইঁ—কঠোর হৃদয়ার মত; (দো—৭৪ ক,খ)

তব তব অবধপুরী মৈঁ জাউঁ। বালচরিত বিলোকি হরষাউঁ॥
জন্ম মহোৎসব দেখউঁ জাঈ। বরষ পাঁচ তহঁ রহউঁ লোভাঈ।২
ইষ্টদেব মম বালক রামা। সোভা বপুষ কোটি সত কামা॥
নিজ প্রভু বদন নিহারি নিহারী। লোচন সুফল করউঁ উরগারী॥৩
লঘু বায়স বপু ধরি হরি সঙ্গা। দেখউঁ বালচরিত বহু রঙ্গা।৪

দোহা— লরিকাঈ জহঁ জহঁ ফিরহিঁ তহঁ তহঁ সঙ্গ উড়াউঁ।
জূঠনি পরই অজির মহঁ সো উঠাই করি খাউঁ॥৭৫ক॥
এক বার অতিসয় সব চরিত কিএ রঘুবীর।
সুমিরত প্রভু লীলা সোই পুলকিত ভএউ সরীর॥৭৫খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রঘুনাথ-কৃপা তথা মূঢ়তা আপন। কহি খগপতি! তুমি শুন দিয়া মন॥
যখন যখন রাম নর-তনু ধরি'। সাধিবেন কার্য্য তিনি ভক্ত-হিত স্মরি'॥১
তখন অযোধ্যাপুরে হই উপনীত। বালক-চরিত হেরি' হই হরষিত।
জনম-উৎসব তথা দেখিবারে যাই। লুব্ধ-চিতে পঞ্চবর্ষ রহিবারে চাই।২
ইষ্টদেব মম জানো যে রাম-বালক। শত কোটি কাম-তনু-শোভার ধারক॥
আপন প্রভুর মুখ নেহারি' নেহারি'। নয়ন সার্থক করি ওহে উরগারি! ৩
হরি-সঙ্গে লঘু-দেহে কাক-তনু ধরি'। বিবিধ প্রকারে তাঁ'র বাল-লীলা হেরি॥৪

দোহা— বালরূপে রাম যেথা ফিরে সেথা সাথ সাথ করি উড্ডয়ন।
উচ্ছিষ্ট পড়িলে অঙ্গন-মাঝারে তাহা তুলি' করিনু ভক্ষণ।৭৫ক॥
একদা চরিত বিশেষ প্রকারে আচরেন নিজে রঘুবীর।
প্রভু-লীলা তাহা স্মরি' মনে মনে পুলকিত হইল শরীর।৭৫খ॥

মূল

চৌ—কহই ভসুণ্ড সুনহু খগনায়ক। রাম চরিত সেবক সুখদায়ক॥
নৃপ মন্দির সুন্দর সব ভাঁতী। খচিত কনক মনি নানা জাতী॥১
বরনি ন জাই রুচির অঁগনাঈ। জহঁ খেলহিঁ নিত চারিউ ভাঈ॥
বালবিনোদ করত রঘুরাঈ। বিচরত অজির জননি সুখদাঈ॥২
মরকত মৃদুল কলেবর স্যামা। অঙ্গ অঙ্গ প্রতি ছবি বহু কামা॥
নব রাজীব অরুন মৃদু চরনা। পদজ রুচির নখ সসি দুতি হরনা॥৩
ললিত অঙ্ক কুলিসাদিক চারী। নূপুর চারু মধুর রবকারী॥
চারু পুরট মনি রচিত বনাঈ। কটি কিঙ্কিনি কল মুখর সুহাঈ।৪

দোহা— রেখা ত্রয় সুন্দর উদর নাভী রুচির গঁভীর।
উর আয়ত ভ্রাজত বিবিধি বাল বিভূষন চীর॥৭৬॥

চৌ—কহিছে ভুষুণ্ড—শুন, হে খগ-নায়ক! রামের চরিত-সেবা আনন্দদায়ক ॥
কৃপানিকেতন চারু সকল প্রকারে। স্বর্ণ মণি শোভে সেথা বিবিধ আকারে ॥১
বর্ণিতে না পারি' সেই রুচির-অঙ্গন। যেথা নিত্য লীলা-পর ভাই চারিজন ॥
বাল-লীলা করি' সাঙ্গ রাঘব ফিরেন। জননীরে সুখ দিয়া অঙ্গনে চলেন ॥২
মরকত-সম মৃদু শ্যাম কলেবর। প্রতি অঙ্গ তাঁ'র বহু-কাম-শোভাধর ॥
নব-পদ্ম-পত্র-সম মৃদুল-চরণ। চারু-নখদ্যুতি জিনে শশীর কিরণ ॥৩
ললিত পদাঙ্কে চিহ্ন কুলিশাদি চারি। চরণে নূপুর চারু চারু-ধ্বনিকারী ॥
চারু স্বর্ণমণি-যুত কটির কিঙ্কিনী। চারু কলধ্বনি দ্বার-মুখর-কারিণী ॥৪
দোহা— চারু-রেখা-ত্রয়ে শোভিছে উদর নাভি তাঁ'র রুচির-গম্ভীর।
আয়ত বক্ষেতে শোভিছে বিবিধ বালকের শোভা-বর্দ্ধী চীর ॥৭৬॥

মূল

চৌ—অরুন পানি নখ করজ মনোহর। বাহু বিসাল বিভূষন সুন্দর ॥
কন্ধ বাল কেহরি দর গ্রীবা। চারু চিবুক আনন ছবি সীঁবা ॥১
কলবল বচন অধর অরুনারে। দুই দুই দসন বিসদ বর বারে ॥
ললিত কপোল মনোহর নাসা। সকল সুখদ সসি কর সম হাসা ॥২
নীল কঞ্জ লোচন ভব মোচন। ভ্রাজত ভাল তিলক গোরোচন ॥
বিকট ভৃকুটি সম শ্রবন সুহাএ। কুঞ্চিত কচ মেচক ছবি ছাএ ॥৩
পীত ঝীনি ঝগুলী তন সোহী। কিলকনি চিতবনি ভাবতি মোহী ॥
রূপ রাসি নৃপ অজির বিহারী। নাচহিঁ নিজ প্রতিবিম্ব নিহারী ॥৪
মোহি সন করহিঁ বিবিধি বিধি ক্রীড়া। বরনত মোহি হোতি অতি ব্রীড়া ॥
কিলকত মোহি ধরন জব ধাবহিঁ। চলউঁ ভাগি তব পূপ দেখাবহিঁ ॥৫
দোহা— আবত নিকট হঁসহিঁ প্রভু ভাজত রুদন করাহিঁ।
জাউঁ সমীপ গহন পদ ফিরি ফিরি চিতই পরাহিঁ ॥৭৭ক॥
প্রাকৃত সিসু ইব লীলা দেখি ভয়উ মোহি মোহ।
কবন চরিত্র করত প্রভু চিদানন্দ সন্দোহ ॥৭৭খ॥

বাংলা অর্থ—হরষাউঁ—হৃষ্ট হই; সুফল—সফল, সার্থক; জুঠনি—উচ্ছিষ্ট অন্ন; খাউঁ—খাই; অঙ্গনাই, অজির—উঠান, চত্বর; পদজ নখ—পায়ের নখ; সসি দুতি হরনা—চন্দ্রের রূপকে হারাইবার যোগ্য; কুলিসাদিক চারী—বজ্র, অঙ্কুশ, ধ্বজা ও কমল এই চারি চিহ্নবিশিষ্ট; রেখাত্রয়—ত্রিবলি, তিনটি খাঁজ; চীর—বস্ত্র; (দো—৭৫, ৭৬)

বাংলা অর্থ—বাল কেহরি—শিশু হস্তী; দর—সুন্দর; কলবল বচন—আধ আধ কথা; অরুনারে—লাল রং; বিকট ভৃকুটি—বক্র ভ্রূদ্বয়; ঝীনি ঝগুলী—পাতলা কাপড়ে প্রস্তুত অঙ্গরাখা; কিলকনি—অস্ফুট আনন্দধ্বনি; চিতবনি—দৃষ্টি; কিলকত—

চৌ—পাণি-নখাঙ্গুলি শোভে অরুণ-বরণ। বিশাল বাহুতে শোভে সুন্দর ভূষণ॥
বাল-সিংহ-সম চারু স্কন্ধ গ্রীবা তা'র। চিবুক আনন শোভা-সীমা চারু তা'র॥১
আধ আধ কথা তা'র অরুণ অধর। দুইটি দশন-পংক্তি শুভ্র শোভাকর॥
ললিত-কপোল তা'র নাসা মনোহর। সর্ব্ব-সুখদাতা হাস্য সম-শশি-কর॥২
নীল-পদ্ম-সম নেত্র সংসার-মোচন। রোচনা-তিলকে ভাল করিছে শোভন॥
আকর্ণ ভ্রূকুটি কর্ণ-সম মনোহর। ভ্রমর-নিন্দিত কেশ কুঞ্চিত সুন্দর॥৩
সূক্ষ্ম পীত অঙ্গরাখে শরীর শোভিছে। চাহনি অস্ফুট-ধ্বনি আমারে মোহিছে॥
রূপে ভরা দশরথ অজির-বিহারী। নাচে নিজ প্রতিবিম্ব নেহারি' নেহারি'॥৪
বিবিধ প্রকারে মম সনে ক্রীড়া করে। বর্ণিতে সে কথা মনে লজ্জা যায় ভ'রে॥
আধ আধ স্বরে যদা ধরিবারে ধায়। আমি গেলে পালাইয়ে পিষ্টক দেখায়॥৫

দোহা— নিকষা আসিলে হাস্য-পর প্রভু পালাইলে করিছে রোদন।
পাশে যাই যদি চরণ ধরিতে ফিরি দেখি' করে পলায়ন॥৭৭ক॥
প্রাকৃত শিশুর হেন লীলা হেরি' মনে মনে মোহ উপজিল।
এহেন চরিত কেন প্রভু পালে চিদানন্দঘন যে আছিল॥৭৭খ॥

মূল

চৌ—এতনা মন আনত খগরায়া। রঘুপতি প্রেরিত ব্যাপী মায়া॥
সো মায়া ন দুখদ মোহি কাহীঁ। আন জীব ইব সংসৃত নাহীঁ॥১
নাথ ইহাঁ কছু কারন আনা। সুনহু সো সাবধান হরিজানা॥
গ্যান অখণ্ড এক সীতাবর। মায়া বস্য জীব সচরাচর॥২
জৌঁ সব কেঁ রহ গ্যান একরস। ঈস্বর জীবহি ভেদ কহহু কস॥
মায়া বস্য জীব অভিমানী। ঈস বস্য মায়া গুন খানী॥৩
পরবস জীব স্ববস ভগবন্তা। জীব অনেক এক শ্রীকন্তা॥
মুধা ভেদ জদ্যপি কৃত মায়া। বিনু হরি জাই ন কোটি উপায়া॥৪

দোহা— রামচন্দ্র কে ভজন বিনু জো চহ পদ নির্বান।
গ্যানবন্ত অপি সো নর পসু বিনু পূঁছ বিষান॥৭৮ক॥
রাকাপতি ষোড়স উঅহিঁ তারাগন সমুদাই।
সকল গিরিন্হ দব লাইঅ বিনু রবি রাতি ন জাই॥৭৮খ॥

খিল খিল হাসে; পুপ—পিষ্টক; ভাজত—চলিয়া গেলে; গহন পদ—পা ছুঁইতে; চিদানন্দ সন্দোহ—চিদানন্দ ঘন; পরাহিঁ—পলাইয়া যায়; (দো—৭৭ ক, খ)

বাংলা অর্থ—সংসৃত—সংসার; হরিজানা—হরির বাহন (গরুড়); সীতাবর—সীতাপতি (রামচন্দ্র); গুনখানী—গুণের আকর; মুধা—মিথ্যা; পূঁছ—পুচ্ছ, লেজ; রাকাপতি ষোড়স—ষোলকলা পূর্ণ চন্দ্র; উঅহিঁ—উদয় হয়; ; (দো—৭৮ ক,খ)

চৌ—হে খগেশ! হেন চিন্তা ভরে যবে মনে। রঘুপতি-মায়া ব্যাপে হৃদয়-গহনে॥
সেই মায়া মম মনে দুঃখ না সৃজিল। জীবে মায়া-সম নাহি সংসারে আনিল॥১
হে নাথ! ইহার কিছু আছিল কারণ। সাবধানে শুন তাহা হে হরি-বাহন!
রাঘব অখণ্ড এক তিনি জ্ঞান-রাশি। মায়া-বশ চরাচর ধরাধাম-বাসী॥২
যদি একরস হ'ত জ্ঞান সবাকার। ঈশ্বর ও জীবে ভেদ না রহিত আর॥
অভিমানী জীব যত মায়াতে বিবশ। গুণ-খনি মায়া কিন্তু ঈশ্বরের বশ॥৩
জীব পর-বশে নিজ-বশে ভগবান্। জীব বহু, সীতাপতি এক, নাহি আন॥
বৃথা ভেদ সৃষ্ট হয় মায়ার কারণ। না টুটিবে কভু বিনা হরির-ভজন॥৪

দোহা— রঘুর নায়কে ভজন না করি' কর যদি মোক্ষের সন্ধান।
যদি জ্ঞানবান্ সেও পশু-তুল না ধরিলে পুচ্ছ ও বিষাণ॥৭৮ক॥
ষোল-কলা-সহ চন্দ্রমা-উদয়ে তারাগণ যদি যোগ দেয়।।
গিরিতে দাবাগ্নি জ্বলিবে তবুও বিনা রবি রাত্রি নাহি যায়॥৭৮খ॥

মূল

চৌ—ঐসেহিঁ হরি বিনু ভজন খগেসা। মিটই ন জীবন্হ কের কলেসা॥
হরি সেবকহি ন ব্যাপ অবিদ্যা। প্রভু প্রেরিত ব্যাপই তেহি বিদ্যা॥১
তাতে নাস ন হোই দাস কর॥ ভেদ ভগতি বাঢ়ই বিহঙ্গবর॥
ভ্রম তেঁ চকিত রাম মোহি দেখা। বিহঁসে সো সুনু চরিত বিসেষা॥২
তেহি কৌতুক কর মরমু ন কাহূঁ। জানা অনুজ ন মাতু পিতাহূঁ॥
জানু পানি ধাএ মোহি ধরনা। স্যামল গাত অরুন কর চরনা॥৩
তব মৈঁ ভাগি চলেউঁ উরগারী। রাম গহন কহঁ ভুজা পসারী॥
জিমি জিমি দূরি উড়াউঁ অকাসা। তহঁ ভুজ হরি দেখউঁ নিজ পাসা॥৪

দোহা— ব্রহ্মলোক লগি গয়উঁ মৈঁ চিতয়উঁ পাছ উড়াত।
জুগ অংগুল কর বীচ সব রাম ভুজহি মোহি তাত॥৭৯ক॥
সপ্তাবরন ভেদ করি জহাঁ লগেঁ গতি মোরি।
গয়উঁ তহাঁ প্রভু ভুজ নিরখি ব্যাকুল ভয়উঁ বহোরি॥৭৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তেমনি হরিরে নাহি ভজিলে খগেশ! না মিটিবে জীবনের যত কিছু ক্লেশ॥
অবিদ্যা-বিবশ নহে হরিভক্ত হয়। প্রভুর প্রেরণা করে বিদ্যার উদয়॥১

বাংলা অর্থ—ভেদ ভগতি—ভেদ ভক্তি, ঈশ্বর হইতে জীবের ভেদজনিত ভক্তি; জানু পানি ধাএ—হামাগুড়ি দিয়া চলিতে; গহন কহঁ—ধরিবার জন্য; পসারী—প্রসারিত করিলেন; বীচ—মধ্যবর্তী স্থান; জহাঁ লগেঁ—যে পর্যন্ত; (দো—৭৯ ক, খ)

সেই হেতু ভক্ত নাশ কভু নাহি হয়। হে খগেশ! ভেদ-ভক্তি তাহাতে বর্দ্ধয় ॥
হেরি' মোরে রাম হ'ল ভ্রমে চমকিত। শুন, তাহে হাসি' করে অদ্ভুত চরিত ॥২
সে কৌতুক-মর্ম্ম কারো বিদিত না ছিল। অনুজ, মাতা ও পিতা তাহা না জানিল ॥
হামাগুড়ি দিয়ে চলে ধরিবারে মোরে। শ্যাম-তনু হস্তে পদে আরক্ততা-ভরে ॥৩
হে খগেশ! যবে আমি আসি পলাইয়া। ধরিতে আমারে দিল বাহু প্রসারিয়া ॥
ক্রমে যত দূর আমি উড়িনু আকাশে। তখন দেখিনু মোরে হরি-ভুজ-পাশে ॥৪

দোহা— ব্রহ্মলোক-তরে ধে'য়ে ছুটিলাম উড়ি' হেরি তা'রে পিছু পিছু।
ওহে তাত! সেথা রহে রাম-বাহু দু'আঙ্গুল পরিমাণ নিচু ॥৭৯ক॥
সপ্ত আবরণ ভেদ করি' আমি গেলাম যেথায় পহুঁছিয়া।
সেথায় চলিল প্রভু-ভুজ-যুগ ব্যাকুল হইনু নিরখিয়া ॥৭৯খ॥

মূল

চৌ—মুদেউঁ নয়ন ত্রসিত জব ভয়উঁ। পুনি চিতবত কোসলপুর গয়উঁ ॥
মোহি বিলোকি রাম মুসুকাহীঁ। বিহঁসত তুরত গয়উঁ মুখ মাহীঁ ॥১
উদর মাঝ সুনু অণ্ডজ রায়া। দেখেউঁ বহু ব্রহ্মাণ্ড নিকায়া ॥
অতি বিচিত্র তহঁ লোক অনেকা। রচনা অধিক এক তে একা ॥২
কোটিন্হ চতুরানন গৌরীসা। অগনিত উড়গন রবি রজনীসা ॥
অগনিত লোকপাল জম কালা। অগনিত ভূধর ভূমি বিসালা ॥৩
সাগর সরি সর বিপিন অপারা। নানা ভাঁতি সৃষ্টি বিস্তারা ॥
সুর মুনি সিদ্ধ নাগ নর কিন্নর। চারি প্রকার জীব সচরাচর ॥৪

দোহা— জো নহিঁ দেখা নহিঁ সুনা জো মনহুঁ ন সমাই।
সো সব অদ্ভুত দেখেউঁ বরনি কবনি বিধি জাই ॥৮০ক॥
এক এক ব্রহ্মাণ্ড মহুঁ রহউঁ বরষ সত এক।
এহি বিধি দেখত ফিরউঁ মৈঁ অণ্ড কটাহ অনেক ॥৮০খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ত্রাসিত হইয়া যবে আঁখি মুদিলাম। পুন হেরি' অযোধ্যাতে পহুঁছি গেলাম
স্মিতহাস্য করে শিশু আমারে হেরিয়া। হাসিবার কালে মুখে প্রবেশিনু গিয়া ॥১
ওহে পক্ষিরাজ! শুন উদরের মাঝে। হেরিলাম অগণিত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজে ॥
অতীব বিচিত্র সেথা অনেক ভুবন। রচনা অনেক সব নূতন নূতন ॥২
কোটি কোটি শিব তথা কোটি কোটি ব্রহ্মা। অগণিত তারা আর রবি ও চন্দ্রমা ॥
কাল-সম যম আর বহু লোকপাল। অগণিত মহীধর পৃথিবী বিশাল ॥৩

বাংলা অর্থ—অণ্ডজ রায়া—পক্ষিরাজ (গরুড়); উড়গণ—তারাগণ; রজনীসা—চন্দ্র; সমাই ন—ধারণা করিতে পারি না; বরনি—বর্ণনা করি; (দো -৮০ ক, খ)

সাগর তটিনী আর উদ্যান অপার। বহুবিধ ছিল সেথা সৃষ্টির বিস্তার॥
সুর-মুনি-সিদ্ধ-নাগ-নর ও কিন্নর। চতুর্বিধ যোনিতে ছিল জীব চরাচর॥৪
দোহা— যে নাহি হেরেছে, যে নাহি শুনেছে, যে নাহি এসেছে কল্পনায়।
সে সব অদ্ভুত স্বচক্ষে হেরিনু কেমনে কহিব বর্ণনায়॥৮০ক॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে সময় যাপিনু এক শত বরষ ব্যাপিয়া।
হেন-মতে হেরি' ফিরি আর ঘুরি অগণিত ব্রহ্মাণ্ডে যাইয়া।৮০খ

মূল

চৌ—লোক লোক প্রতি ভিন্ন বিধাতা। ভিন্ন বিষ্ণু সিব মনু দিসিত্রাতা॥
নর গন্ধর্ব ভূত বেতালা। কিন্নর নিসিচর পসু খগ ব্যালা।১
দেব দনুজ গন নানা জাতী। সকল জীব তহঁ আনহি ভাঁতী॥
মহি সরি সাগর সর গিরি নানা। সব প্রচণ্ড তহঁ আনই আনা॥২
অণ্ডকোস প্রতি প্রতি নিজ রূপা। দেখেউঁ জিনস অনেক অনূপা॥
অবধপুরী প্রতি ভুবন নিনারী। সরজূ ভিন্ন ভিন্ন নর নারী॥৩
দসরথ কৌসল্যা সুনু তাতা। বিবিধ রূপ ভরতাদিক ভ্রাতা॥
প্রতি ব্রহ্মাণ্ড রাম অবতারা। দেখউঁ বালবিনোদ অপারা।৪
দোহা— ভিন্ন ভিন্ন মৈঁ দীখ সবু অতি বিচিত্র হরিজান।
অগনিত ভুবন ফিরেউঁ প্রভু রাম ন দেখেউঁ আন॥৮১ক॥
সোই সিসুপন সোই সোভা সোই কৃপাল রঘুবীর।
ম [illegible] ফরউঁ প্রেরিত মোহ সমীর।৮১খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—প্রত্যেক ভুবনে ভিন্ন সৃজন-কারক। ভিন্ন বিষ্ণু, শিব, মনু, দিকের রক্ষক॥
মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব তথা ভুত ও বেতাল। কিন্নর, রাক্ষস, পশু, খগ তথা ব্যাল॥১
সেথা ছিল নানা জাতি দেব দৈত্যগণ। সব জীব করে ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ॥
সরিৎ-সাগর-মহী-গিরি-সরোবর। পৃথক্ প্রপঞ্চ সেথা রচে মনোহর॥২
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড সেথা বিভিন্ন রকম। হেরিনু ভিন্ন সেথা বহু অনুপম॥
অযোধ্যা সর্ব্বত্র রহে অদ্ভুত প্রকার। সরযু ও নরনারী পৃথক্ আকার॥৩
শুন তাত! দশরথ কৌশল্যাদিগণ। ভরতাদি ভিন্নরূপ করিছে ধারণ॥
প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে হেরি রাম-অবতার। হেরিলাম বাল-লীলা সেথায় অপার॥৪
দোহা— হে হরি-বাহন! ভিন্ন হেরি সব সেই স্থান বিচিত্র অপার।
অসংখ্য ভুবনে ফিরিছেন প্রভু তিনি এক দুই নাহি আর।৮১ক॥

বাংলা অর্থ—দিসিত্রাতা—দিক্‌পাল; আনহি ভাঁতি—ভিন্ন প্রকার; নিনারী—পৃথক্; অণ্ডকোস প্রতি—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড; সিসুপন—বালস্বভাব; (দো—৮১ ক, খ)

সেই শিশু-ভাব সেই চারু-শোভা সেই রঘুবীর কৃপাময়।
বায়ু-প্রেরণায় ফিরিয়া দেখিনু মোহ-জাত ভুবন-নিচয়।৮১খ॥

মূল

চৌ—ভ্রমত মোহি ব্রহ্মাণ্ড অনেকা। বীতে মনহুঁ কল্প সত একা॥
ফিরত ফিরত নিজ আশ্রম আয়উঁ। তহঁ পুনি রহি কছু কাল গবাঁয়উঁ॥১
নিজ প্রভু জন্ম অবধ সুনি পায়উ। নির্ভর প্রেম হরষি উঠি ধায়উঁ॥
দেখউঁ জন্ম মহোৎসব জাঈ। জেহি বিধি প্রথম কহা মৈঁ গাঈ॥২
রাম উদর দেখেউঁ জগ নানা। দেখত বনই ন জাই বখানা॥
তহঁ পুনি দেখেউঁ রাম সুজানা। মায়া পতি কৃপাল ভগবানা॥৩
করউঁ বিচার বহোরি বহোরী। মোহ কলিল ব্যাপিত মতি মোরী॥
উভয় ঘরী মহঁ মৈঁ সব দেখা। ভয়উঁ ভ্রমিত মন মোহ বিসেষা।৪

দোহা— দেখি কৃপাল বিকল মোহি বিহঁসে তব রঘুবীর।
বিহঁসতহীঁ মুখ বাহের আয়উঁ সুনু মতিধীর॥৮২ক॥
সোই লরিকাঈ মো সন করন লগে পুনি রাম।
কোটি ভাঁতি সমুঝাবউঁ মনু ন লহই বিশ্রাম॥৮২খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেনমতে ভ্রমি যবে ব্রহ্মাণ্ড অনেক। অতীত হইল মম কল্প শত এক॥
ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজ আশ্রমে পোঁছাই। কিছুকাল সেথা রহি' সময় কাটাই॥১
প্রভু-জন্ম শুনিলাম যবে অযোধ্যায়। হরষিত গাঢ় প্রেমে ধাইনু তথায়॥
জন্মোৎসব সেথা গিয়া হেরিনু যেমন। প্রথমে হেরিয়া যথা করেছি বর্ণন।২
রামের উদরে হেরি অনেক ভুবন। দেখিলাম কিন্তু নারি করিতে বর্ণন॥
সেথা পুন হেরি রাম মহা জ্ঞানবান্। মায়াপতি কৃপাময় তিনি ভগবান্॥৩
পুনঃ পুনঃ মন-মাঝে করিনু বিচার। মোহের কলুষ ব্যাপে মানসে আমার॥
দুই দণ্ড-মাঝে সব করিনু দর্শন। সবিশেষ মোহে হ'ল অবসন্ন মন॥৪

দোহা— কৃপাময় মোরে হেরেন বিকল তখন হাসেন রঘুবীর।
হাসিবার কালে মুখের বাহিরে আসিলাম শুন ধীর-মতি!॥৮২ক॥
সেই শিশু-ভাব আমার সহিত পালিতে লাগেন পুন রাম।
কোটিশ প্রকারে বুঝাই মনেরে মানস না লভিল বিশ্রাম।৮২খ॥

মূল

চৌ—দেখি চরিত য়হ সো প্রভুতাঈ। সমুঝত দেহ দসা বিসরাঈ॥
ধরনি পরেউঁ মুখ আব ন বাতা। ত্রাহি ত্রাহি আরত জন ত্রাতা॥১
প্রেমাকুল প্রভু মোহি বিলোকী। নিজ মায়া প্রভুতা তব রোকী॥
কর সরোজ প্রভু মম সির ধরেউ। দীনদয়াল সকল দুখ হরেউ॥২

কীন্হ রাম মোহি বিগত বিমোহা। সেবক সুখদ কৃপা সন্দোহা॥
প্রভুতা প্রথম বিচারি বিচারী। মন মহঁ হোই হরষ অতি ভারী॥৩
ভগত বছলতা প্রভু কৈ দেখী। উপজী মম উর প্রীতি বিসেষী॥
সজল নয়ন পুলকিত কর জোরী। কীন্হিউঁ বহু বিধি বিনয় বহোরী॥৪

দোহা— সুনি সপ্রেম মম বানী দেখি দীন নিজ দাস।
বচন সুখদ গম্ভীর মৃদু বোলে রমানিবাস॥৮৩ক॥
কাকভুসুণ্ডি মাগু বর অতি প্রসন্ন মোহি জানি।
অনিমাদিক সিধি অপর রিধি মোচ্ছ সকল সুখ খানি॥৮৩খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেরিয়া চরিত করি' প্রভুতা-বিচার। বিস্মরিনু সব দেহ-কথা আপনার॥
ধরা আসি' নাহি হয় বাক্যের স্ফুরণ। 'ত্রাহি ত্রাহি' আর্তত্রাতঃ! উচ্চারে বদন॥১
প্রভু মোরে প্রেমাকুল নিজে বিলোকিয়া। দেখান মায়ার বল সকল ত্যজিয়া॥
কর-পদ্ম প্রভু মম শির'পরে ধরে। দীনেতে দয়াল প্রভু মম দুঃখ হরে॥২
রাম মোরে করিলেন মোহ-বিবর্জ্জিত। ভক্ত-সুখ-দাতা করি' করুণা-বর্ষিত॥
প্রথমে প্রভুতা তাঁ'র যথা বিচারিয়া। অতীব হরষে গেল মানস ভরিয়া॥৩
ভকতে পিরীতি ভারী প্রভুতে হেরিয়া। সবিশেষ প্রেমে ভরা ভ'রে মম হিয়া॥
পুলকিত যুক্ত-করে সজল নয়ন। বিবিধ প্রকারে কহি বিনীত-বচন॥৪

দোহা— প্রেম-যুত-বাণী শুনি' মম মুখে প্রভু যবে হেরে নিজ-দাস।
বচন সুখদ গম্ভীর মৃদুল কহিলেন জানকী-নিবাস—॥৮৩ক॥
হে কাকভুষুণ্ডি! বর মাগ তুমি তোমা' প্রতি অতি প্রীতিপর।
অনিমাদি সিদ্ধি তথা রিদ্ধি মোক্ষ যাহা সব সুখের আকর॥৮৩খ॥

মূল

চৌ— গ্যান বিবেক বিরতি বিগ্যানা। মুনি দুর্লভ গুন জে জগ নানা॥
আজু দেউঁ সব সংসয় নাহীঁ। মাগু জো তোহি ভাব মন মাহীঁ॥১
সুনি প্রভু বচন অধিক অনুরাগেউঁ। মন অনুমান করন তব লাগেউঁ॥
প্রভু কহ দেন সকল সুখ সহী। ভগতি আপনি দেন ন কহী॥২
ভগতি হীন গুন সব সুখ ঐসে। লবন বিনা বহু বিঞ্জন জৈসে॥
ভজন হীন সুখ কবনে কাজা। অস বিচারি বোলেউঁ খগরাজা॥৩
জৌঁ প্রভু হোই প্রসন্ন বর দেহূ। মো পর করহু কৃপা অরু নেহূ॥
মন ভাবত বর মাগউঁ স্বামী। তুম্হ উদার উর অন্তরজামী॥৪

বাংলা অর্থ—বীতে—চলিয়া গেল; কাল গবাঁয়উঁ—কাল কাটাইলাম; বনই—রচনা; উভয় ঘরী মহঁ—দুই ঘণ্টার মধ্যে; কৃপা সন্দোহা—কৃপাময়; উপজী—জন্মিল; রমানিবাস—লক্ষ্মীকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করেন (রামচন্দ্র); (দো—১২-৮৩ ক, খ)

দোহা— অবিরল ভগতি বিশুদ্ধ তব শ্রুতি পুরান জো গাব।
জেহি খোজত জোগীস মুনি প্রভু প্রসাদ কোউ পাব।৮৪ক॥
ভগত কল্পতরু প্রনত হিত কৃপা সিন্ধু সুখ ধাম।
সোই নিজ ভগতি মোহি প্রভু দেহু দয়া করি রাম।৮৪খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—জ্ঞান ও ভক্তি তথা বিবেক-বিজ্ঞান। মুনি-জন যাহে সদা দেন বহু মান॥
আজি সব দিব তোমা' নাহিক সংশয়। সব তুমি মাগ যাহা ভাল মনে হয়।১
প্রভুর বচন শুনি' হয়ে অনুরাগী। মনে মনে তোলা-পাড়া করিবারে লাগি॥
। মারে সুখ দিতে চা'ন। নাহি কিন্তু কহিলেন নিজ ভক্তি-দান॥২
ভক্তিহীন গুণ তথা সুখের সন্ধান। লবণ-বর্জ্জিত বহু ব্যঞ্জন সমান॥
ভক্তি বিনা সুখে মম কিবা হবে কাজ। হেন বিচারিয়া কহি ওহে খগরাজ।৩
যদি তুমি প্রীত হ'য়ে দাও মোরে বর। কৃপা তথা স্নেহ যদি থাকে মম'পর॥
মনে ভাল লাগে যাহা মাগিব তা' স্বামী। তোমার উদার-হিয়া জানি অন্তর্য্যামী।৪
দোহা— প্রগাঢ় ভকতি অনন্য তোমাতে শ্রুতি ও পুরাণ যাহা গায়।
যাহারে খুজিছে যোগেশ্বর মুনি প্রভু-কৃপা বহু-জন পায়।৮৪ক॥
ভক্ত-কল্প-তরু ভক্তে শুভ-দাতা ওহে কৃপাসিন্ধু সুখ-ধাম!
সেই নিজ-ভক্তি মোরে প্রভু দাও দয়াপর হ'য়ে তুমি রাম! ৮৪খ

মূল

চৌ—এবমস্তু কহি রঘুকুলনায়ক। বোলে বচন পরম সুখদায়ক॥
সুনু বায়স তৈঁ সহজ সয়ানা। কাহে ন মাগসি অস বরদানা।১
সব সুখ খানি ভগতি তৈঁ মাগী। নহিঁ জগ কোউ তোহি সম বড় ভাগী॥
জো মুনি কোটি জতন নহিঁ লহহীঁ। জে জপ জোগ অনল তন দহহীঁ॥২
রীঝেউঁ দেখি তোরি চতুরাঈ। মাগেহু ভগতি মোহি অতি ভাঈ॥
সুনু বিহঙ্গ প্রসাদ অব মোরেঁ। সব সুভ গুন বসিহহিঁ উর তোরেঁ।৩
ভগতি গ্যান বিগ্যান বিরাগা। জোগ চরিত্র রহস্য বিভাগা॥
জানব তৈঁ সবহী কর ভেদা। মম প্রসাদ নহিঁ সাধন খেদা॥৪
দোহা— মায়া সম্ভব ভ্রম সব অব ন ব্যাপিহহিঁ তোহি।
জানেসু ব্রহ্ম অনাদি অজ অগুন গুনাকর মোহি।৮৫ক॥
মোহি ভগত প্রিয় সন্তত অস বিচারি সুনু কাগ।
কায়ঁ বচন মন মম পদ করেসু অচল অনুরাগ॥৮৫খ॥

বাংলা অর্থ—বিগ্যানা—তত্ত্বজ্ঞান; ভাব—ভাল লাগে; অনুরাগেউঁ—প্রীতিপূর্ণ হইলাম; দেন কহ—দিবেন বলিয়াছেন; বিঞ্জন—ব্যঞ্জন; কবনে কাজা—কি কাজ; মন ভাবত বর—মনোগত বর; অবিরল—প্রগাঢ়; (দো—৮৪ ক, খ)

চৌ—তথাস্তু কহিয়া তবে রঘুর নায়ক। কহেন বচন অতি আনন্দ-দায়ক ॥
শুন হে বায়স! তুমি স্বভাব-ধীমান্। কেন না মাগিবে তুমি হেন বরদান ॥১
ভকতি মাগিহ তুমি সর্ব্বসুখাকর। তোমা'-সম ধরা-মাঝে কেবা ভাগ্যধর ॥
মুনিরা যা' কোটি যত্নে নাহি কভু পায়। যা'রা জপ যোগাগ্নিতে দেহ দিয়া দেয় ॥২
তুষ্ট এবে হেরি বুদ্ধি-তীক্ষ্ণতা তোমার। মাগিলে ভকতি তুমি সমীপে আমার ॥
শুন হে বিহঙ্গ! এবে আমার কৃপাতে। সর্ব্ব-শুভ-গুণ রবে তোমার হিয়াতে ॥৩
ভকতি ও জ্ঞান তথা বিজ্ঞান বিরাগ। যোগের বৈশিষ্ট্য তথা রহস্য-বিভাগ ॥
জানিবে সকল তুমি তত্ত্বের বিভেদ। মম কৃপা না রাখিবে সাধনের খেদ ॥৪

দোহা— মায়া হ'তে জাত ভ্রম যত এবে নাহি কভু তোমাতে ব্যাপিবে।
পরব্রহ্ম অজ অনাদি নির্গুণ গুণাকর আমাকে জানিবে ॥৮৫ক॥
ওহে কাক! শুন আমার ভকতে জানো মম প্রিয় নিরন্তর।
হেন বিচারিয়া রাখ দৃঢ় প্রেম কায়মনোবাক্যে মম'পর ॥৮৫খ॥

মূল

চৌ—অব সুনু পরম বিমল মম বানী। সত্য সুগম নিগমাদি বখানী ॥
নিজ সিদ্ধান্ত সুনাবউঁ তোহী। সুনু মন ধরু সব তজি ভজু মোহী ॥১
মম মায়া সম্ভব সংসারা। জীব চরাচর বিবিধি প্রকারা ॥
সব মম প্রিয় সব মম উপজাএ। সব তে অধিক মনুজ মোহি ভাএ ॥২
তিন্হ মহঁ দ্বিজ দ্বিজ মহঁ শ্রুতিধারী। তিন্হ মহুঁ নিগম ধরম অনুসারী ॥
তিন্হ মহঁ প্রিয় বিরক্ত পুনি গ্যানী। গ্যানিহু তে অতি প্রিয় বিগ্যানী ॥৩
তিন্হ তে পুনি মোহি প্রিয় নিজ দাসা। জেহি গতি মোরি ন দূসরি আসা
পুনি পুনি সত্য কহউঁ তোহি পাহীঁ। মোহি সেবক সম প্রিয় কোউ নাহীঁ ॥৪
ভগতি হীন বিরঞ্চি কিন হোঈ। সব জীবহু সম প্রিয় মোহি সোঈ ॥
ভগতিবন্ত অতি নীচউ প্রানী। মোহি প্রানপ্রিয় অসি মম বানী ॥৫

দোহা— সুচি সুসীল সেবক সুমতি প্রিয় কহু কাহি ন লাগ।
শ্রুতি পুরান কহ নীতি অসি সাবধান সুনু কাগ ॥৮৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুনহ এখন মম অতি শুদ্ধা বাণী। সত্য ও সুগম বেদে কহে যা' বাখানি' ॥
আপন সিদ্ধান্ত তোমা' শুনাব এখন। ধৈর্য্য ধরি' সব ত্যজি' করহ ভজন ॥১

বাংলা অর্থ—রীঝেউঁ—সন্তুষ্ট হইয়াছি; বসিহহিঁ—বাস করিবে; তৈঁ—তুমি; জানব—জানিবে; খেদা—দুঃখ; জানেসু—জানিবে; মম উপজাএ—আমা হইতে উৎপন্ন; মনুজ—মানুষ; ভাএ—ভাল লাগে; কিন—কেন না; (দো—৮৫-৮৬)

মম মায়া হ'তে জাত সকল সংসার। জীব চরাচর যত বিবিধ প্রকার ॥
মম মায়া হ'তে জাত সবে প্রিয় মম। তা'র মাঝে নরে জানো মম প্রিয়তম ॥২
তা'র মাঝে দ্বিজ, দ্বিজ-মাঝে শ্রুতিধারী। তা'র মাঝে যা'রা বেদ-ধর্ম্ম-অনুসারী ॥
তা'র মাঝে প্রিয় হয় বিরাগী ও জ্ঞানী। জ্ঞানী হ'তে আরো প্রিয় যে জন বিজ্ঞানী ॥
তাহা হ'তে পুন প্রিয় যা'রা মম দাস। আমাতে যা'দের মতি নাহি অন্য আশ ॥
তব-পার্শ্বে এই সত্য কহি বার বার। মম দাস-সম প্রিয় কেহ নাই আর ॥৪
ভক্তির অভাব যদি রহিবে ব্রহ্মার। সব জীব-সম প্রিয় তিনিও আমার ॥
ভক্তিমান্ হয় যদি অতি নীচ-প্রাণী। সেও মম প্রাণপ্রিয়—এই মম বাণী ॥৫
দোহা— শুচি ও সুশীল সুবুদ্ধি-সেবক বলো প্রিয় কা'র না হইবে।
শ্রুতি ও পুরাণ এই নীতি কয় সাবধানে হে কাক! মানিবে ॥৮৬॥

মূল

চৌ—এক পিতা কে বিপুল কুমারা। হোহিঁ পৃথক গুন সীল অচারা ॥
কোউ পণ্ডিত কোউ তাপস গ্যাতা। কোউ ধনবন্ত সূর কোউ দাতা ॥১
কোউ সর্বগ্য ধর্মরত কোঈ। সব পর পিতহি প্রীতি সম হোঈ ॥
কোউ পিতু ভগত বচন মন কর্মা। সপনেহুঁ জান ন দূসর ধর্মা ॥২
সো সুত প্রিয় পিতু প্রান সমানা। জদ্যপি সো সব ভাঁতি অয়ানা ॥
এহি বিধি জীব চরাচর জেতে। ত্রিজগ দেব নর অসুর সমেতে ॥৩
অখিল বিস্ব য়হ মোর উপায়া। সব পর মোহি বরাবরি দায়া ॥
তিন্হ মহঁ জো পরিহরি মদ মায়া। ভজৈ মোহি মন বচ অরু কায়া ॥৪
দোহা— পুরুষ নপুংসক নারি বা জীব চরাচর কোই।
সর্ব ভাব ভজ কপট তজি মোহি পরম প্রিয় সোই ॥৮৭ক॥
সো°— সত্য কহউঁ খগ তোহি সুচি সেবক মম প্রানপ্রিয়।
অস বিচারি ভজু মোহি পরিহরি আস ভরোস সব ॥৮৭খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—পিতার ঔরসে জন্মে অনেক কুমার। ভিন্ন গুণ ধরে তা'রা ভিন্ন শীলাচার ॥
কেহ সুধী, কেহ হয় তাপস ও জ্ঞাতা। কেহ ধনবান্ শূর, কেহ হয় দাতা ॥১
কেহ বা ধর্ম্মজ্ঞ হয়, কেহ ধর্ম্মরত। সর্ব্ব'পরে পিতৃ-প্রীতি সমান সতত ॥
কেহ বা পিতার ভক্ত বাক্য-কায়-মনে। আন ধর্ম্ম নাহি জানে কভু বা স্বপনে ॥২
সেই সুত পিতৃপ্রিয় প্রাণের সমান। যদ্যপি সে হয় জানো সর্ব্বথা অজ্ঞান ॥
হেনমতে যত জীব চরাচর-মাঝে। ত্রিজগতে দেব-নর-অসুরে বিরাজে ॥৩
আমি সৃষ্টি করি এই বিশ্ব চরাচর। সবার উপরে দয়া রাখি নিরন্তর।
যে জন তাহার মাঝে মায়া মদ ত্যজে। কায়-মনো-বাক্যে মোরে অবিরাম ভজে ॥৪

দোহা— পুরুষ কি নারী কিংবা নপুংসক চর বা অচর জীব হ'ন যিনি।
সর্ব্বথা ভজেন কপটতা ত্যজি নিজ প্রিয়তম বলি' তা'রে গণি ॥৮৭ক
সত্যই কহিনু হে খগ! তোমারে শুচি-ভক্ত মম প্রাণের সমান।
হেন বিচারিয়া ভজিবে আমারে পরিহরি' আশা ও ভরসা আন।৮৭খ

মূল

চৌ—কবহুঁ কাল ন ব্যাপিহি তোহী। সুমিরেসু ভজেসু নিরন্তর মোহী॥
প্রভু বচনামৃত সুনি ন অঘাউঁ। তনু পুলকিত মন অতি হরষাউঁ॥১
সো সুখ জানই মন অরু কানা। নহিঁ রসনা পহি জাই বখানা॥
প্রভু সোভা সুখ জানহিঁ নয়না। কহি কিমি সকহিঁ তিন্‌হহি নহিঁ বয়না॥২
বহু বিধি মোহি প্রবোধি সুখ দেঈ। লগে করন সিসু কৌতুক তেঈ॥
সজল নয়ন কছু মুখ করি রূখা। চিতই মাতু লাগী অতি ভূখা॥৩
দেখি মাতু আতুর উঠি ধাঈ। কহি মৃদু বচন লিএ উর লাঈ॥
গোদ রাখি করাব পয় পানা। রঘুপতি চরিত ললিত কর গানা॥৪
দোহা— জেহি সুখ লাগি পুরারি অসুভ বেষ কৃত সিব সুখদ।
অবধপুরী নর নারি তেহি সুখ মহুঁ সন্তত মগন॥৮৮ক॥
সোই সুখ লবলেস জিন্‌হ বারক সপনেহুঁ লহেউ।
তে নহিঁ গনহিঁ খগেস ব্রহ্মসুখহি সজ্জন সুমতি॥৮৮খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কাল কভু তোমা'-তরে ব্যাপিতে নারিবে। নিরন্তর মোরে যদি স্মরিবে ভজিবে
প্রভু-কথামৃতে তৃপ্তি নাহি কভু শেষ। তনুতে পুলক ভরে মনে হর্ষাবেশ॥১
সে সুখ জানিতে পারে মন আর কাণ। রসনা না পারে তা'র করিতে বাখান॥
প্রভু-শোভা-সুখ পারে জানিতে নয়ন। কেমনে কহিবে তা'র নাহিক বদন॥২
বহুধা প্রবোধি' মোরে বহু সুখ দেন। শিশুর কৌতুকে পুন তিনি মগ্ন হ'ন॥
সজল নয়নে মুখে রুক্ষতা দেখান। ক্ষুধাতুর-দৃষ্টি ল'য়ে মাতৃ-পানে চা'ন॥৩
মাতা তা'র দশা হেরি' ত্বরা উঠি ধা'ন। মৃদু-বাক্য কহি' তা'রে হৃদয়ে ল্যগান॥
ক্রোড়ে করি' করালেন তা'রে দুগ্ধ-পান। রঘুপতি-চরিতের করি' গুণগান।৪
সো০— যে সুখের লাগি' শিব ত্রিপুরারি অমঙ্গল-বেশ সুখদ গণিলা।
অযোধ্যাপুরীর যত নর-নারী সেই সুখ-মাঝে সদা নিমজ্জিলা।৮৮ক
সেই সুখলেশ যা'র একবার লাভ কভু হয় জীবনে স্বপনে।
ওহে খগপতি! না গণিবে ব্রহ্ম- সুখ লভে যাহা সুমতি সজ্জনে।৮৮খ

বাংলা অর্থ—মুখ রূখা করি—মুখ শুষ্ক করিয়া; ভূখা—ক্ষুধার্ত; লবলেস—স্বল্পমাত্র; বারক—এক বার; করাব—করাইলেন; অঘানা—অজ্ঞান; (দো—৮৭-৮৮)

মূল

চৌ—মৈঁ পুনি অবধ রহেউঁ কছু কালা। দেখেউঁ বালবিনোদ রসালা॥
রাম প্রসাদ ভগতি বর পায়উঁ। প্রভু পদ বন্দি নিজাশ্রম আয়উঁ॥১
তব তে মোহি ন ব্যাপী মায়া। জব তে রঘুনায়ক অপনায়া॥
য়হ সব গুপ্ত চরিত মৈঁ গাবা। হরি মায়াঁ জিমি মোহি নচাবা॥২
নিজ অনুভব অব কহউঁ খগেসা। বিনু হরি ভজন ন জাহিঁ কলেসা॥
রাম কৃপা বিনু সুনু খগরাঈ। জানি ন জাই রাম প্রভুতাঈ॥৩
জানেঁ বিনু ন হোই পরতীতী। বিনু পরতীতী হোই নহিঁ প্রীতী॥
প্রীতি বিনা নহিঁ ভগতি দিঢ়াঈ। জিমি খগপতি জল কৈ চিকনাঈ॥৪

সো০— বিনু গুর হোই কি গ্যান গ্যান কি হোই বিরাগ বিনু।
গাবহিঁ বেদ পুরান সুখ কি লহিঅ হরি ভগতি বিনু॥৮৯ক॥
কোউ বিশ্রাম কি পাব তাত সহজ সন্তোষ বিনু।
চলৈ কি জল বিনু নাব কোটি জতন পচি পচি মরিঅ॥৮৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—আমি পুন অযোধ্যাতে রহি' সে সময়। হেরিলাম বাল-লীলা মধুরতাময়॥
রাম-কৃপা-বলে লভি' ভক্তি-লাভ বর। প্রভু-পদ বন্দি' ফিরি নিজাশ্রম'পর॥১
সে সময় হ'তে মায়া আমা' না ব্যাপিল। যবে হ'তে মোরে রাম আপন মানিল
এই সব গুপ্ত-কথা কহিনু বর্ণিয়া হরি-মায়া যথা মোরে দেয় নাচাইয়া॥২
নিজ অনুভব এবে কহিনু খগেশ! হরির ভজন বিনা নাহি যা'বে ক্লেশ॥
হে খগেশ! রাম-কৃপা যদি না লভিবে। রামের প্রভুতা কভু জানিতে নারিবে॥৩
প্রভুতা না জান যদি না হবে প্রতীতি। প্রতীতি বর্জ্জিয়া কভু না হ'বে পিরীতি॥
প্রীতি বিনা নাহি হ'বে ভক্তির দৃঢ়তা। খগেশ! জল কি রহে ত্যজি' চিক্কণতা॥৪

সো০— কোথায় কখন গুরু বিনা জ্ঞান কেমনে বৈরাগ্য বিনা তা'র স্থান
হরি-ভক্তি বিনা কেবা সুখ পান এই কথা গায় বেদ ও পুরাণ॥৮৯ক
কেহ কি শান্তি লভিবে হে তাত! সহজ সন্তোষ কভু বাদ দিয়া?
কোটি যত্ন কর কিংবা পচি' মর চলে কি তরণী জল-বিবর্জ্জিয়া?৮৯খ

মূল

চৌ—বিনু সন্তোষ ন কাম নসাহীঁ। কাম অছত সুখ সপনেহুঁ নাহীঁ॥
রাম ভজন বিনু মিটহিঁ কি কামা। থল বিহীন তরু কবহুঁ কি জামা॥১

বাংলা অর্থ—বালবিনোদ—বাল্যলীলা; রসালা—কৌতুকপূর্ণ; অপনায়া—আপনার করিয়া লইলেন; নচাবা—নাচাইয়াছিল; জানি ন জাই—জানা যায় না; পরতীতী—প্রতীতি; দিঢ়াঈ—দৃঢ়তা; চিকনাঈ—চিক্কণতা; (দো—৮৯)

বিনু বিগ্যান কি সমতা আবই। কোউ অবকাস কি নভ বিনু পাবই ॥
শ্রদ্ধা বিনা ধর্ম নহিঁ হোঈ। বিনু মহি গন্ধ কি পাবই কোঈ ॥২
বিনু তপ তেজ কি কর বিস্তারা। জল বিনু রস কি হোই সংসারা ॥
সীল কি মিল বিনু বুধ সেবকাঈ। জিমি বিনু তেজ ন রূপ গোসাঁঈ ॥৩
নিজ সুখ বিনু মন হোই কি থীরা। পরস কি হোই বিহীন সমীরা ॥
কবনিউ সিদ্ধি কি বিনু বিস্বাসা। বিনু হরি ভজন ন ভব ভয় নাসা ॥৪

দোহা— বিনু বিস্বাস ভগতি নহিঁ তেহি বিনু দ্রবহিঁ ন রামু।
রাম কৃপা বিনু সপনেহুঁ জীব ন লহ বিশ্রামু।৯০ক॥
অস বিচারি মতিধীর তজি কুতর্ক সংসয় সকল।
ভজহু রাম রঘুবীর করুনাকর সুন্দর সুখদ ।৯০খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সন্তোষ বর্জ্জিয়া কাম-নাশ নাহি হয়। কাম যদি রহে সুখ স্বপ্নেও না রয়
রাগে যদি না ভজিবে কাম কি মিটিবে? স্থল নাহি রহে যদি গাছ কি জন্মিবে?১
তত্ত্বজ্ঞান বিনা কভু সমতা কোথায়? নভ বিনা শূন্যস্থান কে পাবে কোথায়?
শ্রদ্ধা বিনা কারো কভু ধর্ম্ম নাহি হয়। মহী বিনা গন্ধ কভু নাহি উপজয় ॥২
বিনা তপ তেজ বলো কোথায় বিস্তারে? জল-তত্ত্ব বিনা রস কোথা' এ'সংসারে?
পণ্ডিতের সেবা বিনা শীল কি মিলিবে? তেজ-তত্ত্ব বিনা রূপ প্রভো! না হইবে ॥৩
আত্মানন্দ বিনা মন কভু নহে স্থির। স্পর্শ-বোধ হয় কভু বর্জ্জিয়া সমীর?
সিদ্ধি কভু হয় কারো বর্জ্জিয়া বিশ্বাস? হরিরে না ভজি' কবে ভব-ভয়-নাশ?৪

দোহা— বিশ্বাস বর্জ্জিয়া ভকতি কোথায় ভক্তি বিনা নাহি গলে রাম।
রাম-কৃপা বিনা স্বপনেও জীব নাহি ল'ভে মানস-বিশ্রাম ।৯০ক॥
সো০— হেন বিচারিয়া যাঁ'রা ধীর-মতি ত্যজে ম কুতর্ক সবল সংশয়।
ভজহ সকলে রাম-রঘুপতি সুন্দর সুখদ কৃপার আলয় ।৯০খ॥

মূল

চৌ—নিজ মতি সরিস নাথ মৈঁ গাঈ। প্রভু প্রতাপ মহিমা খগরাঈ ॥
কহেউঁ ন কছু করি জুগুতি বিসেষী। য়হ সব মৈঁ নিজ নয়নন্হি দেখী ॥১
মহিমা নাম রূপ গুন গাথা। সকল অমিত অনন্ত রঘুনাথা ॥
নিজ নিজ মতি মুনি হরি গুন গাবহিঁ। নিগম সেষ সিব পার ন পাবহিঁ ॥২
তুম্হহি আদি খগ মসক প্রজন্তা। নভ উড়াহিঁ নহিঁ পাবহিঁ অন্তা ॥
তিমি রঘুপতি মহিমা অবগাহা। তাত কবহুঁ কোউ পাব কি থাহা ॥৩

বাংলা অর্থ—নসাহীঁ—নাশ হয়; অছত—থাকিতে; জামা—জন্মে; অবকাস—ফাঁক; কি কর—করে কি? কি মিল—মিলে কি? থীরা—স্থির; ন দ্রবহিঁ—গলে না; বিশ্রামু—শান্তি; কবনিউ—কখনও; তপ—তপস্যা ;(দো—৯০ ক, খ)

রামু কাম সত কোটি সুভগ তন। দুর্গা কোটি অমিত অরি মর্দন॥
সক্র কোটি সত সরিস বিলাসা। নভ সত কোটি অমিত অবকাসা॥৪

দোহা— মরুত কোটি সত বিপুল বল রবি সত কোটি প্রকাস।
সসি সত কোটি সুসীতল সমন সকল ভব ত্রাস।৯১ক॥
কাল কোটি সত সরিস অতি দুস্তর দুর্গ দুরন্ত।
ধূমকেতু সত কোটি সম দুরাধরষ ভগবন্ত॥৯১খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—নিজ মতি অনুসরি' হে খগেশ! গাই। প্রভুর প্রতাপ-সীমা কেমনে জানাই
কহিব না কিছু যুক্তি করিয়া আশ্রয়। স্বচক্ষে হেরিনু আমি সকল বিষয়॥১
নাম-রূপ-গুণ-গাথা-মহিমা তাহার। সব-ই অনন্ত জানো অসীম অপার॥
নিজ মতি-মত মুনি হরি-গুণ গায়। শেষ, শিব, বেদ পার নাহি পায়॥২
তোমা' আদি হ'তে খগ! মশক পর্য্যন্ত। নভে উড়ে কেহ নাহি পায় তা'র অন্ত
তথা রাম মহিমাতে করিয়া মজ্জন। তাত! কে করিবে তা'র শেষ নির্দ্ধারণ।৩
শত কোটি কাম-সম সুন্দর শরীরে। কোটি দুর্গা-শক্তি ধ'রে মর্দ্দিতে অরিরে॥
ঐশ্বর্য্য তাহার কোটি ইন্দ্রের সমান। নভ শত কোটি-সম তাঁ'র শূন্যস্থান॥৪

দোহা— শত-কোটি-বায়ু- সম তাঁ'র বল রবি-শত-কোটির কিরণ।
শশি-শত-কোটি- সম স্নিগ্ধকর সর্ব্ব ভব-ত্রাসের শমন।৯১ক॥
কাল কোটি শত সমান দুস্তর অতীব দুর্গম দুষ্প্রবেশ।
বহু শত কোটি ধূমকেতু-সম প্রভু দুরাধর্ষ পরমেশ॥৯১খ॥

মূল

চৌ—প্রভু অগাধ সত কোটি পতালা। সমন কোটি সত সরিস করালা॥
তীরথ অমিত কোটি সম পাবন। নাম অখিল অঘ পূগ নসাবন॥১
হিমগিরি কোটি অচল রঘুবীরা। সিন্ধু কোটি সত সম গম্ভীরা॥
কামধেনু সত কোটি সমানা। সকল কাম দায়ক ভগবানা।২
সারদ কোটি অমিত চতুরাঈ। বিধি সত কোটি সৃষ্টি নিপুনাঈ॥
বিষ্ণু কোটি সম পালন কর্তা। রুদ্র কোটি সত সম সংহর্তা।৩
ধনদ কোটি সত সম ধনবানা। মায়া কোটি প্রপঞ্চ নিধানা॥
ভার ধরন সত কোটি অহীসা। নিরবধি নিরুপম প্রভু জগদীসা।৪

ছন্দ— নিরুপম ন উপমা আন রাম সমান রামু নিগম কহৈ।
জিমি কোটি সত খদ্যোত সম রবি কহত অতি লঘুতা লহৈ॥
এহি ভাঁতি নিজ নিজ মতি বিলাস মুনীস হরিহি বখানহীঁ।
প্রভু ভাব গাহক অতি কৃপাল সপ্রেম সুনি সুখ মানহীঁ।

দোহা— রামু অমিত গুন সাগর থাহ কি পাবই কোই।
সন্তন্হ সন জস কিছু সুনেউঁ তুম্হহি সুনায়উঁ সোই ॥৯২ক॥
সো০— ভাব বস্য ভগবান সুখ নিধান করুণা ভবন।
তজি মমতা মদ মান ভজিঅ সদা সীতা রবন ॥৯২খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অতল সমান যেন কোটিশ পাতাল। শত কোটি যম-সম অতীব করাল॥
কোটি কোটি তীর্থ-সম তাহা সুপাবন। সর্ব্বপাপরাশি হয় নামে বিনাশন॥১
কোটি হিমগিরি-সম স্থির রঘুবীর। সিন্ধু শত কোটি-সম অতীব গভীর॥
শত কোটি কামধেনু-সম কৃপাবান্। সর্ব্ব-কাম-দাতা তিনি রাম ভগবান্॥২
অনন্ত শারদ-সম ধরে চতুরতা। শত কোটি ব্রহ্মাসম সৃষ্টি-নিপুণতা॥
বহু কোটি বিষ্ণু-সম লালিছে পালিছে। রুদ্র কোটি শত সম নিজে সংহারিছে।৩
শত কোটি কুবেরের তুল্য ধনবান্। কোটি কোটি মায়া তথা প্রপঞ্চ-নিধান॥
ভূভার ধারণে যেন কোটিশ অহীশ। নিরুপম নিরবধি প্রভু জগদীশ॥৪
ছন্দ— তিনি নিরুপম নাহিক উপমা রাম-সম রাম বেদে ইহা ভাষে।
যথা শত কোটি খদ্যোতিকা-সম রবি যদি কহ দীনতা প্রকাশে॥
হেন মতে যদি নিজ মতি-মত প্রভুর ঐশ্বর্য্য কেহ বাখানিবে।
ভাবগ্রাহী প্রভু অতীব দয়াল প্রেম-ভরে শুনি' আনন্দ গণিবে॥
দোহা— রাম পার-হীন গুণের সাগর হেন সাধ্য কা'র তল পায়॥
সাধুগণ পাশে যাহা কিছু শুনি' শুনায়েছি তাহাই তোমায়॥৯২ক
ভাবের অধীন নিজে ভগবান্ সুখাধার দয়া-নিকেতন।
ত্যজিয়া মমতা মদ তথা মান ভজ সদা জানকী-রমণ॥৯২খ॥

মূল

চৌ—সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন সুহাএ। হরষিত খগপতি পংখ ফুলাএ॥
নয়ন নীর মন অতি হরষানা। শ্রীরঘুপতি প্রতাপ উর আনা॥১
পাছিল মোহ সমুঝি পছিতানা। ব্রহ্ম অনাদি মনুজ করি মানা॥
পুনি পুনি কাগ চরন সিরু নাবা। জানি রাম সম প্রেম বঢ়াবা॥২
গুরু বিনু ভব নিধি তরই ন কোঈ। জৌঁ বিরঞ্চি সঙ্কর সম হোঈ।
সংসয় সর্প গ্রসেউ মোহি তাতা। দুখদ লহরি কুতর্ক বহু ব্রাতা॥৩
তব সরূপ গারুড়ি রঘুনায়ক। মোহি জিআয়উ জন সুখদায়ক॥
তব প্রসাদ মম মোহ নসানা। রাম রহস্য অনূপম জানা॥৪

বাংলা অর্থ—প্রভুতা—পর্য্যন্ত; অবগাহা—অতল; থাহা—থৈ, সীমা; দুর্গ—দুর্গম; অঘ পুগ—পাপসমূহ; সীতারবন—সীতারমণ শ্রীরাম; (দো—৯০-৯২ ক,খ)

দোহা— তাহি প্রসংসি বিবিধি বিধি সীস নাই কর জোরি।
বচন বিনীত সপ্রেম মৃদু বোলেউ গরুড় বহোরি ॥৯৩ক॥
প্রভু অপনে অবিবেক তে বূঝউঁ স্বামী তোহি।
কৃপাসিন্ধু সাদর কহহু জানি দাস নিজ মোহি ॥৯৩খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভুষণ্ডীর বাণী শুনে খগেশ যখন। হৃষ্ট হ'য়ে করে তা'র পক্ষ প্রসারণ॥
আঁখি-ভরে নীর মন অতি হরষিত। রামের প্রতাপ করে হিয়াতে রক্ষিত ॥১
পিছুকার মোহ টুটে পশ্চাত্তাপ করে। নর-ভাব দিল কি না অজ ব্রহ্ম'পরে॥
পুনঃ পুনঃ কাক-পদে শির নত করে। জানি' রাম-সম তা'রে প্রেমে যায় ভ'রে ॥২
গুরু বিনা ভবসিন্ধু কেহ না তরিবে। যদি কেহ ব্রহ্মা শিব সমান হইবে॥
সংশয়-সর্প হে তাত! গ্রাসিল আমারে। দুখদ কুতর্ক-বিষ যে হেতু বিস্তারে ॥৩
ওঝা-রূপে তোমা' প্রেরে রঘুবংশ-কেতু। আমারে বাঁচাতে তিনি মঙ্গলের হেতু॥
তোমার প্রসাদে মম মোহ-নাশ পায়। অনুপম রাম-তত্ত্ব ইথে বুঝা যায় ॥৪
দোহা— প্রশংসিয়া তা'রে বিবিধ প্রকারে শির নমি', যুক্ত করি' কর।
বিনীত বচন প্রেম-ভরা মৃদু বলিলেন পুন খগবর ॥৯৩ক॥
অবিবেক বশ প্রভো! তোমা' পুছি স্বামিরূপে লইনু মানিয়া।
কৃপাসিন্ধু তুমি সমাদরে কহ দাসরূপে আমারে জানিয়া ॥৯৩খ॥

মূল

চৌ—তুম্হ সর্বগ্য তগ্য তম পারা। সুমতি সুসীল সরল আচারা॥
গ্যান বিরতি বিগ্যান নিবাসা। রঘুনায়ক কে তুম্হ প্রিয় দাসা ॥১
কারন কবন দেহ যহ পাঈ। তাত সকল মোহি কহহু বুঝাঈ॥
রাম চরিত সর সুন্দর স্বামী। পায়হু কহাঁ কহহু নভগামী ॥২
নাথ সুনা মৈঁ অস সিব পাহীঁ। মহা প্রলয়হুঁ নাস তব নাহীঁ॥
মুধা বচন নহিঁ ঈশ্বর কহঈ। সোউ মোরেঁ মন সংসয় অহঈ ॥৩
অগ জগ জীব নাগ নর দেবা। নাথ সকল জগু কাল কলেবা॥
অণ্ড কটাহ অমিত লয় কারী। কাল সদা দুরতিক্রম ভারী ॥৪
সো০— তুম্হহি ন ব্যাপত কাল অতি করাল কারন কবন।
মোহি সো কহহু কৃপাল গ্যান প্রভাব কি জোগ বল ॥৯৪ক॥
দোহা— প্রভু তব আশ্রম আএঁ মোর মোহ ভ্রম ভাগ।
কারন কবন সো নাথ সব কহহু সহিত অনুরাগ ॥৯৪খ॥

বাংলা অর্থ—পাছিল—পিছনের দিকের; কুতর্ক লহরি—কুতর্করূপী বিষ; বীতা—ব্যাপ্ত রহিল; সরূপ গারুড়ি—বাস্তব ওঝা; জিআয়উ—বাঁচাইয়াছেন; তে বূঝেউঁ

পদ্যানুবাদ

চৌ—সর্ব্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞ তুমি মায়া-তমঃ-পার। সুমতি সুশীল পালো সরল আচার ॥
জ্ঞানী ও বৈরাগ্যবান্ বিজ্ঞান-নিবাস। রঘুর নায়ক যিনি তাঁ'র প্রিয়-দাস ॥১
কোন হেতু কহ তব এ দেহ ধারণ। ওহে তাত ! সব মোরে বুঝাবে এখন ॥
চরিতমানসে রাম-চারু-কথা স্বামি ! কোথায় লভেছ তুমি কহ নভোগামী ।২
ওহে নাথ ! শুনি' আমি ইহা শিব-পাশ। সুমহান্ প্রলয়েও নাহি তা'র নাশ ॥
ঈশ্বর না ক'ন কভু অসত্য বচন। তা'ও মম মনে করে দ্বিধা আনয়ন ॥৩
চরাচর-জীব-নাগ-নর-দেবগণ। কালের কবলে নাথ ! সবার পতন ॥
ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ হেথা মহা ধ্বংস আনে। কাল-পারে কে বা যাবে সকলে তা' জানে

সো০— তোমারে না ব্যাপে এ' কাল করাল ইহার কারণ করহ বর্ণন।
তুমি হে কৃপাল ! আমারে কহিবে—জ্ঞান-বল কিংবা যোগের সাধন ।৯৪ক
হে প্রভু ! তোমার আশ্রমে আসিতে মোহভ্রম হ'ল নিরসন।
তাহার কারণ কিবা বল নাথ ! সানুরাগ করহ বর্ণন ॥৯৪খ॥

মূল

চৌ—গরুড় গিরা সুনি হরষেউ কাগা। বোলেউ উমা পরম অনুরাগা ॥
ধন্য ধন্য তব মতি উরগারী। প্রশ্ন তুম্হারি মোহি অতি প্যারী ॥১
সুনি তব প্রশ্ন সপ্রেম সুহাঈ। বহুত জনম কৈ সুধি মোহি আঈ ॥
সব নিজ কথা কহউঁ মৈঁ গাঈ। তাত সুনহু সাদর মন লাঈ ॥২
জপ তপ মখ সম দম ব্রত দানা। বিরতি বিবেক জোগ বিগ্যানা ॥
সব কর ফল রঘুপতি পদ প্রেমা। তেহি বিনু কোউ ন পাবই ছেমা ॥৩
এহিঁ তন রাম ভগতি মৈঁ পাঈ। তাতে মোহি মমতা অধিকাঈ ॥
জেহি তেঁ কছু নিজ স্বারথ হোঈ। তেহি পর মমতা কর সব কোঈ ।৪

সো০— পন্নগারি অসি নীতি শ্রুতি সম্মত সজ্জন কহহিঁ।
অতি নীচহু সন প্রীতি করিঅ জানি নিজ পরম হিত ॥৯৫ক॥
পাট কীট তেঁ হোই তেহি তেঁ পাটম্বর রুচির।
কৃমি পালই সবু কোই পরম অপাবন প্রান সম ।৯৫খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—গরুড়ের বাক্য শুনি' হরষিত কাক। কহে কথা ওহে উমা ! সহ অনুরাগ ॥
ধন্য ধন্য তব মতি ওহে উরগারি ! মম অতি প্রিয় লাগে এ প্রশ্ন তোমারি ॥১
শুনিয়া তোমার প্রশ্ন সপ্রেম সুন্দর। পূর্ব্বজন্ম-কথা বহু আসে স্মৃতি'পর ॥
নিজ-কথা সব তোমা' কহিব গাহিয়া। সমাদর করি' তাহা শুন মন দিয়া ॥২

২—তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রতেছি ; তগ্য—তত্ত্বজ্ঞ ; মুধা—মিথ্যা; অহঈ—রহিয়া গিয়াছে ;
কাল কলেবা—কালের প্রাতরাশ ; ভাগ—নষ্ট হইয়াছে ; (দো—১০।৯৪ ক, খ)

জপ তপ যজ্ঞ শম দম ব্রত দান। বিরতি বিবেক-যোগ কিংবা ব্রহ্মজ্ঞান॥
রাম-পদে প্রেম জেনো সবাকার ফল। তাহা বিনা কেহ নাহি লভিবে মঙ্গল॥৩
এই দেহে রাম-ভক্তি লভি গাঢ়তর। অধিক মমতা তাহে এই দেহ'পর॥
যাহা হ'তে নিজ স্বার্থ-মাত্রা বেশী যা'র। মমতা তাহার 'পরে অধিক তাহার॥৪
দোহা— ওহে পন্নগারি! এই মূল-নীতি বেদ-অনুমত কহিছে সজ্জন।
অতি নীচ-সনে পিরীতি করিবে জানি' তাহে নিজ মঙ্গল সাধন॥৯৫ক
রেশম জনমে কীটে সবে জানে তাহে আনি' দেয় রুচির-বসন॥
প্রাণ-সম যত্নে পালে সেই কীটে তা'রা কিন্তু অতি অপাবন॥৯৫খ॥

মূল

চৌ—স্বারথ সাঁচ জীব কহঁ এহা। মন ক্রম বচন রাম পদ নেহা॥
সোই পাবন সোই সুভগ সরীরা। জো তনু পাই ভজিঅ রঘুবীরা॥১
রাম বিমুখ লহি বিধি সম দেহী। কবি কোবিদ ন প্রসংসহিঁ তেহী॥
রাম ভগতি এহিঁ তন উর জামী। তাতে মোহি পরম প্রিয় স্বামী॥২
তজউঁ ন তন নিজ ইচ্ছা মরনা। তন বিনু বেদ ভজন নহিঁ বরনা॥
প্রথম মোহঁ মোহি বহুত বিগোবা। রাম বিমুখ সুখ কবহুঁ ন সোবা॥৩
নানা জনম কর্ম পুনি নানা। কিএ জোগ জপ তপ মখ দানা॥
কবন জোনি জনমেউঁ জহঁ নাহীঁ। মৈঁ খগেস ভ্রমি ভ্রমি জগ মাহীঁ॥৪
দেখেউঁ করি সব করম গোসাঈ। সুখী ন ভয়উঁ অবহিঁ কী নাঈ॥
সুধি মোহি নাথ জন্ম বহু কেরী। সিব প্রসাদ মতি মোহঁ ন ঘেরী॥৫
দোহা— প্রথম জন্ম কে চরিত অব কহউঁ সুনহু বিহগেস।
সুনি প্রভু পদ রতি উপজই জাতেঁ মিটহিঁ কলেস॥৯৬ক॥
পূরুব কল্প এক প্রভু যুগ কলিযুগ মল মূল।
নর অরু নারি অধর্ম রত সকল নিগম প্রতিকূল॥৯৬খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—এই স্বার্থ সত্য জানো সর্ব্বজীব-তরে। কায়-মনোবাক্যে যা'রা রাম-পদ স্মরে
তা'রা সুপাবন ধরে সুন্দর শরীর। যে তনু লভিয়া জীব ভজে রঘুবীর॥১
রামে বাম পায় যদি ব্রহ্মা-সম কায়। কবি ও কোবিদ নাহি প্রশংসিবে তা'য়॥
এই দেহে রাম-ভক্তি উপজে হিয়াতে। তাই স্বামি-প্রীতি মম এ মোর কায়াতে॥২

বাংলা অর্থ—সুধি আঈ—স্মরণে আসিল; ছেমা—ক্ষেম, মঙ্গল; কর—করে; পাট—পট্টবস্ত্রসূত্র; পাটম্বর—পট্টবস্ত্র; কৃমি—কীট; সাঁচ—সত্য; বিগোবা—দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল; ন সোবা—নিদ্রা যায় নাই; বহু জন্ম কেরী—বহু জন্মের; ন ঘেরী—ঘিরে নাই; উপজই—জন্মিল; জাতেঁ—জন্মিলে; (দো—৯৫-৯৬ ক, খ)

করুণার ধাম সদ্‌গুণ-আকর হে প্রভু! হে দেব! দাও এই বর।
মন-কর্ম্ম-বাক্য- দুঃখ ত্যজি'যেন তব পদে হই অনুরাগপর॥

দোহা— সবার সম্মুখে বেদমূর্ত্তিগণ করে হেন বিনতি উদার।
অন্তর্হিত হ'য়ে পুন চলি' গেলা যথা ছিল ব্রহ্মার আগার॥১৩ক॥
হে খগেশ! শুন শিব তবে আসি' আছিলেন যেথা রঘুবীর॥
সবিনয়ে ক'ন গদগদ স্বরে ভরে তাঁ'র পুলকে শরীর॥১৩খ॥

মূল

ছন্দ— জয় রাম রমারমনং সমনং। ভব তাপ ভয়াকুল পাহি জনং॥
অবধেস সুরেশ রমেস বিভো। সরনাগত মাগত পাহি প্রভো॥১
দসসীস বিনাসন বীস ভুজা। কৃত দূরি মহা মহি ভূরি রুজা॥
রজনীচর বৃন্দ পতঙ্গ রহে। সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে॥২
মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং। ধৃত সায়ক চাপ নিষঙ্গ বরং॥
মদ মোহ মহা মমতা রজনী। তম পুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী॥৩
মনজাত কিরাত নিপাত কিএ। মৃগ লোগ কুভোগ সরেন হিএ॥
হতি নাথ অনাথনি পাহি হরে। বিষয়া বন পাবঁর ভূলি পরে॥৪
বহু রোগ বিয়োগন্হি লোগ হএ। ভবদংঙ্ঘ্রি নিরাদর কে ফল এ॥
ভব সিন্ধু অগাধ পরে নর তে। পদ পঙ্কজ প্রেম ন জে করতে॥৫
অতি দীন মলীন দুখী নিতহীঁ। জিন্হ কেঁ পদ পঙ্কজ প্রীতি নহীঁ॥
অবলম্ব ভবন্ত কথা জিন্হ কেঁ। প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিন্হ কেঁ॥৬
নহি রাগ ন লোভ ন মান মদা। তিন্হ কেঁ সম বৈভব বা বিপদা॥
এহি তেঁ তব সেবক হোত মুদা। মুনি ত্যাগত জোগ ভরোস সদা॥৭
করি প্রেম নিরন্তর নেম লিএঁ। পদ পঙ্কজ সেবত সুদ্ধ হিএঁ॥
সম মানি নিরাদর আদরহী। সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী॥৮
মুনি মানস পঙ্কজ ভৃঙ্গ ভজে। রঘুবীর মহা রনধীর অজে॥
তব নাম জপামি নমামি হরী। ভব রোগ মহাগদ মান অরী॥৯
গুন সীল কৃপা পরমায়তনং। প্রনমামি নিরন্তর শ্রীরমনং॥
রঘুনন্দ নিকন্দয় দ্বন্দ্বঘনং। মহিপাল বিলোকয় দীন জনং॥১০

দোহা— বার বার বর মাগউঁ হরষি দেহু শ্রীরঙ্গ।
পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসঙ্গ॥১৪ক॥
বরনি উমাপতি রাম গুন হরষি গএ কৈলাস।
তব প্রভু কপিন্হ দিবাএ সব বিধি সুখপ্রদ বাস॥১৪খ॥

বাংলা অর্থ—তেজ অনী—তেজসমূহ; মনজাত—কামদেব; হয়ে—হত হইয়াছে;

ছন্দ—জয় রাম! লক্ষ্মীকান্ত! তুমি শান্তিদাতা। ভব-তাপ-ভয়াকুল-জনে তুমি ত্রা
সুরেশ! অযোধ্যাপতি! রমা-পতি বিভো। শরণ্য আমারে তুমি রক্ষা কর প্রভো
দশানন-বিংশ-ভুজ-ধারীরে নাশিয়া। বিশ্বের বেদনা বহু দিলে নিবারিয়া॥
রাক্ষস-রূপেতে যা'রা শকুনি আছিল। শরাগ্নি প্রচণ্ড তব তা'সবে দহিল॥২
ভূমণ্ডলে তুমি এক ভূষণ পরম। ধরিছ সায়ক-চাপ-তূণীর উত্তম॥
মদ, মোহ ও মমতা-রূপী নিশা-তম। তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নাশি' রহ সূর্য্য-সম॥৩
কামরূপী ব্যাধ হানে ভোগরূপী শর। নররূপি-মৃগ-জন-হৃদয়ের 'পর॥
হে নাথ! হে হরে! তুমি উন্মোচিয়া শরে। রক্ষিছ বিষয়-বনে উদ্‌ভ্রান্ত পামরে।
বেদনাতে রোগ-শোকে ভোগে বহুজন। তব পদে অনাদর ইহার কারণ॥
তব পাদ-পদ্মে প্রেম না করে যে জন। সংসার-সাগর-গর্ভে তাহার মজ্জন॥৫
দীন পাপী হ'য়ে ভুঞ্জে নিত্য দুঃখ-ভার। তব পাদ-পদ্মে প্রীতি কভু নাহি যা'র।
তব কথামৃত যা'র সতত আশ্রয়। সাধু, ভগবান্ তা'র সদা প্রিয় হয়॥৬
অনাসক্ত, নাই লোভ, মান তথা মদ। তা'র কাছে সম-জ্ঞান সম্পদ, বিপদ॥
হইয়া সেবক তাই মুনি তোমা' ভজে। হঠযোগ-আশা মুনি সদাতরে ত্যজে।
করে প্রেম নিরন্তর নিয়ম আশ্রয়ে। তব পাদ-পদ্ম সেবে শুদ্ধ হিয়া ল'য়ে॥
মান অপমানে করি' সমান গণন। জগতে সুজন সুখে করে বিচরণ॥৮
মুনি-মন-পদ্ম-ভৃঙ্গ ভজি ওহে প্রিয়! রণধীর রাম! তোমা সেবি হে অজেয়!
তব নাম জপি আর নমি ওহে হরি! ভব-রোগ, গর্ব্ব, মান নাশ হ'য়ে অরি॥৯
গুণ, শীল, করুণাতে তুমি পরধাম। নমি নিরন্তর তোমা' শ্রীরমণ রাম!
হে রঘুনন্দন! নাশ মম দ্বন্দ্ব যত। দীন বলি' মহীপাল! গণিবে সতত॥১০

দোহা— বার বার বর মাগি রমাপতি! হৃষ্ট হ'য়ে দাও তুমি মোরে।
পাদ-পদ্মে যেন অচলা ভকতি সাধুসঙ্গ লভি সদাতরে॥১৪ক॥
বর্ণি' উমাপতি রামগুণগ্রাম হরষিত গেলেন কৈলাস।
দানিলেন প্রভু তবে কপিগণে সর্ব্বরূপে সুখদ-নিবাস॥১৪খ॥

মূল

চৌ—সুনু খগপতি য়হ কথা পাবনী। ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী॥
মহারাজ কর সুভ অভিষেকা। সুনত লহহিঁ নর বিরতি বিবেকা॥১
জে সকাম নর সুনহিঁ জে গাবহিঁ। সুখ সম্পতি নানা বিধি পাবহিঁ
সুর দুর্লভ সুখ করি জগ মাহীঁ। অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহীঁ॥২

মান অরী—অভিমানের শত্রু; শ্রীরঞ্জ—লক্ষ্মীর আনন্দদাতা; অনপায়নী—অনপায়ী
অচলা; দিবাএ—দেওয়াইলেন; তবদংঘ্রি—আপনার চরণ; (দো। - ১৪ ক, খ)

সুনহিঁ বিমুক্ত বিরত অরু বিষঈ। লহহিঁ ভগতি গতি সম্পতি নঈ॥
খগপতি রাম কথা মৈঁ বরনী। স্বমতি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী॥৩
বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ় করনী। মোহ নদী কহঁ সুন্দর তরনী॥
নিত নব মঙ্গল কৌসলপুরী। হরষিত রহহিঁ লোগ সব কুরী॥৪
নিত নই প্রীতি রাম পদ পঙ্কজ। সব কেঁ জিন্হহি নমত সিব মুনি অজ॥
মঙ্গন বহু প্রকার পহিরাএ। দ্বিজন্হ দান নানা বিধি পাএ॥৫
দোহা— ব্রহ্মানন্দ মগন কপি সব কেঁ প্রভু পদ প্রীতি।
জাত ন জানে দিবস তিন্হ গএ মাস ষট বীতি॥১৫॥

পদ্যানুবাদ

রামরাজ্য

চৌ—শুন খগপতি! এই কথা সুপাবনী। ত্রিতাপ-সংসার-জ্বালা-ভয়-বিনাশিনী॥
রঘুপতি রাঘবের শুভ অভিষেক। শুনিলে মানব লভে বিরতি বিবেক॥১
কাম মনুষ্য যদি শুনে আর গায়। নানাবিধ সম্পদ ও সুখ সেই পায়॥
দেবতা দুর্লভ সুখ লভিয়া ধরায়। অন্তকালে রঘুপতি-পুরে চলি' যায়॥২
শুনে যদি জীবন্মুক্ত বিরাগী সংসারী। ভক্তি, গতি বৈভবের হয় অধিকারী॥
হে খগেশ! রাম-কথা করিনু বর্ণন। তাহে সুখ ভুঞ্জি' হবে ত্রাস-বিনাশন॥৩
বিরতি বিবেক ভক্তি তাহে দৃঢ় করে। চারু নৌকা হ'য়ে ল'বে মোহ-নদী-পারে॥
হরষিত নিত্য নব উৎসবে কোশল। হরষিত সবে সেথা সর্ব্বথা মঙ্গল॥৪
যাঁ'র পদে মুনি, ব্রহ্মা, শিব সদা নমে। সে পদ-কমলে প্রীত সবে নবোত্তমে॥
ভিক্ষুকেরা পায় সজ্জা বিবিধ প্রকার। বিপ্রগণে দান পায় অনেক আকার॥৫
দোহা— ব্রহ্মানন্দে মগ্ন কপি সবে রহে প্রভু-পদে প্রীতি সবে দেয়।
কাল চলে কোথা কেহ নাহি জানে ছয় মাস হেনমতে যায়॥১৫॥

মূল

চৌ—বিসরে গৃহ সপনেহুঁ সুধি নাহীঁ। জিমি পরদ্রোহ সন্ত মন মাহীঁ॥
তব রঘুপতি সব সখা বোলাএ। আই সবন্হি সাদর সিরু নাএ॥১
পরম প্রীতি সমীপ বৈঠারে। ভগত সুখদ মৃদু বচন উচারে॥
তুম্হ অতি কীন্হি মোরি সেবকাঈ। মুখ পর কেহি বিধি করৌঁ বড়াঈ॥২
তাতে মোহি তুম্হ অতি প্রিয় লাগে। মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে॥
অনুজ রাজ সম্পতি বৈদেহী। দেহ গেহ পরিবার সনেহী॥৩

বাংলা অর্থ—ভয় দাবনী—ভয়নাশকারী; বিষঈ—বিষয়ী, সম্পৎপ্রয়াসী; সব কুরী—সকল কুলের বা সম্প্রদায়ের; মঙ্গন—ভিক্ষুক; পহিরায়ে—(বস্ত্রাদি) পরাইলেন; জাত—চলিয়া যাইতেছে; বীতি গএ—অতীত হইল; কুরী—বর্গ, দল; (দো—১৫)

सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना। मृषा न कहउँ मोर यह बाना॥
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती॥४

दोहा— अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम।
सदा सर्बगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम॥१६॥

पद्यानुবাদ

চৌ—বিস্মরিল গৃহ তাহা স্বপ্নে নাহি স্মরে। সাধু পরদ্রোহ যথা স্বপ্নে না আচরে
তবে রঘুপতি সব সখারে ডাকা'ন। সবে আসি' সমাদরে প্রণাম জানা'ন॥১
অতি প্রীতি-ভরে পার্শ্বে সবারে বসা'ন। ভক্ত-সুখপ্রদ-বাক্য সবারে শুনা'ন॥
সেবা-কার্য্যে কা'রো কোন ত্রুটি হেরি নাই। কেমনে মুখের'পরে প্রশংসা জানাই॥
হে তাত! তোমরা অতি মম প্রিয়জন। মম হিত-তরে সবে ত্যজিলে ভবন॥
অনুজ ও রাজ্য তথা সম্পত্তি, বৈদেহী। দেহ, গেহ, পরিবার, বন্ধু তথা স্নেহী॥
তোমাদের সম কিছু প্রিয় নাই মম। মিথ্যা নাহি কহি আমি এ'মোর মরম॥
সেবক সবার প্রিয় এই মূল-নীতি। আমি কিন্তু ভক্ত'পরে ধরি বেশী প্রীতি॥৪

দোহা— এবে গৃহে যাও সখা মোরে ভজ যথাবিধি নিয়ম পালিয়া।
মোরে সর্ব্বগত সর্ব্বতরে জানি' চল প্রীতি আমাতে রাখিয়া॥১৬॥

মূল

চৌ—সুনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। কো হম কহাঁ বিসরি তন গএ॥
একটক রহে জোরি কর আগে। সকহিঁ ন কছু কহি অতি অনুরাগে॥১
পরম প্রেম তিন্হ কর প্রভু দেখা। কহা বিবিধি বিধি গ্যান বিসেষা॥
প্রভু সন্মুখ কছু কহন ন পাবহিঁ। পুনি পুনি চরন সরোজ নিহারহিঁ॥২
তব প্রভু ভূষন বসন মগাএ। নানা রঙ্গ অনূপ সুহাএ॥
সুগ্রীবহি প্রথমহিঁ পহিরাএ। বসন ভরত নিজ হাথ বনাএ॥৩
প্রভু প্রেরিত লছিমন পহিরাএ। লঙ্কাপতি রঘুপতি মন ভাএ॥
অঙ্গদ বৈঠ রহা নহি ডোলা। প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা॥৪

দোহা— জামবন্ত নীলাদি সব পহিরাএ রঘুনাথ।
হিয়ঁ ধরি রাম রূপ সব চলে নাই পদ মাথ॥১৭ক॥
তব অঙ্গদ উঠি নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।
অতি বিনীত বোলেউ বচন মনহুঁ প্রেম রস বোরি॥১৭খ॥

বাংলা অর্থ—বিসরে—বিস্মরে, ভুলিল; সুধি নহীঁ—স্মরণে আসে না; মোরি-আমার; বড়াঈ করৌঁ—মহত্ব বর্ণনা করিব; বানা—স্বভাব; নেম—নিয়ম; বিসরি গএ—ভুলিয়া গেল; একটক—একদৃষ্টে; বসন বনায়ে—কাপড় পরাইলেন; নহি ডোলা—নড়িল না; বোরি—ডুবাইয়া; ত্যাগে—ত্যাগ করিয়াছ; (দো—১৬, ১৭ ক, খ

চৌ—শুনি' প্রভু-বাণী সবে প্রেমেতে ডুবিল। কে আমি কোথায় তনু সব বিস্মরিল
এক দৃষ্টে রহে সবে যুক্ত করে আগে। কহিতে না পারে কিছু ভরে অনুরাগে ॥১
প্রভু হেরি' তাহাদের পরম পিরীতি। বিবিধ প্রকারে ক'ন জ্ঞানগর্ভ নীতি ॥
প্রভুর সম্মুখে কিছু কহিতে না পারে। পুন পুন তাঁ'র পদ-কমল নিহারে।২
আনাইয়া ল'ন প্রভু বসন-ভূষণ। নানাবর্ণে বিচিত্রিত ভূরি সুশোভন ॥
সুগ্রীবেরে প্রথমেতে বসন পরা'ন। ভরত নিজের হাতে তাহারে সাজা'ন।৩
লক্ষ্মণ আদেশ লভি' লঙ্কেশে পরা'ন। সুসজ্জিত হেরি' তা'রে প্রভু সুখ পা'ন ॥
না নড়ে অঙ্গদ সেথা বসি' র'ন স্থির। প্রীতি হেরি' কিছু নাহি ক'ন রঘুবীর ॥৪

দোহা— জাম্ববান নীল আদি সবাকারে রঘুনাথ করে আভূষণ।
হৃদে রাম রূপ ধরিয়া সকলে চলে নমি' প্রভুর চরণ ॥১৭ক॥
তখন অঙ্গদ উঠি' নমি' শির আঁখি ভরা বারি যুক্ত করে।
বিনয় করিয়া কহেন বচন পরিপূর্ণ অতি প্রেম-ভরে ॥১৭খ॥

মূল

চৌ—সুনু সর্বগ্য কৃপা সুখ সিন্ধো। দীন দয়াকর আরত বন্ধো ॥
মরতী বের নাথ মোহি বালী। গয়উ তুম্হারেহি কোঁছেঁ ঘালী।১
অসরন সরন বিরদু সম্ভারী। মোহি জনি তজহু ভগত হিতকারী ॥
মোরেঁ তুম্হ প্রভু গুর পিতা মাতা। জাউঁ কহাঁ তজি পদ জলজাতা ॥২
তুম্হহি বিচারি কহহু নরনাহা। প্রভু তজি ভবন কাজ মম কাহা ॥
বালক গ্যান বুদ্ধি বল হীনা। রাখহু সরন নাথ জন দীনা ॥৩
নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউঁ। পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব তরিহউঁ ॥
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী। অব জনি নাথ কহহু গৃহ জাহী ॥৪

দোহা— অঙ্গদ বচন বিনীত সুনি রঘুপতি করুনা সীঁব।
প্রভু উঠাই উর লায়উ সজল নয়ন রাজীব ॥১৮ক॥
নিজ উর মাল বসন মনি বালিতনয় পহিরাই।
বিদা কীন্হি ভগবান তব বহু প্রকার সমুঝাই ॥১৮-খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি কৃপা-সুখ-সিন্ধো! দীনে দয়াপর তুমি ওহে আর্ত্তবন্ধো!
মরণের কালে নাথ! মম পিতা বালি। তব স্নেহময়-ক্রোড়ে দিলা মোরে ডালি' ॥১

বাংলা অর্থ—মরতী বের—মরণের বেলায়; কোঁছেঁ—ক্রোড়ে; ঘালী গয়উ—ফেলিয়া দিয়াছে; বিরদু—স্বভাব; সম্ভারী—সামলাইয়া; জাউঁ—যাইব; নীচি টহল—নীচ কাজ; সীঁব—সীমা; মাল—মাল্য; বিদা—বিদায়; (দো—১৮ ক, খ)

অনাথ-শরণ তুমি এ কথা বুঝিবে। ভক্ত-হিতকারী তুমি মোরে না ত্যজিবে॥
তুমি পিতা-মাতা প্রভু তথা গুরুজন। কোথা যাব ত্যজি' তব কমল-চরণ॥৩
তুমি বিচারিয়া মোরে কহ রঘুনাথ। ভবনে কি কাজ মম ত্যজি' প্রভু-সাথ॥
আমি যে বালক জ্ঞান-বুদ্ধি-বলহীন। আমারে আশ্রয় দাও আমি বড় দীন॥৪
ঘরে যত নীচ কাজ আমি তা' সাধিব। পাদ-পদ্ম হেরি' তব তরিয়া যাইব॥
হেন কহি' প্রভু-পার্শ্বে চরণে পড়িল। গৃহে যেতে নাহি কহ প্রভুরে বলিল॥৫

দোহা— অঙ্গদ মিনতি শ্রবণে শুনিয়া রঘুপতি করুণা-আধার।
উঠা'য়ে তাহারে ধরেন হৃদয়ে আঁখি-পদ্মে ভরে জল-ভার॥১৮ক॥
নিজ কণ্ঠ-মাল্য বস্ত্র তথা মণি পরা'লেন বালির কুমারে।
বিদায় দিলেন ভগবান তা'রে বুঝাইয়া বিবিধ প্রকারে॥১৮খ॥

মূল

চৌ—ভরত অনুজ সৌমিত্রি সমেতা। পঠবন চলে ভগত কৃত চেতা॥
অঙ্গদ হৃদয়ঁ প্রেম নহিঁ থোরা। ফিরি ফিরি চিতব রাম কীঁ ওরা॥১
বার বার কর দণ্ড প্রনামা। মন অস রহন কহহিঁ মোহি রামা॥
রাম বিলোকনি বোলনি চলনী। সুমিরি সুমিরি সোচত হঁসি মিলনী।২
প্রভু রুখ দেখি বিনয় বহু ভাষী। চলেউ হৃদয়ঁ পদ পঙ্কজ রাখী॥
অতি আদর সব কপি পহুঁচাএ। ভাইন্হ সহিত ভরত পুনি আএ॥৩
তব সুগ্রীব চরন গহি নানা। ভাঁতি বিনয় কীন্হে হনুমানা॥
দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা। পুনি তব চরন দেখিহউঁ দেবা॥৪
পুন্য পুঞ্জ তুম্হ পবনকুমারা। সেবহু জাই কৃপা আগারা।
অস কহি কপি সব চলে তুরন্তা। অঙ্গদ কহই সুনহু হনুমন্তা।৫

দোহা— কহেহু দণ্ডবত প্রভু সৈঁ তুম্হহি কহউঁ কর জোরি।
বার বার রঘুনায়কহি সুরতি করাএহু মোরি॥১৯ক॥
অস কহি চলেউ বালিসুত ফিরি আয়উ হনুমন্ত।
তাসু প্রীতি প্রভু সন কহী মগন ভএ ভগবন্ত॥১৯খ॥
কুলিসহু চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমহু চাহি।
চিত্ত খগেস রাম কর সমুঝি পরই কহু কাহি॥১৯গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম সাথে ল'য়ে তদা শত্রুঘ্ন-সৌমিত্রি। চলেন বিদায় দিতে ভক্তকৃত্য স্মরি'
অঙ্গদ-হৃদয়ে প্রেম অল্প নাহি ছিল। ফিরি' ফিরি' রাম-পানে চাহিতে লাগিল॥১

বাংলা অর্থ—পঠবন চলে—পাঠাইতে চলিলেন; রহন কহহি—রহিতে বলুন; হঁসি মিলনী—হাস্যযুক্ত মিলনের মনোভাব; রুখ—অভিপ্রায়; সুরতি করাএহু—স্মরণ করাইবে; সমুঝি পরই—বুঝিতে পারিবে; কাহি—কে; (দো—১৯ ক, খ, গ)

বার বার দণ্ডবৎ করিল প্রণাম। মনে চিন্তে 'রহ তুমি' ক'ন প্রভু রাম ॥
রামের চাহনি, কথা তথা মতি-গতি। সহাস্য মিলন স্মরি' বিবাদিত-মতি ॥২
প্রভু পানে হেরি' বহু কহি' সবিনয়ে। চলিল চরণ-পদ্ম রাখিয়া হৃদয়ে ॥
সমাদরে কপিগণে আগাইয়া দিয়া। ভ্রাতৃগণ-সহ রাম আসেন ফিরিয়া ॥৩
হনুমান ধরে তদা সুগ্রীব-চরণ। বহুধা মিনতি করি' কহিল বচন ॥
দিন দশ সেবি' আগে রাঘব-চরণ। আসিব লভিতে দেব-চরণ দর্শন ।৪
পুণ্য-পুঞ্জ তুমি ওহে পবন-কুমার ! এবে গিয়া সেব তুমি রাম কৃপাধার ॥
ইহা কহি' কপি সব ত্বরিত চলিল। শুন হনুমান ! তুমি অঙ্গদ কহিল ॥৫

দোহা— প্রণাম আমার জানাবে প্রভুরে তোমা' কহি আমি যুক্ত-করে।
কহ বার বার রঘুর নায়ক প্রভু যেন মোরে না বিস্মরে ॥১৯ক॥
হেন কহি' যায় বালির কুমার ফিরিয়া আসিল হনুমান।
তা'সবার প্রীতি প্রভু শুনি' তদা প্রেম-মগ্ন হ'ন ভগবান্ ॥১৯খ॥
কুলিশ অপেক্ষা অতীব কঠোর কোমলতর কুসুম হ'তে।
হে খগেশ ! বুঝ হেন রাম-চিত বল কেবা পারিবে বুঝিতে ? ১৯গ॥

মূল

চৌ—পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদা। দীন্হে ভূষন বসন প্রসাদা ॥
জাহু ভবন মম সুমিরন করেহু। মন ক্রম বচন ধর্ম্ম অনুসরেহু ॥১
তুম্হ মম সখা ভরত সম ভ্রাতা। সদা রহেহু পুর আবত জাতা ॥
বচন সুনত উপজা সুখ ভারী। পরেউ চরন ভরি লোচন বারী ॥২
চরন নলিন উর ধরি গৃহ আবা। প্রভু সুভাউ পরিজনন্হি সুনাবা ॥
রঘুপতি চরিত দেখি পুরবাসী। পুনি পুনি কহহিঁ ধন্য সুখরাসী ।৩
রাম রাজ বৈঠেঁ ত্রৈলোকা। হরষিত ভএ গএ সব সোকা ॥
বয়রু ন কর কাহু সন কোঈ। রাম প্রতাপ বিষমতা খোঈ ।৪

দোহা— বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদ পথ লোগ।
চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখহি নহিঁ ভয় সোক ন রোগ ॥২০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কৃপাল ডাকিয়া পুন আনেন নিষাদে। তাহারে তুষেন বস্ত্রে, ভূষণে, প্রসাদে
গৃহে গিয়া মোরে তুমি করিবে স্মরণ। কায়-মনো-বাক্যে করি' ধর্ম্ম আচরণ ॥১
হে সখা ! ভরত-সম তুমি মম ভাই। সদা হেথা জেনো তব যাতায়াত চাই ॥
বাক্য শুনি' তা'র মন সুখে ভরে ভারী। চরণে নমিল তা'র লোচনেতে বারি ॥২
হিয়া ধরি' পাদ-পদ্ম ভবনে পৌঁছিল। প্রভু-কথা পরিজনে সব শুনাইল ॥
রঘুনাথ সুচরিত হেরি' পুরবাসী। পুন পুন কহে,—রাম ধন্য সুখরাশি ॥৩

রাম-রাজ্য ত্রিভুবনে হ'ল প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বশোক দূর হ'ল সবে হরষিত॥
কেহ কারো মনে নাহি বৈরতা সাধিল। সকল বৈষম্য রাম-প্রতাপে নাশিল॥৪
দোহা— চারি বর্ণাশ্রম আপন ধরম বেদমার্গ সবে ধরি' চলে।
রোগ-শোক-ভোগ না রহিল কিছু সুখ ভুঞ্জে সতত সকলে॥২০॥

মূল

চৌ—দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা। রাম রাজ নহিঁ কাহুহি ব্যাপা॥
সব নর করহিঁ পরস্পর প্রীতী। চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতি নীতী॥১
চারিউ চরন ধর্ম জগ মাহীঁ। পূরি রহা সপনেহুঁ অঘ নাহীঁ॥
রাম ভগতি রত নর অরু নারী। সকল পরম গতি কে অধিকারী॥২
অল্পমৃত্যু নহিঁ কবনিউ পীরা। সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা॥
নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা। নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা॥৩
সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী। নর অরু নারি চতুর সব গুনী॥
সব গুনগ্য পণ্ডিত সব গ্যানী। সব কৃতগ্য নহিঁ কপট সয়ানী॥৪
দোহা— রাম রাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিঁ।
কাম কর্ম সুভাব গুন কৃত দুখ কাহুহি নাহিঁ॥২১॥

পদ্যানুবাদ

আত্মিক, দৈবিক, আধিভৌতিকাদি তাপে। রামরাজ্যে কারো মন নাহি কভু ব্যাপে
সবে করে পরস্পর প্রীতির আশ্রয়। শ্রুতি-নীতি মানি' সবে ধর্ম্মে রত রয়॥১
সত্য, শৌচ, দয়া-দানে ধরা পূর্ণ হয়। স্বপনেও পাপ কোথা কভু নাহি রয়॥
রাম-ভক্তি-রত হয় যত নর-নারী। সবে মিলি হয় পরাগতি-অধিকারী॥২
শিশু-মৃত্যু নাহি ছিল, না পীড়া তখন। রোগহীন দেহে ছিল সকলি শোভন॥
না দরিদ্র, নাহি দুঃখী, কেহ নহে হীন। নাহি মূর্খ, নাহি কেহ সুলক্ষণ-হীন॥৩
দম্ভহীন ছিল সব ধর্ম্মরত নর। নর-নারী সুচতুর সবে গুণধর॥
গুণজ্ঞ পণ্ডিত সবে তথা জ্ঞানবান। সকলে কৃতজ্ঞ, নহে কপট অজ্ঞান॥৪
দোহা— শুন খগরাজ! রাম যেথা রাজা চরাচর জীবে ধরা-মাঝে।
কাল-কর্ম্ম-গুণ- স্বভাব হইতে দুঃখ নাহি কারো'পরে সাজে॥২১॥

মূল

চৌ—ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা। এক ভূপ রঘুপতি কোসলা॥
ভুঅন অনেক রোম প্রতি জাসূ। যহ প্রভুতা কছু বহুত ন তাসূ॥১

বাংলা অর্থ—খোঈ—নষ্ট হইল; বরনাশ্রম—বর্ণাশ্রম; দৈবিক—আধিদৈবিক; ভৌতিক—আধিভৌতিক; চারিউ চরন—চারি চরণ (সত্য, শৌচ, দয়া, দান); কপট সয়ানী—চতুর ধূর্ত; নভগেস—গরুড়; বিরুজ—নীরোগ; (দো—২০, ২১)

করুণার ধাম সদ্‌গুণ-আকর হে প্রভু! হে দেব! দাও এই বর।
মন-কর্ম্ম-বাক্য- দুঃখ ত্যজি'যেন তব পদে হই অনুরাগপর॥

দোহা— সবার সম্মুখে বেদমূর্ত্তিগণ করে হেন বিনতি উদার।
অন্তর্হিত হ'য়ে পুন চলি' গেলা যথা ছিল ব্রহ্মার আগার॥১৩ক॥
হে খগেশ! শুন শিব তবে আসি' আছিলেন যেথা রঘুবীর॥
সবিনয়ে ক'ন গদগদ স্বরে ভরে তাঁ'র পুলকে শরীর॥১৩খ॥

মূল

ছন্দ— জয় রাম রমারমনং সমনং। ভব তাপ ভয়াকুল পাহি জনং॥
অবধেস সুরেশ রমেস বিভো। সরনাগত মাগত পাহি প্রভো॥১
দসসীস বিনাসন বীস ভুজা। কৃত দূরি মহা মহি ভূরি রুজা॥
রজনীচর বৃন্দ পতঙ্গ রহে। সর পাবক তেজ প্রচণ্ড দহে॥২
মহি মণ্ডল মণ্ডন চারুতরং। ধৃত সায়ক চাপ নিষঙ্গ বরং॥
মদ মোহ মহা মমতা রজনী। তম পুঞ্জ দিবাকর তেজ অনী॥৩
মনজাত কিরাত নিপাত কিএ। মৃগ লোগ কুভোগ সরেন হিএ॥
হতি নাথ অনাথনি পাহি হরে। বিষয়া বন পাবঁর ভূলি পরে॥৪
বহু রোগ বিয়োগন্হি লোগ হএ। ভবদংঘ্রি নিরাদর কে ফল এ॥
ভব সিন্ধু অগাধ পরে নর তে। পদ পঙ্কজ প্রেম ন জে করতে॥৫
অতি দীন মলীন দুখী নিতহীঁ। জিন্হ কেঁ পদ পঙ্কজ প্রীতি নহীঁ॥
অবলম্ব ভবন্ত কথা জিন্হ কেঁ। প্রিয় সন্ত অনন্ত সদা তিন্হ কেঁ॥৬
নহি রাগ ন লোভ ন মান মদা। তিন্হ কেঁ সম বৈভব বা বিপদা॥
এহি তেঁ তব সেবক হোত মুদা। মুনি ত্যাগত জোগ ভরোস সদা॥৭
করি প্রেম নিরন্তর নেম লিএঁ। পদ পঙ্কজ সেবত সুদ্ধ হিএঁ॥
সম মানি নিরাদর আদরহী। সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী॥৮
মুনি মানস পঙ্কজ ভৃঙ্গ ভজে। রঘুবীর মহা রনধীর অজে॥
তব নাম জপামি নমামি হরী। ভব রোগ মহাগদ মান অরী॥৯
গুন সীল কৃপা পরমায়তনং। প্রনমামি নিরন্তর শ্রীরমনং॥
রঘুনন্দ নিকন্দয় দ্বন্দ্বঘনং। মহিপাল বিলোকয় দীন জনং॥১০

দোহা— বার বার বর মাগউঁ হরষি দেহু শ্রীরঙ্গ।
পদ সরোজ অনপায়নী ভগতি সদা সতসঙ্গ॥১৪ক॥
বরনি উমাপতি রাম গুন হরষি গএ কৈলাস।
তব প্রভু কপিন্হ দিবাএ সব বিধি সুখপ্রদ বাস॥১৪খ॥

বাংলা অর্থ—তেজ অনী—তেজসমূহ; মনজাত—কামদেব; হয়ে—হত হইয়াছে;

ছন্দ—জয় রাম! লক্ষ্মীকান্ত! তুমি শান্তিদাতা। ভব-তাপ-ভয়াকুল-জনে তুমি ত্রাতা॥
সুরেশ! অযোধ্যাপতি! রমা-পতি বিভো! শরণ্য আমারে তুমি রক্ষা কর প্রভো॥
দশানন-বিংশ-ভুজ-ধারীরে নাশিয়া। বিশ্বের বেদনা বহু দিলে নিবারিয়া॥
রাক্ষস-রূপেতে যা'রা শকুনি আছিল। শরাগ্নি প্রচণ্ড তব তা'সবে দহিল॥২
ভূমণ্ডলে তুমি এক ভূষণ পরম। ধরিছ সায়ক-চাপ-তূণীর উত্তম॥
মদ, মোহ ও মমতা-রূপী নিশা-তম। তেজঃপুঞ্জ দ্বারা নাশি' রহ সূর্য্য-সম॥৩
কামরূপী ব্যাধ হানে ভোগরূপী শর। নররূপি-মৃগ-জন-হৃদয়ের 'পর॥
হে নাথ! হে হরে! তুমি উন্মোচিয়া শরে। রক্ষিহ বিষয়-বনে উদ্‌ভ্রান্ত পামরে।
বেদনাতে রোগ-শোকে ভোগে বহুজন। তব পদে অনাদর ইহার কারণ॥
তব পাদ-পদ্মে প্রেম না করে যে জন। সংসার-সাগর-গর্ভে তাহার মজ্জন॥৫
দীন পাপী হ'য়ে ভুঞ্জে নিত্য দুঃখ-ভার। তব পাদ-পদ্মে প্রীতি কভু নাহি যা'র॥
তব কথামৃত যা'র সতত আশ্রয়। সাধু, ভগবান্ তা'র সদা প্রিয় হয়॥৬
অনাসক্ত, নাই লোভ, মান তথা মদ। তা'র কাছে সম-জ্ঞান সম্পদ, বিপদ॥
হইয়া সেবক তাই মুনি তোমা' ভজে। হঠযোগ-আশা মুনি সদাতরে ত্যজে॥৭
করে প্রেম নিরন্তর নিয়ম আশ্রয়ে। তব পাদ-পদ্ম সেবে শুদ্ধ হিয়া ল'য়ে॥
মান অপমানে করি' সমান গণন। জগতে সুজন সুখে করে বিচরণ॥৮
মুনি-মন-পদ্ম-ভৃঙ্গ ভজি ওহে প্রিয়! রণধীর রাম! তোমা সেবি হে অজেয়!
তব নাম জপি আর নমি ওহে হরি! ভব-রোগ, গর্ব্ব, মান নাশ হ'য়ে অরি॥৯
গুণ, শীল, করুণাতে তুমি পরধাম। নমি নিরন্তর তোমা' শ্রীরমণ রাম!
হে রঘুনন্দন! নাশ মম দ্বন্দ্ব যত। দীন বলি' মহীপাল! গণিবে সতত॥১০

দোহা— বার বার বর মাগি রমাপতি! হৃষ্ট হ'য়ে দাও তুমি মোরে।
পাদ-পদ্মে যেন অচলা ভকতি সাধুসঙ্গ লভি সদাতরে॥১৪ক॥
বর্ণি' উমাপতি রামগুণগ্রাম হরষিত গেলেন কৈলাস।
দানিলেন প্রভু তবে কপিগণে সর্ব্বরূপে সুখদ-নিবাস॥১৪খ॥

মূল

চৌ—সুনু খগপতি য়হ কথা পাবনী। ত্রিবিধ তাপ ভব ভয় দাবনী॥
মহারাজ কর সুভ অভিষেকা। সুনত লহহিঁ নর বিরতি বিবেকা॥১
জে সকাম নর সুনহিঁ জে গাবহিঁ। সুখ সম্পতি নানা বিধি পাবহিঁ॥
সুর দুর্লভ সুখ করি জগ মাহীঁ। অন্তকাল রঘুপতি পুর জাহীঁ॥২

মান অরী—অভিমানের শত্রু; শ্রীরজ—লক্ষ্মীর আনন্দদাতা; অনপায়নী—অনপায়িনী, অচলা; দিবাএ—দেওয়াইলেন; তবদণ্ড্রি—আপনার চরণ; (দো। ১৪ ক, খ

সুনহিঁ বিমুক্ত বিরত অরু বিষঈ। লহহিঁ ভগতি গতি সম্পতি নঈ॥
খগপতি রাম কথা মৈঁ বরনী। স্বমতি বিলাস ত্রাস দুখ হরনী॥৩
বিরতি বিবেক ভগতি দৃঢ় করনী। মোহ নদী কহঁ সুন্দর তরনী॥
নিত নব মঙ্গল কৌসলপুরী। হরষিত রহহিঁ লোগ সব কুরী॥৪
নিত নই প্রীতি রাম পদ পঙ্কজ। সব কেঁ জিন্হহি নমত সিব মুনি অজ॥
মঙ্গন বহু প্রকার পহিরাএ। দ্বিজন্হ দান নানা বিধি পাএ॥৫

দোহা— ব্রহ্মানন্দ মগন কপি সব কেঁ প্রভু পদ প্রীতি।
জাত ন জানে দিবস তিন্হ গএ মাস ষট বীতি॥১৫॥

পদ্যানুবাদ

রামরাজ্য

চৌ—শুন খগপতি! এই কথা সুপাবনী। ত্রিতাপ-সংসার-জ্বালা-ভয়-বিনাশিনী॥
রঘুপতি রাঘবের শুভ অভিষেক। শুনিলে মানব লভে বিরতি বিবেক॥১
কাম মনুষ্য যদি শুনে আর গায়। নানাবিধ সম্পদ ও সুখ সেই পায়॥
দেবতা দুর্লভ সুখ লভিয়া ধরায়। অন্তকালে রঘুপতি-পুরে চলি' যায়॥২
শুনে যদি জীবন্মুক্ত বিরাগী সংসারী। ভক্তি, গতি বৈভবের হয় অধিকারী॥
হে খগেশ! রাম-কথা করিনু বর্ণন। তাহে সুখ ভুঞ্জি' হবে ত্রাস-বিনাশন॥৩
বিরতি বিবেক ভক্তি তাহে দৃঢ় করে। চারু নৌকা হ'য়ে ল'বে মোহ-নদী-পারে॥
হরষিত নিত্য নব উৎসবে কোশল। হরষিত সবে সেথা সর্ব্বথা মঙ্গল॥৪
যাঁ'র পদে মুনি, ব্রহ্মা, শিব সদা নমে। সে পদ-কমলে প্রীত সবে নবোদ্যমে॥
ভিক্ষুকেরা পায় সজ্জা বিবিধ প্রকার। বিপ্রগণে দান পায় অনেক আকার॥৫

দোহা— ব্রহ্মানন্দে মগ্ন কপি সবে রহে প্রভু-পদে প্রীতি সবে দেয়।
কাল চলে কোথা কেহ নাহি জানে ছয় মাস হেনমতে যায়॥১৫॥

মূল

চৌ—বিসরে গৃহ সপনেহুঁ সুধি নাহীঁ। জিমি পরদ্রোহ সন্ত মন মাহীঁ॥
তব রঘুপতি সব সখা বোলাএ। আই সবন্হি সাদর সিরু নাএ॥১
পরম প্রীতি সমীপ বৈঠারে। ভগত সুখদ মৃদু বচন উচারে॥
তুম্হ অতি কীন্হি মোরি সেবকাঈ। মুখ পর কেহি বিধি করৌঁ বড়াঈ॥২
তাতে মোহি তুম্হ অতি প্রিয় লাগে। মম হিত লাগি ভবন সুখ ত্যাগে॥
অনুজ রাজ সম্পতি বৈদেহী। দেহ গেহ পরিবার সনেহী॥৩

বাংলা অর্থ—ভয় দাবনী—ভয়নাশকারী; বিষঈ—বিষয়ী, সম্প্রদায়ী; সব কুরী—সকল কুলের বা সম্প্রদায়ের; মঙ্গন—ভিক্ষুক; পহিরায়ে—(বস্ত্রাদি) পরাইলেন; জাত—চলিয়া যাইতেছে; বীতি গএ—অতীত হইল; কুরী—বর্গ, দল; (দো—১৫)

सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना। मृषा न कहउँ मोर यह बाना॥
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती॥४
दोहा— अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम।
सदा सर्बगत सर्बहित जानि करेहु अति प्रेम॥१६॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বিস্মরিল গৃহ তাহা স্বপ্নে নাহি স্মরে। সাধু পরদ্রোহ যথা স্বপ্নে না আচরে
তবে রঘুপতি সব সখারে ডাকা'ন। সবে আসি' সমাদরে প্রণাম জানা'ন॥১
অতি প্রীতি-ভরে পার্শ্বে সবারে বসা'ন। ভক্ত-সুখপ্রদ-বাক্য সবারে শুনা'ন॥
সেবা-কার্য্যে কা'রো কোন ত্রুটি হেরি নাই। কেমনে মুখের'পরে প্রশংসা জানাই
হে তাত! তোমরা অতি মম প্রিয়জন। মম হিত-তরে সবে ত্যজিলে ভবন॥
অনুজ ও রাজ্য তথা সম্পত্তি, বৈদেহী। দেহ, গেহ, পরিবার, বন্ধু তথা স্নেহী
তোমাদের সম কিছু প্রিয় নাই মম। মিথ্যা নাহি কহি আমি এ'মোর মরম॥
সেবক সবার প্রিয় এই মূল-নীতি। আমি কিন্তু ভক্ত'পরে ধরি বেশী প্রীতি॥৪
দোহা— এবে গৃহে যাও সখা মোরে ভজ যথাবিধি নিয়ম পালিয়া।
মোরে সর্ব্বগত সর্ব্বতরে জানি' চল প্রীতি আমাতে রাখিয়া॥১৬॥

মূল

চৌ—সুনি প্রভু বচন মগন সব ভএ। কো হম কহাঁ বিসরি তন গএ॥
একটক রহে জোরি কর আগে। সকহিঁ ন কছু কহি অতি অনুরাগে॥১
পরম প্রেম তিন্হ কর প্রভু দেখা। কহা বিবিধি বিধি গ্যান বিসেষা॥
প্রভু সন্মুখ কছু কহন ন পাবহিঁ। পুনি পুনি চরন সরোজ নিহারহিঁ॥২
তব প্রভু ভূষন বসন মগাএ। নানা রঙ্গ অনূপ সুহাএ॥
সুগ্রীবহি প্রথমহিঁ পহিরাএ। বসন ভরত নিজ হাথ বনাএ॥৩
প্রভু প্রেরিত লছিমন পহিরাএ। লঙ্কাপতি রঘুপতি মন ভাএ॥
অঙ্গদ বৈঠ রহা নহি ডোলা। প্রীতি দেখি প্রভু তাহি ন বোলা॥৪
দোহা— জামবন্ত নীলাদি সব পহিরাএ রঘুনাথ।
হিয়ঁ ধরি রাম রূপ সব চলে নাই পদ মাথ॥১৭ক॥
তব অঙ্গদ উঠি নাই সিরু সজল নয়ন কর জোরি।
অতি বিনীত বোলেউ বচন মনহুঁ প্রেম রস বোরি॥১৭খ॥

বাংলা অর্থ—বিসরে—বিস্মৃত, ভুলিল; সুধি নহীঁ—স্মরণে আসে না; মোরি—আমার; বড়াঈ করৌঁ—মহত্ব বর্ণনা করিব; বানা—স্বভাব; নেম—নিয়ম; বিসরি গএ—ভুলিয়া গেল; একটক—একদৃষ্টে; বসন বনায়ে—কাপড় পরাইলেন; নহি ডোলা—নড়িল না; বোরি—ডুবাইয়া; ত্যাগে—ত্যাগ করিয়াছ; (দো—১৬, ১৭ ক, খ

চৌ—শুনি' প্রভু-বাণী সবে প্রেমেতে ডুবিল। কে আমি কোথায় তবু সব বিস্মরিল
এক দৃষ্টে রহে সবে যুক্ত করে আগে। কহিতে না পারে কিছু ভরে অনুরাগে ॥১
প্রভু হেরি' তাহাদের পরম পিরীতি। বিবিধ প্রকারে ক'ন জ্ঞানগর্ভ নীতি ॥
প্রভুর সম্মুখে কিছু কহিতে না পারে। পুন পুন তাঁ'র পদ-কমল নিহারে।২
আনাইয়া ল'ন প্রভু বসন-ভূষণ। নানাবর্ণে বিচিত্রিত ভূরি সুশোভন ॥
সুগ্রীবেরে প্রথমেতে বসন পরা'ন। ভরত নিজের হাতে তাহারে সাজা'ন।৩
লক্ষ্মণ আদেশ লভি' লঙ্কেশে পরা'ন। সুসজ্জিত হেরি' তা'রে প্রভু সুখ পা'ন॥
না নড়ে অঙ্গদ সেথা বসি' র'ন স্থির। প্রীতি হেরি' কিছু নাহি ক'ন রঘুবীর ॥৪
দোহা— জাম্ববান নীল আদি সবাকারে রঘুনাথ করে আভূষণ।
হৃদে রাম রূপ ধরিয়া সকলে চলে নমি' প্রভুর চরণ ॥১৭ক॥
তখন অঙ্গদ উঠি' নমি' শির আঁখি ভরা বারি যুক্ত করে।
বিনয় করিয়া কহেন বচন পরিপূর্ণ অতি প্রেম-ভরে ॥১৭খ॥

মূল

চৌ—সুনু সর্বগ্য কৃপা সুখ সিন্ধো। দীন দয়াকর আরত বন্ধো॥
মরতী বের নাথ মোহি বালী। গয়উ তুম্হারেহি কোঁছেঁ ঘালী।১
অসরন সরন বিরদু সম্ভারী। মোহি জনি তজহু ভগত হিতকারী॥
মোরেঁ তুম্হ প্রভু গুর পিতা মাতা। জাউঁ কহাঁ তজি পদ জলজাতা ॥২
তুম্হহি বিচারি কহহু নরনাহা। প্রভু তজি ভবন কাজ মম কাহা॥
বালক গ্যান বুদ্ধি বল হীনা। রাখহু সরন নাথ জন দীনা ॥৩
নীচি টহল গৃহ কৈ সব করিহউঁ। পদ পঙ্কজ বিলোকি ভব তরিহউঁ॥
অস কহি চরন পরেউ প্রভু পাহী। অব জনি নাথ কহহু গৃহ জাহী ॥৪
দোহা— অঙ্গদ বচন বিনীত সুনি রঘুপতি করুনা সীঁব।
প্রভু উঠাই উর লায়উ সজল নয়ন রাজীব ॥১৮ক॥
নিজ উর মাল বসন মনি বালিতনয় পহিরাই।
বিদা কীন্হি ভগবান তব বহু প্রকার সমুঝাই ॥১৮খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি কৃপা-সুখ-সিন্ধো! দীনে দয়াপর তুমি ওহে আর্ত্তবন্ধো!
মরণের কালে নাথ! মম পিতা বালি। তব স্নেহময়-ক্রোড়ে দিলা মোরে ডালি' ॥১

বাংলা অর্থ—মরতী বের—মরণের বেলায়; কোঁছেঁ—ক্রোড়ে; ঘালী গয়উ—ফেলিয়া দিয়াছে; বিরদু—স্বভাব; সম্ভারী—সামলাইয়া; জাউঁ—যাইব; নীচি টহল—নীচ কাজ; সীঁব—সীমা; মাল—মালা; বিদা—বিদায়; (দো—১৮ ক, খ)

অনাথ-শরণ তুমি এ কথা বুঝিবে। ভক্ত-হিতকারী তুমি মোরে না ত্যজিবে॥
তুমি পিতা-মাতা প্রভু তথা গুরুজন। কোথা যাব ত্যজি' তব কমল-চরণ॥৩
তুমি বিচারিয়া মোরে কহ রঘুনাথ। ভবনে কি কাজ মম ত্যজি' প্রভু-সাথ॥
আমি যে বালক জ্ঞান-বুদ্ধি-বলহীন। আমারে আশ্রয় দাও আমি বড় দীন॥৪
ঘরে যত নীচ কাজ আমি তা' সাধিব। পাদ-পদ্ম হেরি' ভব তরিয়া যাইব॥
হেন কহি' প্রভু-পার্শ্বে চরণে পড়িল। গৃহে যেতে নাহি কহ প্রভুরে বলিল॥৫

দোহা— অঙ্গদ মিনতি শ্রবণে শুনিয়া রঘুপতি করুণা-আধার।
উঠা'য়ে তাহারে ধরেন হৃদয়ে আঁখি-পদ্মে ভরে জল-ভার॥১৮ক॥
নিজ কণ্ঠ-মাল্য বস্ত্র তথা মণি পরা'লেন বালির কুমারে।
বিদায় দিলেন ভগবান তা'রে বুঝাইয়া বিবিধ প্রকারে॥১৮খ॥

মূল

চৌ—ভরত অনুজ সৌমিত্রি সমেতা। পঠবন চলে ভগত কৃত চেতা॥
অঙ্গদ হৃদয়ঁ প্রেম নহিঁ থোরা। ফিরি ফিরি চিতব রাম কীঁ ওরা॥১
বার বার কর দণ্ড প্রনামা। মন অস রহন কহহিঁ মোহি রামা॥
রাম বিলোকনি বোলনি চলনী। সুমিরি সুমিরি সোচত হঁসি মিলনী॥২
প্রভু রুখ দেখি বিনয় বহু ভাষী। চলেউ হৃদয়ঁ পদ পঙ্কজ রাখী॥
অতি আদর সব কপি পহুঁচাএ। ভাইন্হ সহিত ভরত পুনি আএ॥৩
তব সুগ্রীব চরন গহি নানা। ভাঁতি বিনয় কীন্হে হনুমানা॥
দিন দস করি রঘুপতি পদ সেবা। পুনি তব চরন দেখিহউঁ দেবা॥৪
পুন্য পুঞ্জ তুম্হ পবনকুমারা। সেবহু জাই কৃপা আগারা।
অস কহি কপি সব চলে তুরন্তা। অঙ্গদ কহই সুনহু হনুমন্তা॥৫

দোহা— কহেহু দণ্ডবত প্রভু সৈঁ তুম্হহি কহউঁ কর জোরি।
বার বার রঘুনায়কহি সুরতি করাএহু মোরি॥১৯ক॥
অস কহি চলেউ বালিসুত ফিরি আয়উ হনুমন্ত।
তাসু প্রীতি প্রভু সন কহী মগন ভএ ভগবন্ত॥১৯খ॥
কুলিসহু চাহি কঠোর অতি কোমল কুসুমহু চাহি।
চিত্ত খগেস রাম কর সমুঝি পরই কহু কাহি॥১৯গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—রাম সাথে ল'য়ে তদা শত্রুঘ্ন-সৌমিত্রি। চলেন বিদায় দিতে ভক্তকৃত্য স্মরি'
অঙ্গদ-হৃদয়ে প্রেম অল্প নাহি ছিল। ফিরি' ফিরি' রাম-পানে চাহিতে লাগিল॥১

বাংলা অর্থ—পঠবন চলে—পাঠাইতে চলিলেন; রহন কহহি—রহিতে বলুন; হঁসি মিলনী—হাস্যযুক্ত মিলনের মনোভাব; রুখ—অভিপ্রায়; সুরতি করাএহু—স্মরণ করাইবে; সমুঝি পরই—বুঝিতে পারিবে; কাহি—কে; (দো—১৯ ক, খ, গ)

বার বার দণ্ডবৎ করিল প্রণাম। মনে চিন্তে 'রহ তুমি' ক'ন প্রভু রাম॥
রামের চাহনি, কথা তথা মতি-গতি। সহাস্য মিলন স্মরি' বিষাদিত-মতি॥২
প্রভু পানে হেরি' বহু কহি' সবিনয়ে। চলিল চরণ-পদ্ম রাখিয়া হৃদয়ে॥
সমাদরে কপিগণে আগাইয়া দিয়া। ভ্রাতৃগণ-সহ রাম আসেন ফিরিয়া॥৩
হনুমান ধরে তদা সুগ্রীব-চরণ। বহুধা মিনতি করি' কহিল বচন॥
দিন দশ সেবি' আগে রাঘব-চরণ। আসিব লভিতে দেব-চরণ দর্শন।৪
পুণ্য-পুঞ্জ তুমি ওহে পবন-কুমার! এবে গিয়া সেব তুমি রাম কৃপাধার॥
ইহা কহি' কপি সব ত্বরিত চলিল। শুন হনুমান! তুমি অঙ্গদ কহিল॥৫

দোহা— প্রণাম আমার জানাবে প্রভুরে তোমা' কহি আমি যুক্ত-করে।
কহ বার বার রঘুর নায়ক প্রভু যেন মোরে না বিস্মরে॥১৯ক॥
হেন কহি' যায় বালির কুমার ফিরিয়া আসিল হনুমান।
তা'সবার প্রীতি প্রভু শুনি' তদা প্রেম-মগ্ন হ'ন ভগবান্॥১৯খ॥
কুলিশ অপেক্ষা অতীব কঠোর কোমলতর কুসুম হ'তে।
হে খগেশ! বুঝ হেন রাম-চিত বল কেবা পারিবে বুঝিতে? ১৯গ॥

মূল

চৌ—পুনি কৃপাল লিয়ো বোলি নিষাদা। দীন্হে ভুষন বসন প্রসাদা॥
জাহু ভবন মম সুমিরন করেহূ। মন ক্রম বচন ধর্ম্ম অনুসরেহূ॥১
তুম্হ মম সখা ভরত সম ভ্রাতা। সদা রহেহু পুর আবত জাতা॥
বচন সুনত উপজা সুখ ভারী। পরেউ চরন ভরি লোচন বারী॥২
চরন নলিন উর ধরি গৃহ আবা। প্রভু সুভাউ পরিজনন্হি সুনাবা॥
রঘুপতি চরিত দেখি পুরবাসী। পুনি পুনি কহহিঁ ধন্য সুখরাসী।৩
রাম রাজ বৈঠেঁ ত্রৈলোকা। হরষিত ভএ গএ সব সোকা॥
বয়রু ন কর কাহূ সন কোঈ। রাম প্রতাপ বিষমতা খোঈ।৪

দোহা— বরনাশ্রম নিজ নিজ ধরম নিরত বেদ পথ লোগ।
চলহিঁ সদা পাবহিঁ সুখহি নহিঁ ভয় সোক ন রোগ॥২০॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কৃপাল ডাকিয়া পুন আনেন নিষাদে। তাহারে তুষেন বস্ত্রে, ভূষণে, প্রসাদে
গৃহে গিয়া মোরে তুমি করিবে স্মরণ। কায়-মনো-বাক্যে করি' ধর্ম্ম আচরণ॥১
হে সখা! ভরত-সম তুমি মম ভাই। সদা হেথা জেনো তব যাতায়াত চাই॥
বাক্য শুনি' তা'র মন সুখে ভরে ভারী। চরণে নমিল তা'র লোচনেতে বারি॥২
হিয়া ধরি' পাদ-পদ্ম ভবনে পৌঁছিল। প্রভু-কথা পরিজনে সব শুনাইল॥
রঘুনাথ সুচরিত হেরি' পুরবাসী। পুন পুন কহে,—রাম ধন্য সুখরাশি॥৩

রাম-রাজ্য ত্রিভুবনে হ'ল প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বশোক দূর হ'ল সবে হরষিত॥
কেহ কারো মনে নাহি বৈরতা সাধিল। সকল বৈষম্য রাম-প্রতাপে নাশিল॥৪
দোহা— চারি বর্ণাশ্রম আপন ধরম বেদমার্গ সবে ধরি' চলে।
রোগ-শোক-ভোগ না রহিল কিছু সুখ ভুঞ্জে সতত সকলে॥২০॥

মূল

চৌ—দৈহিক দৈবিক ভৌতিক তাপা। রাম রাজ নহিঁ কাহুহি ব্যাপা॥
সব নর করহিঁ পরস্পর প্রীতী। চলহিঁ স্বধর্ম নিরত শ্রুতি নীতী॥১
চারিউ চরন ধর্ম জগ মাহীঁ। পূরি রহা সপনেহুঁ অঘ নাহীঁ॥
রাম ভগতি রত নর অরু নারী। সকল পরম গতি কে অধিকারী॥২
অল্পমৃত্যু নহিঁ কবনিউ পীরা। সব সুন্দর সব বিরুজ সরীরা॥
নহিঁ দরিদ্র কোউ দুখী ন দীনা। নহিঁ কোউ অবুধ ন লচ্ছনহীনা॥৩
সব নির্দম্ভ ধর্মরত পুনী। নর অরু নারি চতুর সব গুনী॥
সব গুনগ্য পণ্ডিত সব গ্যানী। সব কৃতগ্য নহিঁ কপট সয়ানী॥৪
দোহা— রাম রাজ নভগেস সুনু সচরাচর জগ মাহিঁ।
কাল কর্ম সুভাব গুন কৃত দুখ কাহুহি নাহিঁ॥২১॥

পদ্যানুবাদ

আত্মিক, দৈবিক, আধিভৌতিকাদি তাপে। রামরাজ্যে কারো মন নাহি কভু ব্যাপে
সবে করে পরস্পর প্রীতির আশ্রয়। শ্রুতি-নীতি মানি' সবে ধর্ম্মে রত রয়॥১
সত্য, শৌচ, দয়া-দানে ধরা পূর্ণ হয়। স্বপনেও পাপ কোথা কভু নাহি রয়॥
রাম-ভক্তি-রত হয় যত নর-নারী। সবে মিলি হয় পরাগতি-অধিকারী॥২
শিশু-মৃত্যু নাহি ছিল, না পীড়া তখন। রোগহীন দেহে ছিল সকলি শোভন॥
না দরিদ্র, নাহি দুঃখী, কেহ নহে হীন। নাহি মূর্খ, নাহি কেহ সুলক্ষণ-হীন॥৩
দম্ভহীন ছিল সব ধর্ম্মরত নর। নর-নারী সুচতুর সবে গুণধর॥
গুণজ্ঞ পণ্ডিত সবে তথা জ্ঞানবান। সকলে কৃতজ্ঞ, নহে কপট অজ্ঞান॥৪
দোহা— শুন খগরাজ! রাম যেথা রাজা চরাচর জীবে ধরা-মাঝে।
কাল-কর্ম্ম-গুণ- স্বভাব হইতে দুঃখ নাহি কারো'পরে সাজে॥২১॥

মূল

চৌ—ভূমি সপ্ত সাগর মেখলা। এক ভূপ রঘুপতি কোসলা॥
ভুঅন অনেক রোম প্রতি জাসু। য়হ প্রভুতা কছু বহুত ন তাসু॥১

বাংলা অর্থ—খোঈ—নষ্ট হইল; বরনাশ্রম—বর্ণাশ্রম; দৈবিক—আধিদৈবিক; ভৌতিক—আধিভৌতিক; চারিউ চরন—চারি চরণ (সত্য, শৌচ, দয়া, দান); কপট সয়ানী—চতুর ধূর্ত; নভগেস—গরুড়; বিরুজ—নীরোগ; (দো—২০, ২১)

তেহি সেবউঁ মৈঁ কপট সমেতা। দ্বিজ দয়াল অতি নীতি নিকেতা॥
বাহিজ নম্র দেখি মোহি সাঈঁ। বিপ্র পঢ়াব পুত্র কী নাঈঁ॥৩
সম্ভু মন্ত্র মোহি দ্বিজবর দীন্‌হা। সুভ উপদেস বিবিধ বিধি কীন্‌হা॥
জপউঁ মন্ত্র সিব মন্দির জাঈ। হৃদয়ঁ দম্ভ অহমিতি অধিকাঈ॥৪

দোহা— মৈঁ খল মল সঙ্কুল মতি নীচ জাতি বস মোহ।
হরি জন দ্বিজ দেখেঁ জরউঁ করউঁ বিষ্ণু কর দ্রোহ॥১০৫ক॥
গুর নিত মোহি প্রবোধ দুখিত দেখি আচরন মম।
মোহি উপজই অতি ক্রোধ দম্ভিহি নীতি কি ভাবঈ॥১০৫খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হে খগেশ! উজ্জয়িনী করিনু গমন। উদাস দরিদ্র দীন দুঃখ-ভরা মন॥
কাল ক্রমে সেথা কিছু লভিলাম ধন। সেথা পুন করিলাম শিবের অর্চন॥১
বিপ্র এক পুজে শিবে বেদ-বিধি ধ'রে। সেই কাজে সেথা রত আন না আচরে॥
পরমার্থ-প্রয়াসী সে আচারী ব্রাহ্মণ। হরি-নিন্দা নাহি করে, করে শিবার্চন॥২
তাঁহারে সেবিতে ধরি কপট আচার। দয়াল ব্রাহ্মণ তিনি নীতির আধার॥
বাহিরে নম্রতা হেরি' আমারে শিখান। জানি' বিপ্র আচরেন পুত্রের সমান॥৩
দ্বিজবর করিলেন শম্ভু-মন্ত্র দান। শুভ উপদেশ বহু করিয়া প্রদান॥
শিব-মন্ত্র জপিলাম শিব-নিকেতনে। অতি দম্ভ অহমিকা ভরে মম মনে॥৪

দোহা— খল পাপ-মতি নীচ জাতি হেতু গ্রাসিল আমারে ঘোর মোহ।
হরি-ভক্ত বিপ্র হেরি' জ্বলে যাই করিলাম বিষ্ণু প্রতি দ্রোহ॥১০৫ক
গুরু নিত্য মোরে শিক্ষা দেন বটে দুঃখ পা'ন মম আচরণে।
মম মন কিন্তু ক্রোধে যায় ভরি' নীতি নহে প্রিয় দম্ভি-জনে॥১০৫খ

বাংলা অর্থ—উজেনী—উজ্জয়িনী; মলীন—উদাসীন মানস; পরমার্থ বিন্দক—পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ; নীতি নিকেতা—নীতিমান্; বাহিজ—বাহ্যত; সাঈ—স্বামী; পঢ়াব—পড়াইতেন; অহমিতি—অহঙ্কারযুক্ত; মল সঙ্কুল মতি—পাপী মন; জরউঁ—জলিয়া যাইতাম; দ্রোহ—নিন্দা; প্রবোধ—বুঝাইতেন; দম্ভিহি নীতি—দাম্ভিকের নীতি; ভাবঈ—ভাল লাগে; মল সঙ্কুল—পাপপূর্ণ; দো—১০৫)

সারমর্ম—(উত্তরকাণ্ড মধ্যমাংশ) ৫৩—১০৮ দোহা পর্য্যন্ত

উমা শিবকে বলিতেছেন,—হে নাথ! পবিত্র ও সুন্দর এই প্রভুচরিত কাক কোথায় পাইল। আপনি বা কোথায় শুনিলেন? তাহা শুনিতে আমার কৌতূহল হইতেছে। গরুড় মহাজ্ঞানী ও গুণময়; সে বিষ্ণুর সেবক, সে মুনিগণের নিকট না গিয়া কাকের কাছে গেল কেন? কাক ও গরুড় এই দুই হরিভক্তের মধ্যে কেমনে কথাবার্ত্তা হইল। উমার এই প্রশ্নের

উত্তরে শিব বলিলেন,—যে কাহিনী শুনিলে সকল শোক ও ভ্রম নষ্ট হয়, যে কথায় রামচরণে বিশ্বাস হয় এবং যাহাতে মানুষ অক্লেশে ভবসংসার পার হইতে পারে সেই পবিত্র কাহিনী শুন। এ ব্যাপারে গোড়ার কথা হইল,—প্রথমে তুমি দক্ষের ঘরে জন্মিয়াছিলে তোমার নাম ছিল সতী। দক্ষযজ্ঞে তুমি অপমানিত হইলে তুমি যোগ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলে। আমার অনুচরগণ সেই যজ্ঞ ভঙ্গ করে। তখন শোকাকুল হইয়া চারিদিকে ভ্রমণকালে সুমেরু পর্ব্বত হইতে দূরে চারিটি শিখর-বিশিষ্ট নীল পর্ব্বতে অবস্থান করি। সেই পর্ব্বতে এক পরম সুন্দর সরোবর হংস-কলরবে মুখর এবং ভ্রমর-গুঞ্জিত ছিল, যেখানে এক কল্পান্তস্থায়ী এক কাক বাস করিত। মায়া হইতে উৎপন্ন মোহ, কাম প্রভৃতি বিবেকবিরুদ্ধ বৃত্তি সে পর্ব্বতের ত্রিসীমায় ছিল না। সেখানে কাক কেমন করিয়া হরি ভজনা করে তাহার পরিচয় শুন। হরির ভজন ছাড়া তাহার কোন কাজ নাই। সেখানে অনেক পাখী আসিয়া শোনে আর কাক রামচরিত গান করে। আমি হাঁসের দেহ ধারণ করিয়া সেখানে যোগদান করি। গরুড় কেন কাকের নিকট গেল তাহা শুন। রঘুনাথ যখন লঙ্কাতে যুদ্ধ খেলা খেলেন তখন তিনি ইন্দ্রজিতের হাতে বাঁধা পড়েন। সেই নাগপাশ ছেদ করিতে নারদ গরুড়কে পাঠা'ন। গরুড় বন্ধন কাটিয়া চলিয়া গেল কিন্তু তাহার মনে সংশয় জাগিল যাহার নাম স্মরণ করিয়া মানুষ ভববন্ধন মুক্ত হয় তুচ্ছ রাক্ষস সেই রামকে নাগপাশে বাঁধে ইহা বড় আশ্চর্য্য। গরুড় নারদকে এই সংশয়ের কথা জানাইলে নারদ বলেন,—এ ব্যাপারটি জটিল। তবে রামের মায়াও বড় জটিল। এ মায়া বুঝা দায়। তুমি বরং ব্রহ্মার নিকট যাও। গরুড় ব্রহ্মার নিকট নিজ সন্দেহের কথা বর্ণনা করিলে ব্রহ্মা রামের উদ্দেশ্যে মাথা নত করিয়া মনে ভাবিলেন,—নিজে ব্রহ্মাও ভগবানের মায়ার অধীন। চরাচর জগৎস্রষ্টা হইয়াও তাঁহার এই দশা, গরুড়ের ত হইবেই। তিনি গরুড়কে বলিলেন,—মহেশ্বর রামের শক্তির কথা জানেন তুমি সেখানে যাও। গরুড় আর্ত্ত হইয়া আমার নিকট আসিল। আমি কুবেরের নিকট তখন যাইতেছিলাম। পথে আমি রামতত্ত্ব কেমনে বুঝাইব, সৎসঙ্গে দীর্ঘকাল আলোচনা করিলে তাহা বুঝা যায় বলিয়া গরুড়কে বিদায় দিলাম। যেখানে নিত্য হরিকথা হয় তাহা শুনিলে তোমার রামচরণে ভক্তি হইবে। হরিকথা শুনিতে শুনিতে মোহ দূর হয় তখন রামচরণে ভক্তি হয় জানিবে। ভক্তি না হইলে যোগ, জপ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোন মূল্য নাই।

উত্তরে নীলগিরি পর্ব্বতে কাকভুষুণ্ডি বাস করে। সে সর্ব্বদা রামগুণগান করে আর সকল পাখী তাহা শুনে। তুমিও সেখানে গিয়া রামকথা শুনিলে সকল বুঝিবে। গরুড়ের অভিমান ছিল, সেই অভিমান রাম-কথা ভাঙ্গিয়া দিবে ইহাই বোধ হয় মূলকথা। তা'ছাড়া গরুড় পক্ষীর ভাষা ভালই বুঝিবে। ত্রিভুবনপতির বাহন হইয়াও সে মোহ ও মায়ার অধীন। গরুড় ভুষণ্ডীর নিকট গেল। পর্ব্বতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া গরুড় বড় আনন্দ পাইল। বহু পক্ষীর সমাগমে যখন ভুষণ্ডী রামকথা আরম্ভ করিতে যাইবে তখন গরুড় উপস্থিত হইল। কাক গরুড়কে স্বাগত করিয়া তাহার আগমনের উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহিল এবং বলিল তোমার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। তখন গরুড় বলিল,—তুমি চিরকৃতার্থ,

স্বয়ং শিবও তোমার স্তুতি করেন। যে কাজে আসিয়াছিলাম তাহা তোমার দর্শনেই হইয়াছে, তোমার আশ্রম দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তোমার কাছে আমি রামকথা শুনিতে চাই। কাক ধারাবাহিকভাবে রামচরিত বর্ণনা আরম্ভ করিল। ভূমিকাতে রামচরিতমানস-সরোবরের বর্ণনান্তে নারদের অসীম মোহের কথা, রাবণ অবতারের কথা এবং প্রভুরামের অবতারের কথা বর্ণনা করিল। অতঃপর রামের শিশুচরিত, বিশ্বামিত্রের দশরথগৃহে উপস্থিতি, রঘুবীরের বিবাহ, রামের অভিষেক-জটিলতা, রাজার প্রতিজ্ঞাপালন, রাজ্যাভিষেকের রসভঙ্গ, পুরবাসীর বিরহ ও বিবাদ, রামলক্ষ্মণের কথোপকথন, রামচন্দ্রের বনগমন, নিষাদের অনুরাগ, গঙ্গা পার হইয়া প্রয়াগে বাস, প্রভুর সহিত বাল্মীকির মিলন, চিত্রকূটে প্রভুর বাসের পরিচয় দিল। মন্ত্রী রামকে বিদায় দিয়া নগরে প্রত্যাবর্তন, রাজার মৃত্যু, ভরতের আগমন, ভরতের প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম, ভরতের পিতৃশ্রাদ্ধাদি-পরে শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে পুরজনসহ গমন, অতঃপর ভরতের পাদুকাসহ অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন, ভরতের দৈনন্দিন জীবনধারণ, জয়ন্তের কীর্তি, প্রভুর ও অত্রির সাক্ষাৎ, বিরাধবধ, শরভঙ্গমুনির দেহত্যাগ, অগস্ত্যশিষ্য সুতীক্ষ্ণর প্রভু-প্রীতি ও অগস্ত্যমুনির সঙ্গে সাক্ষাৎকার, অতঃপর দণ্ডকবনের পবিত্রতা বর্ণন, জটায়ুর সহিত মৈত্রী, প্রভুর পঞ্চবটী বাস, সকল মুনির ত্রাস-নাশ, লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের উপদেশ, লক্ষ্মণদ্বারা শূর্পনখার কুরূপীকরণ, খরদূষণবধ. দশাননের সকল সংবাদের অবগতি, অতঃপর রাবণ-মারীচ-সংবাদ, মায়াসীতাহরণ ও রঘুবীর-বিরহ পরিচয় দিল। প্রভুদ্বারা গৃধ্রের সৎকার, কবন্ধের সশরীর মোক্ষদান, রঘুবীরের পম্পাতীরে উপস্থিতি, প্রভু-নারদ-সংবাদ, হনুমান ও সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাসংবাদ ও বালিবধ, সুগ্রীবের রাজ্যাভিষেকান্তে প্রবর্ষণ শৈলে বাস, বর্ষা ও শরৎ ঋতুর বর্ণনা, রামের রোষ ও কপিগণের ভয়, কপিপতি সুগ্রীবকর্তৃক সীতার অনুসন্ধানার্থ বানর প্রেরণ, সম্পাতির সহিত বানরের মিলন, অতঃপর কপির সমুদ্র উত্তরণ ও লঙ্কায় প্রবেশ ও সীতার সহিত সাক্ষাৎকার, লঙ্কাদহনপূর্বক রামের নিকট বৈদেহীর কুশল সংবাদজ্ঞাপন, রঘুবীরের সমুদ্রতীরে উত্তরণ, বিভীষণসহ প্রভুর মিলন, বানর সৈন্যের সেতুবন্ধন ও সমুদ্র উত্তরণ এবং বালীকুমারকে দূতরূপে প্রেরণ কথা বলিল।

রাক্ষস ও কপির যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণ ও মেঘনাদের বল ও পৌরুষসংহার পরিচয়, রাক্ষসগণের মরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণ-বধ, মন্দোদরীর শোক ও বিভীষণকে নিষ্কণ্টক রাজ্য দান সীতা-রঘুপতি-মিলন, দেবগণের রামস্তুতি, পুষ্পকে চড়িয়া বানরসেনাসহ অযোধ্যাতে রামের উপস্থিতি, ভগবান প্রত্যাগমনে রাজ্যাভিষেক ও রাজনীতিতত্ত্ব বিশ্লেষণ সকলই কাকভূষণ্ডি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল। সকল শুনিয়া গরুড়ের রামায়ণে ভক্তি হইল। মানুষের মত চরিত্র দেখিয়া গরুড়ের যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল সে ভুল তাহার হিতসাধন করিয়াছে। গরুড়ে মোহ হইয়াছিল বলিয়াই কাকভুষুণ্ডির সহিত সাক্ষাতের ক্ষেত্র হয়। এখন কাক-ভুষুণ্ডির নিকট সকল পরিচয় শুনিয়া গরুড়ের সকল সংশয় দূর হইল।

খগরাজের কাকের প্রতি বিনয়পূর্ণ ও সশ্রদ্ধ বাক্য শুনিয়া কাকভুষুণ্ডি বলিল,—তুমি আমার

পূজ্য ও রঘুনাথেরও প্রিয়পাত্র বটে। তিনি তোমাকে এখানে পাঠাইয়া আমাকে গৌরব দিয়াছেন। আর তুমি যে নিজের মোহের কথা বলিলে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই। নারদ ব্রহ্মা সনকাদি অধ্যাত্মবাদী মুনিগণও এই মোহের অতীত নহেন। কাম কাহাকে নাচায় নাই? তৃষ্ণা কাহাকে পাগল করে নাই? ক্রোধে কাহার হৃদয় দগ্ধ হয় নাই? পণ্ডিত গুণী জ্ঞানী তপস্বী কে আছে যাহার লোভ নাই? ধনের অহঙ্কার নাই এমন কে আছে? অধিকারলাভে বধির হয় নাই এমন কে আছে? যুবতীস্ত্রীর অপাঙ্গদৃষ্টিতে ভোলে নাই এমন কে আছে? যৌবন জ্বরে প্রলাপ বকায় নাই এমন লোক কোথায়? আসক্তি কাহার যশ না নষ্ট করিয়াছে। অন্যের ভাল দেখিয়া কোন প্রকার দুঃখ পায় নাই এমন কয়জন আছে? মায়ার অধীন নয় এমন কে জগতে আছে? পুত্রেচ্ছা ধনেচ্ছা যশ ইচ্ছা কাহার মনকে না মলিন করে? এসবই মায়ার পরিবার। শিব ব্রহ্মাও মায়ার নিকট ভয় পান। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ সকলই মায়ার সম্পত্তি। দম্ভ, কপটতা ও অহঙ্কার যোদ্ধা। এই মায়া রঘুনাথের দাসী। জ্ঞানের পূর্ণতা হইলে মায়াকে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইবে। এই যে মায়া যাহা জগৎকে নাচায় সেই মায়া প্রভুর ভ্রুকুটিবিলাসে নটীর মত নাচে। প্রকাশময় জ্ঞান ও আনন্দঘন রামচন্দ্র বাক্য ও ইন্দ্রিয়াতীত, নির্গুণ ও নির্দম্ভ. তিনি ব্রহ্ম. ইচ্ছাশূন্য, শুদ্ধ ও শাশ্বত, তাঁহার সম্মুখে মোহ হয় না। ভক্তের জন্য প্রভু রাম রাজার দেহ ধারণ করেন। সাধারণ মানুষের মত করিয়া অতি পবিত্র জীবন যাপন করেন। তাহার বিভিন্ন বেশ ধারণ নিপুণ নটের মত, কোনটাই তাঁহার নিজের নয়। রঘুপতিলীলা দৈত্যদের মোহকারক, ভক্তের সুখদায়ক। বিষয়ভোগে লিপ্ত লোক তাঁহার উপর মোহদোষ আরোপ করে। কামলা রোগী চন্দ্রে পীতবর্ণতা দেখে, নৌযাত্রীর নিকট পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান হয়। জগৎপতি রামের সম্বন্ধে মোহও এমনি। তাঁহার ভিতরে কেহ স্বপ্নেও অজ্ঞানের কথা থাকিতে পারেনা। তাঁহার নির্গুণরূপ বরং নাকি সুলভ কিন্তু সকল রূপ এত বৈচিত্র্যপূর্ণ যাহা আদৌ সহজবোধ্য নয়। রঘুপতির অসীম শক্তির পরিচয় শুন। তাঁহার সম্বন্ধে আমারও মোহ হইয়াছিল। সে এক রহস্যময় ব্যাপার। তাঁহার সহজ স্বভাব যে তিনি ভক্তের ভিতর অভিমান থাকিতে দেন না। অভিমানই যাবতীয় শোক দুঃখের কারণ। কৃপানিধি ভক্তের অভিমান নিঃশেষে দূর করেন। সেবকের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা। রামের কৃপার কথা ও আমার মূঢ়তার কথা বলি, হে খগপতি! শুন। যখন তিনি মনুষ্যদেহ ধারণ করেন তখন আমি অযোধ্যায় যাই। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরি ও তাঁহার উচ্ছিষ্ট খাই। বালক বয়সে অপূর্ব্ব রূপবান্ এই কুমার দশরথের আঙিনাতে নানা খেলাতে সদা ব্যস্ত থাকিতেন। পেটে ত্রিভুবন, পায়ে পদ্ম, ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ, নাভি গভীর, স্কন্ধ শিশুসিংহসম, সুন্দর দন্ত কপাল ও নাক, কুঞ্চিত কেশদাম, আকর্ণ ভ্রূ. তার উপর নানা বসনে ভূষণে সমলঙ্কৃত, ও কপালে তিলক। নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নাচিতে থাকেন ও আমার সহিত খেলা করেন; তাঁহার চরিত্রের কথা বলিতে আমার লজ্জা হয়; আমাকে ধরিতে আসিলে আমি পলাই। তখন আমাকে পিষ্টক দেখান। নিকটে আসিলে হাসেন পলাইলে কাঁদেন। সাধারণ বালকের মত বাল্য লীলা দেখিয়া আমার মোহ হইল। আম

ও আনন্দস্বরূপ প্রভুর এ কেমন লীলা। এই পর্য্যন্ত ভক্তিতেই রঘুপতি প্রেরিত মায়া আমাতে ব্যাপিল তবে তাহা আমাকে দুঃখ দিল না। অখণ্ড জ্ঞানবান সীতাপতি আর তাহ'ড়া সমস্ত জীব মায়ার বশীভূত, সকলের জ্ঞান একপ্রকার হইলে ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ থাকিত না। জীব পরবশ, ভগবান স্ববশ, জীব অনেক, ভগবান এক। যদিও মায়ার ভেদ মিথ্যা। হরিকৃপা বিনা কোটি উপায়ে তাহা যায় না। মায়াপতির ভজন না করিয়া মোক্ষ হয় না, হরি ভজন করিলে অবিদ্যা তাহাকে ছাইয়া ফেলে না। ঈশ্বর প্রেরিত জ্ঞানেই জীবের বিদ্যা। ভগবানের দাসের নাশ নাই। ভেদবুদ্ধি যত প্রকট হয় ভক্তিও তত বাড়ে।

তাঁহার অদ্ভুত বাললীলা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমাকে ধরার জন্য তিনি হাত বাড়াইয়াছেন আমি আকাশে উড়িয়া দূরে চলিয়াছি। যেখানে গিয়াছি তাঁহার হাত দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার ও আমার মধ্যে দুই অঙ্গুলির দূরত্বমাত্র। যখন ভয় পাইয়াছি তখন চোখ বুজিয়াছি। চোখ খুলিলে দেখি অযোধ্যাতে উপস্থিত। তাঁহার মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত সৃষ্টি; ব্রহ্মা, মহেশ্বর, সূর্য্য, চন্দ্র তারা, পৃথিবী, পর্ব্বত ও সকল প্রকার জীব তাঁহার মধ্যে দেখিয়াছি। সেখানে বহু ব্রহ্ম ও আর তাহাতে অসংখ্য স্ত্রীপুরুষ। দশরথ, কৌশল্যা ও ভরতাদির রূপ সর্ব্বত্র আছে বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে রাম একক তাঁহার দ্বিতীয় নাই। বহু কল্প কাটিয়াছে বহু পথ ভ্রমণ করিয়াছি শেষ এই আশ্রমে উপস্থিত। যখন শুনিয়াছি প্রভু অযোধ্যাতে জন্মিয়াছেন তখন সেখানে তাঁহার জন্মমহোৎসব দেখিয়াছি। তাঁহার উপরে যেমন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তেমনি তিনিও আছেন। সকল দেখিয়া বিমোহিত হইলাম। আমাকে ব্যাকুল দেখিয়া তিনি হাসিলেন। তাঁহার চরিত্র ও প্রভুত্ব দেখিয়া দেহের দশা ভুলিলাম। মাটিতে পড়িয়া গেলাম। মুখে কথা বাহির হইতেছিল না। তাঁহার হস্তস্পর্শে আমার সকল দুঃখ দূর হইল, তাঁহার ভক্তবৎসলতাতে আমি বিশেষ প্রীত হইলাম, তিনি আমাকে বর চাহিতে বলিলেন। আমার তাহা ভাল লাগিল না কারণ তিনি ত তাঁহার প্রতি ভক্তি দিবার প্রস্তাব করিলেন না। ভক্তিহীনের মোক্ষই বা কি? আর অষ্টসিদ্ধি বা কি? আমি বলি,—তোমার প্রতি অখণ্ড বিশুদ্ধ ভক্তিই আমার কাম্য। ভগবান্ সেই ভক্তি আমাকে দান করিলেন আর এই ভক্তিবলে সকল শুভগুণ আমার হৃদয়ে বাস করিবে বলিলেন, যাহার ফলে ভক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্যযোগ ও জীবচরিত্ররহস্য সহজবোধ্য হইবে এবং মায়ার নিত্য ভয় আর থাকিবে না। হে কাক! ভক্তেরা আমার প্রিয়। আমাতে অচলা ভক্তি রাখিবে। সকল জীব আমার মায়া হইতে উৎপন্ন একটী পরিবারবিশেষ। তাহার মধ্যে মানুষসর্ব্বাপেক্ষাপ্রিয়, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ অধিক প্রিয়, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ প্রিয়, আবার বেদজ্ঞের মধ্যেবেদের ধর্ম্ম অনু-সরণকারী, তাহার মধ্যে বিরাগী ও জ্ঞানী আবার জ্ঞানীর মধ্যে অনুভবে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আমার নিকট আমার ভক্তের মত কেহ প্রিয় নহে। স্বয়ং বিধাতা ভক্তিহীন হইলে তিনি আমার নিকট সাধারণ জীবের মত প্রিয়—ইহা ধ্রুব জানিবে। যেমন পিতার বহুপুত্রের মধ্যে ভক্ত পুত্রই তাঁহার সমধিক প্রিয়। পিতার প্রীতি—জ্ঞানী, ধনী ও তপস্বী পুত্রের প্রতি থাকিলেও মন, বাক্য ও কর্ম্মে পিতৃভক্ত পুত্রের প্রতি পিতার প্রীতি সমধিক, তিনি পিতার প্রাণপ্রিয়। যে

কপটতা ত্যাগ করিয়া ভগবানকে ভজনা করে সেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তুমি সকল মায়া ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করিলে কাল তোমার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। শিশু রামের প্রবোধবাক্যে আমার শরীর পুলকে ভরিয়া গেল। এই ভাবে ভক্তিবর পাইয়া আশ্রমে আসিয়া প্রভুপদ বন্দনা করিয়া এইভাবে দিন যাপন করিতেছি। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহার প্রভুত্ব জানা যায় না। তাহা না জানিলে বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস না হইলে প্রীতি হয় না, প্রীতি ছাড়া ভক্তি হয় না। ভক্তির দৃঢ়তা থাকা চাই।

সহজ সন্তোষ না হইলে শান্তি হয় না। সন্তোষ না হইলে কাম নষ্ট হয় না। কাম থাকিতে স্বপ্নেও সুখ নাই। রাম ভজন বিনা কাম দূর হয় না। যেমন পৃথিবী ছাড়া গন্ধ নাই তেমনি শ্রদ্ধাবর্জ্জিত ধর্ম নাই। যেমন জল বিনা রস নাই তেমনি তাপ বিনা তেজ নাই। যেমন তেজ বিনা রূপ নাই তেমনি গুরুসেবা ছাড়া শীল নাই। বিশ্বাস বিনা সিদ্ধি হয় না, হরিভজন বিনা ভবভয় নাশ হয় না। বিশ্বাস বিনা ভক্তি হয় না। ভক্তি না হইলে রামকৃপা হয় না। নিজের বুদ্ধি অনুসারে কাক পক্ষিরাজের নিকট নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিলেন। রামচন্দ্র শতকোটি বায়ুর ন্যায় বিপুল বলশালী তিনি শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশমান, শতকোটি চাঁদের ন্যায় শীতল ও সকল ভবভয়ের শান্তি স্বরূপ। আবার তিনি কোটি পাতালের মত গভীর, কোটি যমরাজের ন্যায় ভয়ঙ্কর, কোটি তীর্থের ন্যায় পবিত্র। তাঁহার কৌশল শতকোটি ব্রহ্মার ন্যায়, তিনি শতকোটি বিষ্ণুর সমান পালনকর্ত্তা, তিনি শতকোটি রুদ্রের সমান সংহর্ত্তা, শতকোটি কুবেরের ন্যায় ধনবান, তাঁহার শেষ নাই, উপমা নাই, রামচন্দ্র অশেষ গুণসাগর, ভগবান্ ভাবের বশীভূত, তিনি সুখের আশ্রয়স্থান ও করুণাময়; মদ মান ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ভজনা করিবে ভুষুণ্ডীর কথা শুনিয়া খগরাজ আনন্দে বিভোর হইল। রঘুবীরের প্রভাব স্মরণ করিল। পূর্ব্বে তাহার যে মোহ হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া অনুতাপ করিল। ভক্তসুখদায়ক রঘুনাথ তোমার মত সাধুর কথা পাঠাইয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। গরুড় কাকভুষুণ্ডিকে ভূরিপ্রশংসা করিয়া মস্তক নত করিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানাতীত সরলস্বভাব জ্ঞানবিজ্ঞান ও বৈরাগ্যের আধার ও রঘুনাথের দাস হইয়া কিরূপে এই কাকদেহ পাইলে? আর রামচরিতরূপী মানসরোবর বা কোথায় পাইলে? শিবের নিকট শুনিয়াছি মহাপ্রলয়েও তোমার নাশ হয় না। করাল কালও তোমার উপর প্রভুতা বিস্তার করিতে পারে না—ইহার কারণ কি? আর তোমার আশ্রমে আসিবামাত্র আমার মোহ ও ভ্রম দূর হইয়াছে। তাহার বা কারণ কি? তখন ভুষুণ্ডী নিজের কথা কহিতে আরম্ভ করিল,— জপ, তপস্যা ব্রত, যজ্ঞ, অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয় সংযম, দান, বৈরাগ্য, যোগ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান সকলের ফল হইতেছে রঘুপতিপদে প্রেম, এই দেহে আমি তাহা পাইয়াছি তাই ইহাতে আমার মমতা, রঘুবীরের ভজনা যে শরীরে করা যায় সেই শরীরই পবিত্র, সেই শরীরই সুন্দর। এই শরীরে আমার রামভক্তি অঙ্কুরিত হইয়াছিল সেজন্য ইহা আমার অতি প্রিয়। আমার মৃত্যু ইচ্ছাধীন হইলেও আমি এদেহ ত্যাগ করি না কারণ বেদ বলে,—দেহ ছাড়া ভজন

হয় না। আমি যোগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি বহু দেহে করিয়াছি। বহু দেহ-পরিক্রমা আমার হইয়াছে কিন্তু এখনকার মত কখন সুখী হই নাই। আমার প্রথম জন্মের চরিত কথা বলি। প্রথম জন্ম কলিযুগ পাপের মূল ছিল তখন মানুষ অধর্মপরায়ণ ও বেদবিরোধী ছিল। সে সময় শূদ্র হইয়া অগ্নি ও শিবের সেবক ছিলাম। অন্য দেবতার নিন্দা করিতাম ও অভিমানী ছিলাম। অযোধ্যাতে বাস করিয়াও রঘুপতির মহিমা জানিতাম না। রাম-পরায়ণ না হইলে অযোধ্যার প্রভাব জানা যায় না। কলিকালে তাহা হওয়া বড় কঠিন কারণ সকল স্ত্রী-পুরুষ পাপে লিপ্ত। কলির মলিনতা সকল ধর্ম গ্রাস করে, সদ্গ্রন্থ লোপ হয়। দাম্ভিকেরা নানা পথ প্রচার করে, সমস্ত লোক মোহগ্রস্ত হয়, কলির বৈচিত্র্য কিছু বলিতেছি,—বর্ণধর্ম ও ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসরূপ চারি আশ্রম ধর্ম নাই। নরনারী বেদবিরোধী, ব্রাহ্মণেরা বেদবিক্রয়ী, রাজা প্রজাকে মানে না আর কেহ বেদের আজ্ঞা মানে না। যাহার যাহা ভাল লাগে তাহা পথ, বাক্যবীর বেশী পণ্ডিত; মিথ্যাচারী ও দাম্ভিক সাধুনামে পরিচিত। পরস্বাপহারী চতুর, মিথ্যাবাদী ব্যঙ্গপ্রিয় গুণবান্ হয়। বেদ-পথ-ভ্রষ্ট অনাচারী জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত। অদ্ভুত বেশভূষাধারী, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার নাই—তাহারাই পূজা পায়, পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত; স্ত্রীরা যেমন নাচায় পুরুষও তেমনি নাচে। শূদ্রাচারী জ্ঞানোপদেষ্টা; উপবীতধারণে ব্রাহ্মণের পরিচয়। পুরুষমাত্র কামুক, লোভী ও ক্রোধী। বেদ ব্রাহ্মণ, সাধু ও গুরুবিরোধী হইয়া সমাজে বিচরণ নিত্যকার্য্য। স্বামী ত্যাগ করিয়া পর পুরুষ ভজনাতে অনুরাগ। স্বামী-সৌভাগ্যবতী অভূষণা, বিধবা সুবেশা, গুরু শিষ্যকে সংস্কার উপদেশ দেয়, শিষ্য গুরুকে মানে না। মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা অথচ এক কড়া কড়ির জন্য বিপ্র ও গুরুহত্যাতে লোকে কুণ্ঠিত হয় না। ধর্মধ্বজী পরস্ত্রীতে আসক্ত, লম্পট, কপটী ও চতুর; আর যাহারা লোভ, দ্বেষ ও আসক্তিতে মগ্ন তাহারা সাম্যবাদী ও জ্ঞানী। যাহারা অধমবর্ণের লোক তাহারা বিনা বৈরাগ্যে স্ত্রীর মৃত্যুতে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণেরা লোভী, কামী, আচারহীন; শূদ্রেরা জপতপ করে ও পুরাণ পাঠের অভিনয় করে, সকলে নিজের মনগড়া আচার পালন করে। সকলে বর্ণসঙ্কর হইতে চলিয়াছে ও সীমাহীন পাপাচারে অভ্যস্ত; হরিভক্তির পথ সকলে ত্যাগ করিতেছে। যোগী ও যতিগণ গৃহের মালিক; বিষয় তাহাদের বৈরাগ্য হরণ করিতেছে, তপস্বী হইতেছে ধনী আর গৃহী হইতেছে দরিদ্র ইহাই হইল কলির কৌতুক। গৃহী দাসীকে ঘরে আনিয়া সতী স্ত্রীকে ঘরের বাহির করে। পুত্র পিতামাতাকে ততদিন মানে যতদিন না সে স্ত্রীর মুখ দেখে; শ্বশুরবাড়ী ভাল লাগিলে আত্মকুটুম্ব শত্রু হয়। রাজা পাপপরায়ণ হয়, ধর্ম লোপ পায় অকারণ দণ্ডদান রাজার প্রধান কাজ হয়। ধনে কুলীনতা, দারিদ্র্যে মলিনতা, যজ্ঞোপবীতে ব্রাহ্মণ পরিচয় আর তাহার ত্যাগে তপস্বিত্ব। যে বেদ মানে না, পুরাণ মানে না কলিকালে সেই সাধু, সেই হরিসেবক। বিবাদের শেষ নাই; উদার ব্যক্তির সন্ধান নাই। কলিযুগে কপটতা, দ্বেষ, দম্ভ, ক্ষোভ, ভণ্ডামি, অভিমান ও কাম রিপুর মোহই ব্যাপকভাবে চলে। দেবতা বৃষ্টি বর্ষণ করে না যথাকালে ধানের ফলন হয় না। স্ত্রীদের কেশই অলঙ্কার, ক্ষুধায় সকলে

বীভ, মূর্খেরা সুখ চায় কিন্তু পবিত্র হয় না, মানুষ পীড়াতে কাতর বেশী হয়, কোথাও সুখভোগ থাকে না। জীবন স্বল্পস্থায়ী, অহমিকার শেষ নাই। কলিকাল মানুষকে অমানুষ করে; সকল জাতি কুজাতি; ঈর্ষা, লোভ, বিষয়ভোগে সকলে ভরপুর। বর্ণাশ্রমধর্ম বিচার নিঃশেষপ্রায়; জিতেন্দ্রিয়তা, দান, দয়াও লুপ্তপ্রায়; মূর্খতা ও পরপ্রবঞ্চনার আধিক্য সর্ব্বত্র। স্ত্রীপুরুষ সকলে দেহধর্ম্মী, পরনিন্দাতে জগৎ ছাইয়া গেল। হে গরুড়! কলিকাল এত দোষের আলয় কিন্তু ইহার গুণও অনেক। এযুগে বিনা চেষ্টায় মুক্তিলাভ হয়। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরে পূজা, যাগ ও যজ্ঞ দ্বারা যে গতি পাওয়া যায় কলিতে এক নাম লইয়াই সে গতি পায়। সত্যযুগে হরির ধ্যানে, ত্রেতাতে যজ্ঞকার্য্যে এবং প্রভুর নিকট তাহা সমর্পণে দ্বাপরে রঘুপতির পদপূজাতে মুক্তি আসে, কলিতে কেবল হরিগুণগানে ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়। রামগুণগানই কলির একমাত্র আশ্রয়। মানস আচরণেই কলির পুণ্য তাহাতে পাপ স্পর্শে না। বাহ্য ধর্ম্মাচরণ নিষ্প্রয়োজন। যে কোন উপায়ে দানই কলির প্রধান পুণ্য। সত্যযুগে সত্ত্বগুণ বিশুদ্ধ সমতা ও বিজ্ঞানে মনের প্রসন্নতা, ত্রেতাযুগে সত্ত্বগুণাধিক্য, রজোগুণের স্বল্পতা ও ধর্মকর্ম্ম সকল প্রকারে সুখকর; দ্বাপরে রজোবাহুল্য সত্ত্বস্বল্পতা স্বল্পতামস কর্ম্মে মনের ভয় ও আনন্দ আসে; কলিযুগে তামসগুণাধিক্য রজঃস্বল্পতা ও চতুর্দ্দিকে বিরোধ ও বৈষম্য। রঘুপতিচরণে প্রীতি থাকিলে কলিকালের কর্ম্মক্রটি মানুষে ব্যাপ্ত হয় না; কাল প্রভাবে ইহা নটের ছলনা বুঝিতে হইবে সুতরাং নটের ভৃত্য কালের মানুষ সেখানে অসহায়। কেবল হরিভজনে এই মায়ার দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। (৫৫—১০৫ দোহা)

ভুসুণ্ডী বলিল—হে খগেশ! অনেক বৎসর অযোধ্যায় বাস করিয়া শেষে বিপদে পড়িয়া বিদেশে যাই। আমি দরিদ্র ও দুঃখিত হইয়া উজ্জয়িনী যাই ও সেখানে শঙ্করের সেবা করি ও সম্পদও কিছু পাই। সেখানে এক শিবপূজক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হরির নিন্দক ছিলেন না। আমি কপটতার সহিত তাঁহাকে সেবা করিতাম তিনি পুত্রবৎ আচরণ করিতেন। আমার হৃদয় ভরা দম্ভ ও অহঙ্কার ছিল। আমি দুষ্ট ও মলিন ও নীচ জাতি ছিলাম। ভক্ত ব্রাহ্মণদ্বেষী ও বিষ্ণুদ্বেষী ছিলাম। গুরু আমাকে বুঝাইতেন ও আমার আচরণে দুঃখিত হইতেন। আমার তাহা ভাল লাগিতনা, শিব সেবাতে রামপদে ভক্তি হয় ইহা তিনি বুঝাইতেন। শিব ও ব্রহ্মা রামকে ভজনা করেন বলিলে আমার অত্যন্ত ক্রোধ হইত। তাঁহার উত্তম উপদেশ আমার ভাল লাগিত না। আমি খলতা ও কপটতাতে পূর্ণ ছিলাম। একদা শিবমন্দিরে জপ কালে গুরু উপস্থিত হইলে আমি প্রণাম করি নাই। আমার এই গুরুর প্রতি অপমান শঙ্কর সহেন নাই, তিনি আমাকে শাপ দেন, আমি যেন অজগর সাপ হইয়া বড় গাছের কোটরে বাস করি কারণ আমি গুরুকে ঈর্ষ্যা করিয়া ছিলাম বলিয়া এই শাপ শিব আমাকে দিলেন। দয়াল গুরু কিন্তু তাহাতে হাহাকার করিলেন, আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তখন ব্রাহ্মণ ভক্তির সহিত দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শিবের সম্মুখে শিবের তুষ্টির জন্য এই ভাবে স্তব করিতে লাগিলেন,—মোক্ষস্বরূপ ঐশ্বর্য্যবান্, সর্ব্বব্যাপী দেব ঈশ্বর শঙ্কর! তোমাকে প্রণাম করি, নির্গুণ সঙ্কল্পবিকল্পরহিত, চেষ্টারহিত, চিদাকাশস্বরূপ, শূন্যবাসী হে শঙ্কর! তোমাকে প্রণাম করি।

নিরাকার, ওঙ্কারমূল, স্বপ্ন-জাগ্রত-সুষুপ্তির অতীত এবং বাক্য, জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়াতীত তোমাকে প্রণাম করি। করুণ, মহাকাল, কৃপাল, গুণধাম তোমাকে প্রণাম করি। তুষারাদ্রিতুল্য গৌরবর্ণ, কামদেবের ন্যায় কান্তিমান্, ভালে বালচন্দ্র ও কণ্ঠে সর্পশোভমান তোমাকে প্রণাম করি। প্রসন্নবদন, নীলকণ্ঠ, দয়াল, সিংহচর্ম-পরিহিত মুণ্ডমালা-শোভিত সর্ব্বজন-

তোমাকে প্রণাম করি। প্রবল তেজোবিশিষ্ট, অখণ্ড-জন্মা, কোটি-সূর্য্যসমপ্রভ, ত্রিশূলী, শূলপাণি, ভাবগম্য ভবানীপতিকে প্রণাম করি। কলাতীত, কল্যাণপ্রদ, কল্পান্তকারী, সদা সজ্জনানন্দদাতা, ত্রিপুরারি, চিদানন্দঘন, মহোপকারী, কামারি, হে প্রভু তোমাকে প্রণাম করি। যতদিন উমানাথের পাদপদ্ম লোকে ভজনা না করে ততদিন শান্তিলাভ তাহাদের হয় না। এখন সর্ব্বভূতের আশ্রয়স্বরূপ দেব! তোমাকে প্রণাম করি। শিবকে ভজন না করিলে মানুষের ইহলোকে বা পরলোকে মানুষের সুখ-শান্তি বা দুঃখ-নাশ হয় না। আমি যোগ, জপ, পূজা জানি না। আমি প্রণাম জানাই, শরণাগতকে রক্ষা কর। বিপ্র এই ভাবে রুদ্রাষ্টকদ্বারা শিবের তুষ্টিসাধন করিলে, শিব ব্রাহ্মণের প্রতি তুষ্ট হইয়া বর চাহিতে বলিলেন,—ব্রাহ্মণ বর চাহিলেন,—এই শিষ্যের প্রতি দয়া কর। তুমি যে অনুগ্রহচ্ছলে শাপ দিয়াছ তাহা যেন অল্পকালস্থায়ী হয়। (দোহা ১০৫—১০৮ দোহা)

মূল

চৌ—এক বার গুর লীন্হ বোলাঈ। মোহি নীতি বহু ভাঁতি সিখাঈ॥
সিব সেবা কর ফল সুত সোঈ। অবিরল ভগতি রাম পদ হোঈ॥১
রামহি ভজহিঁ তাত সিব ধাতা। নর পাবঁর কৈ কেতিক বাতা॥
জাসু চরন অজ সিব অনুরাগী। তাসু দ্রোহঁ সুখ চহসি অভাগী॥২
হর কহুঁ হরি সেবক গুর কহেউ। সুনি খগনাথ হৃদয় মম দহেউ॥
অধম জাতি মৈঁ বিদ্যা পাএঁ। ভয়উঁ জথা অহি দুধ পিআএঁ॥৩
মানী কুটিল কুভাগ্য কুজাতি। গুর কর দ্রোহ করউঁ দিনু রাতী॥
অতি দয়াল গুর স্বল্প ন ক্রোধা। পুনি পুনি মোহি সিখাব সুবোধা॥৪
জেহী তে নীচ বড়াঈ পাবা। সো প্রথমহিঁ হতি তাহি নসাবা॥
ধূম অনল সম্ভব সুনু ভাঈ। তেহি বুঝাব ঘন পদবী পাঈ॥৫
রজ মগ পরী নিরাদর রহঈ। সব কর পদ প্রহার নিত সহঈ॥
মরুত উড়াব প্রথম তেহি ভরঈ। পুনি নৃপ নয়ন কিরীটন্হি পরঈ॥৬
সুনু খগপতি অস সমুঝি প্রসঙ্গা। বুধ নহিঁ করহিঁ অধম কর সঙ্গা॥
কবি কোবিদ গাবহিঁ অসি নীতী। খল সন কলহ ন ভল নহিঁ প্রীতী॥৭
উদাসীন নিত রহিঅ গোসাঈ। খল পরিহরিঅ স্বান কী নাঈ॥
মৈঁ খল হৃদয়ঁ কপট কুটিলাঈ। গুর হিত কহই ন মোহি সোহাঈ॥৮

দোহা— এক বার হর মন্দির জপত রহেউ শিব নাম।
গুর আয়উ অভিমান তেঁ উঠি নহিঁ কীন্হ প্রনাম ॥১০৬ক॥
সো দয়াল নহিঁ কহেউ কছু উর ন রোষ লবলেস।
অতি অঘ গুর অপমানতা সহি নহিঁ সকে মহেস ॥১০৬খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—এক বার গুরু মোরে পার্শ্বে আবাহিয়া। শিক্ষা-চ্ছলে নীতি বহু দেন শিখাইয়া।
ক'ন—সুত ! জানো এই শিবসেবা ফল। রাম-পদে হ'বে তাত ! ভক্তি অবিরল ॥১
রামে ভজে ওহে তাত ! ব্রহ্মা মহেশ্বর। পামর-মনুষ্য কথা কি বলিব আর ॥
যাঁ'র পদে ব্রহ্মা শিব সতত নিরত। তাহে দ্রোহে সুখ চাও তুমি ভাগ্যহত ॥২
হরির সেবক শিব' গুরু যবে ক'ন। শুনি' তাহা হে খগেশ ! দহে মম মন ॥
হীন জাতি বিদ্যা লভি' হইনু তেমন। দুধ-পানে সর্পে হয় অবস্থা যেমন ॥৩
আমি অভিমানী ক্রূর কুভাগ্য কুজাতি। আচরিনু গুরু'পরে দ্রোহ দিন রাতি ॥
অতীব দয়াল প্রভু নাহি ক্রোধলেশ। বহুধা শিখা'ন মোরে জ্ঞান-পরিবেশ ॥৪
যাহা হ'তে নীচ নিজে পুষ্টি বেশী পায়। প্রথমে হানিয়া তা'রে নাশিবারে চায় ॥
ধূমের উদ্ভব শুন অনল জ্বলিয়া। অগ্নিরে সে নাশে মেঘ-পদবী লভিয়া ॥৫
ধূলি পথে পড়ি' সদা অনাদরে রহে। সবাকার পদাঘাত অহর্নিশ সহে।
বাতাস উঠা'লে উর্দ্ধে আগে তা'রে ব্যাপে। নৃপ-চক্ষু ভরি' পিছু কিরীটেতে চাপে
শুন খগপতি ! বুঝি' এ'হেন প্রসঙ্গ। বুধ না করিবে কভু অধমের সঙ্গ।
কবি ও পণ্ডিত গাহে এই মূল নীতি। খল-সনে অনুচিত কলহ বা প্রীতি ॥৭
হে নাথ ! রহিবে সদা উদাস মহান্। খলে পরিহর তুমি কুক্কুর-সমান ॥
ক্রূর খল হিয়া মম কপট আছিল। গুরু হিত ক'ন তাহা ভাল না লাগিল ॥৮

দোহা— এক বার আমি শিবের মন্দিরে শিব-মন্ত্রে ছিনু জপ রত।
গুরু-আগমনে অভিমান-হেতু তাঁহাতে না হইনু প্রণত ॥১০৬ক
সে দয়াল কিছু নাহি মোরে ক'ন নাহি ধরি' মনে রোষলেশ।
অতি বড় পাপ গুরু-অপমান না সহেন নিজে ত মহেশ ॥১০৬খ॥

মূল

চৌ—মন্দির মাঝ ভই নভবানী। রে হতভাগ্য অগ্য অভিমানী ॥
জদ্যপি তব গুর কেঁ নহিঁ ক্রোধা। অতি কৃপালু চিত সম্যক বোধা ॥১
তদপি সাপ সঠ দৈহউঁ তোহী। নীতি বিরোধ সোহাই ন মোহী ॥
জৌঁ নহিঁ দণ্ড করৌঁ খল তোরা। ভ্রষ্ট হোই শ্রুতিমারগ মোরা ॥২

বাংলা অর্থ—অবিরল—প্রগাঢ়; কেতিক বাতা—কোন ছার কথা; হতি—হত্যা করিয়া; অনল সম্ভব—অগ্নি হইতে উৎপত্তি; বুঝাব—নিভাইয়া দেয়; মগ পন্নী—রাস্তার উপর; পদবী—পদমর্য্যাদা; স্বান—কুকুর; পিয়াএ—পান করাইলে; (দো—১০৬ক,খ)

জে সঠ গুর সন ইরিষা করহীঁ। রৌরব নরক কোটি জুগ পরহীঁ॥
ত্রিজগ জোনি পুনি ধরহিঁ সরীরা। অযুত জন্ম ভরি পাবহিঁ পীরা॥৩
বৈঠি রহেসি অজগর ইব পাপী। সর্প হোহি খল মল মতি ব্যাপী॥
মহা বিটপ কোটর মহুঁ জাঈ। রহু অধমাধম অধগতি পাঈ॥৪

দোহা— হাহাকার কীন্হ গুর দারুন সুনি সিব সাপ।
কম্পিত মোহি বিলোকি অতি উর উপজা পরিতাপ॥১০৭ক॥
করি দণ্ডবত সপ্রেম দ্বিজ সিব সন্মুখ কর জোরি।
বিনয় করত গদগদ স্বর সমুঝি ঘোর গতি মোরি॥১০৭খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—উঠিল মন্দির-মাঝে হেন দৈব-বাণী। অরে নীচাশয়! ঘোর দুষ্ট অভিমানী॥
যদ্যপি না তব গুরু ধরে স্বল্প ক্রোধ। অতি কৃপাপর ধরে যথাযথ বোধ॥১
তথাপি দিনু হে শঠ! শাপ আমি তোরে। নীতির বিরোধ আমি না সহি অন্তরে
ওহে শঠ! দণ্ড নাহি দানি যদি তোরে। নষ্টভ্রষ্ট হবে ধর্ম্ম শ্রুতিমার্গ-তরে।২
গুরু'পরে শঠ যদি ঈর্ষ্যাপর হয়। কোটি যুগ সে অপার নরক ভুঞ্জয়॥
তির্য্যক্ যোনিতে পুন জনম লভিয়া। অযুত জনম কাটে দুঃখেতে পড়িয়া॥৩
ওহে পাপী! অজগর-সম বসি' রও। ওহে খল! পাপমতি-হেতু সর্প হও॥
মহাতরু-কোটরের মাঝে তুমি যাও। ওহে নরাধম! নীচ-গতি যেন পাও॥৪

দোহা— গুরু করিলেন হাহাকার-ধ্বনি শুনি' নিদারুণ শিব-শাপ।
মোরে হেরি' অতি কম্পমান হিয়া উপজিল তাঁ'র পরিতাপ॥১০৭ক
করিয়া প্রণতি প্রেম-ভরে দ্বিজ করজোড়ে ক'ন মহেশ্বরে।
বিচারিয়া মনে ঘোর গতি মম সবিনয়ে গদগদ স্বরে॥১০৭খ॥

মূল

ছং—নমামীশমীশান নির্বাণরূপং। বিভুং ব্যাপকং ব্রহ্ম বেদস্বরূপং॥
নিজং নির্গুণং নির্বিকল্পং নিরীহং। চিদাকাশমাকাশবাসং ভজেঽহং॥১
নিরাকারমোঙ্কারমূলং তুরীয়ং। গিরা গ্যান গোতীতমীশং গিরীশং॥
করালং মহাকাল কালং কৃপালং। গুণাগার সংসারপারং নতোঽহং।২
তুষারাদ্রি সংকাশ গৌরং গভীরং। মনোভূত কোটি প্রভা শ্রী শরীরং॥
স্ফুরন্মৌলি কল্লোলিনী চারু গঙ্গা। লসদ্ভালবালেন্দু কণ্ঠে ভুজঙ্গা॥৩
চলৎকুণ্ডলং ভ্রূসুনেত্রং বিশালং। প্রসন্নাননং নীলকণ্ঠং দয়ালং॥
মৃগাধীশচর্মাম্বরং মুণ্ডমালং। প্রিয়ং শঙ্করং সর্বনাথং ভজামি॥৪
প্রচণ্ডং প্রকৃষ্টং প্রগল্ভং পরেশং। অখণ্ডং অজং ভানুকোটিপ্রকাশং॥
ত্রয়ঃ শূল নির্মূলনং শূলপাণিং। ভজেঽহং ভবানীপতিং ভাবগম্যং।৫

কলাতীত কল্যাণ কল্পান্তকারী। সদা সজ্জনানন্দদাতা পুরারী॥
চিদানন্দ সন্দোহ মোহাপহারী। প্রসীদ প্রসীদ প্রভো মন্মথারী॥৬
ন যাবদ্ উমানাথ পাদারবিন্দং। ভজন্তীহ লোকে পরে বা নরাণাং॥
ন তাবৎসুখং শান্তি সন্তাপনাশং। প্রসীদ প্রভো সর্বভূতাধিবাসং॥৭
ন জানামি যোগং জপং নৈব পূজাং। নতোঽহং সদা সর্বদা শম্ভু তুভ্যং॥
জরা জন্ম দুঃখৌঘ তাতপ্যমানং। প্রভো পাহি আপন্নং মামীশ শম্ভো॥৮

শ্লোক— রুদ্রাষ্টকমিদং প্রোক্তং বিপ্রেণ হরতোষয়ে।
যে পঠন্তি নরা নরা ভক্ত্যা তেষাং শম্ভুঃ প্রসীদতি॥৯

দোহা— সুনি বিনতী সর্বগ্য সিব দেখি বিপ্র অনুরাগু।
পুনি মন্দির নভবানী ভই দ্বিজবর বর মাগু॥১০৮ক॥
জৌঁ প্রসন্ন প্রভু মো পর নাথ দীন পর নেহু।
নিজ পদ ভগতি দেই প্রভু পুনি দুসর বর দেহু॥১০৮খ॥
তব মায়া বস জীব জড় সন্তত ফিরই ভুলান।
তেহি পর ক্রোধ ন করিঅ প্রভু কৃপাসিন্ধু ভগবান॥১০৮গ॥
সঙ্কর দীনদয়াল অব এহি পর হোহু কৃপাল।
সাপ অনুগ্রহ হোই জেহিঁ নাথ থোরেহীঁ কাল॥১০৮ঘ॥

পদ্যানুবাদ

ছন্দ—হে শিব! নির্ব্বাণরূপী নমিনু তোমারে। বেদমূর্তি ব্রহ্ম বিভু ব্যাপক আকা
নির্গুণ ও নির্ব্বিকল্প নিরীহ নির্ম্মায়। চিদাকাশ দিগম্বর ভজিনু তোমায়॥১
তুরীয় ওঙ্কারমূল নিরাকার ঈশে। বাক্য ও মানস-পার নমিনু গিরীশে॥
করাল মহাকালকাল কৃপাধারে। সগুণ সংসার-পার নমিনু তোমারে॥২
তুষার-গিরির সম শ্বেতাভ গম্ভীর। কামদেব-কোটিপ্রভ শ্রীযুত শরীর॥
শিরে তব নদী তুমি চারু গঙ্গাধর। ললাটে বালেন্দু তব কণ্ঠে অহিবর॥৩

বাংলা অর্থ—সোহাই ন—শোভা পায় না; ত্রিজগ জোনি—তির্য্যক্ যোনি; ব্যাপী—ব্যাপ্ত হইয়াছে; নির্ব্বিকল্প—ভেদরহিত; নিরীহ—ইচ্ছারহিত; আকাসবাস—দিগম্বর, নগ্ন; তুরীয়—ত্রিগুণাতীত; মনোভূত—কামদেব; স্ফুরন্মৌলি—মস্তকে শোভমান; লসদ্ভাল বালেন্দু—কপালে শোভমান তৃতীয়ার চন্দ্রবিশিষ্ট; মৃগাধীশচর্ম্মাম্বরং—সিংহচর্ম্মের বস্ত্রধারণকারী; ত্রয়ঃ শূল নির্মূলনং—(আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক) এই তিন প্রকার বেদনানির্ম্মূলকারী; ভাবগম্য—(প্রেম) ভাবদ্বারাই প্রাপ্য; কল্পান্তকারী—যুগপ্রলয়কারী; পুরারী—ত্রিপুরাসুরের শত্রু; সন্দোহ—সমষ্টি; সর্ব্বভূতাধিবাস—সর্ব্বজীবের অন্তরে বাসকারী; মাগু—প্রার্থনা কর; ভুলান—ভ্রান্ত; থোরেহী কাল—অল্পকালের মধ্যেই; দুঃখৌঘ—দুঃখসমূহ; (দো—১০৭-১০৮ ক, খ)

কর্ণেতে কুণ্ডল চারু ভ্রু সুনয়ন। নীলকণ্ঠ দয়াপর প্রসন্ন বদন॥
মৃগপতি চর্ম্মাম্বর মুণ্ডমালা-ধর। সর্ব্বনাথ সর্ব্বপ্রিয় প্রণমি শঙ্কর ॥৪
অজ ও অখণ্ড-দ্যুতি ভানু কোটি-সম। প্রশস্ত ও পর-ঈশ মহাচণ্ড-তম॥
তাপত্রয়-বিনাশন তুমি শূলপাণি। ভাবগম্য হে উমেশ ! ভজি যুক্ত-পাণি ॥৫
কলার অতীত তুমি কল্প-অন্তকারী। সজ্জনে আনন্দ-দাতা তুমি ত্রিপুরারি॥
চিদানন্দঘন তুমি মোহ-নাশ-কারী। প্রসীদ প্রসীদ প্রভো ! ওহে মন্মথারি ! ৬
উমা-নাথ-পাদ-পদ্ম যদি কোন জন। ইহধামে পরত্র বা না করে ভজন॥
সুখ-শান্তি না লভে না তাপের বিনাশ। প্রসীদ হে প্রভো ! তুমি সর্ব্বভূতাবাস ॥৭
নাহি জানি যোগ, জপ না জানি অর্চ্চন। সর্ব্বদা নমিনু তোমা' মঙ্গল কারণ ॥
জরা, জন্ম, দুঃখরাশি তাপিছে সতত। প্রভো ! রক্ষ ওহে শম্ভো ! হইনু প্রণত ॥৮

এই রুদ্রাষ্টক বিপ্র রচিলেন মহেশ্বরে তুষিবার তরে।
যে জন পড়িবে হ'য়ে ভক্তিপর মহেশ্বর তুষ্ট তার'পরে ॥

দোহা— শুনিয়া বিনতি সর্ব্বজ্ঞ মহেশ হইলেন বিপ্রে প্রীতিপর।
সে মন্দিরে পুন হ'ল নভোবাণী তুমি বর মাগ দ্বিজবর ! ১০৮ক॥
তুষ্ট যদি হও প্রভো ! মম'পরে দীন'পরে যদি স্নেহপর।
নিজ-পদে ভক্তি দাও প্রভু ! পুন তা'র তরে দাও অন্য বর ॥১০৮খ॥
তব মায়াবশ চর ও অচর ফিরিছে বিবর্জ্জিত-জ্ঞান।
তা'র 'পরে ক্রোধ না করিবে প্রভো ! ওহে কৃপাসিন্ধু ভগবান্ ! ১০৮গ
হে শঙ্কর ! তুমি দীনে দয়াবান্ এর'পরে হইবে সদয়।
শাপ ল'য় যেন অনুকম্পারূপ তা'র তরে অল্পকাল রয় ॥১০৮ঘ॥

মূল

চৌ—এহি কর হোই পরম কল্যানা। সোই করহু অব কৃপানিধানা॥
বিপ্র গিরা সুনি পরহিত সানী। এবমস্তু ইতি ভই নভবানী ॥১
জদপি কীন্হ এহিঁ দারুন পাপা। মৈঁ পুনি দীন্হি কোপ করি সাপা॥
তদপি তুম্হারি সাধুতা দেখী। করিহউঁ এহি পর কৃপা বিসেষী ॥২
ছমাসীল জে পর উপকারী। তে দ্বিজ মোহি প্রিয় জথা খরারী॥
মোর সাপ দ্বিজ ব্যর্থ ন জাইহি। জন্ম সহস অবস্য য়হ পাইহি ॥৩
জনমত মরত দুসহ দুখ হোঈ। এহি স্বল্পউ নহিঁ ব্যাপিহি সোঈ ॥
কবনেউঁ জন্ম মিটিহি নহিঁ গ্যানা। সুনহি সূদ্র মম বচন প্রবানা ॥৪
রঘুপতি পুরীঁ জন্ম তব ভয়উ। পুনি তৈঁ মম সেবাঁ মন দয়উ ॥
পুরী প্রভাব অনুগ্রহ মোরেঁ। রাম ভগতি উপজিহি উর তোরেঁ।৫
সুনু মম বচন সত্য অব ভাঈ। হরিতোষন ব্রত দ্বিজ সেবকাঈ ॥
অব জনি করহি বিপ্র অপমানা। জানেসু সন্ত অনন্ত সমানা ॥৬

ইন্দ্র কুলিস মম সূল বিসালা। কালদণ্ড হরি চক্র করালা॥
জো ইন্হ কর মারা নহিঁ মরঈ। বিপ্র দ্রোহ পাবক সো জরঈ॥৭
অস বিবেক রাখেহু মন মাহীঁ। তুম্হ কহঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥
ঔরউ এক আসিষা মোরী। অপ্রতিহত গতি হোইহি তোরী॥৮

দোহা— সুনি সিব বচন হরষি গুর এবমস্তু ইতি ভাষি।
মোহি প্রবোধি গয়উ গৃহ সম্ভু চরন উর রাখি॥১০৯ক॥
প্রেরিত কাল বিন্ধি গিরি জাই ভয়উঁ মৈঁ ব্যাল॥
পুনি প্রয়াস বিনু সো তনু তজেউঁ গএঁ কছু কাল॥১০৯খ॥
জোই তনু ধরউঁ তজউঁ পুনি অনায়াস হরিজান।
জিমি নূতন পট পহিরই নর পরিহরই পুরান॥১০৯গ॥
সিবঁ রাখী শ্রুতি নীতি অরু মৈঁ নহিঁ পাবা ক্লেস।
এহি বিধি ধরেউঁ বিবিধি তনু গ্যান ন গয়উ খগেস॥১০৯ঘ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—ইহার যাহাতে হ'বে পরম কল্যাণ। তাই কর তা'র প্রতি কৃপার নিধান।
বিপ্র-বাক্য পরহিত করিল সূচিত। নভোবাণী 'তা'ই হোক্' হইল উত্থিত॥১
যদ্যপি সে করেছিল নিদারুণ পাপ। আমি পুন কোপ-বশে দিনু তা'রে শাপ॥
তথাপি হেরিয়া এবে সাধুতা তোমার। এর'পরে সবিশেষ হ'ব কৃপাপর॥২
ক্ষমাশীল যা'রা তথা পর-উপকারী। তা'রা মম প্রিয় দ্বিজ! যেমন খরারি॥
মম শাপ এর তরে ব্যর্থ না হইবে। সহস্র জনম তাই ধ্রুব সে লভিবে॥৩
জন্ম-মৃত্যু দুঃখ ভারী জীব যাহা পায়। স্বল্পমাত্র তা'র কিন্তু ব্যাপিবে না তা'য়॥
কোন জন্মে শেষ নাহি হবে তব জ্ঞান। শুন শূদ্র! এই মম বচন প্রমাণ॥৪
রঘুপতিপুরে হ'ল তোমার জনম। পুন মম সেবা-তরে দিয়েছিলে মন॥
অযোধ্যা-প্রভাবে তথা মম দয়াভারে। রাম-ভক্তি জন্মে তব হিয়ার মাঝারে॥৫
এবে ভাই শুন! মম প্রামাণ্য বচন। বিপ্র-সেবা অর্থে জেনো হরির তোষণ॥
আর কভু না করিবে বিপ্র-অপমান। সাধু জনে গণি' ল'বে অনন্ত-সমান॥৬
ইন্দ্র-বজ্র-সম মম ত্রিশূল বিশাল। কালদণ্ড হরি-চক্র কঠোর করাল॥
ইহাতেও নাহি মরে যদি কোন জন। বিপ্রদ্রোহ-দাবাগ্নিতে লভে সে মরণ॥৭
হেন জ্ঞান ধর যদি আপন-অন্তরে। জগতে দুর্লভ কিছু নাহি তোমা' তরে॥
আর এক আশীর্ব্বাদ লও হে আমার। বাধা-হীন গতি জানো হইবে তোমার॥৮

বাংলা অর্থ—শ্রাপ—শাপ; জনমত মরত—জন্ম ও মৃত্যুস্থিত; কবনেউঁ জন্ম—কোন জন্মে; দয়উ—দিয়াছিলে; সূল—ত্রিশূল; মারা—আঘাত; জরই—ভস্ম হয়; হরিজান—হরিবাহন গরুড়; সানী—মিশ্রিত; তৈঁ—তুমি; (দো—১০৯ ক, খ, গ, ঘ)

দোহা— শুনি' শিব-বাণী হরষিত গুরু 'তা'ই হ'বে' এ'কথা কহিলা।
মোরে প্রবোধিয়া ঘরে ফিরি গেলা শম্ভু-পদ হিয়াতে রাখিলা ॥১০৯ক
কাল বশে আমি বিন্ধ্যাচল গিয়া জন্ম লভি ব্যাল-রূপ ধরি'।
পুন অনায়াসে সেই তনু ত্যজি' কিছু কাল এহেন আচরি ॥১০৯খ
যেই তনু ধরি ত্যজি তাহা পুন অনায়াসে হে হরি-বাহন!
যথা নব বস্ত্র পরে কোন জন পরিহরি' যাহা পুরাতন ॥১০৯গ॥
মহেশ রক্ষয়ে বেদের বিধান আমি না লভিনু কোন ক্লেশ ॥
হেনমতে ধরি বহু তনু আমি জ্ঞান মম না যায় খগেশ! ১০৯ঘ॥

মূল

চৌ—ত্রিজগ দেব নর জোই তনু ধরউঁ। তহঁ তহঁ রাম ভজন অনুসরউঁ ॥
এক সূল মোহি বিসর ন কাউ। গুর কর কোমল সীল সুভাউ ॥১
চরম দেহ দ্বিজ কৈ মৈঁ পাঈ। সুর দুর্লভ পুরান শ্রুতি গাঈ ॥
খেলউঁ তহূঁ বালকন্হ মীলা। করউঁ সকল রঘুনায়ক লীলা ॥২
প্রৌঢ় ভএঁ মোহি পিতা পঢ়াবা। সমঝউঁ সুনউঁ গুনউঁ নহিঁ ভাবা ॥
মন তে সকল বাসনা ভাগী। কেবল রাম চরন লয় লাগী ॥৩
কহু খগেস অস কবন অভাগী। খরী সেব সুরধেনুহি ত্যাগী ॥
প্রেম মগন মোহি কছু ন সোহাই। হারেউ পিতা পঢ়াই পঢ়াঈ ॥৪
ভএ কালবস জব পিতু মাতা। মৈঁ বন গয়উঁ ভজন জনত্রাতা ॥
জহঁ জহঁ বিপিন মুনীস্বর পাবউঁ। আশ্রম জাই জাই সিরু নাবউঁ ॥৫
বূঝউঁ তিন্হহি রাম গুন গাহা। কহহিঁ সুনেউঁ হরষিত খগনাহা ॥
সুনত ফিরউঁ হরি গুন অনুবাদা। অব্যাহত গতি সম্ভু প্রসাদা ॥৬
ছুটী ত্রিবিধি ঈষনা গাঢ়ী। এক লালসা উর অতি বাঢ়ী ॥
রাম চরন বারিজ জব দেখৌঁ। তব নিজ জন্ম সফল করি লেখৌঁ ॥৭
জেহি পূঁছউঁ সোই মুনি অস কহঈ। ঈস্বর সর্ব ভূতময় অহঈ ॥
নির্গুন মত নহিঁ মোহি সোহাঈ। সগুন ব্রহ্ম রতি উর অধিকাঈ ॥৮

দোহা— গুর কে বচন সুরতি করি রাম চরন মনু লাগ।
রঘুপতি জস গাবত ফিরউঁ ছন ছন নব অনুরাগ ॥১১০ক॥
মেরু সিখর বট ছায়াঁ মুনি লোমস আসীন।
দেখি চরন সিরু নায়উঁ বচন কহউঁ অতি দীন ॥১১০খ॥
সুনি মম বচন বিনীত মৃদু মুনি কৃপাল খগরাজ।
মোহি সাদর পূঁছত ভএ দ্বিজ আয়হু কেহি কাজ ॥১১০গ॥
তব মৈঁ কহা কৃপানিধি তুমহ সর্বগ্য সুজান।
সগুন ব্রহ্ম অবরাধন মোহি কহহু ভগবান ॥১১০ঘ॥

চৌ—ত্রিজগতে দেব, নর যেই তনু ধরি'। রামের ভজন যথা তথা অনুসরি ॥
এক ব্যথা কিন্তু মনে গ্রথিত রহিল। স্মরি' সে মধুর শীল গুরুতে যা'ছিল ॥১
চরমে বিপ্রের দেহ করিনু ধারণ। পুরাণ ও শ্রুতি-মতে দুর্লভ জীবন ॥
মিলিনু তখন বাল্যে সহ শিশুগণ। রঘুনাথ-লীলা যত আচরি তখন ॥২
প্রৌঢ়কালে পিতা মোরে যাহা শিক্ষা দেন। বুঝি' শুনি' বিচারি' না করে সুখদান
মন হ'তে মম সব কামনা পাশরে। মন মগ্ন হ'তে চায় রাম-পদ-পরে ॥৩
কহ হে খগেশ! কে বা অভাগা এমন। কামধেনু ত্যজি' করে গর্দ্দভ পালন ॥
কিছু নাহি লাগে ভাল প্রেমে-মগ্ন মন। বহু শিক্ষা দিয়া পিতা পরাজিত হ'ন ॥৪
পিতা-মাতা দোঁহা যবে কালবশ হ'ন। হরি ভজিবারে করি বনেতে গমন ॥
যেথা সেথা বনে গিয়া মিলি মুনিগণ। সেথায় আশ্রমে নমি সাধুর চরণ ॥৫
তাঁ'সবারে পুছিলাম রাম-গুণ-গাথা। হে খগেশ! হরষিত শুনিনু সে কথা ॥
হরিগুণ কথা শুনি যেথায় সেথায়। অব্যাহত গতি মম শিবের কৃপায় ॥৬
ত্রিবিধ এষণা গাঢ় টুটে মন হ'তে। মহতী লালসা এক জাগিল হিয়াতে ॥
রামের চরণ-পদ্ম যখন হেরিব। জনম আপন তবে সফল বুঝিব ॥৭
যারে পুছি সেই মুনি এই কথা কহে। ঈশ্বর সকল জীবে সদা-তরে রহে ॥
নির্গুণ এ'মতে মম রুচি নাহি ছিল। সগুণ ব্রহ্মেতে রুচি বেশী উপজিল ॥৮

দোহা— গুরুর বচন স্মরি' মনে মনে রাম-পদে প্রেম উপজিল।
রঘুপতি গুণ গাহি আর ফিরি নব প্রেমে মানস ভরিল ॥১১০ক
মেরু-গিরি-চূড়ে বটের ছায়াতে র'ন মুনি লোমস আসীন।
চরণ হেরিয়া মস্তক নমিয়া কহিনু বচন অতি দীন ॥১১০খ
শুনি' মম কথা মৃদু ও বিনীত হে খগেশ! সেই মুনিবর ॥
কৃপাল পুছেন মোরে সমাদরে কি কাজে হেথা হে দ্বিজবর! ॥১১০গ
কহিনু উত্তরে ওহে কৃপানিধি! সর্ব্বজ্ঞাতা তুমি জ্ঞানবান্।
সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা বিধি কহ তুমি মোরে ভগবান্ ॥১১০ঘ

মূল

চৌ—তব মুনীস রঘুপতি গুন গাথা। কহে কছুক সাদর খগনাথা ॥
ব্রহ্মগ্যান রত মুনি বিগ্যানী। মোহি পরম অধিকারী জানী ॥১

বাংলা অর্থ—বিসর ন কাউ—কখনও ত্যাগ করে নাই; সমঝউ সুনউঁ গুনউঁ—বুঝিলাম, শুনিলাম ও বিচার করিলাম; নহি ভাবা—ভাল লাগিল না; খরী সেব—গর্দ্দভসেবা; বুঝউ—জিজ্ঞাসা করিলাম; ছুটী—নষ্ট হইল; ত্রিবিধ ঈষনা—পুত্র, ধন ও মানের কামনা; লেখৌঁ—গণ্য করিব; সুরতি করি—স্মরণ করিয়া; অবরাধন—আরাধনা; গাঢ়—গাঢ়; পুছত ভয়ে—জিজ্ঞাসা করিল; (দো—১১০ ক-ঘ)

লাগে করন ব্রহ্ম উপদেসা। অজ অদ্বৈত অগুন হৃদয়েসা॥
অকল অনীহ অনাম অরূপা। অনুভব গম্য অখণ্ড অনুপা॥২
মন গোতীত অমল অবিনাসী। নির্বিকার নিরবধি সুখ রাসী॥
সো তৈঁ তাহি তোহি নহিঁ ভেদা। বারি বীচি ইব গাবহিঁ বেদা॥৩
বিবিধি ভাঁতি মোহি মুনি সমুঝাবা। নির্গুন মত মম হৃদয়ঁ ন আবা॥
পুনি মৈঁ কহেউঁ নাই পদ সীসা। সগুন উপাসন কহহু মুনীসা॥৪
রাম ভগতি জল মম মন মীনা। কিমি বিলগাই মুনীস প্রবীনা॥
সোই উপদেস কহহু করি দায়া। নিজ নয়নন্হি দেখৌঁ রঘুরায়া॥৫
ভরি লোচন বিলোকি অবধেসা। তব সুনিহউঁ নির্গুন উপদেসা॥
মুনি পুনি কহি হরিকথা অনূপা। খণ্ডি সগুন মত অগুন নিরূপা॥৬
তব মৈঁ নির্গুন মত কর দূরী। সগুন নিরূপউঁ করি হঠ ভূরী॥
উত্তর প্রতিউত্তর মৈঁ কীন্হা। মুনি তন ভএ ক্রোধ কে চীন্হা॥৭
সুনু প্রভু বহুত অবগ্যা কিএঁ। উপজ ক্রোধ গ্যানিন্হ কে হিএঁ॥
অতি সঙ্ঘরষন জৌঁ কর কোঈ। অনল প্রগট চন্দন তে হোঈ॥৮

দোহা— বারম্বার সকোপ মুনি করই নিরূপন গ্যান।
মৈঁ অপনেঁ মন বৈঠ তব করউঁ বিবিধি অনুমান॥১১১ক॥

ক্রোধ কি দ্বৈতবুদ্ধি বিনু দ্বৈত কি বিনু অগ্যান।
মায়াবস পরিছিন্ন জড় জীব কি ঈস সমান॥১১১খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তদা মুনি কহে কিছু রাম-গুণগান। হে খগেশ! সমাদরে করিয়া বাখান॥
ব্রহ্মজ্ঞান-রত মুনি বিবেকী বিজ্ঞানী। মোরে উচ্চ অধিকারী কিন্তু মনে মানি'॥১
লাগিলেন কহিবারে ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞান। দ্বৈতহীন, গুণাতীত, অজ, ভগবান্॥
অনীহ, না বুদ্ধিগম্য, অরূপ, অনাম। অনুভবগম্য, পূর্ণ, এক অনুপম॥২
মন ও ইন্দ্রিয়াতীত, শুদ্ধ, অবিনাশী। নির্ব্বিকার, নিরবধি তথা সুখরাশি॥
সেই তিনি তৎ ত্বম্, নাহি তাঁ'র ভেদ। বারি ও তরঙ্গ-সম গায় তাহা বেদ॥৩
বিবিধ প্রকারে মোরে মুনীশ বুঝায়। নির্গুণ যে মত মম হিয়া নাহি ল'য়॥
পুন আমি কহি তাঁ'রে হ'য়ে নতিপর। সগুণ যে উপাসনা কহ মুনিবর! ৪
রাম-ভক্তি জল আর মম মন-মীন। কেমনে পৃথক্ করি মুনীশ প্রবীণ!
দয়া করি' দাও মোরে শুধু সেই জ্ঞান। রঘুরাজে যাহে হেরে আপন নয়ান॥৫

বাংলা অর্থ—সো তৈঁ তাহি তোহি—তৎ, ত্বম্ (তুমি, সে); বিলগাই—পৃথক্ করি; নিরূপা—নিরূপণ করিলেন; নিরূপউঁ—নিরূপণ করিলাম; অবগ্যা কিএ—অবজ্ঞা করিলে; অকল—বুদ্ধিদ্বারা পরিমাপের অযোগ্য; অনীহ—চেষ্টারহিত; (দো—১১১ ক,খ)

লোচন ভরিয়া আগে দেখি অবধেশ। পিছু শুনিবারে চাই নির্গুণোপদেশ॥
মুনি কহি' হরি-কথা অতি অনুপম। সগুণ খণ্ডিয়া করে নির্গুণ স্থাপন ॥৬
তখন নির্গুণ মত করিনু খণ্ডন। ভূরি হঠভাতে করি সগুণ স্থাপন॥
উত্তর ও প্রত্যুত্তর করি যথোচিত। মুনি-মন তাহে হয় ক্রোধেতে পূরিত ॥৭
শুন প্রভু! অপমান ভূরি যদি হয়। ক্রোধে ভ'রে যায় জেনো জ্ঞানীর হৃদয় ॥
কেহ যদি করে কাষ্ঠে অতি সংঘর্ষণ। অনল প্রকট হ'বে হইতে চন্দন ॥৮

দোহা— মুনি বার বার অতি কোপ-ভরে করে জ্ঞান-তত্ত্ব-নিরূপণ।
অনুমান করি' বিবিধ প্রকার চিন্তাপর হয় মম মন ॥১১১ক॥
বিনা দ্বৈত-বুদ্ধি কোথা' ক্রোধ-স্থান দ্বৈত না অজ্ঞান বিনা হয়।
মায়াতে বিবশ পরিচ্ছিন্ন প্রাণী ঈশ্বর-সমান কভু নয় ॥১১১খ॥

মূল

চৌ—কবহুঁ কি দুখ সব কর হিত তাকেঁ। তেহি কি দরিদ্র পরস মনি জাকেঁ।
পরদ্রোহী কী হোহিঁ নিসঙ্কা। কামী পুনি কি রহহিঁ অকলঙ্কা ॥১
বংস কি রহ দ্বিজ অনহিত কীন্হেঁ। কর্ম কি হোহিঁ স্বরূপহি চীন্হেঁ॥
কাহু সুমতি কি খল সঙ্গ জামী। সুভ গতি পাব কি পরত্রিয় গামী ॥২
ভব কি পরহিঁ পরমাত্মা বিন্দক। সুখী কি হোহিঁ কবহুঁ হরি নিন্দক॥
রাজু কি রহই নীতি বিনু জানেঁ। অঘ কি রহহিঁ হরিচরিত বখানেঁ ॥৩
পাবন জস কি পুন্য বিনু হোঈ। বিনু অঘ অজস কি পাবই কোঈ॥
লাভু কি কিছু হরি ভগতি সমানা। জেহি গাবহিঁ শ্রুতি সন্ত পুরানা ॥৪
হানি কি জগ এহি সম কিছু ভাঈ। ভজিঅ ন রামহি নর তনু পাঈ॥
অঘ কি পিসুনতা সম কছু আনা। ধর্ম কি দয়া সরিস হরিজানা ॥৫
এহি বিধি অমিতি জুগুতি মন গুনউঁ। মুনি উপদেস ন সাদর সুনউঁ॥
পুনি পুনি সগুন পচ্ছ মৈঁ রোপা। তব মুনি বোলেউ বচন সকোপা ॥৬
মূঢ় পরম সিখ দেউঁ ন মানসি। উত্তর প্রতিউত্তর বহু আনসি॥
সত্য বচন বিস্বাস ন করহী। বায়স ইব সবহী তে ডরহী ॥৭
সঠ স্বপচ্ছ তব হৃদয়ঁ বিসালা। সপদি হোহি পচ্ছী চণ্ডালা॥
লীন্হ শ্রাপ মৈঁ সীস চঢ়াঈ। নহিঁ কছু ভয় ন দীনতা আঈ ॥৮

দোহা— তুরত ভয়উঁ মৈঁ কাগ তব পুনি মুনি পদ সিরু নাই।
সুমিরি রাম রঘুবংস মনি হরষিত চলেউঁ উড়াই ॥১১২ক॥
উমা জে রাম চরন রত বিগত কাম মদ ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত কেহি সন করহিঁ বিরোধ ॥১১২খ॥

চৌ—কেমনে সে দুঃখী হিত সবার যে চায় ? স্পর্শমণি যা'র সে কি দরিদ্রতা পায় ?
পরদ্রোহী কখন কি হইবে নিঃশঙ্ক ? কামী জন কভু কি বা হয় অকলঙ্ক ? ॥১
বিপ্রের অহিত সাধি' বংশ কি রহিবে ? আত্ম-জ্ঞান লভি' পুনঃ কর্ম্ম কি থাকিবে ?
খল-সঙ্গ করি' কেবা সুমতি লভিবে ? পরনারীগামী কেহ সুখ কি ভুঞ্জিবে ? ॥২
পরমাত্মা-বেত্তা কভু ভব-দুঃখ পায় ? হরি-নিন্দা করি' কা'র সুখে দিন যায় ?
নীতিজ্ঞান ত্যজি' কা'র রাজ্য রক্ষা হয় ? হরি-কথা বাখানিয়া পাপী কভু রয় ? ।৩
পূত যশ কভু কেবা পুণ্য বিনা পায় ? পাপ বিনা অপযশ কাহাতে পৌঁছায় ?
হরি-ভক্তি-সম লাভ কোথা' রহে আন ? পুরাণ, সাধু ও বেদ করে যা'র গান ।৪
এর সম হানি' কিছু ধরাতে কোথায়— নর-দেহে যদি নাহি ভজিবারে চায় ?
পরনিন্দা-সম পাপ আর কিবা আন ? দয়া-সম ধর্ম্ম কিবা ওহে হরিযান ! ।৫
হেনমতে বহু যুক্তি মনে বিচারিনু । মুনি উপদেশ নাহি সাদরে শুনিনু ॥
বহুশ সগুণ-পক্ষ করি সমর্থন । তদা মুনি কোপ-ভরে কহেন বচন—
"হে মূঢ় ! পরম শিক্ষা দিলে নাহি মানো । উত্তর ও প্রত্যুত্তর বহু তুমি আনো ॥
সত্য ব'লে বিশ্বাস না করিছ স্থাপন । কাক-সম ভয় কর সকলে পোষণ ।৭
হে শঠ ! স্বমতে তব সুদৃঢ় বিশ্বাস । এখনি হইবে চণ্ড বিহঙ্গ বায়স ।"
এই শাপ আমি মম শির'পর লই । ভয় বা দৈন্যে নাহি বিচলিত হই ॥৮
দোহা— ত্বরা লাভ করি বায়সের তনু মুনি-পদে মস্তক নমিয়া ।
রঘুবংশ-মণি রামেরে স্মরিয়া হরষিত চলিনু উড়িয়া ।১১২ক॥
হে উমা ! যাহারা রাম-পদে নত বিবর্জ্জিত কাম-মদ-ক্রোধ ।
নিজ প্রভুময় হেরিবে জগৎ কারো সনে না করে বিরোধ ॥১১২খ॥

মূল

চৌ—সুনু খগেস নহিঁ কছু রিষি দূষন । উর প্রেরক রঘুবংস বিভূষন ॥
কৃপাসিন্ধু মুনি মতি করি ভোরী । লীন্হী প্রেম পরিচ্ছা মোরী ॥১
মন বচ ক্রম মোহি নিজ জন জানা । মুনি মতি পুনি ফেরী ভগবানা ॥
রিষি মম মহত সীলতা দেখী । রাম চরন বিস্বাস বিসেষী ।২
অতি বিসময় পুনি পুনি পছিতাঈ । সাদর মুনি মোহি লীন্হ বোলাঈ ॥
মম পরিতোষ বিবিধি বিধি কীন্হা । হরষিত রামমন্ত্র তব দীন্হা ॥৩

বাংলা অর্থ—তাকেঁ—তাকাইলে ; অনহিত কীন্হে—অপকার করিলে ; স্বরূপহি চীন্হেঁ—আত্মজ্ঞান লাভ করিলে ; অনহিত কীন্হেঁ—অহিত করিলে ; পরমাত্মা বিন্দক—পরমাত্মজ্ঞাতা ; পিসুনতা—পরনিন্দা ; গুনউঁ—বিচার করিলাম ; রোপা—স্থাপিত করিলাম ; ডরহী—ভয় পাইতেছিস ; পচ্ছী চণ্ডালা—চণ্ড পক্ষী (কাক) ; সীস চঢ়াই লীন্হ—শিরোধার্য্য করিলাম ; সপদি—এইক্ষণে ; (দো—১১২ ক, খ)

বালকরূপ রাম কর ধ্যানা। কহেউ মোহি মুনি কৃপানিধানা॥
সুন্দর সুখদ মোহি অতি ভাবা। সো প্রথমহিঁ মৈঁ তুম্‌হহি সুনাবা॥৪
মুনি মোহি কছুক কাল তহঁ রাখা। রামচরিতমানস তব ভাষা॥
সাদর মোহি যহ কথা সুনাঈ। পুনি বোলে মুনি গিরা সুহাঈ॥৫
রামচরিত সর গুপ্ত সুহাবা। সম্ভু প্রসাদ তাত মৈঁ পাবা॥
তোহি নিজ ভগত রাম কর জানী। তাতে মৈঁ সব কহেউঁ বখানী॥৬
রাম ভগতি জিন্‌হ কেঁ উর নাহীঁ। কবহুঁ ন তাত কহিঅ তিন্‌হ পাহীঁ॥
মুনি মোহি বিবিধি ভাঁতি সমুঝাবা। মৈঁ সপ্রেম মুনি পদ সিরু নাবা॥৭
নিজ কর কমল পরসি মম সীসা। হরষিত আসিষ দীন্‌হ মুনীসা॥
রাম ভগতি অবিরল উর তোরেঁ। বসিহি সদা প্রসাদ অব মোরেঁ॥৮

দোহা— সদা রাম প্রিয় হোহু তুম্‌হ সুভ গুন ভবন অমান।
কামরূপ ইচ্ছামরন গ্যান বিরাগ নিধান॥১১৩ক॥
জেহিঁ আশ্রম তুম্‌হ বসব পুনি সুমিরত শ্রীভগবন্ত।
ব্যাপিহি তহঁ ন অবিদ্যা জোজন এক প্রজন্ত॥১১৩খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হে খগেশ! ইথে ঋষি-দোষ নাহি গণি। হিয়াতে প্রেরণা দেন রঘুবংশ-মণি।
কৃপাসিন্ধু মুনি-মতি দিলেন ভুলায়ে। প্রেমের পরীক্ষা মম নিলেন করা'য়ে॥১
কায়মনোবাক্যে মোরে জানি' নিজ জন। ভগবান্ মুনি-মতি ফিরাইয়া দেন॥
ঋষি যদা হেরে নিষ্ঠা মহতী শীলতা। রাম-পদে রহে মম রতি-বহুলতা॥২
অতীব বিস্ময়ে মুনি পিছু তাপ করে। আমারে ডাকিয়া পুন নিলেন আদরে॥
বহুধা আমারে করি' অতীব তোষিত। রাম-মন্ত্র দেন মোরে হ'য়ে হরষিত॥৩
বালক-রূপেতে রামে পূজাতরে ধ্যান। কহেন আমারে মুনি কৃপার নিধান॥
সুন্দর সুখদ তাহা তুষিল আমারে। আদিতে তাহাই আমি শুনাই তোমারে॥৪
কিছুকাল মুনি মোরে সেথা দিলা বাস। শিখাইলা মোরে রাম-চরিত-মানস॥
সমাদরে মোরে মুনি সে কথা শুনায়। সুন্দর বচন পুন মোরে কহি' দেয়॥৫
রামের চরিত-সরে গুপ্ত চিত্তারাম। শম্ভুর প্রসাদে তাত! তা'রে লভিলাম॥
তোমারে একান্ত-ভাবে রাম-ভক্ত জানি'। কহিলাম সেই কথা সকল বাখানি'॥৬
রাম-ভক্তি নাহি যা'র হৃদয়-মাঝারে। এ'কথা না কহ তাত! কখনো তাহারে॥
বুঝা'য়ে কহেন মুনি বিবিধ প্রকারে। সপ্রেমে শুনিনু মম শির নত ক'রে॥৭

বাংলা অর্থ—মতি ভোরী করি—মতিভ্রম দিয়া; মতি ফেরী—মতি দিয়াছিলেন; সুহাহা—সুন্দর; তাতে—সেই হেতু; অবিরল—প্রগাঢ়; কামরূপ—ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণকারী; প্রজন্ত—পর্যন্ত; ভাষা—বলিলেন; ভাবা—ভাল লাগিল; (দো—১১৩ ক,খ)

রক্ষা করি' নিজ-কর মম শির'পর। হরষিত আশীর্ব্বাদ দেন মুনিবর॥
অবিরল রাম-ভক্তি তোমার হিয়াতে। নিবসিবে চিরতরে আমার দয়াতে।৮

দোহা— রাম প্রিয় হও সদা-তরে তুমি হে অমানী! শুভ-গুণধাম!
ইচ্ছা-রূপ-ধারী ইচ্ছা-মৃত্যু হও বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য-আধাম!।১১৩ক
যে আশ্রমে তুমি নিবসিবে স্মরণে রাখি' রাম ভগবান্।
সেথা না ব্যাপিবে অবিদ্যার লেশ ব্যাপিয়া যোজন-সম স্থান।১১৩খ

মূল

চৌ—কাল কর্ম্ম গুন দোষ সুভাউ। কছু দুখ তুম্হহি ন ব্যাপিহি কাউ॥
রাম রহস্য ললিত বিধি নানা। গুপ্ত প্রগট ইতিহাস পুরানা॥১
বিনু শ্রম তুম্হ জানব সব সোউ। নিত নব নেহ রাম পদ হোউ॥
জো ইচ্ছা করিহহু মন মাহীঁ। হরি প্রসাদ কছু দুর্লভ নাহীঁ॥২
সুনি মুনি আসিষ সুনু মতিধীরা। ব্রহ্মগিরা ভই গগন গঁভীরা॥
এবমস্তু তব বচ মুনি গ্যানী। য়হ মম ভগত কর্ম মন বানী॥৩
সুনি নভগিরা হরষ মোহি ভয়উ। প্রেম মগন সব সংসয় গয়উ॥
করি বিনতী মুনি আয়সু পাঈ। পদ সরোজ পুনি পুনি সিরু নাঈ।৪
হরষ সহিত এহিঁ আশ্রম আয়উঁ। প্রভু প্রসাদ দুর্লভ বর পায়উঁ॥
ইহাঁ বসত মোহি সুনু খগ ঈসা। বীতে কলপ সাত অরু বীসা॥৫
করউঁ সদা রঘুপতি গুন গানা। সাদর সুনহিঁ বিহঙ্গ সুজানা॥
জব জব অবধপুরীঁ রঘুবীরা। ধরহিঁ ভগত হিত মনুজ সরীরা।৬
তব তব জাই রাম পুর রহউঁ। সিসুলীলা বিলোকি সুখ লহউঁ॥
পুনি উর রাখি রাম সিসুরূপা। নিজ আশ্রম আবউঁ খগভূপা॥৭
কথা সকল মৈঁ তুম্হহি সুনাঈ। কাগ দেহ জেহিঁ কারন পাই।
কহিউঁ তাত সব প্রশ্ন তুম্হারী। রাম ভগতি মহিমা অতি ভারী।৮

দোহা— তাতে য়হ তন মোহি প্রিয় ভয়উ রাম পদ নেহ।
নিজ প্রভু দরসন পায়উঁ গএ সকল সন্দেহ।১১৪ক॥
ভগতি পচ্ছ হঠ করি রহেউঁ দীন্হি মহারিষি সাপ।
মুনি দুর্লভ বর পায়উঁ দেখহু ভজন প্রতাপ।১১৪খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—কাল-কর্ম্ম-গুণ-দোষ স্বভাব-সঞ্জাত। দুঃখ কভু তোমা' নাহি হইবে ব্যাপিত
রামের রহস্য চারু তোমার নিকট। ইতিহাসে পুরাণে বা গূঢ় বা প্রকট॥১

বাংলা অর্থ—ন ব্যাপিহি—অভিভূত করিবে না; গুপ্ত—গোপনে; প্রগট—প্রত্যক্ষ; ব্রহ্মগিরা—আকাশবাণী; কর্ম্ম মন বানী—কায়মনোবাক্যে; খগভূপা—গরুড়; সুনাঈ—শুনাইয়াছি; তাতে—সেই হেতু; নেহ—স্নেহ; পচ্ছ—পক্ষ; (দো—১১৪ ক, খ)

বিনাশ্রমে সুবিদিত সকল হইবে। রাম-পদে নব-প্রীতি প্রত্যহ লভিবে॥
যে ইচ্ছা করিবে তুমি মনের-মাঝার। হরির প্রসাদে নাহি দুর্লভ তোমার॥২
শুনি' মুনি-আশীর্ব্বাদ ওহে মতিধীর! ব্রহ্মা-বাণী শুনা গেল গগনে গম্ভীর॥
তব বাক্য সত্য হোক্ ওহে মহাজ্ঞানী! এ'কাক ভজিছে দিয়া কায়-মনো-বাণী॥৩
শুনি' নভোবাণী মম হর্ষ উপজিল। প্রেমমগ্ন হ'য়ে সব সংশয় নাশিল॥
মুনি-আজ্ঞা লভি' পুন হইনু বিনীত। পাদ-পদ্মে পুনঃ পুনঃ শির করি' নত॥৪
হর্ষ-যুত এ'আশ্রমে করি আগমন। প্রভু-কৃপাবলে বর-লাভে সুখ হান্॥
শুন খগবর মম নিবাস হেথায়! সাতাইশ কল্পভর কাল চলি' যায়।৫
হেথা সদা করি আমি রামগুণ-গান। সাদরে শুনিবে সব পক্ষী জ্ঞানবান্।
যবে আসি অযোধ্যাতে নিজে রঘুবীর। ভক্ত-হিতে ধরিবেন মনুজ-শরীর।৬
তবে আমি রাম-পুরে যাইয়া রহিব। শিশু-লীলা বিলোকিয়া আনন্দ ভুঞ্জিব॥
পুন হিয়া-মাঝে রাখি' শিশুরূপ রামে। ফিরিব হে খগ! পরে আপন আশ্রমে।৭
মম সব কথা আমি তোমারে শুনাই। যে কারণে কাক-দেহ যে ভাবেতে পাই॥
তব সব প্রশ্নোত্তর মিটিল এবার। রাম-ভক্তি-তত্ত্ব জেনো অনন্ত অপার॥৮

দোহা— সেহেতু এ'কায়া অতি প্রিয় মম ইথে লভি রাম-পদে স্নেহ।
প্রভু-দরশন ইথে মম হয় চলি' যায় সকল সন্দেহ॥১১৪ক॥
ভক্তি-তত্ত্বে রহি হঠতা করিয়া মহর্ষি দিলেন তাহে শাপ।
শাপ-বর লভি মুনিরা যা' পায় দেখ তাহে ভজন প্রতাপ॥১১৪খ॥

সমাপিয়া ঊনত্রিংশ পারায়ণ দিন।
রাঘব-চরণে এবে নমিছে এ দীন॥

মূল

চৌ—যে অসি ভগতি জানি পরিহরহীঁ। কেবল গ্যান হেতু শ্রম করহীঁ॥
তে জড় কামধেনু গৃহঁ ত্যাগী। খোজত আকু ফিরহিঁ পয় লাগী॥১
সুনু খগেস হরি ভগতি বিহাঈ। জে সুখ চাহহিঁ আন উপাঈ॥
তে সঠ মহাসিন্ধু বিনু তরনী। পৈরি পার চাহহিঁ জড় করনী॥২
সুনি ভসুণ্ডি কে বচন ভবানী। বোলেউ গরুড় হরষি মৃদু বানী॥
তব প্রসাদ প্রভু মম উর মাহীঁ। সংসয় সোক মোহ ভ্রম নাহীঁ॥৩
সুনেউঁ পুনীত রাম গুন গ্রামা। তুম্হরী কৃপাঁ লহেউঁ বিশ্রামা॥
এক বাত প্রভু পূঁছউঁ তোহী। কহহু বুঝাই কৃপানিধি মোহী।৪
কহহিঁ সন্ত মুনি বেদ পুরানা। নহিঁ কছু দুর্লভ গ্যান সমানা॥
সোই মুনি তুম্হ সন কহেউ গোসাঈ। নহিঁ আদরেহু ভগতি কী নাঈ॥৫
গ্যানহি ভগতিহি অন্তর কেতা। সকল কহহু প্রভু কৃপা নিকেতা॥
সুনি উরগারি বচন সুখ মানা। সাদর বোলেউ কাগ সুজানা॥৬

ভগতিহি গ্যানহি নহিঁ কছু ভেদা। উভয় হরহিঁ ভব সম্ভব খেদা ॥
নাথ মুনীস কহহিঁ কছু অন্তর। সাবধান সোউ সুনু বিহঙ্গবর ॥৭
গ্যান বিরাগ জোগ বিগ্যানা। এ সব পুরুষ সুনহু হরিজানা ॥
পুরুষ প্রতাপ প্রবল সব ভাঁতী। অবলা অবল সহজ জড় জাতী ॥৮

দোহা— পুরুষ ত্যাগি সক নারিহি জো বিরক্ত মতিধীর।
ন তু কামী বিষয়াবস বিমুখ জো পদ রঘুবীর ॥১১৫ক॥

সো০— সোউ মুনি গ্যাননিধান মৃগনয়নী বিধু মুখ নিরখি।
বিবস হোই হরিজান নারি বিষ্ণু মায়া প্রগট ॥১১৫খ॥

পদ্যানুবাদ

সে-ভক্তি চিন্তামণি হেলায় যে তা' পরিহরে। কেবল জ্ঞানের তরে শুধু শ্রম করে
তা'রা জড় কামধেনু-ভবন তেয়াগি'। খুজিয়া ফিরিবে জেনো অর্কক্ষীর লাগি' ॥১
শুন হে খগেশ ! হরি-ভক্তি তেয়াগিয়া। সুখ যা'রা চায় আন উপায় ধরিয়া ॥
তা'রা শঠ মহাসিন্ধু-তরণী ত্যজিয়া। পারে যেতে চায় শুধু সাঁতার কাটিয়া ॥২
শুনিয়া ভুষুণ্ডি-কথা শুন হে ভবানি ! সানন্দে গরুড় ক'ন হেন মৃদুবাণী ॥
তোমার প্রসাদে প্রভু মম হিয়া-মাঝে। দ্বিধা-শোক-মোহ-ভ্রম নাহিক বিরাজে ॥৩
শুনিয়াছি সুপাবন রাম-গুণ-গ্রাম। তোমার কৃপাতে তাহে মানস-বিশ্রাম ॥
এক কথা আর আছে পুছিনু তোমারে। বুঝাইয়া কহ এই কৃপার আধারে ॥৪
কহে সাধু, মুনিজন বেদ ও পুরাণ। কিছু না দুর্লভ বিশ্বে জ্ঞানের সমান ॥
নাথ ! তাহা মুনি করে তোমার গোচর। ভক্তি-সম তুমি তাহা না কর আদর ॥৫
জ্ঞান ও ভকতি দু'য়ে বিভেদ কেমন। সকল কহ হে প্রভু ! কৃপা-নিকেতন ॥
শুনিয়া খগেশ-বাক্য সুখ ল'য়ে মানি। বলেন সাদর-বাক্য বায়স সুজ্ঞানী ॥৬
জ্ঞান ও ভকতি-মাঝে নাহি কোন ভেদ। দোঁহা হরে মানুষের ভব-জাত খেদ ॥
হে নাথ ! মুনীশ কহে কিছুটা অন্তর। সাবধানে শুন তাহা হে বিহঙ্গবর ! ৭
জ্ঞান ও বিরাগ তথা যোগ ও বিজ্ঞান। এ'সবে পুরুষ মানো ওহে হরিযান !
পুরুষ প্রতাপী, বলী সকল প্রকার। সহজ অবলা মায়া জানা সবাকার ॥৮

দোহা— পুরুষ নারীকে ত্যজিতে পারিবে যে মুনীশ বিরাগী হইবে।
কিন্তু কামী নহে যে বিষয়ী কিংবা রাম-পদে বিমুখ রহিবে ॥১১৫ক॥

সো০— যদি সে মুনীশ জ্ঞানের নিধান মৃগনয়নার চন্দ্রানন হেরে।
হইবে বিবশ হে হরি-বাহন ! নারী বিষ্ণু-মায়া প্রকটিত করে ॥১১৫খ

বাংলা অর্থ—আকু পয়—আকন্দ গাছের ক্ষীর ; পৈরি—চড়িয়া ; জড় করনী—জড়-মতি ; বিশ্রামা লহেউঁ—শান্তিলাভ করিলাম ; নহি আদরেহু—সমাদর করিলেন না ; অবলা—প্রকৃতি (স্ত্রীধর্মী মায়া) ; অবল—নির্বল ; ত্যাগি সক—ত্যাগ করিতে পারে ; মৃগনয়নী—যুবতী স্ত্রী ; বিধু মুখ—মুখচন্দ্রমা ; প্রগট—প্রত্যক্ষ ; দো—১১৫ ক, খ)

মূল

চৌ—ইহাঁ ন পচ্ছপাত কছু রাখউঁ। বেদ পুরান সন্ত মত ভাষউঁ॥
মোহ ন নারি নারি কেঁ রূপা। পন্নগারি য়হ রীতি অনূপা॥১
মায়া ভগতি সুনহু তুম্হ দোউ। নারি বর্গ জানই সব কোউ।
পুনি রঘুবীরহি ভগতি পিআরী। মায়া খলু নর্তকী বিচারী॥২
ভগতিহি সানুকূল রঘুরায়া। তাতে তেহি ডরপতি অতি মায়া॥
রাম ভগতি নিরুপম নিরুপাধী। বসই জাসু উর সদা অবাধী॥৩
তেহি বিলোকি মায়া সকুচাঈ। করি ন সকই কছু নিজ প্রভুতাঈ॥
অস বিচারি জে মুনি বিগ্যানী। জাচহিঁ ভগতি সকল সুখ খানী॥৪

দোহা— য়হ রহস্য রঘুনাথ কর বেগি ন জানই কোই।
জো জানই রঘুপতি কৃপাঁ সপনেহুঁ মোহ ন হোই॥১১৬ক॥
ঔরউ গ্যান ভগতি কর ভেদ সুনহু সুপ্রবীন।
জো সুনি হোই রাম পদ প্রীতি সদা অবিছীন॥১১৬খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেথা নাহি কিছু রাখি পক্ষপাত। বেদ, তন্ত্র, সাধু ইথে রহে এক মত॥
নারী কিন্তু নারী-রূপে কভু মুগ্ধ নহে। হে খগেশ! অনুপম এই রীতি রহে॥১
মায়া ও ভকতি নাথ! শুন দু'টি আছে। নারীবর্গে এ' দু'টিরে সকলে জানিছে॥
রঘুবীরে জান পুন ভক্তির পিয়ারী। মায়াকে জানিবে তাঁ'র নর্ত্তকী বেচারী॥২
রঘুরাজ সানুকূল সদা ভক্তি'পরে। সেই হেতু মায়া তাঁ'রে ডরে সদা-তরে॥
রাম-ভক্তি নিরুপম নিরুপাধি হ'য়ে। নির্ব্বাধে নিবসে সদা যাহার হৃদয়ে॥৩
তাহারে বিলোকি' মায়া হয় সঙ্কুচিত। নিজের প্রভুতা নাহি করে প্রকটিত॥
ইহা বিচারিয়া সব মুনি-জ্ঞানিবর। যাচিছে ভকতি সর্ব্ব সুখের আকর॥৪

দোহা— এ গূঢ় রহস্য আছে রঘুনাথে কেহ নাহি জানিবে ত্বরিত।
যে জানিবে তা'র রঘুপতি-কৃপা স্বপনে না মোহ-বিজড়িত॥১১৬ক
ভকতি ও জ্ঞানে ভেদ কোথা রহে পুন শুন ওহে সুপ্রবীণ!
যে শুনিবে তা'র রাম-পদে প্রীতি কভু নাহি হইবে মলিন॥১১৬খ

মূল

চৌ—সুনহু তাত য়হ অকথ কহানী। সমুঝত বনই ন জাই বখানী॥
ঈশ্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী॥১
সো মায়াবস ভয়উ গোসাঈ। বঁধ্যো কীর মরকট কী নাঈ॥
জড় চেতনহি গ্রন্থি পরি গঈ। জদপি মৃষা ছুটত কঠিনঈ॥২

বাংলা অর্থ—বিচারী—বেচারা; অবাধী—নির্ব্বাধ ভাবে; অবিছীন—নিরবচ্ছিন্ন; ভাষউঁ—বলিব; ডরপতি—ভয় পায়; (দো—১১৬ ক, খ)

তব তে জীব ভয়উ সংসারী। ছুট ন গ্রন্থি ন হোই সুখারী॥
শ্রুতি পুরান বহু কহেউ উপাঈ। ছুট ন অধিক অধিক অরুঝাঈ॥৩
জীব হৃদয়ঁ তম মোহ বিসেষী। গ্রন্থি ছুট কিমি পরই ন দেখী॥
অস সংজোগ ঈস জব করঈ। তবহুঁ কদাচিত সো নিরুঅরঈ॥৪
সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ধেনু সুহাঈ। জৌঁ হরি কৃপাঁ হৃদয়ঁ বস আঈ॥
জপ তপ ব্রত জম নিয়ম অপারা। জে শ্রুতি কহ সুভ ধর্ম অচারা॥৫
তেই তৃন হরিত চরৈ জব গাঈ। ভাব বচ্ছ সিসু পাই পেনুহাঈ॥
নোই নিবৃত্তি পাত্র বিস্বাসা। নির্মল মন অহীর নিজ দাসা॥৬
পরম ধর্মময় পয় দুহি ভাঈ। অবটৈ অনল অকাম বনাঈ॥
তোষ মরুত তব ছমাঁ জুড়াবৈ। ধৃতি সম জাবনু দেই জমাবৈ॥৭
মুদিতাঁ মথৈ বিচার মথানী। দম অধার রজু সত্য সুবানী॥
তব মথি কাঢ়ি লেই নবনীতা। বিমল বিরাগ সুভগ সুপুনীতা॥৮

দোহা— জোগ অগিনি করি প্রগট তব কর্ম সুভাসুভ লাই।
বুদ্ধি সিরাবৈ গ্যান ঘৃত মমতা মল জরি জাই॥১১৭ক॥
তব বিগ্যানরূপিনী বুদ্ধি বিসদ ঘৃত পাই।
চিত্ত দিআ ভরি ধরৈ দৃঢ় সমতা দিঅটি বনাই॥১১৭খ॥
তীনি অবস্থা তীনি গুন তেহি কপাস তেঁ কাঢ়ি।
তুল তুরীয় সঁবারি পুনি বাতী করৈ সুগাঢ়ি॥১১৭গ॥

সো০— এহি বিধি লেসৈ দীপ তেজ রাসি বিগ্যানময়।
জাতহিঁ জাসু সমীপ জরহিঁ মদাদিক সলভ সব॥১১৭ঘ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—শুন ওহে তাত! এই অদ্ভুত বচন। বুঝিবে, নারিবে কিন্তু করিতে বর্ণন॥
ঈশ্বরের অংশ জীব ঈশ অবিনাশী। সহজ চেতন তথা শুদ্ধ সুখরাশি॥১
হে নাথ! তাহারে মায়া * যদি বশ করে। তোতা ও মর্কট-সম সেই বাঁধা পড়ে॥
জড় ও চেতনে মিলি' গ্রন্থিবদ্ধ হয়। গ্রন্থি মিথ্যা বটে ভেদ কঠিনতাময়॥২

বাংলা অর্থ—অকথ—অকথনীয়; সমুঝত বনই—বোঝা যায় বা বোদ্ধা হওয়া যায়; বধ্যো—বাঁধা পড়ে; কীর—তোতাপাখী; পরি গঈ—পড়িয়া যায়; জদপি—যদ্যপি; কঠিনঈ—কঠিন হয়; ছুট—ভেদ; অরুঝাঈ—আটকাইয়া যায়; ছুট কিমি—গ্রন্থি ভেদ কেমনে হয়; দেখি ন পরঈ—দেখিতে পাওয়া যায় না; সংজোগে নিরুঅরঈ—গ্রন্থিমুক্ত হয়; বস আঈ—বাস করিতে আসে; ভাব বচ্ছ পাই—আস্তিক্য-ভাব শিশু পাইয়া; পেনহাই—পানায়; নোই—গরুর পিছনের পা বাঁধিবার রজ্জু; অবটৈ—জ্বাল দেয়; জাবনু—দইপাতা দম্বল; মুদিতা—প্রসন্নতা; মথানী—মন্থন দণ্ড; কাঢ়ি লেই—বাহির করিয়া লয়; সিরাবৈ—সমাপ্তি হয়; দিআ—দীপ; লেসৈ—জ্বালাও; (দো—১১৭ ক, খ, গ, ঘ)

* মায়া অর্থে প্রকৃতি বা বিষ্ণুমায়াচক্র জীবপদ্ধতি

তখন হইতে জীব সংসারী হইল। গ্রন্থি নাহি টুটে মনে সুখ না লভিল॥
গ্রন্থি-ভেদে বহু পথ বেদে তন্ত্রে কয়। গ্রন্থি নাহি টুটে বরং ক্রমে বেশী হয়॥৩
জীব-হিয়া সবিশেষ ঘোর মোহে ভ'রে। দেখিতে না পায়, ইচ্ছা গ্রন্থি-ভেদ করে
সংযোগ যদ্যপি ঈশ কখন সাধয়ে। তবু কদাচিৎ কেহ গ্রন্থি উন্মোচয়ে॥৪
সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধাধেনু সেথা পহুঁছিবে। হিয়া-গৃহে হরি-কৃপা যদি নিবসিবে॥
জপ-তপ-ব্রত-যম-নিয়ম অপার। যা'রে কহে শ্রুতি-মতে শুভ-ধর্ম্মাচার॥৫
তা'রা হ'বে নব তৃণ ধেনু যবে চরে। ভাব-শিশু সে ধেনুর স্তন্য পান করে॥
নিবৃত্তি-রজ্জুতে ধেনু-চরণ বাঁধিবে। বিশ্বাস-আধারে সেই ধেনুরে দুহিবে॥
নিষ্পাপ স্বতন্ত্র মন হইবে গোয়ালা। তবে সেই ধর্ম্ম-দুগ্ধে অর্চ্চনা সুফলা ৬
দোহন করিয়া সেই দুগ্ধ ধর্ম্মময়। নিষ্কাম-অগ্নিতে তাহা জ্বাল দিতে হয়॥
সন্তোষ ও ক্ষমা-বায়ু তাহারে জুড়ায়। ধৃতি-শম-অম্লরসে সে দুধ জমায়॥৭
প্রসাদ ভাণ্ডক, মন্থদণ্ড সুবিচার। সত্য ও সুবাণী রজ্জু, দম তক্র তা'র॥
মথি' তাহা নবনীত উঠাইয়া ল'বে। বিমল বৈরাগ্য-যুত তাহা পূত হ'বে॥৮
দোহা— যোগাগ্নি জ্বালিলে শুভাশুভ কর্ম্ম বিরচিবে তোমার ইন্ধন।
মায়া মল জ্বলি' জ্ঞান-হবিঃ পাবে বুদ্ধি করে শীতলতা দান॥১১৭ক
বিজ্ঞান-রূপিণী তব শুভ বোধে মলহীন ঘৃত লভ যদা।
চিত্ত-দীপ ভরি' সম-দৃষ্টি দিয়া দীপ-দানী বিরচিবে তদা॥১১৭খ
*অবস্থাত্রিতয়ে সত্ত্ব-রজঃ-তাম কার্পাসের তুলা যোগাইবে।
দু'য়ে মিলাইয়া তুরীয় আনিয়া সুদৃঢ় বর্ত্তিকা পাকাইবে॥১১৭গ
সো০ হেনমতে দীপ হ'তে তেজোরাশি জ্ঞানময় কোষে উজলিবে।
মদাদি পতঙ্গ যা'র পাশে আসি' ক্ষণমাত্রে জ্বলিয়া যাইবে॥১১৭ঘ

মূল

চৌ—সোহমস্মি ইতি বৃত্তি অখণ্ডা। দীপ সিখা সোই পরম প্রচণ্ডা॥
আতম অনুভব সুখ সুপ্রকাসা। তব ভব মূল ভেদ ভ্রম নাসা॥১
প্রবল অবিদ্যা কর পরিবারা। মোহ আদি তম মিটই অপারা॥
তব সোই বুদ্ধি পাই উঁজিআরা। উর গৃহঁ বৈঠি গ্রন্থি নিরুআরা॥২
ছোরন গ্রন্থি পাব জৌঁ সোঈ। তব য়হ জীব কৃতারথ হোঈ॥
ছোরত গ্রন্থি জানি খগরায়া। বিঘ্ন অনেক করই তব মায়া॥৩
রিদ্ধি সিদ্ধি প্রেরই বহু ভাঈ। বুদ্ধিহি লোভ দিখাবহিঁ আঈ॥
কল বল ছল করি জাহিঁ সমীপা। অঞ্চল বাত বুঝাবহিঁ দীপা॥৪
হোই বুদ্ধি জৌঁ পরম সয়ানী। তিন্হ তন চিতব ন অনহিত জানী॥
জৌঁ তেহি বিঘ্ন বুদ্ধি নহিঁ বাধী। তৌ বহোরি সুর করহিঁ উপাধী॥৫
ইন্দ্রী দ্বার ঝরোখা নানা। তহঁ তহঁ সুর বৈঠে করি থানা॥
আবত দেখহিঁ বিষয় বয়ারী। তে হঠি দেহিঁ কপাট উঘারী॥৬

* জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাত্রয়

জব সো প্রভঞ্জন উর গৃহঁ জাঈ। তবহিঁ দীপ বিগ্যান বুঝাঈ ॥
গ্রন্থি ন ছুটি মিটা সো প্রকাসা। বুদ্ধি বিকল ভই বিষয় বতাসা ॥৭
ইন্দ্রিন্হ সুরন্হ ন গ্যান সোহাঈ। বিষয় ভোগ পর প্রীতি সদাঈ ॥
বিষয় সমীর বুদ্ধি কৃত ভোরী। তেহি বিধি দীপ কো বার বহোরী ॥৮

দোহা— তব ফিরি জীব বিবিধি বিধি পাবই সংসৃতি ক্লেস।
হরি মায়া অতি দুস্তর তরি ন জাই বিহগেস ॥১১৮ক॥
কহত কঠিন সমুঝত কঠিন সাধত কঠিন বিবেক।
হোই † ঘুনাচ্ছর ন্যায় জৌঁ পুনি প্রত্যুহ অনেক ॥১১৮খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—সোহমস্মি এই বৃত্তি অশেষ অখণ্ড। সে দীপের শিখা অতি পরম প্রচণ্ড ॥
আত্ম অনুভব সুখ যদা সুপ্রকাশ। তদা ভব-মূল-ভেদ তথা ভ্রম-নাশ ॥১
প্রবল অবিদ্যা ধরে যত পরিবার। মোহ আদি তম সব মিটায় অপার ॥
তদা সেই বুদ্ধি শুদ্ধা হ'য়ে উজ্জ্বলিত। উরো-গৃহ-গত গ্রন্থি করে উন্মোচিত ॥২
হেনমতে যবে গ্রন্থি যথা উন্মোচিবে। ধরা-মাঝে জীব তবে কৃতার্থ হইবে ॥
কিন্তু প্রভো ! গ্রন্থি-চ্ছেদ হ'তেছে জানিয়া। মায়া বহু বিঘ্ন আনি' দেয় বিস্তারিয়া ॥৩
ওহে ভাই ! ঋদ্ধি সিদ্ধি আসিয়া পৌঁছায়। আসি' লোভ-আদি-দ্বারা বুদ্ধিরে ভুলায়
কলা-ছল-বল করি' সমীপেতে যায়। আঁচল-বায়ুতে দীপ নিভাইতে চায় ॥৪
বুদ্ধি যদি হয় তদা যথা অবহিত। অমঙ্গল জানি' দৃষ্টি না করে পাতিত ॥
বুদ্ধি যদি নাহি হয় বাধার কারণ। তবে সুর পুন করে বিঘ্ন-উৎপাদন ॥৫
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে রহে বহু বাতায়ন। সেথা সুর বসে স্থান করিয়া রচন ॥
বিষয়-বাতাস বহে যদি সেথা দিয়া। হঠতা করিয়া দেয় দ্বার উন্মোচিয়া ॥৬
প্রবল বাতাস যদি হিয়া-গৃহে রয়। বিজ্ঞান-প্রদীপ তবে নির্ব্বাপিত হয় ॥
গ্রন্থিভেদ নাহি হয় উজ্জ্বলতা নাশে। বুদ্ধিকে বিকল করে বিষয়-বাতাসে ॥৭
ইন্দ্রিয়-দেবতাগণে জ্ঞানে রুচি নাই। বিষয়-ভোগের তরে বাসনা সদাই ॥
বিষয়-বাতাস যদি বুদ্ধিকে ভুলাবে। তেমন করিয়া দীপ কে পুন জ্বালাবে ? ॥৮

দোহা— তদা পুন জীব বিবিধ প্রকারে লাভ করে সংসারজ-ক্লেশ।
হরি-মায়া জানো অতীব দুস্তর সহজে না মিটে বিহগেশ ! ॥১১৮ক॥

বাংলা অর্থ—উঁজিআরা—ঔজ্জ্বল্য ; নিরুআরা—খুলিয়া দেয় ; ছোরন পাব—খুলিতে পারে ; ছোরত গ্রন্থি—মুক্তগ্রন্থি ; অঞ্চল বাত—আঁচলের বায়ু ; বুঝাবহি—নিবাইয়া দেয় ; নহিঁ বাধী—বাধা না দেয় ; উপাধী—বিঘ্ন ; ইন্দ্রী—ইন্দ্রিয় ; ঝরোখা—ছিদ্র ; থানা—স্থান ; বয়ারী—বায়ু ; উঘারী—খুলিয়া ; বুঝাঈ—নিভিয়া যায় ; মিটা—দূর হয় ; ন সোহঈ—ভাল নয় ; ভোরী কৃত—ভুলাইয়া দেয় ; তরি ন জাই—উত্তীর্ণ হওয়া যায় না ; প্রত্যুহ—বাধা ; প্রভঞ্জন—প্রবল বায়ুবেগ ; (দো—১১৮ ক,খ)

 † ঘুণাক্ষর ন্যায় অর্থে দৈবক্রমে ক্ষুদ্র কীটদষ্ট ছিদ্রপথের তুল্য

কহিতে কঠিন   বুঝিতে কঠিন   সাধিতে কঠিন জ্ঞান-ঘন।
যদি কভু হয়   ঘুণাক্ষর ন্যায়ে   ছিদ্র-পথে করয়ে ধ্বংসন॥ ১৮খ॥

মূল

চৌ—গ্যন পন্থ কৃপান কৈ ধারা। পরত খগেস হোই নহিঁ বারা॥
জো নির্বিঘ্ন পন্থ নির্বহঈ। সো কৈবল্য পরম পদ লহঈ॥১
অতি দুর্লভ কৈবল্য পরম পদ। সন্ত পুরান নিগম আগম বদ॥
রাম ভজত সোই মুকুতি গোসাঈ। অনইচ্ছিত আবই বরিআঈ।২
জিমি থল বিনু জল রহি ন সকাঈ। কোটি ভাঁতি কোউ করৈ উপাঈ॥
তথা মোচ্ছ সুখ সুনু খগরাঈ। রহি ন সকই হরি ভগতি বিহাঈ॥৩
অস বিচারি হরি ভগত সয়ানে। মুক্তি নিরাদর ভগতি লুভানে॥
ভগতি করত বিনু জতন প্রয়াসা। সংসৃতি মূল অবিদ্যা নাসা॥৪
ভোজন করিঅ তৃপিতি হিত লাগী। জিমি সো অসন পচবৈ জঠরাগী॥
অসি হরি ভগতি সুগম সুখদাঈ। কো অস মূঢ় ন জাহি সোহাঈ॥৫

দোহা— সেবক সেব্য ভাব বিনু ভব ন তরিঅ উরগারি।
ভজহু রাম পদ পঙ্কজ অস সিদ্ধান্ত বিচারি॥১১৯ক॥
জো চেতন কহঁ জড় করই জড়হি করই চৈতন্য।
অস সমর্থ রঘুনায়কহি ভজহিঁ জীব তে ধন্য॥১১৯খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—জ্ঞানমার্গ জানো যেন কৃপাণের ধার। পতনের তরে নাহি ক্ষণের বিচার
বিঘ্নহীন পথে যা'রা পথ-প্রান্তে যায়। মোক্ষরূপী পর-পদ তাহারাই পায়॥১
মোক্ষরূপী পরপদ দুর্লভ নিশ্চয়। আগমে, নিগমে, তন্ত্রে সাধুও তা' কয়॥
ওহে নাথ! সেই মুক্তি রাম-ভক্ত জনে। অনিচ্ছায় এসে যাবে বিঘ্ন নাহি মানে॥
স্থল বিনা জল যথা কভু নাহি রয়। তা'র তরে ধরিলেও কোটিশ উপায়॥
মোক্ষ-সুখ তথা শুন ওহে খগপতি! রহিতে নারিবে ত্যজি' হরিতে ভকতি॥৩
ইহা চিন্তি' হরিভক্ত সব বুদ্ধিমান্। মুক্তি অবহেলি' শুধু ভক্তি বেশী চান॥
ভকতি সাধিয়া বিনা যতন প্রয়াসে। সংসারের মূলভূত অবিদ্যা বিনাশে॥৪
তৃপ্তি হেতু নরে অন্ন করিলে ভোজন। জঠরাগ্নি পাক করে না করি' যতন॥
এইরূপ হরিভক্তি সুখদ সুগম। কোন্ মূঢ় চাহিবে না করিতে সাধন॥৫

দোহা— সেবক ও সেব্য- ভাব বিসর্জিয়া ভবে না তরিবে উরগারি!
রাম-পাদপদ্ম ভজিবে সতত মূল-তত্ত্ব এহেন বিচারি'॥১১৯ক॥

বাংলা অর্থ—কৃপান—দুইধারে শানবিশিষ্ট অস্ত্র; নহি বারা—বিলম্ব হয় না; নির্বহই—বাহিয়া যায়; অনইচ্ছিত—অনিচ্ছায়; লুভানে—প্রলুব্ধ হয়; তৃপিতি—তৃপ্তি পচবৈ—পাক করে; জঠরাগী—জঠরাগ্নি; অসন—খাদ্য; (দো—১১৯ক,খ)

চেতনেরে জড় জড়েরে চেতন রূপ দান যাহার ধরম।
এহেন সক্ষম রঘুর নায়কে ভজি' ধন্য হইবে পরম ॥১১৯খ॥

মূল

চৌ—কহেউঁ গ্যান সিদ্ধান্ত বুঝাঈ। সুনহু ভগতি মনি কৈ প্রভুতাঈ ॥
রাম ভগতি চিন্তামনি সুন্দর। বসই গরুড় জাকে উর অন্তর ॥১
পরম প্রকাস রূপ দিন রাতী। নহিঁ কছু চহিঅ দিআ ঘৃত বাতী ॥
মোহ দরিদ্র নিকট নহিঁ আবা। লোভ বাত নহিঁ তাহি বুঝাবা।২
প্রবল অবিদ্যা তম মিটি জাঈ। হারহিঁ সকল সলভ সমুদাঈ ॥
খল কামাদি নিকট নহিঁ জাহীঁ। বসই ভগতি জাকে উর মাহীঁ ॥৩
গরল সুধাসম অরি হিত হোঈ। তেহি মনি বিনু সুখ পাব ন কোঈ ॥
ব্যাপহিঁ মানস রোগ ন ভারী। জিন্হ কে বস সব জীব দুখারী ॥৪
রাম ভগতি মনি উর বস জাকেঁ। দুখ লবলেস ন সপনেহুঁ তাকেঁ ॥
চতুর সিরোমনি তেই জগ মাহীঁ। জে মনি লাগি সুজতন করাহীঁ।৫
সো মনি জদপি প্রগট জগ অহঈ। রাম কৃপা বিনু নহিঁ কোউ লহঈ ॥
সুগম উপায় পাইবে কেরে। নর হতভাগ্য দেহিঁ ভটভেরে ॥৬
পাবন পর্বত বেদ পুরানা। রাম কথা রুচিরাকর নানা ॥
মর্মী সজ্জন সুমতি কুদারী। গ্যান বিরাগ নয়ন উরগারী ॥৭
ভাব সহিত খোজই জো প্রানী। পাব ভগতি মনি সব সুখ খানী ॥
মোরেঁ মন প্রভু অস বিস্বাসা। রাম তে অধিক রাম কর দাসা ॥৮
রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা। চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা ॥
সব কর ফল হরি ভগতি সুহাঈ। সো বিনু সন্ত ন কাহূঁ পাঈ ॥৯
অস বিচারি জোই কর সতসঙ্গা। রাম ভগতি তেহি সুলভ বিহঙ্গা ॥১০

দোহা— ব্রহ্ম পয়োনিধি মন্দর গ্যান সন্ত সুর আহিঁ।
কথা সুধা মথি কাঢ়হিঁ ভগতি মধুরতা জাহিঁ ॥১২০ক॥
বিরতি চর্ম অসি গ্যান মদ লোভ মোহ রিপু মারি।
জয় পাইঅ সো হরি ভগতি দেখু খগেস বিচারি ॥১২০খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—জ্ঞান-কথা এ'যাবৎ করেছি খ্যাপন। ভকতি-মহিমা এবে করহ শ্রবণ ॥
রাম-ভক্তি চিন্তামণি চারু বুঝি' ল'বে। যা'র হিয়া-আকরে তা' হে গরুড়! রবে ॥১

বাংলা অর্থ—দিআ—দীপ; মোহ দরিদ্র—মোহরূপী দারিদ্র্য; নহি বুঝাবা—নিবাইয়া দেয় না; হারহিঁ—হারিয়া যায়; বস—বাস করে; পাইবে কেরে—পাইবার জন্য; ভটভেরে—টুকরা করিয়া; মর্মী—মর্মজ্ঞ; কুদারী—কোদাল; কাঢ়হিঁ—বাহির করে; জাহি—যাহাতে; আহি—হয়; সলভ—পতঙ্গ; (দো— ১২০ ক, খ)

পরম প্রকাশ-রূপে অহর্নিশ রয়। ঘৃত ও বর্ত্তিকা নাহি প্রয়োজন হয়॥
মোহ, দরিদ্রতা তার নিকষে না যায়। লোভ-বায়ু তা'রে নাহি নির্ব্বাপিয়া দেয় ॥২
প্রবল অবিদ্যা, তম যাবে বিনাশিয়া। মোহাদি পতঙ্গ সব যাবে পলাইয়া॥
কপট কামাদি যবে নিকটে না যায়। ভকতি আপন স্থান লইবে হিয়ায় ॥৩
গরল অমৃত-সম অরি বন্ধু হয়। সেই মণি বিনা সুখ কেহ না ভুঞ্জয়॥
মানসিক রোগ নাহি করে আক্রমণ। যা'র বশ রহে বিশ্বে যত দুখী জন ॥৪
রাম-ভক্তি-মণি রহে হিয়াতে যাহার। স্বপনেও দুঃখলেশ নাহি মনে তা'র ॥
বুদ্ধিমান্-শিরোমণি সে ধরা-ভিতরে। যত্ন করে সেই মণি যেবা লাভ-তরে ॥৫
যদ্যপি সে মণি বিশ্বে রয়েছে প্রকট। রাম-কৃপা বিনা তাহা নহে সন্নিকট॥
লভিবার তরে আছে সুগম উপায়। হতভাগ্য নর তা'রে এড়াইয়া যায়॥৬
বেদ ও পুরাণ যেন গিরি সুপাবন। রাম-কথা যেন সেথা খনি সুশোভন॥
মর্ম্মী সাধু করে সেথা খোদাই সাধন। জ্ঞান ও বৈরাগ্য জেনো ভক্তির নয়ন ॥৭
যে প্রাণী অন্তর দিয়া করিবে সন্ধান। ভক্তি-মণি পাবে সেই সুখের নিদান॥
মম মনে রাখি এই সুদৃঢ় বিশ্বাস। রাম হ'তে বড়, যিনি সত্য রাম-দাস।৮
রাম-সিন্ধু যেথা, মেঘ সেথা সাধু জন। শ্রীরাম চন্দন-তরু, সাধু সমীরণ॥
হরি-ভক্তি মনোহর, ফলিবে সেথায়। সাধু বিনা কেবা লাভ করিবে তাহায়।৯
হেন বিচারিয়া যেই করে সাধুসঙ্গ। রাম-ভক্তি লাভ তা'র সহজ বিহঙ্গ! ॥১০
দোহা— ব্রহ্ম পারাবার জ্ঞানেরে মন্দর সাধুজনে দেবতা মানিবে।
মথি তাহা দিবে রাম-কথামৃত ভক্তি তাহে মধুরতা দিবে ॥১২০ক॥
বৈরাগ্যেতে বর্ম্ম জ্ঞানে অসি রচি' মদ-লোভ-মোহকে হানিয়া॥
বিজয়ী হইবে হরিতে ভকতি দেখ হে খগেশ! বিচারিয়া॥১২০খ

গরুড়ের সাত প্রশ্ন ও ভুশুণ্ডীর উত্তর

মূল

চৌ—পুনি সপ্রেম বোলেউ খগরাউ। জৌঁ কৃপাল মোহি উপর ভাউ॥
নাথ মোহি নিজ সেবক জানী। সপ্ত প্রশ্ন মম কহহু বখানী॥১
প্রথমহিঁ কহহু নাথ মতিধীরা। সব তে দুর্লভ কবন শরীরা॥
বড় দুখ কবন কবন সুখ ভারী। সোউ সংচ্ছেপহিঁ কহহু বিচারী॥২
সন্ত অসন্ত মরম তুম্হ জানহু। তিন্হ কর সহজ সুভাব বখানহু।
কবন পুণ্য শ্রুতি বিদিত বিসালা। কহহু কবন অঘ পরম করালা॥৩
মানস রোগ কহহু সমুঝাঈ। তুম্হ সর্বগ্য কৃপা অধিকাঈ॥
তাত সুনহু সাদর অতি প্রীতী। মৈঁ সংচ্ছেপ কহউঁ যহ নাতী।৪
নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জাচত তেহী॥
নরক স্বর্গ অপবর্গ নিসেনী। গ্যান বিরাগ ভগতি সুভ দেনী।৫

সো তনু ধরি হরি ভজহিঁ ন জে নর। হোহিঁ বিষয় রত মন্দ মন্দ তর॥
কাঁচ কিরিচ বদলেঁ তে লেহীঁ। কর তে ডারি পরস মনি দেহীঁ॥৬
নহিঁ দরিদ্র সম দুখ জগ মাহীঁ। সন্ত মিলন সম সুখ জগ নাহীঁ॥
পর উপকার বচন মন কায়া। সন্ত সহজ সুভাউ খগরায়া॥৭
সন্ত সহহিঁ দুখ পর হিত লাগী। পর দুখ হেতু অসন্ত অভাগী॥
ভূর্জ তরু সম সন্ত কৃপালা। পরহিত নিতি সহ বিপতি বিসালা॥৮
সন ইব খল পর বন্ধন করঈ। খাল কঢ়াই বিপতি সহি মরঈ॥
খল বিনু স্বারথ পর অপকারী। অহি মূষক ইব সুনু উরগারী॥৯
পর সম্পদা বিনাসি নসাহীঁ। জিমি সসি হতি হিম উপল বিলাহীঁ॥
দুষ্ট উদয় জগ আরতি হেতু। জথা প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতু॥১০
সন্ত উদয় সন্তত সুখকারী। বিস্ব সুখদ জিমি ইন্দু তমারী॥
পরম ধর্ম শ্রুতি বিদিত অহিংসা। পর নিন্দা সম অঘ ন গরীসা॥১১
হর গুর নিন্দক দাদুর হোঈ। জন্ম সহস্র পাব তন সোঈ॥
দ্বিজ নিন্দক বহু নরক ভোগ করি। জগ জনমই বায়স সরীর ধরি॥১২
সুর শ্রুতি নিন্দক জে অভিমানী। রৌরব নরক পরহিঁ তে প্রানী॥
হোহিঁ উলূক সন্ত নিন্দা রত। মোহ নিসা প্রিয় গ্যান ভানু গত॥১৩
সব কৈ নিন্দা জে জড় করহীঁ। তে চমগাদুর হোই অবতরহীঁ॥
সুনহু তাত অব মানস রোগা। জিন্হ তে দুখ পাবহিঁ সব লোগা॥১৪
মোহ সকল ব্যাধিন্হ কর মূলা। তিন্হ তে পুনি উপজহিঁ বহু সূলা॥
কাম বাত কফ লোভ অপারা। ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা॥১৫
প্রীতি করহিঁ জৌ তীনিউ ভাঈ। উপজই সন্যপাত দুখদাঈ॥
বিষয় মনোরথ দুর্গম নানা। তে সব সূল নাম কো জানা॥১৬
মমতা দাদু কণ্ডু ইরষাঈ। হরষ বিষাদ গরহ বহুতাঈ॥
পর সুখ দেখি জরনি সোই ছঈ। কুষ্ট দুষ্টতা মন কুটিলঈ॥১৭
অহঙ্কার অতি দুখদ ডমরুআ। দম্ভ কপট মদ মান নেহরুআ॥
তৃষ্ণা উদরবৃদ্ধি অতি ভারী। ত্রিবিধি ঈষনা তরুন তিজারী॥১৮
জুগ বিধি জর মৎসর অবিবেকা। কহঁ লগি কহৌঁ কুরোগ অনেকা॥১৯

দোহা— এক ব্যাধি বস নর মরহিঁ এ অসাধি বহু ব্যাধি।
পীড়হিঁ সন্তত জীব কহুঁ সো কিমি লহৈ সমাধি॥১২১ক॥
নেম ধর্ম আচার তপ গ্যান জগ্য জপ দান।
ভেষজ পুনি কোটিন্হ নহিঁ রোগ জাহিঁ হরিজান॥১২১খ॥

বাংলা অর্থ—ভাউ—স্বভাব, প্রেম; নিসেনী—সিঁড়ি, মাধ্যম; কাঁচ কিরিচ—কাঁচের টুকরা; সন—শণ; খাল কঢ়াই—আপনার চর্ম্ম ছাড়াইয়া; সসি—শস্য;

চৌ—পুন প্রেম-ভরে তা'রে খগরাজ ক'ন। আমাতে কৃপাল যদি দয়াপর হ'ন॥
হে নাথ! আমারে তব সুসেবক জানি'। সাত প্রশ্ন আছে কহ উত্তর বাখানি' ॥১
প্রথমেতে কহ ওহে নাথ মতি ধীর! দুর্লভ সবার চেয়ে কাহার শরীর॥
কোন্‌টি বা বড় দুঃখ কিবা সুখ ভারী। সংক্ষেপতঃ তাহা তুমি কহিবে বিচারি' ॥২
সাধু ও অসাধু ভেদ তোমার বিদিত। তাহার সহজ ব্যাখ্যা করিবে জ্ঞাপিত॥
বেদ-মতে কোন্ পুণ্য হয় সুবিশাল। কহ কোন্ পাপ বিশ্বে পরম করাল॥৩
বুঝা'য়ে মানস-রোগ কহ জ্ঞানিবর! হে সর্ব্বজ্ঞ! আমা'পরে হও কৃপাপর॥
সাদরে শুনহ শ্রদ্ধা ল'য়ে তুমি ভারি। কহিব উত্তর আমি সংক্ষেপে বিচারি' ॥৪
নর-তনু-সম দেহ বিশ্ব নাহি ধরে। এই দেহ তাই যাচে বিশ্ব-চরাচরে॥
স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ এ'দেহেই পায়। বৈরাগ্য, ভক্তি ও জ্ঞান ইথে আনি' দেয় ॥৫
সেই তনু ধরি' হরি ভজে না যে নর। বিষয়ে সে রত মন্দ হ'তে মন্দতর॥
কর হ'তে স্পর্শমণি ফেলিয়া যে দেয়। পরিবর্ত্তে কাঁচখণ্ড লইতে সে চায় ॥৬
দারিদ্র্য-সমান দুঃখ বিশ্ব-মাঝে নাই। সাধুর মিলন-সম সুখ কোথা পাই॥
কায়মনোবাক্য দিতে পর উপকার। হে খগেশ! সাধু ধরে সহজ সংস্কার ॥৭
সাধু দুঃখ সহে বহু পরহিত-দানে। অসাধুরা পরদুঃখ কিন্তু দিতে জানে॥
ভূর্জ-তরু-সম সাধু তাহারা কৃপাল। পরহিতে নিত্য সহে বিপত্তি বিশাল।৮
শণ-সম খল আনে পরের বন্ধন। ত্বক্-দান-দুঃখ লভি' সে বরে মরণ॥
খল বিনা স্বার্থে হয় পর-অপকারী। সর্প ও মূষিক-সম খল উরগারি! ।৯
খল পর ধন নাশি নিজে ধনহীন। তুষার নাশিয়া শস্যে নিজে যথা লীন॥
দুষ্টের উদয় হয় বিশ্ব-দুঃখ-হেতু। আকাশে বিদিত যথা নীচ গ্রহ কেতু।১০
সাধুর উদয় হয় বিশ্ব-সুখকারী। বিশ্ব-সুখদাতা যথা চন্দ্র তমসারি॥
অহিংসা বেদের মতে পর ধর্ম্ম জানো। পরনিন্দা-সম বড় পাপ নাহি মানো ॥১১
হর-গুরু-নিন্দাকারী ভেক-জন্ম পায়। সেই তনু লভি' জন্ম সহস্র কাটায়॥
দ্বিজের নিন্দক যেই ভুঞ্জিবে নরক। ধরাতে জন্মিয়া পাবে হীন তনু কাক।১২
দেব-বেদ নিন্দাকারী যা'রা অভিমানী। রৌরব নরকে পড়ে সেই সব প্রাণী॥
পেচক হইয়া জন্মে সাধু-নিন্দারত। মোহ-তমে তা'র জ্ঞান-রবি অস্তগত ॥১৩
সবাকার নিন্দাবাদ যে মূর্খেরা করে। চামচিকা হ'য়ে তা'রা বিশ্বে অবতরে॥
শুন এবে তাত! কহি মানসিক রোগ। যাহা হ'তে দুঃখ বহু পায় সব লোক ॥১৪

উপল—বরফ খণ্ড; **বিলাহী**—বিলীন হয়; **উদয়**—অভ্যুদয়; **গরীসা**—ভারী; **দাদুর**—ভেক; **উলুক**—পেচক; **চমগাদুর**—চামচিকা; **দাদু**—দাদরোগ; **জরনি**—জ্বালা; **ছই**—ক্ষয়ী; **ডমরুআ**—গ্রন্থিরোগ; **নেহরুআ**—নাসারোগ; **সমাধি**—শান্তি, সমাধান; **তিজারী**—কম্পজ্বর; **কুষ্ঠ**—কুষ্ঠরোগ; **সন্যপাত**—সন্নিপাত; (দো—১২১ ক, খ)

মোহ হ'ল জানো সব ব্যাধির কারণ। তাহা হ'তে হয় বহু দুঃখের জনম ॥
কামে বায়ু, লোভে কফ জানিবে অপার। ক্রোধে পিত্ত, নিত্য দহে হিয়া দুর্নিবার॥১৫
যদি তা'রা তিন ভাই প্রীতিপর হয়। দুঃখদায়ী সন্নিপাত তাহে উপজয় ॥
দুর্নিবার যদি তা'য় বিষয় বাসনা। বহুবিধ শূলরূপে দানিবে যাতনা ॥১৬
মমতাতে দদ্রু রোগ ঈর্ষাতে কণ্ডু আদি। হর্ষ ও বিষাদে হের গণ্ডমালা আদি ॥
পর-সুখে দাহ যা'র তা'রে কহি ক্ষয়ী। দুষ্টতা কুটিল মনে কুষ্ঠরোগ কহি ॥১৭
অহঙ্কার দুঃখদায়ী, গ্রন্থিরোগ ভারী। দম্ভ-ছল-মদ-মান স্নায়ু-পীড়াকারী ॥
তৃষ্ণাতে উদর রোগ হয় অতি ভারী। তিনটি এষণা নব কম্পজ্বরকারী ॥১৮
মাৎসর্য্য ও অবিবেক আনে দ্বিধা জ্বর। কুরোগের কত কথা কহি বল আর ॥১৯

দোহা— এক ব্যাধি-বশে নর মৃত্যু বরে বহু ব্যাধি অসাধ্য যাহার।
পীড়া দেয় সদা যত জীবগণে বল, শান্তি কোথায় তাহার ॥১২১ক
নিয়ম, আচার, ধর্ম্ম, তপ, জ্ঞান আর আছে যজ্ঞ জপ দান।
কোটিশ ভেষজ বটে বহু কিন্তু রোগ নাহি যায় হরিযান ! ॥১২১খ

মূল

চৌ—এহি বিধি সকল জীব জগ রোগী। সোক হরষ ভয় প্রীতি বিয়োগী ॥
মানস রোগ কছুক মৈঁ গাএ। হহিঁ সব কেঁ লখি বিরলেন্হ পাএ ॥১
জানে তে ছীজহিঁ কছু পাপী। নাস ন পাবহি জন পরিতাপী ॥
বিষয় কুপথ্য পাই অঙ্কুরে। মুনিহু হৃদয়ঁ কা নর বাপুরে ॥২
রাম কৃপাঁ নাসহিঁ সব রোগা। জৌঁ এহি ভাঁতি বনৈ সংজোগা ॥
সদগুর বৈদ বচন বিস্বাসা। সংজম য়হ ন বিষয় কৈ আসা ॥৩
রঘুপতি ভগতি সজীবন মূরী। অনুপান শ্রদ্ধা মতি পূরী ॥
এহি বিধি ভলেহিঁ সো রোগ নসাহীঁ। নাহিঁ ত জতন কোটি নহিঁ জাহীঁ ॥৪
জানিঅ তব মন বিরুজ গোসাঁঈ। জব উর বল বিরাগ অধিকাঈ ॥
সুমতি ছুধা বাঢ়ই নিত নঈ। বিষয় আস দুর্বলতা গঈ ॥৫
বিমল গ্যান জল জব সো নহাঈ। তব রহ রাম ভগতি উর ছাঈ ॥
সিব অজ সুক সনকাদিক নারদ। জে মুনি ব্রহ্ম বিচার বিসারদ ॥৬
সব কর মত খগনায়ক এহা। করিঅ রাম পদ পঙ্কজ নেহা ॥
শ্রুতি পুরান সব গ্রন্থ কহাহীঁ। রঘুপতি ভগতি বিনা সুখ নাহীঁ ॥৭
কমঠ পীঠ জামহিঁ বরু বারা। বন্ধ্যা সুত বরু কাহুহি মারা ॥
ফুলহিঁ নভ বরু বহুবিধি ফুলা। জীব ন লহ সুখ হরি প্রতিকূলা ॥৮
তৃষা জাই বরু মৃগজল পানা। বরু জামহিঁ সস সীস বিষানা ॥
অন্ধকারু বরু রবিহি নসাবৈ। রাম বিমুখ ন জীব সুখ পাবৈ ॥৯
হিম তে অনল প্রগট বরু হোঈ। বিমুখ রাম সুখ পাব ন কোঈ ॥১০

দোহা— বারি মথেঁ ঘৃত হোই বরু সিকতা তে বরু তেল।
বিনু হরি ভজন ন ভব তরিঅ য়হ সিদ্ধান্ত অপেল ॥১২২ক॥
মসকহি করই বিরঞ্চি প্রভু অজহি মসক তে হীন।
অস বিচারি ত্যজি সংসয় রামহি ভজহিঁ প্রবীন ॥১২২খ॥

শ্লোক— বিনিশ্চিতং বদামি তে ন অন্যথা বচাংসি মে।
হরিঁ নরা ভজন্তি যেঽতিদুস্তরং তরন্তি তে ॥১২২গ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হেনমতে ধরা-মাঝে সব জীব রোগী। শোক-হর্ষ-ভয়-প্রীতি তথা ব্যাথা-ভোগী
মানসিক রোগ কিছু করিনু বর্ণন। সব জীব হয় রোগী বুঝে স্বল্পজন ॥১
জ্ঞান-হেতু ক্ষীণ-পাপ হয় কিছুজন। রক্ষা নাহি পায় কেহ, তাপী জনমন॥
বিষয়-কুপথ্য পেয়ে হয় অঙ্কুরিত। মুনি মনে, সাধারণ নরে ত নিশ্চিত ॥২
রাম-কৃপা নাশ করে সর্ব্ববিধ রোগ। যদি ঘ'টে যায় কভু এ'হেন সংযোগ ॥
সদ্‌গুরু-রূপী বৈদ্য বচনে বিশ্বাস। সুপথ্য সংযম—ত্যজি' বিষয়ের আশ ॥৩
রঘুপতি-পদে ভক্তি মূল সঞ্জীবন। অনুপান তাহে হবে শ্রদ্ধা-ভরা মন ॥
হেনমতে ভালরূপে রোগনাশ হয়। কোটিশ যতন দিয়া—তাহা কিন্তু নয় ॥৪
জানিবে হে নাথ! তা'র তত অরোগিতা। হিয়া-মাঝে বৈরাগ্যেতে যত অধিকতা॥
শুভবুদ্ধি ক্ষুধা বাড়ে নিতুই নূতন। বিষয়াশে দুর্ব্বলতা ত্যজে যবে মন ॥৫
যেজন নির্ম্মল জ্ঞান-জলে স্নান করে। রঘুনাথে ভক্তি তা'র হিয়া-মাঝে ভরে ॥
শিব-ব্রহ্মা-সনকাদি শুক ও নারদ। ব্রহ্মের বিচারে যা'রা অতি বিশারদ ॥৬
সব মুনি হে খগেশ! এই মত ধরে। রাম-পাদ-পদ্মে স্নেহ রাখে সদাতরে ॥
শ্রুতি পুরাণাদি সব গ্রন্থ এই কয়। রঘুনাথে ভক্তি বিনা সুখ নাহি হয় ॥৭
কচ্ছপের পৃষ্ঠে যদি লোম জনমিবে। বন্ধ্যা-সুতে হয়ত বা কাহারে হানিবে ॥
বহুধা আকাশে বরং পুষ্প প্রস্ফুটিবে। কিন্তু হরি-প্রতিকূল সুখ না লভিবে ॥৮
মরীচিকা-জল বরং তৃষ্ণা নিবারিবে। শশ-শিরে কভু যদি শৃঙ্গ জনমিবে ॥
অন্ধকারও কভু বা রবিরে নাশিবে। রামেতে বিমুখ জীবে সুখ না স্পর্শিবে ।৯
হিম হ'তে অগ্নি জন্ম তবুও সম্ভবে। রামে বাম জনে কভু সুখ নাহি ভবে ॥১০

দোহা— বারি মথি' ঘৃত যদি বা সম্ভব হবে তৈল বালুকা পিষিয়া।
হরি নাহি ভজি' ভব না তরিবে ইহা স্থির লইবে জানিয়া ॥১২২ক॥
করিবেন প্রভু মশককে ব্রহ্মা ব্রহ্মাকে মশক হইতে হীন।
হেন বিচারিয়া ভজে রঘুনাথে অসংশয় সকল প্রবীণ ॥১২২খ॥

বাংলা অর্থ—বিরলেন্‌হ—অল্প লোকই; লখি পায়ে—দেখিতে পায়; বাপুরে—সাধারণ লোক; মুরী—মূল; নহাই—স্নান করে; জামহি—জন্মায়; বরু—বরং; বারা—চুল; অপেল—অটল; নাসবৈ—নাশ করিবে; সস—শশক; (দো—১২২ ক, খ; গ)

শ্লোক - নিশ্চিত কহিনু যাহা এবে বলি মম বাক্য অন্যথা না যায়।
যাহারা ভজিবে হরিরে সতত ভবসিন্ধু হ'তে পার পায়॥১২২গ॥

মূল

চৌ—কহেউঁ নাথ হরি চরিত অনূপা। ব্যাস সমাস স্বমতি অনুরূপা॥
শ্রুতি সিদ্ধান্ত ইহই উরগারী। রাম ভজিঅ সব কাজ বিসারী॥১
প্রভু রঘুপতি তজি সেইঅ কাহী। মোহি সে সঠ পর মমতা জাহী॥
তুহ বিগ্যানরূপ নহিঁ মোহা। নাথ কীন্হি মো পর অতি ছোহা॥২
পূঁছিহু রাম কথা অতি পাবনি। সুক সনকাদি সম্ভু মন ভাবনি॥
সত সঙ্গতি দুর্লভ সংসারা। নিমিষ দণ্ড ভরি একউ বারা॥৩
দেখু গরুড় নিজ হৃদয়ঁ বিচারী। মৈঁ রঘুবীর ভজন অধিকারী॥
সকুনাধম সব ভাঁতি অপাবন। প্রভু মোহি কীন্হ বিদিত জগ পাবন॥৪
দোহা— আজু ধন্য মৈঁ ধন্য অতি জদ্যপি সব বিধি হীন।
নিজ জন জানি রাম মোহি সন্ত সমাগম দীন॥১২৩ক॥
নাথ জথামতি ভাষেউঁ রাখেউঁ নহিঁ কছু গোই।
চরিত সিন্ধু রঘুনায়ক থাহ কি পাবই কোই॥১২৩খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—অনুপম কথা যাঁ'র নাথ! তিনি হরি। সংক্ষেপে বিস্তারি' কহি মতি অনুসরি'
বেদেরসিদ্ধান্ত ইহা জানিয়া লইবে। সব কাজ পাসরিয়া রামেরে ভজিবে॥১
প্রভু রঘুপতি ত্যজি' ভজিবে কাহারে? করুণা যাঁহার সদা হেন শঠ'পরে॥
বিজ্ঞান মূরতি তুমি নহে মোহধর। হে নাথ! আমার'পরে হও কৃপাপর॥২
পুছিয়াছি রাম-কথা অতীব পাবন। শুক-শম্ভু-সনকাদি-মানস-মোহন॥
সাধু-সঙ্গ সুদুর্ল্লভ জানো এ'সংসারে। এক বারও ঘটে কারো যাবে সেই ত'রে॥৩
দেখ হে গরুড়! নিজ হৃদয় বিচারি'। রঘুবীর ভজনে কি আমি অধিকারী?
সর্ব্বথা বিহগাধম আমি অপাবন। প্রভু পরিচয়ে আমি জগৎপাবন॥৪
দোহা— ধন্য হ'তে ধন্য অতি ধন্য আমি যদ্যপি সর্ব্বদা আমি হীন।
নিজ ভক্ত জানি' দিলেন মিলায়ে সাধু-সনে এহেন যে দীন॥১২৩ক
হে নাথ! কহিনু বুঝিনু যেমন কিছু মোর নাহিক গোপন।
রঘুর নায়ক- কথা সিন্ধু-সম মাপিবারে কে বল সক্ষম?॥১২৩খ

মূল

চৌ—সুনি গিরি রাম কে গুন গন নানা। পুনি পুনি হরষ ভুসুণ্ডি সুজানা॥
মহিমা নিগম নেতি করি গাঈ। অতুলিত বল প্রতাপ প্রভুতাঈ॥১

বাংলা অর্থ—সেইঅ—সেবা করিব; গোঈ—গোপন করিয়া; সকুনাধম—পক্ষীগণের মধ্যে অধম; ব্যাস সমাস—সংক্ষেপে ও সবিস্তারে; (দো—১২৩ ক, খ)

সিব অজ পূজ্য চরন রঘুরাঈ। মো পর কৃপা পরম মৃদুলাঈ ॥
অস সুভাউ কহুঁ সুনউঁ ন দেখউঁ। কেহি খগেস রঘুপতি সম লেখউঁ ॥২
সাধক সিদ্ধ বিমুক্ত উদাসী। কবি কোবিদ কৃতগ্য সন্ন্যাসী ॥
জোগী সূর সুতাপস গ্যানী। ধর্ম বিরত পণ্ডিত বিগ্যানী ॥৩
তরহিঁ ন বিনু সেএঁ মম স্বামী। রাম নমামি নমামি নমামী ॥
সরন গএঁ মো সে অঘ রাসী। হোহিঁ সুদ্ধ নমামী অবিনাসী ॥৪

দোহা— জাসু নাম ভব ভেষজ হরন ঘোর ত্রয় সূল।
সো কৃপাল মোহি তো পর সদা রহউ অনুকূল ॥১২৪ক॥
সুনি ভুসুণ্ডি কে বচন সুভ দেখি রাম পদ নেহ।
বোলেউ প্রেম সহিত গিরা গরুড় বিগত সন্দেহ ॥১২৪খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—বহুবিধি রাম-গুণ করিয়া স্মরণ। সুজ্ঞানী ভুষুণ্ডী পুনঃ হরষিত হ'ন ॥
বেদ করে নেতিবাদে ব্যাখ্যান যাহার। প্রতাপ-প্রভুতা গাহে অসীম তাহার ॥১
শিব ব্রহ্মা সদা পূজে রামের চরণ। আমা' 'পরে কৃপা তাঁ'র সারল্য-কারণ ॥
এহেন স্বভাব কোথা না হেরি না শুনি। হে খগেশ! নাহি বুঝি রাম-সম গুণী ॥২
সাধক ও জীবন্মুক্ত সিদ্ধ ও উদাসী। রহস্যের জ্ঞাতা যিনি সুধী ও সন্ন্যাসী ॥
যোগী বীরবর তথা সুতাপস জ্ঞানী। ধরমে নিরত তথা পণ্ডিত বিজ্ঞানী ॥৩
না তরিবে যদি নাহি সেবে মম স্বামী। হেন রামে পুনঃ পুনঃ শির নমি আমি ॥
শরণ লইব যদি, সব পাপরাশি। শুদ্ধ হ'বে, নমি' আমি সেই অবিনাশী ॥৪

দোহা— যাঁ'র নাম দেয় ভব-রোগ-মুক্তি করে ঘোর ত্রিতাপ হরণ।
সে কৃপাল যেন তোমা' আমা' 'পরে অনুকূল সদা তরে র'ন ॥১২৪ক
শুনি' ভুষুণ্ডির মঙ্গল বচন তথা তা'র রাম-পদে স্নেহ।
অতি প্রীতি-ভরে কহেন বচন গরুড়ের না রহে সন্দেহ ॥১২৪খ

মূল

চৌ—মৈঁ কৃতকৃত্য ভয়উঁ তব বানী। সুনি রঘুবীর ভগতি রস সানী ॥
রাম চরন নূতন রতি ভঈ। মায়া জনিত বিপতি সব গঈ ॥১
মোহ জলধি বোহিত তুম্হ ভএ। মো কহঁ নাথ বিবিধ সুখ দএ ॥
মো পহিঁ হোই ন প্রতি উপকারা। বন্দউঁ তব পদ বারহিঁ বারা ॥২
পূরন কাম রাম অনুরাগী। তুম্হ সম তাত ন কোউ বড়ভাগী ॥
সন্ত বিটপ সরিতা গিরি ধরনী। পর হিত হেতু সবন্হ কৈ করনী ॥৩

বাংলা অর্থ—নিগম—বেদ; লেখউঁ—গণ্য করিব, বুঝিব; বিনু সেএ—সেবা না করিয়া; মৃদুলাঈ—মৃদুস্বভাব; ত্রয় সূল—ত্রিতাপ; (দো—১২৪ ক, খ)

সন্ত হৃদয় নবনীত সমানা। কহা কবিন্হ পরি কহৈ ন জানা॥
নিজ পরিতাপ দ্রবই নবনীতা। পর দুখ দ্রবহিঁ সন্ত সুপুনীতা ॥৪
জীবন জন্ম সুফল মম ভয়উ। তব প্রসাদ সংসয় সব গয়উ॥
জানেহু সদা মোহি নিজ কিঙ্কর। পুনি পুনি উমা কহই বিহঙ্গবর ॥৫

দোহা— তাসু চরন সিরু নাই করি প্রেম সহিত মতিধীর।
গয়উ গরুড় বৈকু[illegible] হৃদয়ঁ রাখি রঘুবীর ॥১২৫ক॥

গিরিজা সন্ত সমাগম সম ন লাভ কছু আন।
বিনু হরি কৃপা ন হোই সো গাবহিঁ বেদ পুরান ॥১২৫খ॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তব বাণী শুনি মম সার্থক জীবন। রাম-ভক্তিপূত তাহা করিনু শ্রবণ॥
রামের চরণে ইথে হ'ল মম রতি। টুটিয়া গিয়াছে সব মায়ার বিপত্তি ॥১
মোহ-পারাবারে তুমি হইলে জাহাজ। হে নাথ! আমারে বহু সুখ দিলে আজ॥
কিছু নাহি পাবে তা'র প্রতি উপকার। তোমার চরণ বন্দি শুধু বার বার ॥২
তুমি পূর্ণকাম রামে অনুরাগপর। তোমা'-সম কেবা তাত! হেন ভাগ্যধর॥
সাধু, বৃক্ষ, নদী, গিরি ধরার ধরম। পরহিত তরে সব তা'দের করম ॥৩
সাধুর হৃদয় যেন নবনীত-সম। কবি কথা ঠিক্ নহে এই মনে মম॥
নিজ'পরে তাপ লভি' গলে নবনীত। পরদুঃখ তথা করে সাধুরে দ্রাবিত ॥৪
জীবন জনম মম সার্থক হইল। তোমার প্রসাদে সব সংশয় মিটিল॥
সতত জানিবে মোরে তোমার কিঙ্কর। ওহে উমা! হেন কহে পুন খগবর ॥৫

দোহা— তাহার চরণে শির নত করি' প্রেম-ভরা মনে মতিধীর।
গরুড় গেলেন বৈকুণ্ঠে তখন হিয়াতে রাখি' রঘুবীর ॥১২৫ক
ওহে গিরিজায়া! সাধুসঙ্গ-সম লাভ নাহি মানি কিছু আন॥
হরি-কৃপা বিনা তাহা নাহি হয়। গাহে তাহা আগম পুরাণ ॥১২৫খ॥

মূল

চৌ—কহেউঁ পরম পুনীত ইতিহাসা। সুনত শ্রবন ছূটহিঁ ভব পাসা॥
প্রনত কল্পতরু করুনা পুঞ্জা। উপজই প্রীতি রাম পদ কঞ্জা ॥১
মন ক্রম বচন জনিত অঘ জাঈ। সুনহিঁ জে কথা শ্রবন মন লাঈ॥
তীর্থাটন সাধন সমুদাঈ। জোগ বিরাগ গ্যান নিপুনাঈ ॥২
নানা কর্ম ধর্ম ব্রত দানা। সঞ্জম দম জপ তপ মখ নানা॥
ভূত দয়া দ্বিজ গুর সেবকাঈ। বিদ্যা বিনয় বিবেক বড়াঈ ॥৩
জহঁ লগি সাধন বেদ বখানী। সব কর ফল হরি ভগতি ভবানী॥
সো রঘুনাথ ভগতি শ্রুতি গাঈ। রাম কৃপাঁ কাহূঁ এক পাঈ ॥৪

দোহা— মুনি দুর্লভ হরি ভগতি নর পাবহিঁ বিনহিঁ প্রয়াস।
জে য়হ কথা নিরন্তর সুনহিঁ মানি বিশ্বাস ॥১২৬॥

পদ্যানুবাদ

চৌ কহিনু অতি পূত-ইতিহাস। শ্রবণে শুনিলে টুটে সব ভবপাশ ॥
ভক্ত-কল্পতরু রাম করুণা-আধার। আনি' দিবে পাদ-পদ্মে পিরীতি অপার ॥১
মন-কর্ম্ম-বাক্য-জাত পাপ বিনাশিবে। মন দিয়া যেই জন এ'কথা শুনিবে ॥
তীর্থ-পর্য্যটন আদি সকল কৃচ্ছ্রতা। যোগ ও বৈরাগ্য তথা জ্ঞানে নিপুণতা ॥২
নানা কর্ম্ম ধর্ম্ম তথা ব্রত আর দান। শম-দম-দান-যজ্ঞ বিবিধ বিধান ॥
দ্বিজ-গুরুসেবা ভূতে অনুকম্পা দান। বিদ্যা ও বিনয় তথা বিবেক মহান্ ॥৩
ইত্যাদি কারণ বেদ বাখানে সকল। হরিভক্তি হে ভবানি! সবাকার ফল ॥
সেই রামে ভক্তি যাহা বেদের বাখান। রাম-কৃপা হ'লে কচিৎ কেহ কিন্তু পান ॥৪
দোহা— মুনি নাহি পায় যে হরি ভকতি নরে না পায় করি' প্রয়াস।
কিন্তু যা'রা শুধু নিরন্তর শুনে—পায়, রাখি প্রগাঢ় বিশ্বাস ॥১২৬॥

মূল

চৌ—সোই সর্বগ্য গুনী সোই গ্যাতা। সোই মহি মণ্ডিত পণ্ডিত দাতা ॥
ধর্ম পরায়ন সোই কুল ত্রাতা। রাম চরন জা কর মন রাতা ॥১
নীতি নিপুন সোই পরম সয়ানা। শ্রুতি সিদ্ধান্ত নীক তেহিঁ জানা ॥
সোই কবি কোবিদ সোই রনধীরা। জো ছল ছাড়ি ভজই রঘুবীরা ॥২
ধন্য দেস সো জহঁ সুরসরী। ধন্য নারি পতিব্রত অনুসরী ॥
ধন্য সো ভূপু নীতি জো করঈ। ধন্য সো দ্বিজ নিজ ধর্ম ন টরঈ ॥৩
সো ধন ধন্য প্রথম গতি জাকী। ধন্য পুন্য রত মতি সোই পাকী ॥
ধন্য ঘরী সোই জব সতসঙ্গা। ধন্য জন্ম দ্বিজ ভগতি অভঙ্গা ॥৪

দোহা— সো কুল ধন্য উমা সুনু জগত পূজ্য সুপুনীত।
শ্রীরঘুবীর পরায়ন জেহিঁ নর উপজ বিনীত ॥১২৭॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—তিনিই সর্ব্বজ্ঞ গুণী তিনি হ'ন জ্ঞাতা। ধরার ভূষণ তিনি পণ্ডিত ও দাতা ॥
তিনি ধর্ম্মপরায়ণ কালের রক্ষক। মনে প্রাণে যিনি রাম-চরণ সেবক ॥১
নীতিতে নিপুণ তিনি ভারী জ্ঞানবান্। বেদের সিদ্ধান্তে তাঁ'র আছে ভাল জ্ঞান ॥
তিনি ত্রিকালজ্ঞ সুধী তিনি রণধীর। ছল ত্যজি' ভজিছেন যিনি রঘুবীর ॥২

বাংলা অর্থ—বোহিত—জাহাজ; দএ—দিয়াছ; পরি কহৈ—যথার্থ কহিতেছি; মহি মণ্ডিত—পৃথিবীর ভূষণ; রাতা—অনুরক্ত; নীক—ভালরূপে; ন টরঈ—বিচলিত হয় না; প্রথম গতি—সদ্ব্যবহার; পাকী—সুপক্ব; অভঙ্গ—অখণ্ড; (দো—১২৫-১২৭)

সেই ধন্য দেশ যেথা সুরধুনী বহে। সেই ধন্য নারী যাঁ'র পতিব্রতা রহে॥
ধন্য সে ভূপতি যিনি নীতিতে কুশল। ধন্য বিপ্র নিজ ধর্ম্মে রহিবে অটল॥৩
সেই ধন ধন্য যদি দান তরে ব্যয়। পুণ্যে রত পক্ক বুদ্ধি ধন্য কহি তায়॥
ধন্য কাল কহি যদি সৎসঙ্গ পরম। অখণ্ড ভক্তিতে ধন্য ব্রাহ্মণ জনম॥৪
দোহা— ওহে উমা! শুন সেই কুল ধন্য বিশ্ববন্দ্য তথা সুপাবন।
যে জন হবেন বিনয়াবনত তথা রঘুবীর-পরায়ণ॥১২৭॥

মূল

চৌ—মতি অনুরূপ কথা মৈঁ ভাখী। জদ্যপি প্রথম গুপ্ত করি রাখী॥
তব মন প্রীতি দেখি অধিকাঈ। তব মৈঁ রঘুপতি কথা সুনাঈ॥১
য়হ ন কহিঅ সঠহী হঠসীলহি। জো মন লাই ন সুন হরি লীলহি॥
কহিঅ ন লোভিহি ক্রোধিহি কামিহি। জো ন ভজই সচরাচর স্বামিহি॥২
দ্বিজ দ্রোহিহি ন সুনাইঅ কবহূঁ। সুরপতি সরিস হোই নৃপ জবহূঁ॥
রাম কথা কে তেই অধিকারী। জিন্হ কেঁ সত সঙ্গতি অতি প্যারী॥৩
গুর পদ প্রীতি নীতিরত জেঈ। দ্বিজ সেবক অধিকারী তেঈ॥
তা কহঁ য়হ বিসেষ সুখদাঈ। জাহি প্রানপ্রিয় শ্রীরঘুরাঈ॥৪
দোহা— রাম চরন রতি জো চহ অথবা পদ নির্বান।
ভাব সহিত সো য়হ কথা করউ শ্রবন পুট পান॥১২৮॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—মতি-অনুরূপ কথা তোমারে কহিনু। যদ্যপি প্রথমে গুপ্ত রাখিতে চাহিনু।
তব মনে অতিমাত্র পিরীতি হেরিয়া। তবে রঘুপতি কথা দিনু শুনাইয়া॥১
শঠ হঠশীল জনে না কহ এ'কথা। মন দিয়া যে না শুনে হরির বারতা॥
লোভী-ক্রোধী-কামী জনে না কর বর্ণন। চরাচর প্রভুরে যে না করে ভজন॥২
দ্বিজদ্রোহিগণে কভু না কহ এ'কথা। যদি তা'র ধন রহে ইন্দ্রে ছিল যথা॥
রাম-কথা শুনিবার অধিকার তা'র। সাধুসঙ্গ যা'র রহে অতীব পিয়ার॥৩
গুরু-পদে প্রীতি ধরে, নীতি-পরায়ণ। বিপ্র-সেবী যিনি তিনি অধিকারী হ'ন॥
রঘুরাজ নিজে যা'র প্রাণপ্রিয় হ'ন। তা'র কাছে সুখদায়ী এহেন বচন।৪
দোহা— রাম-পদে রতি যাঁহার কামনা অথবা নির্ব্বাণ যিনি চান।
ভাব-সহ তিনি এই রাম-কথা করেন শ্রবণ-পুটে পান॥১২৮॥

মূল

চৌ—রাম কথা গিরিজা মৈঁ বরনী। কলি মল সমনি মনোমল হরনী॥
সংসৃতি রোগ সজীবন মূরী। রাম কথা গাবহিঁ শ্রুতি সূরী॥১
এহি মহঁ রুচির সপ্ত সোপানা। রঘুপতি ভগতি কের পন্থানা॥
অতি হরি কৃপা জাহি পর হোঈ। পাউঁ দেই এহিঁ মারগ সোঈ॥২

মন কামনা সিদ্ধি নর পাবা। জে য়হ কথা কপট তজি গাবা॥
কহহিঁ সুনহিঁ অনুমোদন করহীঁ। তে গোপদ ইব ভব নিধি তরহীঁ॥৩
সুনি সব কথা হৃদয় অতি ভাঈ। গিরিজা বোলী গিরা সুহাঈ॥
নাথ কৃপাঁ মম গত সন্দেহা। রাম চরন উপজেউ নব নেহা॥৪
দোহা— মৈঁ কৃতকৃত্য ভইউঁ অব তব প্রসাদ বিস্বেস।
উপজী রাম ভগতি দৃঢ় বীতে সকল কলেস॥১২৯॥

পদ্যানুবাদ

চৌ—হে গিরিজা! রাম-কথা করিনু বর্ণন। মনো-মলহারী কলি-মল-প্রশমন॥
ভব-রোগে ইহা জানো মূল সঞ্জীবন। ইহা গান করে বেদ তথা সুধীজন।১
এর মাঝে আছে চারু সাতটি সোপান। তাহা ধরি' ভক্ত পায় পথের সন্ধান॥
হরি-কৃপা যাঁ'র'পরে হবে বরষিত। এই পথ তাঁ'র কাছে হ'বে সুবিদিত॥২
মনস্কাম সিদ্ধি তাঁ'র হইবে প্রকট। গাহেন এ'কথা যিনি হ'য়ে অকপট॥
কহে শুনে তথা তাহা সমর্থন করে। গোষ্পদ সমান তা'রা ভবনিধি তরে॥৩
শুনিয়া সকল কথা হিয়া-বিমোহন। গিরিজা কহেন অতি সুন্দর বচন॥
নাথের কৃপায় এবে বিগত সন্দেহ। রাম-পদে উপজিল নব নব স্নেহ॥৪
দোহা— কৃতকৃত্য এবে তোমার প্রসাদে ওহে বিশ্বনাথ দয়াবান্!
রাম-ভক্তি দৃঢ় মনে উপজিল হ'ল সব দুঃখ অবসান॥১২৯॥

মূল

চৌ—য়হ সুভ সম্ভু উমা সংবাদা। সুখ সম্পাদন সমন বিষাদা॥
ভব ভঞ্জন গঞ্জন সন্দেহা। জন রঞ্জন সজ্জন প্রিয় এহা॥১
রাম উপাসক জে জগ মাহীঁ। এহি সম প্রিয় তিন্হ কেঁ কছু নাহীঁ॥
রঘুপতি কৃপাঁ জথামতি গাবা। মৈঁ য়হ পাবন চরিত সুহাবা॥২
এহিঁ কলিকাল ন সাধন দূজা। জোগ জগ্য জপ তপ ব্রত পূজা॥
রামহি সুমিরিঅ গাইঅ রামহি। সন্তত সুনিঅ রাম গুন গ্রামহি॥৩
জাসু পতিত পাবন বড় বানা। গাবহিঁ কবি শ্রুতি সন্ত পুরানা॥
তাহি ভজহি মন তজি কুটিলাঈ। রাম ভজেঁ গতি কেহিঁ নহিঁ পাঈ॥৪
ছন্দ— পাঈ ন কেহি গতি পতিত পাবন রাম ভজি সুনু সঠ মনা।
গনিকা অজামিল ব্যাধ গীধ গজাদি খল তারে ঘনা॥
আভীর জমন কিরাত খস স্বপচাদি অতি অঘরূপ জে।
কহি নাম বারক তেপি পাবন হোহিঁ রাম নমামি তে॥১
রঘুবংস ভূষন চরিত য়হ নর কহহিঁ সুনহিঁ জে গাবহীঁ।
কলি মল মনোমল ধোই বিনু শ্রম রাম ধাম সিধাবহীঁ॥

সত পঞ্চ চৌপাঈ মনোহর জানি জো নর উর ধরৈ।
দারুন অবিদ্যা পঞ্চ জনিত বিকার শ্রী রঘুবর হরৈ ॥২
সুন্দর সুজান কৃপা নিধান অনাথ পর কর প্রীতি জো।
সো এক রাম অকাম হিত নির্বানপ্রদ সম আন কো ॥
জাকী কৃপা লবলেস তে মতিমন্দ তুলসীদাসহূঁ।
পায়ো পরম বিশ্রাম রাম সমান প্রভু নাহীঁ কহূঁ ॥৩

দোহা— মো সম দীন ন দীন হিত তুম্হ সমান রঘুবীর।
অস বিচারি রঘুবংস মনি হরহু বিষম ভব ভীর ॥১৩০ক॥
কামিহি নারি পিআরি জিমি লোভিহি প্রিয় জিমি দাম।
তিমি রঘুনাথ নিরন্তর প্রিয় লাগহু মোহি রাম ॥১৩০খ॥

শ্লোক— যৎপূর্বং প্রভুণা কৃতং সুকবিনা শ্রীশম্ভুনা দুর্গমং।
শ্রীমদ্রামপদাব্জভক্তিমনিশং প্রাপ্ত্যৈ তু রামায়ণম্ ॥
মত্বা তদ্রঘুনাথনামনিরতং স্বান্তস্তমঃশান্তয়ে।
ভাষাবদ্ধমিদং চকার তুলসীদাসস্তথা মানসম্ ॥১

পুণ্যং পাপহরং সদা শিবকরং বিজ্ঞানভক্তিপ্রদং।
মায়ামোহমলাপহং সুবিমলং প্রেমাম্বুপূরং শুভম্ ॥
শ্রীমদ্রামচরিত্রমানসমিদং ভক্ত্যাবগাহন্তি যে।
তে সংসারপতঙ্গঘোরকিরণৈর্দহ্যন্তি নো মানবাঃ ॥২

পদ্যানুবাদ

চৌ—ভবানী-মহেশ কথা বহু শুভকর। সুখের আকর ভব-দুঃখনাশপর ॥
ভব-দুঃখ টুটে তাহা সংশয়-নাশন। সাধুজন-প্রিয়কারী ভকত-তোষণ ॥১
রাম-উপাসক যিনি ধরার মাঝার। রাম-কথা-সম প্রিয় কিছু নাহি তাঁর ॥
রাম-কৃপাবলে নিজ মতি অনুসরি'। পাবন চরিত চারু আমি গান করি ॥২
এই কলিকালে নাহি দ্বিতীয় সাধন। যোগ, যজ্ঞ, জপ, তপ, ব্রত ও অর্চ্চন ॥
রঘুনাথে স্মরি' শুধু গাহ রাম নাম। সতত শুনিবে শুধু রাম-গুণগ্রাম ॥৩
পতিতেরে পূত করে সদা যাঁ'র বাণ। কবি, শ্রুতি, সাধু আদি গাহে যাঁ'র গান ॥
ত্যজি' কুটিলতা হ'য়ে নিরত ভজনে। কেবা না লভিল গতি শ্রীরাম-সাধনে ॥৪
ছন্দ— কে না পাবে গতি পতিত পাবন রঘুনাথে ভজি' শুন শঠ-মন!
বেশ্যা অজামিল কিরাত শকুনি গজ আদি খল তরিল যখন ॥

বাংলা অর্থ—হঠ সীলহি—উদ্ধত ব্যক্তিকে; সুরী—বিদ্বান্; গোপদ—পরুর খুর দ্বারা গভীরতা প্রাপ্ত স্থান মাত্র; বিস্বেস—বিশ্বনাথ; বীতে—দূর হইয়াছে; ঘনা তারে—দ্রুত সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে; সিধাবহী—সোজাসুজি চলিয়া যায়; ভব ভীর—সংসারজনিত দুঃখ যন্ত্রণা; দাম—ধন; পতঙ্গকিরণ—সূর্য্যকিরণ; (দো—১২৮-১৩০)

আভীর, যবন কিরাত, চণ্ডাল হীন জাতি যা'রা পাপ-রূপধর।
ল'য়ে নাম যাঁ'র একবার তরে সুপাবন তাহে আমি নতিপর ॥১
রঘুবংশ-মণি চরিত এ'হেন যে শুনে যে কহে আর যেই গায়।
ধুয়ে কলিমল মনোমল তথা শ্রম নাহি করি' রাম-ধাম যায়॥
পাচ সাত শ্লোক জানি' মনোমত যে জন হৃদয়ে করিবে ধারণ।
মায়া-জাত পাঞ্চ- ভৌতিক বিকার রঘুবর নিজে করেন হরণ ॥২
সুন্দর সুজ্ঞানী কৃপার নিধান অনাথের'পরে পিরীতি যাহার।
সেই এক রাম অকামী শুভদ তুল্য মুক্তিদাতা কেহ নাহি আর ॥
যাঁহার কৃপার লেশমাত্র হ'তে তুলসীদাস যে ধীর মন্দমতি।
লভিল পরম শান্তির আশ্রয় প্রভু কোথা পাবে সম রঘুপতি ॥৩

দোহা— আমা'-সম দীন কেহ নাই, নাই দীন হিতকারী তোমা'-সম।
ইহা বিচারিয়া রঘুবংশ-মণি হর ভব-যন্ত্রণা বিষম ॥১৩০ক॥
কামীজনে নারী যথা প্রিয় লাগে ধন যথা প্রিয় লোভী জনে।
তথা রঘুনাথ প্রিয় যেন লাগে নিরন্তর তুলসীর মনে ॥১৩০খ॥

শ্লোক— আদিতে সুকবি প্রভু-শিব রচে চরিতমানস এই রামায়ণ।
রাম-পাদ-পদ্মে অহর্নিশ যিনি করিতেন শুদ্ধা ভকতি-পোষণ ॥
সেই রাম নামে নিরত আছিলা মানস-তামস প্রশমন তরে।
চরিতমানসে ভাষাতে রচিয়া তুলসীদাসও তেমনি আচরে ॥১
পুণ্যদ পাপহা সদাশিবকর বিজ্ঞান ভকতি আনি' তাহে দেয়।
মায়া-মোহনাশী প্রেম-বারি-ভরা বিমল আনন্দ সবে তাহে পায়।
শ্রীরাম-চরিত- মানস পুস্তক যে জন পড়িবে দৃঢ় ভক্তিভরে।
ঘোর ভব-রবি- কিরণ কখন দহেন তাহারে কিছু নাহি করে ॥২

সমাপি' ত্রিশ দিন মাস পারায়ণে।
হ'তে চাহি রামদাস জনমে জনমে ॥

ইতি শ্রীমদ্ রামচরিতমানসে সকল-কলিকলুষ-বিধ্বংসনে
সপ্তম সোপান সমাপ্ত

সারমর্ম—(উত্তরকাণ্ড শেষাংশ) ১০৯—১৩০ দোহা পর্য্যন্ত

হে কৃপানিধান শিব! তাহার যাহাতে পরম কল্যাণ হয় তাহাই করুন। ব্রাহ্মণের পরহি বাক্য শুনিয়া আকাশবাণী হইল,—"তাহাই হইবে। এব্যক্তির পাপ নিদারুণ হইলেও তোমা মাধুর্য্য দেখিয়া ইহার প্রতি কৃপা করিব। আমার শাপ ব্যর্থ হইবে না তবে ইহাকে সহ জন্ম পাইতে হইবে। নূতন জন্মলাভ করিয়াও ইহার পূর্ব জ্ঞান লোপ পাইবে না। যেহে রঘুপতির পুরী অযোধ্যাতে জন্ম এবং আমার সেবায় মন দিয়াছিল এজন্য আমার অনুগ্র

পারে ইহার হৃদয়ে রামভক্তি উপস্থিত হইবে।" তখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া শিব বলিলেন,—'ব্রাহ্মণ সেবাতে হরি তুষ্ট হন। ব্রাহ্মণের অপমান করিও না সাধুকে ঈশ্বরের সমান জ্ঞান করিবে। কাল বশে পরে বিন্ধ্যগিরিতে সাপ হইলাম। তার পরে বিভিন্ন দেহ ধারণ করিয়াছি। সকল দেহে রামভজন আশ্রয় করি। তাহাতেই দিন যাপন করিতেছি।' একদা মেরুপর্ব্বতের শিখরের বট ছায়াতে লোমশ মুনি বসিয়াছিলেন। মুনিকে প্রণাম করিলে তিনি আমার উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম আরাধনার কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি কিছুকাল রঘুপতির গুণবর্ণনা করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন,—'মন ও ইন্দ্রিয়ের অতীত, বিনাশহীন, বিকারহীন সেই তুমি ও ব্রহ্মে কোন তফাৎ নাই।' নির্গুণ মত আমার হৃদয় স্পর্শ করিল না। আমি নিজ চক্ষে রঘুরাজকে কেমনে দেখিতে পারি তাহার উপদেশ চাহিলাম। তিনি নির্গুণ মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিলেন। আমি সগুণ মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়া বুঝিলাম,—'দ্বৈত বুদ্ধি ছাড়া ক্রোধ হয় না। মায়ার অধীন ঈশ্বর হইতে পৃথগ্‌ভূত মূর্খ জীব কি ঈশ্বরের সমান হইতে পারে? যে সকলের হিতকারী তাহার দুঃখ হয় না। পরের বিরোধ সে করে না। মানুষের শরীর পাইয়া রামভজনা না করার মত কোন সর্ব্বনাশা ক্ষতি নাই। দয়ার মত ধর্ম্ম কি আছে? নানা যুক্তি আমার মন রচনা করিতেছিল। পরে বিতর্কের ক্ষেত্র উপস্থিত হয়। আমি সগুণ পক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলাম। সক্রোধে মুনি বলেন,—"তোমাকে শিক্ষা দিতেছি অথচ মাননা, আমার উত্তর প্রত্যুত্তর কর, কাকের মত সব কথাতে ভয় পাও। তুমি স্বপক্ষ প্রতিষ্ঠাই চাও। তুমি এখনই পাখীদের চণ্ডাল অর্থাৎ কাক হও"। আমি সেই শাপ মাথায় করিয়া লইলাম। আমার ভয় বা কাতরতা আসিল না। আমি তখন কাক হইয়া গেলাম এবং রামকে স্মরণ করিয়া উড়িয়া চলিলাম। এই শাপই আমার পরীক্ষাদানের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র হইল।

শিব পার্ব্বতীকে বলেন,— যে রামভক্ত, যাহার কাম, অভিমান ও ক্রোধ দূর হইয়াছে যে জগৎকে প্রভুময় দেখে তাহার জগতের সহিত বিরোধের ক্ষেত্র কোথায়? কাক গরুড়কে বলিতেছিলেন,—'ঋষির কোন দোষ নাই। রঘুপতি আমাকে মন, কার্য্য ও বাক্যে নিজের ভক্ত জানিয়া মুনির বুদ্ধি ফিরাইয়া দিলেন। আমার রামপদে গভীর বিশ্বাস দেখিয়া মুনি আমাকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইলেন এবং রামমন্ত্র দিলেন। তিনি আমাকে বালকরূপ রামের ধ্যান শিখাইলেন। মুনি আমাকে কিছুকাল সেখানে রাখিয়া রামচরিতমানস বর্ণনা করেন ও বলেন যাহার হৃদয়ে রামভক্তি নাই তাহাকে একথা বলিও না। তিনি করস্পর্শে আমাকে আশীর্ব্বাদ করেন,—আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি শুভগুণযুক্ত ও অভিমানশূন্য হও। তুমি ইচ্ছামত যে কোন রূপ লইও। তোমার মৃত্যু ইচ্ছাধীন, তুমি জ্ঞান-বিরাগের নিবাসস্থান হও। তুমি যেখানে বাস করিবে সেখান হইতে এক যোজন স্থানে অজ্ঞান ব্যাপ্ত হইবে না। কাল, কর্ম্ম, গুণ, দোষ ও স্বভাব ইহাদের দেওয়া কোন দুঃখ তোমার হইবে না। রামচন্দ্রের গুপ্ত ও প্রত্যক্ষ

গুণ তুমি বিনা আয়াসে জানিতে পারিবে। প্রভুর প্রসাদে এই দুর্লভ আশীর্বাদ লাভ করিয়া এই আশ্রমে সাতাইশ কল্প কাল আছি। এখানে রঘুপতির গুণগান করি। চতুর পাখীরা তা'হা আদর করিয়া শোনে। অযোধ্যা পুরীতে যখন রঘুবীর ভক্তের হিতের জন্য মনুষ্যশরীর ধারণ করেন সে সময় সেখানে যাইয়া তাঁহার শিশুলীলা দেখিয়া আনন্দ পাই। তাঁহার শিশুরূপ হৃদয়ে ধরিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসি। এই আমার কাকদেহ ধারণের ইতি-বৃত্ত। এই ভাবে রামপদে ভক্তি হওয়ার জন্য আমি তাঁহার দর্শন পাইয়াছি। আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। হে খগেশ! হরিভক্তি ত্যাগ করিয়া অন্য উপায়ে সুখলাভের কোন আশা নাই।

কাক ভক্তিতত্ত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করিলে খগেশ বলিল,—জ্ঞান ভক্তিতে প্রভেদ কি বলুন কাক বলিল,—"ভক্তি ও জ্ঞানের কোন ভেদ নাই। দুইই সংসার হইতে উৎপন্ন দুঃখ দূর করে। কিন্তু মুনীশ্বর কিছু প্রভেদের কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি। জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ ও বিজ্ঞান ইহারা সকলে পুরুষ। পুরুষের প্রতাপ বেশী স্ত্রী স্বভাবনির্বল ও জড়ভাবাপন্ন। যে বিরাগী ও স্থিরবুদ্ধি সে পুরুষ জড়তা ও দুর্বলতা পরিহার করিতে পারে। যে কামী ও বিষয়-বিবশ যে রঘুবীর পদে বিমুখ সে নারী ত্যাগ করিতে পারে না। যে মুনি মহাজ্ঞানী সেও মৃগনয়নী বিধুমুখী স্ত্রী দেখিয়া বিকল হয়। নারী প্রত্যক্ষ বিষ্ণুমায়া, নারীর রূপ দেখিয়া নারী কখন মুগ্ধ হয় না। মায়া ও ভক্তি দুই স্ত্রীবর্গের মধ্যে, রঘুপতির নিকট ভক্তিই প্রিয়, মায়া ত নর্তকী, রঘুপতি ভক্তির অনুকূল এজন্য মায়া তাহাকে ভয় করে। ভক্তিকে দেখিলে মায়া সঙ্কুচিত হয়। জ্ঞান ও ভক্তির আয়ত্তভেদ এইরূপ। জীব অবিনাশী, ঈশ্বরের অংশ জীব চেতন, অমল, সহজাত আনন্দময় মায়ার বশে জড়ের সঙ্গে তাহাকে গ্রন্থিবদ্ধ হইতে হয়। এবন্ধন মিথ্যা হইলেও ঘুচান কঠিন। এই ভাবে জীব সংসারী হয়। এই সংসার-গ্রন্থি ছিন্ন না হইলে পূর্ণ সুখ হয় না। বেদ পুরাণেএই গ্রন্থিভেদের কথা বহুধাবর্ণিত আছে কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ ভেদ না হইয়া আরো জড়াইয়া যায়। জীবহৃদয়ে যে মোহের অন্ধকার তাহাতে এই সংসারগ্রন্থি ভেদ হইতে পারে না তবে গ্রন্থিভেদের যোগ যদি কখন ঈশ্বর কৃপাতে আসে তবেই সম্ভব হয়।"

"সাত্ত্বিক শ্রদ্ধারূপ নূতন গাভী হরির কৃপায় হৃদয়ে অবস্থান করে। সেখানে জপ, তপ, ব্রত, নিয়মাদি শুভ আচার সেই গাভীর সবুজ ঘাস হয়। গাভী যখন সেই ঘাস খায় শুদ্ধভাবরূপী শিশুবৎস ঐ গাভীর স্তন পান করে। নিবৃত্তিরূপী বন্ধনরজ্জুদ্বারা ঐ গাভীর পশ্চাতের পদ বাঁধিয়া বিশ্বাসরূপী দুগ্ধাধারে মনোরূপী গোপাল পরমধর্ম্মরূপ দুগ্ধ দোহন করে। নিষ্কাম অগ্নিতে সেই দুগ্ধ জ্বাল দিয়া সন্তোষ ও ক্ষমারূপ বাতাসে দুধের উষ্ণতা কিছু কমিলে শম ধৃতিরূপ দম্বল দিয়া ঐ দুধ হইতে দধি জমান হয়। বিচাররূপ মন্থনদণ্ডে প্রসন্নতার সহিত ঐ দধি মন্থন করিলে তখন বিমল বৈরাগ্যরূপী পবিত্র ননী পৃথক্ ভাসিয়া উঠে। তখন শুভাশুভ-কর্ম্মরূপ ইন্ধন জ্বালাইয়া যোগাগ্নিতে ঐ মাখন উত্তপ্ত করিলে মমত্বরূপী স্থূল অংশ জ্বলিয়া গেলে জ্ঞানরূপ ঘৃত বাহির হয়। তখন বিজ্ঞানরূপিণী বুদ্ধি শুদ্ধঘৃতদ্বারা চিত্ত-দীপ পূর্ণ করিয়া সমতারূপ দীপদানিতে তাহা রাখে। জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তি ও সত্ত্ব-রজ-তমোরূপ

কাপাস হইতে তুরীয়রূপ তুলা বাহির করিয়া ঐ দীপের বাতি তৈয়ার হয়। এই বিজ্ঞানময় তেজঃপুঞ্জযুক্ত দীপ-প্রভাতে মদাদি পতঙ্গ জ্বলিয়া যাইবে। "সোঽহমস্মি" আমি ব্রহ্মস্বরূপ এই জ্যোতির্ময় শিখা হইতে যে আত্মানুভব তাহাতে সংসারমূলক যে ভেদগ্রন্থি তাহা নষ্ট হয়। অবিদ্যার প্রবল পরিবার মোহ ইত্যাদি এই আলোতে মিটিয়া যায়। সেই বুদ্ধিতে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, এই গ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে জীব কৃতার্থ হয়। এই সময় প্রধান বিঘ্ন উপস্থিত করে মায়া। মায়া ঋদ্ধি, সিদ্ধি প্রভৃতি পাঠাইয়া লোভ দেখায়। তাহারা ছলে বলে কৌশলে নিকটে আসিয়া আঁচলের বাতাসে দীপ নিবাইতে যায়। চতুর বুদ্ধি তাহাদের দিকে তাকাইতেও চাহে না। আবার ইন্দ্রিয়দেবতারও উপদ্রব আরম্ভ হয়। বিষয়রূপী বাতাস আসিয়া জোর করিয়া কবাট খুলিয়া বুদ্ধিকে বিকল করিতে চায়। ইন্দ্রিয় দেবতাদের জ্ঞান ভাল লাগে না। তাহাদের বিষয় ভোগের জন্য সর্ব্বদা প্রীতি থাকে। যদি বিষয় বাতাস বুদ্ধিকে ভুলাইয়া দেয় তবে আর সে দীপ কে জ্বালাইয়া রাখিবে ? এই ভাবে জ্ঞানদীপ নির্ব্বাপিত হইলে জন্মমৃত্যুর ব্যাপারে সংসার দুঃখও বিভিন্ন প্রকার আসে। দুস্তর হরির মায়া উত্তীর্ণ হওয়া সহজগম্য নয়। জ্ঞানতত্ত্ব বুঝান কঠিন, বুঝিতে কঠিন, সাধনেও কঠিন, যদি কোন প্রকারে আসিয়াও যায় তাহাতেও বিঘ্ন অনেক। জ্ঞানের মার্গ দুই প্রান্তে ধার বিশিষ্ট তরবারির ন্যায়। ইহা হইতে পতনের আশঙ্কা সর্ব্বদা থাকে। যদি কোনরূপে প্রান্তে পৌছান যায় তবে মোক্ষরূপ পরম পদ প্রাপ্তি হয়। হরির ভজনে এই মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও আসে, হরিভক্তি বাদ দিয়া মোক্ষের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই জন্য হরিভক্ত মুক্তির বিষয় চিন্তা না করিয়া ভক্তির প্রয়াসী হয়। ভক্তিতেই সংসারমূল অবিদ্যার নাশ হয়।"

"সেবা-সেবক ভাব ব্যতীত ভবদুঃখ হইতে সহজে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এজন্য রামপদ ভজনের দিকে মুখ্য দৃষ্টি দিবে। যিনি জড়কে চেতন করেন ও চেতনকে জড় করেন সেই রঘুনাথের ভজনে জীব ধন্য হইবে। স্থূল জ্ঞান-সিদ্ধান্ত কহিয়াছি। এইবার ভক্তি-সিদ্ধান্ত কহিব। যাহার হৃদয়ে ভক্তি আছে তাহা সর্ব্বদা প্রকাশমান থাকে। মোহ তাহার ত্রিসীমায় আসে না। অবিদ্যার অন্ধকার থাকে না। কাম-ক্রোধাদি তাহার নিকটেও যায় না। তাহার নিকট বিষ অমৃত হয়। ভাবী মানস রোগে কখনও সে আক্রান্ত হয় না তাহার দুঃখ স্বপ্নেও থাকে না। তাহারাই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান যাহারা ভক্তিরূপ মণির জন্য যত্ন করে। রামকৃপাতে ঐ মণি লাভ করা যায়। বেদ-পুরাণে নানা ভাবে এই ভক্তিতত্ত্ব লিখিত। সজ্জন ব্যক্তি বুদ্ধিরূপ খোদাই অস্ত্রদ্বারা এবং জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপী নেত্রদ্বারা প্রেমভরে সন্ধান করিলে এই ভক্তি লাভ করে।"

"বেদ সমুদ্র, জ্ঞান মন্দর পর্ব্বত, সাধু সজ্জন সেখানে দেবতা। যে এই সমুদ্র মন্থন করিয়া হরিকথারূপ অমৃত দোহন করে, তাহাতে ভক্তিরূপ মধুরতা বাস করে। বৈরাগ্যরূপী বর্ম্মে আপনাকে বাঁচাইয়া জ্ঞানরূপ তরবারিদ্বারা মদ, লোভ ও মোহরূপী শত্রু ধ্বংস করিয়া যে বিজয় লাভ তাহারই নাম হরিভক্তি।" অতঃপর গরুড় সাতটি প্রশ্নের উত্তর চাহিলেন,— ১। কোন্ শরীর সকলের চেয়ে বেশী দুর্লভ ? ২। বড় দুঃখ কি ? ৩। বড় সুখ কি ? ৪। সাধু

ও অসাধুর মর্মভেদ কোথায়? ৫। বেদবিখ্যাত বিশাল পুণ্য কি? ৬। কোন্‌টা পরম পাপ? ৭। মানস রোগের তত্ত্ব কি?

উত্তর—১। মানুষের শরীরের সমান কোন দেহ নাই। চরাচর জীবের মধ্যে এই দেহসার। ঐ দেহ স্বর্গ নরক ও মোক্ষের সোপান। ঐ শরীর জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিজনিত সুখ দেয় এই শরীর ধারণ করিয়া যে হরিভজন করেনা সে স্পর্শমণি ফেলিয়া কাচের টুকরা লয়

২। দারিদ্র্যের মত দুঃখ নাই।

৩। সাধুর সহিত মিলনের মত সুখ নাই।

৪। সাধুরা অপরের সুখের জন্য দুঃখ সহ্য করেন আর অভাগা অসাধুগণ পরকে দুঃখ দেওয়ার জন্য দুঃখ সহ্য করে।

খল শণের মত পরের বন্ধন করায়। অপরকে দুঃখ দিবার জন্য প্রয়োজন হইলে নিজের দেহচর্ম খুলিয়া বিপদ বরণ করিয়াও মরে। বিনা স্বার্থে পরের অপকার খলের ধর্ম্ম তাহারা ইঁদুর ও সর্পের মত পরাপকারে নিরত।

৫। বেদপ্রসিদ্ধ পরম ধর্ম্ম অহিংসা ৬। পরনিন্দার মত পাপের পর্বত আর নাই। ভগবান ও গুরুনিন্দাকারী সহস্রজন্ম ভেক-দেহ পায়। ব্রাহ্মণনিন্দক কাক হইয়া জন্মে। দেবতা ও বেদনিন্দক রৌরব নরকে পড়ে। সাধুনিন্দক পেচক হয়। পরনিন্দা যাহার স্বভাব সে চামচিকা হইয়া জন্মায়।

৭। মোহই সকল ব্যাধির মূল তাহা হইতেই নানা শূল পীড়ার উৎপত্তি। কাম বাত—লোভ কফ—ক্রোধ পিত্ত—তাহাতে নিত্য বুক জ্বলে। এই তিনের সংযোগে সন্নিপাতরোগ সর্ব্বপ্রকারে দুঃখদায়ক। অভিমান মানস দদ্রুরোগ, ঈর্ষ্যা মানস কণ্ডুয়ন, হর্ষ ও শোক মানস গ্রন্থিবাত। পরের সুখে অন্তর্দাহ মানস ক্ষয় রোগ। মনের কুটিলতা ও দুষ্টতা মানস কুষ্ঠ রোগ। অহঙ্কার দুঃখদায়ক মানস শোথ। দম্ভ, কপটতা, মদ ও মান মানসক্ষতমধ্যস্থ কীট, তৃষ্ণা মানস উদররোগ, ত্রিএষণা (পুত্র, ধন ও যশোলিপ্সা) মনের কম্পজ্বর, পরশ্রীকাতরতা ও অবিবেক মনের দৌকালীন জ্বর। একটা রোগেই মানুষ মরে আর এত ব্যাধি যখন মানুষকে সতত দুঃখ দেয় তখন সুখের ক্ষেত্র কোথায়? সকলে এই রোগে ভোগে কিন্তু কম লোকে তাহা দেখিতে পায়। এই রোগের মর্ম্ম যে জানে তাহার কিছু রোগ কমে বটে কিন্তু নাশ হয় না। বিষয়-ভোগরূপী কুপথ্যে মুনির হৃদয়েও রোগ হয়। সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই। তবে রামকৃপাতে সদ্‌গুরু ও বেদবাক্যে বিশ্বাস জন্মে এবং বিষয় ভোগে সাধারণের অরুচি ও দুর্বলতা আসে। রঘুপতির প্রতি ভক্তিতেই এই মানস রোগের শান্তি নিহিত আছে। যদি রোগ শান্তির পথ থাকে তবে এই পথে আছে। রামের ভজনই বেদের একমাত্র সিদ্ধান্ত। রঘুপতিকে ত্যাগ করিয়া সেবার কেহ নাই। হে গরুড়! তুমি অতি পবিত্র; শুক সনকাদি মুনিও শিবের প্রিয় রামকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাধুসঙ্গ জগতে বড় দুর্লভ। আমি ধন্য হইলাম। আমি হীন তবু আমাকে নিজভক্ত জানিয়া তোমার মাধ্যমে শিব সাধুসঙ্গ দিলেন। এই ভাবে ভুশুণ্ডী গরুড়কে ধন্যবাদ দিয়া পুনঃপুন রঘুনাথকে প্রণাম জানাইল। গরুড় ভুশুণ্ডীর নিকট হইতে

রঘুবীরের পবিত্র ভক্তিরসপূর্ণ কথা শুনিয়া নিজ কৃতকৃত্যতার কথা জ্ঞাপন করিলেন। গরুড় তাহার জীবন ও জন্ম সফল হইয়াছে সকল সংশয় দূর হইয়াছে বলিল। অতঃপর তাহার হৃদয় রঘুবীরের নিকট সমর্পণ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিল।

যাহার মন রামচরণে নিরত সেই সর্ব্বজ্ঞ সেই গুণজ্ঞাতা ও পৃথিবীর শোভা; সেই পণ্ডিত দাতা, ধর্মপরায়ণ ও কুলত্রাতা; সেই দেশ ধন্য যেখানে গঙ্গা; সেই নারী ধন্য যে পতিব্রতা; সে রাজা ধন্য যে নীতিমান; সে ব্রাহ্মণ ধন্য যে ধর্ম্মরক্ষক; সে ধন ধন্য যাহার গতি দানে; সে বুদ্ধি ধন্য যাহা পুণ্য কর্ম্মে রত; সে সময় ধন্য যাহা সৎসঙ্গে কাটে; তাহার জন্ম ধন্য যাহার দ্বিজ-ভক্তি অখণ্ড; সেই কুল ধন্য, জগৎপূজ্য ও পবিত্র যে কুলে বিনীত ও রঘুবীর ভক্ত নর জন্মে।

হে গরুড়! তোমার রঘুপতির প্রতি ভক্তি দেখিয়া আমি রঘুপতির গুপ্ত রহস্য আমার বুদ্ধি অনুসারে বর্ণনা করিলাম।

গোস্বামী তুলসীদাস বলিতেছেন,—হে রঘুবীর! আমার সমান আর্ত্ত কেহ নাই আর তোমার সমান দীনবন্ধু কেহ নাই, ইহা বুঝিয়া হে রঘুবংশমণি! তুমি আমার বিষম ভবভয় হরণ কর। কামীর নিকট নারী যেমন প্রিয় লাগে, লোভীর নিকট দ্রব্য যেমন প্রিয় লাগে তেমনি রঘুবংশের মণি রাম যেন আমার নিকট সর্ব্বদা প্রিয় লাগে।

গ্রন্থকার-বংশ-পরিচয়

দ্বাদশ শতক শেষ কান্যকুব্জ আর্য্যদেশ।
যবন-প্রভাবে হায়! প্রায়শঃ ব্রাহ্মণ্য শেষ॥
ব্রাহ্মণেরা মিল' সবে চিন্তেন ধরম-গতি।
আর্য্যাবর্ত্ত ত্যজি' কৈলা দাক্ষিণাত্য-বাসে মতি॥
অগস্ত্য-প্রভাব-পূত দ্রাবিড় নৈমিষারণ্যে।
দরিদ্র বিপ্রেরা যা'ন মিলিতে ব্রাহ্মণ-সনে॥
দাক্ষিণাত্যে অভিযান করি' শাস্ত্র সঙ্গে ল'য়ে।
নিরচিলা যজ্ঞভূমি বেদবিধি সমাশ্রয়ে॥
বগড়ি মেদিনীপুরবাসি-রাজা গজপতি।
তীর্থযাত্রাতরে তাঁ'র দাক্ষিণাত্যে উপস্থিতি॥
যজ্ঞ-পরিবেশ হেরি' হ'ন পুলকিত-মতি।
বর্ণাশ্রম স্বীয় রাজ্যে রক্ষিতে করেন মতি॥
পঞ্চগোত্রে আমন্ত্রিলা স্থাপিতে মন্দির শত।
ধর্ম্মরাজ্য বর্ণাশ্রম স্থাপিবারে দৃঢ়ব্রত॥
গৌতম, মৌদ্গল্য, গার্গ্য, বশিষ্ঠ ও ভরদ্বাজ।
পঞ্চগোত্রী মিলিলেন সাধিতে ধর্ম্মীয় কাজ॥
গৌতমীয় শঙ্খধর সেথা হ'ন উপনীত।
শঙ্খভট্ট নামে তিনি আছিলেন পরিচিত॥

শম্ভু, রামদেবানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, হরিদাস।
পুরুষপঞ্চক সেথা যথাক্রমে করে বাস॥
মধুসূদন তৎপুত্র, মহীপতি অতঃপর।
মিহির অষ্টমস্থানে অল্লাল্লের সেই স্তর॥
বঙ্গেশ প্রতাপাদিত্য যশোর নগর ধাম।
অল্লবংশ পুরোহিতে দেন ধুলিপুর গ্রাম॥
গৌড়-বাসী বাৎস্যগোত্রে মনস্বী মধুসূদন।
তৎপুত্র রামভদ্র রাজগুরু বৃত হ'ন॥
রামভদ্র-অল্লবংশ ধুলিপুরে নিবসিলা।
গুরু-পুরোহিত মিলি' ধর্ম্মক্ষেত্র বিরচিলা॥
নারায়ণ, রমাকান্ত, জানকীজীবন, রাম।
মৎপূর্ব্বজ পুরোহিত নন্দরাম, বিষ্ণুরাম॥
'ঘলঘলে' সে পরগণে নিবসিলে বিষ্ণুরাম।
টাকীর 'রায়-চৌধুরী'রা করেন ব্রহ্মত্র দান॥
রামকিঙ্কর, শ্রীরাম, গিরীশ ও চিরঞ্জীব।
বংশপরম্পরা মম তাঁ'রা জীব তাঁ'রা শিব॥
চিরঞ্জীব পূজ্যপিতা ধর্ম্মে নিষ্ঠাপরায়ণ।
বার্দ্ধক্যে শুনিতে চা'ন তুলসীর রামায়ণ॥
তুলসীর রামায়ণ হ'তে করি অনুবাদ।
তাঁহার আশিসে লভি কবিত্বের রসাস্বাদ॥
অকবির যত ত্রুটি ক্ষমে গুণগ্রাহি-জন।
রাম-নামে হবে ধ্রুব সর্ব্বদোষ-প্রক্ষালন॥
ত্যজিলাম পিতৃভূমি রাষ্ট্র যবে পাকিস্তান।
কলিকাতা-প্রান্তে রচি 'চিরঞ্জীব স্মৃতিধাম'॥
বিংশতি সংখ্যক বাটী অভিধা বৈষ্ণবঘাট।
পিতৃস্বস্-কুটীরেতে স্থাপিনু শ্রীরাম-পাট॥
শ্রীরাম-মন্দির স্থাপি নিতে রামকৃষ্ণ নাম।
অন্তিম নিঃশ্বাস যেন বাহিরায় বলি' রাম॥
তুলসীর ভেদভক্তি যাহা ল'ভে 'রাম' নামে।
অচিন্ত্য সে ভেদাভেদ গৌরাঙ্গের 'কৃষ্ণ' নামে॥
রামকৃষ্ণ এক তত্ত্ব ভেদ মাত্র ভিন্ন নামে।
যুগধর্ম্মে সর্ব্বসিদ্ধি হ'বে যুগ্ম নামগানে॥

সমাপ্ত

রামচরিতমানস ১। ৭ম খণ্ড ভ্রমসংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮২১	৯	সিন্ধুসিমা	সিন্ধুসীমা
৮২২	৫	কলি	কাল
,,	২৬	ভরকে	ভয়কে
৮২৯	৫	তুণীরে	তুণীরে
,,	২১	মাখা	মাথা
৮৩৩	৩	যেয়ে	যে'য়ে
,,	৬	ফুকারিতে	পুকারিতে
৮৩৯	৩৩	বারত্ব	বীরত্ব
৮৪০	২৭	পাখা ? শেষ	পাখী ? শেষ
৮৪৯	৫	ভ্রু ভঙ্গি-বিলাসে	ভ্রূভঙ্গি-বিলাসে
৮৬৫	৩	ফুকারিয়া	পুকারিয়া
৮৬৯	২৪	উপছিয়া গল	উপ্‌ছিয়া গেল
৮৯৮	১৩	বথে গৃহ হের	রথে বালি হের
৯০৮	১২	হইত	হইল
৯১৭	১৫	চালিল	চলিল

২। গ্রন্থকারকৃত খণ্ডশঃ কাণ্ডবিভাগ

বালকাণ্ড—১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ডে
অযোধ্যাকাণ্ড—৪র্থ ও ৫ম খণ্ডে
অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা ও সুন্দরকাণ্ড—৬ষ্ঠ খণ্ডে
লঙ্কাকাণ্ড—৭ম খণ্ডে ;
উত্তরকাণ্ড—৮ম খণ্ডে
প্রাচীন আর্য্যবর্ত্ত ও
দাক্ষিণাত্যের মানচিত্র ৭ম ও ৮ম খণ্ডে

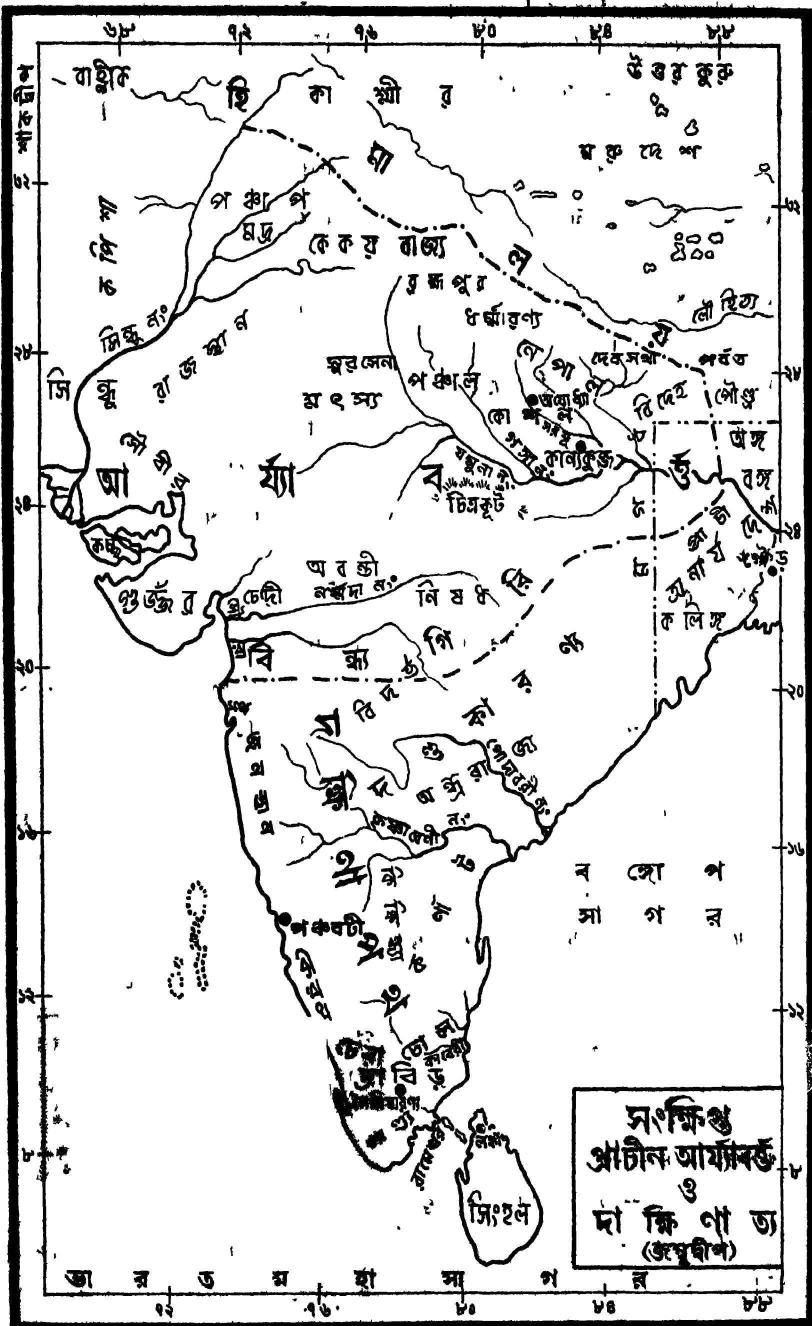
৩। শ্লোক সংখ্যা

চৌপাই—	চতুষ্পদী—	৪৩১৫
,,	দ্বিপদী—	৬৪
দোহা—	দ্বিপদী—	১১৩৫
সোরঠা—	দ্বিপদী—	৪৯
ছন্দ—	চতুষ্পদী—	১৩৬
,,	দ্বিপদী—	৪৫
,,	একপদী—	২
	শ্লোক (সংস্কৃত)—	২৬
		৫৭৭২

৪। নবাহ্ন পারায়ণ

১ম বিশ্রাম	১—১২০ দোহা	বালকাণ্ড	
২য় বিশ্রাম	১২১—২৩৯	,,	,,
৩য় বিশ্রাম	২৪০—৩৫৮	,,	,,
৪র্থ বিশ্রাম	১—১১৬	,,	অযোধ্যাকাণ্ড
৫ম বিশ্রাম	১১৭—২৩৬	,,	,,
৬ষ্ঠ বিশ্রাম	২৩৭—৩২৬	,,	,,
	১— ২৯		অরণ্যকাণ্ড
৭ম বিশ্রাম—	অরণ্যকাণ্ড	৩০—৪৬ দোহা	
	কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	১—৩০	,,
	সুন্দরকাণ্ড	১—৬০	,,
	লঙ্কাকাণ্ড	১—১২ দোহা পর্য্যন্ত ;	
৮ম বিশ্রাম—	লঙ্কাকাণ্ড	১৩—১২১ দোহা	
	উত্তরকাণ্ড	১—১০ দোহা	
৯ম বিশ্রাম—	,,	১১—১৩০ দোহা	

৫। পৃষ্ঠাসংখ্যা, ভূমিকা—ক-১০০+গ্রন্থ ১১১৬+পরিশিষ্ট খ-৯৮=মোট ১৩১৪



সংক্ষিপ্ত
প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্ত
ও
দাক্ষিণাত্য
(ভগ্নদ্বীপ)
বাহ্লীক
কাশ্মীর
উত্তর কুরু
কেকয় রাজ্য
মদ্র
সিন্ধু নং
লৌহিত্য
ব্রহ্মপুর
ধর্ম্মারণ্য
শূরসেন
মৎস্য
পঞ্চাল
বিদেহ
পৌণ্ড্র
অঙ্গ
বঙ্গ
কান্যকুব্জ
চিত্রকূট
কচ্ছ
গুর্জ্জর
চেদী
অবন্তী
নর্ম্মদা নং
নিষধ
কলিঙ্গ
কৃষ্ণাবেণী নং
পঞ্চবটী
সিংহল
বঙ্গোপ সাগর
ভারত মহাসাগর
৬৮ ৭২ ৭৬ ৮০ ৮৪ ৮৮
৩২ ২৮ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ৮